বঙ্গানন্দ।

যশোহর জেলাস্থ ত্রিলোচনপুর গ্রাম-নিবাসী
শ্রীমতিলাল দত্ত, বি-এ, এফ্, টি, এস্,
কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২৩ সাল।

All Rights Reserved.] [মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মাগণের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহাদের জীবনের কোন না কোন অংশ কোনরূপ অলৌকিক ঘটনায় জড়িত থাকে। বঙ্গানন্দ একজন প্রকৃত মহাত্মা পুরুষ, তাঁহার জীবনী যে ঐরূপ কোন না কোন অলৌকিক ঘটনায় জড়িত থাকিবে এরূপ অনুমান স্বাভাবিক। বঙ্গানন্দ বর্ষাধিক কাল মাতৃগর্ভে থাকিয়া সবল সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। যশোবতীর বাল্যজীবন অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। তাঁহার কার্য্যাবলী যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

গ্রন্থের নায়কনায়িকাগণের নামকরণবিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। আমরা কিন্তু "কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন" এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নামকরণ করিয়াছি; ভরসা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ এ ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

এই কাব্যের উপপাদ্যবিষয়—জাতীয় সমীকরণ, একদেশবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা-সংস্থাপন, সদুপায় অবলম্বন করিয়া স্বদেশের উন্নতি-সাধন, দেশোন্নতির দিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, কপটতা-বিবর্জ্জিত রাজভক্তি প্রতি লোকের আন্তরিক উৎসাহ পরিবর্দ্ধন ও তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন, সুচরিত্র সংগঠন, শিক্ষিত কিন্তু কার্য্যাভাবে উদ্ভ্রান্তমতি যুবকগণকে তাহাদের পুরোভাগে অবস্থিত বিশাল কর্ম্মভূমি দেখাইয়া দেওয়া, এবং শৈশব হইতে যাহাতে তাহাদের মনে স্বধর্ম্মোপরে ভক্তি জন্মে তদ্বিষয়ক উপদেশ দান; ইহাই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবন-গঠনোপযোগী এই সকল উপকরণ কতদূর এবং কিরূপভাবে সংগ্রহ করিয়া একত্রে সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বিদুষী পাঠক পাঠিকাগণের বিবেচ্য।

গ্রন্থের অনেক স্থল পুনরুক্তি দোষে দূষিত, কিন্তু সে দোষ ইচ্ছাকৃত। যে সকল দোষ সমাজের অস্থি, মাংস, মেদ ক্রমাগত চর্ব্বণ করিতেছে অথচ আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না, আলস্য-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছি, আমি সেই সকল দোষ বারংবার চিৎকার করিয়া বলিয়াছি। যদি কেহ আমার চিৎকার-ধ্বনি শুনিয়া জাগিয়া উঠেন, তাহা হইলে মনে করিব বৃথায় অরণ্যে রোদন করা হয় নাই। গ্রন্থের স্থানবিশেষ হয়তঃ ব্যক্তিবিশেষের কি শ্রেণী কিম্বা সম্প্রদায়বিশেষের ভ্রূকুঞ্চন উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু সে দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাই নাই। আমার উদ্দেশ্যই যখন সর্ব্বজনীনতা-প্রতিষ্ঠা, তখন এ সকল সামান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলে না, তবে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থে এইমাত্র বলিতে পারি যে তাঁহারা যেন বক্তা, শ্রোতা, সময় ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করেন।

প্রস্তাবনাতে বলিয়াছি স্বার্থসিদ্ধি আশে পুস্তকখানি লিখিত হয় নাই। আজকাল গল্প, উপন্যাস, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক অত্যধিক বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। অধিকাংশ গ্রন্থকারেরা পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহাতে দুপয়সা লাভ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তক প্রণয়ন করেন, আমার সে উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য এই যে দেশের-ভরসা যুবক যুবতীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া স্বদেশের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। পুস্তকখানির বহুল প্রচারার্থে মূল্য কম করিলে ভাল হইত; ইচ্ছাও তাহাই ছিল, কিন্তু কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় আমার মনের বাসনা "দরিদ্রানাং মনোরথমিব" মনেই বিলীন হইয়া রহিল।

ইতি গ্রন্থকারস্য।

প্রস্তাবনা।

পতিতপাবন, পরব্রহ্ম, পরমেশ,
দয়াময়, দুরিতহা, দুর্গতি দলন,
অসহায়ের সহায়! অন্তরের ব্যথা,
নিরন্তর অন্তরে থাকিয়া দেখ, নাথ!
জান তুমি, (অজানিত কি তব সংসারে!)
কেন এই জীবনসন্ধ্যায়, দুরাকাঙ্ক্ষা,
সাধিতে স্বজনহিত, স্বদেশ মঙ্গল,
প্রোৎসাহিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ-তন্দ্রা-অভিভূত,
স্বদেশবাসীর মন, অলস, উদ্‌ভ্রান্ত,
একজাতীয়তা কেন্দ্রে—প্রবলা হৃদয়ে।
অবিদিত নহে দেব! ও রাজীব পদে,
দেশের দুর্দ্দশা দেখি দহে মন কত,
দুর্নিবার্য্য দাবানলে; এ দারুণ দাহ,
দূরকর দীননাথ! বরণীয় গুণে,
দীন, এই ক্ষুদ্র মন। দেশ-বৎসলতা
আছে যাহা বিনিদ্রিতা হৃদয় কন্দরে,
পারি না উঠাতে তারে, নাহি অবসর।
সংসার-আবর্ত্তে পড়ি দিগ্বিদিক জ্ঞান
হইয়াছি হারা; আত্মরক্ষা সংসাধিতে
সময় চলিয়া যায়; দেখিতে অপরে
পাই না সময়। তবে কেন হেন কাজে

হস্ত প্রসারিতে ব্যগ্র হইতেছি এত ?
মূঢ় মন কিন্তু তাহা বুঝিয়া না বুঝে।
দেশহিতৈষিণী বৃত্তি উদিয়া অন্তরে
করিছে উদ্দাম চিত্তে কর্ত্তব্যে উদ্যত।
নহে সে অনুপ্রাণিত নীচ স্বার্থ-মদে,
মহাজন স্পৃহনীয় প্রতিপত্তি-লিপ্সা
নাহি করে উত্তেজিত তাহাকে অথবা।
স্বদেশবাসীর যদি দৃষ্টি, মনোযোগ,
সামান্য কণিকামাত্র পারে আকর্ষিতে
এই এক মহাকেন্দ্রে, তুষ্ট দীন মন,
শ্রম, যত্ন, মনোরথ সফল তাহার।
কার্য্যকরী শক্তি বিনা বাসনা কেবল
সমর্থ না হয় কভু সফলতা লাভে ;
শক্তিহীন দীন দাস, কোথা শক্তি পাবে,
শক্তিধর ! সাধিতে এ কার্য্য সাধ্যাতীত।
মহামান্য মনিষী কলাপ, মহিমায়
তব, মণ্ডিত যাঁহারা, তাঁহারা কেবল
তোমার কৃপায় শক্ত অসাধ্য-সাধনে।
পথশূন্য, গুল্মাকীর্ণ মহারণ্য পারে
যাইবার অভিলাষ অন্ধকের যথা
নাহি পূরে, বিনা দৈবশক্তি সহায়তা ;
দুর্দ্দম দুরভিলাষ তেমতি আমার
বিফল, করুণা কণা তোমার, হে নাথ !
সুপথে যদ্যপি তারে না করে চালিত।

জানিয়া শুনিয়া ইহা, ইচ্ছা বলবতী
বলিয়া দিতেছে মোরে, "কি ভয় তোমার!"
জয় পরাজয়, সফলতা বিফলতা,
যা কিছু আসিয়া পড়ে সম্মুখ প্রদেশে,
সে দিকে দিওনা দৃষ্টি; করিছ স্বকাজ,
স্বকর্ত্তব্য, সদুপায়ে; তাই মনে করি
হও অগ্রসর। উপহাস, পরিহাস
করে যদি কেহ, ভাণ কর বধিরতা;
করিও না কর্ণপাত তাহাদের রবে।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু! ডাকি ভক্তি ভরে
তোমায়; অকৃতি জনে কর আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন মনোবাঞ্ছা। দেবি বীণাপাণি!
মনোসরোবর-সরসিজ-নিবাসিনি!
কাতরে ডাকি মা তোরে; কল্পনা-কমলে
বস মা কল্পনাময়ি! ও পদ পরশে
ফুটে যদি কল্পনা-প্রসূন। কোন গুণে,
কি বর মাগিবে, মাগো! অকিঞ্চন সুতে।
কুমতি সন্তান যদি; মাতৃস্নেহধারা
নহে সে বঞ্চিত কভু, সেই মাত্র আশা।
গাইব স্বদেশ গীতি, হবে সঞ্চারিত
ভ্রাতৃহৃদ্-কোকনদে সুধা নিরমল;
বহিবে সে গীতি; সম-বেদনা প্রবাহ
সঞ্জীবনী রসাসিক্ত, চিত্ত মুগ্ধকর,
নির্দ্দয়, নির্ম্মম, নীরস, বিশুষ্ক-প্রায়,

বঙ্গোদ্যান-জাত মানস-কলিকোপরে।
লভিবে নব জীবন, হবে বিকসিত
সে শুষ্ক-ফুল-কলিকা আলোকি ভূলোকে
দেখিবে জগতবাসী সস্মিত নয়নে,
নববঙ্গ পরিণত নন্দন-কাননে।

বঙ্গানন্দ।

প্রথম সর্গ।

পথহীন, তমোময়, গহন বিপিন
প্রসারিত চারিদিকে ; দূর-অবস্থিত
জন কোলাহল নাহি পশিছে শ্রবণে ;
হেন ঘনারণ্য মাঝে নিপতিত আজ
বঙ্গীয় সমাজ নেতা দেব ধর্ম্মবিদ।
অত্যধিক শ্রমক্লিষ্ট, অবসন্ন দেহ
নিজে, ক্লান্ত অশ্ব—একমাত্র সহচর ;
না হইতে নিঃশেষিত যামিনী ঊষায়,
আসিয়াছে গৃহত্যজি ; চারি দণ্ড কাল
না উদিতে সূর্য্যদেব পূরব আকাশে,
দৌড়িয়াছে মৃগয়াপশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ;
চলিতে চরণে এবে নাহিক শকতি।
আরোহীকে পৃষ্ঠে করি বনৈক প্রদেশে
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে লভিছে বিরাম।
চতুর্দ্দিকে বনরাজি, আদি অন্ত কোথা,
অক্ষম দর্শন শক্তি করিতে নির্ণয়।
দিবাকর গগনের মাঝখানে আসি
বর্ষিছে প্রখর কর ; অনলঝলকে
ঝলসিছে ধরা অঙ্গ। নেতৃকুলেশ্বর,

ক্ষুৎক্ষাম কণ্ঠ; তৃষ্ণানলে শুষ্ক মুখ;
ঘর্ম্মাপ্লুত দেহ; শোণিতাক্ত আঁখিযুগ;
ভাবিছেন মনে মনে, অশ্ব পৃষ্ঠে বসি,
দেশ, কাল, পাত্র, এ তিনের সমন্বয়
ঘটে যবে, তখনই হয় সমুদিত
নরের অদৃষ্টাকাশে ভাগ্যসুখ তারা;
এতদিন সেই মহা সৌভাগ্য, অদৃষ্টে
ছিল মম; কিন্তু হায়! স্বকৃত করমে
আবরিনু তারে আজ। কতদিন আর
নিশ্চেষ্ট বসিয়া পর-উপার্জ্জিত ফল
করিব ভক্ষণ? পিতৃ-পিতামহগণ,
যে সুকৃতি উপার্জ্জন অধোবংশ তরে
করিয়াছিলেন পুরা; আমি তার ফল
ভুঞ্জিয়াছি মন সুখে এ যাবতকাল;
করিয়াছি নিঃশেষিত সে সুখ-ভাণ্ডার।
নিজের অস্তিত্ব, সত্ত্বা, সুখে মগ্ন থাকি
গিয়াছি ভুলিয়া; মনুষ্যত্বে অনাদরে
সিন্ধুগর্ভে করেছি নিক্ষেপ। ছিল জ্ঞান,
কিন্তু তার কথা কভু করেনি শ্রবণ।
কি কার্য্য করিতে ভবে লয়েছ জনম
জিজ্ঞাসিত যবে, হাসিতাম মনে মনে।
যে অবস্থা জালে এবে ঘিরিয়াছে মোরে,
আমাপেক্ষা অজ্ঞজন হেন অবস্থায়
হইলে পরিবেষ্টিত, সহজেই পারে

বুঝিতে আপনি নিজ অকিঞ্চনত্বায়।
কোথা সে সমাজ মোর, যাহার উপরে
গতকল্য ছিল মম অসীম ক্ষমতা!
কোথায় প্রভুত্ব মম, প্রতাপ কোথায়!
কোথা বা সে অনুচর অনুজীবিগণ!
আগ্নেয়াস্ত্র, পরিধেয়, বাহন তুরগ,
ইহারাই একমাত্র সহায় সম্বল,
শ্বাপদ সঙ্কুল এই বিজন কাননে।
শক্তি ও সামর্থ্য অশরীরী মিত্রদ্বয়
অমিত্র হইতে যদি পারে সংরক্ষিতে
এ ঘোর বিপদে, এই মিত্রশূন্য স্থানে,
বড়ই সৌভাগ্যবান ভাবিব মানসে।
কৃতকার্য্য ফলভোক্তা আশাসক্ত জীবে,
আপনার ভাগ্য গড়ে আপনার হাতে।
মৃগ-অন্বেষণে আসি, দেখি মৃগশিশু
পুষ্ট দেহ ; নিবৃত্তিতে জিঘাংসা প্রবৃত্তি,
ছুটিনু পশ্চাতে তার ; ভাবিনু অন্তরে,
অবিভাজ্য প্রশংসার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
লভিব একেলা। নিজের অবস্থা প্রতি
অনাস্থা প্রকাশি, হারাইনু, আত্মহারা,
পরিণাম-দর্শিতায়। অবিমৃষ্য জন
আত্মোপরে অন্ধ দৃষ্টি নহে বা কখন?
বিঁধিনু সূক্ষ্মাগ্রশরে শরীর তাহার
কোমল, পেশল। পলাইল মৃগ, ভয়ে

ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধ মুখে, রঞ্জি পত্র-পুঞ্জে
রক্তরাগে। শোভিল এ বনস্থলী, হায়!
শোভে যথা মলয়জ ফোটা শত শত,
হিঙ্গুলাভ চক্রাকার, বিভূতি ভূষিত,
শঙ্করানুরক্ত ভক্ত শৈবের শরীরে;
অথবা বিকাশোন্মুখ রক্তোৎপল রাজি
শোভে যথা পর্ণ পূর্ণ সরসি উপরে।
দৌড়িনু শিকার পিছে; প্রমত্ত নেশায়,
নাহি ভাবিলাম মনে যাইছি কোথায়
সহচরগণে ত্যজি। কোথায় তাহারা?
কোথা আমি! পুছি কারে এ গহন বনে?
নির্দ্দয় মানব! ক্ষণস্থায়ী সুখ আশে,
নাশিতে নির্দ্দোষী জীবে নাহি করে দ্বিধা;
আত্মামোদে মত্ত, অন্ধ-দৃষ্টি পর প্রতি।
অপরের অকল্যাণ অকারণে যেবা,
অথবা আমোদ তরে, ধায় উৎপাদিতে,
আপন অনিষ্ট সেই আহরে আপনি
অবিলম্বে বিলম্বে বা, দুর্লঙ্ঘ্য এ নীতি।
কে না জানে স্বীয় কর্ম্ম-ফল ভোগী সবে?
কার্য্যকালে মনে তাহা কয়জন রাখে!
যাউক সে কথা, বৃথা গতানুশোচনা;
সম্মুখে করমক্ষেত্র, জীবন-সংগ্রাম,
কার্য্যোপরে নির্ভরিছে জীবন, মরণ।
সাধিতে এ কার্য্য চাই অদম্য সাহস,

একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, ধীরতা,
মানসিক ; অন্যথায় জীবন সংশয়।
বিরাজে প্রতি মানবে গুণ এ সকল
অল্পাধিক পরিমাণে, পূর্ব্বাভ্যাস মত।
উপযুক্ত অবসরে অশক্ত যাহারা
নিয়োগিতে এ সকলে স্বস্ব অধিকারে,
বিপদ তাদের ঘটে প্রতি পদক্ষেপে।
পরিহিত বস্ত্র যবে ইন্ধন সংযোগে
হয় প্রজ্জলিত, যদি সে বসনধারী
চঞ্চলতা, অধীরতা কিম্বা ব্যস্ততায়
বিহ্বল হইয়া পড়ে, আত্মরক্ষা তরে
সময়ে না করে সদুপায় উদ্ভাবন,
মৃত্যু অনিবার্য্য তার অনল দহনে।
তেমতি বিপদানল অসংযত চিতে
করে দগ্ধীভূত ; জ্ঞানীগণ সে কারণে
উপদেশ দেন ধৈর্য্য ধরিতে বিপদে।
কাপুরুষ নরগণ হারায় ধীরতা
বিপদ সময়ে, প্রকৃত পুরুষ যাঁরা
পুরুষত্ব যাঁহাদের মনুষ্যত্বে মাখা,
ধৈর্য্য গুণ তাঁহাদের নিত্যসহচর
কি সম্পদে কি বিপদে। উগ্র ঝটিকায়
পড়ে বৃক্ষ, গিরিরাজ অচল, অটল।
অবস্থার দাস কাপুরুষ ; ক্রীড়নক
সূত্র ধরি পুত্তলিকা খেলায় যেমতি,

তেমতি সে করে খেলা অবস্থানির্দ্দেশে।
মরিতেই হয় যদি, কি ভয় মরণে ?
জীবনের এক প্রান্ত বাঁধা যবে তায়।
সময়-সাগর-জলে জীবন-তরণী
বিপদ-ঝটিকা-ঘাতে চলিছে বিপথে,
অতলে নিমগ্ন প্রায়; তখন কি সাজে
নিশ্চেষ্টতা, বিহ্বলতা, উদ্যমহীনতা ?
কি কাজ শক্তিতে তবে, সাহসে কি কাজ,
সময়ে সদ্ব্যবহারে যদ্যপি তাহারা
নাহি আসে ? জীবনের যুদ্ধে চাই যাহা,
সে সকল গুণরাজি দিয়াছেন ধাতা
নরে, প্রয়োগিতে তাহা প্রয়োজন কালে।
যারা সেই গুণ লভি বিপদ সময়ে
করেনা চালনা, অবহেলে অপলাপ
করে সে সকলে, মহত পাতকী তারা।
কেন রে অবোধ মন ! দুর্য্যোগ দেখিয়া
দুর্গতি, দুর্ভাবনায় হইছ ব্যথিত ?
আসিয়াছি বহুদূর, পারিনা বুঝিতে
কোন্ দিকে যাই। যে দিকে ফিরাই আঁখি
একই প্রকার দৃশ্য—নিবিড় কানন,
পথহীন, দুর্গম, দুর্ভেদ্য লতারাজি।
যত অগ্রসর হই অন্ধকার তত
হইতেছে ঘনীভূত; রাত্রি কিম্বা দিন
কিছুই বুঝিতে নারি। কোন্ দিকে যাই ?

আসিয়াছি যে পথ ধরিয়া এই থানে
ফিরিয়া কি সেই পথে যাইব আবার ?
না, না ; কি লাভ তাহাতে ? যাই বা কেমনে ?
কতদূর আসিয়াছি কিছুই না জানি ;
প্রত্যাবর্ত্তন বা পুরোভাগে অগ্রসর,
উভয় সমান বর্ত্তমান অবস্থায়।
একি ! একি ! শ্যামল-পল্লব-সুশোভিত
লতাকুঞ্জ ; না, না, কঠিনতা কোথা তার ?
এ যে প্রস্তরের স্তূপ, অনুন্নত গিরি।
বারেক উঠিয়া দেখি ইহার উপরে,
বহির্গমনের পথ যদি ভাগ্য বশে—
পড়ে আসি দৃষ্টি পথে এ ঘোর আঁধারে।
নিশ্চেষ্ট কেন বা থাকি ? নিশ্চেষ্ট কোথায়
সফলতা দেবীর সে সস্মিত বদন
দেখি আত্মতুষ্টি লভে ? আইস, সাহস !
তুমিই অবলম্বন এ ঘোর বিপদে।
মরিতেই হয় যদি, নিম্নে কেন মরি ?
ঊর্দ্ধে উঠি, ঊর্দ্ধে মরি। একি এ ? একি এ ?
ওই যে কি দেখা যায় ! আরো ঊর্দ্ধে উঠি ;
ওই যে অনেক দূরে, সুবর্ণ-মণ্ডিত
মন্দিরের চূড়া। দুলিছে পতাকা শিরে
মূর্ত্তিমতী আশা যেন নিরাশ আঁধারে
উত্তোলিয়া দীপ্ত হস্ত দিতেছে আশ্বাস,
কহিতেছে শ্রান্ত পান্থে নীরব বচনে

"এস পথহারা শ্রান্ত পথিক প্রবর !
আইস এদিকে, সুখে করিবে বিশ্রাম।"
সম্বোধিয়া তুরঙ্গমে কহিলা নায়ক
"চল, অশ্ব ! চল, সম্মুখে চাহিয়া দেখ,
অকূল পাথারে ওই দেখা যায় কূল।"
উদ্গীরিয়া ফেনরাশি নাসিকা বদনে,
উৎকর্ণ হইয়া বাজি শুনিলা সে বাণী ;
উত্তরিলা হ্রেষারবে ; দর দর বেগে
প্রবহিল স্বেদস্রোত সর্ব্ব অবয়বে।
কবন্ধ-দণ্ডায়মান, বৃক্ষ-অধোকাণ্ড,
সুদীর্ঘ, বিশাল, প্রচণ্ড বরষাপাতে
তিতে যথা ; তিতিল তেমতি অশ্বরাজ
স্বেদাসারে। চলে ধীর চরণ বিক্ষেপে ;
অতিক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ কলাপ
বন্ধুর অরণ্য মাঝে। নীরব ররাব
সর্ব্বত্র, নিদাঘ আতপে উত্যক্ত দেশ।
প্রকৃতির কোলে, মাতৃ অঙ্কে শিশু সম
বিপিন বিহারী জীবে লভিছে বিরাম
আহারান্তে। দিবাকর বৃক্ষশীর্ষোপরি
হানিছে কিরণশর অনলফলক।
বিটপী কলাপ উগ্র, তীব্র শরাঘাতে
জর্জ্জরিত দেহ, কহিছে না কোন কথা,
সহিছে সকল ব্যথা অবনত শিরে,
আকুঞ্চিত পত্রে। অকারণে অন্যজনে

দিয়াছি যথেষ্ট কষ্ট, নিজের নীচতা
জগতে প্রকাশ হলো এই ভাবি রবি
হেলিয়া পড়িল ক্ষুণ্ণ হৃদে পশ্চিমাশে।
পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট নেতৃকুলেশ্বরে
লয়ে চলে অশ্ব সুমন্থর-গতি। ক্ষীণ,
ক্লান্তি-অবসন্ন দেহ, চলিতে অক্ষম;
অশ্বের এ দশা দেখি, ঈর্ষাবশে পথ
বিস্তারি বিশাল বপু, আহ্বানিলা তারে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে। হীনমতি, সুযোগ পাইলে
নীচ কাজে স্বপ্রাধান্য দেখাতে না ভুলে।
দৌর্ব্বল্যে দেখিলে শ্রম কাঠিন্য দেখায়,
এই সে প্রকৃতি তার। পূর্ব্বপরিচয়
অকৃতজ্ঞ জন কভু করে না স্মরণ।
বার্দ্ধক্যের দিকে যত হয় অগ্রসর
কর্ম্মকার, স্বকাঠিন্য ততই আয়স
থাকে দেখাইতে; এ নহে নূতন রীতি।
যতই কঠিন হোক উদার অন্তর
বিনীতে বিনত হয়; অনুদার জন
স্বক্ষমতা বিকাশের উপযুক্ত কাল
মনে করি, অতি মাত্রা কার্কশ্য দেখায়।
কত উচ্চ, নিম্ন স্থান; কঙ্কর-কণ্টক—
বৃক্ষ-লতা-পূর্ণ-ভূমি, বালু-শৈলমালা,
পড়িল গন্তব্য পথে কে করে গণনা?
ধর্ম্মমার্গ অনুগামী পথিকের পথে,

গতি—অবরোধকর অগণিত বাধা,
পড়িলে ধার্ম্মিক যথা চলে অতিক্রমি
সে সকল, চলিলা তেমতি নেতৃবর ।
নানাজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-সমাকুল,
কুল কুল নিনাদিনী স্রোতস্বতী কূলে
আসিয়া পৌছিলা ; দেখিলা সংযত করি
অসংযত দৃষ্টি, মহানেতা ধর্ম্মবিদ,
কল্লোলিনী পর পারে, চির আকাঙ্খিত
আশ্বাসের স্থল, শঙ্কর-দেব-মন্দির,
ধবল গিরির মত সমুন্নত দেহ ।
অশরীরী ধর্ম্ম যেন সশরীরে আসি
সম্মুখে দণ্ডায়মান । শান্তিস্বরূপিণী
নিম্নগা বিধৌত করিতেছে শ্রীচরণ ।
উতরিলা অশ্ব হতে নেতা ধর্ম্মবিদ ;
মন্দিরাভিমুখে অশ্ব লাগিলা চলিতে
দেখাইয়া পথ, পথহীন ঘোর বনে ।
অবলম্বি পথ স্বীয় হয়াবলম্বিত
যাইতে লাগিলা নেতা, অনুমানি মনে
নরেতর জীবগণ ইন্দ্রিয় বিশেষে
নর হতে শ্রেষ্ঠ ; নিসর্গ নিয়ম ইহা ।
জ্ঞানী যে প্রকৃত, নহে সে বিমুখ কভু
অর্জ্জিতে সদুপদেশ অজ্ঞ সন্নিধানে ।
সৈকত-কিনারা দিয়া যাইবার কালে,
দেখিতে পাইলা পথ নরপদাঙ্কিত

অপ্রশস্ত, গুল্মাচ্ছন্ন; নদীর ওপারে
উঠিয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে।
তুরঙ্গম পৃষ্ঠে উঠি নেতা ধর্ম্মবিদ
হৈলা পার স্রোতস্বিনী। নদী তীরস্থিত,
নীরোত্থিত তৃণরাজি হেলাইয়া শির,
আকর্ষিলা তুরঙ্গের লোলুপ লোচন।
বুভুক্ষিত পরিক্লান্ত জীব জন্তু কবে
সম্মুখে আহার দেখি রহে স্থির চিতে?
আকৃষ্ট সমবেদনায় নায়ক পুঙ্গব,
বিপদ-সহায়-সহচর-মনোভাব,
সতৃষ্ণ বীক্ষণ দেখি পারিলা বুঝিতে।
অশ্ব-পৃষ্ঠ হতে অবতরি নেতৃবর
ছাড়ি দিলা অশ্বে। মৃদুমন্দ গতি হয়
চলি গেলা তৃণাচ্ছন্ন ভূমি অভিমুখে
বিচরিতে। আরোহি সোপান, ধর্ম্মবিদ
পাইলা দেখিতে স্বীয় শরবিদ্ধ মৃগ
মন্দির-প্রাঙ্গণে। পার্শ্বে উপবিষ্ট তার
জনৈক মহাপুরুষ; বয়সে স্থবির,
সৌম্যমূর্ত্তি, রত মৃগ-শিশু-শুশ্রূষায়।
স্বর্গীয় লাবণ্যবিভা হইছে স্ফুরিত
বিভূতি বিলিপ্ত বুধ অঙ্গদ্যুতি হতে।
শিরে জটা পিঙ্গলাভ, চন্দনের ফোটা,
রক্তাভ, মণ্ডলাকার শোভিতেছে ভালে,
ঊষার সীমন্ত দেশে বিভাবসু যথা।

বিস্তৃত উরস—ক্ষুদ্র-শ্মশ্রু-সমাবৃত,
আয়ত লোচন যুগ—স্নেহে ঢল ঢল।
প্রণত নায়কে ঋষি আশীসি সস্নেহে,
বলিলা বসিতে পুরোস্থিত কুশাসনে।
দুঃখ ভারাক্রান্তান্তরে, কৃতাঞ্জলি পুটে
নিবেদিলা ধর্ম্মবিদ ধর্ম্ম-অবতারে
"ক্ষম অপরাধ, প্রভো! না জানি এ দাস
হানিয়াছে শর, মৃগে, বন্য মৃগ ভাবি।"
উত্তরিলা ঋষিবর, "বৃথা অনুতাপ,
নরবর তব, সামান্য এ শরাঘাত,
নহে সাংঘাতিক; নির্দ্দোষী-পশু-আঘাত
দোষ বলি গণ্য যদি, দোষী তবে তুমি;
বন্য বা পালিত জীব, উভয়ের দেহ
যাতনায় সমভাবে হয় উৎপীড়িত।
জীব-হিংসা মহা-পাপ, কাহার সে জীব
জানি কিম্বা নাহি জানি নাহি তায় ক্ষতি,
পাপের গুরুত্ব তায় হয় না লাঘব।
হইওনা ক্ষুণ্ণ বৎস! দিয়াছি ঔষধি,
বনজাত, গিয়াছে যাতনা; ক্ষত-মুখ
এক রাত্রে হইবে বিশুষ্ক; কল্য প্রাতে
চিহ্নমাত্র রবে অবশেষ। পরিহর
পরিতাপ। সন্দর্শন করি তব মুখ,
বুঝিতেছি, বড় ক্লেশ পাইয়াছ বনে;
প্রক্ষালিয়া হস্ত পদ, আনন, নয়ন,

গৃহস্থিত ফল মূলে জঠর অনল
কর তুমি নির্ব্বাপিত, লভহ বিরাম।”
এতেক কহিয়া ঋষি মন্দির ভিতরে
করিলা প্রবেশ ; সাজাইলা থরে থরে
সন্ধ্যারতি দ্রব্যজাত ; চারি দণ্ড কাল
হইল অতিবাহিত কার্য্যে এই সব।
বাহিরিলা যবে, দেখিলা অতিথিবর,
উপবিষ্ট কুশাসনে প্রসন্ন বদনে।
মারুত প্রবাহে মেঘ হলে বিতাড়িত
আকাশ যেমতি ধরে কান্তি নিরমল
তেমতি নির্ম্মল কান্তি নেতৃবর এবে
আহার বিশ্রাম অন্তে। প্রসন্ন বদন
দেখি অতিথির, প্রসন্ন হইলা ঋষি।
শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রী বীণা-তন্ত্রী সম
নাচাইয়া ঋষিবর কহিলা নেতায়
“প্রকাণ্ড এ ভূমিখণ্ডে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ
আছে তব ধর্ম্মবিদ! সমাজ-নায়ক
আখ্যায় সকলে ব্যাখ্যা করিছে তোমায়,
আগ্রহে তোমার উপদেশ জনগণ
সর্ব্বদা পালন করে ; তোমার সমান
নেতৃপদে অধিষ্ঠিত আছে যত জন,
এ বিশাল বঙ্গভূমে, তাদের উপরে
তোমার প্রভুত্ব সমভাবে বিস্তারিত।
মহানেতা বলি তারা সকলে তোমায়

দেখায় সম্মান, বিচিন্তিয়া দেখ এবে
প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে কত গুরুভার
রহিয়াছে ন্যস্ত তব স্কন্ধের উপরে।
মানি আমি দুই চারি নেতা কুলাঙ্গার,
তোমার প্রভুত্ব দেখি হিংসায় পোষণ
করে মনে মনে; কিন্তু এ কথা প্রকৃত
নাহি হেন কোন জন আমাদের দেশে,
যে জন প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়া লোক মাঝে
শত্রুতা ঘোষিতে পারে বিপক্ষে তোমার।
এখন বুঝিয়া দেখ দেশের মঙ্গল
পূর্ণভাবে নির্ভরিছে তোমার উপরে।
নেতৃ-পদ-ধারী অতি সামান্য সংখ্যক,
সমাজ-বিদ্রোহী নরকুল-কুলাঙ্গার,
দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিছে নিয়ত,
তার জন্য দায়ী তুমি; সামর্থ্য থাকিতে
সমাজ-দুর্দ্দশা যেবা দেখি নিজ চোখে,
চেষ্টা নাহি করে করিতে প্রতিবিধান,
নহে কি সে ঘোর পাপী? যদ্যপি এ কথা
বল তুমি, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া মনে
—যে সকল নেতা নহে তব অনুকূল,
তাহারা অথবা তাহাদের অনুচর
তোমার আদেশ কেন করিবে পালন?
কিম্বা যদি বল কোন্ লাভে তুমি
তাহাদের হিতাহিত যাইবে দেখিতে?

সম্পর্ক বিশূন্য অন্য সমাজের কাজে,
কে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে করে হস্তক্ষেপ ?
এরূপ কুটিল ভাব মানসে তোমার
হয় যদি সমুদিত ; জিজ্ঞাসি তোমায়,
কেবা তুমি, কেবা আমি ? "তুমি, আমি, তিনি,"
লৌকিক স্বাতন্ত্র্য আর দায়িত্ব নির্দ্দেশ
করিতে মানবগণ, একই আমিত্বে
স্বতন্ত্র তিনটী ভাগে করিছে বিভাগ।
একই জলায় বাষ্পে মেঘাম্বুতুষার
উদ্ভুত হইয়া পুনঃ বিনাশ সময়ে
একই পদার্থে যথা হয় পরিণত
সেই মত তুমি, আমি, তিনি বাক্যচয়
সোহংয়ে যাইয়া মিশে জীব-অবসানে।
লঘুচেতা মানবেরা না বুঝিয়া তাহা
এক পদ তিন ভাগে করে সদা ভাগ।
একত্বে সমাজ সৃষ্ট, বহুত্বে বিনষ্ট,
ভাল করি মনে ইহা কর প্রণিধান।
সমাজ-নেতৃত্ব পদে হয়ে অধিষ্ঠিত,
যাহারা এ একতায় চায় বিনাশিতে
সমাজ-কণ্টক তা'রা জানিবে নিশ্চিত।
শৃগাল কণ্টক যথা জন্মি এক স্থানে
সন্নিকটবর্ত্তী পায় ভূমি-খণ্ড যত
সকলি গরাস করে, কু-নেতা তেমতি
সামান্য সুযোগ যদি পায় কোন মতে

পার্শ্বস্থ সমাজে লভি প্রবেশাধিকার
সাধারণ জনগণে করে কলুষিত।
কুপ্রবৃত্তি-অনুবিদ্ধ হেন নেতা যত
নহে কি সমাজ-শত্রু? অমিত্র যদ্যপি
শাসনের পাত্র তারা নহে কি তোমার?
আপদ, বিপদ, উচ্চপদ-সহচর;
শুভকর্ম্ম শৃঙ্খলিত বাধার নিগড়ে,
তা' দেখি প্রকৃত শূর ডরে কি কখন?
আছে হেন কোন্ দেশ এ মহীমণ্ডলে
বঙ্গদেশ সম? শস্য-শ্যামল শরীর;
নানাবিধ রত্নে পূর্ণ উদর প্রদেশ;
সুগন্ধি কুসুমরাজি সুন্দর মূরতি
প্রকৃতির হাসিরাশি করিছে বিকাশ
উপরে; ভিতরে, উর্ব্বরতা রসময়ী
তা' সবারে স্তন্যদানে রাখিছে জীবিত।
সুদূর উত্তরে, ধূর্জ্জটির লীলাভূমি,
ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ, ভূধরাধিরাজ
উত্তোলিয়া শিরোদেশ মেঘমালা-গতি
রহিয়াছে অবরোধি, অদৃশ্যে দোহন
করিছে তাদের ক্ষীর, করিছে বর্ষণ
বঙ্গভূমির উপরে; বিশাল উরসে
প্রকৃতি সম্পদ ধরি দেখাইছে জীবে;
তুহিন-মণ্ডিত শির ভাস্বর সর্ব্বদা
ভাস্কর-বিভায়। ব্রহ্মপুত্র, জহ্নুকন্যা

সহস্র সহস্র ভ্রাতা ভগ্নী সঙ্গে করি
বিতরিছে পূতোদক সহস্র ধারায়
বঙ্গ-অবয়বে। স্বকীয় ভাণ্ডার হতে
বাছিয়া বাছিয়া শত শত উপহার
ষড় ঋতু আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে
আনিয়া দিতেছে বঙ্গবাসী জীবগণে।
যেন রে প্রকৃতি দেবী বসিয়া বিরলে,
বহুদিন ধরি বহু গবেষণা করি
রচিয়াছে বাসব-বাঞ্ছিত এই পুরী।
আরাম, বিরাম কিম্বা জীবন-ধারণে.
যাহা যাহা উপযোগী মনে করে লোকে
অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য সে সকল
সুলভ এ বঙ্গভূমে; সমগ্র ধরার
সংক্ষিপ্ত আলেখ্য ইহা; এ ভব ভবনে,
আছে কোন দেশ, যে না করে অবনত
সসম্মানে শিরোদেশ বঙ্গ পদতলে?
কিন্তু নেতৃবর! বলিতে বিদরে হিয়া,
অবরুদ্ধ হয় বাক্য, নিরুদ্ধ নিশ্বাস,
না বলিলে, কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি-মহাপাপে
হই কলুষিত; নিক্ষেপি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি
কর দৃষ্টিপাত আপন কর্ত্তব্য প্রতি;
দেশের অবস্থা পানে ফিরাইয়া তাহা,
কর পুনঃ দরশন; দেখ সেই ভাবে,
যে ভাবে তাহাকে দেখে বিদেশী মানবে।

সহস্র সহস্র লোকে গঠিত সমাজ,
সুচরিত্র, কুচরিত্র দ্বিবিধ মানবে
পূর্ণ তাহা ; সুখ দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান
অল্পাধিক পরিমাণে করিছে বিরাজ
প্রত্যেক সমাজে। সমাজের সমুন্নতি
সকল বিষয়ে হয় সাধিত যাহাতে,
নেতৃগণ দৃষ্টি যদি আকৃষ্ট সে দিকে
থাকে নিরন্তর, নিশ্চয় জানিবে তবে
ঊর্দ্ধগামী সে সমাজ। পুত্র-নির্ব্বিশেষে
সমাজে না পালি, আমোদে-বিলাসে
মত্ত, অথবা নিশ্চেষ্ট, কিম্বা অন্ধদৃষ্টি
হয় যদি নেতা সমাজের গতি প্রতি ;
উন্নত যতই হোক সে মহা সমাজ
অচিরে অথবা চিরে অবনতি তার
সুনিশ্চিত ; নেতৃধর্ম্ম নহে হেনরূপ।
সমাজ-মঙ্গল হেতু আত্মসুখ যেবা
প্রস্তুত অম্লান মুখে বলিদান দিতে,
প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সমাজের নেতা।
আদর্শের স্থল করি চরিত্রে আপন
ধর সমাজ সম্মুখে : অন্ধক যে জন
সে কভু অন্ধকে পথ পারে না দেখাতে।
আত্মসুখে মত্ত যেবা, পর সুখোপরে
কেমনে সে দিবে দৃষ্টি। মেলিয়া নয়ন
চাও সমাজের পানে। কুসংস্কার কত,

অপ্রতিহত-প্রভাবে করিছে বিক্ষত
তার অঙ্গ, আনিতেছে ক্রমিকাবনতি
দিনে দিনে। উদ্ভ্রান্ত আচার, যথা তথা
করিতেছে বিচরণ অব্যাহত-গতি।
শান্তি-সুখ-হীন দেশ; কত দিন আর
বিবেকে রাখিতে চাও সমাচ্ছন্ন করি
নিষ্ক্রীয়া-মদিরা পানে? মদাত্যয় গতে
উদাস নিশ্চয় আসি গ্রাসিবে মানসে।
সমাজস্থ লোক—কি সুখে করিছে বাস?
অন্ধকার হতে তারা গাঢ় অন্ধকারে
হইতেছে নিপতিত হাহাকার রবে;
কুসংস্কার, কুপদ্ধতি, কুরীতি, কুনীতি
সর্ব্বত্র করিছে বিশৃঙ্খলা বিস্তারিত।
বিলেপিয়া আঁখি যুগে জ্ঞানরসায়ন,
জন-সাধারণ প্রতি কর দৃষ্টিপাত
নেতৃবর! দেখ, কি দশা তাদের আজ!
মনুষ্যত্বে হারাইয়া হয়েছে আনীত
পশুত্বে; নৈতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক, কিম্বা
মানসিক, হীন তারা; ইতর জন্তুর মত
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য; বেড়াইছে ঘুরি
অপথে, বিপথে। পশুবৃত্তি, পশ্বাচার,
অনাচার, অত্যাচার, কলহ, বিদ্বেষ,
জঘন্য প্রবৃত্তি যত, প্রবল কল্লোলে
প্রবহিছে দেশ মাঝে; ভাসাইছে দেশ

বিপ্লব-প্লাবনে। যদি এ কিল্বিষ-স্রোত
সময় থাকিতে নাহি হয় প্রতিরোধ,
অচিরে বিষম ফল ফলিবে এ দেশে।
জঘন্য আগাছা-প্রথা সবলে সমূলে
কর উৎপাটিত। পরিহর অলসতা,
ত্যজ বিলাসিতা, স্পন্দহীন সজীবতা,
নীচ নিশ্চেষ্টতা ; শিখাও স্বভ্রাতৃগণে
দাঁড়াইতে নিজ পদে ; শিখ তা, আপনি।
নিঃস্বার্থ হইয়া নীচ স্বার্থে দাও বলি
বিশ্বপ্রেম-পাদপদ্মে। সর্ব্বাগ্রে আপনি
নিজ কুসংস্কার, কদাচার, সংকীর্ণতা
আবর্জ্জনা জ্ঞানে বিসর্জ্জ বিস্মৃতি-জলে।
রাখ মনে করি তোমার কার্য্যকলাপ
আদর্শ-স্বরূপ ; তব অনুচরগণ
তাহারি অনুকরণ করিবে যতনে।
মহাজন-প্রদর্শিত-কার্য্য-অনুষ্ঠান,
অনুকারী না বিচারি সদা অনুসরে।
বিশ্বপ্রেম নেতৃত্বের সঞ্জীবনী শক্তি,
নহে বাহুবল ; নিঃস্বার্থ হইয়া যেবা
পরহিত-ব্রতে বিসর্জ্জিতে পারে প্রাণ,
নেতৃত্বের উপযোগী পাত্র সে প্রকৃত।
বিনা সৈন্য, বিনা অস্ত্র, বিনা রক্তপাত,
যে পারে করিতে জয় মানবের মন,
ভক্তিসূত্রে পারে যেই অন্যে আকর্ষিতে

আপনার দিকে, ধন্য জীবন তাহার !
মানব-মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা যাহার
তার সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে ?
উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছ যে ধন,
কত মূল্য তার তাহা বুঝিবে কেমনে ?
অর্জ্জিতে হইত যদি নিজ পরিশ্রমে
বুঝিতে মহার্ঘ কত এ রত্ন দুর্লভ।
স্বার্থ-তৌল-দণ্ডে এই মহার্ঘ রতন
চড়াইয়া দিয়া যেয়োনা করিতে তৌল ;
স্বার্থপর দেশে কোথা পাবে পরিমাণ
যাহাতে গুরুত্ব এর পারিবে জানিতে !
পরমার্থ তৌল-দণ্ড থাকে যদি ঘরে
চড়াইয়া দেখ, ইহা কত গুরু ভার।
এ হেন দুর্লভ রত্নে হেলায় আপন
হারাইতে বসিয়াছ দুঃসহ এ দুঃখ !
পুণ্য-ভূমি জাতীয়তা, পৌরুষ-প্রস্তরে
গঠ তদুপরি কীর্ত্তি-স্তম্ভ তুঙ্গতম ;
স্বদেশানুরাগ হেম-দণ্ড জ্যোতির্ম্ময়.
খচিত-সর্ব্বাঙ্গ সৎকর্ম্ম-মরকতে
সুদৃঢ়ে প্রোথিত কর তাহার উপরে।
শুভ্র যশধ্বজা সেই দণ্ড-শীর্ষ-দেশে
কর বিলম্বিত ; বীতিহোত্র সমদ্যুতি
পুণ্যের ঝালরে কেতনের পার্শ্বদেশ
কর যত্নে সুশোভিত ; এ সবার জ্যোতিঃ

একত্রিত, সম্মিলিত হইয়া বিমানে,
স্থিরা, অচঞ্চলা সৌদামিনীর প্রভায়
ফেলুক ছাইয়া, ঝলসি জীব-লোচন,
নিম্নে ধরাতল; বিভেদি বারিদবৃন্দে
উঠুক সে জ্যোতিপুঞ্জ উত্তুঙ্গ বিমানে;
দেখুক জগতবাসী মানব নিকর
নববঙ্গ-অভ্যুদয়, জাতীয় উত্থান।"
সবিনয়ে করযোড়ে নেতা ধর্ম্মবিদ
জিজ্ঞাসিলা ঋষিবরে, "হে নর-পুঙ্গব!
কহ দাসে, কি করিলে সমাজ-উন্নতি
সাধিতে সক্ষম হই; নহেন আপনি
অবিদিত কত শক্তি মম। হীন-বল
অঙ্গ-যষ্টি; আড়ষ্ট রসনা, করি পান
কটুতিক্ত, পরিণামাদর্শিতার ফল।
অন্তরের অন্তস্তল জর্জ্জরিত প্রায়
বিবেক-বিদ্রূপে; আমোদ-ঔরস-জাত
হুতাশ-ইন্ধনে বিদগ্ধ উৎসাহ, তেজ।
শ্রবণ, দর্শন, ভোগ—ত্রিবিধ উপায়ে
কোবিদে সদ্গুণ-রাশি করেন অর্জ্জন;
মূঢ় মতি আমি, আত্মামোদে মত্ত সদা,
জ্ঞান-বিবর্জ্জিত পথে সদা গতিবিধি।
দয়া করি কর, দেব! এ দাসে আদেশ,
উপস্থিত ক্ষেত্রে কিবা কর্ত্তব্য আমার।
ইষ্টমন্ত্র সম আমি সে আদেশ জপি

জীবনের অবশিষ্ট দিন আছে যত
করিব অতিবাহিত। পালিতে অক্ষম
হই যদি আদেশানুযায়ি-কার্য্যাবলী,
ফিরিব না গৃহে, ইহাই সংকল্প মম।
সংসারের আপাত-মধুর, তিক্তশেষ,
বিষময় ফল আস্বাদিতে রসনায়
নাহি সরে মন! চরণে শরণ, দেব!
করিনু গ্রহণ। করিবেন যে আদেশ
পালিব নির্লিপ্তভাবে, ফলাফল দিকে
থাকিবে না দৃষ্টি। স্বেচ্ছামত কার্য্য করি
অপকর্ম্মে গিয়াছে সময়; দেখি এবে
নিজসত্ত্বা ভুলি, আপনার আজ্ঞা পালি,
কত দূর পুরোভাগে হই অগ্রসর!
কাটিলাম সংসার-বন্ধন; যে বাসনা
আছে মনে, প্রকাশিয়া, দেব! কহ মোরে;
হয়েছি প্রস্তুত তাহা করিতে পালন।
যত আশা, যত তৃষা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা
ও পদে দিলাম বলি; প্রভুর আদেশ
পালন ব্যতীত অন্য কার্য্য নাহি মম।
স্বপ্রবৃত্তি আনিয়াছে আমাকে সজ্ঞানে
কুমার্গের প্রান্তদেশে। পিছে দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখিতে পাইতেছি যতদূর,
কি দেখিছি? কেমনে তা' বলিব প্রকাশি!
মরুময় সর্ব্বস্থান—নীরব, নির্জন,

তার মাঝে স্তূপাকার-কঙ্কাল-বেষ্টিত—
ভীষণ শ্মশান—ধূ ধূ করি জ্বলিতেছে,
জ্বলিতে জ্বলিতে ওই যেন আসিতেছে
দগ্ধিতে বিদগ্ধ এই দুর্ব্বল হৃদয়ে।
রক্ষাকর, মহাপ্রভো! আশ্রয়-প্রার্থিতে,
শান্তি-জলে স্নিগ্ধ কর, পদে দাও স্থান।”
“শান্ত হও, নেতৃবর! চিত্ত কর স্থির,
অস্থিরতা সর্ব্ব-শুভকার্য্য-অন্তরায়।
মনোযোগ সহকারে শুন যাহা বলি,
সংশয় হলে কোথাও করিও জিজ্ঞাসা।
নহি অবিদিত নরের চঞ্চল মন
প্রলোভ-দোলায় হয় নিত্য আন্দোলিত
কামনা-সমীরে। সংসার দুর্গম পথে
সে কারণে বিজ্ঞজনে চলে সন্তর্পণে।
উপস্থিত ঘটিয়াছে যে সব কারণে
চিত্ত-চঞ্চলতা, শুন বলি; আমোদিনী
দয়িতা তোমার, আর অনুচর যত
আজীবন-সঙ্গী, আকর্ষিছে একদিকে;
অন্যদিকে, জন্মভূমি। আশঙ্কা তোমার,
নিরত থাকিলে ইহাদের সহবাসে,
জন্মভূমি-কথা তুমি হবে বিস্মরণ।
ইহাদের সহবাস ভুলিয়া যখন
নিজের দায়িত্ব প্রতি কর দৃষ্টিপাত
বৃথায় জনম গেল ভাব মনে মনে।

অন্তরের সাধুভাব নিয়ত কু-রসে
মর্দ্দিত হইয়া ঘোর কলঙ্ক-রেখায়
হইয়াছে সমাবৃত; ঘর্ষিলে যতনে
মম উপদেশ-শাণে, দেখিবে সত্বর
পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য পুনঃ বিভূষিবে তারে।
বহুদিন আমোদিনী-দেবী-সহবাসে,
সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-করণ-শকতি
হইয়াছে ভগ্নধার। আত্যন্তিকী প্রীতি
তাহাতেই অনুরক্ত করেছে হৃদয়;
দেয় নাই অবসর জানিতে বিশেষে
নিজের কর্ত্তব্য অন্য কি আছে সংসারে।
আমোদিনী-দত্তামোদ উন্মাদনাময়
পাপপথগামী কিম্বা, চাহিনা বলিতে;
কর্ত্তব্যের পথ-মুখে আসি যে আমোদ
রুদ্ধ করে পথ, বর্জ্জনীয় সে আমোদ,
একথা নিজেই তুমি পারিছ বুঝিতে।
স্বার্থান্বেষী পারিষদ, চাটুকার কুল
অবরুদ্ধ করিয়াছে জ্ঞানের দুয়ার,
পারে না সে বাহিরিতে, স্বাধীনতালোকে
পায় না ভ্রমিতে। উদার অন্তর তব
স্বভাবতঃ, কিন্তু হায়! এ সব কারণে
তাহার বিকাশ পথ বিশুষ্ক কোরকে।
ক্রমোন্নতি, পরিবর্দ্ধনশীলতা, রুদ্ধ
অর্দ্ধপথে, সঙ্কুচিত প্রসরণ-শক্তি,

শুষ্ক সঞ্জিবনী রস—উদ্যমশীলতা।

তেয়াগিয়া আত্মজনে, কহ নেতৃবর!
পারিবে কি গুণগ্রামে স্বপদে স্থাপিতে?
তব বাক্য, অভিপ্রায়, আকার, ইঙ্গিত
প্রকাশিছে;—সংসার-তরঙ্গ দেখি ভয়ে
চাহিতেছ পলাইতে, বিশ্রাম লভিতে
সাধু, সিদ্ধ নিসেবিত বৈরাগ্য-আশ্রমে।
বড়ই কঠিন পথ, দৃঢ়চেতাঃ বিনা
কেহ নহে এ পথের পান্থ উপযোগী।
পদে পদে ঘুরিতেছে আপদ, বিপদ
এই পথে, বারেক স্খলিত হলে পদ
কোথায় যাইয়া পড়ে থাকে না উদ্দেশ।
লক্ষ লক্ষ নরগণ—আত্মীয়, বান্ধব
মুখাপেক্ষী যার, সে সকলে ত্যাগ করি
বৈরাগ্য আশ্রয় করা তার কি উচিত?
আনন্দে উন্মত্ত থাকি বিবেকের বাণী
নাহি শুনিয়াছ কাণে; গতানুশোচনা
পারে না ফিরায়ে দিতে অপহৃত ধনে,
অতীতের সঙ্গে তাহা আছিল মিশ্রিত,
গিয়াছে অতীত সনে, বর্ত্তমানে কোথা
খুঁজিয়া পাইবে তারে। জীব-শ্রেষ্ঠ নর,
সেই নর লয়ে হয় সমাজ গঠিত,
সমাজের মধ্যে নেতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ
করিতেছে অধিকার; সেই পদে বসি

মানসে পোষণ করা হয় কি উচিত
হেন ভাবে? আত্মামোদ, জনৈক বিলাস
নহে বাঞ্ছনীয় তথা, যথা বসুন্ধরা
বিদীর্ণ হইছে স্বজাতির হাহাকারে।
অল্প-অমঙ্গল-মূল্যে বহু-সুমঙ্গল
ক্রয় করে বিজ্ঞজনে, নাহি দেখে যবে
অন্যোপায়; হেন কার্য্য নহে নিন্দনীয়!
অধর্ম্মে অভ্যস্ত স্বীয় আত্মীয় বান্ধবে
কষ্ট দিয়া শ্রেষ্ঠ পথে পারিলে উঠাতে
সুধী কি তাদের কষ্টে করে কষ্ট জ্ঞান?
সামান্য ক্লেশের ভয়ে কোন্ হেন মূঢ়
চিরস্থায়ী সুখ-আশা করে বিসর্জ্জন?
আপন, আপন থাকে স্ববশে যখন,
আপন অবশে যবে তখন সে পর।
বিষদুষ্টক্ষত যবে উদ্ভবে আঙ্গুলে
ভিষকে বিধান দেন কাটিতে তাহাকে।
বহুলাভে অল্পক্ষতি সহ্য শ্রেয়স্কর।”

বাধা দিয়া তপোধনে কহিলা নায়ক;
অনুগ্রহ করি দাসে কহ, মুনিবর!
কি কাজ করিতে হবে। ‘যে কাজ করিলে
এ কলঙ্ক-পঙ্করাশি হয় প্রক্ষালিত
শরীর হইতে, সেই মত আজ্ঞা মোরে
করহ প্রদান। যশঃপ্রার্থী নহি আমি
আজ্ঞা-প্রার্থী-দাস আজি; করহ অনুজ্ঞা,

অনুযোগ বিনা তাহা করিব পালন।
চাহিনা শুনিতে উপদেশ; উপদেশে,
উপদেশে ভাসিয়া যাইছে বঙ্গদেশ;
উপদেশ মুখে মুখে, কথায়, কথায়;
উপদেষ্টা প্রতি ঘরে করিছে বিরাজ;
কার্য্য-ক্ষেত্র জনশূন্য, সর্ব্বত্র নীরব।
বলিতেছি সত্য, সাক্ষী করি মহেশ্বরে,
বসি মহেশের এই মন্দির সম্মুখে,
পালিব অনুজ্ঞা তব অনুজীবি-মত,
অন্যথা হবেনা কভু সামর্থ্য থাকিতে।"
"পাইনু পরম প্রীতি, পান করি, বৎস!
তব মুখ বিনিঃসৃত বাক্য সুধাময়।
এত দিন পরে মহেশ-সাধনা-ফল,
এই ক্ষুদ্র জীবনের আশা-পরিণাম,
পূর্ণ হলো আজ! প্রাণ মম জন্মভূমি,
সেই জন্মভূমি দেখ কণ্ঠাগতপ্রাণ;
যে জন বাঁচাতে তারে হবে অগ্রসর,
কতই সে প্রিয় মম পারিছ বুঝিতে!
স্বার্থ ত্যাগ বিনা, বৎস! পরার্থসাধন
হয় না কখন; এই নীতি মনে রাখি
অবহিত চিতে শুন অনুজ্ঞা প্রথম।
নীরস কঠোর বলি বাজে যদি প্রাণে,
মরম গ্রহণ করি দেখিও বিচারি।
মহাদেবী আমোদিনী দয়িতা তোমার;

আজ হতে পরিহর তার সহবাস।
যত দিন সঞ্জীবনী-দেবী-পাণিলাভ
না ঘটিবে তব ভালে, এ আদেশ মম,
পালিয়া চলিতে হবে; যে দিন সফল
হইবে এ কার্য্য তব, সেই দিন হতে
তার সহবাস-সুখ পাইবে ভুঞ্জিতে।
বিশুষ্ক দেখিছি মুখ; করিও না ভয়;
ভাবি দেখ মনে, কার্য্যশেষে সুখামোদ
হৃদয়ের তৃপ্তিপ্রদ; উত্তম-নাশক,
কার্য্যের প্রারম্ভে। কুমন্ত্রণা-দাতাগণে
(যতই আত্মীয় তারা হউক তোমার)
দিও না আসিতে কাছে। সকল সমাজে,
কুসঙ্গ-আসঙ্গ-লিপ্সা দুরারোগ্য ব্যাধি;
দ্বিতীয় আদেশ ইহা রাখ করি মনে।
সঞ্জীবনী-শক্তি হেতু করহ গ্রহণ
সঞ্জীবনীদেবীপাণি—অনুজ্ঞা তৃতীয়।
সযতনে আজ্ঞাত্রয় পাল, নেতৃবর!
অভীপ্সিত ফল তুমি পাইবে নিশ্চিত।
শুভকার্য্য বিঘ্নে বিজড়িত; আত্মত্যাগ,
পণ তার; সামান্য এ স্বার্থ বিনিময়ে,
চিরসঙ্গী পরমার্থ-সঙ্গ-লাভ ঘটে।
বুঝিয়া দেখ এখন—মূর্খ ঘোরতর
সেই জন, যে না বুঝি, অমূল্য রতনে
হেন, সময় থাকিতে নাহি করে ক্রয়।

সম্মুখে যে নদী দেখ, এই নদী ধরি,
পশ্চিমাভিমুখে প্রাতে করিও গমন।
এই বন অতিক্রমি ষষ্ঠ ক্রোশ পরে,
পাইবে দেখিতে এক রম্য সরোবর,
কল্যাণসরসী নামে; তাহার কিনারে
পুষ্পোদ্যান-পরিবৃত অট্টালিকা নব
পড়িবে নয়ন পথে; হর্ম্ম্য-পাদ হতে
পশিছে সোপানাবলী সরোবরজলে,
বহু নিম্নে; সেই গৃহে লইও আশ্রয়।
বসিয়া থাকিলে তথা পাইবে দেখিতে
ললনা-ললাম-ভূতা, সখী-পরিবৃতা
মহাদেবী সঞ্জীবনী। যত্ন সবিশেষ
কর আহরিতে সেই রত্নে, আলোকিতে
দ্যুলোক-আলোকে, আপন আলয়ে, মনে;
উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ, সিদ্ধ মনোরথ।
উদ্দেশ্যে পৌছিতে গেলে উপায়-সোপান
ধরিয়া উঠিতে হয়, কিন্তু সে উপায়,
উপায় ব্যতীত আর অন্য কিছু নয়,
একথাটী মনে যেন থাকে জাগরূক।
উপায়ে উদ্দেশ্য জ্ঞানে মানব অনেক
ভ্রমবশে থাকে ধরি, সেইরূপ ভুলে
করিও না নষ্ট সব। কহিনু সংক্ষেপে
কি উপায়ে এই মহা উদ্দেশ্য তোমার
হইবে সফল; স্বজাতির সুমঙ্গল

হবে সংসাধিত। শুনিতে সহজ যত
কার্য্যকালে ইহা, বৎস! নহে সেই মত
সহজ; হাত নাহি দিলে কাজে কথনো
কাঠিন্য যায় না জানা। হুতভুক-শিখা,
দর্শন-বিমুগ্ধকারী; স্পর্শিলে তাহাকে
দাহিকা-শকতি তার হয় অনুভূত।
প্রলয়ান্ত-কালস্থায়ী, যশ-সুরভিত,
এই মহা সদুদ্দেশ্য। প্রবেশি সাহসে
হইতে থাকিবে তুমি অগ্রসর যত,
বিঘ্ন নানাবিধ—অচিন্তিত, স্বপ্নাতীত,
বিভীষিকা মূর্ত্তি ধরি আসিবে সম্মুখে,
শঙ্কিতে আতঙ্কে; হতাশ্বাস রক্তশোষী
ঘেরিবে তোমায়; বিপদ, লাঞ্ছনা কত
প্রতিপদে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াবে
সম্মুখে; রক্ত-আঁখি, রক্ত-মুখে চাহিবে
তোমার বদন পানে; দম্ভোলী-নির্ঘোষে
দন্ত কড়মড়ি, দমিতে তোমায়, দম্ভে
আহ্বানিবে রণে; না করিয়া দৃক্‌পাত,
না করিয়া কর্ণপাত এ সকল দিকে
সে সময়; সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদানে
স্মরিতে স্মরিতে মনে, লইও আশ্রয়
পুরুষত্বে; তুচ্ছ করি বাধা-বিঘ্নে যত,
বেগবতী স্রোতস্বিনী স্রোতাবেগ মত
উদ্দেশ্য-জলধিপানে ধাও অবিরত।

জনক আত্ম-নির্ভর, অকুতোভয়তা
প্রভৃতি, এ নব জায়াপতি-সম্মিলনে
মহদনুষ্ঠানরূপ পুত্র প্রিয়তম
লভে জন্ম ভূমণ্ডলে ; আশৈশব তারে
স্বার্থ-ব্যাধি করে প্রপীড়িত ; আত্মবলি
মহৌষধি এক মাত্র ভেষজ তাহার।
প্রস্তুত যে প্রয়োগিতে এ মহা ঔষধ
যথাকালে, সিদ্ধ তার সর্ব্ব মনস্কাম।"
"প্রণমে রাজীব পদে, উদ্ভ্রান্ত এ দাস,
সান্ত্বনার স্থান তার ও পদ যুগল!"
কহিলা নায়ক কৃতাঞ্জলি-করপুটে,
"কর আশীর্ব্বাদ, প্রভো! চলিনু পালিতে
তবাদেশ ; তৃণাদপি তুচ্ছ এ জীবন
করিনু নিয়োগ তব আদেশ পালনে।
ফুটিয়াছে জ্ঞানচক্ষু, টুটিয়াছে তম,
দেখিতেছি স্পষ্টভাবে বঙ্গ-ভাগ্য-রবি
রহিয়াছে সমাচ্ছন্ন নিবিড় বারিদে।
আমি সেইজন্য দায়ী ; করুন আশীস্,
যেন সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করি
বিমোচিতে পারি নিজ কৃত-কর্ম্ম-দোষ।"
"যাও বৎস! যাও কার্য্যে, বঙ্গ-হিত-ব্রতে ;
মাতার স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ সম্বর্দ্ধন তরে,
আত্মায় উৎসর্গ করি যে সুকৃতি নর
করে উপার্জ্জন, মহাপুণ্য তার মত

কি আছে সংসারে? যাও, বৎস! যাও,
আশীসি তোমায় সরল উদার মনে,
—সিদ্ধ হোক মনোবাঞ্ছা, লভুক গৌরব
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি স্বদেশে, বিদেশে।
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা হারায়োনা, বৎস!
কার্য্য-কালে; আত্মীয়-বিচ্ছেদ, দুঃখ, শোক
বিহ্বলতা আনে, উদ্যম করে বিনাশ;
এ সকলে সাবধান হইয়া চলিও,
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ, জীবন সার্থক।"
ধরিয়া নেতার দুটী সংযোজিত কর,
কহিলেন মুনিবর গদ্ গদ্ ভাষে;
"পরুষ বচন, বৎস! বলেছি তোমায়,
আপন তনয় ভাবি; জনকের দোষ
মার্জ্জনীয় পুত্র কাছে; জানি আমোদিনী
পরিণীতা ভার্য্যা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা;
তাহাকে ত্যজিতে বলি করেছি অন্যায়,
এরূপ চিন্তায় মনে দিওনাকো স্থান;
উদ্দেশ্য ও মনোগত নহে তা আমার!
যে উপায় উদ্ভাবিলে দেবী আমোদিনী
পারিবে না পথচ্যুত করিতে তোমায়,
সৎকার্য্য সাধনে বাধা না পারিবে দিতে,
সেই মম মুখ্যোদ্দেশ্য জানিও নিশ্চিত।
পতিব্রতা সতী মহাদেবী আমোদিনী,
ত্যজিতে তাহাকে আমি বলিব কেমনে,

বলি যদি, তাহাতেও অধর্ম্ম আমার ;
পারিবে না তাহা, পারিলেও নিপতিত
হইবে অধর্ম্মে ; অধর্ম্ম-ভিত্তি উপরে
চিরস্থায়ী নাহি হয় সদ্ অনুষ্ঠান।
পাছে তুমি তাহাতে মজিয়া পুনরায়,
ভাসিবে বিলাস সুখে এই ভাবি মনে,
বলিয়াছি তেয়াগিতে তার সহবাস।
মনের দৃঢ়তা তব কথায় বার্ত্তায়
বুঝিয়া, পাইনু প্রীতি। তোমার সহিত
সঞ্জীবনী শক্তি যবে হইবে মিলিত,
শত শত আমোদিনী উদ্দেশ্যের পথে,
যদ্যপি তখন আসি হয় উপস্থিত,
না পারিবে নিবারিতে গতি দুর্ন্নিবার।
অতএব দেখিতেছি অনুজ্ঞা প্রথম,
যে ভাবে তাহারে তুমি বুঝিয়াছ মনে,
দিবে কষ্ট আন্তরিক, নাশিবে উৎসাহ ;
শুভফল পরিবর্ত্তে, অহিতজনক
ফল প্রসবিবে ; তাই নিজে প্রত্যাখ্যান
বৎস! করিনু তাহারে।

ধর্ম্মবিদ বড় আপ্যায়িত
হইল এ দাস শুনি প্রভুর আদেশ ;
প্রণমি ও পদে, দেব! বিদায় এখন।

ধর্ম্মানন্দ সংক্ষেপে আবার বলি বিদায়ের কালে,
সুপুত্র তুমি আমার ; যাও, বৎস! যাও,

কল্যাণসরসী তীরে কল্যাণনগরে ;
শক্তি মহাদেবী সুতা দেবী সঞ্জীবনী,
তাহাকে দেখিবে তথা ; জীবনসঙ্গিনী,
ভীষণ পরীক্ষা অন্তে, হবে সে তোমার ;
মন প্রাণ খুলি এই কৈনু আশীর্ব্বাদ,
জীবন, উদ্দেশ্য তব হউক সফল।

ইতি বঙ্গানন্দ মহা-কাব্যে ঋষি-সন্দর্শন নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

মহর্ষি-আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন আশে
মহর্ষি-কথিত পথে চলিলা একাকী
দেব ধর্ম্মবিদ। শুভ অবসর দেখি
সপত্নী-রূপিণী ভিন্নপথাবলম্বিনী
দুই চিন্তা উন্মাদিনী দুই দিক হতে
বিজন মানস দেশে আসি দিলা দেখা।
কহিলা প্রথমা, সম্ভাষি নর পুঙ্গবে :—
"আমি, দেব ! আমোদিনী দয়িতা তোমার
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সদা পরিপালনীয়া,
যদি কোন দোষে দোষী হই ও চরণে
দেখাইয়া দাও তাহা, অথবা শাসন
কর মোরে। সতীর কর্ত্তব্যে অবহেলা
করিয়াছি কবে বল ? সাধ্য যাহা মম,
আপনাকে ভুলি করিতেছি চিরদিন ;
তবে কেন না বলিয়া বিনা দোষে, নাথ !
আমায় করিতে ত্যাগ করিছ বাসনা ?
তোমার বদন পানে নিক্ষেপিয়া দৃষ্টি
আত্মতুষ্টি করিছেন মহাত্মা যাঁহারা,
যাঁহারা অনন্যমনে তোমার আদেশ
পালনে কখন নাহি হয়েন বিরত
পরিত্যজ্য তাঁহারা কি নাথ ? বিনা দোষে
নির্দ্দোষীকে পরিত্যাগ করা কি বিধেয় ?

যে যাহা বলে বলুক, জিজ্ঞাসি বিবেকে
যাহা বলে কর তাহা ; নিজ ক্ষমতায়,
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, অন্যের কথায়
কেন পরাইতে যাও দাসত্বশৃঙ্খল ?”
এত বলি চলি গেলা ছল্ ছল্ আঁখি
দেবী আমোদিনী। দ্বিতীয়া রমণী আসি
কহিলা বিদ্রুপ-ভাষে সম্ভাষি নায়কে :—
“মনে যদি থাকে, দেব ! যদ্যপি পুরুষ
বলি পরিচয় দিতে নাহি বাস লাজ,
অঙ্গীকার-পত্র প্রতি কর দৃষ্টিপাত ;
দেখ পাদদেশে চাহি, কাহার সাক্ষর।
প্রথম হইতে দেখ করি অধ্যয়ন ;
যতদূর সাধ্য, তুমি মহর্ষি-আদেশ
পালিবে যতনে ; এই না লিখেছ নিজে ?
সমাজ-নায়ক বলি খ্যাত চরাচরে
শুনি তুমি। ইচ্ছা করি নিজে, যদি তুমি
আপনার প্রতিশ্রুতি সংরক্ষা না কর ;
তোমার বন্ধু বান্ধব, অনুচরগণ
তোমার দৃষ্টান্ত অনুকরণিবে যবে
কোন কথা বলিতে না পারিবে লজ্জায় ;
তীব্র অনুতাপানলে দহিবে হৃদয়।
আমোদিনী-কথা তুমি শুনিয়াছ আগে,
আমার বক্তব্য যাহা শুনিলে এখন।
দুইটী দায়িত্ব যবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সম্মুখে তোমার,
কাহার গুরুত্ব বেশী, নিজে তুমি তাহা
দেখ পরীক্ষিয়া। নেতৃকুল-শিরোমণি,
অবশ্যই হিতাহিত বিচার-শকতি,
সমধিক পরিমাণে আছয়ে তোমার;
তাই বলি, নিয়োগিয়া তাহা, সূক্ষ্মভাবে
গুরুত্বের পরিমাণ কর নির্দ্ধারণ।
চাহিনা তোমায় আমি, তুমিই আমায়
চাহিতেছ; চলিনু এখন, দেখা দিতে
আসি নাই, এসেছি দেখিতে; দেখাবার
নাহি কিছুই আমাতে।" দেব ধর্ম্মবিদ
চাহিলা উদাস নেত্রে, কেহ নাই কোথা।
দুই মহা চিন্তাস্রোত প্রতিকূলগামী
বিলোড়িত করিছে হৃদয়; শূন্য দৃষ্টি,
শূন্য বাহ্যজ্ঞান, শূন্য অন্তর-প্রদেশ,
চলিছেন স্বগন্তব্য পথে ধর্ম্মবিদ;
পথের দূরত্ব কিম্বা পর্য্যটন-ক্রম-
বোধ-বিরহিত; সচেতনে অচেতন।
প্রসারিয়া দৃষ্টি যবে চাহিলা সম্মুখে,
মহর্ষি-বিবৃত স্থান মনোমুগ্ধকর
পড়িল নয়নপথে। কল্যাণসরসী
বিস্তারি বিশাল বপু—সপ্তক্রোশ ব্যাপী,
তরঙ্গান্দোলিত, স্বচ্ছ, স্ফটিক সলিল
নাচিতেছে বক্ষে ধরি! করিছে বিধৌত

কল্যাণপুরের পাদদেশ পূর্ব্বভাগে।
প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট, সোপান-আবলী
সুগভীর সরসীর গভীরতা ভেদি
উঠিয়াছে স্তরে স্তরে ; হেলাইয়া দেহ
রহিয়াছে বিনিদ্রিত সৈকত-শয্যায়,
শিরে শোভে রম্য-হর্ম্ম ধবল-কিরীট।
ভবনের চারিদিকে শোভে পুষ্পোদ্যান
বৃত্তাকৃতি ; চারি পাশে নানাজাতি ফুল
কেহ নীমিলিত আঁখি, কেহ বিস্ফারিত,
অতুল সৌন্দর্য্যে মোহে দর্শকনয়ন।
মৃদুমন্দ সমীরণ—হ্রদবক্ষস্থিত,
বিনিদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী নিকরে
জাগাইয়া সুকোমল করপরশনে,
কুসুম উদ্যানে পশি বেড়াইছে নাচি।
গুন্ গুন্ রবে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি
পক্ষ সঞ্চালন করি খেদাইছে তারে।
স্বচ্ছতোয় সরসীর সরসিজ-শোভা
করিয়াছে উৎফুল্লিত উপকূল-দেশ।
বারিচর বিহঙ্গম বিহঙ্গমী সনে
সারি দিয়া সাঁতারিয়া করিতেছে কেলি
দলে দলে! উর্দ্ধস্থিত আকাশ মণ্ডল
বিস্তারি বিশাল বপু—আদি অন্তহীন,
বিভাসিত করিয়াছে নীল অবয়ব
সৌর করে ; দেখাইছে জ্বলন্ত অক্ষরে

বিশ্বেশের অন্তহীন ঐশ্বর্য্য-মহিমা
ত্রিজগতবাসী জীবে। সমীর-সোহাগে
কূলজাত বৃক্ষকুল দোলাইয়া শির
আমন্ত্রিছে শ্রান্ত পান্থে; সুস্বর স্বননে
কহিতেছে যেন, "এস, হে পথিকবর!
সম্মুখে দেখিছ ওই উচ্চ কাষ্ঠাসন,
উপবিশ উহার উপরে; ক্লান্ত দেহ,
চিন্তা জর্জ্জরিত মন, লভুক বিরাম।
নিসর্গ-সৌন্দর্য্য-শোভা নিরখি নয়নে
নিসর্গ-জনক পদে কর প্রণিপাত।"
ঘর্ম্মাপ্লুত অবয়ব দেব ধর্ম্মবিদ,
লইলা আশ্রয় সেই কাষ্ঠাসনোপরে।
হেন মূর্খ আছে কেবা এ মহীমণ্ডলে
আকাঙ্খিত দ্রব্য যেবা পেয়ে করতলে
দলে পদতলে ফেলি? দণ্ড দুই কাল
অতিগত না হইতে দেব ধর্ম্মবিদ
দেখিলা সম্মুখদেশে বিস্মিত নয়নে,
সহচরী-পরিবৃতা দেবী সঞ্জীবনী
ভ্রমিতেছে পুষ্পোদ্যানে; পুষ্প-বিভূষিত
শির; বাল্য-চপলতা, গাম্ভীর্য্যে অদূরে
দেখি পলায়েছে দূরে; যৌবন-পতাকা
—সৌন্দর্য্য তরঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ সৌষ্ঠবোপরে
উছলিছে তর তরে; তেজঃপুঞ্জকর,
স্নিগ্ধ, সুশীতল হইতেছে বিচ্ছুরিত

মুখশশি হতে ; প্রেম, ভক্তি, শালীনতা
বিভাসিছে যেন দুই আনত নয়নে।
যথায় যাইছে দেবী, বিকচ কুসুম
হসিত নয়নে অবনত করি শির
প্রণমিছে পদে। তমোহা দিনেশ দেব
অর্দ্ধ নভোমণ্ডলের অর্দ্ধেক প্রদেশ
সমুত্তীর্ণ-প্রায় ; প্রখর ময়ূখ-শর
নিক্ষেপি তির্য্যগ্‌ভাবে লাগিলা ব্যথিতে
সঞ্চারিণী-সঞ্জীবনী-কমল-প্রসূনে।
আতপ-সন্তপ্তা দেবী সহ সহচরী
প্রবেশিলা গৃহ মাঝে, যথা ধর্ম্মবিদ
কাষ্ঠাসনোপরে বসি বিদূরিতেছিলা
দৈহিক অবসন্নতা। অজ্ঞাত পুরুষে
দেখিয়া সম্মুখদেশে কুলাঙ্গনা যত
হইলা বিস্মিতা ; কি করিবে না করিবে
নির্দ্ধারিতে নাহি পারি, এ উহারে ঠেলি
অনুচ্চে কহিলা "উঠ চল যাই সখি।"
গমন-উদ্যতা দেখি রমণীকলাপে
নিষেধিয়া নম্রভাবে কহিলা নায়ক :—
বিদেশ-নিবাসী আমি, প্রয়োজন বশে,
জানিতে বাসনা করি (লইও না দোষ)
কি নাম এ গ্রাম ধরে। ক্লান্ত, শ্রান্ত তনু
বন্ধুর পথ ভ্রমণে ; ভদ্রলোক গৃহে
আজিকার মত যদি বিশ্রামের স্থান

পাই কোথা, শ্রম-শ্লথ হস্ত, পদ, দেহে
করি উজ্জীবিত। জানি না যাইলে কোথা
পাইব আশ্রয় আমি দিনেকের মত।
অজানিত এ প্রদেশ, চিনি না কাহাকে;
দূরদেশবাসী ভদ্র অনাত্মীয় জনে
করুণার পাত্র বলি ভাব যদি মনে,
কর তার প্রতি দয়া। নাহি শক্তি দেহে
চলিতে অধিক দূর; শরীর ভিতরে
জ্বলিছে অনল; ঘুরিতেছে শিরোদেশ;
পানাহারে নাহি রুচি, শয়নের স্থান
পাইলে কোথাও, যথোচিত অনুগ্রহ
বিবেচিব মনে। রমণী তোমরা সবে,
দয়া তোমাদের প্রকৃতি-সুলভ-গুণ,
হৃদয়ের মহানিধি, কর দীনে দয়া।"
ধর্ম্মবিদ-কাতরোক্তি শুনিয়া শ্রবণে
গলিল নারী-হৃদয়, পুনরায় সবে
আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিলা।
প্রসারিয়া প্রেমদৃষ্টি সন্নিবিষ্ট মনে
নবাগত অতিথির আপাদ মস্তক
দেখিলা রমণীকুল নারীকুলাগ্রণী।
সুন্দর বিরাট দেহ, সে দেহ উপরে
চলিছে যৌবন-স্রোত লাবণ্য ছড়ায়ে
চারিদিকে; ঢাকিয়াছে বিষাদ-কালিমা
ঔজ্জ্বল্য তাহার; সদ্‌গুণ-কুসুমরাজি

বিকাশ-উন্মুখ, বিলাস-আতপ তাপে
যাইছে শুখায়ে ; গাম্ভীর্য্য ও সরলতা
বিমিশ্রিত পরস্পরে, রহিয়াছে ফুটি
নিষ্প্রভ আননে ; প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা
নয়নোষ্ঠে করিতেছে ক্রীড়া কৌতূহলে।
দেখিলা নায়িকাগণ সমাজ-নায়কে
বহুক্ষণ ; বুঝিল না, কেন চায় মন
অবোধ, ভালবাসিতে সে অপরিচিতে।
ইন্দিবরনিন্দিরূপা দেবী সঞ্জীবনী
উদ্যোগ করিলা যবে বীণার ঝঙ্কারে
আহ্বানিতে আগন্তুকে সাদর সম্ভাষে ;
কলধ্বনি কমকণ্ঠে ফুটিবার আগে,
রমণী-সুলভ ব্রীড়া রমণীয় ভূষা
অঙ্কিল অলক্তরাগ বদন পঙ্কজে
ভৃঙ্গহীন ; মমতা—নয়নস্নেহরস
রহিল নিরুদ্ধ ছল ছল আঁখিযুগে
বর্ষণ-বিহীন ; পর্য্যবসিত জড়তা
অস্ফুট শবদে ; প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব
সাধিল বিষম বাদ প্রীতি-সম্ভাষণে।
লাজের প্রথমাবেগ বহুবায়সে দেবী
অবরুদ্ধ করি অন্তরের অন্তঃপুরে,
কহিলা অপরিচিতে পরিচিত স্বরে :—
"দীনার ঔদ্ধত্য, দেব ! করুন মার্জ্জনা,
পুরুষের সনে জানি না কহিতে কথা

শিষ্টাচার-সম্ভাবিত ; নহে দূষণীয়
বাচালতা উপস্থিত ক্ষেত্রে। শুভাদৃষ্ট
আমাদের, পাই যদি করিতে সৎকার
ভাগ্যক্রমে আপনাকে অতিথি-স্বরূপে।
জনক জননী মম অতিথি পাইলে
শুভদিন মনে করি অতি সমাদরে
স্বগৃহে লইয়া যান, ইষ্টদেবে যথা
পূজে শিষ্য, তেমতি পূজেন তাঁরে।
নহেন ধনী তাঁহারা, অর্থের অভাব
করেন পূরণ সেবা-ভক্তি-শুশ্রূষায় ;
আদেশ করেন যদি, (নির্ধনী আমরা
বলিতে সাহসী নহি হই সে কারণে)
লয়ে যাই সঙ্গে করি দেখাইয়া পথ।
বহুদূরে নহে গৃহ, রসাল-উদ্যান
ওই যে সম্মুখে যায় দেখা, পিছে তার
আমাদের ঘর। আগত স্নানের বেলা,
আসুন উঠিয়া, পৌঁছাইয়া আপনাকে
আসিব আমরা ফিরে স্নানিতে হেথায়।"
ধর্ম্মবিদে সঙ্গে করি, সহচরী সঙ্গে
চলে রঙ্গে সঞ্জীবনী মরালগামিনী।
কল্যাণ-সরসী হতে সঞ্জীবনী গৃহ
নহে বহুদূর। লইলা অতিথিবরে
মহা সম্বর্দ্ধনা করি গৃহে, আর্য্যবীর,
সঞ্জীবনী পিতা। মাতা শক্তিময়ী দেবী

অতিথি-পবিচর্য্যায় হইলা নিরতা।
মানসিক দুশ্চিন্তায় ধর্ম্মবিদ-চিত
ঘোর উদ্বেলিত, না চাহিয়া কারো পানে,
না কহিয়া কোন কথা কাহারো সহিত,
গৃহ-মধ্যস্থিত সঞ্জীবনী শয্যা'পরে
পড়িলা শুইয়া বাহ্য-জ্ঞান-সংজ্ঞা-হারা।
অতিথির দশা দেখি চলি গেলা সবে
আপনার কার্য্যে; বিচিন্তিলা মনে মনে,
বিশ্রামান্তে প্রকৃতিস্থ হইলে অতিথি,
তুষিবেন সযতনে আসিয়া সকলে।
গেল দিন, গেল রাত; এই দীর্ঘকাল
অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলা নেতা
সঞ্জীবনী নিকেতনে; নিদ্রা নাহি চোখে,
বিঘোর তন্দ্রায় নীমিলিত আঁখিযুগ।
মূর্চ্ছা হরিয়াছে জ্ঞান, হেন অবস্থায়
দ্বিতীয় দিনের অর্দ্ধ হইল বিগত।
তৃতীয় প্রহর দিবা ঘোষিলে জগতে
চেতনার সুকোমল অঙ্গুলীপরশে
হইল স্পন্দন অনুভূত অবয়বে।
সঞ্জীবনী-দেবী-বাক্য, সরল আলাপ,
সবিনয়-সম্ভাষণ, স্মৃতিপ্রান্তদেশে
দিলা দেখা, জাগিয়া উঠিল সুপ্তশক্তি।
সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ অতীতের ইতিহাস
আবরিল সে সকলে ঘোর অন্ধকারে।

কতক্ষণ পরে যেন সেই অন্ধকার
আপনি সরিয়া গেল ; দেখিলা তথায়
আপনার কর্ম্মভূমি— ফলবৃক্ষহীন—
নিপতিত রহিয়াছে অনন্ত প্রসারি।
অনাকৃষ্ট সব ঠাঁই, বিলাস-লতিকা
জনমিয়া নানা স্থলে, শক্তি-উৎপাদিকা
হরিছে অলক্ষ্যে ; নিরাশার অন্ধকারে
পরিপূর্ণ চতুর্দ্দিক ; কাতরে, সভয়ে,
আসিলা দৌড়িয়া গৃহে ; দেখিলা তথায়
সশরীরে সঞ্জীবনী, তাহার বিজন,
অন্ধকার পুরী মাঝে বিকীরিছে আলো
উজ্জ্বল হোমাগ্নিরূপে ; গৃহ-অন্ধকার
হইয়াছে অন্তর্হিত, সুগন্ধি সমীর
বিতরি সুবাস সঞ্চারিল স্ফূর্ত্তি মনে।
আনন্দে উন্মত্ত বাড়াইলা বাহুদ্বয়
ধর্ম্মবিদ, ধরিতে সে মূর্ত্তি ছায়াময়ী
বৃথা ! টুটিল স্বপন, হরিল চেতনা
মোহ আসি পুনঃ। আবার চেতনাদেবী
কিছুক্ষণ পরে জাগাইয়া দিলা তাঁরে ;
উঠিয়া বসিলা নেতা শয্যার উপর,
দেখিলা আঁধার গৃহ— নির্জন, নীরব।
শীতলিতে দেহ—সন্তাপিত অনিদ্রায়,
অনশনে ; সান্ত্বনিতে মন, দগ্ধীভূত
দুশ্চিন্তা-পাবকে ; চলিলা বাহিরে নেতা

গৃহত্যজি, কল্যাণ-সরসী অভিমুখে।
সুরভিত, শীতল-শীকর, গন্ধবহ
মৃদু মন্দ সঞ্চালিয়া জুড়াইলা জ্বালা
সন্তাপ-সঞ্জাতা। তন্দ্রাবেগে ধর্ম্মবিদ
ঢলিয়া পড়িলা কাষ্ঠাসনে কাষ্ঠবৎ।
শ্রমশীল-জীবকুল-শ্রান্তি-বিঘাতিনী
জননী-নিদ্রার কোলে লভিলা বিরাম
অঘোরে নায়ক; না জানিলা কতক্ষণ।
উঠিলা জাগিয়া যবে, দেখিলা চাহিয়া
সার্দ্ধেক প্রহর দিবা ঘোষিছে দিনেশ
পূর্ব্বাকাশে। শুভ্র সৌরকরে বিভাসিত
দিঙ্মণ্ডল; সরসীর স্বচ্ছ নীরে সারি
শৌচক্রিয়া, আরম্ভিলা ভ্রমিতে সৈকতে।
চিন্তা-পিশাচিনী পুনঃ প্রবেশি প্রকোষ্ঠে
মরমের, জ্বালিলা অনল নির্ব্বাপিত।
"এই কি সুবিধি তব, নিদারুণ বিধি!
এ ধরা-নিরয়ে পাঠালে কি, নাথ! মোরে,
বিদগ্ধ হইতে দিবানিশি চিন্তানলে?
কি পাপে ত্রিতাপে দগ্ধ হয় নিরন্তর
এ অন্তর—অন্তঃসারশূন্য, শূন্যময়?
অথবা তোমায় বৃথা দোষি, দোষ-ভার
করি গুরু; পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল কবে
অবগত নরে? বারেক বিচারি দেখি,
কি করেছি এ জনমে; যে পদে যে থাকে,

সেই পদোচিত কর্ম্ম করিলে সাধন
হয় ধর্ম্ম ; অপালনে অধর্ম্ম নিশ্চিত।
নেতা আমি, সেই গর্ব্বে সদা অভিমানী,
আনন্দে আমোদে যাপিয়াছি চিরকাল।
ভাবিয়াছি কখন কি আপনার মনে
সমাজ-উন্নতি-কথা? যথেষ্ঠ সময়,
যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি কতবার,
পাইতেছি কত, কিন্তু মানসে কখন
হয় নাই সমুদিত, সমাজ-সন্নিধি
আছে মম কর্ত্তব্য কঠোর ; কর্ম্মফল
চাই, কিন্তু করিনা করম, ধিক্ ধিক্,
ধিক্ মোরে, ধিক্ ধিক্, শতবার ধিক্ !
আমোদিনী-সঙ্গত্যাগ তাপস আদেশে
অবশ্য করিতে হবে ; এখানেও দোষী
আমিই প্রথমে ; তাহার আমোদে আমি
না মানিয়া তাহার নিষেধ, কর্ম্মপথ
করিয়াছি ত্যাগ ; কি দোষ তাহার ইথে ?
যৎসামান্য প্ররোচনা গণ্য দোষ বলি
হয় যদি, মানিলাম দোষী আমোদিনী ;
আমার নিষ্কৃতি কোথা? দায়িত্ব আমার ;
সে দায়িত্ব পূর্ণিবারে আমি কি জীবনে
দেখিয়াছি চেষ্টা করি কভু একবার ?
কখন না, কখন না, করিতাম যদি,
এই ক্ষুদ্র অন্তরায় সামান্য ফুৎকারে

উড়িয়া যাইত কর্ত্তব্যের পথ হতে।
দেবী আমোদিনী স্বকর্ত্তব্য-পথ হতে
নহে পরিভ্রষ্টা; পতিমন বিনোদিতে,
সুপথে পতির মন করিতে চালিত
ভুলে নাই কভু; হেন রমণী-রতনে
কেমনে কলঙ্ক-কালি পারে পরশিতে!
কুসঙ্গে পড়িয়া মত্ত হয়ে স্বার্থমদে,
কর্ত্তব্যে ডুবায়ে রাখি বিস্মৃতি-সাগরে
মজিয়াছি; তবে কেন নির্দ্দোষী উপরে
গুরু দণ্ড করিব বিধান? অনুপায়,
আমোদিনি! কেন এই পাতকীর হাতে
সঁপেছিলে প্রাণ? যা কিছু দেখেনা লোকে,
কিম্বা খুঁজি চারিদিকে, যাহার কারণ
নাহি পারে নির্দ্ধারিতে, অদৃষ্টের ভোগ
তাহাকেই বলে। এ সমস্যা বিশ্লেষিতে
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল বলি, আপনাকে
সান্ত্বনা করিয়া থাকে। ক্ষীণদৃষ্টিনর,
জন্ম, মৃত্যু এই দুই সীমা বহির্ভূত
কিছুই দেখিতে নারে। জনম অবধি
কেহ চির দুঃখ ভুঞ্জে, কেহ ভুঞ্জে সুখ,
পূর্ব্বজন্মাশ্রয় বিনা ইহার মীমাংসা
কেমনে যে হয় তাহা ধারণা-অতীত।
তাই বলি, আমোদিনি! ললাটের লিপি
শত চেষ্টা করিলেও তুমি কিম্বা আমি

মুছিয়া ফেলিতে নাহি পারিব কখন।
আমি কিম্বা তুমি দোষী, অথবা উভয়ে,
বিচারিয়া নাহি ফল; একসূত্রে গাঁথা
আমাদের দুইটী জীবন; কর্ম্মদোষে
উভয়ের মধ্যে আসি পড়িল সহসা
দুশ্ছেদ্য যে ব্যবধান জানিনা তাহাতে
ফলিবে কি ফল। গুরুদেবের আদেশ,
নিজের প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, প্রাণপণে
করিব পালন। ক্ষমিও দাসের দোষ;
সুসময় আসে যদি কখন আবার,
তখন চরণ ধরি মাগিব মার্জ্জনা।
যাও তবে আমোদিনি! বিদায়ি এ দাসে,
আসে যদি শুভ দিন পুনঃ হবে দেখা।'
আইস কর্ত্তব্য দেব! ভ্রুকুটী কুটিল
আঁখি দেখি নাহি ডরি, তোমার স্বরূপ
জানিব এবার; মোহতন্দ্রা অপগত
হইয়াছে অপসৃত চোখের জড়তা,
লভিয়াছি দিব্যদৃষ্টি, ভ্রম অপনীত।
কি দেখি আবার! কেন পুনঃ, আমোদিনি!
আসিলে এখানে? বিদায় দাও আমায়;
ব্যথিত অন্তরে, কহিতেছি অগোপনে
নরকুল-গ্লানি আমি—ক্ষম অপরাধ।
অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে চাহিওনা, দেবি!
এ দাসের পানে; হৃদয়ের নির্ম্মমতা—

বিগলিতে না পারিবে তব শোক-করে।
কেমনে সে খরকর স্পর্শিবে তাহারে
অঙ্গীকার-আতপত্রে শিরোদেশ যার,
রাখিয়াছে আবরিয়া ? লইওনা দোষ
শুনি এই নিদারুণ বাক্য মুখে তার,
যে তোমাকে আজীবন মিষ্ট সম্ভাষণে
তুষিয়াছে পরিতোষে। মনঃপ্রাণ ভরি
সরলতা-ব্যবহার করিয়াছ যারে,
সে তোমারে কৈতব আচরি, ভাসাইবে
অশ্রুনীরে। কিন্তু দেবি! রাখ মনে করি
স্বকার্য্য-উদ্ধার হেতু যা কিছু করিবে
এ নারকী, তুমি তার হৃদ্-সিংহাসনে
অধীশ্বরীরূপে থাকিবে বিরাজমানা।
এক দুঃখ, এক কষ্ট,—সপত্নীর জ্বালা
না পারিব নিবারিতে; সাধ্যাতীত মম।
এই দুঃখ, এই কষ্ট, মরণান্ত জ্বালা
আছে তব ভাগ্যে। কিন্তু ভাবি দেখ, দেবি!
হুতাশনে পড়ি ধূপ আপনি পুড়িয়া
আমোদিত করে গৃহ, তোষে দেবে নরে।”
অবরুদ্ধ চিন্তাস্রোত; দেবী সঞ্জীবনী
দাঁড়াইলা পুরোভাগে রূপে মনোমোহিনী।
চাহিয়া রহিলা ধর্ম্মবিদ তাঁর পানে
অবনত-দৃষ্টি; অবনত-দৃষ্টি দেবী
কহিলা সঙ্গীততানে মধুর নিক্কণে,

"আসুন আমার সঙ্গে, জনক জননী
উৎকণ্ঠিত অদর্শনে, ব্যথিত হৃদয়ে
আপনার অন্বেষণে আছেন বিব্রত।
দিনরাত অনশনে হয়েছে বিগত;
কি কাল দুশ্চিন্তা, ক্ষুৎপিপাসার স্থান
করিয়াছে অধিকার, পিশিছে দশনে!
এত বলি সঞ্জীবনী লাগিলা যাইতে
নায়কে পশ্চাতে করি উজলিয়া দিক,
সিদ্ধিদেবী পিছে, মরি! সাধন যেমতি।
মহা সমাদর করি দেবী শক্তিময়ী
বসাইলা ধর্ম্মবিদে বিশদ আসনে।
দ্বিতীয়-প্রহর-দিবা অবসান-প্রায়,
স্নানাহার সমাপিয়া দেব ধর্ম্মবিদ
একাকী আছেন বসি সঞ্জবনীগৃহে
বিশ্রামান্তে; হেন কালে দিলা দরশন
তথা দেবী শান্তিময়ী—প্রশান্ত মূরতি।
সন্তানবৎসলা দেবী সস্নেহ-সম্ভাষে
কহিলা সম্ভাষি—"বড় শুভাদৃষ্ট, বৎস!
তাই সে অতিথি রূপে পেয়েছি তোমায়।
কত কথা জিজ্ঞাসিব করেছিনু মনে
কাল, কিন্তু দেখি তব মানসিক গতি
মিটাইতে পারি নাই অন্তর-পিয়াস।
বাধা নাহি থাকে যদি, জিজ্ঞাসি তোমায়
কোন্ দুর্ভাবনা এত করিছে ব্যথিত

হিয়া তব ? মুখভাব দেখি হয় মনে,
দুর্ব্বিষহ দুর্ভাবনা প্রবেশি অন্তরে
নিরদয়-ভাবে তারে করিছে পেষণ।”
বহুক্ষণ-অবরুদ্ধ-স্রোতস্বিনী-স্রোত,
গতিরোধকর বাঁধ ভাঙ্গিলে যেমতি
প্রবল প্রবাহে বহে, তেমতি নিরুদ্ধ
শোকোচ্ছ্বাস প্রবহিল দুর্নিবার বেগে
লজ্জাবাঁধ ভাঙ্গি, শক্তিময়ী-কথা শুনি।
মুছিয়া নয়নজল বক্ষদেশপ্লাবী,
শক্তিময়ী পানে চাহি সকাতর দৃষ্টি,
আরম্ভিলা ধর্ম্মবিদ—ধর্ম্মভয়-ভীত ;—
“কি কহিব, মাতঃ আমার দুঃখের কথা,
শুনিলে পাষাণ হৃদি হয় দ্রবীভূত
দুঃখে ; মঙ্গলনগরে নিবসে এ দাস,
সমাজনায়ক নামে পরিচিত দেশে ;
সৌভাগ্য, সম্পদ, পতিপ্রাণা প্রণয়িনী,
সকলি আছে আমার ; আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি
করিবার তরে যাহা কিছু প্রয়োজন,
ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলি সুসার।
বিধিদত্ত রত্নরাজি হেলায়, জননি !
বসিয়াছি হারাইতে ; যৌবন-সুলভ
আমোদে প্রমত্ত ছিনু, হয় নাই মনে
কাহার কি মূল্য কিম্বা কিবা ব্যবহার।
শরবিদ্ধ করি মৃগে দুর্গম কাননে

ছুটিনু পশ্চাতে তার, হারাইনু পথ,
হারাইনু চিরসঙ্গী অনুচরগণে।
বহু চেষ্টা, বহু কষ্ট করি প্রাণপণে।
আসিয়া পৌছিনু স্বস্তিপুর তপোবনে।
তথা দেশভক্ত এক ঋষি ধুরন্ধর
পুত্রাধিক স্নেহে মোরে দিলা উপদেশ।
শুনি তাঁর উপদেশ উপাদেয় বাণী
উঠিনু শিহরি, স্মরি অতীত জীবন।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি ফিরিব না ঘরে,
যত দিন নেতৃকার্য্য—সমাজ-উন্নতি
নাহি পারি প্রতিষ্ঠিতে স্বর্ণ-বঙ্গভূমে।
এইখানে সূচনার সূত্রপাত করি
অন্যত্র যাইব চলি।”

শক্তিময়ী জানি ভাল মতে
ধর্ম্মানন্দ তপোধনে; নির্দ্দোষ স্বভাব,
পরম ধার্ম্মিক, সকলেই চিনে তাঁরে,
ঈশ্বরাবতার বলি খ্যাত এই দেশে।
কিন্তু বৎস! এ কথাটী নারিনু বুঝিতে
এখানে কিরূপে সূচনার সূত্রপাত?

ধর্ম্মবিদ ক্ষমিবেন, মাতঃ! এ দীনের অপরাধ;
সেই বৃদ্ধ মহর্ষির উপদেশ মত
প্রার্থিব অপ্রার্থনীয় সঞ্জীবনী-পাণি।
এক ভার্য্যা বর্ত্তমানে আমার প্রস্তাব,
বাতুল-প্রলাপ বলি অনেকেই মনে

করিবেন স্থির, আমিও সন্দিগ্ধ চিত ;
কিন্তু নাহিক উপায়, বদ্ধ প্রতিজ্ঞায় ;
তাঁহার আদেশ মাত্র করিনু জ্ঞাপন।

শক্তি বুঝিয়াছি অভিপ্রায় তাঁর, কিন্তু, বৎস !
ব্যাপার কঠিন বড়। একথা স্বীকার্য্য বটে,
দেশহিত-ব্রতে-ব্রতী হয়েন যাঁহারা,
অল্লাধিক পরিমাণে তাঁহারা সকলে
আপনাদিগের স্বার্থ করেন বর্জ্জন
অবলীলাক্রমে। নিশ্চয় সে ঋষিবর
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই করেছেন স্থির
তোমাদের উভয়ের সম্মিলন বিনা
এই শুভ অনুষ্ঠানে আকাঙ্ক্ষিত ফল
পাইবার নাহি সম্ভাবনা। সঞ্জীবনী
আর তুমি, এই দুই ক্ষুদ্র শক্তি যবে
একত্রে মিলিত হয়ে হবে পরিণত
একই মহাশক্তিতে, স্বদেশ-মঙ্গল
তখন সাধিত হবে। সুতা সঞ্জীবনী
আশৈশব পাইয়াছে শিক্ষা যথোচিত।
পিতা মাতা, যেরূপ স্বভাব, গুণরাশি,
দেখিতে করেন বাঞ্ছা আপন সন্তানে,
তেমতি স্বভাব, গুণে সুশোভিতা সুতা।
কিন্তু মাতা হয়ে, বৎস ! এরূপ প্রস্তাব
যুবতী কন্যার কাছে উত্থাপন করা
কতদূর সঙ্গত তা' পারিছ বুঝিতে।

যত্তপি সে নিজ স্বার্থ করি পরিহার
পতিত্বে তোমায় বরে, আমরা দুজনে
করিব না প্রতিবাদ জানিও নিশ্চিত।
আমাদের যা' কর্ত্তব্য সুশিক্ষা প্রদানে,
চরিত্র গঠনে, হইয়াছে নিঃশেষিত।
বয়সে অপরিণতা নহে সে যখন,
ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি সমধিক
আছে তার যবে, নিশ্চয় হবে সক্ষমা
আপনার উপযোগী পাত্র নির্ব্বাচনে।
এক মাত্র নন্দিনী সে, স্নেহাধিক্য বশে
স্বেচ্ছায় এ ভার তারে দিয়াছি আমরা।
এসেছ যে উপলক্ষ্য করিয়া এখানে,
তার জন্যে প্রাণপণে দেখ চেষ্টা করি;
সময় বুঝিয়া তারে করিও জিজ্ঞাসা
তাহার কি মত। আমাদের মতামত
দিব না ইহাতে।

ধর্ম্মবিদ — বয়স্থা যখন তিনি,
আপনার ভাল মন্দ পারেন বুঝিতে,
নহেন অপরিজ্ঞাত দেশের কি দশা।
আমিই আপনি তাঁরে পাইলে সুযোগ,
খুলিয়া বলিব মহর্ষির কথা যত;
আমারো উদ্দেশ্য তাঁরে করিব জ্ঞাপন,
আত্ম-পরিচয় দিব না করি গোপন
পারিবারিক অবস্থা। আসিয়াছি যবে,

স্বকর্ণে শুনিয়া সঞ্জীবনী-মতামত,
করিব প্রস্থান পরে অভিমত স্থানে।
ভাবি-জীবনের মম সুখ দুঃখ যত
নির্ভর করিছে তাঁর কথার উপরে।
চলি গেলা শক্তিময়ী আপনার কাজে
প্রাণ খুলি আশীর্ব্বাদ করিয়া নেতায়।
একাকী নায়কে দেখি চিন্তা পুনরায়
আসি প্রবেশিল মনে, দুরাশা-আঁধারে
আশ্বাস-রজত-রেখা নিষ্প্রভ মলিন
ধরিল উঠায়ে ; তা' দেখি নায়ক, মনে
বিচিন্তিলা ;—"অত্যধিক ভয়ের কারণ
হইয়াছে অতিগত ; অন্বেষি সুযোগ
সঞ্জীবনী সন্নিধানে পাড়িব এ কথা।
জীবনের প্রথমাঙ্ক হইয়াছে শেষ
ধূলা-খেলা-অভিনয়ে—অকাজে, কুকাজে।
দ্বিতীয়াঙ্ক বিয়োগান্ত-নাট্যে সমাপিত
—মহাদেবী আমোদিনী-সঙ্গ-পরিত্যাগ।
তৃতীয়-অঙ্কের পট হবে উদ্‌ঘাটিত
কবে, বলিতে না পারি। সঞ্জীবনীলাভ
ঘটিবে কি এ জীবনে ? নামিয়াছি যবে
রঙ্গমঞ্চে, নিজের কৃতিত্ব না দেখায়ে,
কেন ফিরে যাব ? মহর্ষির আশীর্ব্বাদ,
একাগ্রতা মম, হইয়াছে সম্মিলিত,
কি অসাধ্য কাজ হেন আছে এ ধরায়

নাহি হবে সম্পাদিত ? সঞ্জীবনীলাভ,
আজ হতে মম জীবনের মহাব্রত,
করিব তা' উদ্‌যাপন মরি কিম্বা বাঁচি।"
সুদীর্ঘ সপ্তাহকাল কাটাইলা নেতা,
দিবাভাগ—কল্যাণ নগর-সন্দর্শনে,
নিশাভাগ—সঞ্জীবনী প্রাপ্তির চিন্তায়।
তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্জীবনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবলে
ধর্ম্মবিদ মনোভাব, কার্য্য-গতিবিধি,
অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিছেন সমুদয়।
শত চেষ্টা করি ধর্ম্মবিদ এতদিন
পায় নাই শুভযোগ পুরাইতে আশা
—চিত্ত-উন্মাদিনী-সঞ্জীবনী-সন্দর্শন।
কেমনে পুরিবে ? যে ধরা না দিতে চায়
জানিয়া শুনিয়া, কে পারে ধরিতে তারে ?
অবসান দিনমান, দেব দিবাকর
পড়েছেন ঢলি ক্লিষ্টদেহে পশ্চিমাশে
উচ্চে, বৃক্ষচূড় রঞ্জিত লোহিতরাগে।
ধীরি ধীরি বহিছে পবন ; গৃহ-কর্ম্ম সারি
সখী সঙ্গে সঞ্জীবনী আইলা ভ্রমিতে
স্বহস্ত-বর্দ্ধিত পুষ্পোদ্যানে ; ধর্ম্মবিদ
পূর্ব্ব হতে আছিলা তথায়, জুড়াইতে
মনোব্যথা—মর্ম্মান্তক হৃদয়-বেদনা।
পথিমধ্যে আশীবিষ দেখিয়া যেমতি
উন্মনা পথিক, ভয়ে দাঁড়ায় থমকি,

সঞ্জীবনী সেইমত দেখি ধৰ্ম্মবিদে,
তথায় অপ্রত্যাশিত, রহিল দাঁড়ায়ে
স্পন্দহীন জড়মত। না চাহি সেদিকে
কহিলেন ধৰ্ম্মবিদ সম্ভাষি সকলে ;—
"অতি রমণীয় স্থান কল্যাণ নগরী,
ঘুরিয়াছি সব ঠাই তন্ন তন্ন করি,
বড় প্রীতি পাইয়াছি মনে ; দিব্যোপম
জনপদ ; সাম্যভাব, সমানুপ্রাণতা
হেনরূপ কুত্রাপিও পাই না দেখিতে।
বিরাজে প্রত্যেক পরিবারে সরলতা,
পবিত্রতা। দেবতুল্য অধিবাসিগণ !
নাহি হিংসা, দ্বেষ,—লঘু চিত্ত-সহচর,
নির্ম্মল আনন্দ ফিরিতেছে প্রতি ঘরে ;
উদরতা-জ্যোতিঃ স্ফুরে প্রত্যেক অধরে ;
ধনগর্ব্ব, বিলাসিতা, অহঙ্কার আদি
প্রবেশাধিকার-চ্যূত ; পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়
আলোকিত করিতেছে প্রতি নরহৃদি।"
"অযাচিত সুসংবাদ শুনি তব মুখে
পাইনু পরম প্রীতি ;" কহে সখী এক,
"এতদিন ধরি সহচরী সঞ্জীবনী
কল্যাণ-কল্যাণ কল্পে কাটাইলা কাল
দিবারাত্রি খাটি, ফলিয়াছে তার ফল।
চিত্ত-প্রসন্নতা, সুখের মুল কারণ ;
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়না কখন।

স্বল্পে তুষ্ট হয় যারা, প্রয়োজনাধিক
দ্রব্যোপরি করেনা আকাঙ্ক্ষা, শক্ত তারা
তাহাদের আকাঙ্ক্ষায় রাখিতে সংযত ;
শক্ত চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদনে। সাধারণ,
অসাধারণ অথবা, ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা
দেখি মোরা এ সংসারে ঘটিছে নিয়ত,
চিত্ত-স্থৈর্য্য ফল সব। সফলতা যত
লভে মানব-আকাঙ্ক্ষা, বিবর্দ্ধিত বেগে
ততই ভাঙ্গিতে থাকে সংযমের বাঁধ,
অবশেষে পড়ে দুরাকাঙ্ক্ষার সাগরে।
সেই বাঁধ ভঙ্গকালে, যদি তার বেগ
নাহি হয় সংযমিত, নিশ্চয় তখন
বিপদ অবশ্যম্ভাবী। দেবী সঞ্জীবনী
এই সত্য লক্ষ্য করি প্রতি ঘরে ঘরে
দিতেছেন উপদেশ। স্বদেশ-উন্নতি
যাহাদের মুখ্যোদ্দেশ্য, এ মর জীবনে
সর্ব্বাগ্রে তাহারা ব্যক্তিগত-আকাঙ্ক্ষায়
সমূলে করেন নাশ। স্বার্থপরতায়
অনুবিদ্ধ যাহাদের অস্থি, মজ্জা, মেদ
সামাজিক হিতকর কোন কার্য্য তারা
পারেনা করিতে। প্রিয়সখী সঞ্জীবনী
এই নীচ প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি-অনলে
করেছেন ভস্মীভূত, বিলাস-বসন
সযত্নে শৈশবে করেছেন পরিহার ;

নিস্বার্থ-বল্কল-বাসে আচ্ছাদিয়া দেহ
ফিরিছেন দেশে দেশে বহুদিন ধরি ;
নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জনগণে
দিতেছেন উপদেশ করমে কথায়।
স্বদেশ-মঙ্গল-রূপ সুচারু ভবন
নির্ম্মিতে বাসনা যদি স্বীয় মাতৃভূমে ;
সমবেদনার অঙ্গ-দ্রব্য যত, আর
আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তিরূপ-সুদৃঢ়-প্রস্তর
অন্বেষিয়া চারিদিক কর আনয়ন ;
এই দুই দ্রব্য যবে হবে সংগৃহীত,
অন্তর-ভূমিতে গর্ত্ত করহ খনন
সুগভীর ; সেই গর্ত্তে প্রেম, ভালবাসা
ঢালিয়া ঢালিয়া পিট ; অয়স সমান
সুদৃঢ় সে ভিত্তি যবে পাইবে দেখিতে,
সেই উপযুক্ত কালে, নহে পূর্ব্বে তার,
গাঁথিতে আরম্ভ কর পূর্ব্ব-সংগৃহীত
প্রস্তরাঙ্গদ্রব্য দিয়া ঈপ্সিত ভবন।
মনের বাসনা হইয়াছি অবগত
তাই এত কথা, দেব ! কহিনু তোমায়।
অবলা রমণী আমি সখী-সহবাসে,
নিত্য নিত্য তাঁর ক্রিয়া কর্ম্ম আদি দেখি,
লভিয়াছি এই জ্ঞান ; আপনার জন
ভাবিয়া তোমায় খুলিয়া দিয়াছি মুখ,
লইওনা দোষ, দেব ! যাবার সময়

সমাগত প্রায়। কি যেন বলিতে চাও,
বল তা' প্রকাশি, আবার হইবে দেখা
আজ কিম্বা কাল, যবে পাব অবসর।"
ধর্ম্মবিদ—পাইনু পরম প্রীতি, যে কার্য্যের তরে
ব্যস্ত তোমরা সকলে; সে কার্য্য-উদ্দেশে
ঘুরিতেছি যথা তথা; অনুগ্রহ করি
এখানে আসিলে কাল এমন সময়
কৃতার্থ হইব বড়, জানিও নিশ্চিত।
আহারান্তে শক্তিময়ী শুইয়া শয্যায়
নিবেদিলা আর্য্যবীরে ধর্ম্মবিদ-কথা;
জিজ্ঞাসিলা আর্য্যবীর সম্ভাষি প্রিয়ায়,
"তোমার কি মত আগে প্রকাশিয়া বল।"
"আমার কি মত," কহিলেন শক্তিময়ী,
"তাহা জিজ্ঞাসিছ কেন? বলেছি তোমায়
একমাত্র কন্যা মোর; সৌন্দর্য্যে, গঠনে,
কে তাহার সমকক্ষ? মানসিক গুণে,
কোন্ নারী তার কাছে পারে দাঁড়াইতে?
দেখিয়াছ, আমি তারে শৈশব অবধি
দিয়াছি সুশিক্ষা কত; সঙ্গদোষভয়ে
রাখিয়াছি চোখে চোখে। ধীশক্তি প্রখর
কত যে তাহার, নও তুমি অবিদিত।
বালিকা-সুলভ চঞ্চলতা, লাঘবতা,
বয়োবৃদ্ধি সহ হইয়াছে অপগত।
আপনার ভালমন্দ সম্যক বুঝিতে

সক্ষমা সে এবে। ধর্ম্মভীতা, ধর্ম্মপ্রাণা,
সদ্‌গুণ-পক্ষ-পাতিনী, নির্ম্মল-স্বভাবা,
স্বকর্ত্তব্যপরায়ণা ; হেন অবস্থায়
তার অভিমত কার্য্য করিতে তাহাব
আছে পূর্ণ অধিকার। ভ্রান্তিমদে মাতি
স্বজীবন-সহচর-নির্ব্বাচন-কালে
প্রাপ্ত বা অর্জ্জিত গুণচয় অপব্যয়
করিয়া ফেলিবে হেন নাহি লয় মনে।
অবশ্য বলিতে পার নরনারীমন
যৌবন-বাত্যায় যবে হয় নিপতিত,
ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌বাহী বেগ আসি তারে
স্বস্থান হইতে চ্যুত করিবার আশে
করে সদা আন্দোলিত ; তাহার উত্তরে
এই বক্তব্য আমার—যাহাদের চিত
আজন্ম ধরিয়া হইয়াছে বিবর্দ্ধিত
নীতি, ধর্ম্ম, এই দুই মহা উপাদানে ;
সৎসঙ্গে যার পার্শ্বে দেখি অনুক্ষণ,
প্রলোভন কোন দিন সাহসে নির্ভরি
পারে নাই সন্নিকটে আসিতে কখন ;
হেন চিত্ত অবিকৃত, প্রশান্ত, নির্ম্মল
যদ্যপি বিকৃত হয়, তা হ'লে ধরায়
বিলুপ্ত হইবে সম্ভবের সম্ভাবনা।"
"আমার মতের," সত্য কহিতেছি, দেবি!
"প্রতিধ্বনি মাত্র তোমার এ বাক্যচয়।

তোমার কথিত ওই সদ্‌গুণ-কলাপ
একই সময়ে যবে একই অন্তরে
একত্রাবস্থান করে ; জানিও তখন
স্বাধীনতা পাইবার পাত্র উপযোগী
সে অন্তর। সঞ্জীবনী প্রাণের নন্দিনী,
করুক স্বাধীনভাবে কার্য্য অভিমত।
আমরা দুজনে তার কার্য্য সমুদয়
এস দাঁড়াইয়া দেখি, থাকি, অন্তরালে।
সর্ব্ববাদী প্রশংসার পূর্ণাংশ আপনি
করুক গ্রহণ সকলের সন্নিধানে।
ধন্য সেই পিতা মাতা, যাঁদের সন্তান
কীর্ত্তিস্বর্ণমসা দিয়া সুবর্ণ অক্ষরে
লিখিতে সক্ষম হয় তাঁহাদের নাম
অনন্তকালের গাত্রে। জনরব মুখে
শুনিয়াছি বহুবার, বহুতর স্থানে
ধর্ম্মবিদ-বিবরণ। বিচক্ষণ লোক ;
তাহার প্রকৃতিজাত গুণগ্রাম যত—
সংখ্যায় অসংখ্য, সঙ্গদোষ-কালিমায়
হয়েছে নিষ্প্রভ ; সৎসঙ্গ-সহবাসে
সে কালিমা সুমার্জিত হইবে নিশ্চিত।
সমাগত শুভযোগ, ফিরিয়াছে মতি,
আপনার ভ্রম নিজে পারিছে বুঝিতে,
এ শুভ সময়ে সঞ্জীবনী-মহাশক্তি
হইলে সহায়, নিশ্চয় নিজ জীবন

ক্রমিক-উন্নতি পথে পারিবে চালাতে,
এ মম দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা সকলে
একই মহা উদ্দেশ্যে—দেশহিতব্রতে
উদ্‌যাপিব ক্ষুদ্র প্রাণ, এই প্রতিজ্ঞায়
আছি বদ্ধ। কোন মতে ধর্ম্মবিদে যদি
স্বদলে আনিতে হই সক্ষম এখন,
আমাদের দল বল হইবে বর্দ্ধিত,
বিপক্ষ পক্ষের শক্তি হবে ক্ষীণতেজ।
সর্ব্বস্বার্থ ত্যজি, যেরূপ নিস্বার্থভাবে
দেশহিতব্রতরতা তনয়া আমার,
তাহাতেই মনে এই হইছে প্রতীতি
সত্বর হইবে পূর্ণ ধর্ম্মবিদ-আশা।
এক মাত্র অন্তরায় প্রবল, কঠিন—
সপত্নী; শিহরি উঠে রমণী এ নামে;
উঠিবার কথা, স্বতঃ অবিভাজ্য যাহা,
কোন্ জন চায় তারে বিভাগ করিতে?
পাতিব্রত্য ধর্ম্মে বলে শমনের হাতে
সমর্পিতে নিজ পতি সতী নারীগণ
না করেন ভয় যত, তদপেক্ষা ভয়
করেন তাঁহাকে দিতে সপত্নীর হাতে।
বলিতে পারি না প্রিয়তমা সঞ্জীবনী
পারিবে কি হেন ত্যাগ করিতে স্বীকার?
মানুষের সাধ্য যাহা মানুষে তা' করে,
দুঃসাধ্য হইলে সেই দিকে কয়জন

হতে চায় অগ্রসর ? ইচ্ছা করি কেবা
হাস্তময় দিবালোক করি পরিহার,
ঘোর বিভীষিকাপূর্ণ নিবিড় তিমিরে
কাটাইতে স্বজীবন চিরদিন মত,
করিবে প্রবেশ ? আমি তো জনক তার,
কেমনে জনক হয়ে বলিব তাহাকে
"এস বৎস ! পশ ওই নিবিড় তিমিরে।"
না, না, এ সম্বন্ধে বলিব না কোন কথা,
যদি সঞ্জীবনী বুঝে তার ক্ষুদ্র প্রাণ—
—বিনিময়ে, জাতীয়তা-প্রাণ উদ্দীপিত,
পুনরুজ্জীবিত হবে অভিনব তেজে,
করুক আপনি তাহা।" পতিবাক্য শুনি,
কহিলেন শক্তিদেবী শক্তিস্বরূপিণী,
মানসিক কত শক্তি ধরে সঞ্জীবনী
পারি না বলিতে ; আমি হলে এই ক্ষীণ,
দুর্ব্বল হৃদয় নির্ব্বাকে দিতাম বলি
এই মহাযাগে। ধরিত্রী-স্বরূপা নারী,
সর্ব্বংসহা জাতি, এই সামান্য যাতনা
কেন বা সহিতে ভীতা হবে তা' জানিনা।
সন্তানের হিত তরে কিনা করে মাতা ?
ওই ক্ষুদ্র সারমেয় নগণ্য যে জীব,
কত মায়া দেখ তার সন্তান উপরে !
হত্যাকারী দেখিলে সম্মুখে, রাখে ঢাকি
নিজ শিশু, অকাতরে সহে দণ্ডাঘাত,

নিজে মরে সে আঘাতে, ছাড়ে না সন্তানে।
জীবশ্রেষ্ঠ জাতি মোরা, ধীশক্তি সর্ব্বদা
করিছে পরিচালিত স্নেহ-মমতায়।
নিকটস্থ কি দূরস্থ মঙ্গলামঙ্গল
সেই ধীশক্তির বলে করি দরশন।
কি দেখিছি! স্পষ্টালোকে যাইতেছে দেখা,
স্বদেশের, স্বজাতির অগণ্য সন্তান
বিষম বিকারগ্রস্থ, কাছে নাহি কেহ
যতনিতে; সন্তানের দুর্দ্দশা এমন
দেখি কোন মাতা পারে থাকিতে সুস্থির?
অপত্য-স্নেহ-বিহীনা কে হেন রমণী,—
যে নিজ ক্ষুধার্ত্ত, দুগ্ধপোষ্য শিশুগণে
আছাড়িয়া ভূমিতলে কাঁদিতে দেখিয়া,
তাহাদের সকরুণ রোদন শুনিয়া,
মুছাইয়া অশ্রুজল, উঠাইয়া কোলে
নাহি করে বদন চুম্বন স্নেহভরে?
আছয়ে সপত্নী সত্য, সেও তো মানবী,
রমণী-স্বভাব-জাত কোমলতা গুণ,
অবশ্য কিঞ্চিন্ মাত্র থাকাই সম্ভব
রমণীতে; যদি নাহি থাকে, দানবী সে;
তাহাতেও ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই না দেখি।
উদ্‌ভ্রান্ত উন্মার্গগামী একটী জাতিকে,
সন্মার্গে আনিতে যদি সপত্নীর ভয়ে,
করি মোরা ইতস্ততঃ, মনুষ্যত্ব কোথা!

সপত্নী মানবী বটে, শুনেছি যেরূপ,
রমণীর গুণরাজি বিরাজে তাঁহাতে।
স্বচক্ষে যখন তিনি দেখিবেন নিজে
হেন আত্মত্যাগ, হেন নিঃস্বার্থপরতা,
প্রেম ভালবাসা সনে রয়েছে মিলিত,
যতই পাষাণ হোক তাঁহার অন্তর
দৃষ্টান্ত কিরণ তাপে হবে বিগলিত।
একধর্ম্ম অবলম্বী জড় বস্তু যত,
প্রত্যেকেই আকর্ষণ করে পরস্পরে,
দূরত্ব গুরুত্ব তারা মানে না কখন।
যে জড়ের আকর্ষণী-শক্তি যত বেশী,
দুর্ব্বলে নিজের দিকে আকর্ষয় তত।
আধ্যাত্মিক জগতেও একই নিয়ম
করিতেছে কার্য্য অহর্নিশি, নির্ব্বিবাদে।
শক্তিময়ীকন্যা যদি হয় সঞ্জীবনী,
মহাশক্তি-অংশ যদি সঞ্চরে তাহাতে,
শৈশবের শিক্ষা, আর্য্যবীর-ধৈর্য্য-তেজ,
সংস্থিতি লভিয়া থাকে তাহার অন্তরে,
সামান্য মানবে ভাবে অসম্ভব যাহা
তাহা সে করিতে হবে সহজে সক্ষমা।
রমণীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা কতদূর
প্রসারিত, রমণীরা বুঝে তা' আপনি,
বলে না কাহাকে ; আমার তনয়া হয়ে
বুঝে না যে তাহা, হয় না হেন সম্ভব।

আর্যবীর কথায় বার্ত্তায় তব, অভিপ্রায়, প্রিয়ে!
করিছে প্রকাশ।
শক্তিময়ী মম অভিপ্রায়, নাথ!
বলেছি তোমায়; পরামর্শ কোনরূপ
নাহি দিব, কিম্বা বলিব না কোন কথা:
যাহা সে বুঝিবে ভাল করুক বিচারি।
আর্য্যবীর তবে কেন এত কথা শুনাইছ মোরে?
শক্তিময়ী দেশের দুর্দ্দশা দেখি দহিছে অন্তর;
সামান্য উজ্জল রেখা আশার বিমানে,
দেখিলেই মনে হয়, সৌভাগ্য-তপন
উদিতেছে বুঝি তমঃ করিতে বিনাশ।
আর্য্যবীর কন্যার উপরে সমুদয় ভার যবে
করিয়াছি সমর্পণ, কেন অনর্থক
এ বিষয়ে তর্ক করি অপহরি কাল?
শক্তিময়ী ঠিক বলিয়াছ, নাথ! বৃথা আলোচনা।
ত্রিকাল-সম্ভূত যত ঘটনাকলাপ,
যাঁর মনোমানচিত্রে উজ্জল রেখায়
রয়েছে অঙ্কিত; তাঁহার আদেশ মত
আসিয়াছে ধর্ম্মবিদ কল্যাণ নগরে,
আমাদের গৃহে; সেই মহা মুনিবর
শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের; অনিষ্ট যাহাতে
আমাদের হইবার আছে সম্ভাবনা,
কখন সে কাজে নাহি দিবেন সম্মতি।
ধর্ম্মবিদ হতে যদি অনিষ্ট-কারণ

সমুদ্ভূত হইবার থাকিত সম্ভব
তা' হলে কথন তিনি আগ্রহ প্রকাশি
না দিতেন পাঠাইয়া তাহাকে এখানে।
আমার মানসে এই হতেছে ধারণা,
উভয়ের সম্মিলন তাঁর অভিপ্রায়।
এই মহা সম্মিলনে স্বদেশ-মঙ্গল
নিশ্চয় সাধিত হবে কহিনু তোমারে।

আর্য্যাবীর যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে তব মনে,
আমার ও সেই মত; ধর্ম্মানন্দ ঋষি
যে কাজ করিতে মহানেতা ধর্ম্মবিদে
দিয়াছেন পাঠাইয়া আমাদের গৃহে,
তাহাতেই বুঝিতেছি তাঁহার সম্মতি।
তাঁহার সম্মতি, আমাদের অসম্মতি
স্বপনে ও নহে কথন সম্ভবপর।
সন্তানের স্নেহ বটে অনেক সময়ে
বিচলিত করে পিতামাতার হৃদয়,
কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে স্নেহবন্ধন
যুক্তির অঙ্গুলিস্পর্শ মাত্রই অমনি
খুলিয়া শিথিল হয়; ভক্তি সেই স্থানে
আসিয়া যুড়িয়া বসে। মহর্ষি উপরে
আমাদের আজীবন পোষিত ভকতি,
উড়িয়া কি যাবে, প্রিয়ে! স্নেহের ফুৎকারে
করিব না হস্তক্ষেপ তাঁর নির্ব্বাচনে,
এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মম; তব অভিপ্রায়

জানিয়া পাইনু প্রীতি। এ বিষয়ে তবে
আমাদের আন্দোলনে নাহি প্রয়োজন।
যাহা বুঝে সঞ্জীবনী করুক তা' নিজে,
চক্ষু মুদি এস মোরা থাকিয়া সুদূরে
শুনি তার কার্য্য। জগদীশ্বর সহায়,
তিনিই মঙ্গলময়, যা করেন তিনি
তাহাই মঙ্গল বলি করিব গ্রহণ;
আমাদের তুষ্টিলাভে তাঁর পরিতুষ্টি।
দুর্ব্বল মানব যারা, তাহারা বিশ্বাসি
পারে না ঈশ্বরোপরে করিতে নির্ভর।
এস মোরা সমর্পিয়া সমুদয় ভার
তাঁহার উপরে; এক মনে এক প্রাণে
তাঁর গুণ গাই, করি জীবন সফল।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে সঞ্জীবনী-সন্দর্শন-তিরোধান
নামকো দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণ শশধর
ম্লান মুখ-আবরণ অপসারি ধীরে
আরম্ভিলা বিনিঃসৃতে স্নিগ্ধ-শুভ্র-জ্যোতি,
দুই পার্শ্বে দুটী তারা হেম-প্রভাময়ী।
দৈবসিক শ্রমশ্রান্ত দেব দিবাকর
খুলিয়া অনলোপম রক্তিম উষ্ণীষ
বসিয়া আছেন লোক-চক্ষু-অগোচর
মহাসাগর-আসনে ; প্রাচী প্রান্তদেশে,
তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গ-শীর্ষে অলক্তক রেখা
দিনেশের পূর্ব্বাস্তিত্ব করিছে সূচনা,
বার্দ্ধক্যে মানব মনে বাল্যস্মৃতি যথা।
এ হেন সময়ে সেই কল্যাণ নগরে,
সঞ্জীবনী গৃহস্থিত পুষ্পোদ্যান মাঝে,
উপবিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি দেব ধর্ম্মবিদ
এক দিকে ; অন্যদিকে দেবী সঞ্জীবনী
পূর্ণকলা শশী ; সহচরী দুই জন
তারকা-রূপিণী, দুই পার্শ্বে উপবিষ্টা।
ধর্ম্মবিদে সম্ভাষিয়া সখী সুবচনী
সহানুভূতিক স্বরে লাগিলা কহিতে,
"বলিতে সরম পাই, রমণী-ধরম
করে না অনুমোদন জিজ্ঞাসা করিতে
কোন কথা নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় জনে

অযাচিত ভাবে। পক্ষান্তরে কিন্তু হায়!
রমণীর সুকোমল হৃদয়-সঞ্জাত
পর-দুঃখ-কাতরতা মানে না বারণ।
তোমার সুন্দর শোকসমাচ্ছন্ন মুখ
প্রচোদিত করিতেছে অন্তরে আমার
জানিতে কি গুহ্য দুঃখ দহিছে তোমায়।
অন্তরের গূঢ়ভাব অনেক সময়ে
নিক্ষেপে স্বপ্রতিবিম্ব বাহ্যাকৃতি' পরে,
দর্শকের ছায়া স্বচ্ছ দরপণে যথা।
কল্যাণ সরসী তীরে যে দিন প্রথমে
পেয়েছিনু ভাগ্যবশে দেখিতে তোমায়,
সে দিন হইতে দেখিতেছি প্রতিদিন,
দুঃসহ দুশ্চিন্তা কোন পীড়িছে হৃদয়।
কথোপকথনে যবে থাক তুমি রত,
অন্তরের অন্তর্দাহ চাপি যেন মনে
কও কথা; কভু কভু কথাবার্ত্তাকালে
কি যেন রাখিতে গুপ্ত যত্ন কর কত।
হাস্যরসালাপ-কালে সহসা চমকি
উঠ দেখি তুমি; তখন ও মুখভাতি
আচম্বিতে চিন্তা-ঘনে আসি করে গ্রাস।
গৃহাগতাতিথি সুরকুল বন্দনীয়;
শত চেষ্টা করিয়াও আমরা সকলে,
তব মনস্তুষ্টি নাহি পারিনু সাধিতে।
মনে বড় কষ্ট হয় ভাবি যবে মোরা,

আমাদের অলক্ষিত ভ্রম বা প্রমাদ,
জন্মায়েছে তব মনে হেন অবসাদ।
লজ্জিত আমরা সবে, তাই লজ্জা ত্যজি,
নহে লজ্জা দিতে, জিজ্ঞাসা করি তোমায়
মানসিক বেদনার নিগূঢ় কারণ।
অবরুদ্ধ-বাষ্প যথা নির্গমন-পথ
পাইলেই শূন্য করে আপন আধারে ;
তেমতি তোমার এই অবরুদ্ধ-দুঃখ
বাহিরিলে বহির্দ্দেশে হবে প্রশমিত
দারুণ অন্তর-দাহ। সে হেতু জিজ্ঞাসি,
দুঃখের কারণ যদি হই অবগত
উন্মূলিতে মূলদেশ দেখি চেষ্টা করি।"
"দুঃখের কারণ, হায়! কে আছে আমার
যতনিবে উন্মূলিতে? পরের বেদনা
অপরে যে বুঝে মনে সেই তো আপন।
আমার হৃদয়-ক্ষতে তব বাক্য-সুধা
প্রলেপিয়া প্রশমিত হইছে যাতনা,
বিশুষ্ক হউক কিম্বা নাহি হয় যদি
ক্ষতি নাহি তায়। সঞ্চারিল নব বল,
পাইনু সাহস, প্রকটিতে অকপটে
মনোদুঃখ। নহে বহুকাল অতিগত
গিয়াছিনু একদিন মৃগয়া কারণ
দূর বনে। বিঁধি মৃগ হারাইনু পথ ;
মৃগ-পলায়ন-পথ কষ্টে অনুসরি

পাইনু আশ্রয় এক তাপস-আশ্রমে।
শুনিনু জননী কাছে আসিয়া এখানে
ধর্ম্মানন্দস্বামী সেই তপোধন-নাম।
অন্তর্যামী তিনি, অন্তর নিহিত কথা
কহিলেন মোরে স্নেহভরে, সমাদরে।
তাঁর উপদেশ-রবি-কিরণ সম্পাতে,
মোহ-অন্ধকার মম হল অপনীত
মনোরাজ্য হতে। জ্ঞানের সুস্পষ্টালোকে
পাইনু দেখিতে, এত দিন ধরি যা'রে
সুখের আকর বলি করেছিনু মনে
ভ্রান্তি-খনি তাহা। আত্মামোদ, আত্মাদর
সুখ হতে বহু দূরে করে অবস্থিতি।
জনমিল জীবনের উপরে বিরাগ,
ভাবিনু কি কাজ আর এ ছার জীবনে,
কি কাজ সংসারধর্ম্মে? ঘোর অবসাদ,
অবিতৃপ্তি,—ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-সুখ-শেষ।
যে দিকে নয়ন চায় যাই সেই দিকে,
মায়ার বন্ধনে কেন বাঁধি আপনাকে?
জীবনের ক্ষুদ্র কেন্দ্রে ক্ষুদ্রতম করি
তাহাতে আবদ্ধ থাকি। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি
বুঝিয়া মনের ভাব, কহিলেন, "বৎস!
চিত্ত-স্থৈর্য্য-সম্পাদনে কর দৃঢ় পণ,
অতীতে বসায়ে কেন বর্ত্তমান-কোলে
করিতেছ আর্ত্তনাদ? বিগতে বিপিনে

কর চির-নির্ব্বাসিত, ভবিষ্যতে আনি
বসাও অতীত স্থানে, পরিপুষ্ট তারে
কর সযতনে, অভীষ্ট পাইবে যাতে।
যে কর্ম্ম করিতে তব জন্ম এই ভবে
কর সেই কার্য্য, তাহাতেই পাবে সুখ,
তাহাতেই শান্তি ; কর পদোচিত কাজ।
এই কার্য্য সম্পাদনে হইলে সফল
অনন্ত কালের গাত্রে অবিধ্বংশাক্ষরে
রহিবে মুদ্রিত তব নামের গৌরব।
স্বজাতির সুমঙ্গল সংসাধিতে ভবে
হইয়াছে জন্ম তব, হতাশ্বাসে কেন
আমন্ত্রিয়া আনি মনে, আপন অহিত
যাইছ করিতে ? বলিয়া দিতেছি পথ,
যাইবার চেষ্টা তুমি কর প্রাণপণে।
সমর্থ যদ্যাপি হও, শুভ ফল-লাভ
হইবে অচিরে। যাও কল্যাণ নগরে ;
মহাদেবী সঞ্জীবনী, আর্য্যবীর সুতা
নিবসে তথায় ; যে কোন উপায়ে পার,
কর তাবে জীবন-সঙ্গিনী, অভিলাষ
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ।" কহিনু তাঁহাকে,
"প্রভুর আদেশ, যুকতি-সঙ্গত বলি
নাহি লয় মনে ; এক ভার্য্যা-বর্ত্তমানে
কেমনে এ কার্য্যে আমি প্রসারিব হাত ?
হেন কোন্ নারী আছে এ মহীমণ্ডলে,

জানিয়া শুনিয়া অন্য পত্নী আছে মম,
বরিবে পতিত্বে মোরে ? উপায় অপর
থাকে যদি কোন, প্রকাশিয়া দীনে দয়া,
করুন প্রকাশ।" কহিলেন ঋষিবর
কাঠিন্য-করুণা-বিমিশ্রিত মৃদু ভাষে
"আত্মোন্নতি, স্বদেশের উন্নতি-সাধন,
যাঁহাদের মুখ্যোদ্দেশ্য এ নর-জীবনে,
ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তাঁহাদের মনে
নাহি পায় স্থান। বহু-লোক-সুখ যথা
জনৈক মঙ্গল সঙ্কোচনে সমাহৃত,
দেশহিত ব্রতে ব্রতী মহাত্মা মানবে
হন কি পশ্চাদ-পদ সে কার্য্য সাধিতে ?
সামান্য অনিষ্ট হবে এই আশঙ্কায়
কোন্ মূঢ় স্বজাতির ঘোর অমঙ্গল
স্বচক্ষে দেখিয়া আঁখি করিয়া মুদিত
নিশ্চেষ্ট বসিয়া যাপে জীবন বিফলে ?
সাঁতারি সাগর পার হইবে যে জন
সামান্য গোষ্পদ-জলে কি ভয় তাহার ?
তব ভার্য্যা সম শত শত আমোদিনী
বিরাজিছে বঙ্গ মাঝে প্রত্যেক ভবনে,
তোমার সমান শত শত বঙ্গনেতা,
আমোদিনী-ভার্য্যা প্রেমে হয়ে নিমগন,
হইছে পশুত্বে নীত ; তাহাদের মত
তুমি ও কি এ জীবন বৃথা কাটাইতে

করিতেছ আকিঞ্চন ? যাও, তবে যাও,
যথা ইচ্ছা।" "ক্ষান্ত, ক্ষান্ত হও, তপোনিধি !"
সকাতরে কহিনু তাঁহাকে ; "ক্ষমদোষ,
হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি-হীন জনে,
কর কৃপা ; ভাল মন্দ যাহা ঘটে ভালে,
নাহি নিরখিব ; তোমার আদেশ, দেব !
দৈববাণী সম জ্ঞানে পালিব বিশেষে।"
"যাও, বৎস ! যাও তবে কল্যাণ নগরে ;"
কহিলেন তপোধন, "তব ভাগ্যফল,
নির্ভরিছে সঞ্জীবনীদেবীর উপরে।
ঈশ্বর-আদেশ-জ্ঞানে আমার অনুজ্ঞা
করিও পালন ; হতাশা, নিরাশা, দুঃখ
পুঞ্জীভূত হয়ে যদি শিরোপরে পড়ে,
অকাতরে সহ্য করি, উদ্দেশ্যের পথে
হও অগ্রসর। দুঃখের তিমিরে, পথ
না পাও দেখিতে যদি স্মরিও আমায়,
শঙ্কটে পাইবে বল, সহায়, আশ্বাস।
মন-প্রাণে করিতেছি আশীস্ তোমারে,
লভ অভীপ্সিত ফল, পূরুক কামনা।"
এতেক কহিয়া নিরবিলা ধর্ম্মবিদ
ধর্ম্মগতপ্রাণ। সঞ্জীবনী-মনোভাব,
আকার, ইঙ্গিতে জানিবার ইচ্ছা করি,
অন্যের অলক্ষ্যে, চাহিলা তাহার দিকে।
কিন্তু কোথা সঞ্জীবনী ! শূন্য সেই স্থান,

যথা দুই সখী মাঝে গল্পারম্ভ-আগে
আছিলেন উপবিষ্টা। সখী সুবচনী
বুঝি ধর্ম্মবিদ-মনোগত-অভিপ্রায়,
কহিলা, "নায়ক! বৃথা সে প্রয়াস তব,
যে উপায় অবলম্বি সঞ্জীবনী-পাণি
চাও তুমি লভিবারে; ত্যজ সেই আশা।
দৃঢ়চেতা নারী মহাদেবী সঞ্জীবনী,
করুণ-প্রার্থনা কিম্বা অনুনয়-বাণী
নাহি পারে বিগলিতে তাঁহার অন্তর
উদারতা-প্রস্রবণ। কল্যাণ সরসী
দেখিয়াছ তুমি চোখে; উত্তরে তাহার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ আছে শত শত,
বিটপী-আবৃত। সপ্ত শৃঙ্গ মাঝে তথা
আছয়ে সুড়ঙ্গ—পরিধি ক্রোশার্দ্ধব্যাপী,
গভীর অশীতি হস্ত। তার তলদেশে
সুপ্রশস্থ পথ। বহুদূর অতিক্রমি
সেই পথ ধরি যাইলে পশ্চিম দিকে,
দেখিতে পাইবে সঞ্জীবনীর আলয়।
করেছেন সঞ্জীবনী দেবী এই পণ,
তাঁর কর-প্রার্থী যাঁরা, তাঁহাদের মাঝে
অগ্রে যিনি তাঁর সেই নিভৃত আলয়ে
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে করিবেন দেখা,
তাঁর গলে বরমাল্য করিবেন দান।"
জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মবিদ সখীকে সম্ভাষি,

"কহ, দেবি ! দয়া করি কত বঙ্গযুবা,
করিয়াছে এ যাবত চেষ্টা প্রাণপণে,
যাইতে তব কথিত সঞ্জীবনী-গৃহে ?
কিবা ভয় সেই পথে ?" বাধা দিয়া সখী
উত্তরিলা, "জানিনা কি ভয় আছে পথে,
দেখি নাই সে ভবন ; সেই গৃহ কথা
আমরা দুজন ভিন্ন কেহ নাহি জানে।
সঞ্জীবনী-পিতামাতা নহেন বিদিত
এ গুপ্ত গৃহের কথা। বঙ্গবাসী যত
সঞ্জীবনী-লাভ-আশে গিয়াছেন তথা
ভগ্নোত্তম হয়ে সবে এসেছেন ফিরে।
সপ্ত শৃঙ্গ অতিক্রমি কোন বঙ্গযুবা
নামে নাই নিম্ন দেশে শুনেছি এ কথা।"
"তোমার নিকটে," কহিলেন ধর্ম্মবিদ,
অন্য কোন সহায়তা করি না প্রার্থনা,
যে সংবাদ দিলে এবে দয়া করি দীনে,
তার জন্য ধন্যবাদ দেই শতবার।
বিদায় এখন তবে, কল্যই প্রত্যুষে
উদ্যোগ করিব আমি যাইতে তথায়।
অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে পুনঃ হবে দেখা,
অন্যথায় শেষ দেখা এই সে আমার।
মৃত্যু একদিন যবে মানব-নিয়তি,
শুভকর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিতে করিতে,
ঘটে যদি, ক্ষোভ মনে না পাইবে স্থান,

প্রসন্ন বদনে তারে করিব আহ্বান।"
প্রভাতী নক্ষত্র উচ্চ গগন-প্রদেশে
ম্লান-জ্যোতি; লোহিত-বরণ রবিদেব,
অর্দ্ধবৃত্ত-স্বর্ণোষ্ণীষে সুশোভিত শির,
উঠিছেন পূর্ব্বদিকে। কূজনিছে পাখী
বসি বৃক্ষশাখে। প্রাতে অবগাহি দেহ
স্বচ্ছ সরোবর নীরে, অঙ্গে অবলেপি
সুরভিত-শত-দল-পরাগ-রেণুকা
সঞ্চরিছে সমীরণ, পাদপ কলাপে
দিতেছে জাগায়ে, কোমল হস্ত-তাড়নে।
একটী পথিক মাত্র সরোবর-তীরে
দিবারাত্রি উভয়ের সম্মিলন কালে।
বিস্তারি যে পন্থা পূর্ব্বদিনে সুবচনী,
বিবৃত করিয়াছিলা নেতা সন্নিধানে
আসিয়া তথায় দেখা দিলা ধর্ম্মবিদ।
ক্ষুদ্র এক শৃঙ্গে উঠি, দেখিলা দাঁড়ায়ে
তরুণ অরুণ রশ্মি তখনো গহ্বরে
করেনি প্রবেশ। নির্জ্জন সানু-প্রদেশ,
নির্জনতা তথা যেন বহুদিন ধরি
করিছে রাজত্ব অপ্রতিহত বিক্রমে।
আতঙ্কে নায়ক-হৃদি উঠিল কাঁপিয়া
থর থরি; বিঘূর্ণিত হইল মস্তক;
সমীপস্থ বৃক্ষগাত্রে হেলাইলা শির,
নিম্নদিকে বারম্বার লাগিলা দেখিতে।

কোন পথ দিয়া সেই অতল-পরশী
গহ্বরের তলদেশে যাইবে নামিয়া
এই ঘোর চিন্তা আসি নিপীড়িল মনে !
হতাশ্বাসে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করি ত্যাগ,
বিক্রম প্রাপ্তির আশে ত্রিবিক্রম দেবে
আহ্বানিলা মনে মনে নিমীলিয়া আঁখি।
কতক্ষণ এইভাবে রহিলা দাঁড়ায়ে
নারিলা বুঝিতে ; যখন মেলিয়া আঁখি
চাহিলা গহ্বর পানে, দেখিলা তথায়
সফেন-সলিল-ভঙ্গ করিতেছে খেলা
একে অন্যোপরে উঠি ; জগতের গতি
নিভৃতে বসিয়া যেন নিসর্গসুন্দরী
দেখাইছে জীবে। শুভ্র সৌরকররাশি
উজলিছে তাহাদের দেহ, নিরমল
রজত-বিভায় ; ক্লান্ত পান্থগণে যেন
করিছে আহ্বান সুখে শয়ন করিতে
তাহাদের সুকোমল বক্ষের উপরে।
সাহসে নির্ভর করি দেব ধর্ম্মবিদ
উল্লম্ফি পড়িলা সেই তরঙ্গ উপরে।
যাহাকে সলিল বলি হয়েছিল মনে,
প্রকৃত সে নহে বারি ; না ভিজিল অঙ্গ,
না ভিজিল পরিধেয় বাস কোন স্থানে।
ধীরে ধীরে যেন সেই তরঙ্গ উত্তাল
নামায়ে রাখিল ধর্ম্ম-প্রাণ-ধর্ম্মবিদে

গহ্বরের তলদেশে। দেখিলা সম্মুখে
বিস্ময়-চকিত-দৃষ্টে সুপ্রশস্ত পথ
সুদূর বিস্তৃত—যত দূর যায় দেখা
ততদূর গেছে চলি, নাহি অন্ত কোথা।
চলিলেন ধর্ম্মবিদ পথ অতিক্রমি,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি জ্ঞান। অপরাহ্ন কাল
ঘোষিল তপন দেব জগত-সংসারে।
পরিশ্রান্ত দেহ, ব্যথিত চরণযুগ,
দর্শন-শকতি ক্ষীণ ক্ষুৎপিপাসায়;
অশক্ত চলিতে পথ, পথপার্শ্বস্থিত
পল্লবিত তরুচ্ছায়ে বসিলা নায়ক।
অনতিবিলম্বে নিদ্রা শ্রান্তি-সহচরী,
আসিয়া সস্নেহে ক্রোড়ে লইলা সন্তানে,
বুলাইলা হাত চোখে, সোহাগে গলিয়া
দৃষ্টি-আবরণ-পত্র পড়িল ঢলিয়া
আঁখি-কক্ষে। অস্তাচলে দেব দিবাকর
লইলা আশ্রয়; হেনকালে ধর্ম্মবিদ
নিদ্রা পরিহরি উঠি মেলিলা নয়ন,
দেখিলা সম্মুখে নারী-মূর্ত্তি মনোহরা,
হস্তে থালা সুসজ্জিত সুখাদ্য-সম্ভারে।
হসিত-আননা সেই নারী মনোমোহিনী
মৃদু ভাষে নেতৃবরে করি সম্ভাষণ
কহিলা বিনয়ে, "উঠ হে পথিকবর!
নানাবিধ খাদ্য, রসনার তৃপ্তিকর

আনিয়াছি সাজাইয়া সুবর্ণ থালায় ;
ক্ষুধায় পীড়িত তুমি, খাও পরিতোষে।
করিয়া থাকেন এই নিরজন পথে
যে সকল মহাজন কভু যাতায়াত,
আমিই যোগাই খাদ্য ; নিকটে আবাস
আহারান্তে গিয়া তথা শ্রান্তি কর দূর।"
"ক্ষুধায় পীড়িত তনু, সম্মুখে আহার
কেমনে ছাড়িয়া যাই ;" বলি ধর্ম্মবিদ
অত্যল্প সময় মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যজাত
করিলা নিঃশেষ ; সুস্থির হইল দেহ ;
জিজ্ঞাসিলা রমণী-রতনে, "কহ দেবি !
সত্য করি, মানবী কি তুমি ? কুতূহল
পরিতৃপ্ত কর প্রত্যুত্তরে ; এ বিজনে
একাকিনী এ সময়ে দেখিয়া তোমায়
বড়ই আশ্চর্য্য বলি হইতেছে মনে।"
"সম্মোহিনী নাম মম" কহিলা রমণী,
"মাতা সহ এ বিজন বনে করি বাস,
যাঁহারা এ পথ দিয়া করেন গমন,
সে সকলে শুশ্রূষিতে নিয়োজিতা আমি,
কি উদ্দেশে, তাহা দেব ! পারি না বলিতে
জননীকে জিজ্ঞাসিলে হবে অবগত।
সমাগতা নিশা ; কৃষ্ণাম্বর-পরিহিতা
অমা বিভাবরী ঢাকিছে ধরিত্রী-মুখ ;
নিশাচর হিংস্র, বন্য জীবজন্তু যত

এখনি আসিয়া হেথা প্রবল কল্লোলে
মাতাইবে দেশ, এ ভীষণ স্থান যদি
নিরাপদ মনে কর থাক সুখে হেথা।
আমার কর্ত্তব্য যাহা হইয়াছে শেষ,
আপনার হিতাহিত জ্ঞানে যা' তোমায়
শুনাইবে ; কর তুমি কার্য্য সেই মত।"
"কত দূর গৃহ তব, কহ তা' আমায়,"
কহিলেন ধর্ম্মবিদ, "ঘোর অন্ধকার
আসিছে গ্রাসিতে যেন এই ধরাধামে
বদন বিস্তারি ; উপায় থাকিতে কেন
হারাই জীবন ? যা' ঘটে ঘটুক ভালে,
অনিশ্চিত হতে, সুনিশ্চিত শ্রেয়স্কর।
চল দেবি সম্মোহিনি ! তোমার ভবনে,
অদৃষ্ট লিখন যদি হয় মৃত্যু মম,
ঘটুক তা' কথঞ্চিৎ নিরাপদ স্থানে।
চল দেবি ! অগ্রে চল, দেখাইয়া পথ,
শমন ভবনে কিম্বা আরাম-আবাসে।"
"কি ভয়, হে নেতৃবর ! কি ভয় তোমার,
সামান্য রমণী দেখি ? সমাজের নেতা,
সহস্র সহস্র নর যাহার অধীনে,
তাহারে কি সাজে হেন ভয় অকারণ ?
ওই দেখ দেব ! নহে বড় বেশী দূর,
আমার আবাসগৃহ ; ওই দেখ দীপ
জ্বলিতেছে দীপাধারে ; আসিলে অতিথি

ওই গৃহে সুখে তিনি করেন বিশ্রাম।
সম্মুখের দ্বার খুলি প্রবেশি ভিতরে
যাহা তব প্রয়োজন পাইবে দেখিতে।”
এত বলি সম্মোহিনী, নেতা ধর্ম্মবিদে
দেখাইয়া দিলা গৃহ; মাগিয়া বিদায়
অতিথি সকাশে, চলি গেলা অন্যদিকে।
ধীরে ধীরে নেতৃবর নির্দ্দিষ্ট ভবনে
প্রবেশি দেখিলা, স্বচ্ছ পালঙ্ক উপরে
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ-শয্যা আছে বিস্তারিত।
শয়ন করিবা মাত্র, প্রগাঢ় নিদ্রায়
হৈলা অভিভূত। কেমনে কি ভাবে নিশা
হল অবসান নাহি পারিলা জানিতে!
প্রত্যুষে সুরূপা দেবী, সম্মোহিনীমাতা
দেখা দিলা অতিথির বিশ্রামমন্দিরে।
দেখিলা অতিথিবর প্রাতঃক্রিয়া সারি
আছেন বসিয়া; চিত্ত, প্রশান্ত নির্ম্মল।
সম্ভাষি অতিথিবরে কহিলা সুরূপা:—
“শুভ দিন আজ মম; এ নিবিড় বনে,
জনশূন্য দেশে, অতিথি তোমার মত
বহুদিন হেরি নাই এ দগ্ধ দর্শনে।
কন্যাসহ আমি এই বিজন বিপিনে
করিতেছি বাস বহুকাল; বৃদ্ধা আমি,
অনূঢ়া তনয়া মোর; দেখিয়াছ তারে,
বিবাহ-বয়স করিয়াছে অতিক্রম;

কার হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে
হইব নিশ্চিন্ত তাহা পারি না বুঝিতে।
এ দুর্গম বনে প্রকৃত সাধক বিনা
কেহ না আসিতে চায় সাহসে নির্ভরি।
দুই একজন আসিতেছিলেন যাঁরা,
পথেই জীবন লীলা, জনরবে কয়,
করেছেন সাঙ্গ। জনশ্রুতি—মুখে শুনি,
করিয়াছ যাত্রা সঞ্জীবনী-লাভ-আশে।
রূপ গুণ বিচারিয়া বিবাহ করিতে
মনোগত ইচ্ছা যদি, শুন মোর কথা;
সায়াহ্নে দেখিয়াছিলে নন্দিনীকে মম,
ক্ষুৎ-পিপাসায় যবে ওষ্ঠাগত-প্রায়
ছিল তব প্রাণ; তাহার সৌন্দর্য্যরাশি
সে কারণে করে নাই দৃষ্টি-আকর্ষণ।
দিনের উজ্জ্বলালোকে দেখ একবার,
যদ্যপি তাহাকে দেখি সমাকৃষ্ট চিত
না হয় তাহাতে, অন্যত্র যাইও চলি।
উভয়েই সমতুল্যা মানসিক গুণে;
সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া তনয়া আমার,
দেখিলেই, তাহা তুমি পারিবে বুঝিতে।
পৃথক মানব রুচি, সে রুচি তোমাকে
যাহাকে পত্নীত্বপদে করিতে বরণ
করিবে ইঙ্গিত, কর কার্য্য সেই মত।
উভয়ের যে কেহই বরিবে তোমায়,

তাহাতেই সুখী আমি ; তনয়া আমার
যদি নিজ রূপগুণে লভিতে তোমায়
পারে বিধিমতে, দুশ্চিন্তার হাত হতে
পাই অব্যাহতি ; ইহা ভিন্ন অন্য লাভ
নাহিক কিছুই মম। আসিয়াছ যবে
তনয়াকে ভাল করি দেখ একবার ;
পরে যদি আবশ্যক বুঝ মনে মনে,
যাইও দেখিতে শক্তিময়ীর সুতায়।"
"সন্তানের অপরাধ করিবেন ক্ষমা"
কহিলেন ধর্ম্মবিদ, "যে সত্য অপ্রিয়,
তাহাই সন্তান-মুখে হইল শুনিতে ;
আসিয়াছি এতদূর বহুকষ্ট সহি
সাধিতে উদ্দেশ্য এক, সে উদ্দেশ্য মম
যে রূপে পারিব আমি করিব সাধন।
যদি এ ক্ষুদ্র জীবন হয় অতিপাত
সাধিতে সে মহোদ্দেশ্য, নহি মা ! কাতর।
সঞ্জীবনী-দেবী সঙ্গে করিব সাক্ষাৎ
যেখানেই পাই দেখা ; দেখিতে পাইলে
জিজ্ঞাসিব তাঁরে, কেন অতিথি আমায়,
মহা সমাদরে নিমন্ত্রিয়া নিজ গৃহে
না বলিয়া কোন কথা, না মাগি বিদায়,
আসিলেন চলি ? কোন্ দোষে ছিনু দোষী
তাঁহার নিকটে ? শিষ্টাচার-অনুমত
হয়েছে কি কাজ ? শুনিয়াছিলেন তিনি,

গিয়াছিনু তাঁর গৃহে তাঁহারি সন্ধানে,
বলিয়া আসিলে মোরে কি হইত ক্ষতি ?
যখন তাঁহার প্রিয়সহচরী সনে
নিবেদিতেছিনু মম মরম-বেদনা
অনন্যমনে ; জানিনা কি ভাবিয়া তিনি
এসেছেন চলি। সেই সহচরীমুখে
পাইনু সন্ধান ; হেথা পাব তাঁর দেখা।
আসিয়াছি সে কারণে ; তাঁর সন্দর্শন
না করিয়া অন্য কোন কাজে হস্তক্ষেপ
করিব না কভু মাতঃ ! এই প্রতিজ্ঞায়
হইয়াছি বদ্ধ।" শুনিনু তোমার কথা,
বুঝিনু মনের ভাব ; যাও, বৎস ! তবে,
তব অভিপ্সীত স্থানে ; কি আর বলিব।"
কহিলেন সম্মোহিনী দেবীর জননী
তির্য্যক্ কটাক্ষ হানি বিদ্রূপের ছলে।
প্রণমি সুরূপা পদে আনত মস্তকে,
সম্মোহিনী দেবী কাছে মাগিয়া বিদায়,
চলিলেন ধর্ম্মবিদ বিপথে অজ্ঞাতে।
যে প্রশস্থ পথ ছিল এ গৃহ দক্ষিণে,
ঠিক সেই মত পথ দেখি নেতৃবর
সে গৃহ উত্তরে, চলিলেন তাহা ধরি।
প্রথম দিনের মত বিজন এ পথ
বালুকায় পরিপূর্ণ ; বহিছে পবন
অনুক্ষণ, তপ্ত বালুকণা গায়ে মাখি ;

কোথাও বা ঘূর্ণীবায়ু নাচিছে তাণ্ডবে।
পথের দুদিকে অসংখ্য বিটপীশ্রেণী
দূরত্বের অনুপাত অনুযায়ী তারা
বিবর্দ্ধিত উচ্চতায়; বেশী দূরে যারা
তাহারাই উচ্চ তত, সন্নিকটে যত
নীচু তত; এই ভাবে স্তরে স্তরে তারা
উঠিয়াছে উর্দ্ধদিকে, স্পর্শিয়াছে শেষে
মহীরুহ-পাদদেশ—দূর-অবস্থিত।
শত শত বৃক্ষ, ফল ফুলে সুশোভিত
অবনত করি শির মৃত্তিকাভিমুখে
আহ্বানিছে যেন যত জীব জন্তুগণে
তাদের সৌন্দর্য্য-শোভা করিতে দর্শন।
দৃষ্টি-মুগ্ধ-কর-ফল, প্রসূন সুন্দর,
কিন্তু সে বাহ্যিক শোভা দেখিয়া যাহারা
মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে করিছে গমন
উৎকট দুর্গন্ধে তাহাদের শ্বাসক্রিয়া
হইছে নিরুদ্ধ-প্রায়। যে দিকে চাহিবে,
জলাশয় নাহি কোথা; চলিছে নায়ক
হেন পথে, শিরোপরে দেব দিবাকর
হানিতেছে তীব্র তেজ সহস্র-ধারায়;
উত্তপ্ত বালুকারাশি দুই হাতে ধরি
গিলিছে সে রবিকর, উগারিছে তাহা
দ্বিগুণ উত্তাপে সেই পথের উপরে।
কাতর পথিক বর, জ্বলিতেছে দেহ

বায়ুর উত্তপ্ত-শ্বাসে, চাহিলা চৌদিক,
তৃষ্ণাবারি আশে, বৃথা, হায়। সেই আশা।
অস্থির পরাণী, চলেনা চরণযুগ
বসিলা অবশ দেহে দূরে বৃক্ষচ্ছায়ে;
অবসন্ন, ক্ষিণ্ণদেহ; বহু পর্য্যটনে
ক্লান্ত পদ; তনয়ের দুঃখে, দয়াবতী
নিদ্রাদেবী আসিলা তথায় দ্রুতপদে,
লইলা সন্তানে কোলে, সাদরে সান্ত্বনা
লাগিলা করিতে। সুখময়-নিদ্রা-কোলে
কখন যে বিভাবরী হইল বিগত
জানিলা না পান্থ; মেলিলা নয়ন যবে
দেখিলা মার্ত্তণ্ড দেব গিরিশৃঙ্গে চড়ি
বিভাসিছে দশ দিশি। ক্ষুধায় কাতর,
উঠিতে অশক্ত, মহাবীর ধর্ম্মবিদ
ভাবিছেন মনে মনে বুঝি বা জীবন
অনশনে এ বিপিনে হয় অবসান।
হেন কালে তথা এক গাভী পয়স্বিনী
সহ বৎস সুকোমল, সুন্দর আকৃতি,
বিভেদি কানন আসি দাঁড়াল সম্মুখে।
বিস্ময়-চকিত চোখে দেখিলা নায়ক
ঘটোঘ্নী সে গাভী; ক্ষরিছে ক্ষীরের ধারা
চতুষ্টয় স্তনমুখে; সাধক যেমতি
সাধনার ফল পেলে পুলকিত চিতে
আত্মহারা হয়ে যায় ধরিতে তাহাকে,

তেমতি নায়কবর ধরিলা সে গাভী।
ভাণ্ডাকৃতি-পাত্র বিরচিয়া বৃক্ষ পত্রে,
পয়স্বিনী করিলা দোহন ; শান্ত, স্থির
রহিলা দাঁড়ায়ে ধেনু। কোমল রসনা
প্রসারিয়া বৎস, সুখে ঊর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি,
হেলায়ে দুলায়ে তারে, লাগিলা লেহিতে
দোগ্ধৃ-পৃষ্ঠ-স্কন্ধ-দেশ। হইল যখন
পাত্র পূর্ণ, একই নিশ্বাসে ধর্ম্মবিদ
কৈলা দুগ্ধ পান : স্বর্গীয় অমৃত, স্বাদে
নহে এর সমতুল ; নিবারিল ক্ষুধানল
পূর্ণ এক পাত্রে। বিদূরিত অবসাদ
হইল অচিরে ; কার্য্যকরী-শক্তি-স্রোত
বহিল দ্বিগুণ বেগে শিরায় শিরায়।
নবতেজোদ্দীপ্ত, নব বলে বলীয়ান,
চলিলা গন্তব্য পথে নেতৃ-কুলর্ষভ।
একই প্রকার পথ, দেখিলা সম্মুখে
বিস্তারিয়া আছে দেহ প্রকাণ্ড বিশাল
যত দূর চলে দৃষ্টি। পূর্ব্ব দিন মত
সায়াহ্নে পাদপপাদে কাটাইলা নিশি
প্রগাঢ় নিদ্রায়, পথ-শ্রম গেল দূরে।
তৃতীয় দিবস নেতা পূর্ব্ব দিন মত
চলিলেন পদব্রজে। অস্তমিত রবি,
গোধূলি ধরায় আসি নববেশে তারে
সাজাইয়া দিলা। এ হেন সময়ে পান্থ

দেখিলা সুদূরে এক দ্বিতল ভবন।
ধীরে ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকার
ঢাকিছে অবনী-অঙ্গ তিমির-বসনে,
তা' দেখি পথিক শ্রান্ত, আশার আশ্বাসে
চলিতে লাগিলা সেই ভবনাভিমুখে।
কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ার নিশি; দেখিতে দেখিতে
সার্দ্ধেক প্রহর কাল হইল বিগত;
স্বচ্ছাকাশে সুবিমল শশধর আসি
উজ্জ্বল অমৃতধারা স্বচ্ছ নিরমল
লাগিলা বর্ষিতে, খররবিকরদগ্ধ
প্রকৃতির অঙ্গ শীতলিল, মহীরুহ
হাসিল মধুর হাসি ঝির ঝির স্বরে;
পত্ররূপী গাত্র-লোম শত শত শত
উঠিল শিহরি, দেহ আনন্দে অধীর।
দেখিতে দেখিতে মহানেতা ধর্ম্মবিদ
শশিকর-পরিস্নাত, উল্লসিত তনু
পৌছিলা সৌধ সকাশে। দেখিলা দুয়ারে
প্রতিমা-রূপিণী এক যুবতী রমণী
আছেন দাঁড়ায়ে, স্থিরা; সুচারু বদনে,
বঙ্কিম নয়নে, ভাসিছে সৌজন্য-ভাব।
অতিথির ভদ্রোচিত তনুরুচি দেখি
তোষিলা তাঁহাকে যথোচিত শিষ্টাচারে।
বিনীত বচনে নেতা করিলা জিজ্ঞাসা
"আপনাকে একাকিনী দেখিছি এখানে;

কহ দেবি ! দয়া করি কাহার এ গৃহ ?
পুরুষ কাহাকে কোথা পাই না দেখিতে।"
এত বলি নিরবিলা দেব ধর্ম্মবিদ,
নানা দুর্ভাবনা আসি উদিয়া মানসে
নিরোধিল বাক্যস্রোত। লাগিলা চিন্তিতে
কোন্ পথে আসিয়াছি বুঝিতে না পারি।
সঞ্জীবনী-সখী-মুখে যে পথের কথা
শুনিয়াছিলাম, যাত্রা করিবার আগে,
নহে ইহা সেই পথ ; এসেছি বিপথে,
বিপদ ক্রমশঃ হইতেছে ঘনীভূত।
যা ঘটে ঘটুক ভাগ্যে বৃথা সে ভাবনা।
অনায়াস-লভ্যা হলে দেবী সঞ্জীবনী
এতদিন শত শত লোক-সাধারণ
দলে দলে উপস্থিত হইত এখানে।
বড়ই আশ্চর্য্য ! পূর্ব্বে, যে গৃহে প্রথমে,
করেছিনু রাত্রিবাস, তথাও পুরুষ
নাহি পাইনু দেখিতে। কাহার এ মায়া ?
কে বলিয়া দিবে ? কাহাকে জিজ্ঞাসা করি ?
আসিয়া পড়েছি যবে, সাহস সহায়।
যে কাজে যতই ঝুঁকি, যতই বিপদ,
তার মূল্য তত বেশী ; শ্রম ও বিপদ,
এ দুয়ের অনুপাতে, জগতে সর্ব্বদা
জিনিসের মূল্যে তারতম্য যায় দেখা।
আশ্চর্য্য এ দেশ ! ভ্রমিতেছি এতদিন,

একটীও পান্থ নাহি পড়িল নয়নে।
কার জন্য এই পথ ? করিল বা কে ?
কি উদ্দেশ্যে বিনির্ম্মিত ? মানব-আবাস,
মানবের গতিবিধি নাহিক যখন,
বৃথা এই পথ তবে কোন্ মহাজন
করিলেন সৃষ্টি ? পতিত কি ভ্রমে আমি ?
নিমগ্ন পথিকে হেন গভীর চিন্তায়
দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসিলা মৃদুভাষে ঃ—
"কি ভাবিছ মনে মনে, হে পান্থ সুধীর !
আশ্চর্য্য হইছ বুঝি, এ বিজন দেশে
দেখি এই রম্য হর্ম্ম্য ; হইবার কথা ;
কিন্তু ভাবি দেখ, পান্থ ! দেখি নাই যাহা,
কিম্বা কল্পনায় যার অস্তিত্ব, সম্ভব
বলিয়া কখন মনে হয় না বিশ্বাস ;
আশ্চর্য্য বলিয়া মানি আমরা তাহাকে।
একবারো মনে কভু হয় না উদয়
সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান, অনুমান।
উচ্চতার সর্ব্ব-উচ্চ শীর্ষে আপনাকে
উঠাইয়া ভাবি মনে, ইহার উপরে
উচ্চতা নাহিক কোথা ; নিজের নিম্নতা
লুকাইয়া রাখি সেই উচ্চতা ছায়ায়।
আমাপেক্ষা শত শত ধীশক্তি প্রখর
আছে জীব ধরাতলে অদৃষ্ট আমার,
ভাবি না কখন ; মহাভ্রান্তি এইখানে।

আমা হেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মানব
সৃষ্টি করেছেন যিনি, তাঁর বুদ্ধি কত
তাহা কি ভাবি আমরা? ভাবিতাম যদি
নিজের ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতাম নিজে নিজে।
বুঝিতাম অসম্ভব অথবা সম্ভব
ভাঙ্গে গড়ে অনুমান-শকতি আমার।
আমা সম বুদ্ধিমান সৃজিছেন যিনি,
আমাপেক্ষা শতগুণে বেশী বুদ্ধিমান
সৃজন না করেছেন বলিব কেমনে?
তাই বলিতেছি, পান্থ! দিও না বিস্ময়ে
স্থান মনে; যাহা দেখ, ভাব সত্য তাহা।
অনর্থক ভাবনায় কর পরিহার;
অবসন্ন অঙ্গযষ্টি পথ-পর্য্যটনে,
আইস, বিশ্রাম কর। পথিক যাহারা
এই পথে আসে যায়; বিশ্রামিয়া হেথা
কায়-ক্লেশ-জাত-ক্লেদ করে বিদূরিত।"
"সত্য বলিতেছি, দেবি!" কহিলা নায়ক,
পশিতে এ গৃহে অতর্কিত ভয় যেন
শৃঙ্খল লইয়া হাতে আসিছে বাঁধিতে
পদযুগ, বিষময়-বেদনা-ব্যথিত।
বোধ হইতেছে মানসিক তেজোবল
তৈল-নিঃশেষিত দীপ-আলোকের মত
ক্ষীণ হতে ক্রমে হইতেছে ক্ষীণতর।
রমণী-হৃদয় তব, তাই জিজ্ঞাসিতে

পাইছি সাহস, কার এ প্রাসাদরাজি ?
কোন্ মহাপুরুষেরা, কি উদ্দেশ্যে হেথা
করিছেন বাস ? প্রবল বিক্রমশালী
বুভুক্ষায় প্রপীড়িত তুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল
দেখিয়াও মৃগশিশু আবদ্ধ আনায়
ইতস্ততঃ করে কত ধরিতে তাহাকে ;
ভাবে মনে, সুচতুর শীকারী তাহাকে
ধরিতে পাতিয়া জাল রাখিয়াছে তথা ;
আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে আজ।
ইতস্ততঃ করে মন পশিতে এ গৃহে,
যেন কোন লুক্কায়িত বিপদ এখানে
করিতেছে অবস্থিতি ধরিতে আমায়।
কহিনু মনের কথা, মনের সন্দেহ
উড়াইয়া দাও, দেবি ! আশ্বাস-পবনে।
"হে ভ্রান্ত পথিক ! জানি না কিসের তরে,
সংশয়ে আনিছ মনে ?" কহিলা রমণী ;
যে ঋষির মন্ত্র তুমি শুনিয়া শ্রবণে,
সঞ্জীবনী-প্রাপ্তি-আশে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজি,
ঘুরিছ এ ঘোর বনে, তাঁর মহাগুরু,
এ প্রাসাদ-অধীশ্বর ; সততই তিনি
লোক-দৃষ্টি বহির্ভূত ; উদ্দেশ্য তাঁহার
দেবগণ অবিদিত ; হীনা নারী আমি
কেমনে জানিব বল ? পঞ্চ কন্যা তাঁর
এ আলয় উজলিয়া করেন বসতি।

এ পথে পথিক যারা, তাহারা সকলে
হেথায় আতিথ্য করে সাদরে গ্রহণ।
প্রলোভন, প্ররোচনা, ছলনা, চাতুরী
নাহি জানি, সত্য যাহা, কহিনু তোমায়।
মম প্রভু-কন্যা সনে হইলে সাক্ষাৎ
সকলি জানিতে পাবে ; বীরসিংহ তুমি,
(নতুবা এ পথে তুমি আসিবে কেমনে)
কি ভয় তোমার ? অনাগত, সম্ভাবিত
বিপদের ভীমমূর্ত্তি করিয়া কল্পনা,
ক্লিষ্ট মনে করিতেছ বৃথা জর্জ্জরিত।
যাহা বলি শুন, শান্তি লভ এ ভবনে ;
কল্পিত বিপদ যদি হয় সম্মুখীন,
নবতেজে তার সনে করিও সংগ্রাম।
কি ভয় তাহার, অমিত-বিক্রমে বলী
যাহার শরীর ? বিশ্রামান্তে নব তেজ
হবে সঞ্চারিত যবে শিরায় শিরায় ;
কি ভয়, বিপদ যদি আসে সে সময়ে ?
অবশ্য বলিতে পার বুদ্ধিমান জন,
এড়াইতে অনর্থক জঞ্জালের হাত,
তাহাদের হতে দূরে করে অবস্থিতি।
কিন্তু ভাবি দেখ মনে, ক্ষুৎপিপাসায়
ওষ্ঠাগত প্রাণ যবে, তাহাকে বাঁচাতে
কেবা করে অবহেলা ? উপায় থাকিতে
কোন্ মূঢ়, আত্মহত্যা-পাপ আচরিয়া

ভীষণ রৌরবে করে স্বমুখে আহ্বান ?
দ্বিতীয় উপায় যবে নাহিক তোমার
এ দুর্গম পথে, উপবিশ ঐ আসনে।”
মনে মনে বিচিন্তিলা দেব ধর্ম্মবিদ,
নিরুপায় অবস্থা এখন ; এ নিশিতে
যাই কোথা ! যদ্যপি এ গৃহবাসীগণ
হয় প্রতিকূলাচারী, যথায় যাইব
তাহাদের হাত হতে নাহিক নিষ্কৃতি।
যতই করিবে তারা শত্রুতাচরণ
আমিও ততই দেখাইব শিষ্টাচার,
ক্রূরতাও বিনয়ের কাছে নমে শির।
সম্ভাবি রমণী-রত্নে কহিলা নায়ক
“ভাবিয়া দেখিনু, দেবি ! তোমার যুকতি
সঙ্গত এ অবস্থায় ; বিপন্ন পথিকে
আতিথ্য-সৎকারে কর চিরানুগৃহীত।”
ধর্ম্মবিদ-বাক্য শুনি প্রহরিণী নারী
পাইলা পরম প্রীতি, সুমধুর স্বরে
কহিলা পথিকে, “হইনু সন্তুষ্ট, শুনি
অভিমত তব ; অসময়ে সমাগত
অতিথি যদ্যপি নাহি হয় অভ্যর্থিত
গৃহস্থ আলয়ে, অবশ্যই অকল্যাণ
ঘটে সেই গৃহী-গৃহে। এ হেন সময়ে
তুমিও যদ্যপি হেথা না লও আশ্রয়,
এ নিবিড় বন মাঝে অবস্থিতি-স্থান,

কোথা পাবে বল ? লোকালয়-শূন্য বন,
কে দিবে আহার্য্য আনি ? এস সঙ্গে মোর,
ওই যে আলোক-মালা দেখিছ অদূরে
বিশ্রাম-আগার হতে হইছে নিঃসৃত।
তোরণ হইলে পার, দেখিবে সম্মুখে
সুবিস্তৃত কক্ষ, অতিথি-আবাস-স্থান।
দীপালোক-দীপ্ত, সুবর্ণ-মণ্ডিত দ্বার
পড়িবে নয়ন পথে ; সেই দ্বার খুলি
প্রবেশিলে গৃহমাঝে পাইবে দেখিতে
অবস্থিত প্রার্থনীয় দ্রব্য যথাস্থানে।
কেন ভয় কর, পান্থ ! নির্ভয় অন্তরে
যে পথ বলিয়া দিনু, সেই পথ ধরি
প্রবিশ গৃহ মাঝারে ; অন্দর-মহলে
চলিলাম আমি। প্রিয়তমা সখীগণে
তোমার শুভাগমন করিয়া জ্ঞাপন,
পানীয় আহার্য্য লয়ে আসিব সত্বর।”
এত বলি চলি গেলা অন্দর-মহলে
প্রহরিণী নারী ; ভয়-শুষ্ক-অন্তরাত্মা
মহানেতা ধর্ম্মবিদ প্রবেশিলা গৃহে।
দুশ্চিন্তা-বিব্রত-চিত্ত সমাজনায়ক
উপবিষ্ট সিংহাসনে ; প্রহরিণী নারী
সজ্জিত সুবর্ণ থালে খাদ্য নানাবিধ
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আনিলা ত্বরায়।
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি পরিত্যজি সিংহাসন

নিম্নস্থ আসনে বসি খাদ্যের সৎকার
লাগিলা করিতে। সম্মুখে দণ্ডায়মানা
প্রহরিণী নারী নানারূপ মিষ্টালাপে
তোষিলা পথিক-মন; মাগিলা বিদায়
নায়ক নিকটে; চলি গেলা স্বমন্দিরে
পরিতোষ-পূর্ণ-হৃদে। অলস ব্যতীত,
আপনার নির্দ্ধারিত কার্য্য হলে শেষ,
কে বৃথা বসিয়া করে কালাপহরণ?
যাহার যেরূপ কাজ ক্ষুদ্র কি মহৎ
কর্ত্তব্য-তালিকা-ভুক্ত সে কাজ যদ্যপি,
তাহারই সম্পাদনে কত যে সন্তোষ
পায় নরে, স্বকর্ত্তব্য-পরায়ণ জনে
বুঝে তাহা ভাল মতে; দীর্ঘসূত্র নর
বঞ্চিত সে রসে। মুকুতাবরণ ভস্মে
অন্ধীকৃত হইয়াছে যার আঁখিদ্বয়
দেখিতে কি পায় সেই সৌন্দর্য্য তাহার?
তপ্তঘৃতে দগ্ধীভূত রসনা যাহার
ঘৃতাস্বাদ সেই জন বুঝিবে কেমনে?
সুস্থির অন্তরে মহানেতা ধর্ম্মবিদ,
উপবিষ্ট দুগ্ধ-ফেণ শয্যার উপরে।
মম্মোহিনী চিন্তা কভু প্রবেশি মানসে
উৎফুল্লিত করিতেছে অন্তর-প্রদেশ,
কভু বা দুরাশা-ঘন আসিয়া তাহাকে
করিতেছে সমাবৃত; এ হেন সময়ে

সেই কক্ষ-পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত রুদ্ধ দ্বার
সহসা খুলিয়া গেল ; শব্দ শুনি পান্থ
চাহিল সে দিকে, অন্ধকারময় গৃহ,
কিছুই যায় না দেখা, যেন সে আঁধার
বিবর্দ্ধিত করি কায় লাগিল আসিতে
তাঁর গৃহ মাঝে ; কাঁপিল অন্তর-দেশ,
কাঁপিয়া উঠিল বক্ষ ; অনতিবিলম্বে
দেখিতে পাইলা নেতা, শত শত শশী
স্নিগ্ধ করোজ্জ্বলে করিয়াছে আলোকিত
সেই কক্ষ ; অভিভূত হইলা বিস্ময়ে।
ভাবিতে লাগিলা মনে "আসিনু কোথায়,
মানবের পুরী ইহা নহে তো কখন।
কত শত রাজা মহারাজার প্রাসাদ
করেছি দর্শন, কিন্তু হেন দ্রব্যজাত
মহার্হ, দুর্লভ, পড়েনি নয়ন-পথে।
আরো আশ্চর্য্যের কথা একটাও নর
দেখি না কোথাও, অথচ যা' কিছু চাই
সকলি সুন্দর ভাবে আছে সুসজ্জিত
গৃহ মাঝে, নরাবাস কখন এ নয়।"
অচিন্তিত ভয়ে অন্তর্দ্দেশ থর থরি
উঠিল কাঁপিয়া ; চাপি বক্ষঃস্থল হাতে
আর্ত্তস্বরে জগদীশে করিলা স্মরণ :—
"দয়াময়, পরব্রহ্ম, সত্য সনাতন !
অগতির গতি তুমি, দুর্ব্বলের বল,

কর কৃপা দীন জনে। যতই মানব
গর্ব্ব করি আপনাকে ভাবে বলীয়ান্
টুটে তার শক্তি বল, গর্ব্ব হয় খর্ব্ব,
তোমার নিকটে ; দর্পহারী দেব তুমি।
স্বকৃত-প্রতিজ্ঞা-রক্ষা করিবার তরে
মহর্ষির পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম
বাহিরিনু যবে, ভেবেছিনু মনে মনে
নিজ বলে, নিজের অভীষ্ট, নিজে নিজে,
করিব সাধন ; অপরের আনুকূল্য
নাহি চাহিব কখন। তুমি যে, বিশ্বেশ!
সর্ব্ব-কর্ম্মের নিয়ন্তা, ছিল না তা' মনে।
ভাবি নাই স্বপ্নে, অনুমান-সীমাতীত
এইরূপ মায়াজালে হইব পতিত।
সম্পদের মোহ মাঝে সামান্য মানবে
তোমাকে দেখিতে, নাথ! পায় কদাচন ;
বিপদ তাদের যবে পশ্চাতে দৌড়ায়,,
প্রায় ধর ধর করে, কিম্বা আসি ধরে,
তখন তাহারা যায় জড়ায়ে ধরিতে
তোমায় ; কতই আত্মীয়তা, কাতরতা
দেখায় তোমাকে! অবোধ মানব! ভাবে
না বুঝিয়া অনেকেই, বুঝিয়া বা কেহ,
ক্ষণিক্ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনালে তোমায়
বিগলিবে তব মন, পাবে তব দয়া।
অহঙ্কারমত্ত হয়ে ভুলিয়া তোমায়

আসিয়াছি এত দূর ; দেখিছি এখন
তোমার করুণা বিনা এ দুর্ব্বল মন,
স্বশক্তিতে আপনাকে পারে না রক্ষিতে।
চিন্তার অতীত তুমি, ওহে চিন্তামণি !
দুস্তরে নিস্তার কর দুষ্কৃতি সন্তানে।
বুঝিতে পারিনি আমি, অথবা বুঝিতে
করি নাই চিন্তা কভু মনে একবার
তোমার শকতি কত। ভেবেছিনু মনে
একাগ্রতা, শক্তি, কার্য্য-সাধন-কৌশল,
থাকিলেই পারে নরে স্বকার্য্য সাধিতে।
এখন দেখিতে পাইতেছি দিব্যচোখে,
অমিত-বিক্রম-শালী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নর,
তব সহায়তা বিনা পারে না সাধিতে
নিজ অভিপ্রেত কার্য্য ! দাও দাসে বল,
দীননাথ ! দাও শক্তি বুঝিতে তোমায়।
ধর্ম্মহীন বিদ্যাশিক্ষা শৈশব অবধি
করিয়া আসিছি চিরকাল ; তার ফল
যাহা ঘটে ঘটিয়াছে অদৃষ্টে তাহাই।
সৎকর্ম্মে দিতে পারি প্রাণ আপনার
অকাতরে ; কিন্তু তুমি যে তাহার প্রাণ,
তোমারই অনুগ্রহে ভাব হেনরূপ
আবির্ভাব হয় মনে, এ মহা ধারণা
জাগাইয়া দাও প্রভু অজ্ঞজন মনে।
তোমাতে আসক্তি, ভক্তি যেন অবিচল

থাকে চিরকাল মনে, এই ভিক্ষা পদে।”
এমতি একাগ্রচিত্তে দেব ধর্ম্মবিদ
করিলা প্রার্থনা বিশ্বপতি, বিশ্বনাথে,
যেন সেই অন্তরের করুণ কাহিনী
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্মে যাইয়া পৌঁছিলা।
শুনিলা নায়ক ঊর্দ্ধে স্বর্গরাজ্য হতে
কহিতেছে দৈববাণী ; “বিবেক-আদেশ
অনুসরি যাও, বৎস! কর্ত্তব্যের পথ
ভুলিও না কোন ভয়ে, সাধনার ফল
আপনি আসিবে হাতে, যাঁহাকে স্মরণ
করিতেছ মনে মনে এ বিপত্তি কালে,
সম্পদ সময়ে যদি এরূপ স্মরিতে
হও তুমি ক্ষম, মনস্কাম সর্ব্ববিধ
হবে পূর্ণ তব, ইথে নাহিক সংশয়।”
মৌনভাবে অবস্থিত দেখি ধর্ম্মবিদে
কহিলা প্রথমা নারী : “চরিতার্থ মোরা,
পাইয়া অতিথিরূপে আপনাকে আজ
এই বিজন আলয়ে ; অবসন্ন দেহ,
অসাড়, অবশ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল
বহুপথ-পর্য্যটনে ; আদেশ পাইলে
আমাদের পঞ্চভগ্নী ভিতরে যে কেহ
এখনি প্রস্তুত আছি সেবিতে তোমায়
সযতনে। গৃহাগত অতিথির সেবা
ধর্ম্ম আমাদের ; তুষ্ট অতিথি যাহাতে,

সেইমত কার্য্য করি নিস্পৃহ অন্তরে।
সকলেই আছি মোরা দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
উত্তোলি নয়ন-তারা দেখ ঊর্দ্ধদিকে,
আমাদের মুখ পানে; নিজ রূপ গুণ
বলিতে চাহি না মোরা, আপনি বিচারি
(জিজ্ঞাস্য যদ্যপি থাকে কি গুণ কাহার,
অবাধে জিজ্ঞাসা কর, নাহি দিব বাধা।)
দেখ মনে মনে; যারে মন চায়, তারে
বর সেবা-দাসী পদে।" "ক্ষমিবেন দাসে,"
কহিলেন ধর্ম্মবিদ বিনত আননে,
"মাতৃসমা আপনারা পুজনীয়া মম,
প্রণমি চরণ-যুগে, তনয়ে যেমতি
করেন জননী আশীর্ব্বাদ মন-প্রাণে,
তেমতি আশীসি দাসে, মাতৃস্নেহডোরে
বাঁধ, মা! সন্তানে। পঞ্চনারী আপনারা
ভিন্ন ভিন্ন দেহে, আমি কিন্তু এক ভাবি;
পঞ্চভূত-সম্মিলনে এক জীবদেহ
সংগঠিত হয় যথা, তেমতি এ চোখে
পঞ্চজন মম এক মাতৃস্বরূপিণী।
দুঃখার্ণবে নিপতিত আপন সন্তানে
রাখ, মাগো! রাঙ্গাপদে; যে দয়ায় দীনে
দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়া করিলে নিস্তার,
সেই দয়া হতে দাসে করো না বঞ্চিত;
করি মা প্রণাম পদে, দাও পদধূলি।"

এতেক কহিয়া নেতা নোয়াইলা শির
ভক্তিভারানত, পঞ্চনারী-পাদোদ্দেশে।
উঠায়ে মস্তক যবে মেলিলা নয়ন
স্নেহ-রস-ভরা, দেখিলা বিস্মিত নেত্রে
শূন্য গৃহ ; পঞ্চনারী গিয়াছে কখন
নাহি পারিলা জানিতে ; শুইলা শয্যায়,
স্মরি জগদীশে। নিদ্রাদেবী শ্রান্ত সুতে
আগ্রহে লইলা কোলে। প্রগাঢ় নিদ্রায়
বিতাইল বিভাবরী। প্রাতে প্রহরিণী
আসি দিলা দেখা। কহিলেন ধর্ম্মবিদ :—
"যাত্রা করিবার তরে হয়েছি প্রস্তুত,
অনুগ্রহ করি যদি গৃহ-কর্ত্রীগণে
কর এ সংবাদ দান, প্রণমিয়া পদে
যাই স্বগন্তব্য স্থানে।" "অসম্ভব, দেব !"
নিবেদিলা প্রহরিণী, "পুনঃ দরশন।
আমি জানিলেই হল তাঁহাদের জানা ;
মনে দ্বিধা না করিয়া, স্থগিত করমে
দাও পুনঃ হাত। পরীক্ষা হয়েছে শেষ।
যে বিশাল পথ, পান্থ ! দেখিছ সম্মুখে,
এই পথ ধরি যাও, সায়াহ্ন-সময়ে
পারিবে পৌছিতে সঞ্জীবনী-নিকেতনে।"
মাগিয়া বিদায় পান্থ প্রফুল্ল হৃদয়ে,
চলিলা কিঙ্করী-প্রদর্শিত পথ ধরি
ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে। এ বিপিন পথ

নিরজন পূর্ব্বমত ; রবিদেব যত
লাগিলা উঠিতে উর্দ্ধে, অন্ধকার তত
দূর হতে দূরতরে লাগিলা সরিতে।
কিন্তু পত্ররাজি ভেদি ত্বিষাম্পতি-কর
মৃত্তিকায় শত যত্নে নারিলা চুমিতে।
চলিলা পথিকবর নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ;
গুরুভার ন্যস্ত যার স্কন্ধের উপরে
শঙ্কা সদা সশঙ্কিত তার সন্নিধানে
করিতে গমন। কোথা ক্ষুধা, কোথা তৃষ্ণা,
কোথা পথ-পর্য্যটন-ক্লেশ নিরদয় !
হৃদয়স্থ দুর্নিবার বাসনার স্রোতে
(প্রহরিণী রমণীর প্রদত্ত আশ্বাসে
বর্দ্ধিত যাহার গতি হয়েছে এখন)
ভাসিয়া গিয়াছে সব। সন্ধ্যা কিম্বা প্রাতঃ,
নাহি লক্ষ্য সেই দিকে, চলিছে পথিক
অবিকৃত চিত্তে আপন গন্তব্যপথে।
শ্রমজ-রুধির-ধারা অবগাহি দেহ
পড়িছে ঝরিয়া, তিতিছে গাত্র-বসন।
রক্তোৎপল সম আরক্তিম মুখশশি ;
জবাকুসুম-সঙ্কাশ আয়ত লোচন ;
দেহস্থিত শীরাবৃন্দ ঈষৎ নীলাভ
পারে না ধরিতে আর শোণিতের বেগ
স্বোদরস্থ ; স্বল্পাঘাতে হইবে বিদীর্ণ
মনে হেনরূপ হইতেছে অনুমান।

চলেনা চরণযুগ, পদাঙ্গুলি যত,
স্ফীতোদর; বিষোপম যাতনা বিষম
ব্যথিতেছে তা' সবারে; পদক্ষেপ-শক্তি
বিরহিত; বসিলা পথিক বৃক্ষমূলে,
পথ-প্রান্তে। দৈ·সিক কর্ম্ম সংসাধিয়া
হাসিলা দিনেশদেব আনন্দের হাসি,
রঞ্জিলা পশ্চিমাকাশ সে হাসি-বিকাশে।
অম্বুনিধি-অঙ্কে ··· লইলা আসন
বিশ্রামিতে; ···-পালন-জাত-সুখ
কতই নির্ম্মল, ক·ই হৃদয়-গ্রাহী
তাই যেন জানাইলা জগদ্বাসী জীবে
সুমধুর হাসি হাসি। দিগ্বসনা দেবী
কান্তের বিরহ-দুঃখ সহিতে না পারি
আবরিলা মুখ দুঃখ-তামস-অঞ্চলে।
পরিহরি আহারের চেষ্টা-দিনব্যাপী,
মাতৃদুঃখ উপশম করিবার আশে,
আপন আবাস অভিমুখে জীবগণ
লাগিলা ছুটিতে মহা কলরব করি।
অবনীর মূর্ত্তিমান শোকের উচ্ছ্বাস
ধরি ঘোর ধ্বান্তরূপ ছাইল বিপিন।
সন্ত্রস্ত অন্তর পান্থ বিস্ফারি নয়ন
অনল-উদ্গারী, চাহি দেখিলা চৌদিকে।
দুর্দ্ধর্ষ হুতাশ যেন ব্যাদনি বদন
আকাশ পাতাল, আসিছে গ্রাসিতে তারে।

লোকালয়-শূন্যদেশ ; নীলিম নভসে
ঊর্দ্ধে বহুদূরে থাকি নক্ষত্র-মণ্ডলী,
হাসিছে বিদ্রুপ-হাসি দুর্ব্বল নয়নে।
জীবশূন্য বনস্থলী, নিঃশব্দ গভীর ;
রবহীন হাহাকার ঘুরিছে ফিরিছে
সর্ব্বত্র। ত্বরিত-গামী বায়ুর স্বনন্ ;
সুদীর্ঘ, শকতিহীন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ;
এ সকল ধ্বনি পশি শ্রবণকুহরে
নিজের অস্তিত্ব, সত্ত্বা করিছে জ্ঞাপন।
চলে না চরণযুগ ; অন্তর-উৎসাহ,
বিকল শরীর-যন্ত্র টানিয়া টানিয়া,
হইয়াছে ক্লান্ত নিজে, নাহিক শকতি
আকর্ষিতে পুরোভাগে। নিস্পন্দ, অসাড়,
পড়িলা ধরিত্রী-ক্রোড়ে নেতা ধর্ম্মবিদ।
কার্য্যকাল যত দিন নাহি হয় শেষ,
উপায় উদ্ভাবি সেই ব্রহ্মাণ্ড-পালক
অরক্ষিত জীবে রক্ষা করেন কৌশলে।
দেবা সঞ্জীবনী আসি বসি পদতলে
প্রদানিলা সঞ্জীবনী-শক্তি ধর্ম্মবিদে।
দিনেশ প্রদত্ত-করে শশাঙ্ক যেমতি
দ্যুতিমান, সঞ্জীবনী-স্পর্শে সেইমত
সংজ্ঞাবান ধর্ম্মবিদ ; কুয়াসা যেমতি
দিনমণি-দরশনে হয় তিরোহিত,
তেমতি নেতার চিত্ত-অবসাদ যত

দূরে গেল সঞ্জীবনী দেবীর পরশে।
সুদীর্ঘ-বিচ্ছেদ-অন্তে মিত্র আন্তরিক
মিত্রে দেখি, খুঁজিয়া না পায় কিবা আগে
জিজ্ঞাসিবে তারে ; প্রলাপ-বাক্যের মত
যাহা আগে মনে আসে তাহাই প্রকাশে,
সেই মত ধর্ম্মবিদ লাগিলা বলিতে ঃ—
"করিয়াছি এ জীবন উৎসর্গ যে কাজে,
তব সহায়তা বিনা সাধিতে সে কাজ
সাধ্যাতীত মম ; তাই বড় সাধ করি
এসেছিনু সহায়তা প্রার্থিতে তোমার।
প্রতিকূল-বায়ু মাঝে তরঙ্গ-সঙ্কুল
অকূল মহাসাগরে, একাকী কখন
জীর্ণবাসনার ক্ষুদ্র তরণী চাপিয়া
পারিবনা পার হতে, এসেছিনু তাই
ডাকিতে তোমায় ; কর্ণধাররূপে তুমি
এ দীনে দুর্দ্দিনে পারাবার পর-পারে
পৌছাইয়া দিয়া লভিবে সুকৃতি, যশ।
তুমিই হইবে বঙ্গ-মঙ্গল-প্রসূতি,
আমি উপলক্ষ মাত্র ; গাইবে সকলে,
"জয় জয় জয় দেবী সঞ্জীবনী জয়।"
কহিলা সুমিষ্ট ভাষে দেবী সঞ্জীবনী ঃ—
"নেতৃবর ! কাতরা তোমার দুঃখে দাসী ;
নিঠুরা হইয়া সেই, চাপি বক্ষ মাঝে
নিজ দুঃখ-ভার, দেখিতেছে তব দুঃখ

মরমে মরমে মরি ; অনন্যোপায়া সে,
জীবন থাকিতে বল লঙ্ঘিবে কেমনে
স্বকৃত-প্রতিজ্ঞা ; ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে
প্রতিজ্ঞা তাহার পূর্ণ হ'ল এতদিনে।
আত্মবলিদান, যার তরে অকাতরে
করিয়া আসিছ এতদিন, প্রতিদান
তার পরিবর্ত্তে, এসেছে সে দিতে আজ ;
জীবন, যৌবন তার করহ গ্রহণ।
উন্মীলিয়া আঁখি, দেখ পদ-প্রান্তে চাহি
বসি আছে তব দাসী সেবিতে তোমায়।"
পশিল না কথামৃত নেতার শ্রবণে ;
নিরুত্তর নেতৃবর। সম্ভাবনাতীত
সুখ কিম্বা দুঃখ সংজ্ঞা হরে সমভাবে ;
বুঝিল না সঞ্জীবনী লাগিলা কাঁদিতে।
করুণার প্রস্রবণ রমণী-হৃদয়,
জগত জীবিত সেই পিযুস-ধারায়।
জীবনের দুঃখময় সংসার-মরুতে,
বিষাদ-বালুকারাশি সন্তাপ-আতপে
ধু ধু করে যবে ; ঘোর তৃষ্ণায় কাতর
সংসার-পথিক, খুঁজিয়া না পায় জল
তৃষ্ণা নিবারিতে, তখন এ প্রস্রবণ
সুস্নিগ্ধ পানীয় দানে নিবারে পিয়াস।
প্রভাতিল বিভাবরী, তিমির স্বজাল
গুটাইলা ধীরে ধীরে, কূজনিলা শাখে

পাখী ; ধীরে ধীরে জীব-কোলাহল বহি
স্কন্ধে, গন্ধবহ আরম্ভিলা বিতরিতে
সুরভি, জগতে। প্রভাত-বন্দনা-গীতি
গাইবে মানস করি উদিলা তপন
পূর্ব্বাকাশে ; অবগাহি সুদূর সাগরে,
বিলেপিলা বরবপু রকত চন্দনে।
ভাবে মাতোয়ারা পাদপ, লতিকা যত
ধীরে কাঁপাইয়া শির, প্রেমাশ্রু বর্ষিলা
নিশির শিশির ছলে। হাসিলা মেদিনী—
নব সঞ্জীবনী-শক্তি পাইয়া যেন রে
যামিনীর গাঢ়-নিদ্রা হলে অবসান।
অপগত-মূর্চ্ছা নেতৃবর ধর্ম্মবিদ,
মেলিলা নয়ন সুপ্তোত্থিত নর যথা।
দেখিলা স্ববক্ষোপরি ইন্দিবর-নিন্দি
বরানন ; পাইলা শকতি সঞ্জীবনী,
মন্মোহিনী-সঞ্জীবনী-মুখ দরশনে।

ইতি শ্রীবঙ্গানন্দ মহাকাব্যে সঞ্জীবনী-সম্মিলন নাম তৃতীয় সর্গঃ

চতুর্থ সর্গ।

এস মা, কল্পনা দেবি ! দয়া করি দীনে
দেখাও গো দিব্যালোকে দাঁড়ায়ে নিকটে
অতীত আঁধারাবৃত মন্ত্রণা-আগার
যথা বসি পুরা, দুর্ম্মতি কলুষরাম
ধর্ম্মবিদে বিধ্বংশিতে করিলা মন্ত্রণা
কুসঙ্গী, কুচক্রী সনে। আগে আগে চল
দেখাইয়া পথ অন্ধকারে অন্ধজনে।
থাক, দেবি : কাছে থাক, যাইওনা দূরে,
পাপীজন পাপালয়ে প্রবেশিতে ডরে ;
তোমায় সম্মুখে রাখি পিছে পিছে যাব।
অনুজীবী-অনুচর-জন-পরিবৃত,
বসিয়া কলুষরাম চিন্তাকুল চিতে,
ভাবিতেছে কি উপায়ে শত্রু ধর্ম্মবিদে
বিদূরিবে দূর দেশে, অথবা গোপনে
বিলোপিবে ধরা হতে অস্তিত্ব তাহার।
মন্ত্রদাতা ষড়মন্ত্রী অবনত মুখে,
মৃত্তিকাভিমুখ দৃষ্টি, পার্শ্বে আছে বসি।
যে যাহার অভিপ্রায় করিছে প্রকাশ
অপ্রকাশ্য সভাস্থলে ; কাহারো মন্ত্রণা
সঙ্গত বলিয়া নাহি ধরিতেছে মনে।
সংকেতে কলুষরাম মন্ত্রদাতাগণে
আদেশিলা নিকেতনে করিতে প্রস্থান ;

কি উদ্দেশ্যে, কেহ তাহা নারিলা বুঝিতে।
নেতার মুখের ভাবে অন্তরের গতি
বুঝিয়া, নীরবে সবে গেলা যথাস্থানে।
আসিলা মোহিনী দেবী কলুষ-আহ্বানে
অনিচ্ছায়; বহুক্ষণ বিচিন্তিয়া মনে,
ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে নেতা কহিলা তাহাকে
"কতদিন ধরি দেখ, কত অনুনয়,
বিনয় বচনে আমি বলেছি তোমায়
পালিতে আদেশ মম; দিয়াছি বুঝায়ে,
মম অভিপ্রায় হলে কার্য্যে পরিণত,
শুধু উপকৃত নহি আমরা সকলে;
সমুদয় বঙ্গবাসী নর কিম্বা নারী
সকলেই সমভাবে হবে ফল-ভোগী।
আমাদের যশোগীতি হবে নিনাদিত
জগতে সর্ব্বত্র। আমাদের দলবল
পাবে প্রতিপত্তি, মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম
সে সামান্য স্বার্থ-ত্যাগে; বুঝিলেনা কথা,
ভাবিলে আমার যত উপদেশ-বাণী,
বাতুল-প্রলাপ মাত্র। দুর্ভেদ্য অন্তর,
কত যে দুরভিসন্ধি আছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পারি না বুঝিতে; কখন তোমার ভাব
দেখি ভাবি মনে পরমা আত্মীয়া তুমি,
সহধর্ম্মিণীর পদে বরিলে তোমায়
জীবন কাটিবে সুখে; ভাব বিপরীত

পর মুহূর্ত্তেই, হায়! নিরখি নয়নে।
আজ কাল দেখিয়া আসিছি অবিরত,
যে কাজ করিতে যাই, প্রথমেই তুমি
তাহার সম্মুখে আসি রোধ কর গতি,
যাইতে পাইনা পথ; জীবনের সাথী
করিব তোমায় বলি কতই আয়াস
করিতেছি কত কাল দেখ ভাবি মনে।
বৃথা সব চেষ্টা মোর! মম ভাগ্য-দোষে,
বনিতার পদে ব'সি শত্রুতা-সাধন
করিতেছ প্রতি পদে। কি আর বলিব!
আমার উৎসাহ, তেজ, উদ্যম-শীলতা,
তোমার সংস্পর্শে হইতেছে ক্ষীণতর
দিনে দিনে। চিন্তা করি এই সমুদয়,
এই সে সিদ্ধান্তে হইয়াছি উপনীত,
তোমার সহিত মম পূর্ব্ব-অঙ্গীকার
করিব কর্ত্তন। উৎসাহদায়িনী জায়া;
নিরুৎসাহে যে রমণী পতির অন্তর
করে নিমজ্জিত প্রতি অভীপ্সিত কার্য্যে,
পরিত্যজ্যা সে রমণী; যথা ইচ্ছা যাও,
এ আলয় নহে তব বাস-উপযোগী।"

মোহিনী হইলাম আপ্যায়িত শুনি বাক্যাবলী
সারগর্ভ। ভুলাইয়া নানা প্রলোভনে
ফেলিয়াছ স্বখর্পরে, পাইছ দেখিতে
নিঃসহায় অবস্থায় নিপতিতা আমি;

উদ্ধার-উপায়-হীনা, দাঁড়াবার স্থল
বিশাল এ ভূমণ্ডলে নাহিক কোথাও;
হেন রমণীর প্রতি হেন ব্যবহার
তোমাতেই শোভা পায়; মানবে কখন
পারেনা করিতে হেন কার্য্য বিগর্হিত।
তোমার সন্নিধি অকার্য্য কি আছে ভবে?
আপনার স্বার্থ ভিন্ন কার্য্য অন্য কোন
যে কভু ধারণা মনে পারেনা করিতে,
তাহার অকার্য্য কিছু পাইনা দেখিতে।
নর-কুল-গ্লানি তুমি, পত্নীর আখ্যায়
সম্ভাষিতে মোরে নাহি বাসিতেছ লাজ?
বলিছ এখন, ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে,
(যেন কত অপরাধে অপরাধী আমি
তোমার নিকটে) পত্নীকুল-পুংক্তি-হতে
কাটিয়া আমার নাম বসাবে অপরে।
ভীতি-প্রদর্শন-চেষ্টা, হে কলুষরাম!
বিফল তোমার। কত অপদার্থ তুমি,
নাজানে যাহারা, তাহারাই মাত্র, শুনি
তোমার গর্জ্জন, শূন্যগর্ভ আস্ফালন,
সভয়ে কাঁপিতে পারে; অসারত্ব তব
যাহারা বিদিত আছে, নিশ্চয় তাহারা
উড়াইয়া দিবে তাহা বিদ্রূপ-ফুৎকারে।
হই নাই পরিণীতা অথবা বিক্রীতা
তব পদে, তুমি আমি উভয়েই জানি।

অপরে যতই নিন্দা করুক আমায়,
অকাতরে সহিব তা'। পাপের কুহকে
ভুলিয়া যখন আসিয়াছি গৃহ হতে,
অবশ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথোচিত,
আজ হোক, কাল হোক, হইবে করিতে
অনূঢ়া থাকিব; তাই তব অঙ্কারূঢ়া
হইতে যে ইচ্ছা ছিল ত্যজিয়াছি তাহা
চির জীবনের মত। চরণ স্খলিত
হয়েছে যথায় যাত্রা করিবার কালে,
সেই খানে দাঁড়াইয়া কাটাব জীবন।
এখন বুঝিতে তুমি পারিছ কলুষ,
যে ভয় দেখায়ে আসিতেছ প্রতিদিন,
সে ভয়ে কম্পিত নহে মোহিনী-হৃদয়।
শুনিলে, বুঝিলে এবে, সংকল্প আমার;
অকপট চিত্তে আমি জিজ্ঞাসি এখন
অকপট চিত্তে মোরে দাও প্রত্যুত্তর;
মানিলাম পত্নী আমি; সত্য করি বল,
পত্নীর অনুপযোগী কোন কার্য্যে মোরে
করিতেছ দোষী! অন্ধ তব দৃষ্টি-শক্তি
স্বদোষ-দর্শনে; নিজে অপরাধ করি
স্বচ্ছন্দে অপর স্কন্ধে চাও চাপাইতে।
সম্বন্ধ বিহীন কিম্বা সম্বন্ধে আবদ্ধ
এরূপ লোকের মাঝে. যাদের মস্তিষ্কে
সামান্য ধীশক্তি আছে, তাহারা যখন

শুভ কর্ম্মে নিয়োজিত দেখে অন্যজনে,
সাহায্য না করিতেও পারিলে তাহাকে,
সন্তোষে তাহার কার্য্য করে সমর্থন।
পক্ষান্তরে, যদ্যপি কুকর্ম্মে দেখে তারে
রত, কখনই করেনা প্রশ্রয় দান।
সঙ্গত কি অসঙ্গত আমার এ কথা
দেখ ভাবি মনে মনে; সঙ্গত যদ্যপি,
কোন্ দোষে দোষি আমি, কহ তা' প্রকাশি।
পত্নী বলি মোরে করিতেছ সম্ভাষণ;
পত্নী বলি তব প্রাপ্য আদায় করিতে
নাহি হইছ কুণ্ঠিত; পত্নী-প্রাপ্য যাহা
পতি ও তা, অস্বীকার পারেনা করিতে;
ইহাই সংসার-নীতি। কে হেন রমণী,
আছে এই ধরাতলে দেখ অন্বেষিয়া,
যে জন নিয়ত দেখি, প্রাণপতি-ধনে
কুকর্ম্মে নিরত, প্রাণান্ত করিয়া পণ
চেষ্টা নাহি করে তারে আনিতে সুপথে?
সহধর্ম্মিণীর পদ বাচ্যা যে রমণী,
ধর্ম্ম-পথে ফিরাইতে পতি-মতি-গতি
কখন করেনা হেলা। বল এবে শুনি
কোন্ শুভ অনুষ্ঠানে দিয়াছি কি বাধা?
পুরুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয়-দান
কর মানব-সমাজে, কার্য্যকালে, হায়!
পুরুষত্বে বাঁধি রাখ রমণী-অঞ্চলে।

ধিক্ তব পুরুষত্বে, সম্মুখ আহবে
পুরুষত্বে আশ্রয়িতে নাহিক সাহস।
ধর্ম্মবিদ অরি যদি, সম্মুখ সমরে
আহ্বানি তাহাকে, দেখ পরীক্ষিয়া বল।
স্বভাবতঃ কাপুরুষ যাহারা এ ভবে,
তাহারাই কূটনীতি সমাশ্রয় করি
নীচতার পরাকাষ্ঠা দেখায় জগতে।
সরল, সহজ পথ থাকিতে সম্মুখে
অন্য পথে কেন যাও ? পাপে জন্ম যার
সে কভু কি গৌরবের সিংহাসনোপরি
পায় বসিবার স্থান ? আত্মমান-জ্ঞান
না আছে কাহার ? পত্নী বলি তুমি যারে
মানব-সমাজে দিতে চাও পরিচয়,
দাসীবৃত্তি কার্য্যহেতু সেই বনিতায়
পাঠাতে অরাতি-গৃহে হয় নাকি দ্বিধা ?
কোন্ জন ইচ্ছা করি আপনার মান
খোয়াইতে চায় ? কথায় সকলে বলে,
"যাক্ প্রাণ, থাক্ মান" ইহাও কি তুমি
শুন নাই কারো মুখে ? ধর্ম্মবিদে নাশ,
কিম্বা তার অপকার উদ্দেশ্য তোমার ;
আমিই করিব সেই উদ্দেশ্য-সাধন
অভিপ্রায় তব ; দেখাইছ প্রলোভন
আমাকে নিয়ত, কভু করিতেছ ক্রোধ,
কভু অনুনয় ; এই মত অভিনয়,

এই সপ্ত দিন ধরি হইছে প্রত্যক্ষ।
কিন্তু এক কথা বলি শুন দিয়া মন ;
কত বার প্রতারণা আমার সহিত
করিয়াছ, এক বার কর তা' স্মরণ ;
এক বার, দুই বার, তিন বার লোকে
প্রতারিত হতে পাবে, কিন্তু শত বার
প্রতারিত হইয়াও না বুঝে যে জন,
সে জন মানব নহে, পশুর অধম।
সঙ্গত হইত যদি আদেশ তোমার,
এত বলিবার নাহি ছিল প্রয়োজন।
নিজ কার্য্য হেতু দায়ী নারী কিম্বা নর ;
তব দরশনাবধি মোহিনী সে কথা
গিয়াছিল ভুলি; তব ব্যবহারে এবে
হয়েছে স্মরণ পুনঃ। পৃথিবীর চোখে
একাত্মা দম্পতি বটে ভিন্ন ভিন্ন দেহে,
কিন্তু এই মহানীতি যে সব দম্পতি
করে অবহেলা, তারা কি দায়িত্ব-হাত
পারে এড়াইতে ? পবিত্র প্রণয় সূত্রে
নর নারী বদ্ধ যবে হয় পরস্পরে,
একে অন্যে ধর্ম্ম-পথে সঙ্গে লয়ে চলে ;
উভয়ের মধ্যে যদি কোন একজন
ধর্ম্মপথ হতে হয় স্বেচ্ছায় স্খলিত,
ধর্ম্ম মতে অপরের উচিত তখন
দেখাইবে জীবনের প্রাণ-প্রিয়-ধনে

সুপথ। কর্ত্তব্য, দেব ! যা'ছিল আমার
করেছি পালন ; শুন নাই মোর কথা,
প্রত্যাখ্যান করিতেছ নিজ অঙ্গীকার,
কি করিতে পারি আমি ? করিতেছ ত্যাগ,
নাহি আপত্তি তাহাতে। স্বাধীনা মোহিনী ;
তবুও তোমার শুভ সাধিবার আশে,
বলিতেছে যাইবার সময়ে আবার—
বুদ্ধিমান জীবে, যে যেমন কার্য্য করে,
দায়ী সেই মত ; থাকিলে দায়িত্ব জ্ঞান
কর্ত্তব্য আপনি হয় আয়ত্ত অধীন ;
আপত্তির অসঙ্গত ঘোর আর্ত্তনাদ
পায় না পশিতে পথ কর্ত্তব্য-শ্রবণে।

কলুষ বৃথা গঞ্জ তুমি মোরে, বৃথা উপদেশ !
কলুষ পুরুষ বীর, রমণীর কথা,
সে কভু শুনে না কানে, শুনে যে পুরুষে,
তাহারা পুরুষ নহে, ক্লীব সুনিশ্চিত।
ভাল মন্দ যুক্তি, উপযুক্ত পাত্র পেলে
তাহাকে করিও দান ; একাত্মা দম্পতি,
যদ্যপি সহানুভূতি, সুখ কিম্বা দুঃখে
না দেখায় পরস্পরে, দাম্পত্যে কি সুখ !
আপনার জন ভাবি যে গূঢ় প্রস্তাব
করেছিনু তব কাছে, বিপরীত ফল
ফলিল তাহাতে। কি দোষ, তোমার বল !
ভিন্ন রুচি, বিভিন্ন-হৃদয়-প্রকাশক ;

দাম্পত্য-বিধির সূত্র করে দ্বিখণ্ডিত।
যা' হ'বার হয়ে গেছে, মিনতি এখন
যাও চলি, ভুলি দাসে, কর উপকার।
ধর্ম্ম-নীতি শিখাইতে শুভ-আগমন
যদ্যপি করিয়াছিলে এ দীন-আবাসে,
মনে কর কার্য্য-সিদ্ধি ; যাইয়া প্রবাসে
অনাকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপ নীতি ও ধরম।
ধরমে না হয় কভু উদর-পূরণ,
পেটে অন্ন না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান
আপনি সরিয়া পড়ে ; বুঝিবে তখন
আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই ভবে।

মোহিনী—আর কেন, হে কলুষ ! আত্ম-পরিচয়
শুনাইতে চাও মোরে ? চিনেছি তোমায়।
দুর্নীতির মূর্ত্তিমান অবতার যিনি,
তিনিই সুনীতি শিক্ষা দিবেন আমায় !
ধিক্ রে অদৃষ্ট তোরে ! খাদ্য নিরামিষ
উপাদেয় অতি, আমিষ-ভক্ষণে পাপ
মাংসাশী শার্দ্দূলে দিলে হেন উপদেশ
যেমতি হৃদয়গ্রাহী ; তেমতি তোমার
এই ধর্ম্ম-উপদেশ সুধী-সন্নিধানে।
দাম্পত্য-প্রণয়ে তুমি বিশেষ পণ্ডিত,
শঠতায় ততোধিক ; অন্যশাস্ত্র যত
তোমার নখদর্পণে করিছে বিরাজ
পূর্ণ-কলেবরে ; কিন্তু, দুঃখের বিষয়,

তোমার এ উপদেশ আমার নিকটে,
বানরের কাছে মুক্তামালার সমান।
তোমাব পাণ্ডিত্য লয়ে কর দিগ্বিজয়,
মূর্খে কি বুঝিবে তব বিদ্যা-পরিচয় ?
কলহ করিতে ইচ্ছা থাকে যদি মনে
সূত্রের অভাব কোথা ? ছলনা-কুয়াসা
আবরিয়া কতক্ষণ পারিবে রাখিতে
প্রচণ্ড-ময়ূখ-ধর বিবাদ-তপনে।
তোমার কারণে আজ এ দশা আমার !
কি করেছ ব্যবহার আমার সহিত
মনে মনে আলোচিয়া দেখ একবার,
চাহিনা বলিতে মুখে ; বিগত ঘটনা
থাকুক বিস্মৃতি-গর্ভে হয়ে নিমজ্জিত,
চাহিনা উঠাতে তারে। লোক-চোখে ধূলি
অনেকেই পারে দিতে, মহেশ-লোচনে
ধূলি দিতে গেলে পড়ে আপনার চোখে।
নিজ অঙ্গীকার-পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে
বড়ই আগ্রহ তব ; কে করে বারণ ?
আপনার অভিলাষ উপরে অপরে
নাহি পারে অধিষ্ঠিতে প্রভুত্ব কখন।
হৃদয়-মিলনে ভালবাসার সংস্থিতি,
বিপর্য্যয় যথা, তথা তাহার বিচ্যুতি।
আমার সংসর্গ যদি বুঝ বিষময়,
যদ্যপি তোমার গৃহে স্থান সংকুলান

নাহি হয় (না হওয়াই সম্ভব এখন)
অবশ্য অন্যত্র কোথা হইবে যাইতে।
নহি দুঃখী আমি সে কারণে, কর্ম্মফল
যাবে কোথা ? বাহ্যাকৃতি সুন্দর তোমার
দেখি হয়েছিনু মুগ্ধ, গিয়াছিনু ভুলি
পরীক্ষিতে অন্তরের গুণাগুণ যত ;
দৃষ্টি-মুগ্ধকর ওই সুন্দর মাখাল
বিড়াল-বিষ্ঠায় ভরা কে জানিত আগে ?
যে নারী স্থাপিয়া আস্থা তব অঙ্গীকারে,
আত্মীয়-স্বজনে ছাড়ি জনমের মত
আসিয়াছে গৃহের বাহির ; সেই নারী
হয় যদি পরিত্যাজ্যা তোমার নীতিতে
কার সাধ্য তব সনে করে প্রতিবাদ।
শুভ কার্য্যে বেশী দেরী না দেখায় ভাল,
দাসীকে বিদায় দাও, নেতৃকুলর্ষভ !
ঘৃতাহুতি দিলে যথা জ্বলন্ত পাবকে
হু হু করি জ্বলি উঠে, জ্বলিল তেমতি
কলুষের ক্রোধানল ; একটীও কথা
নাহি নিঃসরিল মুখে ; প্রশান্ত মূরতি
ধরিলা কলুষরাম ; ভাবিলা মানসে
ঘনীভূত হয়ে ঘোর বিপদ ক্রমশঃ
ঘেরিতেছে চতুর্দ্দিকে ; ধৈর্য্যাবলম্বন
শ্রেয়ঃ ; তাহা বিনা, সকল আশাভরসা,
আজীবন পরিশ্রম, হবে ভূমিসাৎ।

গৃহ-ছিদ্র মোহিনীর নহে অবিদিত,
চক্রান্ত, মন্ত্রণা গুপ্ত এ যাবত যত
করিয়াছি, করিতেছি, যখন যেখানে
মোহিনী সকল জানে ; না থাকিলে বশে
ধর্ম্মবিদে সব কথা করি বিজ্ঞাপিত
আমাদের মহানিষ্ট পারে সে করিতে।
গৃহ-শত্রু আমাদের মোহিনী এখন,
যে রূপে পারিব, ছলে বলে কি কৌশলে
তার মনস্তুষ্টি আগে হবে সম্পাদিতে।
যাও, ক্রোধ ' যাও ছাড়ি এ দেহ-মন্দির
অবিলম্বে ; দ্বেষ, ঘৃণা, লজ্জা, অপমান
তোমরাও আসি কর বিদায় গ্রহণ ;
আপনার ফাঁদে নিজে পড়িয়াছি ধরা
সহিতে হইছে তাই মোহিনীর মুখে
এ সকল তিরস্কার। রে ভ্রান্ত বিশ্বাস !
দুর্দ্ধর্ষ কলুষে তুমি পাইয়া কবলে
নিষ্পেষণ করিতেছ মনের হরষে ;
অবিমৃষ্যকারিতার ফল বিষময়
খাই নিজে, কি করিব ? নাহি অন্যোপায়
কিছু দিন তরে তবে সদর্পে মোহিনী
যত পার নিপীড়ন কর এ অধমে,
বলিব না কোন কথা, সহিব সকল।
চিরদিন এক ভাবে যাবে না কখন,
আসিবে সময়, দুঃসময় অবসানে,

তখন যাইবে দেখা, দেখাব তখন
কোন্ ধাতু বিগঠিত কলুষ-হৃদয়।

মোহিনী — কি ভাবিছ মনে মনে? কার অপকার
চিন্তা করিতেছ এত? মৌনাবলম্বন
নহে সুলক্ষণ, বিদায় এখন তবে
আমায় কর প্রদান; ইচ্ছা হয় যথা,
তথা যাই চলি; প্রশস্ত এ বিশ্ব মাঝে
অবশ্যই পাব মাথা রাখিবার স্থান।

কলুষ — উপহাস-পরিহাস-পাত্র নহি আমি;
আজীবন এক সঙ্গে বসবাস তরে
পরিণয়-সূত্রে হয় বদ্ধ নর নারী,
উভয়ের সুখ প্রতি উভয়ে সমান
রাখে দৃষ্টি, এই শুভ নিয়ম ব্যত্যয়ে
বিচ্ছেদের আবির্ভাব; দম্পতি-জীবন
ক্লেশের আকর বলি হয় অনুমিত।
গৃহ-বাদ-বিসম্বাদে উভয়ের ক্ষতি,
অরাতির পূর্ণানন্দ! দোষী যদি আমি,
সতী কি কখন নিজ পতি করে ত্যাগ?
রক্ত-মাংস-বিগঠিত মানব-শরীর,
রিপুগণ তদুপরি উপদ্রব কত
করিতেছে নিরবধি; তাহার উপরে
আপদ, বিপদ, শোক, দুঃখ, মায়া, মোহ
বিপর্য্যস্ত করিতেছে সদা অন্তর্দ্দেশ;
মানব-চিত্ত-চাঞ্চল্য এ সব কারণে

ঘটে অনুক্ষণ, তাহা সকলেই জানে।
অসময়ে ভাল কথা, সৎ উপদেশ
মন্দে হয় পরিণত ; দেখ চিন্তা করি,
আমি যাহা বলিতেছি নহে অসঙ্গত।
আমার কথায় যদি অন্তরে আঘাত
পেয়ে থাক তুমি, দোষ বলি মনে তাহা
গণ্য না করিয়া কর মার্জ্জনা আমায়।
ক্ষুদ্রচেতা নরগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ
অপরে দেখিতে পায় ; আপনার দোষ
বড় হইলেও তাহা দেখিয়া না দেখে।
উদার-চরিত লোকে অপরের দোষ
ক্ষুদ্র বলি মনে করে, আপনার দোষ
ক্ষুদ্র হইলেও তাহা বড় বলি গণে।
মহত অন্তর তব, ক্ষুদ্র-মতি জনে
দেখাইয়া দয়া, মহত্ত্বের পরিচয়
দাও অসময়ে। করেছি কুকর্ম্ম কত,
আপনার মুখে তাহা করিছি স্বীকার।
তোমাকে পাইয়া, অভিনব শক্তি-লাভ
হইয়াছে মম ; তোমাকে সম্মুখে করি
যথায় যাইব আমি তথায় বিজয়
লভিব ; এ আশা হইয়াছে দৃঢ়-মূল
আমার মানস-ভূমে ; লোক সাধারণ
তোমাকে দেখিলে মোর সঙ্গে দিবে যোগ
এ মম বিশ্বাস। তুমি যদি যাও ছাড়ি

তাহাদের সহায়তা-প্রাপ্তির বিষয়ে,
আমার যে আশা ছিল হবে তিরোহিত।
স্বচক্ষে দেখিছ, চলিতেছে বিসম্বাদ
ধর্ম্মবিদ সনে; যাহার থাকুক দোষ
সে বিষয়ে তর্ক করা বিফল এখন;
বহুদূর অগ্রসর হয়েছি আমরা,
হইলে পশ্চাদ্-পদ, ঘোর অপমান।
স্থির চিত্তে এই সব বিবেচিয়া মনে
কি কর্ত্তব্য আমাদের কর নির্দ্ধারণ।
অন্য যাহা কিছু বল পারিব সহিতে,
কিন্তু ধর্ম্মবিদ সনে বন্ধুত্ব-স্থাপন
জীবন থাকিতে দেহে করিব না কভু।

মোহিনী শুনিলাম বাক্য তব শ্রুতি-মুগ্ধকর,
প্রধান শিকড় কাটি বিটপীর শিরে
সিঞ্চিলে সলিল-ধারা কিবা ফলোদয়?
তোমার বাসনা হইয়াছি অবগত,
তাহার যা' সদুত্তর দিয়াছি তোমাকে,
পুনরায় সে কথার উল্লেখে কি ফল?
পুরাতন ক্ষত কেন খোঁচাইয়া পুনঃ
করিতেছ নবীভূত? করেছ আদেশ
ধৈর্য্য ধরি করি পান তব কথামৃত;
কোথা ধৈর্য্যপাত্র পাব? যা' ছিল ভাণ্ডারে.
তব ব্যবহার-রূপ-জ্বলন্ত-পাবকে
পুড়ি হইয়াছে ভস্মস্তূপে পরিণত।

চাহিনা সান্ত্বনা. জ্বালিয়াছ যে অশান্তি.
থাকুক জ্বলিতে. যত দিন ভস্মে নত
না হয় শরীর। যত তৃষা, যত আশা
পিপাসা যতেক, ছিল মম, আছে মম,
যাউক পুড়িয়া। ক্রন্দন করিয়া মুখে
এসেছিনু ধরাধামে. আবার তাহাকে
মুখে করি, ত্যজিব এ অসার জীবন।
মোহ বশে, সুখ আশে, বেঁধেছিনু বাসা
বিশাল বিটপিডালে ; প্রতিকূল বায়ু
উলটি পালটি তারে লইল উড়ায়ে
নিজ অভিপ্রেত স্থানে। বিধাতৃ-বিধান
হোক সম্পাদিত। বিচ্ছিন্ন বন্ধন, বাধা,
উড়িয়া উড়িয়া যথা ইচ্ছা বেড়াইব।
করকা-আঘাত, ঝঞ্ঝা-বায়ু, উল্কাপাত
সহিব আশ্রয়-হীনা, রক্ষক-লাঞ্ছিতা।
এতেক কহিয়া দেবী মোহিনী সুন্দরী
দ্রুতপদভরে নিজ কক্ষে গেলা চলি,
ভূমিশয্যা করিলা আশ্রয়, শীতলিতে
শীলাতলে নিদারুণ অন্তর-প্রদাহ।
সহচরী-দুঃখ দেখি চতুরা ভেদিনী
সখীগত-প্রাণা, ত্বরা আইলা ধাইয়া,
প্রবোধের ছলে গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে
চির-সুখ-শান্তি-শূন্য কলুষ-আবাসে।
সহচরী মোহিনীকে সস্নেহে সম্ভাষি

কহিতে লাগিলা ধীরে সান্ত্বনার ছলে :—
"উঠ উঠ, সহচরি! ধরাশয্যা ত্যজি,
অনর্থক কষ্ট কেন দাও আপনাকে;
উঠ সখি! উঠ, সুবর্ণপ্রতিমাখানি
কেন এ ধূলায় ফেলি কর ধূসরিত?
যা'হবার হয়ে গেছে, আপনার পথ
লও বাছি; এ সময়ে হারালে ধীরতা
উদ্ধার-উপায় হবে দূর-পরাহত।
বুদ্ধিমতী নারী তুমি, আপনার হিত
পাগলেও বুঝে; বিপদে অস্থির হলে
সুস্থিরতা-লাভ কভু হয় কি সম্ভব?

মোহিনী জননি! জননি! আপন বলিতে, মাগো!
কে আছে আমার? জীবন যাহার পদে
করেছিনু সমর্পণ, বড় আশা করি
চির সুখে কাটাইব যতদিন বাঁচি,
সে সাধে সাধিল বাদ নিষ্করুণ বিধি।
কুক্ষণে কলুষ সনে হয়েছিল দেখা,
কুদিন, সে দিন! বাহ্যিক আকৃতি দেখি
উভয়েই হয়েছিনু আকৃষ্ট উভয়ে।
তার সুললিত স্বর প্রথমে যখন
পশেছিল কর্ণে মোর, কি সুখ-লহরী
তড়িত-প্রবাহ মত খেলেছিল দেহে!
ছিনু না আমাতে আমি। নিদাঘ-আতপে
পরিশ্রান্ত পান্থ, তাপ-দগ্ধ-কলেবর,

বিটপি-ছায়ায় বসি বসন্ত সময়ে
বসন্তের প্রিয়সখা-পরাভৃত-গীতি
শুনিলে যেমতি হয় আনন্দিত চিত,
তদপেক্ষা শত গুণে হইতাম সুখী
শুনি তার সকরুণ প্রেমমাখা স্বর।
ভাবিতাম মনে মনে কে আমার মত
ভাগ্যবতী ; না হইতে পরিণয় শেষ
কে এমন শুনিয়াছে প্রেম-সম্ভাষণ ?
পিতৃ-গৃহে ছিনু যবে, দুর্ম্মতি কলুষ
কি না করিয়াছে, হায় ! আমার কারণে ?
আমাগত প্রাণ তার ছিল সে সময়,
আমিই ছিলাম তার হৃদয়ের দেবী,
প্রীতির কুসুম দিয়া পূজিত সতত
আমায়। কোথায় গেল, চলিয়া সে দিন !
সামান্য অসুখ যবে হইত আমার
দুশ্চিন্তার দাবানলে জ্বলিত কলুষ,
ভুলিতাম তার কষ্টে পীড়ার যাতনা।
যে দিন শুনিনু কানে কলুষ-স্বভাব
কলুষিত, মনে মনে সে দিন হইতে
করিলাম স্থির, পরিণয়-পাশে দোঁহে
হইলে গ্রথিত, পতিব্রতা সতী মত
বিধৌত করিয়া তার অন্তর-কালিমা
মিলাইব অন্তরের সহিত অন্তর।
বুঝিতে না পারি তার অন্তরের ভাব,

ভালবাসা ভাবি তার প্রতারণা-জালে
পড়িলাম ধরা ; গেল হিতাহিত জ্ঞান
রসাতলে ; পিতা, মাতা, আত্মীয়, বান্ধব,
কাহাকে না বলি আসিলাম গৃহ ত্যজি।
আপন কুকার্য্য-ফল ভুঞ্জিব আপনি ;
কলুষে বৃথায় দূষি ; অদৃষ্ট-লিখন
যাহা ছিল ঘটিল তা' ; আরো কি ঘটিবে
তাহাই বা বলিব কেমনে ! মূঢ় মন !
কাঁদিয়া কি ফল ? এই তো রে সূত্রপাত
ক্রন্দনের ; কাঁদিতে কাঁদিতে যাবে কাল,
যতকাল থাকিবে ধরায় ; অপমান
কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়াছি সব মুখে,
অঙ্গে, কোথা নাই বাকি, ভারত সাগরে
আছে যত জল, ঢালিয়া দিলেও সব
কথন তা ধুইবেনা। বৃথায় জনম !
দুঃখের আঁধার-নিশি জীবন-জগতে
এই সবে উপস্থিত ; পোহাবে কি আর
এ নিশি, ভেদিনি ! উদিবে কি সুখ-রবি
এ জীবনে, হায় ! হায় ! আর কি কখন ?

ভেদিনী নিশ্চয় কলুষরাম, অপরা রমণী
দেখিয়া কোথাও, ভুলিয়াছে তার রূপে।
নতুবা তোমায় করি ঘরের বাহির
পরিণয়-ছলে, করিতে যাইবে কেন
হেন ব্যবহার ? যে কার্য্যে তাহার মান,

মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, সকলই পায় লয়,
বিনা গূঢ় মতলব কেন হেন কাজ
করিতে উদ্যত হবে? আমার বিশ্বাস,
তোমার সহিত যদি প্রকৃত প্রস্তাবে
বিবাহে আবদ্ধ হতে থাকিত বাসনা,
দাসী-পক্ষে নিন্দনীয় হেনরূপ কাজ
করিত না পীড়াপীড়ি করিতে তোমায়।
নিশ্চয় জানিও তুমি, জানিও নিশ্চয়,
অপর কোন যুবতী তাহার হৃদয়
করিয়াছে অধিকার। প্রতিকারোপায়
এখনো যথেষ্ট আছে। নারী যত দিন
বরমাল্য নর গলে করে না অর্পণ
তত দিন নহে গণ্যা বনিতা আখ্যায়।
কলুষ সহিত তব বিবাহ-প্রস্তাব
চলিতেছে এই মাত্র; যাহাকে এখন
ইচ্ছা হয় পার তুমি পতিত্বে বরিতে।
এখনো সময় আছে, কাঁদিয়া কি লাভ!
গেছে যাহা, যাক্ তাহা; আপনার পথ
যাহাতে সুগম হয় কর সে উপায়।
ধিক্ সে পুরুষ জাতি! ধিক্ শতবার!
নূতনে যখন পায়, আদরে, সোহাগে,
মাথায় করিয়া রাখে; ভালবাসা, মায়া
কতই দেখায়; অবলা সরলা নারী
আত্মহারা হয়ে, করে আত্মসমর্পণ

তার হাতে ; রমণী তখন ভাবে মনে,
আমার এ আধিপত্য রবে চিরদিন
অক্ষুণ্ণ ; চলিয়া যায় নবত্ব যখন,
আসক্তিও পায় লয় ; পুরাতনে মন
নাহি বসে। আবার নূতন পায় যবে,
ছলে, বলে কি কৌশলে, পারে যে উপায়ে
বিদায় জন্মের মত করে পুরাতনে।
সরল তোমার মন, আপনার মত
সকলি সরল তাই ভাব মনে মনে।
কালের কুটিল-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে
ভ্রমিয়াছি বহু দেশ, দেখিয়াছি নর
কতরূপ প্রকৃতির সংখ্যা করা ভার।
অবিশ্বাসী নরজাতি এ কথা সকলে
বলে এক মুখে। মন প্রাণ দিয়া নারী
পূজে নরে ; পুরুষ কি করে সেই মত ?
চাও যদি আপনার সুমঙ্গল, শুন
গরীবের কথা, কলুষের প্রতিবাক্যে
দিও কান, রোধিও রসনা ; দেখ যদি
তাহার কথার প্রত্যুত্তর প্রয়োজন,
সংযত হইয়া, যত সংক্ষেপে পারিবে,
প্রকাশিও মনোভাব ; দেখাইও তারে
হাবে, ভাবে, বাক্যে, ইঙ্গিতে, সঙ্কেতে কিংবা,
তাহার সন্তোষে যেন তোমার সন্তোষ।
আবরিয়া মনোভাব গূঢ় আবরণে

প্রত্যেক আদেশ তার করিও পালন।
যে কার্য্য করিবে, তোমার সহানুভূতি
ভুলিওনা দেখাইতে। পরামর্শ যদি
জিজ্ঞাসে তোমায়, হৃদ্‌গত-অভিপ্রায়
জানিয়া কৌশলে দিও উত্তর তেমতি।
মোটামুটি বলি শুন, যেরূপে পারিবে
করিবে তাহার মনে বিশ্বাসোৎপাদন।
তাহার বিশ্বাস যদি তোমার উপরে
জন্মে একবার, তখন সময় পাবে
পরিষ্কৃতে আপনার অভীপ্সিত পথ।
মনো-বস্ত্রাঞ্চলে মোর উপদেশ সব
রাখ স্মৃতি-গিরা বাঁধি, দৃঢ়ে, সাবধানে।
উঠ, সহচরি! সন্তোষ-সাবান মাখি
কর ধৌত নিরাশ-কালিমা মন হতে।
উঠুক ফুটিয়া অঙ্গদ্যুতি মনোলোভা
বিকচ-কমলনিভ। বিভ্রমে, বিলাসে,
নয়ন যুগল করুক কটাক্ষপাত
প্রিয়জনের উপরে। নবোঢ়া রমণী
আজীবন সহচর পতিগৃহে আসি,
সখী সনে প্রেমালাপে উৎফুল্লা হইলে,
অর্দ্ধাবগুণ্ঠন উন্মোচন করি লাজে
ঈষদ্ রক্তিম মুখে মৃদু মন্দ হাসে;
সেই মৃদু মন্দ হাসি মন-প্রাণহরা
দেখি যেন চিরকাল ও চারু বদনে।

আরো যেন দেখি সার্থক করি নয়ন—
তদপেক্ষা মনোহর, ঈষদ্-উদ্ভিন্ন,
সুগ্রথিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অমল, ধবল
দন্ত-পুংক্তি, যবে তারা সস্মিত-আননে
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া লুকায় স্বকায়
বিম্বোষ্ঠ মাঝারে। কে আছে এ ধরাতলে
দেখিলে এ দৃশ্য পারে সংযমিতে চিতে?
এক-সূত্রাবদ্ধ তৃতীয়ার চন্দ্রাকৃতি
ভ্রমর-লাঞ্ছিত কৃষ্ণ ভ্রূযুগল নিম্নে,
অপাঙ্গ-দৃষ্টি-কুশল আঁখিতারা তব
চাহিলে কাহারো পানে, পারে কি সে কভু
সে সৌন্দর্য্য দেখি চক্ষু ফিরাতে তা'হতে?
মানব, দানব কিম্বা গন্ধর্ব্ব, দেবতা,
কে এত সংযমী আছে, সে দৃষ্টি-সম্মুখে
সুস্থিরে থাকিতে পারে? ওরূপ মাধুরী
বর্ণিতে অশক্ত আমি, নাহি সে ক্ষমতা।
সুনিপুণ চিত্রকর হইতাম যদি,
দেবী বীণাপাণি যদি আসিয়া আপনি
বসিতেন রসনায়, পারিতাম তবে
কথঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাতে তোমায়,
বিবৃতে তোমার কাছে, ওরূপ মাধুরী;
ভাবিওনা মনে, খোসামোদে মনস্তুষ্টি
যাইছি করিতে। সৌন্দর্য্যের স্বরূপতা
সচেতন অবয়বে, স্বভাবে অথবা

যা' দেখি আমরা, সহস্র চেষ্টায় তাহা
কথায় না ফুটে কভু, পটে নাহি উঠে।
নিজের সৌন্দর্য্য নিজে কেহ নাহি বুঝে।
আমার কথায় কর বিশ্বাস স্থাপন,
দুর্ম্মতি কলুষরাম করিয়াছে ত্যাগ
তোমায়, কিসের ভয়? এই বর বপু
কেন গড়েছেন ধাতা? এত যত্নে যিনি
করেছেন সুসজ্জিত তোমার এ দেহ
নানাবিধ রূপে গুণে, বৃথা কি সকল?
অবশ্যই সদুদ্দেশ্য আছে তাঁর মনে,
নতুবা বৃথায় নষ্ট তাঁর পরিশ্রম।
উঠ উঠ, প্রিয়সখি! মৃৎশয্যা ত্যজি,
পরিহর শোক, দুঃখ, মনের যাতনা,
নিজ ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি করিয়া সংযত
অভীষ্ট-সাধনে যত্ন কর প্রাণপণে।
ছাড়িয়া এসেছ যবে গৃহ আপনার,
এখন নিজের পথ নিজে পরিষ্কার
করিয়া লইতে হবে। কে আছে আপন
হেথায় তোমার? কার জন্য এই শোক?
আপন বলিয়া যে জন শঠতা করি
আপনার গৃহে আনি করিতেছে দূর,
সেই কি আপন মনে ভাব অতঃপর?
কে কাঁদে পরের তরে? যে কাঁদিতে যায়
তার অশ্রুজল বল, মুছে কি কখন?

দুঃখময় এ সংসার, দেখ অবিরত
উঠিতেছে হাহাকার ; সকলে আপন
ভাব যদি, চিরকাল সেই হাহাকারে
হবে যোগ দিতে। ইহা কি কভু সম্ভব ?
যখন কলুষ ছিল তোমার আপন,
তখন তাহার হাসি-কান্নার ভাগিনী
ছিলে তুমি ; মৃত সে এখন, এবে কেন
কর তার জন্য তুমি বৃথায় রোদন ?
মৃত-পতি তরে সতী কাঁদিয়া লোটায়
ভূমিতলে, তার দুঃখে দুঃখ করে সবে।
জীবিত কলুষরাম, নিজে ইচ্ছা করি,
পতিত্বের পদ হতে লইছে বিদায় ;
তার তরে এবে তুমি দুঃখ কর যদি
কে বল সহানুভূতি দেখাবে তোমায় ?
বরঞ্চ কুলটা বলি তাহারা সকলে
দিবে টিটিকারী। আপনার কাছে, সখি !
আপনার মান। কুকর্ম্ম করিয়া বল,
লোক জানাজানি করে কোন্ বুদ্ধিমানে ?
সূক্ষ্ম-ভাবে দেখ যদি স্বার্থই জগত,
যত জীব-জন্তু দেখিতেছ চরাচরে,
সকলেই খুঁজে স্বার্থ ; প্রেম, ভালবাসা
স্বার্থে বিজড়িত ; তপ, যপ, যোগ, ধ্যান,
পূজা, যাগ, যজ্ঞ কেন করে লোক সবে ?
প্রতিষ্ঠিতে নিজ স্বার্থ; স্বার্থই বা কি ?

আরাম, বিরাম, সুখ, সম্ভোগ, বিলাস,
অথবা যাহাতে কাটে মানব-জীবন
স্বচ্ছন্দে আনন্দে, তাহাকেই স্বার্থ বলে।
যত দিন বাঁচি, সুখে থাকি তত দিন
সকলেই আশা করে, সকলেই চায়।
এখন বুঝিয়া দেখ, যত দিন শোকে
কিম্বা দুঃখে, হইবে তোমার অতিগত,
জীবনের তত দিন কাটিল বৃথায়।
কেন কাঁদ, সখি! আত্মসুখ-অন্বেষণে
কে কবে বিরত থাকে? অবোধ যাহারা
তাহারাই অনর্থক মোহের ছলনে
ভুলিয়া জীবন যাপে কষ্ট, দুঃখ, শোকে।
যা হবার হয়ে গেছে, চেষ্টা পুনরায়
করিও না পাইতে তাহায়। ঠকে লোকে
একবার, বুদ্ধিমানে ঠকে কি দুবার?
ভেদিনীর বাক্যাবলী মোহিনীর মনে
সঞ্চারিল নবশক্তি। গলে নর-মন
শুনিলে আত্ম-প্রশংসা, অহমিকা-মাখা
মোহিনীর মন কেন তাহে না গলিবে?
উদ্যম উঠিলা জাগি তন্দ্রা-অবসানে,
নবোৎসাহে, নবতেজে; কর্ম্মক্লান্ত নর
উঠে যথা শয্যা ত্যজি সুনিদ্রা ভাঙিলে।
ভেদিনীকে লক্ষ্য করি লাগিলা কহিতে
মোহিনী:—"ভগিনি! অসময়ে অসহায়া

মোহিনীর তুমি বিনা কে আছে এখানে ;
জ্ঞানালোক জ্বালি তুমি যাও আগে আগে,
আমি সে আলোক দেখি তোমার পশ্চাতে
এ আঁধার পুরী হতে হইব বাহির।
পথ দেখাইয়া চল, পদানুসরণ
করিতে করিতে যাই ; যদি পথ মাঝে
পড়িবার সম্ভাবনা দেখ কোনখানে
পূর্ব্ব হতে সাবধান করায়ো আমায়,
জীবন থাকিতে মৃত আমি লো এখন।
যেরূপ বলিবে তুমি সেইরূপ ভাবে
চলিব, ফিরিব ; অনবধানতা-বশে
যদি কোন ভ্রমে পড়ি তখনি আমায়
বুঝায়ে বলিয়া দিও ইঙ্গিতে, সঙ্কেতে।
চিত্ত স্থির করিয়াছি, এ পাপ-আলয়ে
নাহি নিবসিব ; প্রথম সুযোগ যবে
হবে উপস্থিত, সংবাদ দিও আমায়।
তোমাকেই সঙ্গে করি সংসার-সাগরে
দিব ঝাঁপ ; ডুবিয়া তাহার গর্ভোদরে
মুক্তাশুক্তি তল্লাসিব, নাহি যদি মিলে
উপরে ভাসিয়া উঠিব না পুনরায়।"
আইলা ভেদিনী চলি, বক্ষ মাঝে বহি
গুরুভার ; মন্দমতি কভু নহে সুখী।
খলের আনন্দ পরানিষ্ট-সংসাধনে,
থাকুক বা না থাকুক নিজ লাভালাভ।

দাঁড়ায়ে গৃহের কোণে ভাবিলা ভেদিনী,
যেরূপ রমণী এই মোহিনী সুন্দরী,
তাহাকে স্ববশে রাখা হবে না সহজ ;
যে যা'বলে তাহার কথায় দেয় কান,
কি ভাল কি মন্দ তাহা দেখে না বিচারি।
চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, বলে সবে,
দেখি চেষ্টা করি ; এমন কৌশল-জাল
হইবে ফেলিতে, মৎস্য যেন পড়ে ধর
অথচ শরীরে বারি করে না পরশ।
কর্ব্বুর কলুষরাম, আমার প্রণয়
ঠেলিয়াছে পায় ; ভেদিনীর হৃদে গাঁথা
আছে সেই অপমান ; তার প্রতিশোধ
লইবার এই দেখি উপযুক্ত কাল।
মোহিনী শাণিত-ছুরী, এই ছুরিকায়,
আয়, রে কলুষ ! আয়, কাটি তোর গলা ;
শোণিত-পিপাসা-স্বাদ শুধু কি আহাতে
মিটিবে আমার ? যে ব্যথা দিছিস মর্ম্মে
আমি সেই মর্ম্মজ্বালা করিব শমিত
তোর গলদেশ কাটি ; একেবারে নয়,
আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যতক্ষণে পারি।
স্বহস্তে প্রক্ষেপ করি বিদ্রূপ-লবণ
ক্ষতমুখে, দেখিব কেমন ছটফটি
মৃত্যুমুখে হইবি পতিত। এতদিন
প্রবঞ্চনা কতরূপ শিখিনু যতনে,

ঠকাইনু কতজনে ; কিন্তু নিজে শেষে
হইলাম প্রবঞ্চিত। সঙ্গত ব্যবস্থা ;
চিরাভ্যস্থ যাহারা এ প্রবঞ্চনা-কাজে
প্রবঞ্চিত তাহারাও হয় একদিন।
মিথ্যা চিরকাল মিথ্যা ; সত্য-আবরণে
যতই ঢাকিয়া রাখ, হইবে প্রকাশ
দুই চারি দিনে। মিথ্যার সজল রেখা
শুখাইয়া লুপ্ত হয় সত্য-রশ্মি-পাতে।
ধরমের কথা কেন এ পাপ বদনে
হয় বহির্গত ? তুমি, আমি, রে কলুষ !
এক সাচে ঢালা ; যথা তুমি, তথা আমি।
দাঁড়ায়েছি নিজ পদে ক্ষেত্রে সমতল,
এস, নামি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, কে জিতে, কে হারে ?
জটিলা কুটিলা আছে ভগ্নী দুটা তোর,
বড়ই চতুরা তারা ; থাকুক তাহারা ;
ভেদিনীর ভেদ-চক্র কে পারে ভেদিতে ?
আইস মোহিনী তুমি, কি ভয় তোমার ?
ভেদিনীর প্রাণ আছে দেহে যত দিন,
কার সাধ্য সাধিবে তোমার অপকার ?
পড়িলে ইন্দ্রের বজ্র বিমান হইতে,
লক্ষ্যি তব শির, বক্ষপাতি লব আমি ;
উত্তাপ পর্য্যন্ত তার নাহি পরশিবে
তোমার কোমল অঙ্গ ; সুখে কাট কাল,
যতেক জঞ্জাল পড়িবে তোমার পথে,

ঝাঁটাইয়া ফেলি দিব আপনার হাতে।
তুমি সে আমার একই উপাস্যা দেবী,
আর কারো নাহি চিনি, চাহিনা চিনিতে।
"দূর হ, দূর হ, ওরে কুল-কলঙ্কিনি!
কে তোরে ডাকিল হেথা? দূর হ, দূর হ।
ভেবেছিস শুনি নাই তোর কুমন্ত্রণা,
রে কুলপাংশুলে! জানিয়া রাখিস্ মনে
তোর মন্দ অভিসন্ধি আমরা থাকিতে
নাহি প্রসবিবে ফল; আত্মীয় বিচ্ছেদ,
জীবনের ব্রত তোর; এখন এদেশ ছাড়ি
না যাস্ যদ্যপি, মুখে চূণ কালি দিয়া
বিদায় করিয়া দিব সুদূর প্রবাসে।
খেলিলি চাতুরী কত দাদাকে ভুলাতে,
নাকে খত দিয়াছিলি আছে কি না মনে?
স্ত্রীলোক বলিয়া সয়েছিনু এতদিন;
স্বভাব যাইবে কোথা! চির-বনবাস
অদৃষ্ট-লিখন তোর, যা লো সেইখানে।"
সত্বর-পদ-বিক্ষেপে চলিলা ভেদিনী
নিজ ভবন উদ্দেশে; জটিলা, কুটিলা
দৌড়াইয়া আসি আকর্ষিলা কেশপাশ
পশ্চাৎ হইতে। ভেদিনীর আর্তনাদে
কলুষ-প্রহরীগণ, যে ছিল যেখানে,
আসি দাঁড়াইল ঘেরি ভেদিনী চৌদিকে।
কাঁদিলা ভেদিনী কত, না শুনিলা কেহ;

জটিলা-প্রদত্ত দণ্ড চির-নির্ব্বাসন,
ঘটিল তাহার ভালে ; গৃহ-বিসম্বাদ
সে দিন হইতে আর কলুষ-আলয়ে
ঘটে নাই কোন দিন। সম-ব্যবসায়ী,
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে হলেও গঠিত
আসিলে বিপদ সাধারণ, সবে মিলে
কার্য্য করে ; কার্য্যক্ষেত্রে হেন অভিনয়
একেবারে ঘটে না যে এ কথা অলীক।
উচ্চ কলরব শুনি সুন্দরী মোহিনী
আইলা তথায় ; বসাইলা কাষ্ঠাসনে
দুই ভগ্নী তারে ; পার্শ্বে বসিলা উভয়ে।
মোহিনীকে সম্ভাষিয়া কহিলা জটিলা :
"অপ্রিয় বচন, বোন্! বলিতে তোমায়
আসি নাই হেথা ; সবিশেষ অনুনয়,
মন দিয়া শুন যাহা বলিব এখন,
বহু-পরাক্রমশালী দুর্ব্বল অথবা
অমিত্র নহে কখন অবহেলনীয়,
একতা সর্ব্বদা আত্ম-রক্ষার উপায়।
সম্মুখে চাহিয়া দেখ সমর-প্রাঙ্গণ,
আমাদের পুরোভাগে সুদূর-বিস্তৃত,
অসংখ্যক অনীকিনী সশস্ত্র, সজ্জিত।
গৃহ-কলহের, বোন্! এই কি সময় ?
সত্য বটে ধর্ম্মবিদ গৃহে দাসীপনা,
মর্য্যাদার অপলাপ ; থাকিত যদ্যপি

অন্য কেহ আমাদের আত্মীয়, স্বজন
নির্ভরিতে পারিতাম যাহার উপরে
হেন গুরু কার্য্যভার ; কেহই তোমাকে
কখনই না বলিত যাইতে সেখানে।
তোমায় একেলা নাহি হইছে যাইতে,
আমরাও দুই বোনে তোমার সহিত
যাইতেছি সহায়তা করিতে তোমার।
যদ্যপি তোমায় মোরা করিয়া প্রেরণ,
স্বচ্ছন্দে ভবনে বসি কাটাতাম কাল,
অবশ্যই দোষী তুমি পারিতে করিতে।
দাসীবৃত্তি কার্য্য তব যত নিন্দনীয়,
তদপেক্ষা শত শত গুণে নিন্দনীয়
আমাদের কাজ। পুরন্ধ্রী নারীর মত
অন্দর মহলে তব সদা অবস্থিতি ;
আমাদের কি দশা তা' ভাব একবার ;
কুলটা নারীর মত, আমাদের, বোন্ !
সদর রাস্তার ধারে বিপণি খুলিয়া
নরাধম মানবের ঠাট্টা, টিটিকারি
সহ্য করি কাটাইতে হবে কত কাল।
ভাবি দেখ মনে কাহার সুখের তরে
আমরা করিতে যাই এ কষ্ট স্বীকার।
দাদার প্রভুত্ব যত হবে দৃঢ়মূল
ততই তোমার সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত।
প্রকৃত কার্য্যের কাল উপস্থিত এবে,

এ সময়ে ঘটে যদি গৃহ-বিসম্বাদ
আমাদের অপকার ঘটিবে নিশ্চিত।
চল, বোন্! চল যাই নবীন উৎসাহে
করমে প্রবৃত্ত হই; শুভাশুভ ফল
বিবেচিয়া দেখিবার নাহিক সময়।
ন্যায্যান্যায্য বিষয়ের ভাবনায় মনে
দিওনাকো স্থান, আমাদের কার্য্যোপরে
জীবন অথবা মৃত্যু করিছে নির্ভর।
ধর্ম্মবিদ-পক্ষ যদি এ মহা আহবে
বিজয়-লক্ষ্মীকে করে করতল গত,
সগোষ্ঠী কলুষরাম হবে নির্ব্বাসিত।
পতিবংশ-অমঙ্গল প্রতিরোধ করা
পুণ্য বলি মনে গণ্য কর যদি তুমি,
পতির আদেশ তবে শিরোধার্য্য করি,
পালিতে প্রবৃত্ত হও। উপস্থিত, হায়!
অবস্থা যেরূপ, এক পক্ষ উন্মূলিত
হইবে নিশ্চিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম-আলোচনা
বিপত্তি-সময়ে নহে বিবেচ্য বিষয়।

মোহিনী কলহ, বিগ্রহ কিম্বা বাদ-বিসম্বাদ,
অকারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে
না করা বিধেয়; যত দূর জানি আমি,
তোমরা সম্পূর্ণ দোষী; স্বদোষ-স্বীকার
দোষীর কর্ত্তব্য; নহে তাহা অপমান,
বরঞ্চ গৌরব; মনের মহত্ত্বভাব

ঘোষে তায়। ভ্রান্তমতি যত সব নর ;
আপনার ভ্রম কেহ করিলে স্বীকার
তাহাকে কি অপমান বলি কেহ গণে ?
কুটিলা যা কহিলা সত্য, বোন্! হইয়াছে যাহা,
ভাল হোক, মন্দ হোক, ফিরাবার নয়।
এতদূর অগ্রসর হইয়া যদ্যপি,
শত্রু-পক্ষে দেখাইতে হয় পৃষ্ঠদেশ,
কি বলিবে লোকে ? দলভুক্ত-নরগণ
কি ভাবিবে মনে ? সকল জন সম্মুখে
কৃত-অঙ্গীকার, হেন নরাধম কেবা
ভয়ের কারণ দেখি, করে পরিহার।
দাও দোষ শতবার ; কিন্তু অপমান,
ঘোর অপমান, যে কার্য্য করিলে হবে,
প্রশ্রয় সেরূপ কার্য্যে দিওনা কখন।
ঔচিত্য কি অনৌচিত্য কার্য্যের প্রারম্ভে
ভাবিয়া দেখা উচিত। গেছে সে সময়,
এখন যাহাতে হয় সম্ভ্রম, সম্মান
সংরক্ষিত, সেই মত চেষ্টা সমীচীন।
যত যুক্তি তুমি এবে দেখাবে দাদায়,
ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রায় হইবে সকলি।
আমাদের অমঙ্গলে তব অমঙ্গল,
যদি সেই অমঙ্গল তোমার প্রসাদে
হয় নিরাকৃত, নও অল্প লাভবতী
তুমিও তাহাতে। তোমায় যে কার্য্যভার

করেছি অর্পণ, নহে তাহা কৃচ্ছ্র সাধ্য
কিম্বা নহে ধর্ম্ম-বিগর্হিত ; চল, বোন্!
কেন বৃথা দাদার উপরে করি রাগ,
তোমার শরণাপন্না এ দুই বহিনে,
অসময়ে যাবে ছাড়ি ? কি দোষে আমরা
দোষী তোমার নিকটে ? দাদার ভগিনী
এই না মোদের দোষ ? যথা ইচ্ছা চল
আমরা তোমায় করিব অনুগমন।
আশ্রিতে বাঁচাতে হবে, দয়াবতী তুমি,
তোমার দয়ার 'পরে জীবন মরণ
নির্ভরিছে আমাদের,

মোহিনী

শুন তবে, বোন্!
কলুষের জন্য নহে, তোমাদের তরে
হইনু সম্মত ; যে কাজ বলিবে তাহা
করিব স্বেচ্ছায়, কিন্তু মনে যেন থাকে,
অনভ্যস্ত আমি গুরুতর কোন কাজে ;
সহজ যে কাজ থাকে, তাহারই ভার
দিও মোরে, বোন্!

কুটিলা

ভয় নাই, ভয় নাই,
যে কার্য্য তোমায় দিব, কার্য্য বলি তাহা
হইবেনা মনে। দেবী আমোদিনী সনে
আছে পূর্ব্ব-পরিচয়, থাকিবে তথায়
সহচরীরূপে ; যখন যেরূপ ঘটে
তাদের আবাসে, দিবে মাত্র সমাচার ;

যে সংবাদ গোপনিতে বলিবে তোমায়,
সেরূপ সংবাদ নাহি চাহিব জানিতে।
আমরাও দুই বোনে তোমার সহিত
যাইব তথায়, নিবসিব সেই গ্রামে
সামান্য বিপণি খুলি ; উদ্দেশ্য কেবল,
আমরা কে, লোকে যেন না পারে জানিতে।
তোমার কার্য্য তথায়, সংবাদ-বহন ;
কোনরূপ অধর্ম্মের করম কখন
তোমায় করিতে নাহি করিব আদেশ।
বিশ্বাসী-লোক ব্যতীত, এ কাজ অপরে
দিলে, সংঘটিত হবে বিষম বিপদ,
এই আশঙ্কায়, বোন্! তোমাকে লইয়া
করিতেছি এ যাবত পীড়াপীড়ি এত।
যদি বল অকারণে অন্যের বিপদ
আনয়নে সহায়তা করিয়া আপনি
হইবে পাপভাগিনী ; তাহার উত্তরে
এই বলি, আমাদের উদ্দেশ্য তা' নয়।
কোন্ জন আপনার হিত নাহি চায়,
কোন্ জন আপনার বিপদ দেখিলে,
না করে যতন নিবারিতে যথাকালে?
আমাদের যে প্রভুত্ব ছিল এত দিন,
যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারি কারণে
সকলেই চেষ্টা করিতেছে প্রাণপণে।
মনের আনন্দে মহানেতা ধর্ম্মবিদ

থাকুন নির্ব্বিঘ্নে নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত,
আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাহিক তাহাতে।
আমাদের প্রতিপত্তি থাকুক অক্ষয়
ইহাই মোদের আন্তরিক অভিপ্রায়।

জটিলা। বুঝিতেছ সব, বোন্! ইতস্ততঃ আর
করোনা যাইতে; যতই বিলম্ব হবে
বাধা, বিঘ্ন আসি তত হবে ঘনীভূত।
এ দিকে তোমার চিত্ত সতত চঞ্চল,
এখন বলিলে যাহা কিছুক্ষণ পরে
হয়ত তদ্বিপরীত কার্য্যে দিবে মত।
এখনি প্রস্তুত হও; আমরা দু'বোনে
দাদায় এ সুসংবাদ করিয়া প্রদান
আসিতেছি ফিরে; এক সঙ্গে যাব, চল।

চলি গেলা জটিলা কুটিলা দুই বোন
কলুষের সন্নিধানে দিতে এ সংবাদ;
একাকিনী বসি তথা রহিলা মোহিনী।
নানারূপ দুশ্চিন্তার তরঙ্গ উত্তাল
আঘাতিল বারম্বার হৃদয়-সৈকতে।
তরঙ্গ উপরে আসি তরঙ্গ অপর
ভাসাইয়া দিল তার হৃদয়-প্রদেশ।
তরঙ্গাভিঘাতা-হতা চিন্তিলা মোহিনী,
"অদৃষ্টের লিপি, হায়! কে খণ্ডাতে পারে
সখীপদবাচ্যা মহাদেবী আমোদিনী,
তাহারি কিঙ্করী হতে হইল আমায়!

আরো কি অদৃষ্টে আছে বলিব কেমনে !
দিন দিন যত পাইতেছি পরিচয়
কলুষের অন্তরের অন্তর্গত ভাব,
বিদ্বেষ, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, হতাদর তত
বর্দ্ধিত হইছে মনে ; পদশব্দ তার
শুনিলে সুদূর হতে, কাঁপে অন্তর্দ্দেশ।
চুচক্ষে যাহার মুখ হেরিতে না পারি,
তাহারি আদেশ আজ শিরোধার্য্য করি
পালিতে যাইতে হবে। নাহি অন্যোপায়
প্রতিবিধানিতে ! ভেদিনী গিয়াছে চলি,
সে থাকিত যদি, তারে উপলক্ষ করি
লোকালয়-শূন্য কোন গহন কাননে
যাইয়া তাহার সঙ্গে, নিবসি তথায়
স্বকৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি
করিতাম কায়মনে। গিয়াছে সে আশা,
কি আছে এখন ? ভাসিল সকল আশা,
ভাসিলাম আমি ; জীবন, যৌবন, রূপ
ভাসিল সকলি অপমান-পারাবারে।
অহো ! কত আশা, ভরসা বা কতরূপ
আনন্দে বাঁধিয়া বুকে, নাচিতে নাচিতে
হয়েছিনু গৃহের বাহির ! যাত্রাকালে,
পিতৃমাতৃ-অশ্রুধারা—অবিরাম গতি,
একবারো পড়ে নাই মনে, এবে হায় !
তাঁহাদের করুণ রোদন, অশ্রুভরা—

আঁখি-তারা বিভাসিছে অন্তর-নয়নে,
ঝলসিছে অনুতাপ-বিদগ্ধ হৃদয়ে।
যে ভাবে স্বগৃহ হতে হয়েছি বাহির,
পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজনগণ নাম
রসনায় উচ্চারিতে অক্ষম আপনি;
এ জীবনে আমি যে কে সেই পরিচয়
দেওয়ার সকল পথ করিয়াছি রোধ।
কোন্ পাপে পাপী আমি? এখনো কলুষে
করি নাই পতিত্বে বরণ, কিম্বা কলুষিত
করি নাই স্বভাব আপন; তবে কেন
ভয় আসি আক্রমণ করিছে হৃদয়?
সমাজের চক্ষে, নরনারীর নয়নে
নিপতিতা বটে, কিন্তু অন্তরে কোথাও
পাইনা দেখিতে কোন কলঙ্কের রেখা।
না, না, একদিক, কেবল নিজের দিক
সমর্থিতে যায় চেষ্টা করিতে যাহারা,
নিরপেক্ষভাবে তারা দেখে কি স্বদোষ?
যাঁহাদের কৃপাবলে এ ভবভবন
পাইনু দেখিতে, ভুঞ্জিলাম কত সুখ,
যাঁহাদের কৃপাবলে এ দেহ সুন্দর
হইয়াছে বিবর্দ্ধিত, কি দোষে তাঁহারা
দোষী আমার নিকটে? সন্তানের কার্য্য
কি করেছি? কাঁদাইয়া আসিয়াছি চলি।
সমাজের কাছে তাঁহাদের যশ, মান

করিয়াছি খর্ব্ব; ইহাপেক্ষা গুরুতর,
আর কোন্ অপরাধ আছে এ ধরায়?
নিজের অধঃপতন, এই সব পাপে
করিয়াছি আহরণ আপনার হাতে;
তবু কেন, মূঢ় মন! নিজ অপরাধ
কত গুরুতর, তাহা চাস্‌না দেখিতে?
করেছি যে গুরুপাপ, দণ্ড সেই মত
অবশ্য ভোগিতে হবে, তবে কেন ভাবি?
ভাবিয়া কি ফল এবে; এসেছি ডুবিতে,
ডুবিয়াই দেখি; কেন রে আতঙ্ক তুই!
হৃদয়ে প্রবেশ করি, তুলিস্ কাঁপায়ে
ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি—নিঃশেষিত-স্নেহরস।
রে মমতা! ছাড়্ মোরে, তোর যে বন্ধন
কাটিয়া ফেলেছি নিজ হাতে বহুদিন।
বিচ্ছিন্ন-বন্ধন, সংসার-আসক্তি-হীন
কে পারে ধরিতে আর আমায় এখন?
মরিতে বাসনা হয়; এ ঘোর যাতনা,
মৃত্যু বিনা কি উপায়ে হবে প্রশমিত!
কিন্তু ওরে মৃত্যু! স্মৃতিপথে তোর নাম
হইলে উদয়, কোথা হতে ভয় আসি
অধিকার করে এ হৃদয়। তোর কোল
শান্তিময় বলি মনে করি যে কল্পনা,
কার্য্যকালে মিথ্যা বলি হয় প্রমাণিত।
অগ্রসর হতে যত আসি তোর দিকে,

কোথা হতে ভয় আসি সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
ভ্রুভঙ্গী করিয়া হরে মানসিক বল।
পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, যা'লয়ে সংসার
গেছে সব রসাতলে ; বিবেক-আদেশ,
আস্তাকুঁড়ে আবর্জ্জনা ভিতরে তাহাও
ঝাঁটায়ে দিয়াছি ফেলে, কি আছে আমার !
এ সময় জানি, রে কৃতান্ত ! শান্তিময়
তোর কোল ; আমি কিন্তু যাবনা এখন,
এখনও পূরে নাই মনের বাসনা।
চাহিনা রে তোরে ; মোহিনীর সব আশা,
তাহার সকল সাধ মিটেনি এখন।
যতদিন দুর্দ্দশার শেষ-সীমানায়
না পারিবে পৌঁছিতে সে, ততদিন তার
মিটিবে না আশ, তাই সে চাহেনা তোরে।
ধরিবে সে আঁকড়িয়া অসম সাহসে
শেষ-চেষ্টা ; তাহাতেও ব্যর্থ-মনোরথ
হবে যবে, তখনিরে আহ্বানিবে তোরে।
হে দেবেন্দ্র ! সাক্ষী তুমি, চলিলা মোহিনা
আমোদিনী-ধর্ম্মবিদে মোহিতে মায়ায়।
সফলতা, বিফলতা, কিছুই তাহার
নহে প্রার্থনীয়। বিশ্বাস-ঘাতক-পাপে
লিপ্ত যদি হয়. দিও শাস্তি উপযোগী।
পাপ-পথে যদ্যপি সে চলে পুনর্ব্বার
প্রেরিও তাহারে শীঘ্র রৌরব-নরকে।

রাজকন্যা হয়ে যদি দাসীপনা কাজে
নাহি হয় প্রজ্জ্বলিত অনুতাপানল
তাহার হৃদয়ে, বিনীত প্রার্থনা, দেব!
যত সুকঠোর শাস্তি পার বিধানিতে
তাহাই তাহার'পরে করিও প্রচার।
যে কার্য্য করিতে যাই থাক সঙ্গে, দেব!
প্রতি কার্য্যকালে যেন থাকে জাগরূক
এ দুর্ব্বল মনে, সঙ্গে ঘুরিতেছ তুমি।
নাহিক মনের বল, অনাথ সহায়!
যে দিকে যে টানে মোরে যাই সেই দিকে,
দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য; ক্ষুদ্রাবলম্বন
দেখিতাম সম্মুখে যদ্যপি, তাই ধরি
থাকিতাম আঁকড়িয়া, নাহি কিছু কোথা।
হে বঙ্গ-রমণীকুল! হাসিও না কেহ
মোহিনীর দশা দেখি, ভগিনী সকলে
বুঝাইয়া দিও আমার এ পরিণাম।

ইতি বঙ্গানন্দ কাব্যে মোহিনীকলুষয়োঃ কথোপকথনং
নাম চতুর্থঃসর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ ।

"একি কথা শুনি আজ তব মুখে, নাথ !
বুঝিতে না পারি ?" কহে দেবী আমোদিনী,
"কত বন, উপবন, মৃগানুসরণে
করিলে ভ্রমণ ; মৃগ-সন্দর্শন-লাভ
ঘটিল অদৃষ্টে বহু কষ্টে অবশেষে ;
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, ছুটিলে একাকী
তার পিছে । আতঙ্কে বিহ্বল, ক্ষীণপ্রাণ
মৃগ, প্রাণভয়ে পলাইল ঘোর বনে ।
তুমিও ধরিতে তারে, অনুচরগণে
ত্যজি দূরে, জ্ঞানশূন্য দৌড়িলে পশ্চাতে ।
ক্লান্ত দেহে, ম্লানমুখে, আসিয়া পৌছিলে
মহেশ-মন্দিরে ; যথা মহা তপোনিধি
ছিলেন ব্যাপৃত, প্রয়োগিতে বনৌষধি
শরাহত মৃগে । সন্তান-বৎসল তিনি,
বৎসলতা-মহোদধি উথলিল তাঁর,
তোমার বদন হেরি ! সৎপথে যাহাতে
তোমার উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হয় প্রধাবিত
দিলেন তদুপযুক্ত সৎ উপদেশ ।
কহিলেন (প্রিয় শিষ্য ভাবিয়া তোমায়)
ত্যজিতে অপরিত্যজ্যা জায়ায় প্রথমে ;

পরিণয়সূত্রে পরে বাঁধিতে অপরে,
কাটি পূর্ব্ব-পরিণয়-সূত্র বিনাসূত্রে ;
তৃতীয়তঃ, তাঁর দত্ত পরামর্শ মতে
চলি গেলা ভাবী ভার্য্যা স্বচক্ষে দেখিতে
সুদূর কল্যাণগ্রামে ; হইলা পীড়িত,
(পুষ্পধন্বা-শরাঘাতে অথবা কাহার
গুপ্ত সেই কথা, কিম্বা কারণ তাহার)
রমণী-সাহায্যে পাইলা নবজীবন,
সারিল দুর্ব্যাধি। এই সব কষ্টে, শ্রমে,
শারীরিক, মানসিক পীড়ার উদ্বেগে,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি কিম্বা শেমুষী-বিভ্রংশ
হইয়াছে সংঘটিত। তাহা না হইলে
অকারণে কেন হেন নিদারুণ কথা
বাহিরিবে তব মুখে ? কোন্ দোষে দোষী
কহ, দাসী তব পদে ? চলিতেছে সবে
বিবাহের পঞ্চম বৎসর ; দিবানিশি
যথাশক্তি, যথাসাধ্য তোমার সেবায়
নিরতা অধীনা ; সত্য মিথ্যা জান তুমি।
ঘটে নাই মনান্তর দাম্পত্য-জীবনে
কোন দিন, কোনরূপ। অম্লান-বদনে,
যবে যে আদেশ তুমি করেছ আমায়,
পালিয়াছি সেই ক্ষণে। নিজে ইচ্ছা করি
যখন দিয়াছ যাহা, পরম সন্তোষে
করেছি গ্রহণ। বলিয়াছ যা' যখন

দ্বিরুক্তি না করি, করিয়াছি সম্পাদন।
তবে কেন, কোন্ দুঃখে অথবা অভাবে
পড়ি, প্রথমা বনিতা থাকিতে জীবিতা
পুনর্ব্বার পরিণয়ে প্রয়াস প্রকাশি,
অক্ষত দাসীর মন করিছ বিক্ষত।”
আকাশ, পাতাল ভাবি দেব ধর্ম্মবিদ
পড়িলা ফাফরে বড় ; সদুত্তর কিবা
দিবেন জায়ায় নাহি উপজিল মনে।
শেষে করিলেন স্থির ; পতিপ্রাণা নারী
সরল-স্বভাবা অতি ; সত্যকথা বলি
ব্যথিত অন্তরে বৃথা ব্যথা দিয়া কেন
করিবেন নিপীড়িত ? বুধের বচন—
“সত্যকথা কষ্টপ্রদ দেখিবে যথায়,
শ্রুতিমুগ্ধকর, অনৃত বচন তথা
প্রয়োগিলে নাহি পাপ।” এ পন্থা সহজ
মনে মনে ধর্ম্মবিদ করিলেন স্থির ;
লইলেন না বিচারি ইহার আশ্রয়।
ধর্ম্ম-প্রাণ হইলেও অবিবেকিতায়
সদা সমাচ্ছন্ন তাঁর সদ্‌গুণরাশি
অন্তরস্থ। তেজোবল, আমোদে, বিলাসে
ক্ষীণশক্তি ; লক্ষ্যদিকে হইলে ধাবিত
অর্দ্ধপথ না যাইতে হয় রুদ্ধগতি,
নবোৎসাহ বিনা পুনঃ চলিতে অক্ষম।
যে মন অভ্যস্থ বিলাস-অনুধাবনে,

সৎপথে তাহার গতি যাইলে ফিরাতে
সম্মুখে অনেক বাধা হয় উপস্থিত।
বিপদ না থাকিলেও কল্পিত-বিপদ
পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। ভালবাসা
একদিকে ; অন্য দিকে, কর্ত্তব্য ভীষণ
উভয়ে দুদিক হতে ধর্ম্মবিদে ধরি
আরম্ভিলা আকর্ষিতে নিজ নিজ দিকে ;
উভয় সঙ্কটে পড়ি নেতা ধর্ম্মবিদ
গণিলা প্রমাদ মনে, পড়িলা ফাফরে।
শুভ অবসর দেখি কপটতা আসি
অনৃতের পক্ষ অবলম্বিতে তাঁহাকে
করিলা ইঙ্গিত। ভাবিলেন ধর্ম্মবিদ,
কপটতা অনুসরি দেখি কার্য্য করি,
অসফল হই যদি, সত্যের আশ্রয়
গ্রহণ করিব শেষে। "শুন, প্রিয়ে! শুন,"
সম্ভাষিয়া বনিতায় কহিলা নায়ক,
"পুত্র হেতু পরিণয় ; স্ববংশ-বিতান
সন্তানে করিয়া থাকে ; সন্তান সম্ভব,
তবগর্ভে সম্ভাবনাতীত। নরনারী
বহুদর্শী, তোমার সম্বন্ধে এই মত
করেন ঘোষণা ; অবিদিত নহ তুমি।
সংসারী যাঁহারা, তনয়, তনয়াগণে
পরমার্থ ধন বলি করেন গণনা।
মরণান্তে একমাত্র পুত্রই সক্ষম

পুন্নাম-নরক হতে উদ্ধারিতে নরে।
পুত্র-অভিলাষী সবে, স্বর্গ-অভিলাষী
নহে কেবা? ইচ্ছা করি কে ভুঞ্জিতে চায়
নিরয়-যাতনা? নহ অল্প লাভবতী
তুমি নিজে, পিতা যথা মাতাও তেমতি
পুন্নাম নরক হতে হয়েন উদ্ধার।”
“শুনিনু যুকতি তব, শাস্ত্রের বচন।”
কহিলেন দেবী আমোদিনী স্মিত মুখে,
“জিজ্ঞাসি একটী কথা, অবলা বলিয়া
জীবন্মৃত্যু বিষয়ে কি নাথ! সাজে হেন
উৎসাদক উপহাস? চাহিনা ত্রিদিব
এ জীবন অবসানে, এ চিরজীবন
জ্বলিতে যদ্যপি হয় নরক-অনলে।
যাহাকে তোমার ইচ্ছা করিও জিজ্ঞাসা
সপত্নীর জ্বালা কত; সপত্নী-সংসারে
দুঃখ-দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্রই প্রায় যায় দেখা।
কত মুনি, কত যতি, মহর্ষি সন্ন্যাসী
অসংখ্য সাধক, সাধু, সংসার-বিরাগী
পালিছেন যত্নে সুচির-কৌমার্য্য-ব্রত,
পুন্নাম-নরক-যাত্রী তাঁহারা কি সবে?
নিরয়ে নিবাস যদি তাঁদের নিয়তি
আমাদেরো পক্ষে শ্রেয়স্কর সে আশ্রয়।
সাধু সঙ্গে সহবাস শ্লাঘনীয় সদা
কি স্বরগে, কি নরকে। লঘুচেতা লোকে

অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনার স্বার্থ যত
ধার্ম্মিকের কার্য্যাবলী দেখায়ে অংশতঃ,
সমর্থিতে চায় আপনার অভিপ্রায়।
পুন্নাম-নরক নাম শুনিয়া শ্রবণে
পাইতেছ ডর; অন্যান্য নরক যত
তাহাদের মাঝে বুঝি করিতে প্রবেশ
আছে সাহস তোমার। ধর্ম্ম-কর্ম্ম কোথা
এ যাবত তব মুখে তাহাদের নাম
শুনি নাই; মাথা ব্যথা কি হেতু এখন?
দুই জায়া দুই দিকে ধরি দুই হাত
লয়ে যাবে স্বর্গধামে। মন্দ মতলব
নহে এ তোমার; স্বর্গধামের সোপান
বহু উচ্চে অবস্থিত, দুরারোহ অতি;
দুদিকে দুজন যদি উঠিবার কালে
থাকে দুই পার্শ্বে, একে যদি অকস্মাৎ
ছাড়ি দেয় হাত, অপরে অপর দিকে
ধরিয়া থাকিবে; অধঃপতনের ভয়
নাহি পাবে স্থান মনে; এদিকে আবার
একেবারে দুই জনে ছাড়িবে যে হাত
তাহাও সম্ভব নয়; উত্তম যুকতি!
আমি তো অধীনী দাসী, যাহা বুঝাইবে
তাহাই বুঝিব। বিচক্ষণ বুদ্ধি তব,
কেমনে সে বুদ্ধি সনে ক্ষুদ্র বুদ্ধি মম
যুঝিবে একেলা।”

"ক্ষান্ত, ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে!
শুন মোর কথা" কহিলেন ধর্ম্মবিদ,
পৃথক পৃথক কর্ম্ম আছে নির্দ্ধারিত
প্রত্যেক আশ্রমে। কঠিন সংসারাশ্রম;
একদিকে পুত্র, কন্যা, কলত্র, স্বজন,
আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব আছে মুখপানে
চাহি; অন্যদিকে যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনা
ডাকে সংসারীকে; সমদৃষ্টি সব দিকে
রাখিয়া যে জন, সংসারীর ধর্ম্ম যত
করেন পালন, প্রকৃত সংসারী তিনি।
প্রলোভন নানা, হুতাশ্বাস পদে পদে,
সংসারীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়;
প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থার ভিতরে তাঁহারা
নিয়ত করেন বাস। সন্ন্যাসী যাঁহারা
একমাত্র কার্য্যে তাঁরা আসক্ত সতত।
বিদ্বেষ অথবা হিংসা, স্নেহ কিম্বা মায়া,
পাত্রাভাবে স্বল্প; সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে
পারেন থাকিতে; জগতের সর্ব্বজীবে
সমচক্ষে দেখিবার পান অবসর।
সংসারীর চোখে এই সর্ব্বজনীনতা
নাহি হয় স্পষ্ট দৃষ্ট সকল সময়ে।
স্বার্থপরতার বাষ্প মলিনতাময়,
তাঁর চারিদিকে ঘুরিতেছে নিরন্তর,
স্বচ্ছ-দরশন-পথ রাখিতেছে রোধি।

সেই হেতু সংসারী যাঁহারা, অসমতা
দেখেন তাঁহারা প্রতি জীবে অনুক্ষণ।
সূক্ষ্ম ভাবে দেখ যদি এ আশ্রম সম
দ্বিতীয় আশ্রম আর নাহি ভূমণ্ডলে।
প্রকৃত শিক্ষার স্থল এ মহা আশ্রম;
মানব হৃদয়ে সদ্‌-গুণ-রাজি যত
পরিবার কেন্দ্র হতে আত্মীয় বান্ধবে,
তাহাদের হতে পুনঃ অনাত্মীয় জনে,
তৎপরে স্বজাতি, সেই স্বজাতি হইতে,
পৃথিবীস্থ যাবতীয় মানব মণ্ডলী,
তথা হতে জীব মাত্রে, তদূর্দ্ধে ঈশ্বরে
পরিধি কিরিয়া হয় সোহং হংএ মিলিত।
সংসার-আশ্রমে আর সন্ন্যাস-আশ্রমে
কতই প্রভেদ তাহা বুঝি দেখ এবে।
ছিন্ন করেছেন যাঁরা সংসার-বন্ধন,
পুন্নাম নরকাস্তিত্বে তাঁহারা কখন
নাহি করেন বিশ্বাস। সংসার মায়ায়
আবদ্ধ হইয়া যাঁরা করিছেন বাস,
তাঁহাদের জন্য এই নরক রচিত।
সমতুল্য অবস্থায় যাঁরা অবস্থিত
তুলনার যোগ্য তাঁরা, নহে অন্যথায়।
আমোদিনী হইয়াছি সম্মিলিত আমরা দুজনে
পাঁচটী বৎসর মাত্র, কিরূপে বিগত
সন্তান-সম্ভব কাল বুঝিতে না পারি।

মানিলাম সত্য বলি ভারতী তোমার;
কিন্তু কহ মোরে সত্য করি, সুখে দুঃখে
আছে কিনা দম্পতির সম-অধিকার?
নারী বন্ধ্যা যদি, পায়ে ঠেলি পতি তারে
সমর্থ দ্বিতীয় দারা করিতে গ্রহণ;
পতির যদ্যপি ঘটে অবস্থা সেরূপ,
নারী কি বরিতে পারে পতিত্বে অপরে?
আমি বন্ধ্যা তুমি নও এরূপ প্রমাণ
কোথায় পাইলে তুমি বল তা আমায়।
যাহাকে যাইবে তুমি বিবাহ করিতে,
সে যে বন্ধ্যা নহে তাহা কে বলিতে পারে?
নিতান্ত বালিকা নহি, বৃথা এ ছলনা
করিয়া কি ফল? আপনার হিতাহিত
পাগলেও বুঝে কথঞ্চিৎ; মুখাকৃতি
তব প্রকাশিছে কপটতা; কিছু যেন,
ভয়ানক কিছু যেন, করিতেছে রোধ
বাক্য দ্বার; গোপনে কি ফল? গোপনতা
আত্মীয়তা নাশে। স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনে
পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হয় মানব প্রকৃতি।
অবিশ্বাস, অন্তরের আন্তরিক অরি,
বিচ্ছেদ-বৃক্ষের মূল। আপনার মনে
দেখ তুমি ভাবি; অমঙ্গল সুমঙ্গল
ফিরে নিতি নিতি নর পিছে, পরীক্ষিতে
তাহার প্রকৃতি। পর যদি ভাবে মোরে,

আমার কি সাধ্য আছে হইব আপন।
আপনার মন প্রতি কর দৃষ্টিপাত,
তা'হলে সহজে তুমি পারিবে বুঝিতে,
ইচ্ছা থাকিলেও আমি পারি কি তোমায়
ভাবিতে আপন? থাকিতে সরল পথ
ইচ্ছা করি কেন তাহা কর পবিত্যাগ?
আমাকে আপন যদি ভাব তুমি মনে
আমার যাহাতে কষ্ট তাহাতে তোমার।
আমি দাসী, তোমার মঙ্গলে শুভ মোর,
তবে কেন প্রতারণা করিছ আমায়?

ধর্ম্মবিদ মানিলাম ধ্রুবসত্য যুকতি তোমার
কিন্তু ভাবি দেখ মনে ভবিতব্য কেবা
দেখিতে সক্ষম? এই কার্য্যে, এই ফল;
এইরূপ মনে করি কার্য্য করে লোকে।
কত বাধা, কত বিঘ্ন প্রবেশি তাহাতে
অভীষ্ট-সিদ্ধির দ্বার করে প্রতিরোধ,
কখন বা বিপরীত কুফল প্রসবে।
প্রকৃত মানব যিনি তিনি তো কখন,
সে সকল চিন্তা করি কার্য্য-অনুষ্ঠানে
না করেন হেলা। প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানে
বিবাহ দ্বিতীয় বার, এ বিধি সঙ্গত
কেহ না বলিবে। দশা-বিপর্য্যয় হলে
প্রত্যেক বিধির আছে প্রতিষেধ বিধি
ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিতৃপ্তির আশায়

যাইতাম যদি পুনঃ বিবাহ করিতে,
তাহা হলে মহাদোষে হইতাম দোষী।
ক্ষম অপরাধ, প্রিয়ে! সত্য অনুমান
তব; গোপন করেছি নিজ অভিলাষ
ইচ্ছা করি। ভেবেছিনু সত্য যদি বলি
উন্মাদ বলিয়া আমি হব উপেক্ষিত,
অনর্থক মনোকষ্ট জন্মিবে তোমার।
ত্রিকালজ্ঞ তপোধন ধর্ম্মানন্দ ঋষি;
বিপদে পড়িয়া হয়েছিনু উপস্থিত
তাঁহার আশ্রমে। অসার জীবন মম
বৃথা যাইছে চলিয়া; স্বজাতি-উন্নতি
আমার পদের যাহা করণীয় কাজ,
তার দিকে নাহি দৃষ্টি: সম্ভোগে বিলাসে
বৃথা করিতেছি এই জীবন যাপন;
এই মত কথা বলি কত উপদেশ
দিলেন আমাকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে।
অতীত জীবন প্রতি করি দৃষ্টিপাত
দেখিলাম বর্ণে বর্ণে কথা গুলি তাঁর
সত্য; জীবনের প্রতি জন্মিল বিদ্বেষ;
হইলাম প্রতিশ্রুত যে রূপে পারিব,
সাধিব স্বদেশহিত; জীবনের গতি
ফিরাব কর্ত্তব্য পথে। ইহাই এখন
এ ক্ষুদ্র জীবন-ব্রত; সাধিতে এ ব্রত
যদি এ জীবন হয় দেহ-বৃন্ত-চ্যুত,

স্মিত মুখে সহিব তা' প্রতিজ্ঞা আমার।
এখনো হৃদয় মোর কাঁপে থর থরি
মাতৃ-উপদেশ যবে উদে স্মৃতি পথে।
কুপুত্র তাঁহার আমি ; স্তন্যদান কালে
বলিতেন মাতা "আমার শোণিত-ধারা
করিছ শুষিয়া পান ; মনে যেন থাকে,
এ শোণিত দিয়া মম প্রিয় পুত্রগণে
করিও উদ্ধার ; কান্তিমান পুত্র তুমি
হইবে সময়ে, এই কথা সর্ব্বজনে
বলিছে আমায়, অন্যান্য সন্তানগণ
সর্ব্বদা তোমার দ্বারা হইবে চালিত ;
অকৃতি তাহারা, তাহাদের সমুন্নতি,
তোমার উপরে ন্যস্ত রহিল, বাছনি।"
পরে বয়োবৃদ্ধি সহ আত্মীয়-স্বজন
সকল বিদ্যায় মোরে পারদর্শী দেখি,
কতই উল্লাসে তাঁরা কহিতেন মোরে :—
"অসহায় আত্মীয়ের ভরসার স্থল
একমাত্র তুমি, ভুলিও না ভ্রাতৃগণে।"
প্রাণ দিয়া সবে ভাল বাসিতেন মোরে,
এখনো বাসেন তাঁরা ; প্রতিদান কিবা
করিনু তাহার ? মাতৃঋণ, পিতৃঋণ,
আত্মীয় বান্ধব ঋণ, পাসরিয়া সব
বিলাস সাগরে ডুবি কাটাইনু কাল।
সকলের আশা, ভরসা সবার হায় !

ভস্মস্তূপে হইল কি শেষে পরিণত ?
মহামায়া নিদ্রাঘোরে ছিনু অচেতন,
সে মোহ-নিদ্রার মাঝে মহর্ষির স্বর
শুনিয়া উঠিনু জাগি ; ভাবিনু মানসে
জিজ্ঞাসা করিব তাঁরে, ফিরাই কেমনে
এই ব্যর্থ-জীবনের গতি অসংযত।
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবর মনোগত ভাব
বুঝিয়া আদেশ মোরে করিলা সস্নেহে,
আসিবার কালে যবে প্রণমিনু পদে :—
"সুপুত্র তুমি আমার, যাও, বৎস ! যাও,
কল্যাণ-সরসী-তীরে কল্যাণনগরে ;
শক্তি-মহাদেবী-কন্যা নাম সঞ্জীবনী,
তাহাকে দেখিবে তথা, জীবন-সঙ্গিনী,
ভীষণ পরীক্ষা অন্তে হবে সে তোমার ;
তার গর্ভে হবে পুত্র নর কুলোত্তম,
সেই পুত্র দ্বারা হবে উদ্দেশ্য সাধন,
মন প্রাণ খুলি এই কৈনু আশীর্ব্বাদ।"
এ অনুজ্ঞা অনুসরি বিবাহ-প্রস্তাব
করেছিনু সঞ্জীবনী-মাতৃ সন্নিধানে ;
শুনি দেবী সঞ্জীবনী মম অভিপ্রায়
ত্যজিলেন গৃহ ; নানাবিধ কষ্ট সহি
পাইনু তাঁহার দেখা জন্যশূন্য দেশে।
বোধ হয় মোর দুঃখ বুঝিয়া অন্তরে
দিয়াছেন অভিমত বিবাহ-প্রস্তাবে।

তাঁর স্বার্থত্যাগ কথা ভাবি যবে মনে
বিস্ময় ও দুঃখ দোঁহে আসি যুগপৎ
করে মোরে অভিভূত। স্বয়ম্বরা তিনি,
ইচ্ছা করিলেই পারিতেন প্রত্যাখ্যান
করিতে আমায়। আপনি রমণী তুমি,
কত দূর স্বার্থত্যাগ করেছেন তিনি
সহজে বুঝিতে পার। তাঁহাকে দেখিলে,
তাঁহার উদার ভাব স্বচক্ষে হেরিলে
বিস্মিত হইবে তুমি, কহিনু নিশ্চিত।
সারগর্ভ-নীতি এই শুন, আমোদিনি !
তোমার, আমার কিম্বা অপরের প্রাণ,
জাতীয় প্রাণের সহ করিলে তুলনা
সিন্ধুর সমীপে বিন্দুমাত্র জল সম
হইবে প্রতীয়মান। সেই বিন্দু জলে,
যদি সব সিন্ধুজল হয় নিরমল
কেন তাহা না করিব ? কি কাজ জীবনে,
বিপদে পতিত যদি আত্মীয়-স্বজনে
উপকার না করিতে পারিনু সময়ে ?
যত দিন ক্ষুদ্র প্রাণ আছে এই দেহে,
তত দিন স্বজাতির উন্নতি, উত্থান
যত দূর সাধ্য তাহা করিব যতনে ;
এই পণে উৎসর্গিত করেছি জীবন।
ভব-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তুমি সহযাত্রী মম,
এস, স্বার্থ-পরতার ক্ষুদ্র গণ্ডী কাটি

বিশ্বপ্রেম-পারাবারে ভাসিব দুজনে
পাশাপাশি হয়ে; দুর্ব্বল আমরা দোহে,
সংসার-মদিরা পানে উদ্‌ভ্রান্ত-অন্তর,
কখন কি ঘটে এই ভয় করি মনে
সঞ্জীবনী-সহায়তা করেছি প্রার্থনা
মহর্ষি আদেশে। মহাদেবি আমোদিনি!
তোষিতে তোমার মন, তোমারই ভয়ে
যে ছলনা-জাল করেছিনু বিস্তারিত
তোমার সম্মুখে, ভুলে যাও সে সকল
আমার অন্তর প্রতি কর দৃষ্টিপাত;
সুদীর্ঘ বৎসর পঞ্চ দেখিতেছ মোরে,
তোমার অপ্রীতিকর কার্য্য কোন রূপ
করি নাই কোন কালে; যে কার্য্য, উদ্যত
হইছি করিতে, স্বার্থপরতার লেশ
নাহিক তাহাতে; এস তাই ডাকি, প্রিয়ে!
ডাকি সকাতরে, কর সহায়তা দান;
তোমার অপেক্ষা বল পরম আত্মীয়
কে আছে আমার? ভুল অন্য সব কথা,
ভুল আপনাকে, ভুল এই দীন দাসে,
ভুল পৃথিবীর কথা, ভুলে যাও সব,
লক্ষ্যের কথাটী মাত্র করিয়া স্মরণ
ফিরাও জীবন গতি থাকিতে সময়।
যে মহাদেবীর সহায়তা লাভ-আশে
করিয়া প্রাণান্ত-পণ, পাইয়াছি তাঁরে;

এস দুই জনে মিলি তাঁর সঙ্গে থাকি
স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে কাটাই জীবন।

আমোদিনী সঙ্গত প্রস্তাব ইহা, পারি না বুঝিতে
কেন এর জন্য তুমি প্রবঞ্চনা এত
করিতেছ মোর সনে? হেন মূঢ় কেবা
স্বজাতি-মঙ্গল তরে করে না বাসনা?
ক্ষুদ্র প্রাণী আমি, স্বভাবতঃ শক্তিহীনা,
পারি না করিতে কোন কার্য্য গুরুতর
আমি নিজে; তা' বলিয়া কেন যাব, বল,
শুভ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে? না পারে যে,
নাহি শক্তি যার, সাধিতে স্বজাতি শুভ,
সে যদি তাহার হয় অন্তরায়; নর মাঝে,
প্রতি মানব-সমাজে, নাহি তার স্থান।
মাঙ্গলিক কার্য্যে, ঘোরতর পাপী বিনা,
কে কবে যাইয়া থাকে প্রদানিতে বাধা?
যাও, প্রিয়তম! খুলিয়া অন্তর-দেশ
অন্তরঙ্গগণে ডাক, মিলিয়া সকলে
দেশের এ হিতকর কার্য্যে হও ব্রতী;
স্বদেশ হউক রক্ষা, পূর্ণ হোক আশা।
নগণ্যা রমণী আমি, আমার দ্বারায়
কি কার্য্য সাধিত হবে! যাঁহারা তোমায়
এই মহাব্রতে করিবেন সহায়তা,
নিরতা সর্ব্বদা আমি রহিব আপনি
বিনোদিতে তাঁহাদের শ্রমক্লিষ্ট-চিতে।

রমণী, জননী রূপে জনমে জগতে ;
ভূলোক নিবাসী নবনারী সমুদয়
তাঁর স্নেহভাগী। তুমি যদি দেশহিতে
দিতে পার প্রাণ, তোমার দয়িতা হয়ে,
আমি কি অশক্তা হব দিতে এ জীবন
তাঁহাদের সুখ তরে? কখন না ; যাও,
যাও তুমি ; মনে রেখ, যদিও দুর্ব্বলা
আমোদিনী দাসী তব, নহে তার মন
স্বদেশের শুভকার্য্যে উৎসাহ-ঘাতক।
আত্মসুখ, পরমার্থ দ্রোহী বলে সবে ;
পবিত্র দম্পতি-প্রেম বিশুষ্ক নীরস,
বিশ্বপ্রেমে পরিমৃষ্ট না হয় যদ্যপি।
মোক্ষ মার্গ-প্রদর্শক ভগবদ্-ভক্তি,
মলিন তাহাও যদি নহে সুরঞ্জিত
বিশ্বেশ-বাঞ্ছিত শুভ্র-সমবেদনায়।
কি সুখ সে সুখে? যে সুখ, স্বজনমুখ
সুখের হাসিতে পূর্ণ দেখিতে বিমুখ।”

অন্তরে অনন্ত সুখ পাই ধর্ম্মবিদ
চলি গেলা কার্য্যান্তরে ; নিজ কক্ষে গেল
মহাদেবী আমোদিনী আনন্দ-মগনা।
হেথা পার্শ্বগৃহে বসি কিঙ্করী মোহিনী
দম্পতির কথাবার্ত্তা আগ্রহ বিশেষে
শ্রবণ করিতেছিলা। দুর্ম্মতি কলুষ,
ধর্ম্মবিদ-অরি, লক্ষিতে অলক্ষ্যভাবে

অরাতির গতি বিধি প্রেরিয়াছে তারে
ধর্ম্মবিদ-নিকেতনে। খলের স্বভাব
কাহারো উপরে নারে বিশ্বাস স্থাপিতে।
মোহিনীর কার্য্যাবলী করিতে দর্শন,
সময়ে সময়ে তারে দিতে উপদেশ
নীতি-ধর্ম্ম-বিগর্হিত, ফিরাইতে তার
সুমতি কুপথে, প্রেরিয়াছে তার সনে
জটিলা কুটিলা দুই সহোদরাদ্বয়ে।
মোহিনী অবলা বালা, সরল-স্বভাবা,
কূটবুদ্ধি নাহি জানে; নম্রতা, বশ্যতা
দুই গুণে বিভূষিতা; দেখিলে তাহাকে,
শুনিলে তাহার কথা, নাহি হেন কেহ
যে তাহাকে নাহি ভাল বাসিবে অন্তরে।
যে যেরূপ পরামর্শ করে তারে দান,
তাহাতে বিশ্বাসি করে কার্য্য সেই মত;
আপনার বিবেচনা-শক্তির আশ্রয়
লইতে কুণ্ঠিতা অতি; এই মহা দোষে
তাহার স্বভাব-জাত-গুণগ্রাম যত
অঙ্কুর-উদ্‌গম কালে গিয়াছে শুখায়ে।
এই সব গুণাগুণ দেখি মোহিনীতে,
বিস্তারি কৌশল নানা প্রেরিয়াছে তারে
ধর্ম্মনিদালয়ে; কলের পুতুল মত
মোহিনী এখন, নিজের অস্তিত্ব ভুলি
খেলিতেছে, যে প্রকার খেলাইছে তারে।

সরল-স্বভাবা মহাদেবী আমোদিনী
কাতরা মোহিনী দুঃখে; বাল্যসহচরী
ভাবিয়া, তাহার সনে সহচরী ভাবে
করিছেন ব্যবহার; নম্রতা, বশ্যতা
দেখাইয়া মোহিনীও তাঁর ভালবাসা
করিয়াছে লাভ। কলুষের মনস্কাম
পূর্ণপ্রায় এতদিনে; ধর্ম্মবিদালয়ে
যখন যা' ঘটিতেছে, ছদ্মবেশে আসি
জটিলা কুটিলা দোহে যাইছে জানিয়া।
কখনও বা মোহিনী অবসর মত,
তাহাদের গৃহে গিয়া দিতেছে সংবাদ।
গ্রামের একটী প্রান্তে দুইটী ভগিনী
সামান্য বিপণি খুলি করিতেছে বাস
দীনভাবে। যখন যা' ঘটিতেছে গ্রামে
তখনি কলুষরাম পাইছে জানিতে
ইহাদের কাছে।

আপনার কার্য্য সারি
আইলা মোহিনী জানাইতে সমাচার
ভগিনী যুগলে; ঘটেছিল যাহা যাহা,
ধর্ম্মবিদ-আমোদিনী দম্পতি ভিতরে,
আমূল সকল কথা কহিলা প্রকাশি।

জটিলা। নিঃসংশয় তবে মহাদেবী সঞ্জীবনী
পতিপদে ধর্ম্মবিদে করেছে বরণ;
আমাদেরো দেখিতেছি এখন হইতে

আরো বেশী সাবধানে চলা প্রয়োজন।
অতিশয় বুদ্ধিমতী দেবী সঞ্জীবনী,
দেখ যেন আমাদের ভিতরের কথা
ঘুণাক্ষরে তার কাণে করে না প্রবেশ।
আমোদিনী বুদ্ধিহীনা, আত্ম কিম্বা পর
সকলের পরে তার বিশ্বাস সমান ;
কুটিলতা, জটিলতা নাহি পায় স্থান
তার মনে, কাহাকেও নাহি ভাবে পর।
এই মাত্র আমাদের হইতেছে আশা,
সহজে তাহাকে তুমি পারিবে ভুলাতে।
গৃহকর্ত্রী আমোদিনী ; নববধূ আসি
সহসা সে পদে নাহি পারিবে বসিতে।
না পারিবে যত দিন, প্রভুত্ব তোমার
থাকিবে অক্ষুণ্ণ এ সংসারে ততদিন।
এই সময়ের মধ্যে, উদ্দেশ্য সফল
করিয়া লইতে হবে ; নতুবা জানিবে
শত শত বিঘ্ন আসি উদ্দেশ্যের পথে,
নিরোধিবে আমাদের গতি অনুক্ষণ।

মোহিনী যে ধারণা আমোদিনী চরিত্র-বিষয়ে
রহিয়াছে তোমাদের মনে বদ্ধমূল,
ভ্রান্ত তাহা ; আমারও ছিল সে ধারণা ;
আমোদিনী-কার্য্য দেখি বুঝিলাম আজ,
মানব-চরিত্রে জ্ঞান নাহি কিছু মম।
প্রথমে সপত্নী নাম শুনিলা যখন

দেবী আমোদিনী, বিদলিত পুচ্ছদেশ
সুপ্তসিংহী যথা উঠে গরজিয়া ক্রোধে,
তেমতি উঠিলা দেবী গর্জ্জিয়া সরোষে।
কিন্তু হায়! কতক্ষণ, সে ক্রোধের বেগে
উদ্বেলিত হয়েছিল হৃদয় তাহার?
ক্রুদ্ধ, বিস্তারিত ফণা, উত্তোলিত শির
অহিভুক যথা, প্রাপ্তি মাত্র মন্ত্রৌষধি
মস্তক উপরে, আস্তে আস্তে গোটাইয়া লেজ
মাটীতে শুইয়া পড়ে, দেখিনু তেমতি
আজ করিতে দেবীকে। প্রথম আলাপে
যে ভীষণ মূর্ত্তি তিনি ধরিলেন ক্রোধে,
ভেবেছিনু তাহাদের সুচির-বিচ্ছেদ
ঘটিবে অচিরে। কথোপকথন যত
লাগিল চলিতে, ততই বিনম্র ভাব
ধরিলেন দেবী, অবশেষে মন্যু স্থানে
মনস্বিতা দিল দেখা, পতির প্রস্তাবে
সাগ্রহে দিলেন মত। কহিলেন দেবী
সঞ্জীবনী তাঁর গৃহে হইলে আনীতা,
তাঁর উপদেশ নাহি করিবেন হেলা,
কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁরে।
সপত্নীর প্রতি দ্বেষ গেল যে কোথায়,
এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি বুঝিব কেমনে?
তিনে মিলে হবে এক, আশ্চর্য্য ব্যাপার!
মানব মনের গতি বুঝে সাধ্য কার?

কুটিলা তুমি তবে কি করিতে ছিলে সেই খানে ?
তোমার দ্বারায় হেন ক্ষুদ্র উপকার
না হয় সাধিত যদি, বৃথা যত্ন করি
আনিয়াছি তোমাকে হেথায় ; বৈশ্বানর
প্রধূমিত হইতেছে আপনি যেখানে
সামান্য ফুৎকারে কেন জ্বালিলেনা তারে ?
বলিয়াছ আমোদিনী বুদ্ধিহীনা নারী,
সপত্নী-বিদ্বেষ-বীজ হেন অবসরে
রোপিলে তাহার মনে সুফল নিশ্চয়
বিনা কোন পরিশ্রমে ফলিত সময়ে।
সপত্নীর আগমনে, গৃহবিসম্বাদ
বিষময়ে জ্বলিত সংসার ; শুভযোগ
ঠেলিয়াছ পায়ে। উপস্থিত যে উপায়
সমুচিত, শুন তাহা ; চাটুবাদ আদি
যতবিধ অস্ত্র আছে বিমোহিতে চিত,
অলক্ষ্যে সে সবে কর সন্ধান কৌশলে।
ঘুণাক্ষরে যেন তোমার এ কার্য্যবিধি
কেহ না জানিতে পারে। সুগন্ধী, সুরস
চার ফেলিয়া যেমতি, ধূর্ত্ত নরগণ
ক্ষুধাক্লিষ্ট মীনগণে আহ্বানি অলক্ষ্যে,
টোপাবৃত বড়শীতে বিঁধিয়া যতনে
খেলায় মনের সাধে, নাশে অবশেষে
নিরদয় ভাবে প্রাণ ; তুমিও তেমতি
মীনরূপা আমোদিনী দেবীকে ভুলায়ে

তোষামোদ চারে, বিঁধিও সতর্ক ভাবে
প্রতারণা-বড়শীতে। বুঝ যদি শেষে
প্রাণে মারা আবশ্যক, কুণ্ঠিত তাহাতে
হইওনা কোন মতে। শত্রু-নাশ-পাপ
নাহি স্পর্শে নিহন্তায়। যে কার্য্যের ভার
আমাদের অনুনয়ে হইয়া সম্মতা
আসিয়াছ সম্পাদন করিতে এখানে,
ভাল কিম্বা মন্দ তাহা, সে বিচারকাল
হইয়াছে অপগত, করেছ প্রবেশ
কার্য্যে যবে, কর সম্পাদন প্রাণপণে।
মনের দৃঢ়তা চাই প্রতি কার্য্য কালে,
নতুবা সুচারুরূপে কার্য্য ক্ষুদ্রতম
সম্পন্ন না হয়। দুর্ব্বল তোমার মন,
ব্যসনে আসন পাতি বসায়োনা যেন
তাহার উপরে ; নিজ লক্ষ্য স্থির করি
আশে পাশে না চাহিয়া ধাও সেই দিকে।
প্রশস্ত মৃগয়া-ক্ষেত্র সম্মুখে তোমার,
নহে পূর্ণ গাঢ় বনে, সুশাণিত শর
যাহা কিছু প্রয়োজন, আছে অধিকারে ;
স্বল্পায়াসে কার্য্য সিদ্ধি ; এমন সুযোগ
হারাও যদ্যাপি এবে অবহেলা করি,
সকল দোষের ভাগী হবে তুমি নিজে।

মোহিনী কার্য্যটী সহজ যত ভাবিতেছ মনে
নহে তত ; আমোদিনী নহে বুদ্ধিহীনা ;

ওজস্বিতা, মনস্বিতা, চিন্তা-গভীরতা
আছে তা'য় আচ্ছাদিত হাস্য-আবরণে।
বহিরাবরণ, অন্তর-ভাব-দ্যোতক
করিও না মনে ; প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতায়,
তাই তা' সামান্য জনে পায়না দেখিতে।
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য দেখিয়া তাহার
অবলা, সরলা বলি করেছিনু মনে।
গভীর বিষয়ে আজ দেখিনু নূতন,
ধীর স্থির মূর্ত্তি ; তেজস্বী মনীষীগণ
পরাহত বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ-ধী দর্শনে।
চঞ্চল সুবুদ্ধিমানে শঠতা-আনায়ে,
আবদ্ধ করিয়া রাখা সাধ্যায়ত্ত যত
আমোদিনী মত নারীগণে নহে তত।
বাহ্যদৃশ্যে মানবের প্রকৃত স্বভাব
বুঝিয়াছি ভাবে যেই, নির্ব্বোধ সে জন।
অন্য এক অভিনব কথা তব মুখে
শুনিয়া মরমে, দিদি ! পাইনু আঘাত।
আমোদিনী-অপকার করিতে আমায়
বলিছ কি হেতু ! এখানে আসিতে যবে
কহিলা তোমরা মোরে, কোন্ অঙ্গীকারে
বল, হয়েছিনু স্বীকৃতা আসিতে হেথা ?
বারেক স্মরিয়া দেখ ; পড়ে কি তা মনে ?
আমোদিনী গৃহে যাহা হবে সংঘটিত
তাহারি সংবাদ মাত্র করিব জ্ঞাপন ;

ইহা ভিন্ন অন্য কাজ নাহিক আমার।
তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এখন
বুঝিতেছি, আমাকে রাখিয়া পুরোভাগে,
আমার দ্বারায় যত পাপ-অনুষ্ঠান
তোমরা গোপনে থাকি করিবে সাধন।
কিন্তু মনে রেখো, দিদি! মোহিনী কখন
সজ্ঞানে প্রবৃত্তা নাহি হইবে কুকাজে।
এত বলি ক্রোধ ভরে চলিলা মোহিনী
আমোদিনী গৃহ অভিমুখে; ভগ্নীদ্বয়
বিচারিলা মনে মনে, এ শুভ সময়ে
মোহিনীকে হাত ছাড়া করা নহে ভাল;
যেরূপে তাহাকে পারে আনিয়া স্ববশে
উদ্ধারিতে হবে কার্য্য তাহার দ্বারায়।
চলিলা জটিলা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে,
যে দিকে মোহিনী ধাইতেছে দ্রুতবেগে।
মোহিনীব হাত ধরি আনিলা ফিরায়ে
জটিলা; কুটিলা আসি বসিয়া নিকটে
কহিলা সস্নেহ ভাষে ঃ—"আমাদের পরে
কেন, বোন্! কর রাগ? আত্মজন ভাবি
যবে যাহা মনে আসে অসঙ্কোচে বলি।
অপর ভাবিলে, রসনা সংযত করি
কহিতাম কথা। অবশ্যই দোষী মোরা
বলেছি যখন কার্য্য করিতে তোমায়
অঙ্গীকার-বহির্ভূত। কিন্তু তাই বলি

এত রাগ করা, বোন্! হয় কি উচিত?
যে কাজ করিতে তুমি এসেছ এখানে
সেই কার্য্য যথাশক্তি কর সম্পাদন,
তাহাতেই পরিতুষ্ট হইব আমরা।
বিগত বিষয়ে মনে নাহি দিও স্থান,
ভগিনীর অপরাধ করিও মার্জ্জনা।
আমোদিনী-স্বভাবের প্রত্যেক অধ্যায়
নাহি করিয়াছি পাঠ; বর্ণনা তোমার
সত্য যদি, কৃচ্ছ্র সাধ্য সফলতা-লাভ।
কিন্তু তাহা ভাবিবার অবসর কোথা,
কলুষের অভিসন্ধি জটিলতাময়
সকলেই জানে তাহা; সে কথা এখন
না বলাই ভাল; সকলের সুমঙ্গল
যাহাতে সম্ভব, সেই পথ ধরা ভাল।
সাধিতে যে কার্য্য মোরা হয়েছি প্রেরিত
অবশ্য করিতে হবে; আমাদের হিত,
কার্য্যের সাফল্য' পরে করিছে নির্ভর।
আত্মহিত কে না বুঝে? শুভকর্ম্মে বাধা
আছে চিরকাল; না থাকিলে অন্তরায়,
শুভের আদর কেহ করিত কি ভবে?
জিনিসের মূল্য লোকে করে নির্দ্ধারিত
বিপদের তারতম্যে। আমাদের দোষ,
যাহা কিছু দেখিয়াছ, কর তা' মার্জ্জনা।
সমাগত যে সময় এখন আমরা

স্বগৃহ-কলহে যদি হই নিমগন,
আশায় নিরাশ হব ; শুধু তাহা নয়,
আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি
দুর্দ্দশার অন্ধকারে হবে নিমজ্জিত।
সঞ্জীবনী বুদ্ধিমতী, বিবাহ নিশ্চিত,
স্থিরা ও প্রখরা শীঘ্র হইবে মিলিত ;
এ ঘোর সঙ্কটে সবিশেষ সতর্কতা
ধরি কার্য্য না করিলে সকলি বিফল।
আশঙ্কা উদ্যম নাশে, উৎসাহ শকতি
করে হ্রাস ; নিজ গুণ, এই তো, মোহিনি !
দেখাবার উৎকৃষ্ট সুযোগ ; ত্যজ শঙ্কা,
হয়ো না কুণ্ঠিত দেখাইতে নিজ বল।
সকল উদ্যম নহে সমফল প্রসূ,
উদ্যোগী কি সেই জন্য হয় নিরুৎসাহী ?
সফলতা না পাইলে প্রথম উদ্যমে,
করি দেখ চেষ্টা দ্বিতীয়, তৃতীয় বার ;
বারম্বার চেষ্টা কভু হয় না বিফল।
পদে পদে হয় বালক স্খলিত-পদ,
পড়িতে পড়িতে পায় দাঁড়াতে শকতি।

মোহিনী কেন বৃথা এ সকল বলিছ আমায়,
বুঝিতে না পারি ; কুপথে যাব না যবে
কূটনীতি ব্যাখ্যা করি শুনায়ে কি ফল !

কুটিলা কূটনীতি বলি কেন কর হতাদর ;
বিষম সংসার পথ, কোন দিক হতে,

কখন বিপদ আসে কে বলিতে পারে।
যে কার্য্য করিবে বলি আমরা তোমায়
অঙ্গীকার করি আনিয়াছি এইখানে
সে কার্য্য যখন তুমি যাইবে করিতে
কথার যাথার্থ্য মম পারিবে জানিতে।
কিন্তু মনে রাখ, বোন ! নিয়োজিত যারা
তোষিতে অপরে, ঠিক ধর্ম্মপথে থাকা
তাহাদের পক্ষে নহে সম্ভব সতত।
ইহাও জানিও স্থির আকাঙ্ক্ষা যখন
ফল-প্রাপ্তি, উপায়ের বৈধতা উপরে
সদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা বড়ই কঠিন।

মো রক্ষা কর, দিদি ! মোরে, তব বাক্যাবলী
বুঝিতে অক্ষম আমি।

কুটিলা সহজ ভাষায়
শুন তবে বলি, আমরা ভগিনীদ্বয়,
জান ভাল মতে, রাখি না কোন সংস্রব
ধর্ম্মবিদ-আলয় সহিত, মাঝে মাঝে
যাই তথা তোমার সম্পর্কে ; আমোদিনী
উভয়কে দেখিয়াছে কখন কখন
তাহার আলয়ে ; নাহি জানে আমরা কে
ইহাই কেবল জানে তোমার সহিত
আছে মাত্র পরিচয় ; সম্ভবতঃ তাহা
বিপণি-সম্পর্কজাত ; তুমি যে আত্মীয়,
অথবা আমরা তিনে সম্মিলিত হয়ে

আসিয়াছি ধর্ম্মবিদ-অনিষ্ট সাধিতে
ইহা সে জানে না। সন্দেহ নাহি যথায়,
যখন তখন আমাদের কেহ গিয়া
উপযুক্ত উপদেশ আবশ্যক হলে
তোমায় পারিবে দিতে। যে অধর্ম্ম ভয়ে
হইছ অস্থিরা তুমি, কর পরিহার
তাহা, আমরাই দুই বোনে করিব তা'।
নিশ্চয় জানিও আমাদের গতিবিধি
না জন্মায় যতদিন অপরের মনে
সন্দিগ্ধতা কোনরূপ, ততদিন, বোন্!
হেথা অবস্থিতি ভিন্ন অন্য সহায়তা
তোমার সদনে নাহি করিব প্রার্থনা।

মোহিনী বেশ, দিদি! বেশ, আমার যা' বিদ্যা, জ্ঞান
সকলি তোমরা জান; তোমাদের কাজ
তোমরা করিয়া লও; উপবে উপবে
আমি ভাসিয়া বেড়াই। দাসীবৃত্তি কাজে,
কি হেয়, কি অবজ্ঞেয়, যেরূপ আদেশ
করিবেন গৃহকর্ত্রী, দ্বিরুক্তি না করি
পালিব যতনে; তোমরা বলিবে যাহা
একাজ সম্বন্ধে, নির্ব্বাহিব নিরুত্তরে।
কিন্তু তোমাদের কথা অনুযায়ী চলি,
যদ্যপি দেখিতে পাই তাহার ভিতরে
আছে লুক্কায়িত কোন মন্দ মতলব
অমনি আসিব ফিরি মধ্যপথ হতে।

তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে
হইতেছে ভয়, আমাকেই প্রতারিত
করিবে তোমরা, ; তাই, রাখিতেছি বলি,
সঙ্গত আদেশ যাহা করিবে আমায়
যথা সাধ্য পালিব তা' আনন্দ অন্তরে।
স্পষ্ট কথা বলা ভাল, গোপনে কি কাজ,
তোমাদের অনাত্মীয়া, অথবা আত্মীয়া
মধ্যে নাহি গণ্যা ; কখন হইব বলি,
আশায় মানসে বাসা নাহি পারি দিতে।
আমার সম্বন্ধে, মঙ্গল কি অমঙ্গল
উভয় সমান ; তোমাদের পক্ষে দেখ
নহে তাহা ; এ উদ্যমে উদ্দেশ্য বিফল
হয় যদি, তোমাদের ভ্রাতৃ-অনুষ্ঠান
পাইবে আঘাত মূলে ; প্রবল প্রতাপ
তার হবে খর্ব্ব, পূর্ব্ব গর্ব্ব হবে নাশ।
সফলতা লাভ হলে, আনন্দে তোমরা
ভগ্নী দুই জনে, দেখিবে নয়ন ভরি
মহামহিম-মণ্ডিত ভ্রাতৃযশঃ-রবি
উদিয়া বঙ্গীয়াকাশে উজ্জ্বল-প্রভায়
বিভাসিবে দিঙ্মণ্ডল। যেখানে যাইবে
রাজরাজেশ্বরীরূপে হইবে পূজিতা।
অসাফল্যে. তোমাদের ভাগ্যে উপহাস।
সম্পর্ক-বিশূন্যা, তোমাদের লাভালাভে
নাহি কোন লাভ কিম্বা নাহি কোন ক্ষতি।

ভাবীর ভাবনা ভাবি ভয়ে কাঁপে হিয়া ;
ভাবনার অন্ত নাই, কি আর ভাবিব !
কার্য্য করি আকর্ষিব কলুষের মন,
সে ভাবনা মন হতে করেছি বিদায়।
ফেলিয়াছি ছিন্ন করি সংসার বন্ধন,
কেন এ জীবন রাখি, কা'র জন্যেই বা ?
জিজ্ঞাসা করিলে সে কথার প্রত্যুত্তর
দিতে নাহি পারে মন। পাপ-প্রায়শ্চিত্ত
বোধ হয় এখনও হয় নাই শেষ।
তা' হইত যদি, আশাশূন্য এ জীবন
অবশ্য মরিতে নাহি হইত কুণ্ঠিত।
মনের স্থিরতা নাই ; কভু কভু ভাবি
ইচ্ছা মৃত্যু হত যদি, সাদরে তাহাকে
প্রসারি দুবাহু করিতাম আলিঙ্গন।
পিতৃগৃহে ছিনু যবে ; কষ্ট, দুর্ভাবনা
বলি কোন বস্তু আছে, ছিল অজানিত।
কুক্ষণে, অদৃষ্ট দোষে, জানিনা কি পাপে
পড়িলাম কলুষের নয়ন সম্মুখে।
পিচ্ছিল পাপের পথ, স্খলিত-চরণ
বারেক যদ্যপি হয়, নিম্ন দিকে ক্রমে
আপনি সরিতে থাকে ; বিমোহিতে মোরে
বিমোহিনী-শক্তি বিস্তারিল ভ্রাতা তব ;
হইনু বিমুগ্ধ তায়, ভাবিলাম মনে,
এমন সুন্দর মূর্ত্তি দুর্লভ ধরায় ;

যে নারী এমন নরে পতিরূপে পায়
ধন্য তায় নারীজন্ম, সেই পুণ্যবতী।
আশার ছলনে, হায়! কল্পনা-আকাশে
কত যে বাঁধিনু গৃহ কতরূপ সাজে,
সে কথা বলিতে গেলে রুদ্ধ করে লাজে
স্বর-স্রোত, দংশে অনুতাপ-আশীবিষে।
ভাবিলাম মনে মনে বিধাতা পুরুষ
দেখাইতে আপনার নির্ম্মাণ-কৌশল
গড়িয়াছে হেনরূপ; কভু কি সম্ভবে
পুণ্যের অভাব এই বরবপু মাঝে?
কি মধুর স্বর! প্রথমে শুনিনু যবে
মনে হল যেন সুদূর নিকুঞ্জ বনে,
কল্ কল্ নিনাদিনী স্রোতস্বিনী তীরে,
প্রকৃতির শান্তিময় কোলে বসি কেহ
বাজাইছে বীণা তান-লয় সমন্বিত।
শুনিলে ডম্বরুধ্বনি ত্যজিয়া বিবর
আসে সাপুড়িয়া কাছে বাহিরিয়া অহি,
মন্ত্র পড়ি সাপুড়িয়া নিক্ষেপিয়া ধূলি
হরে দরশন শক্তি, ভাঙ্গে বিষদাঁত
পুরে ঝাঁপির ভিতরে, দেয় অল্পাহার,
দিনে দিনে তেজ তার হরে এই রূপে;
অবশেষে করায়ত্ত হয় যে সময়,
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে খেলায়ে তাহাকে
সাধে নিজ অভিপ্রায়; সেই মত দশা,

(স্মরিলে হৃদয় ফাটে, অভাগিনী আমি !)
ঘটিয়াছে মোর ভালে আপনার দোষে।
কুক্ষণে শুনিনু, হায় ! শুনিনু কুক্ষণে
কলুষরামের সেই সুস্বর-লহরী।
স্বর্গীয় পীযুষ ধারা বুঝি সেই স্বরে
ছিল রে মাখান ; অথবা আমার কাণে
বোধ হল সেইমত ; না বলি কাহাকে,
ত্যজি লাজ, পরিহরি গৃহ, পিতা, মাতা,
আইনু তাহার পার্শ্বে, রূপরঙ্গে
অন্ধ আঁখিতারা ; ধরিল আমাকে পাপী,
ভাঙ্গিল জ্ঞান-দশন, গৃহ-কারাগারে
পুরিল আমাকে ; এখন, এখন, হায় !
দ্বারে দ্বারে খেলাইয়া হতভাগিনীকে
করিতেছে আপনার উদ্দেশ্য-সাধন।
যে কার্য্য সাধিতে হেথা হয়েছি প্রেরিত,
যদ্যপি সে কার্য্যে নাহি লাভ সফলতা
কি দুঃসহ দুঃখ-ভার ভবিষ্যজীবনে
সহিতে হবে আমায়, স্মরিলে সে কথা
দুরু দুরু করি কাঁপিয়া উঠে অন্তর।
সংসারে যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন
চারিদিক শূন্যময় ; নিরাশা দুর্ব্বার
ভ্রুকুটী-ভীষণ-দৃষ্টি করিয়া বিস্তার
চাহিছে আমার পানে ; তোমরাই, বোন্ !
এ সঙ্কটে একমাত্র আমার ভরসা।

হতভাগিনীর জীবন-মরণ-কাঠি
তোমাদের হাতে।

জটিলা কি ভয় তোমার, বোন্!
আমরা থাকিতে? হতাশে, নিরাশে কেন,
অন্তরে দিতেছ ঠাঁই? সমপরিমাণে
দায়ী আমরা সকলে; বিঘ্ন যদি ঘটে
একেলা তোমার নাহি হইবে বিপদ,
আমরাও সেই সঙ্গে রহিব জড়িত।
একাকিনী দাদা যদি একার্য্য সাধনে
পাঠাইয়া দিতেন তোমায়, দোষী তিনি
হইতেন ন্যায় মতে। কার্য্য গুরুতর,
এই ভাবি আমা দোঁহে অনুনয় করি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া এ অররুপুরে
সাহায্য করিতে ঘোর বিপদে তোমায়।
বৃথা তুমি স্থান দিয়া কুভাবে মানসে
নিপীড়িছ আপনাকে; তাঁর নিন্দাবাদ
অসাক্ষাতে তব মুখে না শুনায় ভাল।
বলিতেছ তুমি, মিথ্যা প্রলোভনে দাদা
করেছেন গৃহ হতে বাহির তোমায়।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ যদি হয় কোন জন,
কার সাধ্য আছে করায় তাহাকে কাজ
অনিচ্ছায়? ক্ষুদ্রমনা তুমি; বাহ্যাকৃতি
দেখি বল ভুলে কয়জন? আমি ভুলি,
সে দোষ আমার, অন্যে কেন দিব দোষ?

নীচ মন আপন দৌর্ব্বল্যে দৃষ্টিহীন।
একে অন্যে দেখি যদি হয় আত্মহারা,
কে তাহার জন্য দায়ী? একাত্মা, দম্পতি;
উভয়ের সুখ দুঃখ দেখিবে উভয়ে।
নিষ্কণ্টক করিবারে নিজ সুখপথ,
হেথা অবস্থিতি তব; তিনিও ওদিকে
ধর্ম্মবিদ-অমঙ্গল সাধন-মানসে
নবোপায়-নির্ব্বাচনে আছেন নিরত।
বৃথা দোষ, দেবি! তাঁরে; পতি নিন্দা করি
কেন অধোগতি পথে হও অগ্রসর।

কুটিলা ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, মোহিনি! পতিনিন্দা মহাপাপ;
বাসিলে না লাজ মনে অর্পিতে স্বদোষ
অপরের শিরে? প্রশান্ত নদীর বক্ষ
পাড়ি দিয়া কেন, কিনারা নিকটে আসি
ডুবাইতে চাও তরি? স্ববৃত্তি ভুলিয়া
কেন এই দাসীবৃত্তি? কেন দিলে বল,
জলাঞ্জলি নিজ সুখে? এত কষ্টভোগ
আসিলে করিতে কেন? কার রূপে গুণে
বিমুগ্ধ আমরা, সহিতেছি কষ্ট এত?
বিদেশে বান্ধবহীন অমিত্র নগরে,
করিতেছি বাস সদা শঙ্কিত হৃদয়ে,
তার কিনা এই পরিণাম, পুরস্কার?
যখন যা' বলিতেছ প্রাণ দিয়া মোরা
করিতেছি, কিন্তু পাইনু না তব মন।

পতি নিন্দা পদে পদে, শুধু পতি কেন ?
পতির আত্মীয়বর্গ যে আছে যেখানে
লভিছে সকলে সমভাবে তিরস্কার।

মোহিনী কোথা পতি, কেবা পতি; কারে বল পতি ?
পতি যদি ঘটিত এ ভালে, এ দুর্গতি
তবে, হয় কি আমার ? আমি ত তাঁহাকে
পতি বলি কোন দিন করি সম্ভাষণ
করি নাই দূষিত রসনা। একদিন
জীবনের সেই এক বিষম দুর্দ্দিনে,
পত্নী পদে অভিষিক্ত হব মনে করি,
করেছিনু বড় আশা ; সে আশা-কুহকে
গৃহ হতে অলক্ষিতে হইনু বাহির।
পতি কি তিনি আমার ? কি সম্পর্কে পতি ?
পতি-উপযোগী কাজ করিলেন কবে ?
দিয়াছেন আশা বটে কোন একদিন,
তাঁর পত্নী হব আমি, কিন্তু ব্যবহারে
খুঁজিয়া না পাই তার কোন নিদর্শন।
পিতৃগৃহ ত্যজি যবে তাঁহার সহিত
আসিনু তাঁহার বাটী, রুদ্ধ কারাগারে
হইনু তখনি ; মিষ্ট কথা, শিষ্টাচার
উধাও হইয়া গেল। সেদিন হইতে
বন্দিনী দশায় যাপিতেছি এ জীবন।

জটিলা সংবৃত কর রসনা ; ক্রোধে কিম্বা শোকে
কল্পনায় আনি মনে হারায়োনা জ্ঞান।

উন্মাদের মত যাহা আসিছে জিহ্বায়
বকিয়া যাইছ, হিতাহিত জ্ঞানহারা।
তোমায় দেখিয়া দাদা পাগলের মত,
ঘুরিয়াছিলেন কত তোমার পশ্চাতে ;
পুরুষ-স্বভাব ইহা, যৌবন-উষায়
অনেকেই এইরূপ করিয়া বেড়ায়।
কিন্তু জ্ঞানশূন্য তিনি হয়ে একেবারে,
হন নাই কর্ত্তব্য বিচ্যুত, সাক্ষী তুমি।
সতীত্ব উপরে তব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি
করেছেন ব্যবহার তোমার সহিত।
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মন না মিলিলে
দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ কখন
হইতে না পারে, উপযুক্ত পাত্রী কিনা
তুমি তাঁর, পরীক্ষিতে কাণ্ড এ সকল।
যদ্যপি তাঁহার প্রতি বীত-অনুরাগ
জনমিয়া থাকে মনে, প্রকাশিয়া বল,
জানাইয়া তাঁহাকে তোমার মনোভাব
আনাইয়া অনুমতি করিব বিদায়
এ কার্য্য হইতে ; তখন স্বাধীনভাবে
যথা অভিরুচি হবে করিও গমন।
ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র নহেন অগ্রজ
এ কথা নিশ্চয় তুমি পারিছ বুঝিতে ;
তোমার উপরে তাঁর অটল বিশ্বাস
না হইত যদি, হেন গুরুতর কাজ,

—যে কাজে নির্ভর করে জীবন-মরণ,
যে কাজে জাতীয় সমুন্নতি অধোগতি
রহিয়াছে অবস্থিত ; জীবনের আশা,
ভরসা সকলি নির্ভরিছে যেই কাজে—
কখন না সাধিতেন করিতে তোমায়।
শুনি জটিলার কথা, রহিলা মোহিনী
মৌনভাবে, দেখিলা ভাবিয়া মনে মনে,
আসিয়াছে বহুদূর দুরিতের পথে ;
ফিরিবার উপায় কোথায় ? পিতৃগৃহে
না পারিবে করিতে প্রবেশ, কলঙ্কিনী
বলি যত বাল্য-সখীগণ, উপহাসে
সম্ভাষিবে তারে ; নাহি করিবে বরণ
কেহ তারে পত্নীপদে ; আত্মীয়-স্বজন
দেখিলে তাহাকে করিবে না বাক্যালাপ,
রহিবে অধোবদনে ঘৃণায়, লজ্জায়।
কোথায় যাইবে তবে ? দেশত্যাগ করা
শ্রেয়স্কর ; তাহাই বা সম্ভবে কিরূপে ?
ঘরের বাহির যায় নাই কোন দিন,
কেমনে সে একাকিনী এ ভরা যৌবনে,
তরঙ্গ-সঙ্কুল ঘোর সংসার-অর্ণবে
দিবে ঝাঁপ, কেমনে সতীত্ব-মহাধনে
বাঁচায়ে রাখিবে তস্করের হাত হতে ?
চারিদিক বিচিন্তিয়া দেখিলা মোহিনী,
এ সকলে রাগাইয়া নাহি কোন ফল,

যাহা তার মনে আছে, আসিলে সময়
কাহাকেও না বলিয়া করিবে আপনি।
এই ভাবি জটিলা কুটিলা দুই বোনে
সম্ভাষিয়া কহিতে লাগিলা মৃদুস্বরে ঃ—
"দুঃখিনীর অপরাধ ক্ষমা কর, বোন্!
হতাশ্বাসে মন যবে হয় আলোড়িত,
স্থিরতা তাহার কোথা! অস্থির হৃদয়,
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য; শুভ কি অশুভ
কিছুই বুঝেনা। এসেছিনু যবে হেথা,
ভেবেছিনু ধর্ম্মবিদ-আমোদিনী মন,
সত্বর সক্ষমা হব মজাতে আমাতে।
আমায় দেখিয়া আমোদিনী আমোদিনী;
হাসি হাসি কত কথা কহিলা আদরে,
দেখিয়া শুনিয়া মোর হইল প্রতীতি
স্থিরতা, দৃঢ়তা, গভীরতা আদি গুণ
বিবর্জ্জিতা আমোদিনী; যে জলে শফরী
হেলিয়া দুলিয়া লাফাইয়া নাচি নাচি
খেলিয়া বেড়ায়, গভীরতা নাহি তথা;
সুবৃহৎ মীন-কুল সে জলে কখন,
নাহি পারে নিবসিতে। স্বপ্ন অগোচর,
শুনিলে কেহই নাহি করিবে প্রত্যয়,
সে জলের গভীরতা নহে পরিমেয়!
বিলাসের হাবভাব ক্রীড়িছে উপরে
সুগভীর চিন্তামীন নিবসে ভিতরে,

অতল জলধি তলে সাড়াশব্দহীন।
আমোদিনী সনে মোর পরিচয় যত
হইতেছে ক্রমে বিবর্দ্ধিত, অমূলক
বুঝিতেছি মনের ধারণা ; ক্ষীণ-চিত্ত-জাত
নহে তার হাসি ; সুধামাখা সুবিমল
সেই হাসি স্বীয় আত্ম-প্রসাদ-সম্ভূত,
অতল, হৃদয়স্পর্শী ; পবিত্রতা করে
করিতেছে ঝলমল। দেখি ধর্ম্মবিদে
অবিতৃপ্ত দৃষ্টিপাতে আমার সুরূপ
করিছেন নিরীক্ষণ, ভেবেছিনু মনে
বশ্যতা-আনায়ে সত্বর আবদ্ধ তাঁরে
পারিব করিতে ; ফল কিন্তু বিপরীত
দাঁড়াইল শেষে ; নহে তার দৃষ্টিপাত
আমার সুরূপ প্রতি ; জানিতে স্বরূপ
হানিতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিতে আমার
সুরূপ-শোভিত অন্তরের অন্তস্তল।

জটিলা কুটিলা। ন্যায়ানুমোদিত এই বচন তোমার,
শুনিয়া পাইনু প্রীতি ; ভাবি দেখ, বোন্!
মানবে কি সব কার্য্যে অভিমত ফল
পায় কভু ? সব কার্য্যে সফলতা যদি
পাইত সকলে, এ ভীষণ দুঃখ স্রোত,
ধরায় প্রতিনিয়ত বহিতেছে যাহা
খরতর বেগে, হতো প্রতিরুদ্ধগতি।
কত শত কার্য্যে প্রতিদিন শত শত,

হইতেছে আশা ভঙ্গ ; দুর্ব্বল প্রকৃতি
তাহা দেখি নিজ কার্য্যে হয় ভগ্নোদ্যম।
যত বাধা বিঘ্ন আসে, পূর্ণোৎসাহে যাঁরা
সেই সব অতিক্রমি উদ্দেশ্যাভিমুখে
হন প্রধাবিত, প্রকৃত মহাত্মা তাঁরা।
শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র-রাজি সমীরণ বেগে
হয় বৃন্তচ্যুত, সজীব পত্রকলাপ
আনন্দে নাচিতে থাকে সেই দৃশ্য দেখি।
ধৈর্য্য ধর, বোন্! ধৈর্য্য বিনা কোন কার্য্য
হয় না কখন। স্থির করি নিজ মন
যাও কাজে, একবারে না হও সফল,
চেষ্টা কর পুনরায়, দ্বিতীয়েও যদি
হও ব্যর্থ মনোরথ, সমান সামর্থ্য
দেখাও তৃতীয় বারে, যতবার পড়
উঠ ততবার, শক্তি উত্থানে পতনে ;
চেষ্টাহীনতায় নহে। আমাদের হতে
যতটুকু সহায়তা আবশ্যক তব
না চাহিতে পাবে। নিশ্চেষ্ট ভাবে আমরা
নাহি কাটাইব কাল। সহজে যাহাতে
তোমার গন্তব্য পথ হয় পরিষ্কার,
সে দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকিবে সতত।
ধর্ম্মবিদ-আমোদিনী-রণে পৃষ্ঠদেশ,
হইতেছে দেখাইতে কি ক্ষতি তাহাতে ?
আবার সমরাঙ্গণে নব শক্রবেশে

হও তুমি উপস্থিত ; পর যোদ্ধৃবেশ,
যুঝ পুনঃ শত্রু সনে, জয় পরাজয়
কোন্ যুদ্ধে নাই বল ? যা' ঘটে ঘটুক,
ভুলিওনা নিজ কাজ ; চেষ্টা অবিরাম
অবশ্য সুফল আনি দিবে তব হাতে
একদিন ; কতদিনে আসিবে সে দিন
কে পারে বলিতে ? দুর্ব্বল হৃদয়ে, বাঁধে
বাসা দুর্ভাবনা, সুস্থিরে থাকিবে বলি।
স্থিরা স্রোতস্বতী বক্ষে তৃণক্ষুদ্রকায়
দাঁড়াইয়া করে পদাঘাত ; পড়ে যবে
উত্তাল তরঙ্গে, ভাসাইয়া তরঙ্গিণী
লয়ে যায় তারে, যথা তার অভিরুচি।
যাও, বোন্! যাও, গৃহে. ত্যজ দুর্ভাবনা,
যখন যা' ঘটে, আসি করিও জ্ঞাপন,
অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা উচিত
তোমায় বলিয়া দিব। আমরা থাকিতে,
আমাদের জীবন থাকিতে, কোন ভয়ে
দিওনা ঢুকিতে তব অন্তর-ভবনে।
বিদায় লইয়া দুই ভগ্নী সন্নিধানে
আইলা মোহিনী গৃহে ; লাগিলা চিন্তিতে
ইহাদের মনোভাব নারিনু বুঝিতে।
একবার বলে অঙ্গীকার কোন মতে
করিবেনা ভঙ্গ ; কিন্তু কথায়-বার্ত্তায়
ঠিক তার বিপরীত দেয় উপদেশ।

সংবাদ-বহন ভিন্ন কার্য্য কোনরূপ
নাহি করিব এখানে, এই প্রতিজ্ঞায়
আবদ্ধ হইলে এই পিশাচিনীদ্বয়,
আসিতে সম্মত হয়েছিলাম এখানে।
এ কথাও বলেছিনু আসিবার কালে,
যে সংবাদ দিলে আমোদিনীর অশুভ
সংঘটিত হইবার থাকিবে সম্ভব,
সেরূপ সংবাদ নাহি করিব বহন।
তাহাতে স্বীকৃতা হয়েছিল দুইজনে,
আমিও তাদের বাক্যে করিয়া বিশ্বাস
আসিলাম হেথা ; এখন কি কথা বলে ?
আমোদিনী অপকার যা' কিছু সম্ভব,
আমার দ্বারায় তাহা চায় করাইতে ;
বৃথা তর্ক ইহাদের সহিত এখন ;
প্রতিবাদ যত বেশী যাইব করিতে
মনান্তর তত বেশী হইবে নিশ্চিত।
এখন অবধি যখন বলিবে যাহা,
শুনিব শ্রবণে করিব না প্রতিবাদ।
বৃথা তর্ক করি কেন শত্রুতা-অনল
প্রজ্জ্বলিত করি আপন অন্তর দেশে,
আপনি পুড়িয়া মরি তীব্র অন্তর্দাহে ?

ইতি বঙ্গানন্দকাব্যে মোহিনী জটিলা কুটিলানাং পরস্পরমন্ত্রণং
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

অন্তর-যাতনা-অন্তর্হিতা আমোদিনী
গেলা যবে চলি ; নিরজনে ধর্ম্মবিদ
—অনুতাপ-অনুবিদ্ধ-মরম প্রদেশ—
লাগিলা চিন্তিতে :—"যে বিষম দুর্ভাবনা
বিদগ্ধ করিতেছিল এতদিন ধরি ;
আমোদিনী দেবীর সম্মতি করি লাভ,
ভাবিলাম মনে, হ'ল বুঝি নির্ব্বাপিত।
কিন্তু হায়! শান্তি কোথা! অন্তর মাঝারে
অন্বেষিয়া তারে, কেন পাই না এখন ?
কোথা শান্তি! কে বলিয়া দিবে? কোথা শান্তি!
মনেই উদ্ভব তা'র, মনেই বিলয়,
তবে কেন পাইছি না খুঁজিয়া তাহাকে ?
সত্য বটে মানি মহাদেবী আমোদিনী
করিলা অমার্জ্জনীয় দোষের মার্জ্জনা
আমার কি লাভ হলো, কি লাভ আমার ?
যে অশান্তি ছিল মনে রহিল তাহাই।
করিয়াছে আমোদিনী স্বকার্য্য সাধন,
কি লাভ তাহাতে মম ? সতী-শিরোমণি
বিনোদিতে পতি-চিত্ত দিলা বলিদান
নিজ জীবনের সুখ আজীবন মত।

বিমান-বিসর্পী অক্ষয় কীর্ত্তির ধ্বজা
প্রোথিলা জগতীতলে। আমার কি লাভ?
ধর্ম্মমার্গ-অনুগামী-কর্ম্ম-সম্পাদনে
উপজে যে শান্তি মনে, সে শান্তি কোথায়?
কোন্ জন না আকাঙ্ক্ষে স্বদেশ-মঙ্গল?
স্বদেশ-সেবক যিনি তাহার উচিত
প্রাণপণ করি সেই কার্য্য প্রিয়তম
নিজ স্বার্থ ত্যজি করিবেন সম্পাদন।
কিন্তু যে মহাপাতকী সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়
অপরের মহানিষ্ট সাধিয়া প্রথমে
নিজ পদোচিত কার্য্যে করে অবহেলা,
অবশেষে নানা বিঘ্ন দেখিয়া তাহাতে,
বাধ্য হয়ে পূর্ব্ব-ত্যক্ত কার্য্য প্রতি ধায়
সে কি কভু শান্তি-মুখ করে দরশন?
যে মৃত্তিকা 'পরে দাঁড়াইয়া এত দিন
প্রবোধিতেছিনু মনে; নিম্ন দিকে, হায়!
এখন যতই করিতেছি দৃষ্টিপাত
দেখিতে পাইছি তাহা নহে সুকঠিন
কিম্বা নহে ভারসহ; পরীক্ষিয়া দেখি
নহে অন্য কিছু তাহা, নদী-গর্ভস্থিত,
চোরা বালুকার চড়া। চরণ-পরশে
কঠিন মৃত্তিকা বলি হয় অনুমান
ভর দিয়া গেলে কিন্তু দাঁড়াতে উপরে
অমনি সরিয়া পড়ে। ভেবেছিনু মনে

একের অনিষ্টে যথা দশে উপকৃত,
সেরূপ অনিষ্টপাতে নাহি কোন পাপ।
নিজের সম্বন্ধে বটে এ কথা সঙ্গত,
অপরের বেলা কিন্তু এরূপ ধারণা
সঙ্গত বলিয়া কেহ নাহি দেয় মত।
নিরপরাধিনী সতী দেবী আমোদিনী,
সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নাহি করিয়া জিজ্ঞাসা
তার চির-সুখ-শান্তি বিনাশিতে মম
আছে কোন্ অধিকার? জগদেকপতি!
অসময়ে অসহায় অভাগা সন্তানে
দাও দেখা একবার। হে মুনিসত্তম!
কোন্ প্রহেলিকা আনি ধরিয়া সম্মুখে
ভুলাইলে, কহ দীন অনুগত দাসে?
কিছুই বুঝিতে নারি। দেবি আমোদিনি!
কোন্ প্রাণে তোমার ঐ সুকোমল প্রাণে
করিলাম বজ্রাঘাত? হাসিতে হাসিতে,
ফুটাইয়া হাসি দুর্ভাগা পতির মুখে,
কাঁদিবার অবসর দিয়া গেলে তারে?
যাবার সময় যে সুচারু হাসি মুখ
দেখাইয়া মোরে তুমি মাগিলে বিদায়,
যতই মানস চক্ষে হইছে উদয়
বিবেকে বিদগ্ধ তত করিছে অন্তর।
সমাজ-নায়ক আমি, সমাজ-মঙ্গল
ন্যস্ত মম স্কন্ধোপরে; নায়কের কাজ,

যুগান্ত-ব্যাপিকা-মোহনিদ্রা-অবসানে
দেখাইতে অগ্রসর হইনু যখন,
আপনার কৃতিত্বের পরিচয় ভাল
দেখাইনু সূত্রপাতে। আমার পশ্চাতে,
আমার দৃষ্টান্ত দেখি অনুচরগণ
চলে যদি, তবেই সমাজে সুমঙ্গল
অচিরে হইবে দেখিতেছি প্রতিষ্ঠিত!
সমাজ-নায়ক, ধর্ম্মবলে বলীয়ান
না হয় যদ্যপি, কে করে শ্রদ্ধা তাহাকে?
সাধারণ সন্নিধানে ভকতি সম্মান,
সুচরিত্রবান লোকে পায় অনায়াসে;
আপন চরিত্রবলে অপরের মন
আকর্ষিতে পারে যেই, ধন্য সেই জন।
সমাজের নেতা যিনি, চরিত্র তাঁহার
যদি সেই আকর্ষণী-শক্তি হয় হীন,
কে করিবে শ্রদ্ধা তাঁরে অথবা ভকতি?
আনত মস্তকে কেবা তাঁহার আদেশ
জীবনের মহামন্ত্র বলিয়া জপিবে?
করিয়াছি অপকর্ম্ম ফিরিবার নয়,
কেন তার জন্য এত ভাবিয়া ভাবিয়া
আপনাকে দেই কষ্ট, কর্ত্তব্য-করমে
করি অবহেলা? মানব দুর্ব্বল জীব,
কে বলিতে পারে আমি জীবনে কখন
হই নাই, জ্ঞান সত্ত্বে, কর্ত্তব্য-বিচ্যুত?

নিক্ষিপ্ত হইলে কোন পাপে একবার
কে না উঠে, কে না চেষ্টা করে বারম্বার
উপরে উঠিতে ? শুনিয়াছি লোকমুখে,
নিজেও স্বচক্ষে করিয়াছি অধ্যয়ন
কত শত শাস্ত্র গ্রন্থে, কত পাপীলোকে
চিরাভ্যস্ত পাপ-পথ করি পরিহার
জগতে স্বনাম-ধন্য-পুরুষ আখ্যায়
হয়েছেন সমাদৃত। আমিও যদ্যপি
এখন হইতে তাঁহাদের পদচিহ্ন
অনুসরি চলি ; না হই তাঁদের মত,
তবুও ধর্ম্মের পথে পারি ফিরাইতে
জীবনের গতি। হতাশ্বাসে, মনস্তাপে
জীবন এরূপে যদি করি অতিগত,
শুভকার্য্য আমাদ্বারা হবে কি কখন ?
বুঝি সব, দেখিতেছি সুপথ সম্মুখে ;
তবে কেন মন, বৃথা করিয়া ক্রন্দন
অমূল্য সময়ে করে অকাজে যাপন ?
কি করিতে কি করিনু পারিনা বুঝিতে,
প্রবোধ কাহাকে দিব, ? কে শুনে প্রবোধ ?
এস তুমি আমোদিনি ! দেখ মোর দশা,
দাও মোরে উপদেশ, বল, কি করিলে
এই মহাপাপ হতে পাই অব্যাহতি।
না, না, কাজ নাই ; এ দশায় তুমি মোরে
দেখিবে যখন, প্রাণান্ত করিয়া পণ

সান্ত্বনিতে মোরে তুমি করিবে যতন,
হিতে বিপরীত ফলিবে তাহার ফল।
যতোধিক যত্ন তুমি করিবে আমায়
ততই অন্তর-দাহ হবে বিবর্দ্ধিত।
আসিও না, আমোদিনি! দাও অভাগায়
অবসর, নির্ব্বাপিতে অনুতাপানল
নির্জনে একান্তে বসি।"
এত বলি নেতা
পড়িলা ভূমি-শয্যায় নিমীলিত আঁখি,
মুখে সরিছেনা স্বর; হরিল চেতনা
মূর্চ্ছা আসি। স্পন্দহীন রহিলা পড়িয়া
প্রহরেক প্রায়। এ ঘোর তন্দ্রার মাঝে,
শুনিতে পাইলা, কে যেন বিমানে থাকি,
কহিছে তাহাকে;—"উঠ, বৎস ধর্ম্মবিদ!
ত্যজ অনুতাপ; স্পর্শে নাই কোন পাপ
মহর্ষি-পবিত্রীকৃত তোমার অন্তরে;
সপত্নী-সঞ্জাত দুঃখ, ক্লেশ যতবিধ,
একটীও তার, মহাদেবী আমোদিনী
ভুঞ্জিবেনা কোন কালে। উঠ, বৎস! উঠ
দেখ চাহি কত লোক, তোমার কারণে,
অপেক্ষা করিছে বসি তোমার ভবনে।
কি ভয় তোমার? আমি দিতেছি অভয়,
স্বকার্য্য সাধন কর, উঠ ত্বরা করি।"
অন্তরে আশ্বাস পাই দেব ধর্ম্মবিদ

উঠিয়া বসিলা। পশিল শ্রবণে রব :—
"কোথা দেব ধর্ম্মবিদ্! নেতৃকুলোত্তম!"
উঠিতে উদ্যত, দেখিলেন ধর্ম্মবিদ
সম্মুখে দণ্ডায়মান, আনত-মস্তক
দূত। সাদরে সম্ভাষি, জিজ্ঞাসিলা তারে
আগমন-হেতু। বিনয়ে কহিলা দূত :—
"দ্বিসপ্তাহ কাল হইয়াছে অতিগত,
ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত বঙ্গনেতৃগণে
দিয়াছিলেন সংবাদ আসিতে এখানে।
অদ্য সেই দিন, আমাদের পক্ষপাতী
নেতৃগণ যত, আপনার কথামত
হয়েছেন উপস্থিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
যথাকালে আপনাকে না দেখি তথায়
উৎকণ্ঠায় যাপিছেন কাল ; তাই তাঁরা
পাঠাইয়া দিয়াছেন আমায় এখানে
জানিতে বারতা।" দূতের বচন শুনি
হইলা লজ্জিত বড় দেব ধর্ম্মবিদ,
স্মরিলা পূর্ব্বের কথা, কতই ধিক্কার
দিলা মনে মনে আপনাকে ; ক্ষোভে, দুঃখে,
নাহি নিঃসরিল বাক্য বাক্‌যন্ত্রপথে।
নিম্নে অবনত দৃষ্টি, কতক্ষণ ধরি
কি ভাবিলা মনে মনে। মানসিক ব্যাধি
সাপ্তাহিক-কালব্যাপী করেছে বিলুপ্ত
স্মৃতি-শক্তি। দূতমুখে শুনিয়া ভারতী

হইল তা' জাগরিত। ইঙ্গিতে বিদায়
করিলা বার্ত্তাবাহকে, চলিলা আপনি
গৃহ ত্যজি সভাস্থলে, দেখিলা তথায়
কাতারে কাতারে উপবিষ্ট শ্রোতা যত
নিম্নস্থ আসনে; উচ্চে বঙ্গ-নেতৃগণ।
মণ্ডিত মুখমণ্ডল চিন্তা-কালিমায়
বঙ্গীয় সমাজ-তরি-কর্ণধার-কুল,
এতক্ষণ হাল ছাড়ি অকূল পাথারে
পড়ি, কোথা কূল পাবে, এ ঘোর চিন্তায়
আছিলা নিমগ্ন, শ্রোতাগণ পরস্পরে
ধর্ম্মবিদে উপস্থিত না দেখি সময়ে
বিতর্ক কবিতেছিলা দেখায়ে কারণ
অনুমান-সমুদ্ভূত। ধর্ম্মবিদে যবে
পাইলা দেখিতে সমাগত সভামাঝে
অতর্কিতভাবে, অমনি সভাস্থ লোক
করিয়া উঠিলা হর্ষে, জয় জয় ধ্বনি
দিগন্ত-প্রসারী! সমবেত সভ্যগণ
আসন ত্যজিয়া দাঁড়াইলা, সসম্ভ্রমে
বসাইলা অভ্যর্থনা করি ধর্ম্মবিদে
বেদি-মধ্যস্থিত সভাপতির আসনে।
সভাপতি পদে বসি দেব ধর্ম্মবিদ
সম্বোধিয়া সভ্যগণে লাগিলা কহিতে :—
সমবেত ভদ্রগণ! আপনারা সবে,
করুণ-প্রার্থনা মম, করুন মার্জ্জনা

আমার সকল দোষ ; অমূল্য সময়
আপনাদিগের করিয়াছি অপব্যয়।
মানসিক দুর্ভাবনা নিপীড়িয়া মোরে
হরেছিল স্মৃতি-শক্তি, ছিনুনা আমাতে
আমি ; সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে
দেখায়েছি অবহেলা। সংসার-তরঙ্গ,
ঘাত প্রতিঘাতে নাহি দিতেছে তিষ্ঠিতে
একস্থানে স্থিরভাবে ; গিয়াছিনু তাই
ভুলি আজকার কথা। বিগত বিষয়
প্রতীকার করা নহে আয়ত্ত অধীন ;
সানুনয়ে নিবেদন, দয়া পরকাশি
দোষীর অনুশোচনা শাস্তি সমুচিত
এই মনে করি, ক্ষমা করুন আমায়।
যে কারণে আজি এই সভা সমাহূত
হইয়াছে এইখানে শুনুন সকলে :—
বহুদিন হল গত, মৃগয়া-কারণ
গিয়াছিনু নিবিড় কাননে, বিঁধি মৃগে
করিনু অনুসরণ ; যাইতে যাইতে
হারাইনু পথ বন মাঝে ; অন্ধকারে,
ঘোর অন্ধকারে আবৃত সে বনস্থলী।
দিশে হারা ঘুরিনু কতই ; নিরুপায়,
মৃগের সন্ধান নাহি পাইনু কোথাও।
অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লিষ্ট সর্ব্ব তনু ;
বহু কষ্টে, বহুক্ষণ ঘুরি চারিদিকে

পাইনু আশ্রয় মৃগরক্ষক-আশ্রমে।
ত্রিকালজ্ঞ সেই ঋষি, ধর্ম্মবন্ধু নাম,
তাঁর গুণাগুণ যত আপনারা সবে
শুনেছেন লোকমুখে ; অনেকেই তাঁরে
ঈশ্বরাবতার বলি করেন ঘোষণা।
ক্লান্তি অবসান হলে লভিনু বিশ্রাম
আহারান্তে তাঁর পূত শান্তি-নিকেতনে।
শ্রম অপনীত হলে, শরীর ও মনে
পাইনু নূতন বল, নবীন উৎসাহ।
এ হেন সময়ে আসি মহর্ষিপুঙ্গব
স্বদেশ-উন্নতি তরে উপদেশ কত
দিলেন একান্তে বসি। সারগর্ভ তাঁর
নীতিবাক্য শুনি জনমিল হতাদর
জীবন উপরে। ভাঙ্গিল মনের মোহ ;
ভাবিলাম মনে মনে যদি এ জীবন
মহর্ষির প্রদর্শিত নূতন পন্থায়
নাহি পারি চালাইতে, বৃথা এ জনম।
সমবেত দেখিতেছি সভ্যগণ যত
একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সকলে।
যাহাতে বঙ্গের অধঃপতিত সমাজ
বিশুদ্ধ আদর্শ পদে হয় সমুন্নীত
সকলেরি লক্ষ্য ইহা ; সেই অভিপ্রায়ে
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি আমরা ;
আমাদের ক্ষুদ্র সম্মিলিত শক্তিবেগ

করিয়াছি এক কেন্দ্র মুখে প্রধাবিত।
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক এই শক্তিবেগ
কার্য্যক্ষেত্র এক ; ভ্রাতৃসূত্রে গাঁথা যবে
আমরা সকলে, সর্ব্ববাদী-অনুমত,
এই মহা সদুদ্দেশ্য সংসাধন তরে
যে যথা পাইবে হিতকর উপদেশ,
আহ্বানিয়া ভ্রাতৃগণে করাবে শ্রবণ।
মহর্ষির কথা শুনি বিচিন্তিয়া মনে
যেরূপ সিদ্ধান্তে হইয়াছি উপনীত
তাহাই বক্তব্য মম আজি এ সভায়।
ভ্রান্ত জীব নর যত, তাই মনে করি
আপনাদিগের মতামত এ বিষয়ে
আগ্রহে প্রার্থনা করি ; যদি আপনারা
আমার বিবৃত মতে পোষকতা করি
করেন সম্মতি দান, সেই অনুযায়ী
চলুন সকলে কার্য্যে হই অগ্রসর।
কিম্বা যদি অন্যবিধ উৎকৃষ্ট উপায়
উদ্ভাবিয়া সভা মাঝে করেন প্রকাশ
সেই মত অনুযায়ী আমিও সাগ্রহে
আপনাদিগকে অনুসরিয়া চলিব।
আপনারা সকলেই আপন সমাজে
পূজনীয় লোক, নেতৃ নামে পরিচিত।
সমাজের হিতাহিত উন্নত্যবনতি
যাহা কিছু ঘটে, দায়ী যত নেতাগণ।

রাজা, মহারাজা, জমিদার, মহাজন
কিম্বা অন্য উপাধিতে বিভূষিত শির,
মহামান্য ব্যক্তিগণ আছেন অনেকে ;
সমাজের সমুন্নতি বিষয়ে তাঁহারা
প্রায়শঃই উদাসীন। শক্তি, মতি, গতি
তাঁহাদের সীমাবদ্ধ স্বার্থগণ্ডী মাঝে।
মধ্যবিত-অবস্থায় অবস্থিত যাঁরা,
তাহারাই সমাজের অস্থি, মজ্জা, মেদ ;
তাহারাই সমাজের জীবনী শকতি।
এই মধ্যবিত্ত লোকগণ কি দশায়,
হইতেছে সমানীত কাল-আবর্ত্তনে,
আমরা না দেখি যদি কে আর দেখিবে ?
সামাজিক আন্দোলনে, দারিদ্র-নিগ্রহে,
কালের কুটিল চক্রে, সদা বিপর্য্যস্থ,
নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হইতেছে তারা ;
সময়ের অনুপাতে দুর্দ্দশার গতি
প্রবল হইতে হইছে প্রবলতর ;
নিশ্চেষ্ট আমরা যদি থাকি এ সময়ে,
কে আর করিবে রক্ষা ? আত্মরক্ষাভার
কাহার উপরে দিয়া থাকিব নিশ্চিন্ত ?
তাই বলি, ভাই ! আত্মরক্ষোপায় আগে
করিয়া বিধান, সমাজের রক্ষোপায়
যাই বিধানিতে। সম পরিমাণে দোঁহে,
আমাদের সমবেত শক্তি-সহায়তা

চাহিতেছে অনুক্ষণ ; এস যাই সবে।
সমাজের সমুন্নতি কিম্বা অধোগতি
আমাদের কৃতকর্ম্ম-ফল। নেত্রপাত
সমাজের প্রতি যদি না করি আমরা,
চেষ্টা নাহি করি যদি কলঙ্ক-কালিমা
মুছিয়া ফেলিতে সমাজের গাত্র হতে,
দেখিয়াও নাহি দেখি সমাজের ব্যাধি,
দেখিয়াও নাহি যদি করি প্রতীকার,
অধঃপতিত যেরূপ হইছে সমাজ
অথবা বিনষ্ট-প্রায়, কে হইবে দায়ী ?
আমরাই দায়ী। অতএব দেখ ভাবি
কত গুরুতর ভার আমাদের শিরে
আছে ন্যস্ত। সংসাধিতে সমাজ উন্নতি
বিবিধ গুণ সমষ্টি প্রত্যেক নেতায়
থাকা আবশ্যক। কষ্ট-সহিষ্ণুতা গুণ,
দৈহিক সামর্থ্য, অদমনীয় সাহস,
বিপদ সময়ে ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতি,
বৈফল্যে অনাকুলতা, মানসিক বল,
নৈতিক শকতি, ঈশ্বরোপরে বিশ্বাস,
স্বাবলম্বন-প্রিয়তা আদি গুণচয়
নেতায় না থাকে যদি, তাহার দ্বারায়
সমাজের সবিশেষ কোন উপকার
হইবে এমন সম্ভাবনা অতি কম।
যাঁর মুখ চাহি সমাজস্থ জনগণ,

কার্য্যে হবে ব্রতী, স্বভাব যদি তাঁহার
উৎকৃষ্ট আদর্শ-পদ-উপযোগী নয়,
সাধারণ-জন-ভক্তি তাঁর অভিমুখে
কেমনে হইবে বল সঞ্চালিত স্বতঃ?
ভকতি, সামর্থ্য হীন; কিন্তু নিজ গুণে
অপরে আপন দিকে করে আকর্ষণ।
সেইজন্য বলি উপস্থিত নেতাগণে
স্বচরিত্র যে উপায়ে পবিত্র, নির্ম্মল
হয় আগে, থাকে যেন লক্ষ্য সেই দিকে।
আপনাকে সমুন্নত করিয়া প্রথমে
অপরে উঠাতে চেষ্টা কর প্রাণপণে।
স্বদেশ-সমাজ প্রতি কর দৃষ্টিপাত;
কত দোষে কলুষিত তার কলেবর!
সকলে মিলিয়া যদি সংশোধিতে তারে
যত্ন নাহি করি, ধরায় বাঙ্গালী নাম,
মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্ত-পৃষ্ঠা হতে
অচিরে মুছিয়া যাবে। বাঙ্গালী আমরা,
বাঙ্গালী জাতির যদি ঘটে হেন দশা
লজ্জায় লুকাতে মুখ পাইবনা স্থান।
কাহার অন্তর বল জড় এত দূর,
স্বজাতির নাম শুনি নাচিয়া না উঠে?
ব্রহ্মাণ্ডের পৃষ্ঠা হতে বাঙ্গালীর নাম
বিলুপ্ত হইবে চির জীবনের মত,
বাঙ্গালীর মধ্যে আছে কয় জন হেন,

যে দেখিয়া এই দৃশ্য কল্পনা-নয়নে
পারে সম্বরিতে অশ্রু ? থাকে যদি কেহ,
চূণ-কালি বিলেপিয়া তাহার বদনে,
গোময়ের ছড়া দিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে,
বঙ্গদেশ হতে তারে করহ বিদায়।
পূর্ব্বকালে শত শত বঙ্গবাসী নর,
নিঃস্বার্থপরতা, জ্ঞান, মানসিক বল,
শারীর সামর্থ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসা, দয়া
ইত্যাদি বিবিধ গুণে লভিয়া শ্রেষ্ঠতা
স্থাপিতেন আধিপত্য সমাজ উপরে।
কোথা সেই দিন আজ? অতীরের দিন
অতীত সময় সনে গেছে অস্তাচলে।
কাল আবর্ত্তনে, সমাজের বিবর্ত্তন
ঘটিছে সতত; বিপ্লব ভীষণতম
উদ্বেলিত করিতেছে সমাজ-অন্তর!
নেতা নাহি উপযোগী যে পারে বাঁচাতে
সমাজের প্রাণ এই ঘোর দুর্ব্বিপাকে।
থাকুক বা না থাকুক নেতৃ-গুণাবলী
সকলেই নেতৃ-পদ-প্রাপ্তির আশায়
করিছে বাসনা মনে। কয় জন চায়
সমাজে নগণ্য হয়ে কাটাতে জীবন?
দায়িত্বের কি গুরত্ব, যত্মপি সে জ্ঞান
বুঝিত সকলে, তা'হলে বঙ্গ-সংসারে
নেতৃ-পদ-প্রার্থী আসি হইত ক'জন?

এমন দুর্দ্দশা ঘোর তা'হলে এ দেশে
ঘটিত কি কোন কালে? চাই যশ, মান,
অপামর-সাধারণ-লোক-স্তুতিবাদ,
প্রার্থনা সকলে করিতেছে নিরন্তর ;
কিন্তু সেই কার্য্য, যে কার্য্য করিলে লোকে
আপনা হইতে লাভ করে এ সকল
করিতে যতন কেহ করেনা কখন!
কতশত মহারথী, হুহুঙ্কার রবে
ভরিয়া দিগন্ত ঘোর গভীর নিনাদে
প্রবেশে সমাজ-শুভ-সাধন-আহবে ;
কিন্তু হায়! দেখে যবে বিঘ্ন-অপছায়া,
রণে ভঙ্গ দিয়া করে বেগে পলায়ন
ঊর্দ্ধশ্বাসে। অন্তহীন সাধনার ধন
বঙ্গবাসী ক্রেতা যত কিনিবার আশে
কাণা কপর্দ্দক হাতে করি, মহাগর্ব্বে
সমাজ-বাজারে করিতেছে চলা-ফেরা ;
বিক্রেতা, বিদ্রূপ-উপহাসে তা সবারে
সম্মার্জ্জনী আস্ফালিয়া দিতেছে খেদায়ে।
কিন্তু নাহি বুঝিতেছে, দেখিতেছে চোখে,
তবু নাহি ছাড়িতেছে যাইতে সেখানে।
করিবনা কার্য্য কিন্তু চাই কর্ম্ম-ফল
এই দুরাশা মদিরা, মস্তিষ্ক-বিকৃতি
ঘটাইছে। কবে হায়! ভাঙ্গিবে এ নেশা!
গোটা দুই চারি লোক হস্তগত করি,

অনেকেই আপনাকে দেয় পরিচয়
সমাজের নেতা বলি ; ভাবে এরা মনে
অভ্রান্ত আমরা, ভ্রান্ত অন্য লোক যত।
স্বপ্রভুত্ব দেখাইতে যত্ন যথা বেশী,
ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষে, লয়ে যথা নরে
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, উদ্দেশ্য তথায়
ভুলে গিয়া পরস্পরে করে মারামারি।
নেতৃ-সম্প্রদায় ! জ্ঞানঞ্জন নেত্রে লেপি
দেখ চাহি দেশ পানে ; অধোগতি কত
হইতেছে আমাদের কতই বিষয়ে।
চলিছে সমাজ-স্রোত অবিশ্রান্ত গতি,
দেখ বা না দেখ, চলিতেছে ক্রমাগত।
চলিতেছে জীবস্রোত অনন্তাভিমুখে ;
এই অবিরাম গতি—অনন্ত, অশ্রান্ত,
জীব-তরঙ্গ-মালায়—তুমি আমি আদি
পরমাণু মাত্র। সংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে
ভাসমান বুদ্বুদের ক্ষীণ আবরণ,
অতল বারিধি তুলনায় যতক্ষীণ,
তুমি, আমি তদপেক্ষা ক্ষীণ সমধিক
পরিদৃশ্যমান জীব-সমষ্টি তুলনে।
এরূপ নগণ্য, ক্ষীণ দেহ ধরি যদি
কালের অনন্ত-কাল-স্থায়ী-কলেবরে
স্বনাম অঙ্কিতে পারি সার্থক জীবন।
জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বিজাতীয় সংঘর্ষণে

পরিগ্রহ করি এক মূর্ত্তি অভিনব
দেখা দিতেছে সম্মুখে। বঙ্গীয় সমাজ
যদি নব আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বার পিয়াস
নিবৃত্তিতে নাহি পারে উপযুক্ত কালে
কি ঘটিবে সমাজের ভালে ভবিষ্যতে
নহে দুর্নির্ণেয়। সাম্প্রদায়িক শকতি
এক কেন্দ্রীভূত হয়ে কার্য্য না করিলে,
সমাজের ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ অর্দ্ধ পথে।
মানব-চরিত্র পাঠ যত মনোযোগে
করিতে থাকিব মোরা, দেখিব ততই
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন লোক।
একই প্রকৃতিগত দুইটী মানব
ক্বচিৎ নয়ন পথে হয় নিপতিত।
বৈষম্যের সমবায়ে প্রত্যেক সমাজ
হইয়াছে সৃষ্ট ; ধবম, বহিরাবরণ।
সচ্চরিত্র সুপবিত্র নিষ্ঠাবান লোকে
সমাজ হবে গঠিত, এইরূপ মত
বহুদর্শিতায় করেনা অনুমোদন।
মানব দেবতা নহে ; মানব—মানব।
উন্নত কি অনুন্নত প্রত্যেক সমাজে
ভাল মন্দ লোক সব করিছে বিরাজ।
ভাল লোক যে সমাজে সংখ্যায় অধিক,
সে সমাজ সমুন্নত বলি হয় খ্যাত।
মন্দ লোকগণে যদি সমাজ হইতে

সমাজ-কলঙ্ক বলি করহ বিদায়,
অত্যল্প সময় মধ্যে সে মহা সমাজ
ধরায় বিস্মৃতি গর্ভে হইবে বিলীন।
অসন্মার্গগামী জনে সুসংস্কৃত করি
সমাজের অঙ্গযষ্টি পরিপুষ্টি তরে
নিজ প্রাণ দিয়া যিনি নিঃস্বার্থ অন্তরে
সর্ব্বদা করেন চেষ্টা, তিনিই প্রকৃত
নেতৃ-পদ-বাচ্য ; অন্য অন্য নেতা যত
নামেই তাহারা নেতা, কার্য্যে কিছু নয়
সূক্ষ্ম ভাবে বিচিন্তিলে ধর্ম্ম ও সমাজ
একই উদ্দেশ্য সাধে, এক পথে চলে।
সমুন্নতি অধোগতি একই কারণে
সমাজে ধরমে হয় সদা সংঘটিত।
এক মার্গ ধরি উভে একদিকে ধায়,
সন্নিকটে একে, দূরে অন্যে ; একে চায়
পার্থিব সমৃদ্ধি, পারলৌকিক অপরে।
একে বিজড়িত অন্য ; একের সহায়ে
অন্যে হয় বিবর্দ্ধিত ; ইহাই জানিবে
সমাজ-উন্নতি নীতি। এই নীতি ধরি
আপনারা সমাজেব পানে দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখুন সবে। কতই বিভৎস
দেশাচার, কুলাচার, লৌকিক আচার,
অনাচার, কদাচার, গর্হিত আচার
সমাজ পিশিত কাটি করিতেছে পান

সমাজ জীবনীশক্তি—সমাজ শোনিত—
সংখ্যা করা ভার। সমাজ-বিধ্বংশী কীট
এই সব; দংশিতেছে অঙ্গ অনুক্ষণ;
দষ্ট স্থানে ঢালিতেছে বিষ কালকূট;
প্রবহিছে সেই কাল হলাহল-স্রোত
প্রত্যেক শিরায়, প্রতি ধমনী ভিতরে।
দেখি বোধ হয় যেন চিরাভ্যস্ত যত
বঙ্গবাসী নরগণ; তাই সে তাহারা
দংশনের জ্বালা নাহি করে অনুভব।
অথবা বিষাক্ত এই কীট পঙ্গপাল,
সতত-দংশন-রত, দংশিতে দংশিতে,
আপনাদিগের ছিল বিষদন্ত যত
ফেলিয়াছে ভাঙ্গি! যে কোন কারণে হোক,
ঘটিয়াছে হেন দশা বঙ্গীয় সমাজে,
প্রতীকার বিনা অন্য নাহিক উপায়।
বিবেচক চিকিৎসক পাইলে যেমতি
জরাজীর্ণ, চিরব্যাধিগ্রস্থ, রুগ্ন রোগী,
মুখমিষ্ট রুচিকর ঔষধি প্রদানে
ধীরে ধীরে নিরাময় করেন তাহাকে,
সেই মত বিচক্ষণ বহুদর্শী নেতা
শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা অশিষ্ট মানবে
শ্রেয়স্কর পথে আনি করেন স্থাপিত।
যথাকালে সমাজের ব্যাধি এ উপায়ে
সমূলে নির্ম্মূল হয়, লোকে লভে প্রাণ,

সমাজ নূতন বলে হয় বলীয়ান।
অগণ্য সমাজে বিগঠিত বঙ্গদেশ,
দেশোন্নতি যদি নেতৃগণের কামনা,
সখ্যতার সূত্রে সবে হইয়া গ্রথিত,
নিঃস্বার্থে, নিরহঙ্কারে দৃঢ় করি মন,
কার্য্যক্ষেত্র অভিমুখে করুন গমন।
নেতাগণ মধ্যে যদি একতা না থাকে,
দেশের মঙ্গল কভু হয় না সাধিত।
সেই একতার ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে,
সমাজ অথবা ধর্ম্ম চিরস্থায়ী ভাবে
কখন দাঁড়াতে নাহি পারে কোন দেশে।
লাঘবিতে অপরের দুঃখের সম্ভার,
আত্ম সুখে বিমুখতা দেখান যেজন,
আপনার প্রিয়জন সর্ব্বভূতে যিনি
প্রত্যক্ষ দেখিতে পান ; আত্মীয়ে বা পরে
দেখেন যে মহাজন একরূপ ভাবে,
প্রকৃত নেতার উপযুক্ত পাত্র তিনি।
ভাবিতে পারেন যিনি এ বিশ্বসংসার
তাঁর অখণ্ডিত অঙ্গ ; তাঁহার শোণিত
বহিতেছে জীবকুল-শোণিত-প্রবাহে
একস্রোতে, তাঁহাকেই মহানেতা বলি।
নব শক্তি প্রদানিতে সমাজ শরীরে,
অথবা সমাজ-শুভ করিতে বর্দ্ধন,
সমাজ অশুভ যত স্বপদে দলিতে

যাইয়া যে মহাজন সমাজ-বিচ্যুত,
সাদরে তাঁহাকে যিনি সম্ভাষণ করি
সমাজে স্বপদে স্থান করেন প্রদান,
নেতৃপদ পাইবার যোগ্য পাত্র তিনি।
যাঁর চক্ষু নিয়তই স্নতীক্ষ্ণ বীক্ষণে
শীকার উপরে শ্যেন পক্ষী দৃষ্টি সম,
দেখিতেছে সমাজের প্রতি লোমকূপ,
অন্তরস্থ গূঢ়তম প্রদেশ সকল,
তিনিই স্নযোগ্য নেতা। সমাজের ক্ষত,
পুঁজ, পোকা, পচা মাংস, দুর্গন্ধ বিষম
দেখিয়া যে জন মনে নাহি বাসি ঘৃণা,
আপনার অঙ্গজাত এ সকলে ভাবি,
স্বহস্তে করেন ধৌত, প্রলেপাদি যাহা
আবশ্যক, লাগাইয়া দেন ক্ষত স্থানে
নির্ব্বিকার চিত্তে, এবম্বিধ কার্য্য যিনি
করিতে কখন নাহি হন পরাঙ্মুখ
তিনিই সমাজ-নেতা। স্নখী পরিবার
একত্রে স্বজন সনে করিছে বসতি,
হিংসা, দ্বন্দ্ব নাহি করি আছে পরস্পরে
আবদ্ধ সৌহার্দ্য স্নত্রে; আত্মীয় স্বজনে
পরম আনন্দে মিলে কাটাইছে কাল;
এ দৃশ্য দেখিয়া যাঁর লোচন যুগলে
ঝরে আনন্দাশ্রু—প্রেম-প্রীতি-প্রস্রবণ;
করেন প্রার্থনা যিনি ঈশ্বর নিকটে

যেন হেন সুখ-শান্তি-ময় পরিবার
বিরাজে বঙ্গের প্রতি মানব-আবাসে
তিনিই প্রকৃত নেতা। যাঁহার হৃদয়
শুনি কোন পরিবারে হাহাকার ধ্বনি
উঠিতেছে কোন এক আত্মীয় নিধনে,
আপনি কাঁদিয়া উঠে ; সান্ত্বনিতে যিনি
সেই পরিবারস্থিত লোক সমুদয়ে
প্রাণপণে হন যত্নবান, নেতা তিনি।
যিনি সমাজের অঙ্গ চাহেন দেখিতে
হৃষ্ট, পুষ্ট, বলবান ; নানা অলঙ্কারে
বিভূষিতে সমাজের সেই বর বপু
যত্নবান যিনি ; সুসভ্য সমাজ মাঝে
যত গুণগ্রাম আছে, সদা ব্যস্ত যিনি,
সেই সব গুণগ্রাম করিয়া চয়ন
আপন সমাজ-অঙ্গ করিতে ভূষিত ;
সমাজের ক্রমিক উন্নতি প্রতি দৃষ্টি
সর্ব্বদা অপ্রতিহত ভাবে প্রতিষ্ঠিত
যাঁর ; সমাজের নেতা সেই মহোদয়।
অধিক বলিব কিবা, আপনারা সবে
বিজ্ঞ, মহাজন, অভিজ্ঞ, চরিত্রবান,
সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিছেন অহর্নিশি ;
ব্যবস্থা অবস্থা মত বিহিত যেমন
করুন সকলে বসি। এক মহাব্রতে

উদ্যোগী আমরা সবে, তাই প্রাণ খুলি
নিবেদিনু সর্ব্বজনে নিজ মনোভাব।
করেছি প্রতিজ্ঞা আত্মসুখ, আত্মপ্রাণ,
আপনার যাহা কিছু বলিতে আপন
আছে এ সংসারে, স্বদেশ মঙ্গল তরে
অকাতরে করিব প্রদান; আত্মজন,
যাহারা এ কার্য্যে হবে প্রতিকূলাচারী
তাহাদের সঙ্গত্যাগ করিব তখনি।
করিয়াছি এ জীবন উৎসর্গ যাহাতে,
শত বাধা, শত বিঘ্ন সম্মুখে আসিলে
প্রাণ দিয়া বিমুখিব। কি কাজ জীবনে?
বন্যজন্তু সম যদি আত্মসুখে কাটে?
আমার উদ্দেশ্য যদি আপনারা সবে
অনুমোদনের যোগ্য ভাবেন মানসে,
তা'হলে বিনীত ভাবে এ দীনে প্রার্থনা
করিছে সবার কাছে, সহায়তা দানে
রাখুন বাঁধিয়া তারে কৃতজ্ঞতা-পাশে।"
মর্ম্মস্পর্শী ধর্ম্মবিদ-কাতরোক্তি শুনি
নায়কগণের চিত্ত সমবেদনায়,
হল দ্রবীভূত, অগ্নিস্পর্শে হবি যথা।
কহিলেন নেতা এক মধুর নিক্কণে
দাঁড়াইয়া সভা মাঝে; "নেতৃগণ যত
সকলেই সমস্বরে করিছে ঘোষণা,
বরিয়া তোমায় অধিনায়কের পদে,

যে পথ দেখায়ে দিবে সে পথে তাহারা
স্বেচ্ছায় চলিবে ; যে কার্য্য করিতে তুমি
করিবে আদেশ, অনুগত ভৃত্যসম
পালিবে অবাক্যব্যয়ে ; জানে তারা সবে
এ পথে চলেন যাঁরা, সে মহাত্মাগণ
শত স্বার্থ অবহেলে করেন বর্জ্জন।
সমবেত আজি হেথা যত বঙ্গনেতা,
একাগ্র অন্তরে তারা শুনেছে তোমার
বাক্য সুধাময় ; পূর্ণ তাদের হৃদয়
সকলেরি আজ ; একতার সূত্রে তারা
হইয়া আবদ্ধ, প্রস্তুত যাইতে সবে
তোমার আদিষ্ট এই উদ্দেশ্যের পথে।
মানসে করিতে বাসা দিওনা হতাশে ;
অন্তর সুস্থির কর ; আজি উপস্থিত
দেখিতেছ যত নেতা, জানিও নিশ্চিত
কেহই পশ্চাদ্পদ নহে অনুসৃতে
তোমার পদাঙ্ক।" কহিলা অপর নেতা :—
"ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া অসভ্যতা-অন্ধকারে,
যেদিকে অস্পষ্ট, সভ্যতার ক্ষীণালোক
পাইছে দেখিতে, অমনি সাগ্রহে তারা
সেই সভ্যতার জ্যোঃতি আনিতে স্বদেশে
যুঝিছে সকলে মিলে। আমরাই কেন
আত্মসুখে মত্ত থাকি ? আর কত দিন

থাকিব এ মহা ঘোর নিদ্রায় মগন !
স্মরিলে শিহরে হিয়া, কাল যেই জাতি
বন্য পশু সম ছিল অজ্ঞান-নিদ্রায়
অভিভূত ; কাটাইত কাল বৃক্ষতলে,
পর্ব্বত-কন্দরে ; জানিত না আবরিতে
নগ্নদেহে ; বন্যজন্তু, বন্য ফল মূল
আহারে করিত নিজ উদর পূরণ ;
সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আজি তারা।
নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্যম, আলস্য, বিলাস,
কুসংস্কার আদি দোষ যে সব কারণ
আজি দেখাইলে তুমি ; পারিনু বুঝিতে
জাতীয় অধঃপতনের কারণ সে সব।
সমবেত নেতৃবৃন্দে নিবেদি বিনয়ে,
যদ্যপি আপত্তি কারো থাকে মনে মনে,
দিতে অধিনায়কের পদ ধর্ম্মবিদে,
দাঁড়ায়ে প্রকাশি তাহা বলুন সভায়।"
নিস্তব্ধ সভা-মণ্ডপ, স্তব্ধ শ্রোতাগণ,
নেতৃবৃন্দ যত। নিস্তব্ধতা সর্ব্বস্থানে
করিছে বিরাজ ; করিল না প্রতিবাদ
কোন জন; করিবে কি ? কর্ত্তব্য আপন,
বুঝাইয়া দিলে নাহি বুঝে যেই জন,
ঘোর অজ্ঞ সেই। উঠিল অপর বক্তা,
সম্ভাষিয়া সভ্যগণে লাগিলা কহিতে :—
"হে সভ্যমণ্ডলি ! সকলের মনোভাব

প্রকটিছে স্পষ্টভাবে মৌনাবলম্বনে,
সম্মত সকলে সংসাধিতে সাধ্যমত
অধিনায়কের অভিপ্রেত কার্য্য যত ;
উপস্থিত নেতৃ মধ্যে কেহই যখন
নাহি করিছেন কোনরূপ প্রতিবাদ,
তখন আমার মনে হয় অনুমান,
অধিনায়কের মতে সকলের মত।
কিন্তু এক কথা, অধিনায়কের পদে
প্রতিষ্ঠিয়া ধর্ম্মবিদে আমরা যদ্যপি
নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি, দায়িত্বের ভার
চাপাইয়ে দেই তাহার মস্তকোপরি,
কার্য্য সিদ্ধি সম্ভাবনা সম্ভবে কিরূপে ?
এস তবে, ভ্রাতৃগণ ! নিজ সাধ্যমত
সকলেই সহায়তা করি ধর্ম্মবিদে ;
স্বজাতি-উন্নতি দিকে যত্ন প্রাণপণে
করি সবে, একসঙ্গে হই প্রধাবিত।
ক্ষুদ্র হোক, বড় হোক, নিজ শক্তি মত
সকলেই এক সঙ্গে এক পথে চলি ;
কেহ পিছে, কেহ আগে, করুক গমন
তাহাতে নাহিক ক্ষতি। হই অগ্রসর
এস সবে এক কার্য্যে, পুরোভাগে যবে
বাধা বিঘ্ন হবে উপস্থিত, একতায়
আবদ্ধ আমরা, সরাইতে সেই বাধা
করিব যতন ; একবার, দুইবার,

কিম্বা না পারিব যতবার, ততবার
চেষ্টা করি ; সমবেত ক্রমিক চেষ্টায়
সরাইয়া দিব বাধা সম্মুখ হইতে।
মানব আমরা, মানব-অসাধ্য-কাজ
কি আছে ধরায় ? সমাজের সুমঙ্গল,
জীবনের মহোদ্দেশ্য জ্ঞান করি মনে,
হাতে ধরি একতার ধ্বজা সমুজ্জল
বাহির হইয়া পড়ি জগদীশে স্মরি।
মজ্জাগত কুসংস্কার আছে যতবিধ,
পুরুষানুক্রমে তারা করিছে শাসন,
আমাদের অন্তর-প্রদেশ, মূলসহ
সে সকলে উৎপাটিতে লাগিবে সময়।
কত গুণশূন্য, গণ্য, অকর্ম্মণ্য লোক,
কত স্বার্থ-নাশভীত কমলা-সেবক,
কত শত বকধর্ম্মী ধর্ম্ম-ধ্বজ-ধর,
অনুজীবি, অনুচর, অন্তরঙ্গ সনে
দাঁড়াবে সম্মুখে আসি, ভ্রুকুটী কুটিল
রোষ-কষায়িত নেত্রে দেখাইবে ভয় ;
আমাদের সে সময় ধৈর্য্য-ক্ষমাশ্রয়
করিয়া দাঁড়াতে হবে তাদের সম্মুখে
নিশ্চল, অটল ভাবে। "বাঙ্গালীর জয়"
এই মহাগীতি হয় যাহে উচ্চারিত,
তাহাদের মুখ দিয়া ; যাহাতে তাহারা
আপনাআপনি আমাদের অসাক্ষাতে

এই মহাগীতি গায়, সে কার্য্যসাধন,
না হইবে যতদিন, ততদিন মোরা
ক্ষান্ত না হইব ; ততদিন মনোরথ
থাকিবে অপূর্ণ ! এস, সব ভ্রাতৃগণ !
অধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক বল
সম্বল লইয়া সঙ্গে প্রবেশিব রণে।
যত কৃচ্ছসাধ্য কর্ম্ম, তত বেশী তেজ,
উদ্দাম উৎসাহ দেখাইব কার্য্যক্ষেত্রে।
ধর্ম্ম পথে গতি যবে, ঈশ্বরানুগ্রহ
নিশ্চয় পাইব মোরা ; এ সত্যে বিশ্বাস
থাকে যদি আমাদের মনে বদ্ধমূল
অবশ্যই জয়-লাভ হবে একদিন।"
"মহাভাগ নেতৃগণ !" কহে ধর্ম্মবিদ্,
"আপনাদিগের এই আশ্বাস বচন
শুনিয়া পাইনু প্রীতি ; সঞ্চারিল দেহে
নবীন উৎসাহ, তেজ ; করুন আশিস্
পূরে যেন মনোবাঞ্ছা—স্বদেশ-মঙ্গল।
যাইতেছি ছাড়ি পরিবার-পরিজন,
মনের সংকল্প যতদিন পরিণত
না হইবে কার্য্যে, সেই কার্য্যে যত দিন
নাহি প্রসবিবে ফল—সুচিরবাঞ্ছিত,
ততদিন ফিরিয়া না আসিব ভবনে।
আশ্বাসের ক্ষীণোজ্জ্বল দীপ্তিময়ী রেখা
যখন দেখিতে পাব বঙ্গীয় আকাশে,

একপ্রান্ত হতে উঠি ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে
হইতেছে অগ্রসর, বিকীরিছে আভা
স্বর্ণময়ী, গগনের দিগন্ত প্রদেশে,
তখন ফিরিব গৃহে, এ সংকল্প মম।
হবে কি সে দিন, হায়! সৌভাগ্য এমন,
ঘটিবে কি কোন কালে এ অভাগা-ভালে?
নাহি ঘটে, নাহি পারি যদি বিদূরিতে
বঙ্গাকাশ-অন্ধকার, ফিরিব না গৃহে,
জনমের মত জন্মস্থান এই দেখা।
সকলের সন্নিধানে, যাইবার বেলা
বিনীত প্রার্থনা মম, নিজ শক্তি মত
যত্ন করুন সকলে। সর্ব্বাগ্রে এখন
আমাদের দল-পুষ্টি হয় যে উপায়ে
তাহাই দেখিতে হবে। অরাতি নিকর
যখন শুনিতে পাবে গুপ্তচরমুখে,
আমরা করেছি হেথা সভা সমাহূত
বিদলিতে তাহাদের দল পদতলে;
করেছি প্রতিজ্ঞা মোরা প্রকাশ্য সভায়
সাধিতে স্বদেশ-হিত; তখন তাহারা
আহ্বানিয়া-বিশ্বাসী বান্ধব বন্ধুগণে
গুপ্ত কোন সভাগৃহে, বিবিধ উপায়
বৈধ বা অবৈধ, উদ্ভাবিবে সবে মিলে।
অসন্মার্গে যাহাদের সদা গতি বিধি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহাদের কাছে সমভাবে

সমাদরণীয়, উপায়ের অসদ্ভাব
তাহাদের কাছে নাহি হইবে কখন।
আমাদের মধ্যে আছে অনেকে এমন
যাহাদের ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক জ্ঞান
নহে বেশী দৃঢ়মূল হৃদয়-প্রদেশে।
অমিত্র কলাপ সদা নির্জ্জনে, নিভৃতে
সমাদরে সে সকলে করিয়া আহ্বান
বুঝাইয়া দিবে বাক্যে প্ররোচনাময়,
"তোমাদের এই সব স্বার্থ হবে নাশ।"
তখন তাহারা সবে গোপনে গোপনে,
অরাতির তালিকায় লিখাইবে নাম।
সম্ভব হইতে পারে মোর অনুমান
হয়তঃ অলীক বলি হবে প্রমাণিত ;
সুখের বিষয় তাহা ; কিন্তু সতর্কতা
করিলে অবলম্বন থাকিতে সময়
নাহি কোন ক্ষতি ; বরঞ্চ লাভ অনেক।
অরাতি দুর্দ্দমনীয় ; সতর্কতা যত,
শত্রুগণ হতে ভয় কম হবে তত।
শীঘ্র কি বিলম্বে তাহা পারিনা বলিতে,
শত্রু সনে একদিন সংগ্রাম-ঘোষণা
অবশ্যই হইবে করিতে! পরাভব
সহজে তাহারা নাহি করিবে স্বীকার ;
যতদিন পূর্ণভাবে না হবে দমিত,
পেষিত, দলিত তাহাদের বীর্য্য, তেজ,

ততদিন তাহারা শক্রতা-আচরণ
করিতে কখন নাহি হইবে বিরত।
অতএব দেখিতেছি শক্রতা-ঘোষণা
বিনা নাহি অন্যোপায়। প্রকাশ্যে যখন
শক্রতা-ঘোষণা করি হইব প্রস্তুত
যুঝিতে তাদের সনে সমর-প্রাঙ্গণে,
ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত অরাতি তখন
অগণ্য, দুরতিক্রম্য বিঘ্ন, অন্তরায়
সংস্থাপিবে আমাদের গন্তব্য পন্থায়।
সম্মুখ সমরে কভু সাধ্যমত তারা
নাহি হবে অগ্রসর। ছলনা, চাতুরী,
কপটতা আদি যাহাদের প্রহরণ
কচিৎ তাহারা লয় সামর্থ্যে আশ্রয়।
তাদের চাতুরী-জাল বিচ্ছিন্ন করিতে
অনর্থক আমাদের শক্তি হবে ক্ষয়।
বিলম্ব অযথা অপ্রত্যাশিত অথবা
ঘটাইয়া পারে চিত্ত-স্থৈর্য্য বিনাশিতে।
এ সব উপরে দৃষ্টি রাখিয়া সংযত
সতত চলিতে হবে। এ দিকে আবার
অরিকুল-অনীকিনী অসংখ্য সংখ্যায়,
তাহা মোরা সহজেই পারিছি বুঝিতে।
স্বার্থই জগতীতলে পরমার্থ-ধন
বলি গণ্য করে যত লোক সাধারণে।
মানবগণের স্বার্থে পড়িলে ব্যাঘাত,

ক্ষুদ্র চেতা তাহাদের মধ্যে থাকে যা'রা,
জানিবামাত্রই, ন্যায়ান্যায়-জ্ঞান তারা
সংগোপনে মন হতে করে দূরীভূত !
স্বার্থ-ত্যাগ-কাল অতি সঙ্কট সময় ;
এই সঙ্কট সময়ে অন্তর যথন
কোন্ দিকে যাই ভাবি করে ইতস্ততঃ,
সে সময়ে লোভের সামান্য ক্ষীণস্বর
যদি কোনরূপে পশে শ্রবণবিবরে,
অথবা লাভের অন্ধকারাবৃত পথে
অস্পষ্ট আলোক-রেখা হয় নিপতিত,
দলে দলে লোকসঙ্ঘ ধায় সেই দিকে।
অতএব স্পষ্ট ইহা যাইতেছে দেখা,
অরিদলে পুষ্টি-লাভ হওয়াই সম্ভব।
প্রথম উদ্যোগ চাই, যাহাতে এ দল
পুষ্টিলাভ নাহি যেন করে কোন মতে।
দ্বিতীয় উদ্যোগ, আমাদের করণীয়,
(মানি লও পরিপুষ্ট তাহাদের দল)
কিরূপে আমরা সেই বিপুল বাহিনী
সহ যুদ্ধে হইব প্রস্তুত ; কি প্রকার
আয়োজন প্রয়োজন এবে ; স্থির করি
চল যাই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।
চাতুর্য্য ও সংখ্যা এই দ্বিবিধ বিষয়ে
সমকক্ষ নহি মোরা শত্রু-পক্ষ সনে ;
ধরম ও নীতি আমাদের বাহুবল।

জন সাধারণ কিন্তু পাশবিক বলে
করে পূজা। প্রথমেই সমাকৃষ্ট তারা
হইবে কলুষ পক্ষে। যদ্যপি আমরা
যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে লোকসাধারণে
সৎ উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিতে
পারি কোন মতে, অরাতির পরাভব
জানিও নিশ্চিত। আমাদের পক্ষস্থিত
লঘুচেতা আছে যত, তাহারাও যেন
অরাতির প্ররোচনা না শুনে-শ্রবণে,
দেখা আবশ্যক। অতএব যুক্তি মম
দল-পুষ্টি তরে করি যতন প্রথমে।
আমাদের দলভুক্ত যে আছে যেখানে
তাহাদের সর্ব্বজনে করিয়া আহ্বান,
শিখাইতে হবে, যেন তাহারা কখন
কলুষের প্রদর্শিত কুহকে ভুলিয়া
একতার স্নেহ-সূত্র করেনা ছেদন;
আর তা'রা যেন স্বীয় আত্মীয় বান্ধবে
করিতে না দেয় শত্রু-পক্ষাবলম্বন।
দুর্নিবার এ সংগ্রামে একতা বিহনে
পরাভব নিঃসংশয়। একতা, একতা,
একতাই আমাদের প্রধান সহায়;
এই একতার ধ্বজা উড়ায়ে বিমানে,
যথায় যাইব মোরা লভিব বিজয়।
এই একতার জন্য দেশে দেশে ফিরি

এস, ভ্রাতৃগণ! যথায় যথায় যাবে
বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণে করিবে আহ্বান;
ডাকিলে যাহারা নাহি আসিবে নিকটে,
তাহাদের গৃহে গৃহে করিবে গমন।
যখন যাহার সঙ্গে হবে দেখা যথা,
সবিনয় অনুনয়ে কহিও তাহাকে :—
"এস ভাই বঙ্গবাসি! তোমার, আমার,
তোমাদের, আমাদের বংশের প্রসূতি,
যিনি সেই সময়ের প্রারম্ভ হইতে
সসাগরা ধরা মাঝে ছিলেন বিখ্যাত,
আসমুদ্র ধরাতলে যাঁহার মহিমা
করিছে কীর্ত্তন ধরাবাসী নর যত,
মুমূর্ষু শয্যায় তিনি শায়িতা এখন।
তোমরা সুপুত্র তাঁর, তোমরা থাকিতে
মায়ের এ কষ্ট কেন? এস মোর সনে,
একই শোণিত তোমার আমার দেহে
হইতেছে সঞ্চালিত; এক মাতৃ-ক্ষীরে
তোমরা আমরা হইয়াছি বিবর্দ্ধিত
আশৈশব। করিও না ছিন্ন ভ্রাতৃভাব;
অনৈক্য যা'কিছু থাকে তোমাতে আমাতে,
থাকুক তা মনে মনে, সময়ে সে সব
মিটায়ে লইব নিজ নিজ বন্ধু ডাকি।
যৎসামান্য বিষয়ের দ্বেষাদ্বেষী ভাব
অসামান্য বিপৎপাতে কর পরিহার।

ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিয়া অন্তরে অন্তরে
সন্তানের কাজ এস করি সবে মিলে।
কষ্টসাধ্য কাজ বলি যদ্যপি তোমরা
অপারগ হবে ভাবি মনে পাও ভয় ;
অনায়াসসাধ্য আছে কার্য্য অন্যবিধ,
তাহাই না হয় এস করি সম্পাদন।
জননী পীড়িতা বড়, তাঁহার বাসনা,
সকল সন্তান মুখ করিতে দর্শন,
এস সব ভ্রাতৃগণ !" এই কথা বলি
ডাকিলে অবশ্য সবে আসিবে বারেক
যখন আসিবে তারা, মায়ের চৌদিকে
দাঁড়ায়ে সকলে, ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন
কর পরস্পরে ; সেই মিষ্ট সুধাময়
ভাই ভাই রব, যে মুহূর্ত্তে প্রবেশিবে
জননী-শ্রবণে, পুত্র-স্নেহ তাঁর বুকে
উঠিবে উথলি ; উন্মীলিয়া আঁখি যবে
চাহিবেন বৃদ্ধা মাতা সন্তানের পানে,
তখন সে আঁখি হতে স্নেহ-সুধাধারা
বিকীরিবে চারিদিকে ; পুত্রগণ গাত্র
স্পর্শিবে যখন, তখন সন্তানগণ
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে, "মা মা, মা মা" রবে
ডাকিয়া সকল দেশ করিবে মাথায় ;
সেই সম্মিলিত সুমধুর "মা মা" রব
মায়ের কর্ণ-কুহরে পশিবে যখন,

সঞ্জীবনী-শক্তি মাতা পাবেন অচিরে।
আমিও ইত্যবসরে জননী-বৎসল
পুত্রগণে সঙ্গে করি প্রতি বঙ্গগৃহে
মায়ের ব্যাধির কথা করাব বিদিত।
কি করিলে তাঁহার এ নিদারুণ পীড়া
হবে উপশম, বিবরিব সে উপায়।
যদ্যপি তাহারা শুনি আমাদের বাণী,
উপহাস করি দেয় উড়ায়ে সকলে,
আবার ফিরিয়া গিয়া কাতর-প্রার্থনে,
বিনয়ে বা অনুনয়ে পারি যে উপায়ে,
ফিরাব তাদের মন মাতৃ-পদ-পানে।
স্নেহার্দ্র যেমতি বঙ্গ মাতার শরীর,
সরস তেমতি তাঁর পুত্রগণ হৃদি ;
করুণ-পিয়ুস পূর্ণ কাতরোক্তি মম
বারম্বার শুনিলেই অবশ্য আর্দ্রিবে
তাহাদের স্বাভাবিক করুণার্দ্র চিত।
এস, ভাই বঙ্গনেতা ! সকাতরে ডাকি,
দেশের দুর্দ্দশাম্বুধি করিগে সেচন।
সকলে একত্র হয়ে যত্ন আন্তরিক
করি যদি অবশ্যই শুভাদৃষ্টদেবী
হইবেন সুপ্রসন্না, উঠিবে অমৃত।
ক্ষীণা জননীকে তাহা করাইয়া পান
পুনরুজ্জীবিতা তাঁরে করিব অচিরে !
মায়ের প্রসাদ পরে ভ্রাতা ভগ্নীগণে

বিতরিয়া, নবশক্তি করিব সঞ্চার
প্রত্যেকের রক্ত-রুদ্ধ শিরায় শিরায়।

ইতি বঙ্গানন্দ কাব্যে সমাজনেতৃধর্ম্মবিদস্য অন্তেষু উপদেশকথনং
নাম ষষ্ঠসর্গঃ।

সপ্তম সর্গ।

দ্বিসার্দ্ধ বৎসর কাল হইয়াছে গত
ধর্ম্মবিদ গৃহাহূত সভাভঙ্গ পরে।
সার্দ্ধ দুই বৎসরের অধিক সময়
হইয়াছে গত, মহর্ষি-আদেশ মত
অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাভাগ ধর্ম্মবিদ
সঞ্জীবনী-দেবী-পাণি, যথা শাস্ত্রমতে
কল্যাণ-নগরে করেছিলেন গ্রহণ।
সভাভঙ্গ পরে তিনি কল্যাণ নগরে
মাসাবধি কাল আসি করেন যাপন।
এই মাসাবধিকাল থাকিয়া তথায়,
বঙ্গ-সমাজের বার্ত্তা করেন সংগ্রহ।
কোথায় কিভাবে কিম্বা উপায়ে কিরূপ
আরম্ভ করিলে কার্য্য হইবে সমাধা
সুশৃঙ্খল ভাবে, তাহাও সকলে মিলে
বহু গবেষণা করি, করিলেন স্থির।
একমাস অতিগতে শুভ দিন দেখি
আত্মীয়-বান্ধব কাছে মাগিয়া বিদায়
হইলেন বহির্গত বঙ্গপর্য্যটনে।
প্রতি পল্লীগ্রামে, প্রতি গৃহস্থের ঘরে
বঙ্গের দুর্দ্দশা-কথা নরনারীগণে

প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শত শত
দিয়াছিলেন বুঝায়ে। এ সকল কাজে
সর্ব্বদা যেরূপ ঘটে দেখি চিরকাল,
তাঁহারো অদৃষ্টে ঘটেছিল সেই মত।
আজ কোন স্থানে গিয়া পাইলা আশ্বাস
কল্য অন্য স্থানে ততোধিক হতাশ্বাস।
কোথাও যাইবামাত্র সহ-অনুভূতি,
কোথাও যাইবামাত্র বিপরীত ভাব,
তাঁর পুরোভাগে আসি সম্মুখীন হয়ে
আনন্দে বা নিরানন্দে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে
করেছিল বিচলিত আশ্বস্ত অথবা
তাঁহার অন্তর-দেশ মন্যু-বিবর্জ্জিত।
কোন দিকে না চাহিয়া অবিচল চিত্তে,
লোকের প্রশংসা কিম্বা কুৎসা, নিন্দাবাদ,
পুরস্কার, তিরস্কার, ভৎর্সনা, গঞ্জনা,
উৎপীড়ন, নিপীড়ন, আদর, আগ্রহ
ভুঞ্জিয়া, সহিয়া যাপিলেন বর্ষত্রয়।
এই তিন বর্ষকাল, বঙ্গের যথায়
ছিল যত জনপদ, আপন নয়নে
দেখি লভিলেন অভিজ্ঞতা মূল্যবান।
দিবাকর পরিবেষ্টি বসুধা যেমতি
ঘুরিতেছে অবিশ্রান্ত গতি, সেইমত
তিনিও আপন কেন্দ্র করিয়া বেষ্টন
ঘুরিয়াছিলেন দিবানিশি ক্রমাগত।

তিনটী বৎসর কাল হইলে অতীত
সুদূরে আশার ক্ষীণ স্তিমিত আলোক
দেখিলেন ধীরে ধীরে হইছে উদয়
বঙ্গাকাশে ; শত শত নবীন যুবক
উন্নত, উদার চিত্ত, স্বেচ্ছায় তাহারা
তাঁহার শিষ্যত্ব আসি করিল গ্রহণ।
স্বদেশ সেবার মন্ত্রে একাগ্র মানসে
হইলা দীক্ষিত সবে। অত্যল্প সময়ে
দেখিতে পাইলা নেতা, যুবা-সম্প্রদায়
অরাতি-আরক্ত দৃষ্টি প্রতি পদাঘাত
করিয়া, আনন্দে মত্ত হইয়া সকলে
স্বদেশ-উদ্ধার-গীতি মনোমুগ্ধকর
ভ্রমিছে গাইয়া। সমর্পিয়া কার্য্যভার
তাহাদের হাতে, আইলেন ধর্ম্মবিদ্
কল্যাণ-নগরে, যথা কল্যাণী-রূপিণী
মহাদেবী সঞ্জীবনী পতির কল্যাণে
মহাদেব-পাদপদ্ম-অর্চ্চনা-নিরতা।
পতি সনে পতিপ্রাণা সতী সঞ্জীবনী
পরম আনন্দে যাপি দুই মাস কাল
পিত্রালয়ে, মাগিলা বিদায় সকাতরে
প্রিয় সখীগণ কাছে ; মাগিলা বিদায়
ভক্তি-মিশ্র অশ্রুজলে পিতৃ-মাতৃ-পদে।
কাঁদিলা সকলে দম্পতির যাত্রাকালে
সবিষাদে। ঊষাকালে, কল্যাণ-নগরে

দিলা দেখা কালমেঘ ; ছাইল গগন
দিন কয়েকের মত ; আইলা দম্পতি
মহেশ-মন্দিরে তপোনিধি সন্নিধানে।
প্রণমি মহর্ষি পদে, লইলা তাঁহার
শুভ আশীর্ব্বাদ। পুলক-পূর্ণিত চিতে
বৃদ্ধ ঋষিবর উভয়ের শিরোদেশে
করিলেন স্নেহভরে হস্ত-সঞ্চালন।
দুইমাস কাল তথা থাকিয়া দুজনে
মহর্ষির সঙ্গে নানা পরামর্শ করি
ভবিষ্য কার্য্যক্ষেত্রের মানচিত্র এক
লইলা অঙ্কিত করি, কার্য্য হলে শেষ
মহর্ষির কাছে দোহে মাগিয়া বিদায়
চলিলা ভবনোদ্দেশে। নব অনুরাগে,
নবোৎসাহে সুরঞ্জিত আনন, নয়ন,
চলিলেন সঞ্জীবনী ধর্ম্মবিদ সনে
পতি-গৃহ অভিমুখে ; ধর্ম্মের পশ্চাতে
চলিতেছে শান্তি যেন উছলিয়া শান্তি
অশান্তি-দলিত দেশে। শুভকার্য্য সাধি,
শুভ ফল সঙ্গে করি প্রবাসী যখন
সুদীর্ঘ প্রবাস অন্তে উৎসুক হৃদয়ে
ধায় স্বভবন পানে, মানসে তখন
কি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভবে
লেখনী বর্ণিতে তাহা মানে পরাজয়।
স্বদেশের নাম ! জনম-ভূমির নাম।

কি যে মধুমাখা আছে এ নামের গায়ে
কে বলিতে পারে! পশিলে এ শব্দ কাণে
আনন্দে হৃদয় নাচে; উৎসাহে শোণিত
বহে খরবেগে প্রতি শিরায় শিরায়।
মাতঃ জন্মভূমি! ধরেছ কি হেন সুত
কোলে, মা! তোমার, যাহার হৃদয়-দেশ
তোমার মধুর নাম হইলে কীর্ত্তিত
হয় না স্পন্দিত সুখে? থাকে যদি কেহ
মানব-নামের যোগ্য নহে সে কখন।
জন্মভূমি! মাতৃভূমি! কি মধুর নাম!
মধুময় বাল্যস্মৃতি জড়িত এ নামে,
সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ সময়ের দৈর্ঘ্য,
যখন তাহার সর্ব্ব অবয়ব হতে
দুঃখ-কষাঘাত-চিহ্ন ফেলিয়াছে মুছি,
মনের সম্মুখে ধরে কি মধুর ছবি!
কাল যত গত হয়, পরিপুষ্ট তত
হয় গত-সুখকান্তি, কষাঘাত রেখা
ততই বিলুপ্ত হয়; বাল্য-স্মৃতি-পট
সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-বর্ণে হইয়া রঞ্জিত
আনন্দের সুখ রসে ভাসায় অন্তরে।
ওই তো সে দিন, নহে বেশী দিন গত,
সাংসারিক জ্ঞানহীন সরল হৃদয়
শৈশবের সহচর বালক, বালিকা
সকলে একত্র হয়ে, স্নানাহার ভুলি

খেলেছি কতই খেলা আর
স্নানের সময় সকলে একত্র হয়ে,
সাঁতারিয়া পুষ্করিণী হইয়াছি পার।
মাঠে উড়াইয়া ঘুড়ী বেড়ায়েছি কত
দলে দলে মিলে সবে অপরাহ্ন কালে।
কভু বা সকলে মিলে বসায়েছি হাট
বটবৃক্ষ মূলে ; লঙ্কাকাণ্ড-অভিনয়ে
যাপিয়াছি কাল কভু, কলাগাছ কাটি
বানায়েছি ভেলা কত, হইয়াছি পার
জলপূর্ণ, ক্ষুদ্র ডোবা বরষা-আগমে।
কভু উচ্চ বৃক্ষে চড়ি কোটর হইতে
করিয়াছি চুরী কত অজাতপালক
বিহগশাবক ; খাওয়াতে তা সবারে
পতঙ্গকুলের গোষ্ঠী করেছি নিপাত
সরস শ্যামল মাঠে। কভু মীনকুলে
করিয়াছি ধ্বংস সেচিয়া ডোবার জল,
কিম্বা পরাইয়া টোপ লৌহ বড়শীতে
কষ্ট দিয়া তা সবারে মারিয়াছি প্রাণে।
কভু বা কর্দ্দম লয়ে বানায়েছি কত
কুম্ভকার-দ্রব্যজাত। সন্ধ্যার সময়ে
বালক বালিকা মিলি দলে দলে দলে
যাইতাম উপন্যাস-কথক-আলয়ে,
তামাকু সাজিয়া দিয়া তাঁর পরিতোষ
বিধানিতে যত্ন করিতাম সর্ব্বজনে ;

উপন্যাস-কথা সাঙ্গ হইত যখন,
নায়ক, নায়িকা চিত্র অঙ্কিয়া মানসে
আসিতাম ঘরে ফিরি সভয়ে হরিষে।
গিয়াছে সে দিন হায়! জ্ঞানের সঞ্চারে
আত্মীয় বা অনাত্মীয় এইরূপ বোধ,
বয়সের সঙ্গে যাহা হয়েছে বর্দ্ধিত,
তখন ছিল না তাহা; আত্মীয়, অপর,
সকলি আপন। ক্ষুদ্র এক পৃথ্বী গড়ি,
আমরা তাহাতে বালেক্ষণে, বাল মনে,
দেখিতাম, ভাবিতাম, সৃজিতাম কত
অত্যদ্ভুত দৃশ্যাবলী; ভাবিতাম মনে
এইরূপ মহানন্দে সমস্ত জীবন
যাইবে কাটিয়া সুখময় ধরাধামে।
একপ্রাণে হয়ে গাঁথা আমরা সকলে
করিতাম কত খেলা! কোথায় সে দিন!
কোথা সেই চিরসঙ্গী বালক বালিকা!
একত্রিত হয়ে যারা দশহরা দিনে
নামিয়া স্নানের ঘাটে মাতাইত দেশ
আনন্দ-কল্লোলে; খুড়ী, জেঠী, মাতা, পিসী
দিদি, মাসী আসি যাহাদের শিরোদেশে,
"দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে কাটাও জীবন"
বলিয়া দিতেন ঢালি ধান দুর্ব্বাদল—
আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান। জন-কোলাহল
নির্ব্বাপিত প্রায়; কালের তরঙ্গাঘাতে

অনেকেই নিমজ্জিত অনন্তসাগরে ;
জীবিত যাহারা আছে দুই চারি জন,
তাহারা ব্যাধির ভয়ে, দারিদ্র-পীড়নে
পলাইয়া দূরদেশে কাটাইছে কাল।
শার্দ্দুল-আবাস-ভূমি ভীষণ জঙ্গল
ক্রমশই বিস্তারিছে নিজ অধিকার
চারিদিকে ; তাহারি মাঝারে লোকালয়
বিরল, সুদূর-অবস্থিত-পরস্পর,
পূর্ব্ব-গৌরবের যেন দুই চারি খানি
স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়াছে স্থানে স্থানে ফেলি।
এমন হৃদয়শূন্য কে আছে সংসারে,
যে জন স্বচোখে এই জীবন্ত শ্মশান
দেখি, শোকাবেগ পারে হৃদয়ে ধরিতে ?
মাতঃ জন্মভূমি ! এই অস্থি চর্ম্মসার
কঙ্কালাবশেষ তনু ধরি কত দিন
জীবিত থাকিবে বল ? আমরা সন্তান
থাকিতে তোমার মাতঃ ! হইল দেখিতে
তোমার দুর্দ্দশা হেন ! অক্ষম আমরা
আঁখিজল একমাত্র দুর্ব্বল-সম্বল,
তাহাই যেন মা ফেলি, মাতৃঋণ শোধ
করিয়া যাইতে পারি, যে কদিন বাঁচি।
হইতেছি অগ্রসর শ্মশানাভিমুখে
যত, তত যেন অন্তরের সরলতা,
একপ্রাণতার ভাব, সারিতেছে দূরে

চক্রবাড় দিক মত। মাত র্জন্মভূমি!
সেই বাল্য-স্মৃতি-কথা যবে জাগে মনে,
মনে হয় যেন মোরা এই দুঃখভরা
সসাগরা ধরা ছাড়ি, বাল্য-সহচর
সঙ্গে করি ভ্রমিতেছি নন্দন-কাননে।
ফিরে আসে বাল্যস্মৃতি, ফিরে বাল্যকাল
আসেনা কখন। একে আসে, অন্যে নয়
যাহা আসে সেই ভাল, সেই যথালাভে
যতটুকু সুখ পাই, সে বিমল সুখ,
আছে কোথা ধরাধামে খুঁজিয়া না পাই।
এ অচিন্তনীয় সুখ, কিছু সুকৃতিবলে,
কাহার দয়ায়, করিতেছি উপভোগ
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু পাইনা কারণ।
রে দুর্ব্বল মন! কেমনে পাইবি বল?
অচিন্ত্যের চিন্তা মাঝে কে করে প্রবেশ?
এস হে প্রিয় পাঠক! পশি সংগোপনে
ধর্ম্মবিদ-হৃদি মাঝে; ওই যে বাহিরে
দেখিতেছ হাস্য-মুখ, অন্তরে কি ভাব,
দেখ তাহা একবার—সর্ব্বত্র আঁধার,
কি দেখিবে বল? এমন দ্বিভাব কেন?
পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিয়া লয়ে পাপ-ফল,
শুধু জন্মভূমি কেন, স্বর্গ অভিমুখে
যাইবার জন্য যেবা বাড়ায় চরণ
চিত্ত-প্রসন্নতা কোথা তার? ভীমকায়

পাপের মূরতি, সম্মুখে আসিয়া তার
সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ করে। সেই দশা হায়!
ঘটিয়াছে মহানেতা ধর্ম্মবিদ-ভালে,
যবে তিনি প্রণমিয়া ঋষীন্দ্র চরণে—
—নরেন্দ্র দুর্লভ, চলিলেন গৃহোদ্দেশে
সঙ্গে পতিবিনোদিনী, সতী সঞ্জীবনী।
দুরন্ত নিদাঘ কাল, নিদাঘ সময়;
পৃথ্বীবক্ষ ভেদি হানিতেছে দিবাকর
অগ্নিমুখ করশর, ব্যথিতা ধরণী
মর্ম্ম-যাতনায়, মরি! ছাড়িছে নিশ্বাস
অগ্নিময়; অগ্নিময় বহিছে পবন।
জননীর যাতনায় আকুল সন্তান
—জীবকুল; অসাড়ে ছায়ায় বসি, কাল
করিছে যাপন; পাখীগণ রৌদ-ভয়ে
বসি আছে ডালে, বিরত সঙ্গীতালাপে,
বিরত আহার আহরণে; পত্রাবলী—
শুষ্করস, অর্দ্ধদগ্ধ, অবনতশিরে
চাহি আছে নিম্নদিকে; সর্ব্বত্র নীরব;
হস্তপদ বিছাইয়া সারমেয়-রাজ
শুইয়াছে তরুচ্ছায়ে, টানিছে সঘনে,
নাভিশ্বাস; দন্তপাটী ধবল, ধারাল;
ব্যাদিত, বদন; লোল জিহ্বা, রক্তিমাভ,
সুন্দর, সরস, বিলম্বিত নিম্নদিকে;
আকুঞ্চিত অগ্রভাগ; লালা ফোটা ফোটা

নির্গত হইয়া সিক্ত করিতেছে ধরা।
নীরব বায়স, মূক অন্য বিহঙ্গম ;
পেটুক গোকুল, আকুল প্রবল তাপে,
অনিচ্ছায় ছাড়িয়াছে বিচরণ-ভূমি ;
বৃক্ষচ্ছায়ে মুদি আঁখি, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ
করিতেছে, চাটুকার প্রভুবাক্য যথা।
গিয়াছে শুকায়ে জল জলাশয়ে যত,
পানার্থীগণের যেন জন্মাতে বিশ্বাস
দেখাইছে বক্ষস্থল চিরিয়া চিরিয়া
বিন্দুমাত্র জল নাই উদরে তাহার।
পথগুলি প্রশমিতে প্রভাকর-রোষ,
উপহার দিবে বলি ফেলিয়াছে খুলি
একমাত্র অলঙ্কার—অবয়ব-শোভা,
শ্যামকায় তৃণরাজি। ধূলিকণা যত
অনল-দহনে সর্ব্ব অঙ্গ জর জর
স্পন্দহীন আছে পড়ি ; স্পর্শে অঙ্গ দহে
পল্লীবাসী গৃহীগণ, পাছে ক্রূর মতি,
রুদ্র রৌদ্রতাপ প্রবেশি তাদের গৃহে
সন্তান সন্ততিগণে করে জ্বালাতন,
এই ভয়ে সকল প্রবেশদ্বার রোধি,
ছট্‌ফট্ করিতেছে আঁধার ভবনে।
লাঘবিতে উত্তাপ-জনিত স্বেদোদ্‌গম,
শয্যাতলে শু'য়ে শু'য়ে বিজনিছে পাখা।
এ হেন সময়ে আসি পৌছিলা ভবনে

সঞ্জীবনী সহ ধর্ম্মবিদ ; কোলাহল
শুনিয়া অদূরে কক্ষত্যাজি বাহিরিলা
দেবী আমোদিনী। ফুল্লইন্দিবরাননা
দেবী সঞ্জীবনী প্রণমিলা ভগ্নীপদে ;
আশীষিলা আমোদিনী মৃদুমন্দভাষে।
চলি গেলা ধর্ম্মবিদ কক্ষে আপনার,
নূতন ও পুরাতনে করি সম্মিলিত।
দুই ভগ্নী বসি তথা আরম্ভিলা কথা
উদারতা, সরলতা মিশ্রিত উভয়ে।
আত্ম-বিবরণ যত দেবী সঞ্জীবনী
আমোদিনী অনুরোধে কহিলা বিশেষে।
শুনি আমোদিনী দেবী বুঝিলা অন্তরে,
প্রাণপতি ধর্ম্মবিদ এ নব বিবাহ
বহুদিন পূর্ব্বে স্থির করি মনে মনে,
তাঁহার সম্মতি লয়েছিলেন কৌশলে।
নাহি ছিল প্রয়োজন হেন ছলনায়,
এত অবিশ্বাস করা হয়নি উচিত।
পূর্ব্ব হতে সরলতা ব্যবহার যদি
করিতেন তিনি, আজি হেন দুঃখ মনে
উদিয়া তাঁহাকে নাহি করিত ব্যথিত।
পূর্ব্বে ধর্ম্মবিদ বাক্যে যেরূপ দৃঢ়তা
দেখায়েছিলেন তিনি, তার স্থানে আজ,
তাঁহার অজ্ঞাতসারে অস্থিরতা আসি
দেখা দিল মনে। সঞ্জীবনী সন্নিধানে

অন্তরের অন্তর্দাহ করিতে গোপন,
গোপনে কতই চেষ্টা করিলা বিফলে।
নিষ্ক্রমণ-পথরুদ্ধ হয় শোক যত
দাহিকা-শকতি তার তত তীব্রতর।
বহুস্থলে দেখা যায় অন্তরের ভাব
মানব-আননে, চোখে হয় প্রতিভাত,
বারিদ বিহীন দিনে স্বচ্ছাকাশ ছায়া
স্বচ্ছতোয় নিস্তরঙ্গ সরোবরে যথা।
বিচক্ষণ বিবেচক দেখিয়া সে ভাব
মানব-মনের গতি পারেন বুঝিতে।
বুদ্ধিমতী সঞ্জীবনী পড়িলা চকিতে
আমোদিনী-মনোভাব মুখভাব দেখি।
সপত্নীর অন্তর্দ্দাহে অন্তর্দ্দগ্ধা সতী
সান্ত্বনিতে ভগিনীকে লাগিলা কহিতে :—
"দিদি! দিদি! সপত্নী এসেছে, এ দুশ্চিন্তায়
ব্যথিত হইয়া থাকে যদ্যপি অন্তর,
দূর কর দুর্ভাবনা; শুন মোর কথা,
তোমায় না বলি কিম্বা তোমার সম্মতি
না লয়ে প্রথমে, এক জায়া বিদ্যমানে
আমায় গ্রহণ করি অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে
হয়েছেন ধর্ম্মবিদ অধর্ম্মে পতিত,
এই ঘোর চিন্তা যাহা ব্যথিছে অন্তর,
কর দিদি পরিহার; সপত্নী যখন,
আমার কথায় নাহি বলিছি তোমায়

আস্থা সংস্থাপিতে ; নিঃস্বার্থপর যে জন
তাঁহার কথায় পার বিশ্বাস স্থাপিতে।
সূক্ষ্মভাবে এই কথা বুঝ, দিদি ! আগে।
তুমি আমি যাহা ভাল বুঝি মনে মনে,
আমাদের হতে যাঁর ধীশক্তি প্রখর,
ভূত ভবিষ্যৎ যিনি দেখিতে সক্ষম,
স্বার্থ-পরতার ছায়া যাঁহার শরীর
পরশিতে করে ভয়, সর্ব্বজনে যিনি
সর্ব্বদাই সমচক্ষে করেন দর্শন,
কি ভাল কি মন্দ তিনি আমাদের হতে
অবশ্যই বুঝিবেন ভাল। ধর্ম্মানন্দ,
যাঁর নাম অবশ্যই শুনেছ শ্রবণে,
আমাদের এ বিবাহে তিনিই ঘটক।
নিজে ইচ্ছা করি মহাভাগ ধর্ম্মবিদ
দেন নাই অভিমত ; বরঞ্চ প্রথমে
আপনার অসম্মতি করেন প্রকাশ।
তাঁহার আদেশে যবে উপেক্ষা-লক্ষণ
দেখাইতে উপক্রম করিলা নায়ক,
ক্রুদ্ধ হইলেন ঋষি ; কহিলেন তাঁরে
হইতে বিদায় ; প্রশমিতে ঋষি-ক্রোধ
হইলেন শেষে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত।
নিশ্চয় জানিয়া মনে স্বদেশ-মঙ্গল
আমাদের উভয়ের শুভ সম্মিলনে
হবে সম্পাদিত, মহর্ষির আজ্ঞামতে

করেছেন বিবাহ আমায়। জন্মাবধি,
যেরূপে পারিব আমি স্বদেশ-মঙ্গল
সংসাধিব প্রাণপণে, আছে লক্ষ্য মম ;
এই লক্ষ্য জীবনের সম্মুখে ধরিয়া
করিতেছি কার্য্য ; যবে ধর্ম্মবিদ-মুখে
শুনিনু সে মহামতি-মহর্ষি-আদেশ,
স্ব-ইচ্ছায় হইনু সম্মত ; ভাবি দেখ
তাহা যদি না হইত, কোন্ নারী, বল
সপত্নী থাকিতে, নিজে ইচ্ছা করি বরে
বিবাহিত বরে ! আমা হতে নাহি ভয়,
দিদি ! ইন্দ্রিয়ের সুখ পরিতৃপ্তি-আশে
হই নাই আবদ্ধ এই বিবাহ-বন্ধনে।
বলেছেন তপোধন দেব ধর্ম্মবিদে,
আমাদের উভয়ের হলে সম্মিলন
জন্মিবে আমার গর্ভে পুত্র প্রিয়তম,
যার প্রতিভায় স্বর্গ-প্রসূ-বঙ্গভূমি
সভ্যতা-সোপানে ক্রমে হইবে উত্থিত।
সুসভ্য জাতির মাঝে বঙ্গবাসীগণ
পাইবে আসন উচ্চ সম্মানের পদে ;
পৃথিবীর দেশে দেশে বাঙ্গালীর নাম
গাইবে সকলে, কার নহে অভিলাষ ?
আমাদের উভয়ের শুভ সম্মিলন,
(এই মহাব্রত পূর্ণ হবে আকাঙ্ক্ষায়)
মহর্ষি আদেশে হইয়াছে সংঘটিত।

পতি লয়ে সুখে তুমি কর নিবসতি
এ ভবনে, দিদি ! সুখের কণ্টক তব
হইব না কভু আমি। থাকিবার স্থান
দিও মোরে যথা ইচ্ছা, সেবিকার মত,
যখন যে কার্য্য মোরে বলিবে করিতে
যথাসাধ্য সম্পাদিতে করিব যতন।”
“শুনিমু তোমার কথা, প্রাণের ভগিনি !”
সাদরে বদন চুম্বি দেবী আমোদিনী
কহিলা :—“স্বার্থান্ধ পৃথিবীর জীব কভু
নহ তুমি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব, কহ বোন !
শিখিলে কোথায় ! ভুলে গিয়া আপনাকে,
কেবল পরের শুভ হবে কি উপায়ে,
যার জীবনের হেন উদ্দেশ্য উদার,
সে কভু মানুষ নয়। যে চক্ষে দেখিছ
বঙ্গদেশ-বাসীগণে, ধরে কোন্ জন
হেন দিব্য-দৃষ্টি ? অজ্ঞান তিমিরে ডুবি
খাইতেছি হাবুডুবি, জানিনা সাঁতার
প্রসারিয়া পদ স্পর্শিতে যাই মৃত্তিকা,
স্থির ভাবে দাঁড়াইব বলি, কোথা মাটী ?
কেবল কর্দ্দম জড়াইয়া যায় পায়।
মহত উদ্দেশ্য বিনা নর জন্ম বৃথা !
কোথা সুখ, কোথা শান্তি ! আমোদ কোথায় !
সব মিথ্যা, জলরেখা বুদ্বুদ অথবা।
শারীরিক, মানসিক, ক্ষণস্থায়ী সুখ

মুগ্ধ করে চিতে ; চঞ্চলা চপলা মত
বিভাসিয়া দিক্, ধাঁধিয়া নয়নযুগ
নিবিড় আঁধারে মগ্ন করিয়া পথিকে
পলক না ফেলিতেই কোথা যায় চলি।
এইরূপ দশা মোর ঘটিয়াছে, বোন্ !
জীবনের পথে, সামান্য আমোদালোকে
চিরস্থায়ী জ্ঞান করি, চলিতে চলিতে
নিবিড় আঁধারে ডুবি হারায়েছি পথ।
দেখিয়াছি, দেখিতেছি, বুঝিয়াছি, বুঝি
সব, ভুক্তভোগী আমি নিজে, কি বলিব ?
বলিবার পথ কোথা ? আপনি স্বহস্তে
জানিয়া শুনিয়া হায় ! করেছি তা' রোধ ;
জ্ঞান থাকিতেও জ্ঞান হলোনা কখন।
মন কেন জানিয়া শুনিয়া ঠিক পথে
চাহে না চলিতে ? আচ্ছা বোন ! দিদি বলি
ডাকিছ আমায় ; বড় ভগিনীর কাজ—
—অবোধ, অজ্ঞান সে যে—শিখাইয়া দাও তারে ;
আত্মসুখে রত থাকে, আপনার সুখ
পানে চাহি, ভুলে অন্য সকলের কথা।
কি করিলে আপামর সাধারণ জনে
আপন বলিয়া পারি ভাবিতে হৃদয়ে।
কেমনে অপরে আনি আপনার স্থানে
পারি বসাইতে ! অপরের কার্য্য দেখি
কখন কখন হয় উদয় মানসে,

আমি তাহাদের মত নিঃস্বার্থ অন্তরে
সাধিব পরের হিত ; সেইরূপ কাজ
হয়তঃ করিব বলি হই অগ্রসর,
কিন্তু পথমাঝখানে স্বার্থে দেখি যবে,
অমনি অজ্ঞাতসারে দুশ্চিন্তা আসিয়া
সুচিন্তার কেশে ধরি করে বহির্গত ;
আমি যেন কিছু নই, এইরূপ ভাবে
ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহি। অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে
পেয়েছি তোমায় আমাদের ভাগ্যবলে
আমাদের গৃহে ; আঁধার হৃদয়ালয়ে
বসিয়া বিরাজ কর নিজ মনোসুখে।
কি আদেশ করিব তোমায়, তবে যদি
বড়-ভগ্নী-জ্ঞানে আদেশিতে বল মোরে,
শিখাও অধমা এই ভগ্নীকে তোমার
উদারতা আর পর-দুঃখ-কাতরতা।
দাও শিক্ষা পারি যেন পদে পদে পদে
তব পদ-শব্দ লক্ষ্য করি দিবানিশি
ফেলিতে স্বপদ, না হই পশ্চাদ্‌পদ ;
তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেন পারি
সম্পাদিতে সর্ব্বক্ষণ ; ইহা ছাড়া, বোন !
মনের আকাঙ্ক্ষা অন্য নাহি এ জীবনে।
এক কথা বলি রাখি, মনে যেন থাকে,
নীচতায় পরিপূর্ণ এ ক্ষুদ্র হৃদয়
পরশ্রীকাতর, দ্বেষ-হিংসা-পরায়ণ

রাগ করিওনা তব ভগ্নীর উপরে
এই সব কদাচারে দেখিবে যখন
নিরতা তাহাকে। কভু যদি ক্রোধবশে
তোমার সহিত হই বিবাদে উদ্যত,
যাহাতে সে ক্রোধ মনে না হয় বৰ্দ্ধিত
করিও উপায় তার ; ক্রোধ-উপশমে
দিও সৎ উপদেশ : এখন যে আমি,
তখন সে আমি, তব হব পুনরায়।
নিজের যে দোষ আছে বুঝি তা আপনি,
কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ব্যসনের বশে
যাই সব ভুলে। সঁপিনু আমাকে, বোন!
আজ হতে তব হাতে ; শরণ-আগতে
উদ্ধারেন যিনি তিনিই মহাপুরুষ।”
“পাইনু পরম প্রীতি, শুনি, দিদি! তব
সদ্‌ইচ্ছা স্বভাব-সঞ্জাতা ; অভিলাষ
একাগ্রতা সহ সম্মিলিত হয় যবে
অপূর্ণ কখন তাহা থাকে না এ ভবে।”
“কিন্তু, দিদি! তব,” কহিলেন সঞ্জীবনী,
“আছে এক প্রিয় কার্য্য ; সে কার্য্য আমরা
অসমর্থ সম্পাদিতে। মানবের মন
সম উপাদানে যদি হইত গঠিত,
একই প্রকার কার্য্যে হইত ধাবিত
সবে। বহু কার্য্য অসম্পূর্ণভাবে ভবে
থাকিত পড়িয়া ; বিভিন্ন প্রকৃতি তাই

ধরাধামে প্রতি নরে দেখি বিরাজিত।
তোমার যে কার্য্যক্ষেত্র নহে তা আমার,
আমার যে কার্য্যক্ষেত্র নহে তা তোমার।
যদি বল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি যখন,
তাহাদের দ্বারা তবে একই উদ্দেশ্য
সংসাধিত হইবে কেমনে? একতায়
কেমনে তাহারা সাধিবে স্বদেশোন্নতি?
তাহার উত্তরে বলি, ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌
হইতে যেমতি ভিন্ন ভিন্ন মানবেরা
একই বৃহৎ বস্তু করে উত্তোলন,
সেই মত একতায় হইলে মিলিত
একটী মহৎ কার্য্য হয় সম্পাদিত।
স্বপ্রকৃতি-জাত গুণে শ্রমের বিভাগ;
সেই শ্রম কিম্বা গুণ একত্র করিলে
স্বল্পায়াসে সুকঠিন কার্য্য লোকে সাধে।
সে কার্য্যের যে অংশের উপযোগী যেই
তাহারি উপরে সেই কার্য্যাংশের ভার
হয় সদা সমর্পিত। যে কার্য্যে যাহার
গুণগ্রাম স্বতঃ ধায়, সে কার্য্যে তাহার
আছে পূর্ণ অধিকার; শুভ যদি তাহা,
তার গতি রোধ করা নহে সমীচীন।
আপনার গুণ, দিদি! পাওনা দেখিতে,
নাই প্রিয় কার্য্য তাই ভাব মনে মনে।
বারণ যেমতি স্বীয় শরীর-প্রসার

পারে না বুঝিতে, অহমিকাশূন্য নরে
তেমতি স্বগুণ, পরে অন্ধদৃষ্টি সদা।
অপরের গুণগ্রাম দেখিলে তাহারা
তাহাতে আকৃষ্ট হয়ে, আপনার গুণে
করে হতাদর; তোমার যে সরলতা
তাহাতেই বড় তুমি দেখ সর্ব্বজনে।
তাই বলি, দিদি! যে গুণ আছে তোমার,
তাহা না বুঝিতে পারি, গুণহীনা বলি
কেন আপনাকে বৃথা কর তিরস্কার।
মহানেতা ধর্ম্মবিদ আমাদের পতি,
সম্বন্ধ মধুর বড়; পতি-পরিতোষ
প্রাপ্ত হন যে কাজ করিলে, পতিব্রতা
রমণীর কর্ত্তব্য সে কাজ। তুমি আমি
আছি বদ্ধ তাঁর সনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
তোমার প্রকৃতি মত তাঁহার সন্তোষ
করিবে বিধান; আমার প্রকৃতি মত
আমিও তাঁহার সুখ করিব বর্দ্ধন।
তিনিই করম-কর্ত্তা, আমি সে শকতি,
তুমি কর্ম্ম-ফল রূপে আসিয়া সম্মুখে
বিতরিবে আনন্দ দুজনে, নব বলে
তোমার কৃপায় মোরা হয়ে সঞ্জীবিত,
আপন আপন কর্ম্মে হব পুনঃ রত।
আমি রস, তিনি বৃক্ষ, তুমি তার ফল
আবদ্ধ অচ্ছেদ্য সূত্রে আমরা এ তিনে।

আমি রস দানে করি বিটপী বৰ্দ্ধিত
তুমি ফলরূপে কর শির সুশোভিত।”
“না বুঝিনু, বোন!” কহিলেন আমোদিনী,
“তোমার কথাব মর্ম্ম, বুদ্ধি-হীনা আমি,
তোমার এ সুগভীর চিন্তার ভিতরে
প্রবেশ করিতে সাধ্য নাহিকো আমার।”
“শুন, দিদি! শুন তবে,” করিলা উত্তর
দেবী সঞ্জীবনী, “মনে কর কর্ম্ম কোন
তোমায় করিতে হবে; সে কর্ম্ম করিতে,
যে যে জিনিষের তব হবে প্রয়োজন,
মনে মনে ধরি লও আছে সব তব;
উত্তম সুযোগ, কৰ্ম্ম করিবার রীতি—
কিরূপে সে কর্ম্ম হয় করিতে সাধন
জান তুমি ভাল মতে; ভাবি দেখ মনে,
এ দুয়ের বর্ত্তমানে তোমার করম
হয় না সাধিত; ইচ্ছা আর শক্তি যদি
নাহি থাকে বিদ্যমান তোমাতে, ভগিনি!
পারিবে না তুমি সেই কর্ম্ম সম্পাদিতে।
শক্তি থাকিলেও, ইচ্ছা না থাকিলে মনে
নাহি হয় কোন কার্য্য; ইচ্ছাও তেমতি
শক্তি বিনা কৃতকার্য্য হয় কদচিৎ।
কর্ম্ম সাধিবার এই দুই উপাদান
ব্যক্তিগত করিতেছে অবস্থিতি সদা
ধৰ্ম্মবিদ মনে; বিষাক্ত কলুষ বায়ু

বহিছে চৌদিকে, নিত্য নব বিঘ্ন আনি
ফেলিছে সম্মুখে ; সঞ্জীবনী রস ঢালি
আমি সেই বিঘ্ন দিব ডুবায়ে অতলে ;
নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য পথে পারিবেন তিনি
হতে অগ্রসর, এই সে আমার কাজ।
এই কর্ম্ম হেতু হইয়াছি পরিণীতা
তাঁর সনে। নহে হীনকার্য্য, দিদি ! তব,
আনন্দরূপিণী তুমি সদানন্দময়ী।
নরে যে যে কাজ করে, সমাধান্তে তাহা
বিপুল আনন্দে হয় হৃদয় পূর্ণিত,
আবার নূতন কার্য্যে নবীন উৎসাহে
পারে নিয়োগিতে আপনাকে ; ব্যতিক্রমে
শ্রান্তি, ক্লান্তি, অলসতা, অবসাদ আসি
বিনাশে উৎসাহে। আমি আর ধর্ম্মবিদ
কর্ম্মক্লান্ত হয়ে আসি বসিলে আসনে,
তুমি আসি আনন্দ-সমীরে দোহাকার
করিও শ্রম-জনিত ক্লেদ অপনীত।
তোমার সে অনুগ্রহে, নূতন উৎসাহ
হবে উভয়ের মনে সত্বর সঞ্চার।
কত শুভ-ফল-প্রদ, কত গুরুতর
তোমার এ কার্য্য, দিদি ! ভাবি দেখ মনে।
জগতে জীবিত জীব তুচ্ছ নহে কেহ,
যদ্যপি সৎপথে নিজ শকতি চালায়।
কর্ম্ম-চক্র সকলেরি আছে নির্দ্ধারিত

নিজ নিজ মানসিক শক্তি অনুযায়ী।
যাহারা উদ্দেশ্য-কেন্দ্রে করে অবহেলা,
তাহারা পরিধিচ্যুত হইয়া বিপথে
পর্য্যটন করে; অনর্থক দুঃখ আসি,
করে মনে উদ্বেলিত। কর্ত্তব্যের পথ,
দুপার্শ্বে কণ্টকাকীর্ণ; অতি সাবধানে,
অতি সন্তর্পণে, যাহারা চলিতে পারে
বাধা-বিঘ্ন পথে তারা পায় না কখন।
অসতর্ক হয়ে যারা চলে সেই পথে,
বিপদে তাহারা পড়ে, প্রতি পদে পদে;
এ পথের দুই পার্শ্বে হতাশা, নিরাশা
পথিকের মহাশত্রু আছে দাঁড়াইয়া;
সুযোগ দেখিলে মূর্ত্তি বিভীষিকাময়ী
করিয়া ধারণ, ভয় দেখায় পথিকে।
নির্জীব যাহারা নিজে তাহারা সে ভয়ে
হয় আকুলিত-প্রাণ, ভয়ে পথ ভুলি
বিপথে চলিয়া যায়; বিচক্ষণ যারা
তাহারা সে দিকে নাহি করি দৃষ্টিপাত
নির্ভয়ে গন্তব্যপথে হয় অগ্রসর।
প্রলোভন বিমোহন মূরতি ধরিয়া
অনেক সময়ে সেই পথ পার্শ্বে আসি
আপাত-সুগম পথ পথিকে দেখায়ে,
যাইতে ইঙ্গিত করে; মতিভ্রান্ত যারা
তাহারা সে পথ ধরি যাইতে যাইতে

সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়ে ; বুদ্ধিমান পান্থ
উপহাসে উড়াইয়া দিয়া সে ইঙ্গিতে,
চলে আপনার পথে, অবশেষে যবে
অভিপ্সিত স্থানে আসি হয় উপস্থিত,
তখনই তুমি, দিদি ! গিয়া সে পথিকে
আপনার স্নেহ-ক্রোড়ে বসায়ে যতনে,
পরিতুষ্ট কর তারে মধুর চুম্বনে।”
এতেক কহিয়া চলি গেলা সঞ্জীবনী
নির্দ্ধারিত কক্ষে। মহাদেবী আমোদিনী
অন্তরে পাইলা তৃপ্তি, অস্তিত্ব আপন
আছে গুরু কার্য্য তরে পারিলা বুঝিতে।
অস্তগত সূর্য্য, অবসান দিনমান,
সমাগত সন্ধ্যা, বিশ্ব ঘেরিল তিমিরে,
বারিদ-বিশূন্য নভঃ, নীলাকাশে শশী
উদিলা, সুশীত বায়ু বহিল চৌদিকে।
হীরক-খচিত সুনীল বসন পরি
সুন্দরী যামিনী দেবী ধরা ক্রোড়ে বসি
মানব নিকরে ডাকি কহিলা সঙ্কেতে:—
“দৈবসিক শ্রমক্লিষ্ট, হে জীবপুঙ্গব !
অবসন্ন খিন্ন তনু কর সুশীতল
সান্ধ্য সমীরণে ; সাংসারিক চিন্তাজ্বরে
জরাজীর্ণ মনে, নিভৃতে একান্তে বসি
ঈশ্বরের নাম-রসে কর সঞ্জীবিত।
দূর কর দুর্ভাবনা, মহেশ-চরণে

সমর্পি সকল চিন্তা, লভ সুস্থিরতা।”
চিন্তামগ্না সঞ্জীবনী বসিয়া যে ঘরে,
আপনার কি কর্ত্তব্য এ নব সংসারে,
নির্জনে ভাবিতেছিলা, আইলা তথায়
দেবী আমোদিনী সনে দেব ধর্ম্মবিদ।
সান্ধ্য সমীরণ, সম্মুখ-উদ্যানজাত
সুরভি কুসুম মুখ চুমিয়া চুমিয়া,
হাসিতে হাসিতে অতি মন্থর গমনে,
সঞ্জীবনী কক্ষে করি অলক্ষ্যে প্রবেশ,
বিস্তারিল স্নিগ্ধকর বাস চারিদিকে।
দীপালোক, সঞ্জীবনী রূপরাশি হেরি,
কাঁপিতে লাগিলা লাজে ; মুক্ত বাতায়ন ;
সেই বাতায়ন পথে নিক্ষেপিয়া দৃষ্টি
দেখিতে লাগিলা সেই অপরূপ রূপ
উপবন কুসুমিকা বিকসিতাননা।
নয়নের পরিতৃপ্তি হইল না বলি
বারম্বার মুখখানি লাগিলা দেখিতে।
যেন সেই কুসুমিকাগণ পরস্পরে
খেলিতেছে লুকাচুরি শৈশবের খেলা।
সুধাংশু-অংশু-বালিকা, সহচরীগণ
কোথায় কি দেখিতেছে জানিবার তরে,
হাসি আসি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইলা।
দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া উঠে কংসধ্বনি
শূন্য ভেদি ; গৃহস্থ-ললনা, দীপালোকে

আরক্তিম মুখরাগ, নিনাদিল কম্বু
কম্বুকণ্ঠে ; ধূপাধারে থাকি ধূপস্তূপ
লাগিলা পুড়িতে ; মাতাইলা গন্ধামোদে
ধরাবাসী জীবে ; প্রকৃত মহাত্মা যাঁরা
জীবহিত তরে তাঁরা আপনার প্রাণ
বিসর্জ্জিতে নাহি হন কুণ্ঠিত কখন।
তাঁহাদের যশোরাশি জীব-অবসানে
সুসৌরভে সুরভিত করে ভূমণ্ডল।
পত্নীদ্বয়ে সম্ভাষিয়া মৃদুমন্দ স্বরে
কহিতে লাগিলা মহানেতা ধর্ম্মবিদ ঃ—
"লভিতে বহুদর্শিতা, সচক্ষে দেখিতে
কোথা কি অভাব আছে, করেছি ভ্রমণ
নানাস্থানে, ঘুরিয়াছি প্রতি জনপদ ;
নানাজাতি, নানা শ্রেণী লোকের সহিত
মিশিয়াছি ; তাহাদের আচার, পদ্ধতি
করেছি দর্শন। উদ্দেশ্য কতক অংশে
হয়েছে সফল। বঙ্গের আশা-ভরসা—
বঙ্গীয় যুবকগণ, সাগ্রহে সকলে
শুনিয়াছে মোর কথা, একবাক্যে সবে
করেছে প্রতিজ্ঞা, সাধ্য আছে যত দূর,
যতনিবে উদ্ধারিতে মাতৃভূমি বঙ্গে।
সুসভ্য জাতির মাঝে বাঙ্গালীরা স্থান
সসম্মানে প্রাপ্ত হয় এমত উপায়
উদ্ভাবিত হবে ত্বরা, দিয়াছে আশ্বাস।

কেবল তাদের মুখে, তাহাদেরি কথা
শুনিয়া শ্রবণে, বিশ্বাসে দেয়নি স্থান
মনে ; পাইনু দেখিতে আপনার চোখে
যবে, যেমন বলিছে, অন্তর সহিত
করিতেছে কার্য্য সেইমত ; অবিশ্বাস
গেল দূরে ; আনন্দিত মনে, সমর্পিয়া
আমার যে কার্য্য ছিল তাদের উপরে
আসিয়াছি ফিরে ঘরে ; পেয়েছি সংবাদ
বিশ্বস্ত লোকের মুখে, অপাত্রে বিন্যস্ত
হয় নাই আমার এ গুরু কার্য্য-ভার।
যথা যাইতেছি দেখিতেছি যুবকেরা
পরম উৎসাহে হইয়াছে নিয়োজিত
আর্ত্ত-পরিত্রাণে ; শশব্যস্ত যথা তথা
সান্ত্বনিতে দুঃস্থ পরিবারে, সানুরাগে
নিজ হস্তে মুছায়ে দিতেছে অশ্রুবারি
অনাথার ; করিছে শুশ্রুষা কোথাও বা
অসহায় মুমূর্ষের শয্যা-পার্শ্বে বসি
দিবারাত্রি ; শুধু এই কার্য্যে অবসিত
নাহি করিছে জীবন। দেশের যাহাতে
প্রকৃত উন্নতি হয় সে দিকে তাহারা
রাখিয়াছে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। কিরূপ উপায়ে,
মানসিক, শারীরিক সাহস, শকতি,
সত্যনিষ্ঠা, সত্যধর্ম্ম, একাগ্রচিত্ততা,
জাতীয় একতা, জাতীয়-স্বাবলম্বন,—

এই সব গুণ লভিবে স্বজাতিগণ,
কিরূপে জড়তা, অলসতা, বিলাসিতা,
কু-দীর্ঘ সূত্রতা, অপর-মুখাপেক্ষিতা
—মহানর্থকরী যত অপগুণরাজি
একে একে ধরি আছাড়িয়া দিবে ফেলি
তাহাদের চিরাবাস শরীর হইতে
তদুপায় উদ্ভাবনে আছে সবে রত।
দেখিয়া শুনিয়া আমি পারিছি বুঝিতে
পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষেরা সকলেই দায়ী,
পরবর্ত্তী-বংশধর-অধোগতি তরে।
আমরা যে পথ হেথা করিয়া নির্ম্মিত
যাইব অপর লোকে, বংশধরগণ
সেই পথ অনুসরি করিবে গমন।
মানসিক সমুন্নতি আমাদের যত,
তাহারি উপর দিয়া চলিবে প্রথমে,
যদি সেই যাত্রাস্থান হইতে ক্রমশঃ,
উর্দ্ধদিকে নাহি উঠে আপন উদ্যোগে,
আমাদের মত তাহারাও চিরকাল
যে আঁধারে ঘুরিতেছি, ঘুরিবে নিশ্চিত।
দৃঢ়ভিত্তি হয় যদি পূর্ব্ব-নিরমিত
পূর্ব্ব-পুরুষের পথ, অল্পায়াসে তারা
সেই পথ ধরি পারে যাইতে উপরে।
যদ্যপি আমরা পথ পরিষ্কার করি
যাইতে সক্ষম হই, তা'হলে তাহারা

সেই পথ অবলম্বি ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে
উঠিতে সক্ষম হবে। অভিমত পথ
ধরায়ে দিয়াছি আমি বঙ্গীয় যুবকে ;
দেখায়ে দিয়াছি, সেই পথ পরিষ্কৃতে
যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলি সুলভ।
যদ্যপি তাহারা হয় সমর্থ সে কাজে
তাহাদের বংশধরগণ অনায়াসে
পারিবে সে পথ ধরি উঠিতে উপরে।
জানিনা কি হবে পরে, যা' দেখি এখন
তাহাতে বিশ্বাস হয়, বঙ্গীয় যুবক
বঙ্গোন্নতি সংসাধিতে হইবে সক্ষম।
সামাজিক অত্যাচার, অনাচার যত
করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ,
কৌলিন্য-কুপ্রথা, শৈশব-বিবাহ রীতি,
সর্ব্বনাশ সমুৎপাদী পরিণয়-পণ,
প্রতিবেশী অনার্য্যের কিম্বা সহবাসী
নিম্নশ্রেণী মানবের স্পর্শজাত দোষ,
এ সকল প্রতি ঘৃণা, অনুদার ভাব,
প্রভৃতি বিষয় যত, পাইয়াছে স্থান
বঙ্গ যুবকের সরল, কোমল চিতে।
পেয়েছি পরম প্রীতি দেখি এ সকল ;
হৃদয়ে পেয়েছি বল, ফল-প্রাপ্তি-আশা
পূর্ণ হবে, মনে লয়। জাগিয়াছে বঙ্গবাসী,
যাগিয়াছে যবে, আমাদের মনোবাঞ্ছা

হবে পূর্ণ তুই এক পুরুষ ভিতরে।
সামান্য যা' গৃহ কার্য্য, হইয়াছে শেষ ;
বিস্তীর্ণ করমক্ষেত্র আহ্বানিছে মোরে,
অলসে বসিয়া থাকা এ হেন সময়,
নাহি শোভা পায় ; কাল-অপব্যয়
অনর্থক না করিয়া করিগে প্রবেশ
কর্ম্মক্ষেত্রে ; ছোট বড় কার্য্য গুটিকায়
গ্রথিত জীবনমালা নশ্বর সংসারে ;
জীবনের দৈর্ঘ্য নহে কালে পরিমিত,
কার্য্যের সমষ্টি মাত্র তাহার প্রসার।
সহস্র বৎসর-ব্যাপী জীবন যাহার,
যদি কোন কার্য্য সংসারের প্রীতিকর
না করে সেজন, মরা বাঁচা তার এক।
পঞ্চবিংশ বর্ষ যার আয়ু-পরিমাণ
সংসারের হিতকর কার্য্য সম্পাদনে
হয় যদি শেষ, সেই জন আয়ুষ্মান।
একের মৃত্যুতে কেহ না ভাবে অভাব,
অপরের নাশে সবে করে হাহাকার।
সার্থক শ্রমের জন্য ধরাতলে আসা,
নহে তাহে লাভ এক মাত্র শ্রম-ফল,
নহে তাহে লাভ স্বজাতির উপকার,
সেই ফল-লাভ সঙ্গে আনন্দ বিমল
উপজে মানসে, জীবনের সার্থকতা
উপলব্ধি করে সদা বিবেক বিরলে।

অলস যাহারা হয় তাহারা কখন,
এ শান্তিতে কত তৃপ্তি পারে না বুঝিতে।
স্বার্থসুখ তরে নহে মানব-জীবন,
পরিতৃপ্তি নাহি পায় হৃদয় কখন
এক মাত্র স্বার্থসুখে ; যতই সম্ভোগ
কর, তত বৃদ্ধি পায় ; যেন কোন অপূর্ণতা
অথবা শূন্যতা আছে কোথা, হয় মনে।
স্বার্থ-সুখ অন্বেষণে উন্মত্ত যাহারা,
জঘন্য বাসনাগণে নিমন্ত্রিয়া তারা
করে আনয়ন ক্ষুদ্র হৃদয়-মন্দিরে।
নীচ বাসনায় পূর্ণ যাদের হৃদয়
তা সবে লইয়া তারা বিব্রত সতত ;
মহদনুষ্ঠানে হয় কিবা সুখোদয়,
কেমনে বুঝিবে তারা ! কূপবাসী ভেক
সাগরের প্রসারতা বুঝিবে কেমনে !
স্বদেশ-বাসীর শুভ সাধন মানসে
বরিয়াছি পত্নী পদে, দেবি সঞ্জীবনি !
তোমায় ; আমোদিনী ! দোষী আমি, ক্ষমিও
দোষ, এ দাসের। মনোকষ্ট হবে তব
জানিয়াও, কেন এই ঘোর অপরাধে
হইয়াছি অপরাধী বলেছি তোমায়।
সঞ্জীবনী পাইবেন কষ্ট ততোধিক
তাহাও জানিয়াছিনু ; জানিয়া শুনিয়া
পতির কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতি হতাদর

করিলাম কেন? একই উত্তর মোর—
জীবনসর্ব্বস্ব আমি করিয়াছি পণ,
করিব যেরূপে পারি উদ্দেশ্য-সাধন,
নতুবা জনম মম বৃথা এ ভুবনে।
কি কাজ সামান্য প্রেমে, তোমার, তাহার,
স্বজাতির প্রেমে অনুবিদ্ধ নহে যদি?
নশ্বর জীবন এই, কে বলিতে পারে,
কত দিন কে বাঁচিবে? যাইবার বেলা
উভয়কে ডাকি তাই রাখিতেছি বলি,
দিও দোষ যত পার অভাজন জনে,
কিন্তু ভুলিও না পরস্পর-ভালবাসা।
উভয়েই এক সূত্রে পড়িয়াছ গাঁথা;
স্বেচ্ছা করি কেহ যদি আপনার দিকে
অপরে টানিতে যাও, যাতনা উভয়ে
পাবে মর্ম্মান্তিক। বিশ্বাস পায়না স্থান
মনে, তবুও বলিয়া রাখি; মনান্তর
যদ্যপি কারণে কোন হয় সংঘটিত
উভয়ের মনোমাঝে, গোপনিয়া তাহা
রাখিও যতনে, আচরণে কি কথায়
জানায়োনা কেহ কারে, লক্ষ্য করি মোরে,
চাহিয়া আমার পানে, সহিও সকল।
মনে করি রাখ, আমার উদ্দেশ্য-পথে
সমান আদরণীয়া তোমরা দুজনে।
শ্রম-শ্রান্ত হয়ে যবে বিশুষ্ক হৃদয়ে

নির্জীব জড়ের মত হব নিপতিত
কর্ম্মভূমে ; সে সময়ে সঞ্জীবনী নীর
না হয় বর্ষিত যদি মস্তক উপরে,
কে করিবে সচেতন আমায় তখন ?
জীবন উদ্দেশ্য যত হইবে বিফল,
দুর্লভ নরজীবন হবে পরিণত
ফলশূন্য, রসশূন্য, দগ্ধ মহীরুহে।
সঞ্জীবনী হতে পাব জীবনী শকতি,
আমি সেই শক্তি বলে আকাঙ্ক্ষিত ফল
ধরিব স্বকরে ; সঞ্জীবনী কার্য্যশেষ
হইবে যেখানে, আরম্ভ সেস্থান হতে
আমোদিনী-দেবী-কার্য্য ; প্রতি কার্য্য শেষে
পুলকে পূর্ণিত করি এ অধম দাসে
নবোৎসাহ করিও প্রদান, যার বলে
মহত্তর সদুদ্দেশ্য-সাধনের তরে
হতে পারি অগ্রসর ক্রমে উদ্ধদিকে।
যে দোষ করিয়া থাকি, দেবি আমোদিনি !
ক্ষম নিজগুণে ; সপিলাম সঞ্জীবনী
তব হাতে ; সম্পর্কে ভগিনী, পালনীয়া
কনিষ্ঠা ভগিনী সম। তোমাকেও বলি,
সঞ্জীবনি ! জেষ্ঠা ভগ্নী, আমোদিনী তব ;
জ্যেষ্ঠভগ্নী সমজ্ঞানে তাহার আদেশ
পালিও সতত। দুদিনের তরে আসা,
দুদিনের তরে বাসা বাঁধি বাস করি

সংসার-বিটপী-ডালে, শাখাজাত ফল
সুখাদ্য, সুপক্ক খাইব এ আশা করি।
দেখ যেন ঈর্ষাবশে কেহ কারো সনে
বাদ-বিসম্বাদ করি হারায়োনা ফল।
দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষী চঞ্চুপুট দিয়া
বিপরীত দিক হতে ঠোকর মারিলে
একই সুপক্ক ফলে, বৃক্ষতলে পড়ি
নষ্ট হয় তাহা ; কারো ভাগ্যে, কারো ভোগে
নাহি আসে ; সেই মত তোমরা যদ্যপি
হিংসা কিম্বা রোষ বশে, সুখফল তরে
কর দ্বন্দ্ব পরস্পরে, নিশ্চয় জানিবে
কারো ভাগ্যে, কারো ভোগে আসিবে না তাহা
উভয়ের দুঃখ যাহা, তাহাই থাকিবে,
ঈর্ষানলে পুড়িতে থাকিবে অন্তর্দ্দেশ
দিবানিশি ; সংসারের সুখ-শান্তি যত
সকলি পুড়িয়া হবে ভস্মে পরিণত।
আমাকেও সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া
সংসার-আশ্রম চির জীবনের মত
পরিত্যাগ করি, হতে হবে বনবাসী।
আমার বক্তব্য শেষ। শত শত স্থানে,
শত শত বঙ্গবাসী ডাকিছে আমায়।
কার্য্যক্ষেত্র দূরে ; কার্য্যসিদ্ধি-ফলাফল
থাকুক যতই দূর-কালে অবস্থিত ;
কার্য্যে নিয়োজিত হলে তাহাতে যে সুখ

সন্নিকটে আছে তাহা ; কিন্তু এই লোভ,
কিম্বা এই লাভ সমাকৃষ্ট যত দূর
করুক মানসে, তবু প্রিয়জন ছাড়ি
যাইবার কালে, স্বভাবতঃ দুঃখ আসি
অন্তরে আকুল করে, প্রাণ কাঁদে শোকে।
প্রসন্ন অন্তরে আশীর্ব্বাদ করি দোহে,
প্রসন্ন অন্তরে কর বাস, একে অন্যে
বাস ভাল সরল অন্তরে ; মনোমাঝে
রিপুগণে দিওনা বাঁধিতে বাসাবাটী
সু-আশা-বিনাশী। এক প্রাণ দুই দেহে
করুক বিরাজ। ধর্ম্মবিদ-ধর্ম্মবেদি
তোমরা দুজনে, দেখ যেন কলুষিত
করোনা সে বেদি ; এই আশা মনে বাঁধি
যাইতেছি ; এসে যেন সে বেদিতে বসি
তিন মন এক সঙ্গে হয়ে সম্মিলিত
সকল-মঙ্গলময় ভগবান নাম
গাইতে গাইতে যাই স্বর্গধামে চলি।"
এক দৃষ্টে চাহি আছে দেবী আমোদিনী
প্রাণ-পতি-মুখ পানে ; দর দর বেগে
ঝরিতেছে অশ্রুধারা নয়ন যুগলে।
চাহি আছে সঞ্জীবনী পতি-পদ-পানে
স্থির-মূর্ত্তি ; বারিপূর্ণ নয়নযুগল ;
বর্ষণ-উন্মুখ, স্থির বারিদ যেমতি
জলভরা। সমাবৃত বিষাদ-আঁধারে

মুখশশি ; দশমীর প্রতিমা দুখানি
তটিনীর তট প্রান্তে বসিয়া যেন রে
সজল নয়নে সম্মুখস্থ বারি পানে
চাহি আছে একদৃষ্টে। লাগিলা কাঁদিতে
দোহে, পতিপানে চাহি। অশ্রুপূর্ণ-আঁখি
চলি গেলা ধর্ম্মবিদ মাগিয়া বিদায়।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে পরস্পর সন্দর্শন-বার্ত্তালাপিনীভ্যাম আমোদিনী-সঞ্জীবনীভ্যাম্ ধর্ম্মবিদঃ বিদায়-গ্রহণং নাম সপ্তমসর্গঃ।

অষ্টম সর্গ।

সতী আমোদিনী, পতি-বিরহ-বিধুরা
ভাবিছে কত কি মনে একাকিনী বসি
নিজ কক্ষে ; চিন্তার ইয়ত্তা কোথা তা'র !
নিজ কক্ষে নিদ্রায় মগনা সঞ্জীবনী।
হেন শুভযোগ দেখি সুন্দরী মোহিনী
আমোদিনী কক্ষে আসি করিলা প্রবেশ
নিঃশব্দে। চমকি চাহি মোহিনীর পানে
জিজ্ঞাসিলা আমোদিনী ;—"কহ, লো মোহিনী !
কেন ও বদনশশি—সদা হাসিভরা,
রাহুগ্রস্ত অসময়ে ? কি হেতু রসনা,
সরস রহস্যালাপ বর্ষিত যাহাতে,
বিশুষ্ক অকালে ? যে আঁখি প্রেমের নীরে
আপনি ভাসিয়া ভাসাইত সখীগণে,
দুঃখ-ঘোর-ঘনে কেন আবৃত এখন ?
ম্রিয়মাণা, নতমুখী, কিঙ্করী মোহিনী
দেবীর পশ্চাদ্‌ভাগে বসিয়া নীরবে,
কবরী-বন্ধন-চ্যুত কুন্তল কলাপ,
চম্পক-বরণ, ক্ষুদ্র অঙ্গুলী-সহায়ে
যথাস্থানে সন্নিবেশ লাগিলা করিতে।
কুমন্ত্রণা-হলাহল-জর্জ্জরিতান্তরা

মোহিনী ভাবিলা মনে ঃ—"থাক, আমোদিনি !
সপত্নীর সহবাস-সুখ কিছুদিন
ভুঞ্জ সুখে, বিবর্দ্ধিত হউক বিশ্বাস
পরস্পরোপরে ; প্রাপ্তিমাত্র অবসর
আমিও আমার অভিসন্ধি গূঢ়তম,
অভিপ্রেত কার্য্যে নিয়োগিব। সঞ্জীবনী,
বড় ভগ্নী জ্ঞানে, তব উপদেশ মত
করিতেছে কার্য্য ; লুপ্ত সপত্নীত্ব ভাব ;
তুমিও তাহাকে ছোট ভগিনীর মত
করিছ অশেষ যত্ন ; প্রেম, ভালবাসা
উভয়ের মধ্যে হইতেছে গাঢ়তর
দিনে দিনে, পলে পলে ; অতি সুলক্ষণ
মোহিনীর পক্ষে তাহা ; মোহিনী তা চায়।
বিশ্বাস ও ভালবাসা তোমাদের মাঝে
জনমিবে যত, মোহিনীর কর্ম্মভূমি
হবে তত কণ্টকবিহীন। আমোদিনী
সপত্নীকে বলিবে যেমন, সঞ্জীবনী
সেইরূপ ভাবে তাহা করিবে গ্রহণ।
জটিলা, কুটিলা পিশাচিনী দুই জনে
স্পষ্টতঃ না বলিলেও মনে মনে মোরে
করে হতাদর ; দেয় কত গালাগালি
অপদার্থ ভাবি। এ যাবত কথনও
করি নাই হেন কাজ, যাহাতে তাহারা
বুঝিবে, আমিও জানি তাহাদের মত

কৈতব আচার। যৎসামান্য সহায়তা
যদি তাহাদের কার্য্যে পারি দেখাইতে,
তা'হলে তাদের ভালবাসা ও বিশ্বাস
আমার উপরে হবে আরো গাঢ়তর।
যদি কিছু নাহি করি, নিশ্চয় তাহারা
আমাকেও শত্রু মধ্যে করিবে গণনা।
উভয় ভগ্নীর মন কপট-আচারে
সমাকৃষ্ট করি রাখা কর্ত্তব্য আমার।
পাইয়াছি অহর্নিশি অশেষ লাঞ্ছনা
একা কলুষের হাতে; ইহারা দুজনে
যোগ দেয় যদি, শত্রু-সংখ্যা দিন দিন
থাকিবে বাড়িতে; মিছামিছি আর কেন
অরাতির সংখ্যা যাই করিতে বর্দ্ধিত।"
পাঠক, পাঠিকাগণ হয়োনা স্তম্ভিত,
দেখি মোহিনীর এই ক্রমিকাধোগতি।
ত্রিসার্দ্ধ বৎসর কাল জটিলা, কুটিলা
অবিরত কুমন্ত্রণা দিতেছে তাহাকে
সংগোপনে; আবার এ দিকে, যে দশায়
পতিতা মোহিনী; সামান্য সদুপদেশ
শুনিবার অবসর নাহিক তাহার।
যতই ধার্ম্মিক হোক মানব-স্বভাব,
কুসঙ্গ-সংস্রব-দোষ পারে না কথন
এড়াইতে; সেই হেতু বিজ্ঞ বুধগণ
সকলেই এক বাক্যে করেন ঘোষণা,

সঙ্গদোষে নরশ্রেষ্ঠ মানব ধীমান
নিকৃষ্ট পশুত্বে সদা হন সমানীত।
মানব-চরিত্র যারা করে অধ্যয়ন
সবিশেষ মনোযোগে, দৃষ্টান্ত ইহার
ভুরি ভূরি দেখে তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায়।
যে মহাত্মাগণে দেখি কুসংসর্গের মাঝে
থাকিয়াও, নিজ নিজ স্বভাব নির্ম্মল
রাখিতে সক্ষম হয়েছেন চিরকাল,
তাঁহারা নহেন নর, ঈশ্বরাবতার।
কোন্ কর্ম্ম মানব নিকটে অসম্ভব ?
মানব-স্বভাব প্রতি কে করে বিশ্বাস ?
সাধু-শ্রেণী-ভুক্ত ছিল কাল যে মানব
আজ অভিযুক্ত সেই চৌর্য্য-অভিযোগে।
আজ যে তস্কর বলি বিখ্যাত জগতে,
দশ দিন পরে দেখ লোকে ভক্তিভরে
মহাসাধু বলি তাঁর চরণে লোটায়।
তবে কি যাহাকে জানি যে প্রকৃতির লোক,
করি যদি তাহার সহিত ব্যবহার
সেই মত, তা হলে কি হই প্রতারিত ?
এইরূপ ঘটে যদি এ ভব-ভবনে
কি কাজ সমাজে তবে সংসারে অথবা ?
বিশ্বাসেই চলিতেছে মানব-সমাজ,
সমাজের অপমৃত্যু বিশ্বাস-বিধ্বংশে।
পরিবর্ত্তন অধীন হলেও স্বভাব,

সর্ব্বদা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে
বহুগুণ স্থায়ী ভাবে করিছে বিরাজ।
মানবের সেই সব স্থায়ী গুণোপরে
বিশ্বাস স্থাপিয়া করি কার্য্য, ব্যবহার।
কিন্তু সংগঠনশীল চরিত্র উপরে
বিশ্বাস স্থাপন করা নহে নিরাপদ।
কোন্ দিকে তার গতি ফিরিবে কখন,
পূর্ব্ব হতে স্থির করা বড়ই কঠিন!
এই সংগঠনশীল মানব-স্বভাব
উপযুক্ত কাল গতে হয় পরিণত
স্থায়ী অবস্থায়; আসিলে এ অবস্থায়
কচিৎ পরিবর্ত্তন দেখি নারী-নরে;
সে হেতু আমরা সবে অসন্দিগ্ধ চিতে
মানব-স্বভাবে স্থাপি অটল বিশ্বাস।
এ পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব যখন
সঙ্গ-দোষ মাঝে পড়ে, তখনি জানিবে
সে স্বভাব হয় অচিরে অধঃপতিত।
পাপের সুগম পথে যাহারা প্রথম
করে পদার্পণ, তখন তাদের মন
কিরূপ করিতে থাকে; অভ্যস্ত হইলে
আবার কিরূপ ভাব ধরে অপরূপ;
তাহার আভাস মাত্র দেখাতে এখানে
মোহিনীর স্বগতোক্তি দিতেছি উঠায়ে:—
"কি ছিলাম পূর্ব্বে আমি! এখনই বা কি!

বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও পাপ,
যখনি তাহার স্বর সেই দূর হতে
পশিত শ্রবণে, শিহরিত কলেবর,
ছুর্ ছুর্ করি ভয়ে কাঁপিত অন্তর,
চাহিতাম চারিদিকে ; দেখিতাম চাহি
কে আছে কোথায় ; নাহি থাকিলেও কেহ,
"লুকায়ে থাকি কোথাও, দেখাবনা মুখ।"
এই ভাব মনোমাঝে আপনা আপনি
উদিয়া করিত মোরে সদা জ্বালাতন।
এখন সে নাম শুনি আতঙ্ক-লহরী
খেলেনা সতেজে আর শিরায় শিরায় ;
যত যাইতেছে দিন সে আতঙ্ক তত
হইতেছে দূরীভূত ; কিছু দিন পরে
এ আতঙ্ক সমাদরে দিয়া নিজস্থান,
বিদায় জন্মের মত করিবে গ্রহণ।
সংসর্গে সকলি ঘটে ; নামিয়াছি নীচে,
স্ব-সামর্থ্যে ডাকি নাই থাকিতে সময়।
লোকে বলিয়াছে আমি শকতি-বিহীনা ;
তাদের কথায় করি বিশ্বাস স্থাপন,
শক্তি-হীনা আপনাকে ভাবিয়াছি মনে ;
দেখি নাই পরীক্ষিয়া কত শক্তি মম
আছে এই ব্যাধিশূন্য, হৃষ্ট, পুষ্ট দেহে।
বাল্যকালে সখীগণ সহিত যখন
থাকিতাম ক্রীড়ারতা, উপহাসচ্ছলে

তখন আসিয়া কেহ সখী অবলায়
বলিত যদ্যপি, "ভাই! ঐ্থ কর্ণ তোর
লইয়া যাইছে চিলে।" অমনি সে সখী
যখন দেখিত চাহি আকাশের পানে,
কোথা যাইতেছে পাখী লয়ে কর্ণ তার
বুদ্ধিহীনা বলি তারে আমরা সকলে
করতালি দিতে দিতে হাসিতাম কত।
এখন আমার, হায়! সেই দশা দেখি
কেন হাসিবে না বল ধরাবাসী নরে?
আছে কি না আছে কর্ণ না দেখিয়া আগে,
শুনিয়া পরের কথা চিলের সন্ধানে,
করিতেছি দৃষ্টি সঞ্চালন চারিদিকে;
ভুলিয়াও নিজ কর্ণে দেই নাই হাত।
নিম্নদিকে দিনে দিনে যাইছি নামিয়া,
উঠাবার কেহ নাই, ডাকিব কাহাকে?
নিকটে যাহারা আছে সহায়তা তা'রা
করিতেছে নিম্নে অবতরণের তরে।
নামিতেছি নীচে, নীচেই নামিয়া দেখি,
—এ নীচের গভীরতা আছে কত দূর।
গভীর অতলস্পর্শী এ মহাসাগর
সকলেই বলে, সত্য মিথ্যা নাহি জানি;
—বোধ হয় সাধারণ-লোক-অনুমান।
সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কি ক্ষতি আমার?
উপায়-বিহীনা আমি বলিব কেমনে;

কলুষের পরাক্রম নাহি হেথা যবে,
কি ভয় তাহাকে মম ? জটিলা, কুটিলা
কি করিতে পারে তারা থাকিলে এখানে ?
যদ্যপি তাহারা আসে আক্রমিতে মোরে,
কর্ত্রীগণ পদপ্রান্তে মাগিব আশ্রয়।
কিন্তু এই কর্ত্রীগণ যখন আমায়,
করিবেন সুমধুর বচনে জিজ্ঞাসা,
"কেন লো, মোহিনি ! এই দুই পিশাচিনী,
তোমায় ধরিতে আসে কিসের সাহসে ?"
কি উত্তর দিব আমি, সমুদয় কথা
প্রকাশিয়া না বলিলে কেমনে তাঁহারা
বুঝিবেন কত দোষে আছি আমি দোষী ?
সমস্যা কঠিন বড়, তাঁহাদের মত
আমিও রমণী, কেমনে নিজের দোষ
তাঁহাদের কাছে স্পষ্টে করিব প্রকাশ ?
অন্য সব পারি, কিন্তু ইহা তো কখন
প্রকাশিতে না পারিব জীবন থাকিতে।
কলুষের কথা শুনি হয়েছি বাহির
স্বভবন ত্যজি, পুনঃ তথায় গমন
ইচ্ছা থাকিলেও কিন্তু মন নাহি সরে।
গত বিষয়ের চিন্তা জাগায়ে মানসে
নাহি ফল ; যে দশায় হয়েছি পতিত
তাহাতে কেমনে থাকি সুখে, যাক্ দেখা।
যত দিন বাঁচি, বিনা কষ্টে দিন গুলি

কাটে যাহে, এই মম আকাঙ্ক্ষা চরম।
উচ্চ আকাঙ্ক্ষার শিরে উঠিতে যাইয়া
পাদদেশে পড়ি তার লুটাইনু শির।
পাপ আছে, পুণ্য আছে, থাকুক তাহারা;
জীবিকা-সংগ্রহ তরে তাহারা কখন
না পারিবে সহায়তা করিতে আমায়।
অক্ষম তাহারা যদি সে কার্য্য সাধনে,
তাহাদের অনাস্তিত্বে অথবা অস্তিত্বে
কি লাভ আমার? এ জীবন যত দিন,
ইহাদের সঙ্গে সম্পর্কও ততদিন।
লোকে বলে পাপ, পুণ্য জীব-অবসানে
আত্মার সহিত ঘুরে, সুসময়ে বটে
এ কথা মানিলে চলে। উদর-পূরণ
করিতে বিব্রত যারা, তাহারা কি পারে
পাপ, পুণ্য স্থির চিত্তে করিতে বিচার?
স্পষ্ট দেখিতেছি আমি, যে যাহা বলুক,
কোন্ কাজে আছে পুণ্য কোন্ কাজে পাপ
সে বিষয় বিবেচনা করার সময়
গিয়াছে আমার। যে চক্রান্ত-জাল মাঝে
নিজের অপরিণাম-দর্শিতার ফলে
হয়েছি পতিত, ছিন্ন করিবার বল
নাহি যবে, আর কেন কষ্ট পাই নিজে।
বিবেক—যে বলে আছে, তাহারই আছে,
যার নাই, তার নাই; এ কথা নিশ্চিত।

একদিন ছিল বটে, এখনতো নাই,
তখন কহিত কথা, না ডাকিতে আসি,
খোঁচাইত মনে, এখন দেখি না তারে।
কারো আছে, কারো নাই ; অথবা কাহারো
কভু থাকে কভু বা না, এরূপ বিষয়
নিত্যবস্তু মধ্যে কেহ করেনা গণনা।
দেবি আমোদিনি! তুই রে আমার প্রাণ,
তুই না থাকিলে, এ গৃহে আমার স্থান
হইত না কভু। তোরে আমি ভালবাসি ;
তোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে যাবে করিতে,
সে আমার মহাশত্রু ; তাহার বিপদে
আনন্দ আমার ; সব আমি দিতে পারি
কিন্তু তোরে নাহি পারি দিতে অন্য হাতে।
তোর ও আনন্দময়ী মূর্ত্তিখানি দেখি
ভুলিয়াছি আত্মীয়, বান্ধব, প্রিয়জন ;
তোর ও সরল মন, উদার অন্তর,
নিজগুণে পরে করে পরম আত্মীয়।
আমার এ শূন্য দেহে তুমিই জীবন,
সুবর্ণ পিঞ্জর আমি, তুমি তার পাখী।
যে তোমারে ভালবাসে, ভাল বাসি তারে,
তুমি যারে বাস ভাল সে আমার অরি।
মনে হয় সে যেন আমার সব ধন
লইছে কাড়িয়া, তাই পারিনা সহিতে
অপর কাহারো পরে তব ভালবাসা।

মোহিনী ও আমোদিনী এ দুয়ের মাঝে
যে জন দাঁড়াবে আসি অন্তরায়রূপে
মোহিনীর হাতে তার হবে সর্ব্বনাশ।”
চিন্তামগ্না মোহিনীকে দেখি আমোদিনী
চাহি তার পানে জিজ্ঞাসিলা স্নেহভাবে ঃ—
“কেন, লো মোহিনি! আজ এত ম্রিয়মাণা:
নিজে নিজে ছাই ভস্ম কি ভাবিছিস্ মনে?”
সহসা ভাঙ্গিল তন্দ্রা, চমকি মোহিনী,
বুঝিল যে আমোদিনী কাছে অছে বসি।
আপনা সম্বরি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি,
উত্তরিলা ধীরে ধীরে সকরুণ স্বরে ঃ—
“প্রিয় ভগ্নী পেয়ে বুঝি গিয়াছ ভুলিয়া
পদানতা আশ্রিতাকে; এতক্ষণ ধরি,
ভাবিতেছি মনে মনে কি হবে আমার!
এ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে নয়ন
ফিরাইয়া দেখি, সর্ব্বত্রই শূন্যময়!
দাঁড়াবার স্থান কোথা! দাসী যে তোমায়
ছাড়া, অন্য কারো নাহি জানে; কেঁদে কেঁদে
এতদিন হইয়াছে সারা; চেয়ে দেখ
সিক্ত শয্যা, পিধান, বসন, অশ্রুনীরে।
এ জগতে এ দাসীর তুমিই কেবল
স্বর্গ, অপবর্গ, মোক্ষ—যাহা কিছু বল।
দাসীর বাঞ্ছিত ধন ও পদ কমল,
বঞ্চিত করোনা তারে, সুচির-বাঞ্ছিত

ধনে তার !" কহে আমোদিনী, ছল ছল
নয়ন-সরোজ-দ্বয় প্রেমাবেগভরে :—
"কেন, লো ভগিনি ! এত অবিশ্বাস কেন ?
আশৈশব জানিতেছ আমার স্বভাব,
কিঙ্করীর মত আমি কি কভু তোমায়
করিয়াছি ব্যবহার ? বাল্য-সখী তুমি,
সেই বাল্য-সখী মত করি আচরণ।
কি কাজে দেখিলে আমি ভুলেছি তোমায় ?
তুমিই আমার আঁধার সংসার-ধামে
নয়নের মণি ; বিশাল হৃদয়াকাশে
স্নিগ্ধ-জ্যোতি-শশধর বিশদ, নির্ম্মল।
একাকিনী এ ভবনে বসিলে যখন
করিত দুশ্চিন্তা আসি ব্যথিত হৃদয়,
তোমার সান্ত্বনারসে নিভিত সে জ্বালা।
পীড়ায় কাতর হয়ে ছট্‌ ফট্‌ করি,
ক্ষীণদেহে শুষ্ক কণ্ঠে, শয্যায় পড়িয়া
করিতাম এপাশ ওপাশ, চিৎকারিয়া
উঠিতাম যবে, কে আমারে মাতৃসম
সান্ত্বনা করিত দান ? কে দেখি অশেষ
যাতনা আমার, কাঁদিত শিওরে বসি ?
মোহিনি ! মোহিনি ! প্রিয় ভগিনি আমার,
এতই কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ নহি আমি !
নারী আমি, ধরি রমণীর হৃদি, দেখ
হৃদয় খুলিয়া মোর ; কত ভালবাসা,

কত প্রেম, কত স্নেহ, রাখিয়াছি ভরি
তাহাতে, তোমার তরে। ছোট সহোদরা
তুমিই আমার। আমাকে ভুলিতে পারি,
তোমায় নহে কখন; পাইনা সময়
সপত্নীর আগমনে, সদা কাছে ডাকি
পারিনা দুজনে বসি করিতে আলাপ;
তাই বুঝি ভাবিয়াছ ভুলেছি তোমায়?
কাঁদিস্ না মোহিনি! আমি তোর যা ছিলাম,
তাই আছি, চিরদিন থাকিব তাহাই।
বিদেশযাত্রার কালে, গিয়াছেন নাথ
অনেক মিনতি করি বলিয়া আমায়,
যতনিতে সপত্নীকে ভগ্নী-নির্ব্বিশেষে।
তাই সদা তার কাছে থাকি নিবারিতে
মনোব্যথা তার। অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-মতী
দেবী সঞ্জীবনী, যেমতি সুন্দরাকৃতি,
গুণগ্রাম তদপেক্ষা সুন্দর অধিক।
যতই তাহার সঙ্গে করিবে আলাপ,
ততই বিমুগ্ধ হবে; যে ভালবাসায়
তুমি মজায়েছ মোরে, করিও আলাপ
তার সনে, অল্প দিনে পাইবে দেখিতে,
সেই ভালবাসা সেই দেবী সঞ্জীবনী
তোমা হতে সংগোপনে করিবে আদায়।
দিদি বলি যবে, আসি দেবী সঞ্জীবনী
নিকটে বসিয়া চাহে মোর মুখ পানে,

তখন তাহার মুখ, তার চারু হাসি
দেখিয়া, বুকের মাঝে, কি যেন, কি করে
পারিনা বুঝিতে ; প্রকাশিতে নাহি পারি।
ইচ্ছা হয় বুকের ভিতরে লয়ে তারে
সদায় পুরিয়া রাখি ; বুঝিনা কি মোহে
বাঁধিয়াছে আমার হৃদয় প্রেম-ডোরে।
তাই লো মোহিনি ! নয়নের অন্তরাল
করিলে তাহাকে, বিদরিয়া যায় বুক।
তাই তোরে ছাড়ি, কথোপকথনকালে
উঠিয়া যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।
তুই তাই ভাবিস্ মনে, তোর কথা শুনি
বিরক্ত হইয়া বুঝি যাই কোথা উঠি।
জীবন-সঙ্গিনী তুই, করিস্ না মনে
তোরে আমি গিয়াছি ভুলিয়া, ভুলিবার
সাধ্য আছে কি আমার ? যত দিন দেহে
রহিবে জীবন, আমোদিনী ও মোহিনী
রবে কাছাকাছি। অচ্ছেদ্য বন্ধনে দোহে
আছি বাঁধা, কার সাধ্য কাটে সে বন্ধন ?”
“স্বহিত সকলে বুঝে,” কহিলা মোহিনী,
“ভালবাস যারে লাগে ভাল, হতে পারে
সেও ভাল, তা না হলে মন কেন চায়
তারে ; কিন্তু আপনাকে ভালবাস আগে !
এই কথা আমাকে যে হবে বুঝাইতে,
এই বড় দুঃখ ; কি করিব মন টানে

তোমা প্রতি; তোমার মঙ্গল, এ দাসীর
প্রাণের প্রার্থনা! প্রীতিকর নহে জানি
প্রিয়জনে অপ্রিয় বচন বলা; তবে
আসন্ন বিপদ দেখি, সাবধান করা
বিশ্বাসী দাসীর কার্য্য; নিযুক্ত যে জন
রোগীর পরিচর্য্যায়, সাজে কি তাহারে
রোগীর বিরক্তি দেখি বিকট ঔষধ
নাহি প্রয়োগিয়া তার প্রাণনাশকরা?
ভালবাস তুমি তারে, ভালবাস মোরে,
এই দুই ভালবাসা কত যে পৃথক,
বুঝিতে পারনা তুমি, নাহি সে শকতি।
তোমার মঙ্গল-চিন্তা করি দিবানিশি,
তোমার সহিত ফিরি যথা তুমি যাও,
অহোরহঃ পদসেবা করি ফুল্ল মনে;
দুর্ভাবনা মনে কোন হইলে উদয়
প্রতীকার চেষ্টা করি; ভুলি আপনাকে
তোমার সুখের তরে ঘুরি অহোরহঃ,
মোর প্রতি ভালবাসা এই সে কারণ;
আদান প্রদান ভিন্ন অন্য কিছু নয়।
তোমাতে আমাতে, দেবি। পৃথক বিস্তর,
কর্ত্রী ঠাকুরাণী তুমি, আমি সেবা দাসী।
অসামান্য অনুগ্রহ আমার উপরে,
সেই ভরসায় আমি যখন তখন,
প্রিয় সহচরী-সম করি ব্যবহার।

সুচারু-হাসিনী, মহাদেবী সঞ্জীবনী
কচি মুখ খানি লয়ে আধ আধ ভাষে,
দিদি দিদি বলি যবে চায় মুখ পানে,
তখন তোমাতে তুমি পাওনা খুঁজিয়া।
অভাগিনী বড় আমি তাই এই কথা
আজিকে তোমার কাছে হইল বলিতে।
বিধি বাম মোর প্রতি, তোমার কি দোষ;
যৌবন-আরম্ভে কেন পরিণয়-সুখ
হারাইয়া আসিলাম মরিতে এখানে!
ভেবেছিনু মনে মনে যত ভালবাসা,
যত প্রেম আছে এই হৃদয়-ভাণ্ডারে,
সকলি তোমাকে দিয়া ও চরণতলে
রহিব পড়িয়া দাসীভাবে; পোড়া ধাতা!
সে সুখ তাহার বুঝি হল চক্ষুশূল।"
এত বলি বিলাপিয়া সুন্দরী মোহিনী,
দুই হস্ত দিয়া আঁখি মুছিতে মুছিতে,
আইলা বাহিরে। বিস্রস্ত-বক্ষঃ-বসনা,
দোদুল্যমানকুন্তলা, ভূচুম্বিতাঞ্চলা
কিঙ্করী মোহিনী যাইতে নারিলা দূরে,
ধরিলা সাপুটি আসি দেবী আমোদিনী।
কাতরা কিঙ্করী-দুঃখে দেবী আমোদিনী
মোহিনীর হাত ধরি লাগিলা কহিতে :—
"অহেতু রোদন কেন কর, লো মোহিনি!
জানিনা আমার, হায়! কোন্ আচরণ

ব্যথিত করিছে তব হৃদয়-কমল ;
কেন, বোন্! কেঁদে কেঁদে হইতেছ সারা,
কাঁদাইছ মোরে ? আত্মীয়তা সঙ্গে ঘুরে
অনাদর ; অচ্ছেদ্য মোদের ভালবাসা ;
বাক্যে তাহা হয় না প্রকাশ ; চল ঘরে,
কি আছে বক্তব্য তব শুনিব বিরলে।
এ মুখ-নিঃসৃত যদি কোন রূঢ় কথা
আঘাত করিয়া থাকে অন্তর তোমার,
আমার সরল এই অন্তরের প্রতি
দৃষ্টিপাত করি তাহা কর অন্তরিত।"
গলিল মোহিনী মন, গলে মোম যথা
অনল-উত্তাপে। হাত ধরাধরি করি
আমোদিনী কক্ষে দোহে, যাইয়া বসিলা
নিজ নিজ স্থানে। চতুরা মোহিনী দাসী
রহিলা চাহিয়া আমোদিনী-মুখপানে,
পাইলা দেখিতে তথা স্নেহ-সরলতা
উঠিছে উথলি যেন, প্রেমে ঢলাঢলি।
পারিলা বুঝিতে শঠতা কি কপটতা
সে স্বচ্ছ সুন্দর মুখে পারেনা অঙ্কিতে
কলুষ-কালিমা। আশা জনমিল মনে
নিজের উদ্দেশ্য শীঘ্র হইবে সফল।
হাসিয়া মোহিনী কহে দেবীকে সম্ভাষি :—
"কি সুন্দর মুখখানি ! ইচ্ছা করে, সদা
ওই মুখপানে চাহি, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া

নির্জনে বসিয়া থাকি ; কাহারো নিকটে
দেখিলে ওমুখ, হারাই হারাই বলি
অন্তর কাঁপিয়া উঠে ; হৃৎপিণ্ড যেন
দ্বিখণ্ডিত হয়। বুকখানি চিরে দেখ
ঠিক্‌ ওই মুখখানি, ওই মত ঠিক
হাসিভরা মুখখানি, অঙ্কিত সেখানে।
তা হলে কি হবে ? শান্তি পাইনা তাহাতে ;
সন্দিগ্ধ অন্তরে শান্তি পায় কি কখন ?
দুই দণ্ড গেলে তুমি নয়ন আড়ালে,
হারায়ে ফেলেছি যেন অঞ্চলের নিধি,
এইরূপ মনে হয়। কতই বুঝাই,
পণ্ড সব পরিশ্রম, বৃথা চেষ্টা যত ;
বুঝে যে বুঝেনা তারে বুঝাই কেমনে !
ভালবাস তুমি মোরে জানি ভাল মতে,
অপরের সঙ্গে কিন্তু রহস্য-আলাপে
দেখিলে তোমায় রত, হয় যেন মনে
হারানু তোমায়। অন্য প্রতি অনুরাগ
জন্মিতেছে তব, অথবা আভাস তার
দেখি যদি কোনরূপ কার্য্যে, ব্যবহারে,
এ জগত দেখি আমি অন্ধকারময়।
কথাবার্ত্তা কও যবে আমার সহিত,
যদ্যপি সামান্য মাত্র কঠোর শুনায়,
বিচলিত হয় চিত্ত, ধৈর্য্য নাহি মানে।
যথা আত্মীয়তা বেশী আশঙ্কাও তথা

তত বেশী। থাকুক সে কথা, নাহি কাজ
দীনার মনের দুঃখ জানায়ে তোমায়,
সময়ে বলিব তাহা ; গভীর বিষয়
এখন নির্জনে দোহে করি আলোচনা।
আমাদের উভয়ের পরিণাম কিবা,
সে বিষয় চিন্তা করি দেখ একবার ;
তোমায় অদৃষ্ট সহ আমার নিয়তি
নিত্যবিজড়িত ; এই হতভাগিনীর
আপন বলিতে কেহ নাহি এ সংসারে ;
দু দিনের তরে আমি দাঁড়াব কোথায়,
খুঁজিয়া না পাই হেন স্থান ভূমণ্ডলে।
সপত্নী সোদরা যদি তথাপি কখন
হয় না আত্মীয় ; যে সম্বন্ধে বদ্ধ তারা
আত্মীয়তাভাব কভু জন্মিতে না পারে।
বুদ্ধিমতী নারীগণ কথায় কথায়
বলিয়া থাকেন, (মিথ্যা নহে সেই কথা)
"যমে দিতে পারি পতি নহে সপত্নীকে।"
পতি-সোহাগিনী তুমি, সপত্নী তোমার,
জেষ্ঠা সহোদরা তুল্য শ্রদ্ধা সহকারে
তব প্রীতি সম্পাদনে সতত নিরতা,
তুমিও তাহাকে ছোট ভগিনীর মত
করিতেছ সমাদর পাইছি দেখিতে।
কিন্তু এক কথা, সবিশেষ ভাবি দেখ,
ভূমিষ্ঠ হইবে যবে গর্ভস্থ সন্তান,

তখন এ ভালবাসা থাকিবে কোথায় ?
কে কোথায় দেখিয়াছে জনক জননী
সন্তান ছাড়িয়া ভালবাসে অন্যজনে ?
একই রজ্জুর দুইদিকে দুইখানা
প্রস্তর বাঁধিয়া, মধ্যস্থল আকর্ষিলে,
উভয় প্রস্তর সেই এক আকর্ষণে
সন্নিকটবর্ত্তী হতে থাকে পরস্পরে ।
সেইরূপ অপত্য স্নেহের আকর্ষণ,
পিতা মাতা উভয়কে আপনার দিকে
আকৃষ্ট করিয়া রাখে ; সেই হেতু দেখি
পুত্র-স্নেহ-রজ্জু বদ্ধ হইলে দম্পতি
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে হেন সাধ্যকার ?
এই গর্ভে জন্মে যদি পুরুষ সন্তান
পড়িবে শনির দৃষ্টি তোমার উপরে ।
আপন জননী ত্যজি স্নেহ বিমাতায়
করিবে সে পুত্র, ইহা কভু কি সম্ভব ?
হউক ধার্ম্মিক, বিদ্যা-বুদ্ধি-সমন্বিত,
শোণিতের আকর্ষণ কে রোধিতে পারে ?
বাসুক সপত্নী ভাল যতই তোমায়,
যতই পাওনা তুমি পতি-সমাদর,
জন্মিলে তনয় নাহি থাকিবে এ সব ।
যত দীর্ঘজীবী জীব হউক ধরায়,
চিরদিন এই ভবে কেহ নাহি থাকে ;
মরিতে পারেন পতি পত্নীপুত্র রাখি,

তখন কি দশা হবে ভাব একবার।
সংসারে থাকিতে গেলে ভাল মন্দ তুই
দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করে বুদ্ধিমানে।
সংশয়ে, সন্দেহে যেবা করে প্রত্যাখ্যান,
বিপদ বেড়ায় ঘুরি তার পদে পদে।
চিরদিন মানুষের সমান না যায়,
আজ এক ভাব দেখি কাল অন্য ভাব,
নিজের সংস্থান নিজে করিয়া রাখিলে
বিপদের সম্ভাবনা অত্যল্পই থাকে।
আপনার ভাল মন্দ নিজে না ভাবিলে
অপরে সে জন্য মাথা কভু কি ঘামায়?
ভালবাস অন্য জনে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,
নিজেকে কি সেই জন্য হইবে ভুলিতে?
আপনার দেহে, মনে ভালবাস আগে,
তবে সে যাইবে ভালবাসিতে অপরে।
আপনার দেহ মন না থাকিলে ভাল,
অপরের ভাল মনে আসেনা কখন।
এদিকে ভাবিয়া দেখ মন স্থির করি,
যে জন সতত ব্যস্ত নিজের চিন্তায়
অন্যের চিন্তায় সে কি দিতে পারে মন?
তাই বলি চাও আগে আপনার দিকে,
পরে অপরের দিকে চাহিয়া দেখিও।
স্বভাবের দিকে যদি কর দৃষ্টিপাত
আমার এ বাক্যে তব জন্মিবে প্রতীতি।

কাননে কুসুম ফুটে কে দেখিতে যায়,
ছড়াইয়া পড়ে যবে সুরভি তাহার
বন মাঝে চারি দিকে, গুঞ্জরিয়া অলি
আইসে ছুটিয়া, সেই পুষ্প শুষ্ক হলে
কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া না চায়।
যতদিন আপনার শক্তি, রূপ, ধন
থাকে বশে, ততদিন সকলি আপন ;
ফুরাইলে সে সকল, ডাকিলেও, কেহ
ফিরিয়া না চাহে তার পানে একবার।
মোহিনী কিঙ্করী মাত্র, কিঙ্করীর কাজ
করিল সে ; বুঝ আপনার হিতাহিত ;
আজ্ঞাধীনী দাসী আমি, তোমার আদেশ
সর্ব্বদা পালিতে বাধ্য আনত মস্তকে।"
"শুনিনু তোমার কথা," কহে আমোদিনী,
কি করিলে হয় ভাল, মন্দ হয় কিসে,
সে সব ভাবনা আমি জানিনা ভাবিতে ;
আশৈশব কাটায়েছি হাসিয়া খেলিয়া,
অপরের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের কথা
ভাবি নাই মনে ; আমি যদি হই ভাল,
আমার অনিষ্ট কেন করিবে কামনা
অপরে ? জানিনা শেষ জীবনে কি ঘটে,
আমি এই মাত্র বুঝি নিজের মঙ্গল
সাধিতে যাইয়া, অপরের অমঙ্গল
যেন নাহি করি আনয়ন ; দুঃখময়

এ ভব-ভবন; লাঘবিতে জীব-দুঃখ
যে যত পারিবে, জীবন তাহার তত
মূল্যবান; তুমি, আমি আদি জীব যত
সব এক। তব হিত আমার অহিত
হেন কার্য্যে স্বার্থপরতার পরিচয়
তব পক্ষে; বিশ্বপতি, ধাতা সন্নিধানে
তুমি, আমি ভিন্ন নই, সব জীব এক।"
বিপরীত দিকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত
দেখিয়া মোহিনী বাধা দিয়া আরম্ভিলা :—
"এখন থাকুক, দিদি! কাল এ বিষয়
পুনরায় দুইজনে বসিয়া বিরলে,
আলোচিব ভাল করি; কিন্তু মনে রেখো
মোহিনী যা বলে, তোমার মঙ্গল তরে,
তুমি ভিন্ন তার আর কে আছে আপন!"
দ্বিতীয় প্রহর দিবা; মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড
ঢালিছে ময়ুখ-মালা অগ্নি-শিখা সম
অবনী উপরে। আইলা মোহিনী দেবী
এ হেন সময়ে জটিলা-কুটিলা-গৃহে।
যতনে আসন পাতি দিলা ভগ্নীদ্বয়
মোহিনীকে। তিন জনে বসিয়া নিভৃতে
নিজ নিজ মনোভাব লাগিলা কহিতে।
"বহু দিন অতিগত;" কহিলা মোহিনী,
মহানেতা ধর্ম্মবিদ আসিবেন কবে
কেহ নাহি জানে, বিলম্ব ঘটিতে পারে.

এইরূপ অনুমান করিছে সকলে।
আসন্ন-প্রসবা মহাদেবী সঞ্জীবনী,
উভয়েই সেই হেতু চিন্তায় মগনা।”
“সুসংবাদ বটে,” কহিলা জটিলা হাসি;
“এ শুভ সংবাদ আমাদিগকে শুনায়ে,
নাহি কোন লাভ তব ; পুরস্কার-আশা
বৃথা! যদি এই সুমঙ্গল সমাচার
বহন করিতে সঞ্জীবনী-পিত্রালয়ে
মনোমত পুরস্কার পাইতে নিশ্চিত।
আমাদের কেহ নহে তুষ্ট এ সংবাদে ;
শুনি বল অভিনব অরির উদ্ভব,
কাহার সন্তোষ জন্মে ? একটীর তরে
তিন জনে নির্ব্বাসিতা হয়েছি এখানে ;
জনমিলে পুত্র, নব শত্রুর উদয় ;
আরো কি যে দশা হবে পারিনা বলিতে
গৃহের বারতা কহ ; দেবী আমোদিনী
কি ভাবে এখন করিছেন অবস্থান,
কিরূপ সপত্নী প্রতি তাঁর ব্যবহার ?
উভয় পত্নীর মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ
যাহাতে বাধিয়া-উঠে, বিদ্বেষ-অনল
যাহাতে প্রদীপ্ত হয়, হেন অবসর
পাও নাই খুঁজিয়া কি এতদিন ধরি ?”
জটিলা, কুটিলা পিশাচিনী ভগ্নীদ্বয়ে
নিরাশ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলা মোহিনী :—

"তোমরা যেরূপ লোক, অপরকে ভাব
সেইমত; সপত্নী তাহারা বটে, নামে;
বিদ্বেষ অথবা হিংসা কাহারও মনে
মুহূর্ত্তের তরে আমি দেখিনি কখন;
সপত্নী হলেই বুঝি সকল রমণী
হিংসা দ্বেষে জ্বলে, পুড়ে? ইহারা দুজনে
সহোদরা ভগ্নী মত সর্ব্বদাই দেখি
পরস্পরে ভালবাসে অকৃত্রিম ভাবে।
তোমাদেরি কাছে বলিয়াছি কতবার,
আমোদিনী সম্বন্ধে কি মত ছিল মোর;
গত কল্য তার মনে সপত্নীর প্রতি
ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে যাইয়া
বুঝিতে পারিনু, সেই সরল হৃদয়ে
বিরাজিছে ধরমের সুগভীর ভাব।
দুর্লভ মানবে হেন নিঃস্বার্থপরতা!
ভাবিলাম মনে মনে শুনি তার কথা
জগত-জননী রূপে অবতীর্ণা দেবী
দুঃখময় এ মহীমণ্ডলে; যত আশা,
ভরসা যা'কিছু আছিল আমার মনে
সকলি হইল ভস্ম নিরাশ-অনলে!
হাতের পুতুল হবে দেবী আমোদিনী,
নিজ ইচ্ছামত তারে লইয়া খেলাব,
সে আশা মিটিয়া গেল। বুক কাঁপে ভয়ে,
দেখি যবে সঞ্জীবনী দেবীকে সম্মুখে;

কি জানি যে কেন ভয় হয় তারে দেখি,
খু জিয়া পাইনা মনে কারণ সঙ্গত।
যখন তাঁহাকে দেখি সস্মিত আননে
মিষ্ট সম্ভাষণে রত, কিম্বা সদালাপে,
অমনি সন্দেহ হয়, অন্তরের কথা
এই বুঝি জানিয়া ফেলেন সুকৌশলে।
তাঁর কাছে কোন কথা বলিতে সাহস
হইবেনা মোর; তবেই দেখিতে পাই,
এ গৃহে আমার কার্য্য হইয়াছে শেষ।
যবে তোমাদের কার্য্য থাকিয়া এখানে
করিবার সম্ভাবনা দেখি না কোথাও,
থাকা আর নাহি থাকা উভয় সমান।
যেরূপ বলিছ মোরে তোমরা সকলে
করিবার চেষ্টা করিতেছি নিরন্তর,
কিন্তু কোন কার্য্যে নাহি পাইতেছি ফল।
কি করি এখন বল, দাও সুযুক্তি।
জানিছ তোমরা, পত্নী বলি অভিহিত
করিছ আমাকে যার, সেই গুণধর
দাদা তব, বক্র সদা আমার উপরে।
শুনিবেন যবে তিনি, আসিয়া এখানে
কত দূর হইয়াছি সফলা তাঁহার
প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে, কি হইবে গতি
তাই ভাবি কাঁপে হিয়া। তোমরা দুজনে
দাও সৎ পরামর্শ; দাসীর মিনতি

নিষ্কৃতি উপায় বলি কর তার গতি।"
"ভাবিও না তুমি বোন্!" কহিলা জটিলা,
"আমরা থাকিতে বল কি ভয় তোমার?
কি দোষ তোমার? স্বচক্ষে আমরা দোঁহে
দেখিতেছি কি করিছ ধর্ম্মবিদালয়ে।
চেষ্টাই কেবল মাত্র নরের সম্বল,
ফলদাতা বিধি, তোমার যে কর্ম্ম তাহা
করিতেছ তুমি; দাদার অদৃষ্টদোষে
ফলিছেনা শুভ ফল; অধীরা সে দুঃখে
হইতেছ বৃথা! সমুদয় বিবরণ
শুনিবেন দাদা যবে, তোমার উপরে
হইবেন তুষ্ট, নির্ভয়ে স্বকার্য্য কর।
অর্ব্বাচীন নন তিনি, আমরা দুজনে
সবিশেষ বুঝাইয়া বলিব তাঁহাকে।
তুমি তো যাইতেছিলে ত্যজিয়া সংসার
দাদার প্রকোপ দেখি; আমরা তোমাকে
আনিয়াছি ফিরাইয়া; যাহাতে মঙ্গল
ঘটে তব ভালে, আমরা দেখিব তাহা।
ভ্রাতৃবধূ বলি তোমায় ডাকিয়া থাকি,
কিন্তু সেই পদে, প্রতিষ্ঠিতে যত দিন
না পারিব, আমাদের হৃদয়-বাসনা
রহিবে অপূর্ণ ততদিন; ত্যজ ভয়;
প্রতি কর্ম্মে সফলতা পায় না মানবে,
একটী বিফল হলে সকলি বিফল

মানসে এ হেন ভাবে দিওনাকো ঠাই।
যাও এবে গৃহে তুমি, সন্ধ্যার সময়
আমাদের একজন যাইয়া ওখানে
সংগোপনে, আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়
জানিয়া আসিব ; পরে, মন স্থির করি
বিরলে বসিয়া মোরা ভগ্নী দুইজন,
উপস্থিত কি কর্ত্তব্য করিব নির্ণয়।
বারেক আসিও কাল, সময়োপযোগী
যেরূপ বিহিত সেইরূপ উপদেশ,
তোমাকে বলিয়া দিব। নিজকর্ম্ম যত
নিঃসঙ্কোচে কর তুমি ; কোন দুর্ভাবনা
আনি মনে দিওনাকো কষ্ট আপনাকে।"
মোহিনী চলিয়া গেলে ভগ্নী দুইজনে
পরামর্শ লাগিলা করিতে, কুটিলায়
সম্ভাষি জটিলা স্ববক্তব্য প্রকাশিলা।—
"এখন যেরূপ দেখিতেছি মোহিনীকে,
আমাদের অনুরক্তা বলি হয় বোধ,
কিন্তু তার বুদ্ধি-শক্তি আছে যতখানি
তাহাতে তাহার পরে বিশ্বাস স্থাপিয়া
আমাদের গূঢ় অভিসন্ধি ব্যক্ত করা,
নহে সুবুদ্ধির কাজ। না জানিতে পারে,
এই ভাবে তার দ্বারা কার্য্য করাইলে
অভিপ্রায় হবে সিদ্ধ ; অথচ এ দিকে
যদ্যপি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অজ্ঞাত কারণে

আমাদের কৃত কার্য্য হয় প্রকাশিত,
সক্ষম হবেনা কেহ আরোপিতে দোষ
আমাদের স্কন্ধে ; নিশ্চয় মোহিনী দোষী
বলিবে সকলে। কে মোহিনী আমাদের ?
না জানিয়া, না শুনিয়া, বাহ্যিক স্বরূপে
মজিয়াছিলেন দাদা ; তাঁর ইচ্ছা এবে
মোহিনীকে করেন বিদায় ; কিন্তু ভয়
গৃহছিদ্র মোহিনী প্রকাশে অরিগণে ;
আমরাও সেই ভয়ে ভুলায়ে তাহাকে
রাখিয়াছি কোনরূপে আমাদের বশে।
দেখিতেছি প্রতিকার্য্যে, প্রতিপদক্ষেপে
ধরম-কণ্টক সেই করে নিরীক্ষণ
চারিদিকে। দেখিতেছি যদিও এখন
আমাদের উপদেশ মত কার্য্য যত
করিতে করিছে চেষ্টা ; তবুও বিশ্বাস
করিতে পারিনা তারে, যে ধাতু নির্ম্মিত
তাহার হৃদয়, নহে বিশ্বাসোপযোগী।
দেখিতেছি উত্তম সুযোগ উপস্থিত
অদূরে ; ত্যজিলে এবে, এ মহা সুযোগ
আর কি পাইব হাতে ? এরূপ বিপদে
ফেলিতে হইবে তারে, কোন পক্ষে যেন
নাহি পারে যোগ দিতে ; দোষী সে প্রকৃত
অরাতির পক্ষ যেন করে মনে মনে।
বড় ভাগ্যবতী সেই, নতুবা আমরা

কলুষভগিনী, হই তার পদানত ?
মনে সব আছে গাঁথা, বিপদের ভয়ে
মূষিকের পদাঘাত সহিছে সিংহিনী !”
“বিহিত এ যুক্তি তব,” কহিলা কুটিলা,
“আসিলে মোহিনী কাল, এই যুক্তি মত
বলিব তাহাকে, “আমোদিনী মনস্তুষ্টি
যেরূপ করিছ তুমি, কর সেই মত।
সুবিধা দেখিব যবে বলিব তোমাকে
কি কাজ করিতে হবে।” এ কথা বলিলে,
মোহিনীর যে বিশ্বাস তাহাই থাকিবে।”
দ্বিতীয় দিবস প্রভাতিলে বিভাবরী,
প্রাতে গৃহকার্য্য সারি মোহিনী সুন্দরী
জটিলা-কুটিলা-গৃহে আসি দিলা দেখা।
সাদরে বসায়ে তারে ভগ্নী দুইজনে
কহিতে লাগিলা ঃ—“তোমাদের গৃহে কাল
ছদ্মবেশে গিয়া সব এসেছি দেখিয়া,
উপস্থিত কোন কার্য্য দেখি না তথায়।
যে ভাবে সেখানে তুমি করিতেছ বাস
থাক সেই ভাবে ; সুসময় আসি যবে
হবে উপস্থিত, জানাইব যথাকালে।
ত্যজ সব দুর্ভাবনা, সুখে কাট কাল ;
আমাদের কথা শুনি এসেছ যখন,
যাহাতে তোমার ভাল হয় পরিণামে,
তাহার উপায় মোরা যত শীঘ্র পারি

যতনিব উদ্ভাবিতে। মনে করি রাখ
দুরূহ করম কভু শীঘ্র শুভ ফল
করে না প্রসব ; সে কারণে ধৈর্য্যচ্যুতি
যেন নাহি ঘটে। নিজের দায়িত্ব-জ্ঞান
আছে আমাদের ; ভাবিতেছ তুমি যত
তোমাব কারণে, আমরাও সেইরূপ
দিবানিশি ভাবিতেছি তোমার ভাবনা।
দেখিলে তোমার ওই মনোমোহিনীরূপ,
হৃদয় ফাটিয়া যায় ; কি করিব, বোন্ !
উপায় আয়ত্তাধীন থাকিত যদ্যপি
তা হলে আমরা কেন তোমার এ দুঃখ
দেখি, দুশ্চিন্তায় ডুবি কাটাইব কাল !
মনে ভাবি যত তোমার দুঃখের কথা
বিদরিয়া যায় হৃদি ; রাজকন্যা সম
আশৈশব পিতৃ গৃহে হয়েছ পালিত ;
কিঙ্করীর কাজ, বোন ! শোভে কি তোমায় ?
নিষ্ঠুর কলুষরাম, জ্যেষ্ঠ সহোদর,
আত্মসুখে মত্ত সদা, কি করিব বল !
দাদা যদি শুনিতেন আমাদের কথা,
কখন তোমায় এত দুঃখ, অপমান,
নাহি হইত সহিতে। গতানুশোচনা
বৃথা ! গত ভ্রম, নাহি হয় সংশোধন।
উপস্থিত কার্য্য যদি পারি সম্পাদিতে,
(বলিয়া এখন তাহা নাহি দিব আশা।)

জানিলাম ফিরিয়াছে অদৃষ্ট তোমার।
আমোদিনী সঙ্গে আর সঞ্জীবনীকথা
করিওনা উত্থাপন ; এখন যাহাতে
তোমার উপরে তার অটল বিশ্বাস
জনমিতে পারে, সেই হেতু অহোরহঃ
একান্তরে চেষ্টা কর। যেরূপ আদেশ
করিবে যখন, ভাল হোক্, মন্দ হোক্,
বিতর্ক না করি করিও তা' সম্পাদন।
যদি কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসে তোমায়,
না জানি প্রথমে তার মনের কি গতি,
অথবা কি মত দিলে পরিতুষ্ট হবে,
সবিশেষরূপে তাহা নির্ণয় না করি,
কথন আপন মত করোনা প্রকাশ।
ভালরূপে অভিপ্রায় জানিবে যখন
দিও মত সে সময়। চেষ্টা করি যদি
না পার বুঝিতে তার মনের কি ভাব,
দিওনাকো মত, বলিও, কিঙ্করী মোরা
তোমাদের মত বুদ্ধি পাইব কোথায়!
তাহাতেও যদি তুমি না পাও নিস্তার,
বলিও ভাবিয়া কাল দিব প্রত্যুত্তর।
কেবল আদেশ মাত্র করিলে পালন
মন নাহি পায় কেহ। তার অসাক্ষাতে,
অথচ শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে,
সুযোগ পাইবা মাত্র শতমুখ ধরি

করিও তাহার স্তুতি, প্রশংসা কীর্ত্তন।
কর্কশ বচন কিম্বা কঠোর আদেশ,
শুনিলেও করিওনা অপমান জ্ঞান ;
সর্ব্বদা বিনীত ভাবে পালিবে আদেশ,
আপনার বুদ্ধি-হীনতার পরিচয়
প্রতিকার্য্যে দেখাইতে করিওনা ক্রুটী।
গুপ্ত কথা কেহ কভু করেনা প্রকাশ
বুদ্ধিমান সন্নিকটে ; বুদ্ধিমানে তথা
দেখায় আত্মসংযম ; বুদ্ধিহীন জনে
তাহার বিশ্বাস পাত্র হবে বাসনায়,
অথবা জানিতে তার মনোগত ভাব,
আত্মসংযমের গিরা খুলি নিজ হাতে,
আপনার গুণপনা মহত্ত্ব অথবা
অসঙ্কোচে দেখাইতে ভুলে না কখন।
তাই এ উপায়ে বুদ্ধিমান জনগণ
আপন উদ্দেশ্য করে অজ্ঞাতে সফল।
অতিশয় বুদ্ধিমতী দেবী সঞ্জীবনী,
তাঁর প্রিয়পাত্রী হতে করোনা বাসনা,
কিম্বা বেশী ঘনিষ্ঠতা যেয়োনা করিতে ;
কি জানি ছন্দাংশে যদি মনোগত ভাব
বুঝিতে সে পারে, পণ্ড হবে সব শ্রম।
যাও তুমি গৃহে এবে, যখন যা' ঘটে,
সময় থাকিতে যেন পাই সমাচার।
সন্দেহ যাহাতে মনে জন্মিতে না পারে,

সেই হেতু আমাদের যাতায়াত তথা
হইবে বিরল; কে কবে করে মানস
অকালে জাগ্রত করি নিদ্রিত সন্দেহে
আপনার মনোভীষ্ট বিনষ্ট করিতে?
যদি প্রয়োজন হয় বিশেষ সংবাদ
গোপনে পাঠায়ে দিতে তোমার নিকটে,
আমাদের দাসীপুত্রী ভিখারিণী বেশে
হইবে প্রেরিত। দেখিয়াছ তুমি তারে;
তোমাদের গৃহে ভিখারিণী বেশ ধরি
তাহাকে যাইতে তুমি দেখিবে যখন,
মনে করো আমাদের গুপ্ত বার্ত্তা লয়ে
গেছে সে ওখানে। কোনরূপ সূত্র ধরি
গোপনে তাহার সঙ্গে গোপনীয় স্থানে
আসিয়া কহিও কথা; অতি সাবধানে,
অতি সংগোপনে করো কার্য্য এ সকল।
মানসে যেরূপ ভাব থাকুক তোমার
যতনে গোপনে রেখো; প্রফুল্ল বদনে,
স্বাভাবিক স্বরে, সর্ব্বদা কহিও কথা।
যতই মনের ভাব গোপন করিতে
সক্ষমা হইবে তুমি, ততই জানিবে
বাধা বিঘ্ন সমস্তই অতিক্রম করি
আমাদের সকলের অনুষ্ঠিত কাজ
সিদ্ধি অভিমুখে হইতেছে অগ্রসর।”
ভগ্নীদ্বয়-উপদেশ শিরোধার্য্য করি

চলিলা মোহিনী, পথে নানা চিন্তা আসি
আলোড়িত করিল অন্তর। স্মিতমুখে
চাহিলা পশ্চাতে ; জনশূন্য চারিদিক
পাইলা দেখিতে ; কহিতে লাগিলা নিজে ঃ—
"যতই লোকচরিত্র করি গবেষণা,
ততই আশ্চর্য্য দৃশ্য পড়ে দৃষ্টিপথে।
সকলেই মনে মনে ভাবে আপনাকে,
আমার সমান বুদ্ধি নাহিক কাহার
এ ভব ভবনে। ভগ্নীদ্বয় মনে মনে
ভাবিয়াছে আমি ছায়াবাজির পুতুল
তাহাদের হাতে, যে দিকে টানিবে সুতা
ঘুরিব ফিরিব সেই দিকে ; কিছুদিন,
আরো কিছু দিন, (না দেখিব যতদিন
উদ্ধারের পথ, অবশ্যই তত দিন ;)
তাহাদের হাতে মোরে হইবে খেলিতে।
অসন্মার্গে নিপতিত হয়েছি যখন,
তল্লাসি না পাই ন্যায়পথ যতদিন,
ততদিন এই ভোগ অদৃষ্টে ঘটিবে।
অস্থির এ চিত, চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের-বশে
ভাল মন্দ জানিয়াও মন্দ অভিমুখে
ধাইতেছি অবিরত। কুসঙ্গের দোষ,
কুসঙ্গের মধ্যে থাকি, পরিহার করা
কখন সম্ভবপর হইবার নয়।
এতদিন চেষ্টা করিতেছি অবিরত,

পাইনু কি ফল! চেষ্টা করিতেছি যত
উঠিতে উপরে, ততই তাহারা যেন
চারিদিক হতে সদা বেড়িয়া আমায়
লইয়া যাইছে জোরে অধোগতি-পথে।
নিজেই তা' পারিছি বুঝিতে; কিন্তু বুঝা,
অথবা না বুঝা, আমার এ অবস্থায়
উভয়ে সমান; পূর্ব্বে যে সকল পাপ
দেখিলে সম্মুখে, পিছে হটিতাম ভয়ে,
এখন তাহারা মোর নিত্য-সহচর।
প্রত্যহ অধঃপতন ঘটিছে আমাতে
দেখিতেছি স্পষ্টালোকে; দেখিছি যখন,
ভাবিছি দ্বিতীয়বার এ কাজ কখন
যাব না করিতে; কার্য্যকাল আসে যবে,
সে কথা ভুলিয়া যাই। বার বার এই ভাবে,
আগে সেই পাপ কার্য্য করি সম্পাদন,
অনুতাপে লয়ে কোলে কাঁদি নিরজনে।
হে ঈশ্বর! দাও বল, কি উপায়ে এবে
আপনাকে রক্ষা করি এ ঘোর বিপদে!
আমাপক্ষে এই এক সহজ উপায়
দেখি যদি পারি তাহা ধরিয়া চলিতে;
এখন হইতে যাহা বলিবে ইহারা
শুনিব শ্রবণে; সেই মতে দিব মত;
কার্য্যকাল কিন্তু যবে হবে উপস্থিত,
আদেশের বিপরীত পন্থা অনুসরি

নিজে যাহা ভাল বুঝি সে ভাবে চলিব।
বাচনিক বশ্যতায় দুর্জ্জন-আক্রোশ
হইতে আমাকে যদি পারে বাঁচাইতে,
বুভুক্ষিত সুপ্ত সিংহে ঘাটায়ে কি কাজ?
অন্য অন্য চিন্তা যত থাকুক নিদ্রিত
অনুতাপ-দগ্ধ অন্তরের অন্তঃপুরে।
এইবার এই শুভ সংকল্পে সাদরে
বুকে করি, চুমিয়া বদন করি খেলা;
কাঁদে যদি, কাঁদায় আমাকে, আছাড়িয়া
দিব ফেলি; যাব চলি, দুই চোখ যথা
লয়ে যায় মোরে। একাকিনী এবে আমি;
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সব সংসার-বন্ধন;
কি ভয় কাহাকে করি? যথা ইচ্ছা হবে
তথায় চলিয়া যাব, কে ধরে আমায়?
জীবনের পথে, এই এত দিন ধরি
আসিছি চলিয়া; সহস্র সহস্র যাত্রী,
কেহ আগে, কেহ পিছে, সঙ্গে সঙ্গে কেহ
দেখিতেছি আসিছে সকলে। চলে যারা,
তাহারাই পড়ে। যে দিকে চাহিয়া দেখি,
তাই বুঝি, দেখিতেছি সকলেই পড়ে।
পড়ে তারা, কাঁদে তারা, আবার তো উঠে;
যে পড়িয়া থাকিতেছে সঙ্গীগণ তারে,
উঠিতে আশ্বাস দিয়া যাইছে চলিয়া;
কিন্তু দাঁড়াইয়া কেহ তার অপেক্ষায়

সময় করে না নষ্ট ; নিজ শক্তিবলে
যে উঠিছে, যাইতে পারিছে সেই জন ;
পড়িয়া যে কাঁদিতেছে, তার জন্য কেহ
দাঁড়ায়ে অপেক্ষা নাহি করিছে কোথাও।
আমি কেন তবে পথমাঝে একাকিনী
পড়িয়া পড়িয়া কাঁদি ? নির্ভরি স্ববলে
উঠিয়া চলিয়া যাই, কাঁদিয়া কি ফল !

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে আমোদিনীং কুমন্ত্রণাদানে অসফলা-
মোহিন্যাঃ জটিলাকুটিলে গমনং তয়ো বার্ত্তাং শ্রুত্বা
সন্দেহবত্যাঃ প্রত্যাগমনং নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ।

আজ তো কিছুই, দিদি! নাহি লাগে ভাল,
কেন যে তা' বলিতে না পারি; এমন তো
হয়নি কখন। ঘুরিতেছে শিরোদেশ,
থু থু উঠিতেছে মুখে, গলার ভিতরে
উঠিতেছে বমি, আবার যাইছে নামি।
থাকিয়া থাকিয়া পেটে উঠিছে বেদনা,
আঁধারে আচ্ছন্ন হইতেছে দুটী চোখ।
উহুঃ উহুঃ ধর, দিদি! ধর গো আমারে;
গেলাম গেলাম, কি দারুণ ব্যথা! ওমা!
মাগো! মাগো! যায় বুঝি আজ এ জীবন।
ওই দেখ, দিদি! দেখ, দিদি! দেখ দেখ;
কে যেন মাথাটী ধরি পাতালের দিকে
আস্তে আস্তে নামায়ে দিতেছে, পা দু'খানি
উঠায়ে দিতেছে উর্দ্ধে আকাশের দিকে।
আপনা আপনি মুদি আসিছে নয়ন;
কষ্টে যবে মেলি চোখ চাহি চারিদিকে,
আলোকের বিন্দু, ক্ষুদ্র নক্ষত্র-আকৃতি
ঘুরিছে অস্থিরভাবে দেখি পুরোভাগে।
ধর, দিদি। ধর, যাই বুঝি এই বার—
পাতালে—পাতালে—উহুঃ উহুঃ, জ্বলে যায়,
জ্বলে যায়—বেদনায়, পেট—তলপেট।"

নাহি নিঃসরিল কথা ; দেবী সঞ্জীবনী
জ্ঞানশূন্যা, শুইয়া পড়িলা ধরাতলে।
সুশীতল বারি আনি দেবী আমোদিনী
সিঞ্চিলা মস্তকে ; ধীরে বীজনিলা পাখা।
কতক্ষণে পাইয়া সম্বিৎ সঞ্জীবনী
কহিতে লাগিলা ক্ষীণ, সকরুণ স্বরে :
"সমাগত বুঝি, দিদি! প্রসব-সময়,
মনে হেন অনুমানি। দূরদেশে পতি,
এখানে যদ্যপি তিনি থাকিতেন আজ,
কতই সাহস মনে হইত সঞ্চার।
বড় সাধ ছিল তাঁর, পাঠাতে আমায়
পিত্রালয়ে ; বলিয়াছিলেন কত দিন
যাইতে তথায়। পিতা, মাতা, সখীগণ
করিবেন সহায়তা প্রসব সময়ে
ছিল তাঁর অভিপ্রায় ; ধরিলাম জিদ
থাকিব এখানে। কে করিবে রক্ষা, দিদি!
এখন আমায়। উঃ, উঃ কি তীব্র বেদনা,
ঘন ঘন উঠিতেছে পেটের ভিতরে।"
"কি ভয় তোমার বোন্! আমরা থাকিতে?"
কহিলেন আমোদিনী, "আমরা থাকিতে,
মিথ্যা ভয়ে কেন, বোন! হইছ কাতর?
প্রসবের কাল য'বে হয় সমাগত
সকলেরি হয়ে থাকে দশা এই মত।
মৃত্যু-যন্ত্রণার মত প্রসব-যাতনা,

সকলেই বলে ; সে যাতনা নিবারিতে,
কোনই মানব কভু হয়নি সক্ষম।
আমাদের আছে, বোন ! সাধ্য যত দূর,
ততদূর যত্ন তুমি না চাহিতে পাবে।
কিন্তু এই কথা তুমি রাখ মনে করি,
যতই প্রশ্রয় তুমি দিবে নিরাশায়,
যাতনা-জনিত কষ্ট হবে ততোধিক।
সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাক, চিন্ত সদ্বিষয়
আপনার মনে, জগদীশ-শ্রীচরণ
কর অনুধ্যান ; জীবন দেছেন যিনি,
রাখিবার হয় যদি তিনিই আপনি
করিবেন রক্ষা। যাহা কিছু এ সংসারে
হইছে ঘটনা, সকলি ঘটান তিনি।
তাঁহারি উপরে কর সম্পূর্ণ নির্ভর,
অগতির গতি তিনি ; নরের শকতি
সে অসীম শক্তি কাছে কত ক্ষুদ্রতম
কল্পনায় আনিতে তা' পারে না মানবে।
স্বামী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভগ্নী, সহোদর,
মাসী, পিসী কিম্বা অন্য আত্মীয় স্বজন,
কে কারে সাহায্য করে ? ভিন্ন ভিন্ন রূপে
তিনিই বিপত্তিকালে সহায়তা-দানে
করেন উদ্ধার ; যেথানে যাহা অভাব
তিনিই করেন পূর্ণ। ক্ষুদ্র পরমাণু
আমরা সকলে ; আকর্ষণে, বিকর্ষণে

করেন সংযোগ তিনি বিয়োগ অথবা ;
কি উদ্দেশ্যে তাহা নর-বুদ্ধির অতীত।
বৃক্ষতল ভিন্ন যার দাঁড়াবার স্থল
নাহি কোথা, তৃণ যার শয্যা সুকোমল ;
শতগ্রন্থী, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করি,
শত শত মানবের শত তিরস্কার,
বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা আদি সহি অকাতরে
পরান্নে পোষিছে দেহ, হেন দীনা নারী
সুপ্রসব করিতেছে শিশু যথাকালে।
কে করে সাহায্য তারে ? কাহাকে ডাকিবে ?
ডাকিলেই কেবা তারে করে সহায়তা ?
এ ঘোর সঙ্কটে, হেন দুর্ব্বিপাক মাঝে
সেও তো বাঁচিয়া থাকে। কে বাঁচায় তারে ?
যার জীব তিনি নিজে আসিয়া সেথানে
অন্যের অদৃশ্যে রক্ষা করেছেন তারে।
তাই বলি চিন্ত, বোন ! একান্ত মানসে,
সেই সর্ব্ব মঙ্গল-নিলয় জগদীশে ;
তিনিই দিবেন আশা, অকুলে আশ্রয় ;
তিনিই সাহস আনি যোগাবেন মনে ;
একান্তরে ধৈর্য্য ধরি ডাক জগদীশে,
হতাশ পলাবে দূরে পাইবে আশ্বাস।
আমরা দুজন আছি, কেহই তোমাকে
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব গমন ;
আমাদের চারিদিকে প্রতিবাসীগণ

আছেন নিকটে, যখনি ডাকিব মোরা
সকলেই আসি হইবেন উপস্থিত।
গ্রামে হেন আছে কেবা যে জন শুনিলে
বিপদ-আপন্না ধর্ম্মবিদের গৃহিণী
আপনার সমুদয় কার্য্য ফেলি দূরে
সত্বর না আসিবেন আমাদের গৃহে ?
অনর্থক দুশ্চিন্তায় দিওনা ঢুকিতে
আপনার মনে। যত সুবিধা সম্ভব,
প্রয়োজন মাত্র তুমি পাইবে সকলি।
বিদেশ-যাত্রার কালে পূজনীয পতি,
বিদায়-গ্রহণ তিনি করেন যখন,
তাঁর দুটী করে ধরি মোর দুটী কর,
গিয়াছেন সমর্পণ করিয়া তোমায়
আমার নিকটে ; আমি কি তাঁহার কথা,
সেই বিদায় কালের কথা, অবহেলি,
দিবানিশি জ্বলিয়া মরিব অনুতাপে ?
আমি কি তোমার পর, তুমি কি আমায়,
পর বলি মনে মনে করিছ গণনা ?
এ যাবত দেখিয়া আসিছ চিরকাল,
কনিষ্ঠা ভগিনী প্রতি যে স্নেহ সম্ভব,
সেইরূপ স্নেহ করিতেছি সমভাবে ;
লাঘবতা তার বল দেখেছ কখন ?”
নীরবিলা এতেক কহিয়া আমোদিনী।
মাদক-বিচূর্ণ-পূর্ণ, সুরভিত পান,

জটিলা আনিয়া দিয়াছিল মোহনীকে
খাওয়াতে ধর্ম্মবিদ-পত্নী দুইজনে ;
অসন্দিগ্ধচিতা মোহিনী সে পান আনি
আদরে খাইতে দেছে সপত্নী দুজনে ;
তাহারই ফলে এবে ধীরে ধীরে ধীরে,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি দোষে হইলা দূষিতা
সপত্নী দুজনে ঘোর বিপত্তি-সময়ে।
"ওমা ! মাগো ! মাগো ! এস তুমি একবার,
কেহ নাই মা ! আমার, কোথা গো মা তুমি !
মাগো ! মাগো ! প্রাণ যে যায় আমার !
কোথা তুমি, একবার দেখা দাও মোরে !
তুমি না দেখিলে কে আর দেখিবে হেথা !
উঃ, উঃ, কি যাতনা, সহিতে পারিনা, মাগো !"
এত বলি পুনরায় পড়িলা ধরায়
দেবী সঞ্জীবনী। মনোদুঃখে আমোদিনী
সপত্নীকে লক্ষ্য করি লাগিলা কহিতে :—
"যার জন্য ভাবি সদা কি জানি কখন
কোন রূপ ত্রুটী হলে বলিয়া বসিবে
—"পর কি কখন, হায় ! আপনার হয় !"
এ গৃহে যাহার আগমন-দিনাবধি,
নিজের স্বাচ্ছন্দ সুখ তেয়াগিয়া সব,
কেবল যাহাতে কষ্ট হবে প্রশমিত
দিবানিশি ব্যস্ত থাকি সেই ভাবনায় ;
সে যদি এরূপ বলে, এ মনোবেদনা

কাহাকে বলিব। "মরি মা, মরি মা" বলি,
করিছ চিৎকার, বল কি চাহি এখন।
কিবা করিবেন মাতা আসিয়া এখানে ?
বেদনা কি নিবারিতে পারিবেন তিনি ?
দেখিছনা পার্শ্বদেশে বসিয়া বসিয়া
তিন ঘণ্টা কাল করিলাম অতিগত ?
যে দিকে বেদনা, বল, সেই দিকে হাত
বুলায়ে দিতেছি ধীরে আমরা দুজনে।
পাখা দিয়া বাতাস করিছি অনুক্ষণ,
যেরূপ বুঝিছি ভাল সেইরূপভাবে
করিতেছি কাজ ; সান্ত্বনা যাহাতে পাও
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি নিরবধি ;
আর কি করিব বল ; যদি কিছু থাকে,
বল তাহা প্রকাশিয়া ; না করি যখন,
তখনই বলো, বোন্! "কেহ নাই মোর।"
হায়! হায়! আমাদের পরিশ্রম যত,
সকলি হইল বৃথা! দুরাদৃষ্ট-বশে
শেষে, হায়! বলিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া
সব হলো পণ্ড। পরিশ্রম-পুরস্কার
দিলে ভাল হাতে হাতে। নহে অসম্ভব,
অজ্ঞাত অভাব পারি নাই পুরাইতে,
সে জন্য আমরা দোষী ভাবিছ কি মনে ?
বড় কষ্ট হয়, বোন্! ভাবি যবে মনে
যাহাকে আপন বলি সেই ভাবে পর!

অদৃষ্টের দোষ ইহা, নহে তব দোষ।"
কহিলেন সঞ্জীবনী বিনয়ে, কাতরে :—
"ক্ষম মম দোষ, দিদি! স্থির নহে মন,
স্থির নহে মস্তিষ্ক আমার, কি বলিতে
কি যে বলি তাহা, পারি না বুঝিতে নিজে।
ছোট ভগিনীর দোষ সদা মার্জ্জনীয়;
আমার অস্তিত্ব আমি আমাতে না পাই;
পরের অস্তিত্ব বল বুঝিব কেমনে।
ঘুরিছে মস্তক-দেশ, পারিনা বলিতে
কথা, শুই আমি, যাও তুমি স্থানান্তরে।
নির্জ্জনতা চাই আমি, সুস্থির হইলে
তোমাতে আমাতে হবে কথোপকথন।"
ধীরে ধীরে ধীরে, মোহিনী-প্রদত্ত পান
মাদক-দ্রব্য-মিশ্রিত, উঠিছে মস্তকে
উভয়ের। ধীরে ধীরে ধীরে কুপ্রবৃত্তি
জাগিয়া উঠিল উভয়ের মনোমাঝে।
একের বচন এবে অপরের মনে
পাইল না স্থান; সৌভ্রাত্র, সম্প্রীতি আদি
সদ্গুণরাশি, জঘন্য বৃত্তি-কলাপে
বসাইয়া স্ব স্ব স্থানে লইলা বিদায়।
একের কথিত যত উদার বচন,
অপরে কূটার্থে তাহা করি পরিণত
ঈর্ষানেত্রে পরস্পরে লাগিলা দেখিতে।
তীক্ষ্ণধী মনীষিগণ করেন ঘোষণা

সমস্বরে ঃ—"সৎ সঙ্গে নিরয়-নিবাস
বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কভু নহে বাঞ্ছনীয়
অসতের সঙ্গে স্বর্গসুখে সহবাস।"
মোহিনী উপরে আমোদিনীর বিশ্বাস,
অটল, অচল। আমোদিনী-গত-প্রাণা
মোহিনীও নিজে ; কিন্তু মোহিনী এখন
নাই মোহিনীতে। ভুজঙ্গিনী-স্বরূপিনী
জটিলা, কুটিলা, তাহার অজ্ঞাতসারে
বিবিধ মাদক দ্রব্য করায়েছে পান
পূর্ণোদর ; তাহাতেও মিটে নাই আশ ;
আত্মীয়-বিচ্ছেদ-কর নানা উপদেশ
সুবিধা পাইছে যবে শ্রবণ-বিবরে
ঢালিতেছে অবিরত। দৃঢ়চেতা যাঁরা
তাঁদের উপরে এই মহৌষধিদ্বয়
কত কার্য্যকরী হতো পারিনা বলিতে।
মোহিনী ও আমোদিনী সরলস্বভাবা,
দেখা'লে সামান্য যুক্তি বাহ্যিক-সঙ্গত,
কোনরূপ দ্বিধা তায় না করি প্রকাশ
দেয় আপনার মত। এমন প্রকৃতি
স্বভাবতঃ যাহাদের, সহজেই তারা
হয় প্রতারিত। দুর্ভাগিনি আমোদিনি !
কিম্বা ভবিতব্য ফল কে পারে এড়াতে !
জানিছনা বুদ্ধিদোষে কি ঘোর বিপদ
আনিছ আপন গৃহে চিরশান্তিময়।

জটিলা, কুটিলা, দুই ভগ্নীর কথায়
স্থাপিয়া বিশ্বাস, আপনার অমঙ্গল
আনিলা মোহিনী ; মোহিনীর বাক্যোপরে
নির্ভর করিয়া তুমি—দেবী আমোদিনী,
আনিলা অশুভ, মজাইলা পরিবার।
সঞ্জীবনী দেবীর উপরে ভালবাসা,
ক্রমে ক্রমে আমোদিনী-দেবী-মন হতে
হইছে অপসারিত, ভগ্নীভাব এবে
বৈরীভাবে পরিণত ; মত্ততা যতই
উঠিতেছে উচ্চক্রমে, উৰ্দ্ধদিকে ; তত
স্নেহ, ভালবাসা আদি সদ্‌গুণসম্ভার
নামিতেছে নীচে। নরাচার, পশ্বাচারে
হইয়াছে পরিণত ; গত পূৰ্ব্ব-ভাব।
দুশ্চিন্তা-বারিদে ছাইয়াছে চিদাকাশ,
চারিদিক ঘন তমে করেছে আবৃত।
বিদ্বেষ-ব্যাত্যাতাড়িত স্নেহ-ভালবাসা ;
মোহধূলি-অন্ধীকৃত বিবেক-নয়ন, ;
ক্ষণ-প্রভা-প্রতিহিংসা ক্ষণে ক্ষণে থাকি
করিতেছে উদ্ভাসিত অন্তর-প্রদেশ।
বিভ্রম-করকাপাতে চূর্ণীকৃত যত
নর-মন-প্রীতিপ্রদ সদ্‌গুণ-প্রসূন।
যাও আমোদিনি ! স্খলিত-পদ-বিক্ষেপে
আপনার কক্ষে ; নিজ শক্তিবলে নহে,
মোহিনীর দুই স্কন্ধে চাপি দুই হাত।

চাহিলা মোহিনী অনুসন্ধিৎসু নয়নে
আমোদিনী মুখপানে, দেবী-মুখাভাসে
স্পষ্টভাবে মনোভাব কৈলা অধ্যয়ন।
অবসর বুঝি হানিলা সুতীক্ষ্ণ শর
আমোদিনী বক্ষে। ক্ষীণপ্রাণা কুরঙ্গিনী—
পড়িলা ব্যাধের হাতে। খর্পরে শীকার
পাইলে কি ছাড়ে ব্যাধ? চতুরা মোহিনী,
স্বভাবতঃ না হলেও আমরা তাহাকে
চতুরা-আখ্যায় ব্যাখ্যা করিব এখন;
দিনকর-করোদ্দীপ্ত হলেও শশাঙ্ক
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মধ্যে সদা গণনীয়।
তাই বলিতেছি পুনঃ, চতুরা মোহিনী,
সে কেন ছাড়িয়া দিবে হাতের শীকার?
নিঠুরা বলিয়া কেহ দূষিওনা তারে,
নিঠুরা সে নহে; কে তারে নিঠুরা বলে?
অপরের জন্য কাঁদে হৃদয় তাহার।
যাউক পৃথিবী অগাধ সাগরে ডুবি
মোহিনী না ডরে; আমোদিনীকে পাইলে
যেখানে থাকিতে দাও থাকিবে সে সুখে।
আমোদিনী-অপকার মোহিনী কখন
পারে না সহিতে; আপনার মন-প্রাণ
সঁপিয়াছে তার পদে। মত্ততা-তাড়নে
অন্তর্হিত হিতাহিত জ্ঞান। ফলাফল
স্বকার্য্যের, বুঝিবার নাহিক শকতি।

কুঞ্জী ঘুরাইয়া দিলে ঘটিকা যেমতি,
প্রযুক্ত-শকতি নাহি হয় যতক্ষণ
নিঃশেষিত, ততক্ষণ চলে নির্ব্বিরোধে ;
মোহিনীর সেই দশা দেখা যায় আজ।
জটিলা-কুটিলা-দত্ত মন্দ অভিপ্রায়
করিতে লাগিল কার্য্য মোহিনীর মনে,
যতক্ষণ রহিল সে মত্ত অবস্থায়।
আমোদিনী প্রতি মোহিনীর ভালবাসা
হইয়াছে অপহৃত। মোহিনী এখন,
জটিলা কুটিলা দিয়াছে যে উপদেশ,
গুরু-মন্ত্র বলি তাহা আপনার মনে
করিতেছে ধ্যান। ইহারাও দুই বোনে
গোপনে গোপনে আসি ধর্ম্মবিদালয়ে
চরিতার্থ করিতেছে স্ব স্ব মনোরথ।
নিষ্ঠুরতাময় যাহাদিগের প্রকৃতি
নিষ্ঠুরা তাহারা তাহা বলিব কেমনে।
সর্পিনী মণ্ডুক ধরি গলাধঃকরণ
ধীরে ধীরে করে ; মৃত্যুযাতনায় ভেক
ডাকিয়া ডাকিয়া তোলপাড় করে দেশ,
সর্পিনী কি ছাড়ে তারে ? নিষ্ঠুরা আখ্যায়
কেহ তার প্রতি নাহি করে দোষারোপ।
মোহিনীর অবস্থাও শোচনীয় অতি;
ক্রমে ক্রমে তাহারও চৈতন্য ও সংজ্ঞা
হইতেছে অপহৃত ; মস্তিষ্ক অবধি

পৌঁছিয়াছে হলাহল, ঢুলু ঢুলু ঢুলু
করিছে নয়নদ্বয় ; আঁখিপাতা যেন
নিদ্রা ঘোরে বুজিয়া আসিছে ; অনিমেষে
মোহিনী চাহিয়া আছে আমোদিনী পানে।
তা’ দেখিয়া আমোদিনী বিঘোরা, বিহ্বলা
মোহিনীর মুখপানে চাহিয়া কহিলা :—
“কি সুন্দর মুখ ! অতুলনীয় এ ভবে !
এমন সুন্দর মুখ দেবী সঞ্জীবনী
পাইবে কোথায় ! তোরে কি ছাড়িতে পারি ?
সঞ্জীবনি ! সঞ্জীবনি ! থাক তুমি একা।
মোহিনী আমার যাহা ছিল পূর্ব্বহতে,
এখনও থাকিবে তা ; যতদিন আমি,
মোহিনীও তত দিন থাকিবে আমার।
মোহিনি ! মোহিনি ! তোরে চিনি নাই আগে,
কার্য্যক্ষেত্রে আসি তোরে পারিনু চিনিতে।
সে দিন যে বলেছিলি সপত্নী কখন
হয়না আপন, যত ইচ্ছা ভালবাস,
যে পর সে পর সেই থাকে চিরকাল।
প্রত্যক্ষ দেখিছি তোর সব কথা ঠিক,
সপত্নী সপত্নী সদা সোদরা কে বলে ?
আজ তার কথা শুনি বড়ই আঘাত
পাইনু মরমে, কি আর বলিব তোরে !
আপনার দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সকল
তাহার সেবায় আছি নিয়ত নিরত,

সামান্য আঘাত যদি লাগে তার দেহে
শিহরিয়া উঠে মোর দেহ যাতনায় ;
সামান্য বিষাদ-রেখা অঙ্কিলে বদনে
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে অন্তর-প্রদেশ ;
যার জন্য এত করি, সেই কিনা আজ
বলিয়া বসিল মোর সম্মুখে অবাধে :—
" 'কেহ নাহি হেথা মোর কোথা মাগো তুমি।"
এইরূপ কত শত নাকীস্বরে কথা
বলিল আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে,
শুনেছিনু কর্ণে বটে মনে নাই সব।
তুই তো জানিস্ আমি আপনা পাসরি
করিয়াছি সব কাজ, যখন যেরূপ
বলেছে আমাকে ;—এই তার ফল !
তুই তো আগেই করেছিলি সাবধান
একদিন ; সে সময় না শুনিয়া কথা
দিয়াছিনু তোরে আমি গালাগালি কত ;
তারি বুঝি প্রতিফল দিল হাতে হাতে !
বর্ণে বর্ণে তোর কথা দেখিছি এখন
সত্য বলি প্রমাণিত হল এতদিনে,
সাধে কিরে তোরে আমি ভালবাসি এত ?
বারেক দেখিলে তুই পারিস্ চিনিতে
কে কেমন লোক ; তবে এখন হইতে
তুই যা বলিবি তাই করিব বিশ্বাস।
এক তিল মাত্র বুদ্ধি নাই যার ঘটে,

যে কার্য্য করিতে সেই যাইবে আপনি
ভগ্ন-মনোরথে তারে হইবে ফিরিতে।
সহসা অপর জনে ভালবাসা-দানে,
দগ্ধীভূত করিব না এ দগ্ধ পরাণী।
না মোহিনি! যাহা তোরে বলিনু এখন,
তাহাও তো দেখিতেছি হইবার নয়।
বিদেশ-যাত্রার কালে প্রিয় প্রাণেশ্বর
গিয়াছেন তারে সঁপিয়া আমার হাতে;
এখন কেমনে সেই পতির আদেশ
করিব লঙ্ঘন! বিদায়-গ্রহণ-কালে,
ছল ছল আঁখিদ্বয়, চাহি মোর পানে,
ধরি মোর দুটী হাত, কহিলেন মোরে :—
"আমোদিনি! সঞ্জীবনী রহিল হেথায়,
যদি কোন ভ্রমক্রমে বিরাগ-ভাজন
হয় সে তোমার, ক্ষমিও তাহার দোষ।
ছোট ভগিনীর দোষ দেখিলে যেমতি
বড় ভগ্নী, স্নেহময় উপদেশ-দানে
করে তাহা সংশোধন, তুমি সেই মত
তাহার যে দোষ দেখি করিও শোধন।
এ সংসার কর্ম্মভূমে আমরা দুজনে
তোমাকেই কেন্দ্র করি থাকিব ঘুরিতে;
যখন যে জন আসি মাগিবে আশ্রয়
তোমার নিকটে, করো তারে শান্তি দান।
আমাদের সমবেত-কর্ম্ম-বৃক্ষ-ফল

জনমিছে সঞ্জীবনী দেবীর উদরে,
সেই ফল সংরক্ষণ করিবার ভার
সমর্পিয়া তব হাতে যাইছি বিদেশে।
প্রসবান্তে সেই ফল থাকিবে তোমার,
আমরা কেবলমাত্র পরিশ্রান্ত হয়ে
আসিব ভবনে যবে ; দেখিয়া সে মুখ,
সে ফলের আকৃতি সুন্দর, পুনরায়
হৃষ্টচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে করিব গমন।
সে ফল তোমার, দেবি ! তোমার সে ফল,
আপনার ভাবি তারে করিও পালন।"
কোথা তুমি প্রাণেশ্বর ! এস একবার
দেখা দাও অধীনীকে ; যে শক্তি সঞ্চার
করিয়া গিয়াছ তুমি এ দাসীর মনে,
দিনে দিনে তার তেজ হইতেছে ক্ষীণ,
আবার বারেক আসি পুনরুজ্জীবিত
করিয়া যথায় ইচ্ছা করিও গমন।
না, না, ডাকিবনা আমি তোমায় এখন,
তুমি তো বলিয়া গেছ, সময় হইলে,
ডাকিবার আগে তুমি আসি দিবে দেখা।
এসোনা এখন, ঘুরিতেছে শিরোদেশ,
চোখে নাহি ভাল করি পাইছি দেখিতে ;
যখন এ চোখ, মন হইবে সুস্থির
তখন আসিও দেব ! তুষিব তোমাকে।
কে আবার আসিতেছে ! দেবি সঞ্জীবনি !

এস, এস, কাছে এস, প্রাণের ভগিনি!
ওই শুন এইমাত্র না দেখি তোমায়,
কত নিন্দা করিয়াছি, আসিয়াছে যত
মুখে; শুনিছ কি? ঐ শুন, ঐ শুন
সেই নিন্দাবাদ, এখনও গন্ধবহ
বহিতে পারেনি দূরে, কাণ পাতি শুন।
বড় ভগিনীর কথা, অপরাধ তার,
মনে করি, মনে তুমি করিওনা দুঃখ;
মনের অবস্থা আজ বড়ই খারাপ,
কোন বিষয়েই মন হইছে না স্থির।
নিজে করি নাই দোষ, মন্ত্র উন্মাদক
দিয়াছে মোহিনী কাণে, সেই মন্ত্র বলে
কি যে কত বলিলাম নাই তাহা মনে।
সঞ্জীবনি! সঞ্জীবনি! বড় ভগ্নী জ্ঞানে,
কর, বোন! সব দোষ মর্জ্জনা আমার;
এস তুমি কাছে এস, বল নিজ মুখে,
আমার সকল দোষ করিলে মার্জ্জনা।
ওই দেখ ক্লান্ত হয়ে আসিছেন নাথ
তোমার আমার কাছে, এস মুছে ফেলি
মনের কালিমা; হসিত আননে এস
করি তাঁরে সম্বর্দ্ধনা, একত্রে উভয়ে।
সামান্য দাসীর কথা শুনিয়া কি আজ
তোমার আমার মধ্যে বিবাদ-অনল
করি দিব প্রজ্জ্বলিত? না, তা অসম্ভব!

শত্রুও যদ্যপি হও, তুমি আর আমি
একই শৃঙ্খলে গাঁথা। সুখশান্তি যত
আমাদের উভয়ের সখ্যতা উপরে
করিছে নির্ভর। একতায়, সখ্যতায়
রব যতদিন, সুখশান্তি ততদিন।”
আর সরিলনা স্বর, তীব্র হলাহল
প্রকাশিল স্বশকতি আমোদিনী ’পরে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িলা ভূতলে
বিগতা-চেতনা। মোহিনী নীরবে বসি
আমোদিনী পার্শ্বদেশে, লাগিলা চিন্তিতে
“জটিলা কুটিলা দিয়াছিল যে যে ভার,
হইয়াছে শেষ। রমণীর শিরোমণি,
দুইটী রমণীরত্ন, বুঝিনা কারণ
কেন জ্ঞান-শূন্যা হয়ে পড়িলা ভূতলে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। অভিন্ন-হৃদয় যারা
তাহাদের মধ্যে এত বিভিন্নতা কেন?
দেখিতেছি একই প্রকার মাদকতা
সংজ্ঞা-শূন্যা করিয়াছে একই সময়ে।
বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, জটিলে! কুটিলে!
আমার এ সর্ব্বনাশ করিতে তোমরা,
আমারি দ্বারায় করাইলে এই কাজ!
তোমাদের অগ্রজের প্রলোভনে ভুলি
ত্যজিয়াছি গৃহ, আত্মীয় স্বজন যত
জনমের মত; তোমাদের স্তোভবাক্যে

আসিয়া এখানে, নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা-দোষে
লোকালয় তেয়াগিতে হইল এবার।
বৃথায় অপরে দুষি, আপনার মন,
আপনার বুদ্ধি-শক্তি, হিতাহিত জ্ঞান,
ছিল তো সকলি ; নিজে অপব্যবহার
করিয়াছি সে সকলে ; মনের উপরে,
আপনার আধিপত্য দিয়াছি অপরে,
দোষিলে অপরে মোর অব্যাহতি কোথা !
শান্তি, তৃপ্তি, কোথা !" পাপ-কলুষিত মন,
পাপকার্য্যে পরিতৃপ্তি পায়না কখন।
করুক যে কার্য্য পাপী গোপনে নির্জ্জনে,
অনুতাপ অনিবার্য্য ; যতই কঠিন,
যতই পাষাণময়, হউক হৃদয়
অনুতাপ হাত হতে পায় না নিস্তার।
নির্জ্জনে মোহিনী বসি লাগিলা পুড়িতে
অনুতাপানলে। সিদ্ধ এতদিন পরে
জটিলা, কুটিলা দুই ভগ্নীর উদ্যম।
কিন্তু সদা পাপ কার্য্যে অভ্যস্ত যাহারা
নাহি পশে তাহাদের শ্রবণ-বিবরে
বিবেকের গম্ভীর নির্ঘোষ, অনুতাপ
সহজে তাদের মনে নাহি পায় পথ
প্রবেশিতে ; নিজকৃত পাপের কুফল,
যখন তাহারা দেখে, করিয়া ভক্ষণ
করে কেহ আর্ত্তনাদ ; তাহারা তখন

মনে মনে বড় সুখ করে অনুভব।
তাই আজ মহোৎসাহে জটিলা, কুটিলা
লোক সঙ্গে মিশি, ধর্ম্মবিদ-নিকেতনে
নির্ভয় অন্তরে করিতেছে যাতায়াত।
বিবেকের বাণাঘাতে মোহিনী এদিকে
হইছে ক্ষত বিক্ষত ; অনুতাপানলে
দগ্ধীভূত তেজোৎসাহ ; ক্ষুণ্ণ মনে বসি
কাঁদিলা মোহিনী ; হতাশ, উদাস আসি
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে হৃদয় গগণ
ফেলিল ছাইয়া ; দুর্ব্বিষহ দুর্ভাবনা
দেখিল ঘেরিয়া আছে তার চারিদিকে ;
ছুটিয়া পলাই মনে করে কতবার
কিন্তু পলাবার পথ দেখে না কোথাও।
অস্তগামী দিনেশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কর
নিপতিত দেখি মহীরুহ শিরোপরে,
বিজন-অরণ্যচারী পথ-ভ্রান্ত পান্থ
ধায় যথা ঊর্দ্ধশ্বাসে নরাবাস পানে
আশ্রয়-প্রাপ্তির আশে ; তেমতি মোহিনী
হতাশ-অরণ্য মাঝে পথ-হারা হয়ে
জটিলা-কুটিলা-রবি-মুখ-বিনিঃসৃত
আশ্বাসের ক্ষীণোজ্জ্বল কর দেখি দূরে
ধাইল সেদিকে ভয়ে আশ্রয়-আশায়।
বিয়োগ-বিধুরা বিহঙ্গিনীকুল-মুখে
করুণ কাকলী স্বর শুনিতে শুনিতে

আশ্রয় করিল অস্তাচল বিভাবসু।
বিখচিত বহুমূল্য প্রস্তর ভাস্বরে
সুনীল-বসন-পরিহিতা-বিভাবরী
সমাগতা ধরাধামে ; অন্ধকার দেখি
নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, অন্ধকার পথে
চলিলা মোহিনী, যথা অন্ধকার গৃহে
একাকিনী সঞ্জীবনী মৃত্তিকা-শয্যায়
আছিলা পতিতা জ্ঞানহীনা ; দীপাধারে
জ্বালি দীপ ক্ষীণজ্যোতি, আসিলা ত্বরিতে
আমোদিনী-কক্ষে ; জ্বালি তথাকার দীপ
বসিল গৃহৈক প্রান্তে। আশা-কুহকিনী
কাণে কাণে কহিলা তাহাকে, "এতদিন
পরে সত্যে হল পরিণত অভিলাষ,
তোর রে মোহিনি ! বসেছিলি এতকাল
নদীকূলে ছিপ ফেলি, আছিল সংযত
দৃষ্টি তোর অবিরত পতাকা উপরে।
নিক্ষেপিলি কত চার পাইলি যেখানে
যত, কিন্তু হায় ! বিফল হইল সব !
শত শত মীন আস্ফালিল চারিদিকে,
কিন্তু একটীও নাহি গিলিল বড়সী ;
উঠিয়া যাইতেছিলি পরিম্লান মুখে
গৃহে ফিরি ; গমন-উদ্যত-কালে একি ?
আপনা হইতে আসি গিলিল বড়সী
মীনরাজ ; প্রসন্ন অদৃষ্ট তোর প্রতি।

কি ভাবিস্ একেলা বসিয়া ? নিশ্চেষ্টতা
সাজে কি এখন ? সুচির-বাঞ্ছিত-ধনে
করায়ত্ব করি, হেলায় হারাতে বল,
কে করে বাসনা ? বৃক্ষহতে ফল পাড়ি
কে তাহা ছাড়িয়া যায় গৃহে শূন্য-হাতে ?”
টুটিল জাগ্রত স্বপ্ন, চমকি মোহিনী
চাহে আমোদিনী পানে ; বিকচ কমল
শিশির বিধৌত যেন দেখিল সম্মুখে।
বিদ্যুৎ-চমক যথা ঝলসে নয়ন
সেই মত ক্ষণস্থায়ী বিবেকের বাণী
পোড়ায়ে অন্তর দেশ লুকাল কোথায় !
কহিলা মোহিনী আপনার মনে মনে, :—
“তোমারি কিঙ্করী আমি, দেবি আমোদিনী !
তুমিও আমায়, দেবি ! ভালবাস যত,
ঠিক সেই মত কিম্বা তাহার অধিক
আমিও তোমায় ভালবাসি। সত্য বটে
নিঃস্বার্থ তোমার ভালবাসা, স্বার্থপর
মোর ; তবু এ দাসীর স্নেহ নহে হেয়।
তোমার কৃপায় আসিয়া অবধি হেথা,
পাই নাই কোন কষ্ট ; সোদরা সমান
যতন করিয়া তুমি রেখেছ আমাকে।
জটিলা কুটিলা যবে মাদক মিশ্রিত
পান দিয়াছিল মোরে অতি সংগোপনে,
জিজ্ঞাসা করিয়াছিনু, কোন্ অভিপ্রায়ে

চায় তারা খাওয়াইতে তাহা, তদুত্তরে
অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে বলেছিলা মোরে,
মাতাইয়া তোমাদের সপত্নী দুজনে
বিবাদ বাধায়ে দিয়া দেখিবে আমোদ।
এই কলহের ফলে বিদ্বেষ-অনল
হবে উদ্দীপিত দুই সপত্নী-অন্তরে।
আমি তব পক্ষ হব, দেবী সঞ্জীবনী,
ক্ষীণবলা হয়ে নিবসিবে একাকিনী।
এ গৃহ-বিবাদ-কথা ধর্ম্মবিদ-কাণে
পৌঁছিবে যখন, নেতৃ-কর্ম্ম ত্যজি তিনি
শান্তি সংস্থাপিতে গৃহে আসিবেন ফিরে।
কার্য্যে শিথিলতা যত হইবে তাঁহার,
কলুষ স্বশক্তি-বৃদ্ধি করিতে সময়
পাবে তত; আমা দ্বারা যদ্যপি কলুষ
পায় হেন উপকার, নিশ্চয় আমায়
যতনিবে সন্তোষিতে; নাহি অভিপ্রায়
বিবাহ করিতে সেই নর-কুলাঙ্গারে;
আমার বাসনা, অরাতি হইতে তারে
মিত্র স্থানে আনি মনসুখে কাটি কাল।
তাই বলিতেছি, দেবি! সুযোগ আগত
হয়েছে যখন, নিজ স্বার্থ কেন ছাড়ি?
তোমার অনিষ্ট আমি চাহিনা করিতে,
তোমাকে সম্মুখে রাখি, পিছে পিছে থাকি
আপন দুরভিসন্ধি করিব সফল।

নির্ভয়ে নিবস তুমি, অভয় তোমাকে
দিতেছে মোহিনী। তুমি মোহিনীর প্রাণ,
মোহিনী তোমায় ছাড়ি পারে না থাকিতে।
এ জীবনে মোহিনীর দাঁড়াবার স্থান
তুমি ভিন্ন নাহি কোথা জানিও নিশ্চিত।
মোহিনী কিঙ্করীভাবে সেবিবে তোমায়,
যত দিন বাঁচে। বুঝেছিনু পূর্ব্বহতে
তোমাদের অমঙ্গল শীঘ্র বা বিলম্বে
ঘটিবে নিশ্চিত: অনিষ্টের পরিমাণ
হইবে যে কত, অথবা আমার দ্বারা
হবে তাহা সংঘটিত বুঝিনি কখন।
জটিলা, কুটিলা যাহা বলিয়াছে মোরে,
তাহা যদি ঠিক হয়, অমঙ্গল মাঝে
তাহাকে মঙ্গল বলি করিব গণনা।
কিন্তু তাহাদের বাক্যে হয় না বিশ্বাস,
বিশ্বাস না করিলেও দ্বিতীয় উপায়
নাহি মোর। আশঙ্কায় কাঁপিছে হৃদয়।
সহস্রলোচন নিজে দুরাত্মা কলুষ;
চল-চিত্ত নর কত দিন সাবধানে
থাকি বল তার দৃষ্টি এড়াইতে পারে?
ইহাও বুঝিয়াছিনু কলুষে যখন
মজিয়াছে মন, অনিবার্য্য অনুতাপ।
পাপ-পথে ইচ্ছা করি ধায় যে দুর্ম্মতি
নিপতিত অবশ্য সে হয় একদিন

অতল বিপদার্ণবে। উপস্থিত সুখ
ক্ষণস্থায়ী, মনোমোহিনী মূরতি ধরিয়া
ভুলাইতে জন-মন ঘুরে অবিরত
এ সংসার মাঝে ; অজ্ঞ ঘোরতর
তাহার সুন্দররূপে হইয়া বিহ্বল
করে আত্ম-সমর্পণ। সংসারের জীব
আমি ; ভাল মন্দ, হিতাহিত, ন্যায়ান্যায়
কিনা বুঝি ? নিতি নিতি, বুঝিয়াও যাহা
পদে পদে করেছি লঙ্ঘন, তার ফল
যায় কোথা ! সংসার-নিয়ম-ব্যতিক্রম
কি সাহসে আশা করি ? কৃতকর্ম্ম-ফল
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয়, আছিও প্রস্তুত।
সন্নিহিত বিপদের নিমিত্ত-কারণ
হইতে হইল মোর এই বড় দুঃখ !
মর্ম্মদগ্ধ হয়ে আমি তব মর্ম্মদাহ
যাইতেছি উৎপাদিতে ; সরলতাময়
হৃদয় তোমার ; চাতুর্য্য, কাপট্য কত
অহোরহঃ অভিনীত হইছে সংসারে
নাহি সে বিষয়ে জ্ঞান। তোমার নিকটে
যতদিন থাকিবে মোহিনী ; দুঃখ, শোক
যখনি তোমার শিরে আসিবে পড়িতে,
অকাতরে বক্ষঃ পাতি করিবে গ্রহণ ;
জীবন্মৃত্যু সহচরী এ দাসী তোমার।
আছি ভাল, ছিনু ভাল, তোমার আলয়ে.

ইচ্ছা নাহি ছিল যাইতে কলুষাগারে,
তাহার সে কুণ্ঠিলতা সহেনা এ প্রাণে।
মন যেন বলিতেছে আমার এ সুখ
হইল নিঃশেষ ; ভগিনীদ্বয়ের ভাবে
করিতেছি অনুভব, বিপদ বিষম
সমাগত-প্রায় ; বিলম্বও ঘটে যদি
যে গৃহ-কলহ কথা বলিছে তাহারা,
তাহার প্রারম্ভে আমাকেই পলাইতে
হইবে প্রথমে। স্বরচিত-জালে নিজে
হয়েছি জড়িত, নাহি উদ্ধার-উপায়।
কি করিলি মোর ! ওরে তুই পিশাচিনি,
এই কিরে ছিল মনে ? আশা দিয়া এত
আমাকেই অবশেষে ফেলিলি বিপদে ?"
ধীরে ধীরে ধীরে প্রভু-পত্নী-দ্বয় মত,
মোহিনী-মস্তিষ্ক অভিমুখে হলাহল
প্রসারিতে আরম্ভিল শকতি আপন।
ধীরে ধীরে ধীরে, মোহিনীর চেতনতা
মত্তভার ক্রোড় দেশে নোয়াইলা শির।
প্রতিবেশী-সীমন্তিনী গৃহকর্ম্ম সারি
সূতিকাগারের দ্বারে আসি দিলা দেখা।
বর্ষীয়সী নারীগণ প্রসূতির দশা
সবিশেষ নিরখিয়া গণিলা প্রমাদ।
তখনি সকলে মিলি পরামর্শ করি
ধাত্রী আনিবারে লোক করিলা প্রেরণ।

জটিলা কুটিলা দুই ভগ্নী নিয়োজিতা,
কলুষের পদানতা ধাত্রী বিনোদিনী
আসি ধর্ম্মবিদ-গৃহে দিলা দরশন।
বিনোদিনী ধাত্রী সঙ্গে আসি দিলা দেখা
জটিলা কুটিলা ; ইহারাও দুই বোনে
সমাগত নারী সংঘে হইলা মিলিতা।
কে কার সংবাদ লয় ? সূতিকা-আগারে
জন-কোলাহল শুনি আইলা মোহিনী
বিকম্পিত পদভরে, আলুথালু বেশে।
"আমোদিনী কোথা গেল, আমোদিনী কোথা ?"
বলিয়া চিৎকার ধ্বনি পুরাঙ্গনাগণ
করিতে লাগিলা ; আমোদিনী-গৃহপানে
ছুটিলা সকলে ; দেখিলা বিস্ময়ে সবে,
বিগত-চেতনা মহাদেবী আমোদিনী
শয়ানা ধরা-শয্যায় ; দুই তিন জন
আমোদিনী শুশ্রুষায় রহিলা নিরতা।
এ দিকে প্রসবকাল সমাগত দেখি,
সবিনয়ে বিনোদিনী সীমন্তিনীগণে
স্থানান্তরে যাইতে কহিলা ; চলি গেলা
নারীগণ আমোদিনী দেবীর মন্দিরে।
নির্জন কুটির দেখি জটিলা, কুটিলা
নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে করিলা প্রবেশ
যথা ধাত্রী বিনোদিনী ছিলা নিয়োজিতা
প্রসূতি-পরিচর্য্যায়। সমাগত এবে

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, ঘোর নিস্তব্ধতা
বিরাজিছে ধরাতলে ; গাঢ় অন্ধকার
আবরিয়া আছে অবনীর মহাকায়া।
শমিতে জঠর-জ্বালা যে সকল জীব
ছিল ব্যস্ত দিবাভাগে, তাহারা এখন
সুনিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়দেশে শীর
রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে লভিছে বিরাম।
নিশাচর নর, পশু মনের হরিষে
সুসময় দেখি, হয়েছে ব্যাপৃত সবে
স্ব-স্বভাব-অনুযায়ী নৃশংস ব্যাপারে।
সূতিকা গৃহের এক কোণে, মিটি মিটি
দীপাধারে জ্বলিছে প্রদীপ ; পার্শ্বস্থিত
অগ্নিকুণ্ড-সমুদ্ভূত ধুমে পূর্ণ গৃহ।
এ হেন সময়ে মহাদেবী সঞ্জীবনী
সংজ্ঞা-বিরহিতা, প্রসবিল পুত্র এক।
অপত্য-স্নেহের শক্তি কৈলা পরাভূত
ক্ষণতরে, মাদকতা-সঞ্জাত-মূর্চ্ছায়।
একটী নিমেষ মাত্র দেবী সঞ্জীবনী
চাহিলা সন্তান পানে ; অধরের হাসি
অধরে না মিলাতেই মূর্চ্ছা আসি পুনঃ
অচেতন করিল তাহাকে। সদ্যজাত শিশু
নিষ্প্রভ করিল ক্ষীণপ্রভ দীপালোকে।
কান্দিয়া উঠিল শিশু ; সে ক্রন্দন ধ্বনি
অমৃতনিস্বন সম জননীর কাণে

পশিবামাত্রই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল আবার।
আবার জননী হাসি-প্রেম-পূর্ণ নেত্রে
চাহিলা সন্তান পানে; দুইটী ধারায়
বহিল প্রেমাশ্রু-বারি মুক্তাফল মুখে;
মুদিলা নয়ন-দ্বয় দেবী সঞ্জীবনী।
কাদম্বিনী-ক্রোড়-স্থিতা-ক্ষণ-প্রভা যথা
ক্ষণেক দেখায়ে দেহ লুকায় চকিতে,
মাতৃপার্শ্বস্থিত নবজাত শিশু তথা
লুকাইল পিশাচিনী কুটিলার কোলে,—
মাতার অজ্ঞাতে এই গভীর নিশিথে।
জটিলা-কুটিলা-বিনোদিনী-নিয়োজিতা,
নীচকুলোদ্ভবা এক রমণী অধমা
আসিলা সূতিকাগারে, সমাবৃত মুখ
মসীময়, মসীময় পরিধেয়াম্বর।
না কহিয়া কোন কথা কাহারো সহিত,
ধীরে ধীরে নিজ বক্ষোবাসে লুক্কায়িত
সদ্যজাত, মৃত এক বালিকার দেহ
অপহৃত বালকের স্থানে দিলা রাখি।
সঞ্জীবনী দেবীর সে অঞ্চলের নিধি,
কুটিলার ক্রোড় হতে নিজ ক্রোড়ে লয়ে
আপন বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া যতনে
সংগোপনে গেল চলি জানিল না কেহ।
সংজ্ঞা-জ্ঞান-বিরহিতা দেবী সঞ্জীবনী
নারিলা জানিতে তার হৃদয়ের নিধি

নরভুক্‌গণ গ্রাস করিল অকালে।
সার্দ্ধ একঘণ্টা পরে দেবী সঞ্জীবনী
ভীষণ চিৎকারে ঘর তুলিল কাঁপায়ে ;
পশিল সে স্বর যথা পুরাঙ্গনাগণ
ছিলা বসি। আলুথালু কুন্তলকলাপ,
বিস্রস্ত-বসন-গ্রন্থী ধাইলা সকলে
সূতিকাভবন পানে ; দেখিলা চমকি
মৃত্তিকাশয্যায় পড়ি দেবী সঞ্জীবনী
লুটাইছে যাতনায়, পাদদেশে বসি
আছে ধাত্রী চাহি মৃতবালা-মুখপানে।
দুই পার্শ্বে দুই ভগ্নী জটিলা কুটিলা
ম্রিয়মাণা ; যেন কত সুগভীর শোকে
হইয়াছে অভিভূতা। কোমল হৃদয়া
রমণী যাহারা, এ ভীষণ দৃশ্য দেখি
নারিলা বারিতে অশ্রুবারি ; বৃদ্ধাগণ
মুমূর্ষু অবস্থা দেখি দুই সতীনীর
হইলা ব্যথিতা নানারূপ আশঙ্কায়।
প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী যাঁহারা,
মনে মনে তাঁরা সবে করিলেন স্থির,
অজানিত কোন এক সুচতুর অরি
নিশ্চয় দুর্ভেদ্য কোন ষড়যন্ত্র জাল
কৌশলে বিস্তার করি লোক-অগোচরে
ঘটায়েছে এ বিপদ শান্তিময় ধামে।
তর্ক বিতর্কের এ নহে সময় জানি,

যে যাহা ভাবিল মনে রাখিল গোপনে
যাহাতে রমণীত্রয় অচিরে চেতনা
লভিতে সক্ষমা হয়, সে উপায় সবে
সম্মিলিত হয়ে আরম্ভিলা নির্দ্ধারিতে।
তৃতীয় প্রহর নিশি অতিগত-প্রায়,
পাইলা চেতনা আমোদিনী, সঞ্জীবনী।
সার্থক নিঃস্বার্থশ্রম হইল দেখিয়া,
পুরঙ্গনাগণ আনন্দ-বিভোর চিতে
ইষ্টদেবতার পদে নমিলা মস্তক।
দেখিতে দেখিতে প্রভাতিল বিভাবরী
বহিল উষার মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ,
নাদিল বিটপী শাখে বিহগ কলাপ
জগদীশ-স্তোত্র-গীতি; পূরব-গগণে
রবির রক্তিম রেখা দিলা দরশন।
সুনিদ্রার অবসানে মানব যেমতি
শয্যা পরিহরি উঠে মুদিয়া নয়ন,
তেমতি জাগিয়া উঠি সপত্নী দুজনে
মুছিলা নয়ন কমল-কর-পল্লবে।
পাড়ার মহিলাকুল যে যাহার গৃহে
গেলা চলি; শত মুখে শতরূপ কথা
শতরূপ অলঙ্কারে হইয়া রঞ্জিত,
সহস্র সহস্র গল্প করিয়া সৃজন
সন্নিকটবর্ত্তী লক্ষ লক্ষ জনপদে,
দিনেশের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য করম

না হইতে নিঃশেষিত, হইল প্রচার।
হেথা ধাত্রী বিনোদিনী মৃত শিশুদেহ
প্রসূতিকে দেখাইয়া লইলা বিদায়।
নিরুদ্ধ হইল যবে জন সমাগম.
জটিলা কুটিলা ত্যজি সূতিকা-আগার,
জাগাইলা মোহিনীকে ; নানা উপদেশ
কপটতাময়, নির্জনে শুনায়ে তারে
গেলা চলি। গ্রামে থাকা নহে নিরাপদ
এই ভাবি দুই ভগ্নী ত্যজিলা সে গ্রাম
সেই দিনে। প্রকৃতিস্থা দেবী আমোদিনী,
মোহিনীকে সঙ্গে করি সূতিকা-আগারে
আসি, সঞ্জীবনী পার্শ্বে বসিলা নীরবে।
কাঁদিতে লাগিলা মহাদেবী সঞ্জীবনী,
কাঁদিতে লাগিলা সকাতরে আমোদিনী,
প্রিয় ভগিনীর বিশুষ্ক বদন শশি
আপনার অঙ্কোপরে করি সংস্থাপিত।
দুই ভগিনীর এই নীরব ক্রন্দনে,
কত ভালবাসা, কত স্নেহ নিরমল
আছে, তাহা কে করিতে পারে পরিমাণ!
সরলতা-উপাদান-গঠিত অন্তরে
মত্ততা-জনিত হিংসা দ্বেষাদির চিহ্ন
কতক্ষণ স্থায়ী থাকে? মত্ততার হাত
অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা
আপনি মুছিয়া যায়, অবস্থিতি-স্থান

ছিল যে কোথায়, খুঁজিয়া পায়না কেহ।
পলক-বিহীন নেত্রে এ দৃশ্য ভীষণ—
পুণ্যময়-প্রেমময়-দেখিলা মোহিনী।
নিজকৃত কর্ম্মফল দেখিয়া স্বচোখে
পড়িল বসিয়া; চণ্ড অনুতাপানল
জ্বলিল অন্তরে, ধক্ ধক্ করি শিখা
উঠিল উপরে, দহিল সকল মুখ;
"রক্ষ, রক্ষ, জগদীশ!" বলিয়া মোহিনী
মনে মনে, পুড়িতে লাগিল সে পাবকে।

ইতি নন্দানন্দ মহাকাব্যে সঞ্জীবনীদেব্যাঃ সদ্যজাত-পুত্রাপহরণং
নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ।

প্রসব-জনিত শারীরিক দুর্ব্বলতা,
মানসিক শোক-তাপ-প্রসূত বিষাদ,
বিষম ব্যাধির সৃষ্টি করিল অচিরে,
সঞ্জীবনী-দেবী দেহে ; সুবিজ্ঞ ভিষক্
নিকটে ছিলেন যাঁরা সবে একমতে
করিলেন স্থির, মানসিক চিন্তানল
যতদিন না হইবে পূর্ণ নির্ব্বাপিত
সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভে নাহি সম্ভাবনা।
ভিষক্‌গণের পরামর্শ সুসঙ্গত
বিবেচিয়া গ্রামবাসী জন সাধারণ
পাঠাইলা দূত ধর্ম্মবিদ্ সন্নিধানে.
যথা কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বিপুল উৎসাহে
ছিলেন নিযুক্ত মতিভ্রান্ত নরগণে
আনিতে সুপথে ধর্ম্ম-উপদেশ-দানে।
দূত মুখে শুনি গৃহ-বিপত্তি-সংবাদ
দূতের সহিত আসিলেন ধর্ম্মবিদ্
উদ্বিগ্ন অন্তরে নিজ ভবনে সত্বর।
গ্রামস্থিত ভদ্রাভদ্র লোকগণ যত
পাইয়া তাঁহার আগমন-সমাচার
আইলা দেখিতে তাঁরে। দেবী সঞ্জীবনী

প্রিয়-প্রাণ-পতি-মুখ সন্দর্শন করি
সপ্তাহ ভিতরে হইলেন নিরাময়।
গৃহ-বিপদের ব্যাত্যা হইলে শমিত,
ধর্ম্মবিদালয়ে আসি মিলিয়া সকলে
করিলা মন্ত্রণা :—"যে সকল নরনারী
আসিয়াছিলেন তথা প্রসব-দিবসে
সাধ্যমত সহায়তা করিতে প্রদান ;
কিম্বা যাঁরা প্রসব সময়ে কিম্বা পরে
হয়েছেন অবগত যে কোন প্রকারে
প্রসব-রহস্য ; তাঁহাদের সর্ব্বজনে
নিমন্ত্রিয়া আনি এক প্রকাশ্য সভায়
জিজ্ঞাসিয়া করিবেন কারণ নির্ণয়।"
উপস্থিত জনবৃন্দ সঙ্গত প্রস্তাব
বলিয়া সকলে করিলা অনুমোদন।
দেখিতে দেখিতে সেই স্থিরীকৃত দিন
উপস্থিত আজি ; দলে দলে নরনারী
আসিয়া দিলেন দেখা ধর্ম্মবিদালয়ে।
নেতৃকুলোত্তম ধর্ম্মবিদের ভবনে,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বসিয়াছে মহাসভা।
দিনমণি অপরাহ্ন ঘোষিল জগতে,
আহার বিশ্রাম অন্তে প্রতিবেশীগণ
আসিয়া দিলেন দেখা ধর্ম্মবিদালয়ে।
যে সকল নারীগণ প্রসব-সময়ে,
সেই দুর্দ্দিন নিশিথে, সূতিকা-আগারে

করেছিলেন প্রবেশ, এসেছেন সবে।
একে একে সর্ব্বজনে দেব ধর্ম্মবিদ
করিলা জিজ্ঞাসা ; কিন্তু কেহ কোন কথা
যাহাতে রহস্য-জাল হয় উদ্‌ঘাটিত
নাহি পারিলা বলিতে। নানা অনুমান,
তর্ক, বিতর্কের পরে, সকলেই শেষে
করিলেন স্থির, মোহিনীকে জিজ্ঞাসিলে
সত্য তথ্য জানিবার আছে সম্ভাবনা।
সকলেই একবাক্যে করিলা প্রকাশ :—
"সত্য কথা বলে যদি মোহিনী এখানে
সকল লোক সমক্ষে, আবিষ্কার-পথ,
অনুমান-দৃষ্টিপথে পড়িবে নিশ্চিত।"
এত শুনি ধর্ম্মবিদ্ সম্ভাবি সকলে
কহিতে লাগিলা অতি সকরুণ স্বরে :—
"আপনাদিগের মনে সন্দেহ যেরূপ
হইয়াছে সমুৎপন্ন, সেরূপ সন্দেহ
আমারও মনে হইতেছে সমুত্থিত।
স্বভাবতঃ সকলেরি সন্দেহ এরূপ
হইবার কথা। সন্দেহ-নিরাকরণ
আগেই করিয়া দেখি ; যদ্যপি তাহাতে
সত্য আবিষ্কার হয়, ভাল ; অন্যথায়
অপর উপায় চিন্তি হইবে দেখিতে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস মম মোহিনী উপরে ;
আমি যদি মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করন

করি কোন কথা, বোধ হয় সে কখন
আমার সম্মুখে নাহি করিবে গোপন।
মহাদেবী আমোদিনী সোদরা সমান
একান্ত অন্তরে ভালবাসেন তাহাকে;
মোহিনী পীড়িতা হলে, দেবী আমোদিনী
না খাইয়া না শুইয়া শয্যাপার্শ্বে বসি
করেছেন দিবারাত্রি শুশ্রূষা তাহার;
মোহিনীও সেইমত করিয়াছে তাঁরে।
আসিয়াছে যতদিন মোহিনী এখানে,
আপন ভগ্নীর মত তাহার উপরে
দেখায়েছি ভালবাসা; কখনও যে সে
আমাদের দাসী, কোনরূপ ব্যবহারে,
দেয়নি জানিতে; তাহারও ব্যবহার
দেখিছি যেমত আমাদিগেব উপরে,
তাহাতে সে আমাদের সম্মুখে আসিয়া
সত্য অপলাপ করি, প্রকৃত বিষয়
বাখিবে গোপন করি, হয় না বিশ্বাস।"
আহূত হইবামাত্র কিঙ্করী মোহিনী
সত্বর সভায় আসি দিলা দরশন।
জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মবিদ অবনত মুখে
সম্ভাষিয়া মোহিনীকে ঃ—"মোহিনি! মোহিনি!
কি হেতু এ সভা মাঝে আমরা তোমায়
করিয়াছি আহবান পারিছ বুঝিতে;
যতদূর জানি আমি চরিত্র তোমা

আমাদের প্রতি ভালবাসা যেই মত,
তাহাতে ধারণা মোর হইতেছে মনে,
যাহা কিছু জিজ্ঞাসিব আমরা তোমায়
অকপটে নিবেদিবে আজি এ সভায়।
আমাদের গৃহে আসিয়াছ যতদিন,
প্রথম দিবস হতে দেবী আমোদিনী,
ছোট ভগ্নীসম প্রতিপালন তোমায়
করিছেন যত্ন করি, আমিও কখন,
দাসীর উপরে লোকে ব্যভার যেরূপ
সর্ব্বদা করিয়া থাকে, ব্যভার তেমতি
করি নাই কোন দিন ; এসেছ যে দিন
আমাদের গৃহে, দেখ তুমি মনে করি
সেই দিনাবধি গৃহের কর্ত্তৃত্ব ভার
তোমারই হাতে করেছিনু সমর্পণ।
আমোদিনী-বাল্য-সখী ছিলে তুমি আগে,
সদ্‌বংশে জন্ম তব ; জানি এ সকল :
মনোকষ্ট হবে তব, এই মনে ভাবি,
কি কারণে হেন দশা হয়েছে তোমার,
জিজ্ঞাসিতে কোন দিন করেনি সাহস।
বাল্যস্মৃতি মুছে যাবে ; বিগতের কথা
উদিয়া মানসে নাহি পারিবে দগ্ধিতে
অহর্নিশি তব সুকুমার মনপ্রাণে ;
এই সব বিচিন্তিয়া আমরা দুজনে
আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের সব ভার

দিয়াছিনু তব হাতে ; তুমি সেই ভাব
বহন করিছ সুখে ! আমরাও দুইজনে
তোমায় প্রফুল্ল চিত্ত দেখিয়া সতত
পরম সম্প্রীতি করিতেছি অনুভব।
অতএব দেখিতেছ আমরা কখন.
যাহাতে তোমার মনে জন্মে অসন্তোষ.
জানিয়া শুনিয়া হেন কর্ম্ম কোন দিন
বলি নাই করিতে তোমায় ; এ কারণে
বিশ্বাস স্বতঃই মনে জন্মিতেছে মম,
পুত্র-জন্ম-সম্বন্ধীয় যত বিবরণ
আছ যাহা অবগত, জিজ্ঞাসা করিলে
সত্য না গোপন করি বলিবে স্পষ্টতঃ :
ধর্ম্ম সাক্ষী করি আমি জিজ্ঞাসি তোমায়
যাহা কিছু জান সব প্রকাশিয়া বল।”
“এ বাটীর দাসী আমি” কহিলা মোহিনী,
“আমোদিনী, ধর্ম্মবিদ উভয়ে আমায়
করেন যথেষ্ট যত্ন. শুধু যত্ন কেন ?
তাঁহাদের সহোদরা ভগিনীর মত
করেন স্নেহ আমায়। গৃহকর্ম্ম যত
তাঁদের আদেশ বিনা, যাহা কিছু পারি
আপনার ইচ্ছামত করি সম্পাদন।
আমি কর্ত্রী, আমি দাসী, হেন অবস্থায়
সকলেই মনে মনে পারেন ভাবিতে.
যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয় হেথা.

নিঃসন্দেহ জানি আমি। আমার উপরে
পড়িবে সন্দেহ, স্বভাব-রীতি-বিরোধী
নহে ইহা ; এ বাটীর গূঢ় সমাচার,
আমাপেক্ষা বেশী জানা কাহার সম্ভব ?
উপস্থিত বিষয়ের যাহা আমি জানি,
নিঃসঙ্কোচে নিবেদিব। কার্য্যপরম্পরা
না জানিলে, অসম্ভব কার্য্য ও কারণ
সুনির্ণয় করা। মহানেতা ধর্ম্মবিদ
নাহি জানেন আমায় ; যতদূর তিনি
আমার সম্বন্ধে হয়েছেন অবগত,
অতীব সামান্য তাহা ; আমিই আপনি
আপনার স্বরূপত্ব সংগোপন করি
অবস্থিতি করিতেছি তাঁহার আলয়ে।
সে দোষ তাঁহার নহে, মহাত্মা যাঁহারা
নিজের মহত্ত্ব গুণে তাঁহারা কখন,
অপরের দোষ নাহি করেন সন্ধান,
নীচত্ব তাঁদের মনে নাহি পায় স্থান ;
আপনার মত তাঁরা সমুদয় জীবে
করেন আত্মদর্শন। তাঁর মহা অরি
কলুষ, মহাপাপী সে ; যৌবন-প্রাক্‌কালে
মুগ্ধ হয়ে তার রূপে হইনু বাহির
গৃহ ত্যজি ; না জিজ্ঞাসি জননী জনকে,
প্রাণ-প্রিয়-সখীগণে না করি জিজ্ঞাসা,
কলুষের প্রলোভনে ভুলিয়া সকলে,

দৌড়িলাম তায় পিছে মন্ত্র-মুগ্ধমত ;
একবারো হয় নাই মানসে উদয়
যাইছি কোথায় আমি ! হাতে হাতে ফল
ফলিল অদৃষ্টে মম। জ্ঞানবিরহিতা
আসিনু তাহার গৃহে। আয়ত্বে যখন
পাইল আমায়, স্বমূর্ত্তি ধরিল মূঢ়,
দুর্দ্দশার একশেষ করিল আমার।
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে হয় বিমুগ্ধ যাহারা
তাহাদের পরিণাম হয় যেইমত
আমারো অদৃষ্টে, হায় ! ঘটিল তেমতি।
আসিলে কলুষ-গৃহে নির্দ্দয় কলুষ,
নিরাশ্রয়া অভাগীরে নিরুদ্ধ করিয়া
পুতি-গন্ধ-ময় গৃহে, করিল আদেশ ঃ-
"যাও ধর্ম্মবিদ গৃহে, তাহার ভবনে,
কর কিঙ্করীর কার্য্য ; অভিপ্রায় মম,
ধর্ম্মবিদ-সর্ব্বনাশ ; সেই অভিপ্রায়
তোমার দ্বারায় হলে সুচারু সাধিত,
পাইবে আশ্রয় তুমি মম গৃহে, মনে।
কাঁদিনু কতই, করিনু মিনতি কত,
বলিনু আজন্ম আমি হয়েছি পালিত
রাজকন্যা মত, দাসীবৃত্তি বাল্যাবধি
জানিনা কখন।" বৃথা মোর অনুনয় !
ভগিনী দুইটী তার—জটিলা, কুটিলা
—সার্থক তাদের নাম প্রকৃত্যানুযায়ী—

আশ্বাসিয়া মোরে, কহিলা সুমিষ্ট ভাষে :—
"নাহি কোন ভয় তোর, সঙ্গে থাকি মোরা
ভ্রাতৃ-অভিলাষ যত করিব সাধন,
তুই মাত্র উপলক্ষ থাকিবি তথায়।"
না দেখি উপায় অন্য আসিনু হেথায়
কিঙ্করীর বেশে। ধন্য দেবী আমোদিনী
কোন কথা না জিজ্ঞাসি, ভগিনীর মত
বাঁধিলেন স্নেহপাশে ; ভেবেছিনু মনে
যত দিন বাঁচি, ত্যজি কলুষের আশা
সচ্ছন্দে করিব বাস মনোসুখে হেথা।
কিন্তু প্রতিবাদী ধাতা ; কৃত-কর্ম্ম-ফল
কে পারে এড়াতে? পরিণীতা সঞ্জীবনী
আইলা যে দিন, সেই দিন হতে, হায়!
ঘোর মেঘে অধীনীর অদৃষ্ট-আকাশ
হল সমাচ্ছন্ন। জটিলা কুটিলা মোরে
পোড়াইতে প্রভু-গৃহ দিল কুমন্ত্রণা
সংগোপনে দিবানিশি। সৎসাহসহীনা
আমি ও তাদের হাতে পুত্তলিকা মত
লাগিনু খেলিতে। বলে নাই সব কথা
প্রকাশিয়া তারা মোরে ; এই মাত্র জানি
মিশাইয়া কোন দ্রব্য সুগন্ধী তাম্বুলে
আমাকেই দিয়াছিল খাওয়াতে যত্নে
সপত্নী দুজনে ; বলিয়াছিল আমায়
নিশি-জাগরণ-কষ্ট হবে উপশম

খাইলে সে পান ; আমাকেও সেইরূপ
ঘোর প্রতারণা করি, সুবাসিত জল
মাদক-দ্রব্য-মিশ্রিত করাইলা পান।
তাহাদের মিষ্টভাষে স্থাপিয়া বিশ্বাস
যা' বলিল, তা' করিনু ; প্রকৃত ঘটনা
ইহা. নাহিক সন্দেহ, করুন প্রত্যয়।
তার পরে কি ঘটিল পারিনা বলিতে,
সচেতনে ছিনু আমি অচেতন প্রায়।
বলিতে ভুলিয়া গেছি ইহারা দুজনে
যাহাতে বিবাদ ঘটে সপত্নী ভিতরে
সেইমত উপদেশ সদা দিত মোরে।
যখনি তাহারা পাইত সুযোগ কোন,
অমনি আসিয়া কালোচিত কার্য্য কিবা
বলিয়া যাইত ; শুধু বলিয়াই তারা
হইত না ক্ষান্ত ; লইত সংবাদ সদা
গুপ্তচর দ্বারা, করিতেছি কার্য্য কিনা
তাহাদের অভিমত। ভয়ে ভয়ে আমি
অকৃতজ্ঞা, ফলাফল না করি বিচার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় হইয়া বিস্মৃত,
আনিয়াছি এ সংসারে কতই বিপদ
বলিতে না পারি। বলিনু সকল খুলি
ছিল যাহা মনে ; ইহার অধিক যদি
জানিতে বাসনা, জিজ্ঞাসা করুন মোরে,
যাহা জানি করিব প্রকাশ অকপটে।

পুরাকৃত-পাপ-ভার না চাহি করিতে
আরো ভারি। লাঘবিতে নাহি অভিলাষ
আমার পাপপসরা। দোষী শত দোষে;
যে শাস্তি বিহিত হয় করুন প্রদান,
নির্ব্বাকে সহিব। ঘোর অনুতাপানলে
বিদগ্ধ হইছে হৃদি; ভাবী-সুখ-আশা,
ভরসা সকলি, করিয়াছি বিসর্জ্জন
এ জনম মত। কলুষের সঙ্গলাভ
করিতে আসিয়া ঘটিল এ পরিণাম!
বুঝি নাই সে সময়, বুঝেছি এখন,
(খোয়ায়ে সর্ব্বস্বধন অধর্ম্মের পথে)
কলুষের পথে যাহাদের গতিবিধি,
যত সাবধানে তারা করুক গমন,
দুঃখ-গর্ত্তে একদিন হবে নিপতিত;
ভাঙ্গিবে চরণ; চলচ্ছক্তি বিরহিত
হইয়া পড়িয়া রবে আমারই মত।
কোথায় তোমরা ওহে অনুযাত্রীগণ,
থাক যদি পিছে কেহ, দাও তবে সাড়া,
দেখাইয়া দিব এস কোন্‌টী সুপথ।
দেখ মোহিনীর দশা; কি না ছিল তার?
এখন কি আছে তাহা ভাব একবার!
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে দাঁড়াব কোথায়
সেই ভাবনায় আজি অস্থির পরাণী,
যে দিকে চাহিয়া দেখি সব শূন্যময়;

জগতে অসংখ্য লোক মনের হরষে
কার্য্যে ব্যস্ত সবে ; নিঃসংকোচে যাতায়াত
করিছে সর্ব্বত্র ; আমিই কেবল হায় !
যখন স্বজাতি পানে করি দৃষ্টিপাত
লজ্জায় মরিয়া যাই ; স্বজাতি সম্মুখে
দেখাইব পোড়ামুখ নাহি সে সাহস !
অসহ্য যাতনা ভুগিতেছে রোগে, শোকে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি, মৃত্যুকে আহ্বান
করিতেছে মন প্রাণে, হেন জন যদি
স্বজনে নিকটে দেখে, কষ্ট-লাঘবতা
করে অনুভব ; আমার প্রাণের মাঝে
জ্বলিছে যে ক্ষত দুর্ব্বিষহ যাতনায়
বিবর্দ্ধিত হয় তাহা দেখিলে স্বজনে।
তাহারা লোকের কাছে যাতনার কথা
ফুটিয়া বলিলে পায় সহ-অনুভূতি ;
আমি তো ফুটিয়া মুখ বলিতে না পারি ;
কষ্টে যদি লোকলজ্জা সব পরিহরি
বলিতে উদ্যম করি, কি বলিবে লোকে,
এই কথা মনে করি, না সরে বচন।
আমি-হারা হয়ে আমি ঘুরিছি সংসারে
ঘোর অন্ধকারে ; তাহারা তাহারা লয়ে
ঘুরিছে আলোকে, লোক-চক্ষুর গোচরে।"
"নিরস্ত হও মোহিনি ! অনুতাপানল
জ্বালিবার এ নহে সময় ; "অসময়ে"

কহিলেন ধর্ম্মবিদ, "তব মুখে শুনি
যথার্থ বারতা, পাইনু পরম প্রীতি।
দেখিতে পাইছি স্পষ্ট, দুরভিসন্ধিতে
দুর্ম্মতি কলুষ অদ্বিতীয় সে একতঃ;
কৃতঘ্নতায় তোমরা, ধন্য উভয়তঃ।
যত ঘোরতর পাপে চিত্ত কলুষিত
হউক তোমার, মিথ্যা বল নাই তুমি,
হইছে প্রতীতি; জানি আমি যত দূর,
যত দূর জানি আমোদিনীর স্বভাব,
তাহাতেই জন্মিয়াছে এ দৃঢ় বিশ্বাস
মম মনে; মনোসুখে কাটাইছ কাল
আমার আলয়ে; মনে কষ্ট পাবে ভাবি,
দাসীবৃত্তি কার্য্যে তুমি আছ নিয়োজিতা,
দেই নাই অবসর জানিতে তোমায়।
গৃহকর্ত্রীরূপে তুমি নিজে ইচ্ছামত
যখন যা কার্য্য পার কর তা আপনি।
তোমারও কোন কাজে আমরা কখন
অসন্তুষ্ট হইবার পাইনি কারণ।
বরঞ্চ তোমাকে পেয়ে নানা উপকারে
হইয়াছি উপকৃত আমরা দুজনে।
একত্রাবস্থান আর সদ্ভাব কারণে
উভয় পক্ষই ভুলিয়াছি পরস্পরে
আমরা তোমার প্রভু, তুমি, সেবাদাসী।
তুমি ভাবিয়াছ মোরা তোমার আপন,

আমরাও অন্যরূপ ভাবি নাই মনে।
পরস্পর মধ্যে যবে ভালবাসা এত,
নিজেই চিন্তিয়া তুমি দেখ মনে মনে,
আমাদেব আত্মরক্ষা করিতে হইলে,
উচিত কি আমাদের তোমার সমান
অকৃতজ্ঞ-জনে স্থান দেওয়া এ ভবনে ?
আত্মহত্যা মহাপাপ : যে জন জানিয়া,
তাহার শয়নাগারে দেয়ালের গায়ে
গর্ত্ত কবি নিবসিছে কাল ভুজঙ্গিনী
হিংস্র প্রকৃতির, যথাসাধ্য না যতনে
বহিষ্কৃতে তারে সেই ভবন হইতে,
সেই নাগিনীব হাতে মৃত্যু যদি ঘটে
সেই গৃহস্থের—নহে কি সে জন দোষী
আত্মহত্যা-মহাপাপে ? দোষী সে নিশ্চিত ;
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপি তোমার উপরে,
গিয়াছিনু দেশান্তরে ; কি অনর্থ ঘোর
ঘটায়েছ আমার এ শান্তিময় ধামে
স্বচক্ষে দেখিছ তাহা ; শুভগ্রহ ফলে,
কিম্বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে,
মরিয়াও বাঁচিয়াছে দুটী মহাপ্রাণী।
কলুষের কর্ম্মে তুমি আছ নিয়োজিতা :
কিম্বা তার ভগ্নীদ্বয় জটিলা কুটিলা
মন্ত্রণা অলক্ষ্যে থাকি দিতেছে তোমায় ;
ইঙ্গিতে যদ্যপি তুমি বলিতে কাহাকে,

না ঘটিত অসম্ভব হেন দুর্ঘটনা।
কিম্বা তাহাদের ভয়ে না হইয়া ভীতা
প্রকাশিতে তাহাদের কথা কোন জনে,
আমাদের শক্তি' পরে বিশ্বাস-স্থাপন
করিয়া করিতে কার্য্য, এ ঘোর দুর্গতি
তোমায় স্পর্শিতে নাহি পারিত কখন।
নিম্নগামী মন তব, তাই সৎসাহস
অভাব তাহাতে; সুন্দর সুযোগ দেখি
যে জন করে না যত্ন আপনার শুভ
সাধন করিতে, তার মত মূর্খ কেবা?
আপনার হিতাকাঙ্ক্ষা কে বল না করে
সেই জন্য বলিতেছি তোমায়, মোহিনি!
সর্ব্বদাই কার্য্য হেতু দেশ দেশান্তরে
ঘুরিয়া বেড়াই আমি; এ গৃহে তোমায়
রাখি পুনরায় যদি যাই দেশান্তরে,
আবার বিপদ নব না ঘটিবে হেন
কে বলিতে পারে? যদি বল পুনরায়
এরূপ করম নাহি করিবে কখন,
তাহাতে বিশ্বাস আমি পারি না স্থাপিতে
অষ্টাপদ-গাত্রস্থিত ময়লা বাহিক
ঘর্ষিলে বিলুপ্ত হয়; আন্তরিক খাদ
অনল-দহন বিনা যায়না কখন।
প্রাচুর্য্যের মধ্যে যবে নিবসে অন্তর,
ভাবনা অভাব দেখি, দুর্ভাবনা আসি

তাহাকে মন্থন করে ; দারিদ্রের মাঝে
পড়ে সে যদ্যপি, অবসরের অভাবে
দুর্ভাবনা নাহি পায় আসিতে নিকটে।
থাকিলে আমার হেথা উদরের জ্বালা
পারিবে না নিপীড়িতে তোমার অন্তরে ;
স্বভাবতঃ নিম্নগামী মতি গতি তার,
সহজেই আপনার পথ অভিমুখে
প্রধাবিত হইবার পাইবে সুযোগ।
পক্ষান্তরে অন্য স্থানে থাক যদি তুমি,
জঠর-অনল-জ্বালা তোমায় সতত
করিবে বিদগ্ধ, নির্ব্বাপিতে সে অনল
দিবানিশি শশব্যস্ত হইবে থাকিতে,
কুচিন্তার দিকে মন হবে না ধাবিত ;
অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অমঙ্গল মাঝে
তোমার ভাবী-মঙ্গল হবে সমুদ্ভুত।
তোমার আমার উভয়েব শুভোদ্দেশে,
আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপদ আশে,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ মোহিনী তোমাকে
ভাসিয়া নয়ন জলে দিতেছি বিদায় ;
যথা তব ইচ্ছা হয় যাও তুমি চলি।”
“অনাথিনী নারী আমি,” কহিলা মোহিনী,
“হিতাহিত না বিচারি কলুষ-আজ্ঞায়
এসেছিনু হেথা, করেছি যে অপরাধ
নহে তাহা মার্জ্জনীয়, বক্তব্য আমার

বলিয়াছি ; সত্য আপনার কথা সব ;
ভাল মন্দ কি ঘটিবে অদৃষ্টে আমার,
নাহি লক্ষ্য সেই দিকে, ভাবিতে তাহাও
পাইছি না অবকাশ ; কলুষ-বৃশ্চিক
অহোরহঃ দংশিতেছে মর্ম্মস্থলী মম,
সেই তীব্র যাতনায় হৃদয় অস্থির :
কিসে পাব শান্তি, কোথা গেলে পাব তারে,
কে দেখায়ে দিবে পথ, এই চিন্তা এবে
উদিছে অন্তরে। আশার সুবর্ণ-রেখা
সমুদিত না হইতে সুদূর গগনে,
নিবিড় নিরদ ঘন, একের উপরে
অন্যে আসি, ঘোর, গাঢ়, আঁধার তামসে
আচ্ছাদিত করি তুলিতেছে দিঙ্মণ্ডল।
যে মহাপাতক করিয়াছি অনুষ্ঠান,
তাহাতে এ গৃহে কেন, পিতৃ-মাতৃ-গৃহে
অযোগ্যা পাইতে আমি থাকিবার স্থান।
আজীবন প্রায়শ্চিত্তে যদি প্রক্ষালিত
(মর্ম্ম-চর্ম্ম-ভেদি এই কলঙ্ক কালিমা
প্রক্ষালিত হওয়া যদি হইত সম্ভব)
সম্ভব বলিয়া মনে হইত প্রত্যয়,
দেখিতাম করি। না, না, মনকে বিশ্বাস
পারি না করিতে। এই মহা পুণ্যালয়ে
কিম্বা অন্য লোকালয়ে, এই দগ্ধমুখ,
কি করিয়া দেখাইব ? সংস্রব যেমন

আচরণ সেইমত সম্ভবে আমাতে।
পতি-পদে যারে আমি করিব বরণ
বলিয়া ত্যজিয়াছিনু প্রিয় পরিজন,
যদি সেই কলুষের ব্যবহার দেখি
লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া যাইতাম ঘরে,
অকাতরে সহিতাম স্বজন-লাঞ্ছনা,
ছিল তাহা মোর পক্ষে অতি শ্রেয়স্কর ;
তাহা হলে হেন অধঃপতন আমার
হইত না কোন কালে ;—গিয়াছে সে কাল
কিম্বা যদি কলুষের ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া
না ডরিয়া মনে, সাহসে নির্ভর করি,
তার তিরস্কার বাক্য না শুনিয়া কাণে,
নিরন্তর তার কাছে নিরজনে বসি
সৎ উপদেশ সদা করিতাম দান
অবশ্য সুফল কিছু ফলিত তাহাতে।
অসফল হইলেও স্বমনে প্রবোধ
পারিতাম দিতে, সৎকার্য্যে সহায়তা
নহে নিন্দনায় কভু ; নিষ্ফল হইলে
মনস্তাপ দুর্ব্বিষহ, হৃদয়-বিদারী,
পারিত না নিপীড়িত করিতে আমায়।
যাহার কামনা পূর্ণ করিবার আশে
এই স্থানে আসা মোর, যাই কাছে তা'র
বলিগে তাহাকে, "সিদ্ধ তব অভিলাষ,
চল এবে যা... ...ত কর্ম্ম-ফলভোগ

করিগে দুজনে অনন্ত-নরকাগারে।"
কার্য্য-অনুষ্ঠান কালে অজ্ঞে কদাচিৎ
ভালমন্দ দুইদিক ভাল করি দেখে,
ফল প্রতি রাখে দৃষ্টি। হীনা নারী আমি
কার্য্যকালে পরিণাম না ভাবিয়া মনে,
করেছিনু দৃষ্টি স্বার্থ দিকে আপনার;
তাহাতে যে ফল হয় ঘটিয়াছে ভালে।
সদুপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইলে যেমতি
আপনাআপনি আসি চিত্ত-প্রসন্নতা
অন্তরে উদয় হয়; আমার অদৃষ্টে
সেই সুবিমল সুখ ঘটেনি কখন।
রাবণের চিতা মত অনুতাপানল
নিরন্তর জ্বলিতেছে অন্তর ভিতরে।
মন্দ অভিসন্ধি, সিদ্ধিলাভ করে যবে
দুর্জনে ক্ষণিক সুখ লাভ করে তায়,
তার পরে সে আনন্দ, অনুতাপানল
জ্বালি হৃদে, করে চির-বিদায় গ্রহণ।
সুনিধি বিধির বটে; প্রলোভন চার,
আপাত-সুগন্ধী, রসনার তৃপ্তিকর
আহারীয় দ্রব্যে মৃষ্ট না থাকে যদ্যপি,
লুব্ধ নর-মীন তাহে বিঁধিবে কেমনে?
অংশতঃ সুসিদ্ধ কলুষের অভিপ্রায়,
অংশতঃ সুসিদ্ধ এ দাসীর অভিযান;
আপনার মহানিষ্ট অংশতঃ আমরা

সংসিদ্ধ করিতে হয়েছি সফল-কাম।
কিন্তু চিত্ত-প্রসন্নতা পাইনু কোথায়!
বাসনা থাকিলে মনে একাকিনী আমি
পারিতাম পলাইতে; করি নাই তাহা:
হয় নাই ইচ্ছা; দেখিলাম নাহি লাভ।
যথায় যাই না কেন সঙ্গে যাবে মন;
তাহাকে কোথাও রাখা সম্ভব হইলে,
সব কাজ ত্যজি তাই করিতাম আগে।
আরো দুই এক কথা হইতেছে মনে:—
জটিলা কুটিলা তাদের মনের কথা,
বলে নাই মোরে; সংগোপনে একদিন
বলেছিল মাত্র:—"উভয় পত্নীর মাঝে
যে উপায় উদ্ভাবিলে ঘটে মনোবাদ
সেইটীর দিকে দৃষ্টি রাখিও সংযত।
যত শীঘ্র হবে এই কার্য্য সম্পাদন,
তত শীঘ্র পাবে ধর্ম্মবিদ্-সন্দর্শন।
গৃহ-বিসম্বাদ কথা শুনিলে শ্রবণে
যথায় থাকিবে মহানেতা ধর্ম্মবিদ্
আপনার সব কার্য্য করি পরিহার
আসিবে ভবনে; সেই শুভ অবসরে
আমাদের গুণধর অগ্রজ কলুষ
ধর্ম্মবিদ্-দলভুক্ত মানব নিকরে
ভুলাইয়া, পরিপুষ্ট করিবে স্বদল
আত্মপক্ষ সমর্থিতে কহিনু এ কথা,

করিও না মনে, প্রভো ! স্বদোষ-স্খালন
নহে মম অভিপ্রায় কহিনু নিশ্চিত।
বিদেশে যখন যাত্রা করেন আপনি
বলিয়াছিলেন মোরে অতি সাবধানে
সম্পাদিতে সব কার্য্য নিজ সাধ্যমত।
জটিলা, কুটিলা দিয়াছিল যে মন্ত্রণা
তাহাও যে বুঝি নাই এ নহে সম্ভব ;
জানিয়া শুনিয়া সব, দেই নাই বাধা
তাহাদের কোন কার্য্যে ; সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়
অধিকাংশ কার্য্যে করিয়াছি সহায়তা।
হেন অবস্থায়, সম্পূর্ণ দোষের ভাগী
আমি নিজে ; নিজ মুখে করিছি স্বীকার :
ধর্ম্ম-অবতার তুমি, দেব ধর্ম্মবিদ্ !
শোকাকুলা অধীনীর হৃদয়-উচ্ছাস
অসম্বন্ধ বাক্য বলি, উপহাস করি
দিও না উড়ায়ে ; কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীনা,
যখন অন্তরে যাহা হইছে উদয়
বলিছি সরল মনে ; তুমি না শুনিলে,
সমবেত নরনারীগণে না শুনালে
কে আর শুনিবে ; কাহাকে বা শুনাইব
দুঃখিনীর দুঃখপূর্ণ হৃদয়-কাহিনী।
যে শাস্তি আমার 'পরে করিলে বিধান
নহে তা' অন্যায় ; কিন্তু পাপ-পরিমাণে
অতিশয় লঘু বলি হইছে প্রতীতি।

আমার নিকটে এই দণ্ড লঘুতম,
দণ্ড বলিয়াই যেন হইছে না বোধ।
আপনার এ আদেশ না পাইলে আমি
দিতাম এরূপ দণ্ড আপনি আমাকে।
দুর্ব্বার যে মন পরানিষ্ট-পরায়ণ,
শত যত্ন করিয়াও যাহাকে শাসনে
আনিবার সম্ভাবনা নাহি যায় দেখা,
তখন তাহাকে রাখা সে স্থানে উচিত,
যেখানে থাকিলে অপরের অমঙ্গল
সাধিবার নাহি পায় কোন অবসর।
বড় সুখে ছিনু হেথা; দিদি আমোদিনী,
যে অবধি আসিয়াছি পালিছেন মোরে,
কনিষ্ঠা ভগিনী মত। আপনিও নিজে
ভুলিয়া কখন, কর্কশ কঠোর বাণী
বলিয়া আমায় নাহি দিয়াছেন ব্যথা
ব্যথিত অন্তরে। আজ হতে মোহিনীর
সংসার-বন্ধন যত—প্রেম, ভালবাসা,
সুখ, শান্তি যাহা কিছু ছিল অবশেষ,
জনমের মত তাহা হইল নিঃশেষ।
সংসার আমার পক্ষে শূন্য মরুভূমি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সব শূন্যময়!
প্রণমি, বিদায়, প্রভো! দাও অবলায়;
যে সকল দোষে দোষী পদাশ্রিতা দাসী,
উদার আপনি, উদারতা-গুণ-বলে

করুন মার্জ্জনা।" মুছিতে মুছিতে আঁখি,
শোকভারে প্রতিহত-চলৎ-শকতি,
আইলা মোহিনী কষ্টে, যথা আমোদিনী
সভার একান্তে বসি ঐকান্তিক চিতে
মোহিনী-চিন্তায় মগ্না। "দিদি আমোদিনি !
কহিলা মোহিনী অতি সকরুণ স্বরে :—
"জনমের মত, দিদি ! যাইতেছি চলি,
প্রাণ ভরি একবার দিদি দিদি বলি,
মাগিছে বিদায় ছোট ভগিনী তোমার।
ভগ্নী-যোগ্যা নহি আমি, কিন্তু মোর প্রাণ,
শুনিতে চাহে না সেই কথা নিদারুণ।
উছলে হৃদয় শোকে, কর্ত্তব্যের বাঁধ
ভাঙ্গিয়াছি নিজ হাতে, মুক্ত-শোক-স্রোত
ভাসায়ে আমাকে লয়ে যাইবে যে দিক,
কোন বাধা নাহি দিয়া যাব সেই দিকে।
অনুশোচনা-বিদগ্ধ বিশুষ্ক অন্তরে
পুনরুজ্জীবিত করি ভাবী-শান্তিরসে,
তিষ্ঠিতে মুহূর্ত্তকাল করি না বাসনা
সে শান্তি-নিলয়ে, ভগিনীর স্নেহে যথা
পরিপুষ্টা হয়ে, হায় ! কালকূটভরা
ভুজঙ্গিনী সম দংশিয়াছি ভগিনীকে।
অসীম এ ভূমণ্ডলে দাঁড়াবার স্থান
যে দিকে চাহিয়া দেখি, দেখি না কোথাও
কোথায় যাইব তাহা পারি না বলিতে,

যে দিকে দুইটী চক্ষু বলিবে যাইতে
সেই দিকে যাই চলি, নাহি অন্যোপায়।
পিত্রালয়ে যাইবার আছিল যে পথ,
রুদ্ধ করিয়াছি তাহা আপনার হাতে।
প্রত্যক্ষ দেবতা এই নশ্বর মহীতে
পিতা, মাতা; তাঁহাদের মুখ-সন্দর্শন
পারি না করিতে; যে জননী আমা বিনা
সংসার আঁধারময় দেখিতেন চোখে
তাঁহাকে চোখের দেখা, মামা বলি ডাকা,
নাই অদৃষ্টে আমার! মাগো; মা আমার!
কতই কাঁদিছ তুমি; নাহিক শকতি,
মুছাই চোখের জল, স্পর্শ করি দেহ
জুড়াই তাপিত প্রাণ পাপ-জর্জ্জরিত।
কাঁদিও না, দিদি! কার জন্য কাঁদ তুমি,
হতভাগিনীর জন্য ক্রন্দন বৃথায়!
অন্তরে আগুন জ্বালি যে দিন কলুষে
ত্যজিয়া আসিয়া দেখেছিনু তব মুখ,
ভুলেছিনু সব, দিয়াছিনু প্রাণ পদে:
ভেবেছিনু মা হারায়ে পাইনু আবার
নূতন মা, দুই মাকে একত্রে বসায়ে
একাসনে, মাতৃঋণ শুধিব এবার।
ভাবিলাম যাহা মনে, গড়িতে যাইয়া
তাহাও ভাঙ্গিয়া করিলাম চুরমার।
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, পারিব সকলে

ভুলিতে জন্মের মত ; পারিব না, দিদি !
কেবল তোমায় ! কলুষ-চক্রান্ত-জালে
যাহাতে না পড়ি, পিতা মাতা সেই ভয়ে
রাখিয়াছিলেন লুকাইয়া কত স্থানে ;
কিন্তু বৃথা সব ! নিজে কালি দিনু মুখে।
অনন্ত ঈশ্বর-লীলা ! দুর্লংঘ্য নিয়তি ;
তিনি ভিন্ন কেহ তাহা পারে না ভাঙিতে।
কোন্ সূক্ষ্ম সূত্রে কার সঙ্গে কেবা বাঁধা
দুরধিগম্য মানব বুদ্ধির ; অপরে
বুঝে না তা ; তুমি ভাঙ্গ, আমি গড়ি, ভুল ;
সকলই ভুল। স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়ে
যার ভয়ে চিরকাল ছিনু লুক্কায়িত,
হরষে তাহার মন করিতে হরণ
আইনু ধাইয়া ; স্বপদ-লাঞ্ছিত জনে
সমাদরে শিরোদেশে করিনু স্থাপন,
প্রতিফল হাতে হাতে। নির্দ্দয় কলুষ
বারেক কবলে মোরে পাইয়া তাহার
পাঠাইলা শান্তিধামে অশান্তি রোপিতে।
পাই নাই শান্তি রাজকন্যা ছিনু যবে,
কিন্তু চাকরাণী ভাবে আসি এ আলয়ে,
পেয়েছিনু জীবনের বাঞ্ছিত সে ধনে।
অতি যত্নে চোখে চোখে রাখিতাম সদা
তোমায় ; কুক্ষণে কিম্বা অদৃষ্টের দোষে,
জটিলা-কুটিলা-রূপী পিশাচিনীদ্বয়

এসেছিল সঙ্গে, কলুষরাম আদেশে।
দৃঢ় চিত্ত নহে মম, লাজে কিম্বা ভয়ে
মনের অনিচ্ছাসত্বে, যেরূপ তাহারা
বলিতে লাগিল আরম্ভিনু সম্পাদিতে।
ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়নি কখন,
তাহারাও কভু বিশ্বাস করিয়া মোরে
বলে নাই করিতে তা'। আমার কারণে
এ ঘোর অনিষ্টপাত করিতে তাহারা
হইয়াছে শক্ত, নাহি সন্দেহ তাহাতে।
ন্থ দেহখানি লয়ে যাই, দিদি! তবে;
আশীর্ব্বাদ কর আশু মৃত্যু যেন ঘটে।
জটিলা-কুটিলা—পিশাচিনী-নারীদ্বয়
নিরুদ্দেশ; নিশ্চয় তাহারা এতদিন
পৌছিয়াছে কলুষের কলুষিত গৃহে।
জানিয়াছে দুর্ব্বলতা কলুষ আমার
তাহাদের মুখে। দুর্ম্মতি কলুষরাম
এবার আমায় যবে পাইবে খর্পরে,
পাশবিক অত্যাচারে প্রপীড়িত করি,
দিবে মোরে অসহ্য যাতনা! যাই কোথা!
হীনবল পিতা মাতা, নাহিক শকতি
নিবারিতে কলুষের ক্রূর ব্যবহার।
না, না, পিতৃগৃহে গেলে নাহি কোন ফল।
না হইবে আমার দুর্দ্দশা তিরোহিত,
বরঞ্চ লাভের মধ্যে তাঁদের দুর্দ্দশা

আমা হতে সমানীত হইবে অচিরে।
কলুষ-ভবন এবে আশ্রয়ের স্থান,
কি ঘটে অদৃষ্টে তাহা দেখি একবার।
অন্তর প্রস্তুত হও, কলুষ-উদ্ভুত
যাতনার কথা স্মরি, কেন থর থরি
উঠিছ কাঁপিয়া? অন্যে শুনায়ে কি ফল?
দাসীর দুঃখ-কাহিনী থাকুক গোপনে।
পৃথিবীতে কেহ যেন না শুনে, না কাঁদে
মোর দুঃখে; যাই দিদি! প্রণমি চরণে।"
"না, না, না, মোহিনি! পরিহর শোক, তাপ।"
কহিলেন আমোদিনী সজল নয়নে,
স্নেহভাবে; "নহ তুমি নিরপরাধিনী,
কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি-দোষ ঘটিয়াছে তব
পদে পদে; বিগত কি সংশোধন কাল?
জ্বাল অনুতাপানল হৃদয়-প্রদেশে;
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-বিধি কর অনুষ্ঠান;
শুদ্ধ হইবে অন্তর। আছে মহৌষধি
প্রত্যেক পীড়ার যথা, আছে সেই মত
প্রতি পাপ-করমের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।
তোমাপেক্ষা ঘোরতর দুষ্কৃতি-কারক,
মনুষ্য-জাতির মধ্যে জঘন্য যে নর
নাহি হেন পাপ যাহা করেনি যে জন,
এমতি কতই নর-কুল-কুলাঙ্গার
জগতে অক্ষয় খ্যাতি করেছে অর্জ্জন;

প্রাতঃ-স্মরণীয় নাম তাঁদের এখন।
জ্বাল অনুতাপানল অন্তর ভিতরে,
তাহার সম্মুখে, হৃদ্-বেদির উপরে
বসাইয়া বিশ্বরাজে, একাগ্রমানসে
পূজ দিবানিশি শ্রদ্ধা, ভক্তি সহকারে।
রিপুগণ, কুবাসনা যা' আছে যথায়,
ঝাঁটাইয়া, সে সকলে একত্র করিয়া,
প্রজ্বলিত সেই অনুতাপ-হুতাশনে,
আপনি আপন হাতে উঠায়ে যতনে
করহ নিক্ষেপ। দেখিতে পাইবে চোখে
সে সকল ভস্মীভূত, ভস্মরাশিস্তূপে
হইয়াছে পরিণত ; অন্তর-প্রদেশ
নির্ম্মল সর্ব্বত্র, স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল যথা
শারদীয় নভস্থল বিমুক্ত-বারিদ।
সংসার-বন্ধন—আকর্ষণ, প্রলোভন,
যাহা ছিল বিদ্যমান তোমার চৌদিকে,
সকলি তোমাকে করিতেছে প্রত্যাখ্যান :
কেন তাহাদের কাছে অপমান সহি
যাইবে ফিরিয়া ? গেছে যাহা, যাক্ তাহা,
ফিরিয়া তাদের দিকে নাহি প্রয়োজন।
ঈশ্বর মঙ্গলময়, জীবের মঙ্গল
কোন্ উপায় অবলম্বি করেন সাধন
কে তাহা বলিতে পারে ? জীবে যাহা ভাবে
অমঙ্গল, তাহাই হয়তঃ, সুমঙ্গল।

মন স্থির কর, বোন্! হয়োনা অস্থির,
কর কার্য্য ঈশ্বরে সমর্পি সব ভার।
মহানেতা ধর্ম্মবিদ উদার, দয়াল,
মহাদেবী সঞ্জীবনী সমুন্নতমনা,
যেরূপে পারিব আমি মাগিব মার্জ্জনা
তাহাদের কাছে; দিতেছি অভয় আমি
নিশ্চিন্তে এখানে তুমি কর অবস্থিতি।
বিশ্বপ্রেম যাঁহাদের হৃদয়ের ধন,
স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে যাঁহারা জীবন
বলি দিতে আছেন প্রস্তুত; দেখ ভাবি
মনে তুমি, নীচাশয় হন কি তাঁহারা?
ক্ষমা যাঁহাদের একমাত্র প্রহরণ;
বর্ম্ম, স্বার্থত্যাগ; তাঁহাদের হতে ভয়
কর কি কারণে, বোন্? থাক, হেথা থাক।"
"এখনও তুমি, দিদি!" কহিলা মোহিনী,
"বুঝ নাই মম মনোগত অভিপ্রায়;
আপনাকে নিজে আমি করি না বিশ্বাস,
অপরকে বিশ্বসিতে বলিব কেমনে?
একের নিপাতে যথা শতের মঙ্গল,
কার কাছে বল তাহা নহে বাঞ্ছনীয়?
ধর্ম্মবিদ, সঞ্জীবনী দেশের উন্নতি
সাধিতে যথাসর্ব্বস্ব করেছেন পণ,
তাঁহাদের অমঙ্গল যে চাহে সাধিতে,
প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে, কার্য্যে কিম্বা মনে,

স্বদেশের অমঙ্গল সাধে সেই জন।
তাঁদের গন্তব্য-পথ হইতে আমাকে
আমিই সরায়ে লব; নাহি শক্তি যার
সাধিতে স্বদেশহিত; অহিত-সাধন
যাহাতে না হয়, তাহাও সে করে যদি
পুণ্যভাগী সেই জন। চলিনু, ভগিনি!
ভাল যদি বাস মোরে, হও বিস্মরণ
পাপিনীর পাপ-নাম, যে স্নেহ-কুলায়ে
দিয়াছিলে স্থান তারে, পোড়াও সে বাসা
পূত বিস্মৃতি-ইন্ধনে; ভস্ম-অবশেষ
ধুইয়া ফেলিয়া দিও রৌরব-গরভে।"
মোহিনী এতেক কহি, অশ্রুভারাননে,
উদ্দেশে প্রণাম করি সভাসদগণে,
গেলা চলি। জানিল না কেহ, গেল কোথা
অশ্রু-ভারাক্রান্ত-নেত্রা দেবী আমোদিনী
রহিলা পথের পানে একদৃষ্টে চাহি।
সন্ধ্যা-সমাগম পূর্ব্বে নাতিদূর গ্রামে
লইলা আশ্রয়, নিশি-যাপন মানসে;
একাকিনী শুই ঘরে ভাবিলা মোহিনী :—
"এখন কোথায় যাই, এ ভব-ভবনে
দাঁড়াবার স্থান কোথা পাই না দেখিতে;
আত্মীয়-বান্ধব-গণ যে আছে যথায়;
স্নেহের বন্ধনে সমাকৃষ্ট মোর প্রতি
হইতে পারেন বটে; কিন্তু এই মুখ,

তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আসিবে যখন,
বিনিদ্রিত, হৃদয়স্থ লজ্জা-অপমান
জাগরিত করি দহিবে তাঁদের মন।
আত্ম-উপকার-লুব্ধ হইয়া এখন
আত্মীয়ের অপকার করা কি সঙ্গত ?
অজানিত লোক মাঝে অজানিত দেশে
যদ্যপি জীবননাট্য করি অভিনয়
প্রথম হইতে, দেখি কিবা ক্ষতি তায়।
সম্ভব, হইতে পারে যাইয়া সেখানে
কোনরূপে স্বজীবিকা পারি উপার্জ্জিতে ;
অথবা সুপথে যদি ধায় মতিগতি
আনন্দে সচ্ছন্দে পারি কাটাতে জীবন।
ইহাতো উচিত বলি ধরিছে না মনে,
যে আহবে পরাভূত হইয়া সভয়ে
পলায়ন করিয়াছি আত্মরক্ষা তরে,
সেই আহবের ভয়ে যদ্যপি আবার
দূরদেশে পলাইয়া করি অবস্থান,
পুরুষকারের কার্য্য হয় কি তাহাতে ?
কি নাই আমার ? মানব যে সব গুণে
মানব-আখ্যায় পরিচিত এ জগতে,
এই দেহ-দুর্গে দেখি আছেতো সকলি ;
তবে কেন সামর্থ্য থাকিতে বিদ্যমান
এই নশ্বর শরীরে, করি পলায়ন ?
মানব, জনমি ভবে করে চিরকাল

দশম সর্গ।

অবিশ্রান্ত যুদ্ধ আন্তরিক অরি সনে,
প্রত্যেক সমরে কেহ লভে না বিজয় ;
প্রকৃত মানব যারা, হারিয়াও তারা
অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করে ; হারিয়া হারিয়া
অবশেষে অরিগণে করে পরাজিত।
চিরকাল যুদ্ধ যবে মানব-নিয়তি,
সেই যুদ্ধ তরে যবে আসা এই ভবে,
নিশ্চেষ্ট থাকিলে, কিম্বা পলাইলে ভয়ে
নরজন্ম-লাভ তবে বৃথা এই ভবে।
উঠিতেছে কেহ, কেহ যাইছে পড়িয়া,
কেহবা পড়িয়া গিয়া উঠিবার চেষ্টা
করিতেছে পুনঃ পুনঃ ; এই উঠা-পড়া
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখিছি সর্ব্বত্র।
আমিই না কেন তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদি অবিরত ?
ধূলা মাটি যাহা কিছু লাগিয়াছে গায়,
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেই, চেষ্টা পুনঃ পুনঃ
করি মানবের মত, হারি কিম্বা জিতি
সে দিকে না রাখি লক্ষ্য করিগে সমর ;
যাই কলুষের গৃহে ; পড়িয়াছি যথা
তথায় যাইয়া পুনঃ হইগে পতিত ;
পড়িয়া থাকিয়া উঠিবার চেষ্টা করি
দেখি বারম্বার। কি ভয় কলুষে মম ?
ভঙ্গুর-প্রবণ এই শরীর উপরে

করিতে কলুষ শক্ত ঘোর অত্যাচার ;
কি ভয় তাহাতে মোর ? এক দিন যাহা
পঞ্চভূত সঙ্গে হবে মিলিত নিশ্চিত
কিছু পূর্ব্বে যায় যদি কি ক্ষতি তাহাতে ?
আইস কলুষ ! যত পাব নিপীড়ন
কর মোহিনীকে ; কাতরা নহে মোহিনী :
বাহ্যভয়ে কাঁপিবে না তাহার শরীর ;
অন্তরে সুদৃঢ় ব্যূহ করেছে স্থাপিত,
সে ব্যূহ ভেদিতে সাধ্য নাহিক তোমার।
আইস, কলুষ ! যতরূপ প্রহরণ
আছয়ে তূণীরে বাছিয়া বাছিয়া লও,
ভয় কিম্বা প্রলোভন আমার এ চোখে
পারিবে না উৎপাদিতে; বাহ্য-দৃষ্টি-পথ
প্রতিজ্ঞা-অঞ্চল দিয়া রাখিয়াছে বাঁধি,
খুলিব না এ জনমে। জটিলে, কুটিলে !
আইস মোহিনী-মন্ত্র লইয়া আবার
ভুলাইতে মোহিনীকে ; মৃদু মধুস্বর,
যত ইচ্ছা ঢাল আসি শ্রবণ-বিবরে,
মোহিনী করে না ভয়, বিবেক-তুলায়
রুদ্ধ করিয়াছি দুই শ্রবণের দ্বার
পশিবে না অন্য কোন শবদ তাহাতে।
দৈহিক যাতনা, যতরূপ উদ্ভাবিতে
হইবে সমর্থ, তুমি, হে কলুষরাম !
কর তাহা উদ্ভাবন, সহিবে মোহিনী

সে সকল স্মিতমুখে ; মৃত্যুভয়ে ভীতা
নহে সে যখন, কি ভয় দেখাবে তারে ?
যাইছে মোহিনী ; হও প্রস্তুত, কলুষ !
যথোচিত অভ্যর্থনা করিও তাহাকে,
গৃহে পাইবে যখন। কৃতিত্ব আমার,
জটিলা কুটিলা দুই ভগিনীর মুখে
শুনেছ নিশ্চয়। পূর্ণ তব অভিলাষ !
পূর্ণ মোহিনীর অধঃপতন সর্ব্বথা !
যে ভাবে মোহিনী দিয়াছিল দরশন,
কলুষ ! তোমায় ; নহে সেই ভাবে এবে
পাইবে তাহার দেখা তোমার আলয়ে।
দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মবিদ-নিকেতনে,
কর্ত্তব্য করেছে শিক্ষা ; তাই ইচ্ছা কবি
যাইছে তোমার গৃহে। শিক্ষা কতদূর
হইয়াছে লাভ তার, এই পরীক্ষায়
দেখিবে সে পরীক্ষিয়া ; এই পরীক্ষায়,
এই শেষ পরীক্ষায়, যদি তার আশা,
নাহি পূর্ণ হয়, যদি তার মনোরথ
সিদ্ধ নাহি হয়, জীবনের যবনিকা
এই শেষ রঙ্গভূমে করিবে পাতিত।
পৃথিবীতে আর কেহ মোহিনীর নাম
নাহি শুনিবে শ্রবণে। দেব বিশ্বপতে !
অসহায়া তনয়ায় রেখো গো বিপদে।

ইতি বঙ্গানন্দ-মহাকাব্যে মোহিন্যাঃ অনুতাপ-বিদায়-গ্রহণঞ্চ নাম
দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ।

সঞ্জীবনী — বলি বলি করি নাথ! পারি না বলিতে,
বসনা বাধিয়া যায়; কোথা হতে লাজ
আসিয়া আটকে তারে; কি করিয়া বলি,
সে বড় অদ্ভূত কথা।

ধর্ম্মবিদ — বাধ বাধ কেন?
দেখি না কারণ, প্রিয়ে! তোমায় আমায়
একত্রে বিংশতি বর্ষ করিতেছি বাস,
তবু কেন লাজ এত? লাজ যে সলাজে
পলাইয়া যায় নাই, শুনি পাই লাজ।
প্রেমের এ রীতি, যে যাহারে ভালবাসে
তাহাদের মাঝে লাজে দেয় না থাকিতে।
তুমি যদি বাস লাজ বলিতে আমায়
অন্তরের কথা, দেবি! তা'হলে বলিব
প্রেমের অভাব আসি করেছে পৃথক
আমাদের অন্তরে অন্তরে; আমা হতে
লাজে যদি ভাব বড়, তবে তার ভয়ে
তোমার মনের কথা মনেতেই রাখ,
বলিয়া কি কাজ?

সঞ্জী — পুরুষেরা দুষ্ট জাতি,
আপনাদিগের মন দেখে যেই মত,
অপরকে ভাবে সেইরূপ। অবিশ্বাস
তাহাদের অঙ্গ-আভরণ।

ধর্ম্ম অবিশ্বাস

দেখিলে কোথায় ? বলি নাই হেন কথা,
যাহা শুনি নিদারুণ ব্যথা পাই মনে
স্থদ সহ মূলধন করিছ আদায়।
বৃথা তর্কে নাহি কাজ, মানিলাম হার,
আমিই হইনু দোষী ; দাসের মিনতি,
বিশ্বাস যদ্যপি পার করিতে স্থাপন
আমার উপরে, অবিলম্বে বল তবে
কি গুপ্ত বিষয়, লাজে রোধিয়া রসনা,
দেয় না বলিতে মোরে।

সত্নী খোঁচায়ে ঘা করা,
অভ্যাস যাদের, সরল কথা তাহারা
পারে না বলিতে ; তাহাতেই হয় রাগ।

ধর্ম্ম কি বলিলে তোমার ও রাগ আসে বাগে
তাহাই না আগে শিখাইয়া দাও দাসে।

সত্নী যাও তুমি, তোমার চালাকী লয়ে থাক,
যাই আমি গৃহ-কাজে ;

ধর্ম্ম না, না, সত্নি !
বল শুনি, শুনিতে বড়ই কুতূহল
হইতেছে মনে, যখন নিজের মুখে
বলিতেছ তুমি, বড়ই অদ্ভুত কথা,
অদ্ভুত বলিয়া তাহা লোক সাধারণ
অবশ্য করিবে মনে। বিদ্রূপ বলিয়া
লইও না মনে ; সত্য, সত্যই বাসনা

শুনিতে ইচ্ছুক বড় ;

সঙ্গী আচ্ছা, শুন তবে ;
আগেই বলিয়া রাখি হাসিও না যেন
আমার সে কথা শুনি, কিম্বা পাগলামি
বলি, করিও না উপহাস।

বঙ্গ বল শুনি,
যত শীঘ্র পার কর ভূমিকার শেষ,
নতুবা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়-সংস্থিত
ধৈর্য্যসুধারস, ইতস্ততঃ-রূপ তব
বিলম্ব-বহ্নিতে সত্বর শুষিয়া খাবে।

সঙ্গী উপহাস ত্যজ নাথ! গভীর বিষয়
নহে উপহসনীয়। স্থির কর মন,
যাহা বলিতেছি শুন :—বঙ্গানন্দ বীরে
অতিথিস্বরূপ যারে অতিথিসৎকারে
তুষিয়াছ কতদিন, দেখেছ কি চাহি
তার মুখ পানে? যদি না দেখিয়া থাক
সূক্ষ্মভাবে দেখিও চাহিয়া নিজ চোখে ;
ভাল করি যদি তায় না পাও দেখিতে,
আমার এ চক্ষু দিয়া করিও দর্শন।
বলিতে সরম হয়, কিন্তু কি করিব ;
তুমি পতি, তোমাকে না বলি যদি, কারে
বলি তবে, মিটাইব মনের সন্দেহ।
যখনি তাহাকে আমি করি দরশন,
আমার হৃদয়-ভূমি বাৎসল্য-সলিলে

প্লাবিত হইতে থাকে ; মনে হয় যেন
যদি সে আমার কাছে আসি "মা মা" বলি
ডাকে মোরে, চরিতার্থ হয় এ জীবন।
নিতি নিতি ভাবি, দুর্ভাবনায় এমন
দিব না আসিতে মনে ; কিন্তু দেখি তারে,
প্রেমাবেশে বিমুদ্রিত হয় দুনয়ন।
মনে ভাবি দেখিব না, মুদি দুটী আঁখি :
তাহাতে কি হবে! অন্তর-আকাশে, হায়!
তাহার বদন শশি হইয়া উদয়
তনয়-বিচ্ছেদ-দগ্ধ নীরস উরসে
শীতল শীকর দানে করে সুশীতল।
হাসিও না, নাথ। তোমার ও হাসি দেখি
অন্তরে বিলুপ্ত-শোক উথলিয়া উঠে!
প্রসবের পরে, কতক্ষণ পরে, তাহা
পারি না বলিতে ; মূর্চ্ছার সুদৃঢ় মুষ্টি,
হয়েছিল শ্লথ মমোপরে সে সময়ে,
চেয়েছিনু একবার শিশু-মুখ-পানে,
কতক্ষণ চেয়েছিনু পারি না বলিতে ;
এই মাত্র মনে আছে নহে বহুক্ষণ।
চাহিবামাত্রই, হায়! গলদশ্রু আসি
দিল বাধা আমার সে সাধে, হলো রোধ
দৃষ্টিশক্তি, হারানু চেতনা, সে বদন
দেখিনু অন্তরে মূর্চ্ছার আঁধার মাঝে।
সেই মুখ, সেই চোখ, একই প্রকার,

কেবল পার্থক্য দেখি বর্দ্ধিত-আকারে।
তখন যে পুত্রস্নেহ, যে বৎসলতা,
উথলিয়া উঠেছিল জননীর বুকে,
এখন ইহাকে দেখি, সেই পুরাতন,
অতীতের সুখ-স্মৃতি দুর্নিবার বেগে
উঠিতেছে জাগি ; ঠিক সেই স্নেহ,
ঠিক সেই পরিমাণে, অন্তরে অন্তরে
কহিছে কি কথা, পারিছে না এ রসনা
প্রকাশিয়া বলিতে তোমায় ; দেখ তুমি
তোমার মুখের ঠিক প্রতিকৃতিখানি,
ওই মুখে।

বৃদ্ধ কথা শুনি কাঁপিছে অন্তর,
হৃদয়ের যে প্রদেশে অনুগ্রহ করি
দিয়াছিলে স্থান, বিচ্যুত হই বা বুঝি !
স্ত্রী-চরিত্র বুঝা ভার : করোনা বঞ্চিত
অধীনের অধিকারে ; এ বৃদ্ধ বয়সে
নির্ব্বাসিত কর যদি দূর মরুদেশে
প্রেম-রস-শূন্য, অভাগা মরিবে প্রাণে।
বৃদ্ধ বটে, কিন্তু চক্ষু নহে দৃষ্টিহীন,
তোমার চক্ষুতে দেখি কি লাভ আমার
যে আমার নয়, তাহাকে তনয় বলি
সম্ভাষণ করি যদি, লোকের গঞ্জনা
কে সহিবে ?

সঙ্গী কেন কর, নাথ ! পরিহাস

মর্ম্মস্থলী ভেদি ? পূর্ব্বক্ষত যায়নি শুখায়ে,
তীব্র তিরস্কারে কেন করিছ আঘাত
তাহাতে আবার ? স্ত্রীচরিত্র কথা কেন
উঠিল ইহাতে ? আপনার সুচরিত
জানাইতে লোকে বুঝি করিছ প্রয়াস ?
প্রেমের অভাব হবে ভাবিওনা মনে,
অন্য জন পক্ষে তাহা সম্ভব কতক,
তোমা পক্ষে নয় ; কিসের অভাব তব ?
দুই পত্নী দুই দিক করিতেছে শোভা,
একটী বিমুখ হলে কিবা আসে যায় ?
দুই রমণীকে স্থান দিয়াছ অন্তরে,
(সমভাবে কি না তাহা অধীনী না জানে)
তাহাতে নাহিক দোষ ; এতটুকু স্নেহ,
জননীর স্নেহ, আপতিত অন্যোপরে,
পাইয়াছ শুনিতে যখনি ; হিংসানলে
নিঠুর অন্তর তব উঠিল জ্বলিয়া ?
মতি যার এত নিম্নগামী, মনোব্যথা
তার কাছে বলা, বৃথা !

সুস্ম ব্যথিতে অন্তর
নাহি উদ্দেশ্য আমার ; দেখিয়াছি যবে
সে যুবকে, আমার অন্তর আলোড়িত
সেই দিন হতে ; মনোভাব লুক্কায়িত
রেখেছিনু মনে ; জানি আমি ভাল মতে
আমার মনের মত তোমার অন্তর

হবে সেই যুবকে আকৃষ্ট ; নিজ ব্যথা
নিজে করিব বহন ; ছিল না মানস
সে দুঃখের অংশভাগী করিতে তোমায়।
অপরের পুত্র সেই, তাহার ভাবনা,
ভাবিয়া ব্যথিত হলে নিজেরিতো দুঃখ।
যুবার চরিত্র, যুবকের ব্যবহার,
যাহা দেখি, যখনই দেখি, মনে হয়
সে বুঝি আমার কোন পরম আত্মীয়।
কি করে আমার মন দেখিলে তাহাকে
শুন যদি করিবে না বিশ্বাস, বলিবে
আমায় অস্থির-চেতা। ভোবিতে তোমার
হাসিরাশি-আবরণে রেখেছি লুকায়ে
অন্তর্দ্দাহ। জুড়াইতে অন্তরের জ্বালা
ইচ্ছা করে পুত্র পুত্র বলি ডাকি তারে।
কিন্তু একদিকে লাজ, অন্যদিকে তুমি
হইয়াছ অন্তরায়। অপুত্রক হয়ে
সুন্দর যুবায় দেখি, পুত্র-সম্বোধনে
সম্বোধন করা লজ্জাকর অতিশয়।
পুত্র-শোকে মর্ম্মাহত তুমি, নির্ব্বাপিত
প্রায় সে অনল ; পুনরায় কেন তারে
উদ্দীপিয়া জ্বালাতন করিব তোমায়।
তব মনোভাব, আমার মনোদর্পণে
রয়েছে প্রতিবিম্বিত ; তুমি কি বলিবে ?
বলিবার বহু পূর্ব্বে জানিয়াছি আমি

দেখি তব মুখাকৃতি ; এত কপটতা
তাই করিতেছি আজ।

সঙ্গী — অত বুদ্ধি ঘটে
নাহি মোর, দেখিতেছি আমারই মত
তুমিও আসক্ত সে যুবকে ; দুই মন
অজানিত অযাচিত ভাবে এক দিকে,
এক কেন্দ্র-মুখে ধাইতেছে, যাইতেছে
যবে, অবশ্যই কিছুমাত্র সত্য তা'য়
থাকাই সম্ভব।

ধর্ম্ম — কিছুমাত্র সত্য বল
এ সব বিষয়ে হবে কিরূপ সম্ভব ?
হয় আমাদের পুত্র, নতুবা তা নয়।
আধা হাঁ, আধা না, সম্ভব হইতে পারে
অনেক বিষয়ে বটে, পুত্রত্ব বিষয়ে
কেমনে তা' হবে বল ? হয় হাঁ, নয় না
আমার কি মত যদি জিজ্ঞাস আমাকে'
আমি বলি, আমার অস্তিত্বে যথা মোর
বিশ্বাস অটল, ইহাতেও সেই মত।
চেতনা-রহিতা ছিলে প্রসবের কালে
প্রসব-ব্যাপার কিছু নাহিক স্মরণ ;
নিশ্চয় সে কালে কেহ ঘোর প্রতারণা
করিয়া হরিয়াছিল তোমার তনয়,
এ সন্দেহ চিরকাল ছিল মোর মনে ;
এ রহস্য উদ্‌ঘাটিতে কতই সন্ধান

করেছি অলক্ষ্যভাবে ; কিন্তু কোনরূপে
পারি নাই আবিষ্কার করিতে তাহাকে।
গৃহ-অধিস্বামী আমি, জাতিতে পুরুষ,
কত যে অসহ্য জ্বালা জ্বলিছে এ বুকে
সেই দিন হতে, বাক্যে হয় না প্রকাশ।
রেখেছিনু চাপিয়া তা' আপনার মনে ;
ভেবেছিনু ব্যাকুলতা দেখিলে আমার,
তোমারা দুজনে নিদ্রাহার পরিত্যজি
শয্যায় শায়িতা রবে, উঠিবে না আর।
আত্ম বিস্মৃতিতে আজ আত্ম হারা হয়ে
বলিয়া ফেলিনু, হায় ! যাহা এত দিন
যতনে গোপনে রাখি, একা অহোরহঃ
ভাবিয়া পুড়িতেছিনু অন্তরে অন্তরে।
সপত্নী যদিও মহাদেবী আমোদিনী,
তাঁহাকেও দেখিতেছি সম-শোকাতুরা
আমাদের দুঃখে ; হাসিমাখা মুখখানি,
সরলতা অভিব্যক্ত হইত যাহাতে,
গম্ভীরতা তাহে করিয়াছে অধিকার।
পূর্ব্বে যে আনন্দ ছিল আলয়ে আমার,
আজ তথা নিরানন্দ করিছে বিরাজ।
কি মহা দুঃখের রোল, অব্যক্ত ক্রন্দন
প্রবাহিত হইয়াছে এ গৃহ ভিতরে
নিশিদিন, স্মরিলে সে কথা মনে,
মুহূর্ত্ত থাকিতে ঘরে চাহে না পরাণী।

যে দিন হইতে ওই যুবক সুন্দর
যাতায়াত করিতেছে আমাদের গৃহে,
দুঃখের তরঙ্গ, হায়! সেই দিন হতে
হইয়াছে প্রবাহিত; কেহ নাহি জানে,
কেহ নাহি বুঝে, তবে কেন অঘটন
হেন, ঘটিতেছে কোন্ অজ্ঞাত কারণে?

স্ত্রী। কুকর্ম্ম করেছি, নাথ! বলিয়া তোমায়
মনোভাব; অকারণ যাতনা-অশনি
হানিলাম বুকে; পরিহার কর, নাথ!
পূর্ব্ব-স্মৃতি; কি কাজ ঘাটায়ে তারে বৃথা!
সুখ-দুঃখ মানবের পরীক্ষার স্থল;
দুঃখে অভিভূত হলে কর্ত্তব্যের হানি।

ধর্ম্ম। জানি সব, মানি সব, বুঝি সব আমি,
বুঝিয়াই কার্য্য করিতেছি এ যাবত।
কতই প্রবোধ দিয়া রাখিতেছি মনে
নিজেই তা' জানি; কিন্তু তোমাদের মুখ
দেখি যবে মলিনতাময়, সে সময়
বিহ্বল হইয়া পড়ি। দৃঢ় কর মন
তোমাদের, ছেড়ে দাও পুত্রের ভাবনা,
তবেই সান্ত্বনা পাবে কহিনু স্বরূপ।
সন্তানের আশা ত্যজ, কি কাজ সন্তানে?
সমুদয় বঙ্গবাসী সন্তান যাহার,
কিসের ভাবনা তার? দৃঢ়ে বাধি বুক
চল কার্য্যক্ষেত্রে যাই। দুঃখ, শোক, মোহ,

যত ইচ্ছা তাহাদের সুশাণিত শর
করুক নিক্ষেপ আমাদিগের উপরে,
কহিব না কোন কথা ; হোক জর্জ্জরিত,
ক্ষত, বিক্ষত শরীর ; শোণিতের ধার
প্রতি লোমকূপ দিয়া হোক প্রবাহিত
হইব না লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, চলিতে থাকিব
ক্রমাগত লক্ষ্য দিকে। নশ্বর জীবন,
আজ আছে কাল নাই ; মরণ, নিয়তি ;
সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে যদি সে নিয়তি
প্রাপ্ত হই, দুঃখের কারণ, বল কোথা ?
নূতন সংবাদ শুন অতি মনোহর ;
কার্য্যক্ষেত্র আমাদের হয়েছে বর্দ্ধিত,
জীবন-উদ্দেশ্য শীঘ্র হইবে সফল,
যদি এই কার্য্যক্ষেত্রে লাভ করি জয়।
ধর্ম্মানন্দ ঋষি কাছে পাইনু সংবাদ, ঃ—
যশোবতী, প্রিয়বন্ধু-সত্যরূপ-সুতা,
অবরুদ্ধা নিজ গৃহে ; পরম্পরা শুনি
আমাদের চির অরি কলুষ এ কাজ
করিয়াছে ইচ্ছা করি ; অভিপ্রায় তার
বল প্রকাশিয়া করিবে পাণিগ্রহণ
সেই রূপসী সতীর ; সত্যরূপপুরী
করিয়াছে অবরোধ ; সত্যরূপ নিজে
বিতাড়িত ; অনুচর, দাস, দাসী যত
কোথায় কাহাকে রাখিয়াছে কোন্ ভাবে

সন্ধান জানে না কেহ। আনিতে স্ববশে
সত্যরূপের সুতায় নানা প্রলোভনে,
নিযুক্ত করেছে বিশ্বাসিনী চাকরাণী
সত্যরূপাবাসে। মহাদেবী যশোবতী
সুবুদ্ধিশালিনী, মনস্বিনী, ধর্ম্মপ্রাণা ;
তাই হইতেছে ভয় কলুষ যখন
দেখিবে তাহার প্রেম, বিনয়-প্রার্থনা
মহাদম্ভভরে মহাদেবী যশোবতী
করিতেছে প্রত্যাখ্যান, তখন তাহাকে
পুচ্ছাহত সর্প-সম ক্রোধান্ধ হইয়া
দংশিবে মনের সাধে। ইত্যগ্রে আমরা
এই দুর্ব্যবহার যদি না হই সক্ষম
করিবারে প্রতীকার, তা হ'লে নিশ্চিত
দুষ্টের দুরভিসন্ধি হইবে সফল।
আমরা থাকিতে যদি হেনরূপ ঘটে,
ঘোর কলঙ্কের কথা রটিবে সংসারে।
দেবের নৈবিদ্য যদি সারমেয় খায়
কার প্রাণে সহে তাহা? ঋষি-সন্নিধানে
করেছি প্রতিজ্ঞা, জীবন থাকিতে দেহে
পামরের মনোবাঞ্ছা যেরূপে পারিব
নিস্ফলিব, কিম্বা এই অসার জীবন
করিব কলুষ-পাদ-পদ্মে বিসর্জ্জন।
মাতৃভূমি—বঙ্গদেশ হইতে যাহাতে,
কলুষরামের ঘটে চির-নির্ব্বাসন

উদ্ভাবিতে তাহার উপায় সমুচিত,
করিতেছি আকিঞ্চন। শুধু কি তাহাতে
পূর্ণ হবে সাধ মম ? যে কন্যার তরে
এ যাবত চেষ্টা করি দুর্ম্মতি কলুষ
পূর্ণ-প্রায়-আশ ভাবিতেছে মনে মনে ;
সুপাত্র যুবক দেখি, তাহার উষ্ণীষে
পরাইব সে কন্যায় ; মিত্রবর পুত্রী—
আপনার পুত্রী সমা সমাদরণীয়া।
জানি আমি ভাল মতে, এ মহা ব্যাপারে
সবিশেষ দক্ষতার হবে প্রয়োজন ;
জানি এই মহা-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে
আছে দাড়াইয়া নানা বিঘ্ন ভয়ঙ্কর।
কিন্তু জানিয়া শুনিয়া হয়েছি যখন
আবদ্ধ এ প্রতিজ্ঞায়, জীবন থাকিতে
করিব না ভঙ্গ, এই মম দৃঢ় পণ।
শুনিয়াছি ঋষি-মুখে, অর্থে, লোকবলে,
কিছুতেই নহে হীন শ্রীকলুষরাম ;
বরঞ্চ অধিক লোকবলে ; সতর্কতা
হেন শত্রু সনে সর্ব্বদাই প্রয়োজন।
যে অরাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম করে না বিচার,
চাতুরী, কৌশল যার নিত্য-সহচর,
যার গুপ্তচর সদা প্রতি গৃহে গৃহে
অজানিত ভাবে, লোক-চক্ষু-অগোচরে
বেড়াইছে ঘুরি ঘুরি ; সামর্থ্যে কেবল

হেন অরি পরাজয় করা সুকঠিন।
আমাদের পরাক্রম, সাহস, উৎসাহ
সকলেই ধর্ম্ম-মূল হইতে উত্থিত ;
ধর্ম্ম চিরজয়ী এই আমাদের আশা।
প্রারম্ভ দেখিয়া করিতেছি অনুমান,
বিজয়-লক্ষ্মীকে মোরা করতলগতা
পারিব করিতে। ওই দেখ বঙ্গানন্দ
আসিছে এদিকে, আনন্দে নাচিছে হিয়া।
স্থির হও, সঞ্জীবনি ! মনের আবেগ
রাখ মনে লুকাইয়া ; ধৈর্য্য কার্য্যকালে
না ধরিলে ; শুভকার্য্যে নানা বিঘ্ন ঘটে।
এস, বৎস বঙ্গানন্দ ! তোমার বিষয়
লইয়া আমরা করিতেছি আলোচনা।
মম প্রিয়বন্ধু সত্যরূপ মহামতি,
কলুষ-চক্রান্তে বিতাড়িত দেশ হতে।
একমাত্র সুতা তার করিতেছে বাস
বন্দিনী, আপন গৃহে ; এ মহাবিপদে
তুমি ভিন্ন কে তাহাকে করিবে উদ্ধার ?
ধর্ম্মানন্দ ঋষিবর এ কার্য্যের ভার
দিয়াছেন তোমার উপরে ; সহায়তা—
অর্থ, লোক যাহা বল, যা' আছে আমার
আদেশ করিবামাত্র পাইবে তথনি।
পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরি, বঙ্গে গ্রামে গ্রামে,
ঘুরিয়াছি আমি ; এই সুদীর্ঘ সময়ে

অৰ্দ্ধেকের অনধিক নর নারীগণ
প্রাণপণে করিবেন সহায়তা মোরে
হয়েছেন বদ্ধ সবে হেন প্রতিজ্ঞায় ;
এ দিকে দেখিছি বটে অরাতি, সংখ্যায়
আমাদের অপেক্ষা অধিক ; কিন্তু তাহে
হতাশ্বাস হইবার দেখি না কারণ।
অরাতির পক্ষপাতী আছেন যাঁহারা,
মৌখিক তাঁদের ভালবাসা ; নিজ স্বার্থ
সিদ্ধি-আশে তাঁহারা কেবল, বিপক্ষতা
করিছেন আচরণ ; সংগ্রাম ঘটিলে
কোন পক্ষে যোগ নাহি দিবেন তাহারা।
দিলেও নাহিক ক্ষতি, স্বার্থই উপাস্য
আজীবন যাঁহাদের, তাঁহারা প্রকৃত
কাপুরুষ-শ্রেণীভুক্ত ; যে দিকে বিজয়
দেখিবেন তাঁরা, উভরড়ে সেই দিকে
ধাইবেন সবে ; সুতরাং বলিতে পারি
হলেও এ দিকে লোকসংখ্যা অনধিক,
বীর্য্যবলে আমরাই, শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
শুনিয়াছ তুমি স্বীয় জননীর মুখে
এ বিপ্লব-বিজড়িত আদ্যন্ত ঘটনা।
স্থির চিত্তে বিবেচিয়া উপায়, কৌশল
যা' বুঝ বিহিত, কর কার্য্য সেইমত।

বঙ্গানন্দ শিরোধার্য্য আপনার এ আদেশ-বাণী ;
যাত্রাকালে মাতা মম ধরি দুটী হাত,

দিয়াছেন বারংবার বলিয়া আমায় ঃ—
"যাও, বৎস ! যাও, ধর্ম্মবিদ-নিকেতনে,
অনাথ যুবক তুমি ; পিতৃ সম তাঁরে
করিও সম্মান ; মহাদেবী সঞ্জীবনী
তাঁহাকেও মাতৃবৎ দেখিবে নয়নে।
যবে যে আদেশ তাঁরা করেন তোমায়
আমার আদেশ সম করিও পালন।"
জিজ্ঞাসিনু আমি তাঁরে আসিবার কালে,
কে আমার পিতা মাতা ; অশ্রুসিক্ত মুখে
কহিলেন মাতা, "সময়ে জানিতে পাবে
সে দুঃখের কথা, বৎস ! হয়োনা উতলা,
সময় আসিবে যবে আমিই আপনি
তোমায় বলিয়া জুড়াইব মনোব্যথা।
যাহা বলিলাম, বৎস ! মনে যেন থাকে,
বসাইও ধর্ম্মবিদে পিতার আসনে,
ভার্য্যা তাঁর সঞ্জীবনী, মাতৃকল্প তাঁরে
পূজিও সতত ; ঋষিসিংহ ধর্ম্মানন্দ,
তোমার পরম গুরু ; ইষ্টদেব সম
সম্মান করিও তাঁরে। যখন যে কাজ
করিতে প্রস্তুত হবে, সংশয় জন্মিলে,
এ তিনের মাঝে যাঁহাকে যখন পাবে,
তাঁহারই পরামর্শ করিও গ্রহণ।
যখন যে কাজ তাঁরা বলেন করিতে,
কোনরূপ দ্বিধা মনে না করি পোষণ

তখনি করিতে তাহা হইবে প্রস্তুত।
পালিয়াছি এত কাল জননীর মত,
দিয়াছি সুশিক্ষা; সচ্চরিত্র-সংগঠনে
করিয়াছি চেষ্টা পারিয়াছি যত দূর,
আমার কর্ত্তব্য যাহা করিয়াছি শেষ।
সংসার-প্রবেশ-দ্বার রহিয়াছে খোলা,
আসিয়া মহেন্দ্রযোগ, দেখ, উপস্থিত
তোমার সম্মুখে; সকল মঙ্গলময়
মঙ্গল-নিলয়ে ডাকি করহ প্রবেশ।
দাও মোরে অব্যাহতি, জীবনের সন্ধ্যা
সমাগত-প্রায়; তোর ভালবাসা-ডোরে,
এত দিন রাখিয়াছে বাঁধিয়া আমায়
বন্ধন-বিহীন এই নশ্বর জগতে।
দাও ছুটী, বৎস! এ বয়সে ছুটাছুটি
পারি না করিতে; যাই একেবারে ছুটি
যেখানে যাইলে বন্দ হবে ছুটাছুটি।"
ভাঙিল স্নেহের বাঁধ, দেবী সঞ্জীবনী
নারিলা ধরিতে ধৈর্য্য, আনন্দ-উচ্ছ্বাস
ভাসাইয়া লয়ে গেল মনের দৃঢ়তা।
যে মহা-প্লাবন ভাসাইয়া লয়ে যায়
ভীমকায় মহীরুহে, ক্ষুদ্র বালি-বাঁধ
তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে কত ক্ষণ?
আলুথালু বেশে ত্যজিয়া নিজ আসন,
স্খলিত চরণে মহাদেবী সঞ্জীবনী

আকড়ি ধরিলা স্নেহে বঙ্গানন্দ-শূরে,
চুমিলা বদন ইন্দিবর-বিনিন্দিত।
স্নিগ্ধ-শান্তি-রসে ভরিল হৃদয়দেশ,
বাৎসল্যের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-আবেগ
সঞ্চারিল দেহ মাঝে; পুলকে পূর্ণিত
হইল অন্তর; ঘন ঘন মুখপানে
লাগিলা চাহিতে; তৃপ্তি যেন নাহি হয়
চাহিয়া চাহিয়া; যতবার চায়, তত
বাড়ে লালসা চাহিতে।

ধর্ম্মবিদ কি কর কি কর,
প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, সঞ্জীবনী-শক্তি তুমি;
আপন কর্ত্তব্য ভুলি অধীরা হইলে,
জীবন-উদ্দেশ্য যত হইবে বিফল।
ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর, এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
শিরে ধরি অনন্ত আকাশ, চলিতেছে,
ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে কেন্দ্রে আপনার;
কত জীব, কত জন্তু, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী
বসিয়া তাহার কোলে; কাঁদিতেছে কেহ
হাসিতেছে কেহ, কেহ উঠাইছে শির,
কেহ বা কালের গ্রাসে হইছে পতিত;
সন্তানের সুখ দুঃখে নির্লিপ্তা পৃথিবী,
ধরিয়া অনন্তকাল যাইছে চলিয়া
আপন গন্তব্য-পথে; করিছে পালন
স্বকর্ত্তব্য, কোন দিকে বারেক না চাহি।

তুমি কেন, প্রিয়ে! আকুলা মোহ-ছলনে,
ভুলিতেছ আপনাকে? "কোথা মা, কোথা মা,"
বলি ওই শুন কাঁদিতেছে বঙ্গবাসী।
কাঁদে পুত্র, পুত্রী, কাঁদিতেছে মূর্ত্তিময়ী
আদর্শ-সতীর প্রতিমূর্ত্তি বঙ্গ-নারী।
লবণাম্বু-আর্দ্রা, সিতবাস-পরিহিতা,
সংসার-ভোগ-বিলাস-সুখ-বিরহিতা,
কাঁদিছে বিধবা বালা গৃহকোণে বসি;
পূর্ণাঙ্গ-যৌবন-জ্যোতিঃ, চঞ্চলতা স্থানে
বার্দ্ধক্য, দৌর্ব্বল্য করিয়াছে অধিকার।
প্রাণ-পুত্তলিকা, প্রণয়-ফুল্ল-কলিকা
তনয়ায় কোলে করি জনক জননী
কাঁদিতেছে কেমনে বিবাহ দিব বলি।
পিতৃমাতৃ-রোদনের সকরুণ ধ্বনি
শুনিয়া দুহিতা, মুছি নয়নের জল,
নিবারিতে জনক-জননী-শোকোচ্ছাস,
নিজের ক্ষুদ্র জীবন দিতেছে আহুতি
প্রজ্বলিত হুতাশনে; ক্ষুদ্র শক্তি তার
পিতৃ-মাতৃ-ঋণ-পরিশোধের উপায়
ইহা ভিন্ন কি করিতে পারে সে ধরায়?
প্রসারিয়া দৃষ্টি চাহি দেখ দেশ পানে,
সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা প্রদেশ,
অর্থাভাবে, লোকাভাবে, একতা-অভাবে,
সমবেত কার্য্যাভাবে, শ্বাপদ-সঙ্কুল

বিশাল অরণ্যে হইতেছে পরিণত।
বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে,
নানা ব্যাধি প্রবেশিয়া লোকসংখ্যা ক্ষয়
করিতেছে দিবানিশি। জীবিত যাহারা
তাহারাও মৃতপ্রায় জীর্ণ-শীর্ণ-কায়।
প্রত্যেক ভবনে দেখ ব্যাধিগ্রস্থ রোগী
"হা জল, হা জল" বলি করে আর্ত্তনাদ।
কে যোগাবে জল, পীড়িত সকল জন!
ওই শুন তাহাদের করুণ রোদন,
উঠিছে গগন ভেদি, দেখ সে সকলে।
অশিক্ষিতা নারীব্রজ, অত্যল্প বয়সে
প্রবেশি সংসার-ক্ষেত্রে, প্রসবে সন্তান
দুর্ব্বল; অকাল-মৃত্যু এই সে কারণে
সমধিক বঙ্গদেশে; অকালে যাহারা
নাহি পশে কালগ্রাসে, গৃহশিক্ষাভাবে
সুচরিত্র, সবল-শরীর-সংগঠনে
সম্পূর্ণ অক্ষম তারা; সে হেতু ক্রমশঃ
নির্জ্জীব হইতে জীবন্মৃত অবস্থায়
কাটাইছে কাল বঙ্গবাসী নরগণ।
সুস্থ কায়ে সদ্‌চিন্তা-শকতির বাস,
কিন্তু এই উভয়ের শুভ সম্মিলন
কচিৎ দেখিতে পাবে বঙ্গ মহাদেশে।
দেশের সর্ব্বত্র আর্ত্তনাদ, হাহাকার,
উঠিতেছে অবিরত; কেহ নাহি দেশে,

যিনি সেই অবিরাম হাহাকার-স্রোত
নিরোধিতে করিবেন যত্ন প্রাণপণে।
মহাশক্তি-স্বরূপিণী, দেবি সঞ্জীবনি!
এক পুত্র কোলে করি আদরিতে তারে
শোভে না তোমায়। পুত্র, কন্যা শত শত,
ধূলায় কাদায় দেখ পড়িয়া আছাড়ি
"কোথা মা" "কোথা মা" বলি হাহাকার রবে,
বিদীর্ণ গগন-দেশ করিছে সঘনে;
তুমি বিনা তাহাদের কে করে যতন!
আত্মপুত্র, আত্মপতি, আত্মমায়া যত
পরত্মার পাদপদ্মে সভক্তি হৃদয়ে
কর বিসর্জ্জন; "মামা" রবে হাহাকার
করিয়া কাঁদিছে যারা, তুলি লও কোলে,
মুছাও গায়ের ধূলা, নয়নের জল।
শুখায়ে গিয়াছে মুখ, কেঁদে কেঁদে সারা
হইয়াছে, ওই দেখ, তাহারা সকলে।
প্রসারি বিশাল বক্ষঃ স্তন্য কর দান,
ভিজুক পীযুস-রসে নীরস রসনা;
বক্ষোধনে কক্ষে করি, লয়ে যাও যথা
নেতৃগণ; যবে তারা আনত মস্তকে
নমিবে তোমার পদে; মধুর বচনে,
আশীর্ব্বাদ করি, তাহাদের আঁখিযুগে
দিও পরাইয়া, ধীরে ধীরে সন্তর্পণে,
স্নেহ-মাখা উদারতা-উজ্জ্বল-কজ্জল।

এ দিকে আবার, প্রিয়ে! ধরিত্রী সমান
ধৈর্য্য ধরি অবিশ্রান্ত চল নিজ পথে;
নির্লিপ্তা হইয়া শুন সন্তান-রোদন,
নির্লিপ্তা হইয়া তাহাদের অশ্রুবারি
স্বহস্তে মুছাতে কর যত্ন সবিশেষ।
সন্তানের শোক, মোহ, দুঃখ, হাহাকার
শুন অবিচল চিতে; দিওনা জানিতে,
তাহাদের দুঃখে কাঁদিতেছে তব প্রাণ;
অন্তরে অন্তরে কাঁদ, অবিমুগ্ধা চিতে,
স্থির, অচঞ্চল ভাবে ধাও কার্য্যপথে।
বৎস বঙ্গানন্দ! কর্ত্তব্য কঠিনতম
তোমার উপরে ন্যস্ত। মহাবলশালী
দুর্দ্দান্ত কলুষরাম করিছে বিস্তার
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বঙ্গ-সমাজ উপরে;
বলিয়াছি পূর্ব্বে, মম প্রাণের সুহৃদ্
সত্যরূপ নির্ব্বাসিত; প্রাণের প্রতিমা
একমাত্র তনয়া তাঁহার, রুদ্ধা স্বভবনে।
যশোবতী, রূপে-গুণে সত্য যশোবতী,
অলোকসামান্যা, রমণীর শিরোমণি।
কলুষের অভিলাষ যশোবতী-পাণি
করিবে গ্রহণ; ছলে, চাতুরী, কৌশলে,
যে কোন উপায়ে পারে, মিটাইবে সাধ।
মনস্বিনী সে রমণী, সহিষ্ণুতাবলে
যুঝিতেছে এত দিন পিতৃ-অরি সনে

অপ্রতিহত বিক্রমে ; কিন্তু দিন দিন
বিপক্ষ-প্ররোচনায় অনুগত লোক
যাইছে সরিয়া। বাহ্যিক পাপ-মূরতি,
অন্তর-বিমুগ্ধ-কর ; চল-চিত্ত লোক
দেখিলে তা' মজে ; জানে না কি হলাহল
ভিতরে আছে নিহিত ; পতঙ্গ যেমতি
জ্বলন্ত অনল দেখি মুগ্ধ হয়ে ধায়
তার দিকে, অবশেষে হয় পরিণত
ভস্মে ; মোহমুগ্ধ মানবও সেই মত।
নিত্যানন্দপুরে সত্যরূপের আবাস,
এখন তথায় সেই দুরাত্মা অধম,
অল্প মাত্র অনুগত অনুজীবি সনে
করিতেছে বাস। আমি আর গুরু মম,
ঋষি ধর্ম্মানন্দ, উভয়ে মন্ত্রণা করি
করিয়াছি স্থির :—আমাদের অনুগত
বিক্রম-কেশরী, মহাযোধগণ যত
আক্রমিবে পরাক্রান্ত কলুষবাহিনী।
তুমি তার পূর্ব্ব হতে নিত্যানন্দ পুরে
থাকিবে অলক্ষ্যভাবে ; আমার কারণে
প্রাণ দিতে যারা কভু হয় না কাতর,
সেইরূপ মনোনীত অনুগত জন
থাকিবে তথায়, প্রত্যেকে বিভিন্ন স্থানে,
বিভিন্ন প্রকার বেশে। আমরা যখন
ঘেরিব তাহার পুরী, উপযুক্ত কালে

দূত-মুখে সংগোপনে জানাব সংবাদ।
মনে যেন জাগে, বৎস! পাপীর কৌশল,
বাহ্য-আড়ম্বরে, মিথ্যা-বাহ্যআস্ফালনে,
তর্জ্জন-গর্জ্জনে। শূন্যগর্ভ-কোলাহল,
দুর্জ্জন-সম্বল; ভিতরে, ভীতির বাস।
শূন্যগর্ভ মহীরূহ প্রকাণ্ড আকৃতি,
শঙ্কার-সঞ্চার-ভূমি, কিন্তু সে কখন
প্রবল বাত্যার বেগ পারে না সহিতে।
অন্তঃসারশূন্য ভিত্তিহীন কুজ্ঝটিকা
দিবাকর খরকর সহে কতক্ষণ?
মহাভীতিপ্রদ স্বপ্ন নিদ্রিতাবস্থায়
তোলপাড় করে মানবের অঁন্তর্দ্দেশ,
চেতনা দেখিলে কিন্তু অমনি পলায়
উভরড়ে; দৃঢ়ভিত্তি, অটল, অচল;
একথা সর্ব্বদা মনে রাখিও স্মরণ।
প্রাণহানিকর মহাসমরে ব্যাপৃত
হইবার ইচ্ছা নাই কাহারো মানসে,
কৌশলে অথবা ভীতি-প্রদর্শন করি
আমাদের আশা যদি লভে পরিতোষ,
চাহি না সংগ্রাম; বাহ্য আড়ম্বরে যদি
জন্মাইতে পারি ভীতি, উদ্দেশ্য সফল।
নিত্যানন্দপুরে তুমি যাইবে যখন,
মহর্ষি সহিত আগে করিও সাক্ষাৎ;
সত্যরূপ করিছেন অবস্থিতি কোথা

পারিবে জানিতে। তল্লাসিয়া সত্যরূপে,
আত্ম-পরিচয় তাঁরে করিও প্রদান।
কি উপায়ে যশোবতী সনে পরিচয়
হইবে তোমার, তিনিই দিবেন বলি।
কখন কি ভাবে শক্রপুরী আক্রমণ
করিলে সুবিধা হবে, সেখানে যাইলে
নিজে তুমি সহজেই পারিবে বুঝিতে।
জ্ঞাতব্য বিষয় অন্য যাহা প্রয়োজন
জানিতে পাইবে কালে। পরামর্শ মত
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে একবার যদি প্রবেশিতে
পার তুমি : সফলতা পাইবে নিশ্চয়।
তোমার জননী ন্যায়ব্রতা নাম যাঁর,
আদর্শ-রমণী তিনি, সতী-শিরোমণি,
বাল্যকাল হতে লোকহিত-ব্রতে ব্রতী।
হয়েছিনু আমরা দিক্ষিত দুই জনে
একমন্ত্রে একই সময়ে বাল্যকালে।
সর্ব্বাগ্রে জননী-পদে করিয়া প্রণাম
করিও মঙ্গল-যাত্রা। কল্য প্রাতে আমি
বাহিরিব গৃহ হতে ; তপোধনাশ্রম,
প্রথম গন্তব্যস্থান। নূতন সংবাদ
যদি কিছু পাই তাহাও তোমায় ত্বরা
করিব প্রদান। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবর,
তাঁহার আশ্বাসে হইয়াছি ব্রতী আমি
এই কাজে ; কি সাধ্য নতুবা, মম সম

হীনবল মানবের এ কার্য্য সাধনে ?
কোথায় সাহস মোর ! সর্ব্বদা চঞ্চল
মন যার, সে কভু কি পারে হাত দিতে
হেন কার্য্যে গুরুতর ? কথনই নয়।
সুধীরা বলেন "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়",
এই মহা ধ্রুব সত্য করুক তোমায়
স্বদেশ-উদ্ধার-মহাকার্য্যে প্রণোদিত।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, তার বিনিময়ে
যদ্যপি কিনিতে পার যশ অনশ্বর
সার্থক পুরুষ তুমি ; জন্মি নরকুলে
পাইবে অক্ষয় স্বর্গ দেবতা-দুর্লভ।
কোন্ নর-কুলগ্লানি আছে এ ধরায়,
স্বদেশ-উন্নতি দেখি যাহার হৃদয়
আনন্দে, উৎসাহে মাতি নাচিয়া না উঠে ?
সিদ্ধকাম হও যদি এ মহা আহবে,
পুনরায় সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করি
স্বপদে, মিটাও বঙ্গবাসীর বাসনা।
যে অবস্থায় থাক, বৎস ! ভুলিওনা কভু
বিবেক-আদেশ ; যেরূপ অবস্থা ঘটে
বিবেক-আদেশ মত কার্য্য সম্পাদিলে
আশাভঙ্গজাত ভগ্নোৎসাহ কোনরূপ
নাহি সাহসিবে রোধিতে অধ্যবসায়।
চাপাইনু তব স্কন্ধে কার্য্য গুরুভার ;
ভাবিওনা আমি নিজে নিশ্চিন্ত থাকিয়া

কাটাইব কাল বসি আমোদে, আহ্লাদে।
অলক্ষ্যে থাকিয়া তব কার্য্য সমুদয়
নিজে আমি চালাইব, উপলক্ষ তুমি।
যে উপায় অবলম্বি পামর কলুষে
করিব নিৰ্ব্বীর্য্য তাহা ফলোন্মুখ-প্রায়।
তার যত অনুগত দুৰ্দ্ধর্ষ বান্ধব
বিচ্ছিন্ন হইয়া করিতেছে অবস্থান
স্থানে স্থানে ; সমবেত হওয়ার সুযোগ,
মত-ভেদ-রূপ মহা দুর্য্যোগ-সমীরে
ফেলিয়াছে ছিন্ন ভিন্ন করি ; সম্মিলন,
আপাততঃ অসম্ভব ; যাহাতে না ঘটে
পুনঃ, তাহার উপায় হবে উদ্ভাবিতে।
সমবেত সমাগত অরাতি-কলাপ
যাহাতে তোমার গতি না পারে রোধিতে
আমিই তাহার ভার করেছি গ্রহণ।
যাইতেছ সংসার-জীবনে প্রবেশিতে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে অরাতি-কেশরী,
যদ্যপি তাহার দন্ত-নখর-বিক্ষত
শরীরে প্রবেশ কর সে পূত প্রাসাদে,
আমরণ যাতনায় দুর্লভ জীবন
হইবে অতিবাহিত। পক্ষান্তরে যদি
দ্বারদেশে দেখি তারে আগুলিতে পথ,
অপরিমিত বিক্রমে করি আক্রমণ,
স্ববলে সক্ষম হও দমিতে তাহাকে

সার্থক হবে জনম ; নশ্বর-জীবন
অনশ্বর ভাবে উদ্ভাষিবে দিঙমণ্ডল।”
বঙ্গানন্দ আপনার সুললিত উদার আদেশ
থাকিবে হৃদয়ে গাঁথা ; যথাসাধ্য দাস
পালিবে সে আজ্ঞা। আশীর্ব্বাদ দুইজনে
করুন এখন, পারে যেন এ অধমে
পুরাইতে মনোবাঞ্ছা। এ জীবন দানে
স্বদেশবাসীর কণামাত্র উপকার
সংসাধিত হয় যদি, এখনি প্রস্তুত
দিতে ; সামান্য জীবন, কি মূল্য তাহার।
জনমের সঙ্গে মৃত্যু এক সঙ্গে গাঁথা,
সেই মৃত্যু ভয়ে যেই সদা সশঙ্কিত
সৎকার্য্য সম্পাদিতে, জন্ম তার বৃথা।
চিরস্থায়ী নরসংঘ ; ভঙ্গুর এ দেহ ;
সৎকার্য্যে লাগাইয়া তাহার সদ্ব্যয়
করিতে যে ডরে, মূঢ় সেই। আসি আমি,
কল্যই প্রত্যুষে প্রণমিয়া মাতৃপদে
জীবনের ব্রত আচরিতে বাহিরিব।
প্রণমি চরণে, পিতঃ! প্রণমি চরণে,
মাতঃ! করুন আশিস দাসের বাসনা—
অনুজ্ঞা-পালন, যেন হয় ফলবতী।
ধর্ম্মবিদ প্রিয়ে সঞ্জীবনি! সন্তানের অদর্শনে
কেন ম্রিয়মাণ দেখি ও বদনশশি?
সন্তান-বিরহ-রাহু গ্রাসিল কি তারে?

জীবন-উদ্দেশ্য প্রতি লক্ষ্য রাখ স্থির ;
কেন আজি ও হৃদয় হইছে ব্যাকুল ?
এক পুত্র তরে তুমি এতই কাতরা,
শত শত পুত্র-মুখ হলে বিস্মরণ ?
আমিত্বে প্রসার কর সর্ব্বত্বে সর্ব্বথা।
চিন্তা কর সর্ব্বত্বের কথা, ভুলে যাও
বিদ্যমান উপস্থিতে, ভাবী ভবিষ্যতে
অন্তর সম্মুখে ধর ; বঙ্গানন্দ গেল
তোমারই সন্তানের মঙ্গল সাধিতে ;
যে কাজ করিয়া আসিতেছ চিরকাল,
যে কাজের জন্য করিয়াছ প্রাণপণ,
বঙ্গানন্দ যাইতেছে করিতে সে কাজ,
অকারণে দুঃখ কেন করিতেছ মনে ?
দৃঢ় বাঁধ বুক, ঈশ্বরে সতত ডাক,
প্রার্থনা তাঁহার কাছে কর মন প্রাণে,
সিদ্ধকাম হয়ে যেন তনয়-রতন
বিজয়-লক্ষ্মীর সহ আসে এ ভবনে।
কে তুমি, কে আমি ? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম,
ভিন্ন ভিন্ন জড়পিণ্ডে করিতেছি বাস
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তরে ; সকলেরি জন্ম
সেই এক মহাগর্ভে। সৌরকররাশি
একই মার্ত্তণ্ডদেব হইতে নিঃসৃত,
কিন্তু রত প্রত্যেকেই কার্য্যে আপনার ;
আবার সে কার্য্য শেষে সকলে স্বস্থানে,

সেই মহা একে, কালে হয় সম্মিলিত।
তেমতি মানব কার্য্যতরে জন্মে ভবে,
কার্য্যশেষে চলে যায়, কেহ আগে, কেহ
পরে, সেই মহা একে। তুমি কে, আমি কে?
তুমি আমি নহি কেহ, তুমি আমি সব।
জীবনের প্রহেলিকা বড়ই জটিল।
ছদিনের বাসস্থান এ ভবভবন,
আসে জীব, সাধে কার্য্য; দেশ, কাল, পাত্র,
এ তিনের যোগাযোগে কার্য্যের প্রভেদ।
ভ্রান্তিবশে কেহ, কেহ মোহের ছলনে,
এ উহাকে ধরি টানে; মায়ার বন্ধনে
আপনারা বদ্ধ, ভুলে যাই সেই কথা।
আসিছে যাইছে জীব, দেখি নিতি নিতি,
ভুলিয়াও ভাবিনাকো ভঙ্গুর এ দেহ,
কিম্বা যদি ভাবি, কার্য্য করি কদাচিৎ
সেই মত; তাই এত দুঃখ, পরিতাপ,
তাই এত শোক, অনুতাপ, মনস্তাপ,
আসি অহোরহঃ জীবে করিছে ব্যথিত।
কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, বনিতা কেহ বা,
কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগ্নী, জননী, জনক,
কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, আত্মীয় কেহ বা,
হইয়া জনমে ভবে; জীবনের কাজ
ভিন্ন ভিন্ন সকলের। কার্য্য-অবসানে,
সকলেই চলে যায়, থাকে না কেহই।

ভিন্ন ভিন্ন মানবের কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন ;
যে যাহার ক্ষেত্রে পারে, যেরূপ ফসল
উৎপাদিতে, সেই সে ফসল-বিনিময়ে
পায় যত ধন, তাই লয়ে চলে যায়।
একত্রে ফসল কর, অথবা পৃথকে,
আপনার অংশ বিনা, অপরের অংশ
কেহ না লইতে পারে ; অপরের অংশ
একে যে ধরিয়া টানে, কিম্বা একজনে
শঠতায়, খলতায় সামর্থ্যে অথবা
অপরে বিচ্যুত করে তার অংশ হতে,
বাহ্যিক সে দৃশ্যমাত্র, কারো সাধ্য নাই
একে ফাকি দিয়া অন্যে করে উপভোগ।
ক্ষণিক যে অধিকার-চ্যুত দেখি ভবে
কয় দিন ভোগে আসে ? বিশ্বন্যায়রাজ্যে
সেই অন্যায়ের শাস্তি হয় যথাকালে।
হৃদয়ের অন্তস্থল দেখেন ঈশ্বর
আপনি গোপনে থাকি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
জীব-চক্ষু-বহির্ভূত, অণু, পরমাণু,
যেখানে যে ভাবে আছে যেবা কার্য্যে রত
তাঁহার সে দিব্য দৃষ্টি এড়াইতে নারে।
মানব কি ছার ! যতই অন্তর সেই
রাখুক লুকায়ে আপন স্বজাতি কাছে,
ঈশ্বরের কাছে নাহি রহে লুক্কায়িত।
বিস্ফারি জ্ঞান-নয়ন, বিবেক-বিভায়

পাঠ কর এই বিশ্বের স্বাতন্ত্র্যবিধি।
অন্য দিকে দৃষ্টি কর বিশ্বচিত্রপটে ;
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দেখ করিছে মানব
ভিন্ন ভিন্ন রুচি মত ; সমরুচি লোক
বিরল এ ধরা মাঝে ; রুচি-তারতম্য
দেখিবে প্রত্যেক কার্য্যে, প্রতি জীবে তাই
পার্থক্য দেখিতে পাই। যতই পৃথক
হউক নরের কার্য্য, উদ্দেশ্য চরম
সকলের এক—বিশ্বপাতা বিধাতার
মহিমা-প্রকাশ, তাঁর ইচ্ছা-প্রপূরণ।
ইন্দ্রিয়গণের পথ-অবরোধকারী,
বিকট, দুর্গন্ধময় নাস্তিকতা-ধূমে
যাহাদের জ্ঞানাধার সমাচ্ছন্ন সদা,
তাহাদেরো জীবনের কোন এক দিনে
ঈশ্বর-অস্তিত্বে জন্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সত্য, স্বতঃসিদ্ধ,
ইহা হতে মানবের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ
সহজেই হয় প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত।
একই মহা উদ্দেশ্য সাধিতে যখন
আসিয়াছি ভূমণ্ডলে, একে যে অপরে
সহায়তা করে, সেই উদ্দেশ্য-সাধনে
নহে কি তা বাঞ্ছনীয় ? দয়া, ক্ষমা আদি
কোমল প্রবৃত্তি যত, বিরাজে অন্তরে ;
কার্য্য হেতু সৃষ্ট তারা, অপব্যবহার

অথবা অব্যবহার করিলেই পাপ।
জনক জননী যথা প্রীতি-উপহার
আপন সন্তানে দিয়া ভাবেন মানসে,
তাঁহাদের দত্তবস্তু লইয়া তাহারা
করিবে তাহার যথোচিত ব্যবহার ;
সন্তান যদ্যপি করে অভিমত কাজ,
কতই সন্তুষ্ট তাঁরা হন মনে মনে,
সহজে সন্তান তাহা বুঝে নিজে নিজে।
যদ্যপি সন্তানে নষ্ট করে তাহা, কিম্বা
অনাদরে রাখে ফেলি যথা ইচ্ছা তথা,
দুঃখিত কতই হন জনক জননী,
কেবা হেন ক্ষীণ-বুদ্ধি বুঝিতে অক্ষম ?
সেইরূপ আমাদের পরম জনক,
হন তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট যদি সমাদর
কিম্বা হতাদর করে তাঁহার সন্তানে
তাঁর প্রিয় দত্তধনে পাইয়া স্বহাতে।
কিসে তাঁর রোষ, কিসে বা সন্তোষ তাঁর,
এমন সংশয় মনে হলে উপস্থিত
অপরকে জিজ্ঞাসিয়া নাহি আবশ্যক
আপনাকে জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর।
সংশয় যখন মনে হইবে উদয়,
সুস্থিরে বিবেকে তাহা করিলে জিজ্ঞাসা
প্রকৃত উত্তর পাবে নাহিক সন্দেহ।
জাগ্রত বিবেক সদা মানব-হৃদয়ে,

জিজ্ঞাসা কর না কর সৎ উপদেশ
দিয়া থাকে অবিরত, শুন বা না শুন।
মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে আমরা সে বাণী
শুনিয়া শুনি না, করি কার্য্য ইচ্ছামত।
মানব-মনোনিহিত বৃত্তিচয় যত,
সকলেরি আছে কাজ; উপযুক্তকালে
নিয়োগিলে সে সকলে উপযোগী কাজে
সৎ ব্যবহারে তারা আসে সে সময়ে।
কিন্তু যারা ইচ্ছা করি নিয়োগে তা' সবে
অব্যবহারে অথবা অপব্যবহারে
নিশ্চয় তাহারা দোষী নাহিক সন্দেহ।
যতবিধ ধর্ম্ম কিম্বা পুণ্যময় কাজ
বলিয়া ধারণা করি আমরা সকলে,
স্বজাতির, স্বদেশের উন্নতি-সাধন
সকলের শীর্ষস্থান করে অধিকার।
এ কার্য্য সাধিতে গেলে সর্ব্ববিধ গুণ,
সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি হয় প্রয়োজন।
স্বজাতি যাহাতে অবলম্বি সদুপায়
পার্থিব কি অপার্থিব সর্ব্ববিধ সুখ
ভুঞ্জিতে সমর্থ হয় জীবনে মরণে;
যাহাতে পরিমার্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্যে
কুপ্রবৃত্তিগণে রাখি শাসনে সংযত,
ক্রমশঃ ঈশ্বর দিকে হয় অগ্রসর,
এ সব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য কোন্

থাকিবার সম্ভাবনা আছে এ ধরায় ?
সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে যে আনন্দ, সুখ,
শান্তি নিরমল, উপজে মানব মনে
কয় জন উপলব্ধি করে তা' সংসারে ?
মানবের মানস-আকাশ মধ্যস্থলে
সমপ্রাণ-দিবাকর হইলে উদিত,
সমগ্র নরমণ্ডলী-সমাচ্ছন্নকারী,
দ্বেষ-হিংসা-ঘৃণা-জাত কুজ্ঝটিকা-জাল
হয় নিরাকৃত ; সে সময়ে নরনারী
আপনার জন ব'লি হয় অনুভব।
বহুত্ব একত্বে যবে হয় পরিণত,
ভাবিতে পারিবে যবে সব জীবগণ
আমারই পরিবার ; তাহাদের সুখ
তাহাদের দুঃখ, শুধু তাহাদের নয়,
আমিও তাদের মত করিতেছি ভোগ
সম পরিমাণে, তখনি করিও জ্ঞান
তোমার মানব-জন্ম হয়েছে সফল।
বিশ্বজনীন একতা বা সমপ্রাণতা,
যে জাতি-অন্তরে করে না অনুপ্রবেশ,
কিম্বা নাহি পায় তথা অবস্থিতি-স্থান ;
শত চেষ্টা করিলেও সে জাতি কখন
কালের কুটিলাঘাত পারে না সহিতে।
ওই যে গোলাপ ফুল দেখিছ সুন্দর,
যার বাসে সুরভিত হইছে চৌদিক ;

কোন্ শক্তি বলে হেন সুরভি স্বরূপ
পাইল সে? সমপ্রাণতাই তার মূল।
এক সমপ্রাণতাই প্রতি অঙ্গ তার
করিয়া রাখিছে সঞ্জীবিত; বিবর্দ্ধিত
করিছে সময়ে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার,
কেহ নহে হেয়, সকলেই একতায়
সাধিছে আপন কার্য্য স্ব স্ব স্থানে থাকি।
তাই বলি উঠ, প্রিয়ে! মনের মালিন্য
পুত্র-চিন্তাজাত, স্বহস্তে মুছিয়া ফেল।
কোটী কোটী নরনারী তোমারি সন্তান,
তোমারি চৌদিকে সবে বেড়াইছে ঘুরি;
সমান প্রেমের পাত্র তাহারা সকলে
তোমার, অভিন্ন ভাবে ডাকি সর্ব্বজনে
দেখাও বাৎসল্য, স্নেহ; হোক সঞ্চারিত
এক সঞ্জীবনী-শক্তি সকলের প্রাণে।
ভাই ভাই বলি সবে শিখুক ডাকিতে
একে, অন্যে; ভ্রাতৃস্নেহ উঠুক উথলি
সমভাবে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে।
যাও, সঞ্জীবনি দেবি! বঙ্গ-মহোত্থানে,
ভূতলে অতুল পুষ্প বঙ্গীয় কুসুম
দেখিতে সুন্দর অতি, স্পর্শে সুকোমল,
সৌরভে সুস্নিগ্ধ, মন-প্রাণ-মুগ্ধকর,
দেখিতে পাইবে ফুটি আছে চারিদিকে।
কোনদেশে, কোন্ ফুলে, সৌন্দর্য্য সুরভি

ধরে এত ? শুষ্ক-প্রায় সে বঙ্গকুসুম,
যাও তুমি প্রেমরসে কর সঞ্জীবিত।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে সন্তান-বিরহ-বিধুরায়ৈ সঞ্জীবন্যৈ
ধর্ম্মবিদকৃত প্রবোধনং নাম একাদশঃ সর্গঃ।

দ্বাদশ সর্গ ।

শান্তি-নিকেতনে সেই মহেশ-মন্দিরে
ঈশ্বরোপাসনা-সাঙ্গ করি মুনিবর
দেখিছেন এক দৃষ্টে বঙ্গ-মানচিত্র
লম্বিত মন্দির-গাত্রে। শত শত স্থানে
উত্তোলিয়া তুঙ্গ-শৃঙ্গ ভূধরনিকর
চাহি আছে শূন্য পানে, সারি সারি সারি,
অর্দ্ধ-ধবলিত-দেহ ; মাতঙ্গ-প্রতিম
মেঘবৃন্দ দলে দলে গিরি-বক্ষঃ-ক্ষীর—
শীতল, তুহিন-শুভ্র, করিতেছে পান ;
মুখচ্যুত ফেনরাশি অজস্র ধারায়
ঝরিয়া পড়িছে নিম্নে গিরিগাত্র বহি ;
সেই অগণিত ধারা মিলিয়া মিশিয়া,
এক প্রাণ হয়ে সবে, কল কল নাদে
প্রকৃতির পুত্রগণে বিতরি আহার,
অনন্ত-সাগর-নীরে হইছে বিলীন।
মহীধর-পাদদেশে মহীরুহ কত
নিবিড় অরণ্য সৃজি দিতেছে আশ্রয়
আরণ্যক জীবগণে। দেখিতে দেখিতে
হইল না দেখা, আচম্বিতে দৃষ্টিপথে
পড়িল অরণ্যবাসী—বর্ব্বর—আবাস।
দেখিলেন আরণ্যক জন্তুর সমান,
জঙ্গলে জঙ্গলে তারা করিছে ভ্রমণ

সংগৃহীতে বনজাত কন্দ, ফল, মূল
বন্যপশু কিম্বা ; নগ্ন সর্ব্ব অবয়ব।
জানে না কিরূপে শস্য হয় উৎপাদিতে,
বয়ন-কৌশল ইহাদের অবিদিত ;
কৃষি-শিল্প-উপযোগী অস্ত্র, যন্ত্র আদি
জানে না নির্ম্মিতে, পশ্বাচার অনুসরি
আরণ্যপশুর সম করে দিনপাত।
মানব-স্বভাব-জাত-গুণগ্রাম যত
আছে ইহাদের সব, সংস্কার অভাবে
খনি-জাত-ধাতুমত আছে অমার্জ্জিত
অবস্থায়, নহে কোন কার্য্য উপযোগী।
বঙ্গীয় সমাজ মাঝে দাঁড়াবার স্থান
নাহি কোনখানে ; ইহারাও বঙ্গবাসী,
একই মাতার অঙ্কে পালিত ইহারা
আশৈশব, কিন্তু উপেক্ষিত চিরকাল।
কবে আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলন দিন
হবে বঙ্গে উপস্থিত ; কবে এ উভয়ে
সৌভ্রাত্রের একসূত্রে হইয়া গ্রথিত,
বিরাট বিক্রমশালী একটী সমাজ
করিবে প্রতিষ্ঠা ? হায় ! মমতা-বিহীন
বঙ্গবাসী নরগণ ! কেন এতদিন
উপেক্ষা-নয়নে নিজ প্রতিবেশীগণে
করিতেছে নিরীক্ষণ ? অগাধ-সলিল,
পঙ্কিল জলধি-নীরে হইয়া পতিত

অজ্ঞানবশতঃ করে আর্ত্তনাদ ভ্রাতা ;
শুনি সেই ধ্বনি যদ্যপি সবল ভ্রাতা
বয়োজ্যেষ্ঠ, গুণশ্রেষ্ঠ, না উঠায় তারে
মানুষের মধ্যে সেই গণ্য কি কথন ?
জিজ্ঞাস যদ্যপি, বলে, "অস্পৃশ্য অনার্য্য,
কেমনে তাহাকে স্পর্শ করিয়া উঠাই !"
থাকুক এদের মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম,
অতুল বিভব, প্রতিপত্তি বিশ্বব্যাপী,
উদার চরিত যাঁরা তাঁহারা এ সবে
পাষণ্ড-আখ্যায় ব্যাখ্যা করিবেন স্থির।
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে, ধর্ম্ম-সন্নিধানে,
কোথা ইহাদের, হায় ! দাঁড়াবার স্থান !
কোশাকুশী লয়ে হাতে যাইছ তোষিতে
আশুতোষে, পরিতোষ করিতে তাঁহার,
সন্তোষ পাইবে বলি। অবগাহ-পূত
কলেবর, পরিহিত কৌশিক-বসন,
চন্দন-চর্চ্চিত-দেহ, সুরভি-সম্ভার—
কুসুমকলাপ হাতে ; সুমার্জ্জিত মন
যাইছ কি লয়ে সুমার্জ্জিত দেহে পূরি ?
বাহ্যিক নৈর্ম্মাল্যে বল কিবা ফলোদয়,
অন্তর-প্রদেশ মলিনতা পূর্ণ যবে !
কাহাকে পূজিতে যাও, কে লইবে পূজা ?
যাঁর তুষ্টি সম্পাদন যাইছ করিতে
তাঁর প্রিয়কার্য্য আগে কর সযতনে ;

করিলে অকার্য্য আগে তুষ্টি-আশা বৃথা !
ডাকিনী,যোগিনী, রক্ষঃ, কিন্নর, অপ্সর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর, ভূত, প্রেত, শব,
নন্দী, ভৃঙ্গী, বিষধর, অমৃত, গরল,
শ্মশান, মশান, ভস্ম, সিংহ ও বলদ
পেয়ে মাতোয়ারা হয়ে এ সকল সঙ্গে
খেলিছেন যিনি ; কভু কোলে, কভু শিরে,
কভু বক্ষোদেশে, হাসি লইছেন তুলি
প্রেমাবেশে ; কি সাহসে তোষিতে তাঁহাকে
যাইতেছ তুমি অন্তরে পুরীষ পূরি ?
আর্য্য ও অনার্য্য যাঁর কাছে সমাদৃত
সমভাবে ; সেই অনার্য্যের প্রতি ঘৃণা
করিয়া আসিছ যবে বংশ-পরম্পরা,
মহেশের কৃপা বল লভিবে কেমনে ?
জাতীয় বিদ্বেষ-বহ্নি অন্তরে যখন
জ্বলিতেছে চিরকাল হেন খর বেগে ;
সুকোমল অঙ্গযষ্টি, উদারতা-লতা
জন্মিতে কি পারে তথা ? বোধ হয় ইহা,
জাতীয় অবনতির হেতু অন্যতম।
বিপরীত-গুণালম্বী উদ্ভিদ-যুগল
পরস্পর সন্নিকটে হইল রোপিত
সম্পূর্ণ বিকাশ নাহি প্রাপ্ত হয় কেহ।
লোক-হিত-ব্রতে ব্রতী তপোধনোত্তম
যবে হেন চিন্তা-মগ্ন, আসিলা তথায়

বঙ্গানন্দ। মুনিবর, স্নেহার্দ্র নয়নে
চাহিলা তাহার পানে। প্রণমি মুনীন্দ্রে,
বসিলা নরেন্দ্র সম্মুখস্থ কুশাসনে।
বঙ্গানন্দে সম্ভাষিয়া কহিলেন ঋষি ঃ—
"যে কার্য্যে যাইছ, বৎস! বড় গুরুতর ;
সর্ব্বস্বার্থ-ত্যাগ বিনা এ কার্য্য কখন
কেহ, করিতে না পারে ; এ কার্য্যের তুমি,
জানি উপযোগী পাত্র ; কিন্তু সাবধান,
যত দিন রিপুগণ বঙ্গদেশ হতে
পরাভূত হয়ে নাহি হয় বিতাড়িত,
সমভাবে সতর্কে থাকিবে তত দিন।
অরির উদ্যম ভঙ্গ দেখিলে কখন,
মনে করিও না যেন পুনঃ আক্রমণ
না করিয়া পলাইয়া যাবে দূরদেশে।
সুচতুর অতি অরাতি কলুষরাম,
শাঠ্য ও কাপট্য তার নিত্যসহচর,
প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা, জাল, জুয়াচুরি
অপগুণ যত, তার অঙ্গের ভূষণ।
প্রতিজ্ঞা, শপথ, খোসামোদ, অঙ্গীকার
কোনরূপ বাক্যে তারে করোনা প্রত্যয়।
কল্পনায় যত পাপ প্রসব সম্ভব,
তদপেক্ষা বেশী পাপ তাহার হৃদয়
নিয়ত প্রসব করে। মিথ্যাকে সাজা'তে
সত্যের পোষাকে, কে তাহার সমতুল

এ ভবভবনে ? স্থির চিত্তে, শান্তভাবে
তার প্রতি কার্য্য প্রতি রাখ সূক্ষ্মদৃষ্টি।
মনোনীত লোক যত নিত্যানন্দপুরে
দিয়াছি পাঠায়ে, অবিলম্বে যাও তুমি
সত্যরূপ সন্নিধানে ; জানি অভিপ্রায়,
সত্বর স্বকার্য্য প্রতি হও প্রধাবিত।
দক্ষিণাভিমুখী ওই দেখিছ যে পথ,
তা' ধরি সম্মুখ দিকে হও অগ্রসর।
এই মাঠ পার হলে সম্মুখে যে বন,
তথায় গোপনে তিনি করিছেন বাস।
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তিনি তব আগমন
করিছেন প্রতীক্ষা একাগ্রে, দূর হতে
দেখিলে তোমায়, ডাকিবেন সমাদরে।
যাও বৎস ! যাও, অবিলম্বে যাও চলি ;
সকল-মঙ্গল-ময় রাখুন মঙ্গলে
তোমায় ; বিজয়-লক্ষ্মী লভিয়া আহবে,
পূর্ণ হোক মনোবাঞ্ছা, আশীর্ব্বাদ মম।"
চলি গেলা বঙ্গানন্দ ; দেখিতে দেখিতে
হৈলা উপনীত, যথা বসি সত্যরূপ
অপেক্ষা করিতেছিলা তাঁর আগমন।
প্রণমিলা বঙ্গানন্দ সত্যরূপ-পদে ;
চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন যেন রে উভয়ে
পাইলা ; আনন্দে মহামতি সত্যরূপ
আশীসিয়া বঙ্গানন্দে, রহিলা চাহিয়া

অনিমেষ নেত্রে তাহার বদন পানে।
সুস্নিগ্ধ নিভৃত স্থানে আসিয়া দুজনে
বসিলা বৃক্ষ-ছায়ায় ; মধুর নিক্কণে
কহিতে লাগিলা সত্যসন্ধ সত্যরূপ ঃ—
"শুন বৎস! বঙ্গানন্দ, স্বদেশ-সেবক!
উপস্থিত দুরাবস্থা অথবা দুর্গতি
যাহাতে পতিত তুমি দেখিছ আমায়.
সতর্কতা-বিহীনতা—প্রসূত এ ফল।
অসন্দিগ্ধ মনে যেই কলুষ উপরে
স্থাপিবে বিশ্বাস, অনিবার্য্য এ দুর্গতি
তাহার অদৃষ্টে। প্রথম হইতে, বৎস!
সেহেতু তোমায় দিতেছি সতর্ক করি
কখন তাহার কথা শুনিও না কাণে।
এমন দুষ্কর্ম্ম কোন নাই ভূমণ্ডলে
যাহা সে নৃশংস পশু করিতে না পারে।
স্বর্গগতা-জননীর অঞ্চলের নিধি,
বৃদ্ধ জনকের একমাত্র আঁখি-তারা,
চিরসুখী দম্পতির প্রেম-নির্ঝরিণী,
রূপে, গুণে ত্রিভুবন-বিমুগ্ধ-কারিণী,
কন্যা যশোবতী মম অবরুদ্ধা আজি
স্বভবনে। নিপীড়িতা করিবে তাহাকে,
দেখাইবে বিভীষিকা, যদি সে সত্বর
পাতকী-পুঙ্গবে স্বীয় পতিত্বে না বরে।
প্রলোভন নিত্য নিত্য কতই প্রকার,

তাহার সম্মুখে করিতেছে উপস্থিত
নাহিক ইয়ত্তা। অবিচলা যশোবতী ;
কিন্তু কত দিন, হায়! হেন অবস্থায়,
থাকিতে পারিবে মম প্রাণের নন্দিনী।
যখন কলুষরাম পাইবে দেখিতে
ব্যর্থ এ সকল অস্ত্র, নিশ্চয় তখন
নিপীড়িয়া মনোবাঞ্ছা পূরাতে আপন
চেষ্টিবে বিশেষে। না জানি তনয়া মম
সহিবে কতই কষ্ট কোমল শরীরে!
কে তারে করিবে রক্ষা! অভাগিনী-ভালে
আছে কত দুঃখ! নিত্য নিত্য সমাচার
পাইবার পথ করিয়াছি আবিষ্কার।
পোষা দুটী পারাবত আছে মোর গৃহে,
তাহারাই দৌত্যকার্য্য করিছে আমার।
যশোবতী পত্র আর আমার উত্তর,
অথবা আমার পত্র উত্তর তাহার,
আদান, প্রদান তারা করে নিরন্তর।
এখানে বিশেষ কার্য্য নাহিক তোমার,
যাহা ছিল তাহা আমি করিয়াছি শেষ
তুমি আসিবার আগে ; একেলা এক্ষণে
নিত্যানন্দ পুরে তুমি করিবে প্রবেশ ;
আপনাকে গোপনিয়া কি ভাবে তথায়
পারিবে থাকিতে তাহা দেখ চিন্তা করি।
চাহি দেখ শূন্য পানে সম্মুখে তোমার,

নিঃশব্দে তীরের মত আসিছে উড়িয়া
যশোবতী-পারাবত, ক্ষুদ্র লিপি মুখে।"

বঙ্গানন্দ আশ্চর্য্য কৌশল বটে, দেখুন পড়িয়া
কি সংবাদ আনিয়াছে ক্ষুদ্র পত্রখানি।

সত্য নূতন সংবাদ কিছু নাহিক ইহাতে,
কুশলে সকলে আছে এই মাত্র লেখা।
এরূপ কৌশলে পত্র হয়েছে লিখিত,
শত্রু-হস্তগত হলে মর্ম্মাংশ তাহার
বুঝিতে পারে না কেহ। হস্তাক্ষরগুলি
দেখিলে হইবে বোধ, অর্থ-হীন-রেখা
টানিয়াছে কেহ শ্বেত কাগজ উপরে।
এই দেখ ইহারই নীচে লিখিতেছি
তব আগমন-কথা।

বঙ্গ বুঝিতে পারি না
এই হিজিবিজি লেখা; কেমনে বা তিনি
পাঠ করি, করিবেন মর্ম্মার্থ-গ্রহণ।

উড়িল কপোতবর চঞ্চুপুটে করি
পত্র; কুলায়-সংস্থিত শাবকাভিমুখে
ধায় বিহঙ্গম যথা মুখে আহারীয়
লয়ে, ধাইলা তেমতি ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধশ্বাসে
পারাবতরাজ। ছাদোপরে যশোবতী
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে, বিমানে দেখিতেছিলা
কখন আসিবে পাখী কি বারতা লয়ে।
আসিলা বিহগবর, দিলা পত্র হাতে,

পুলকে পূর্ণিত দেহ দেবী যশোবতী
পড়িলা সমনোযোগে, বুঝিলা সকল।
লিখি পুনরায় পত্র দেবী যশোবতী
পাঠাইলা সত্যরূপে ; বসিয়া দুজনে
পড়িলা সে পত্রখানি আনন্দ অন্তরে:—
"পরহিত ব্রতাচারী সন্ন্যাসী যাঁহারা,
যখন যেখানে তাঁরা করেন গমন,
সমুচিত সমাদরে হ'ন অভ্যর্থিত।
মোহিনী-সঙ্গিনী—নাম সুলোচনা দাসী,
নিবসে বাটীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র এক গৃহে,
তাহার দক্ষিণে প্রকাণ্ড অতিথিশালা।
অতিথি যখন কেহ আসেন, এখানে
পান থাকিবার স্থান ; নির্জনতাপ্রিয়
অতিথির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ভবন।
সহচরী সুলোচনা নিত্য আসে যায়
আমার ভবনে ; অভাব কি অভিযোগ
আসিয়া জিজ্ঞাসা করে ; উদ্দেশ্য অপর
কি আছে তাহার মনে পারি না বলিতে।
ভাবে বোধ হয় যেন কলুষ তাহাকে
পাঠায় এখানে ; কখন কি করি আমি,
গতিবিধি, কি ভাবে যাপিছি কাল,
এ সব আসিয়া সেই জানিয়া শুনিয়া
দুর্ম্মতি কলুষরামে জানায় গোপনে।"
পারাবত-আনীত পত্রিকা, সত্যরূপ

পড়িয়া, উত্তর লিখি করিলা বিদায়
বিহঙ্গমরাজে। শূন্য মাঝে শূন্যচর
দেখিতে দেখিতে লুকাইল নিজ দেহ।
সস্নেহে সম্ভাষি সঞ্জীবনীর নন্দনে
কহিলেন সত্যরূপ, "হেথাকার কাজ
হইয়াছে শেষ, মাত্র কালিকার দিন
আছে তব হাতে; প্রয়োজন যাহা যাহা,
সংগ্রহ করিয়া লও যত শীঘ্র পার।
যাইতে হইবে তথা সন্ন্যাসীর বেশে,
আমিও তদুপযোগী দ্রব্য-আহরণে
করিয়াছি মনোযোগ; পরীক্ষিয়া দেখ
সমাহৃত দ্রব্যজাত কুটীর ভিতরে।
পরিহরি পুরাতন বাস আপনার
নববাস এক বার কর পরিধান,
অনভ্যস্থ ছদ্মবেশে করহ অভ্যস্থ
আপনাকে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অরাতি-কলাপ,
নব বেশে সুসজ্জিত তোমায় যদ্যপি
সংকোচ করিতে দেখে, তখনি তাহারা
তোমার স্বরূপ রূপ পারিবে নির্ণীতে।
অতুল ধর্ম্মের শক্তি, অতুল প্রভাব!
অজ্ঞান মানব স্বচক্ষে দেখিয়া তাহা,
বুঝিয়াও নাহি বুঝে; এ মহীমণ্ডলে
হেন অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য আছে কি দ্বিতীয়?
অতি বড় পাষণ্ড, নাস্তিক, ধর্ম্মদ্রোহী,

অতি বড় উচ্চমনা, ধার্ম্মিক সুধীর,
অতি দীন, দুঃখী, অতি মূর্খ, বুদ্ধিমান,
সর্ব্ব শ্রেণী, সর্ব্ব প্রকৃতির নর নারী,
ধর্ম্ম-আবরণে সমাবৃত-অবয়ব
মানবে দেখিলে ; অতি যত্নে, সসম্মানে
নোয়ায় মস্তক তার শ্রীচরণ-তলে।
ধরমের ভাণে যদি এত সমাদর,
প্রকৃত ধরম তবে কত মূল্যবান,
সে ভাবনা মনে তারা ভাবে না কখন।
নিত্যানন্দ পুরে আজ প্রত্যুষ-সময়ে,
লোক-কলরব আর জনতার স্রোত
দ্বন্দ্বিতেছে পরস্পরে। চারিদিক হতে
কাতারে, কাতারে আসিতেছে লোকপাল
দেখিতে সন্ন্যাসীবরে। গ্রাম-পূর্ব্বভাগে,
বৃহদ্‌কায় মহীরূহ অশ্বত্থের মূলে,
উপবিষ্ট যোগী এক গম্ভীর-মূরতি।
স্থির, ধীর, অচঞ্চল, নির্ম্মল, ধবল,
ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটির প্রতিমা কে যেন
পূজা অন্তে রাখিয়া গিয়াছে তরুতলে!
সম্মুখে অনলকুণ্ড, মুদিত নয়ন,
চিন্তামগ্ন, বিভূতি-ভূষিত-কলেবর,
উপবিষ্ট যোগীবর অজিন আসনে।
সন্ন্যাসীর আগমন-বার্ত্তা লোকমুখে
শুনিলা কলুষরাম, পাঠাইলা দূত

আনিতে সন্ন্যাসীবরে আপন আলয়ে।
আনন্দে ছুটিলা দূত পালিতে আদেশ,
আইলা সন্ন্যাসী কলুষবাম-ভবনে।

কলুষ প্রণমি ও পাদপদ্মে, তাপস-সত্তম!
জনম সার্থক আজ; প্রসন্ন অদৃষ্ট,
ভবাদৃশ ধর্ম্মাত্মার শুভ আগমনে,
এই দীন, অধমের সামান্য কুটীরে।
পাপী মোরা, মোহে অন্ধ; সংসার-চিন্তায়
সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকি; বুঝিয়া না বুঝি
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য। পূর্ণ-প্রায় আশা যত,
পূর্ণ পার্থিব উন্নতি, মনের আকাঙ্ক্ষা
ছিল যত, পূর্ণ সব; কিন্তু সুখ কোথা!
কোথায় বা শান্তি; অবসাদে বিজড়িত
ইহারা সকলে; নাহি তৃপ্তি, নাহি শান্তি।
বাহ্যিক সম্পদ, বাহ্য-সুখ-আড়ম্বর,
যাহাকে স্বর্গীয় সুখ ভাবিতাম মনে,
হস্তগত হইল যে দিন; সে অবধি,
এই সব জীবনের মরু-মরীচিকা
বলি হইছে প্রতীতি, বোধ হয় যেন
ভুলায়ে ইহারা যত সংসারী-মানবে
পরমার্থ-ধন হতে করে প্রবঞ্চিত।
বিষয়-লালসা হরে চিত্ত-প্রসন্নতা;
উত্তেজনা, লালসার নিত্য-সহচরী,
মানসিক স্থৈর্য্য করে নাশ; বিনিবৃত্তি

লালসা লভে যখন, নষ্ট উত্তেজনা ;
সঙ্গে সঙ্গে নিরানন্দ, নিরাশা, হতাশ,
অলক্ষিতে আসি মনে করে অধিকার।
কিসে যে অভাব তাহা পারি না বুঝিতে,
কিসে যে অভাব পূর্ণ হয়, পাই তৃপ্তি,
পাই না খুঁজিয়া ; শূন্য দেখি এ পৃথিবী।
আত্মীয়-স্বজন কোথা ! সব শূন্যময়,
যে দিকে নেহারি সব অন্ধকারময় !
আমি যেন একা দাঁড়ায়ে সে অন্ধকারে
দিশে হারা হয়ে ডাকিতেছি যারে তারে ;
কেহ দেয় না উত্তর। কে আছে আমার !
হায়, কে দিবে উত্তর ! ডাকা মাত্র সার।
কেহ নাই ; আত্মীয় বান্ধব ছিল যারা
আছে তারা ; আমারি হইয়া আছে তারা
সত্য, কিন্তু আসিতে চায় না : এ হৃদয়ে
এই ধর্ম্ম-হীন, কর্ম্ম-হীন, নীতি-হীন
স্বার্থপর নীচমনে, নাহি চায় কেহ
আসিতে ; আসিবে কেন ? হৃদয়-বিহীনে
কে কোথায় স্বহৃদয় করিয়াছে দান ?
কাঁদি অন্তরঙ্গগণে জিজ্ঞাসি যখন,
কতই করেছি তোমাদের উপকার,
সে ঋণের কথা কেন না ভাবিয়া মনে
যাইছ আমায় ত্যজি ; তখনি তাহারা
বলে মোরে ; কোথা ঋণ ? আমাদের যাহা

আছিল পাওনা, তাহাই কেবল মোরা
করেছি আদায় ; যদি আমাদের তরে
কোন পাপকর্ম্ম করে থাক অনুষ্ঠান,
তার জন্য কেবা বল হতে যাবে দায়ী ?
যে যেমন কার্য্য করে, তার জন্য সেই
হয় দায়ী ; অন্যে কেন কর টানাটানি ?
করিয়াছ দেনা শোধ ; কি সম্পর্ক বল
আছে আমাদের আর তোমার সহিত ?
স্বার্থের ব্যবসা যাহারা করিতে আসে,
পরমার্থ-ধন তারা পায় কি কখন ?
অশান্তি অন্তরে করি জন্মেছিনু ভবে
বয়োবৃদ্ধি সহ তাহা প্রচণ্ড অনলে
হল পরিণত ; ঢালিনু প্রবৃত্তি-হবি
নির্ব্বাপিতে সে অনল — যন্ত্রণা-আকর,
দ্বিগুণ আবেগে তাহা জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্।
কত চেষ্টা করিলাম নিভাতে তাহাকে,
নিভিল না ; অন্তর-ভবন-খানি ছারখার
হইতেছে জ্বলিয়া পুড়িয়া। নিভিবে না
সে অনল যতদিন দেহে থাকে প্রাণ।
এই প্রজ্জ্বলিত, দুর্ব্বিষহ হুতাশন
হৃদয়ে ধারণ করি বেড়াইতে হবে,
এ দগ্ধ মরত ভূমে যতদিন বাঁচি।
শুনিয়াছি, তপোধন। বর্ত্তমান, ভূত,
ভবিষ্যত কালত্রয় হয় প্রতিভাত

মুনিগণ-দিব্যচোখে, প্রতিবিম্ব যথা
সুনির্ম্মল দর্পণ-ফলকে সৌরকরে।
পতন ও অভ্যুত্থান প্রকৃতির গতি,
মানবের অবস্থার গতি সেই মত।
আপনার শৌর্য্যবলে উঠিয়াছি আমি
গৌরবের শীর্ষস্থানে ; মনে নাই শান্তি.
পাইব না শান্তি ; কেবল জানিতে চাই
এই অবস্থায় মোর কাটিবে কি কাল ?
অথবা ঘটিবে অবস্থার বিপর্য্যয় ?
পাপ-কার্য্যে দিন যার হইয়াছে গত,
চির অনুতাপ তার অদৃষ্টের লিপি।
চাহিনাকো পুণ্য, সুখ ; অসম্ভব যাহা,
তাহার প্রার্থনা করা কে বলে সঙ্গত ?
যে উপায়ে পাইয়াছি এই উচ্চ পদ ;
হোক শত শত দুঃখ তাহাতে উদ্ভব
যত দিন আছে মোর জীবন এ দেহে,
পারি না করিতে ত্যাগ সে কাঙ্ক্ষিত ধনে।
দেখুন অদৃষ্টে কিবা আছে অতঃপর ;
পাইবার আশা যাহা নাহিক আমার,
তাহার প্রয়াসী নই ; সংসারের সুখ,
খ্যাতি, যশঃ, মান ফেলিয়া দিয়াছি দূরে
ইচ্ছা করি, এই উচ্চ পদের আশায়।
শুনিয়াছি লোক-মুখে, জানি না নিশ্চিত,
কর-রেখা-গণনায় আপনার মত

নাহি কেহ বঙ্গদেশে ; কোষ্ঠী-নিরমাণে
আপনি অসমকক্ষ। দয়া করি দাসে
গণনা করিয়া এবে দেখুন আপনি
ভুঞ্জিতে পারিব কিনা এই উচ্চ পদ
অব্যাহতভাবে ? ভবিষ্য-অদৃষ্টাকাশে
কি গ্রহ দেখুন মম করিছে বিরাজ।

বঙ্গানন্দ যা কহিলা, মহারাজ ! শুনিনু সকল,
সাধারণ লোকাপেক্ষা আপনার প্রাণ
বহুমূল্যবান ; সমাজের সুমঙ্গল,
সমাজের একতা-বন্ধন, নির্ভরিছে
আপনাতে ; ভবিষ্যত-গর্ভে, শুভাশুভ
কি আছে নিহিত, বিনা জনম-পত্রিকা
নিশ্চয় করিয়া বলা বড় সুকঠিন ;
বালকের ক্রীড়া নহে এ সব গণনা।
নির্জ্জন ভবনে বসি একটী সপ্তাহ
জনম-পত্রিকা লয়ে গণনা করিলে,
ভাগ্যফল পারি আমি করিতে নির্ণয়।
নহে মোর ঘর হেথা, কোথায় থাকিয়া
এই গুরুতর কার্য্য করি সম্পাদন ?
নির্জন আবাস-গৃহ থাকে যদি কোথা
দিন দেখাইয়া, তথা বসি দিবানিশি
আপনার কার্য্যে আমি থাকিব নিরত।
কিন্তু এই এক মম বিনীত প্রার্থনা,
বিরক্ত কেহ না যেন করেন সেথানে।

কলুষরাম আপনার এ বিহিত প্রার্থনা পূরণ
করা নহে কৃচ্ছ্র-সাধ্য ; এইখানে বসি
এখনই করিয়া দিব ব্যবস্থা সুন্দর।
সত্যরূপ-গৃহ পার্শ্বে সুলোচনা-গৃহ,
তাহার দক্ষিণদিকে আছে গৃহ এক
নির্জন ; তথা কেহ নাহি করে বাস,
আপনার পক্ষে সেই গৃহ উপযোগী।
সুচতুরা অতিশয় দাসী সুলোচনা,
আপনার যখন যা' হবে প্রয়োজন
আজ্ঞা-মাত্র সে তখনি পরম যতনে
যোগাইবে আনি ; জনম-পত্রিকা মম
এখনি আনিয়া দিব ; দিতেছি সেবক
দেখাইয়া দিবে সেই গৃহ আপনাকে।
প্রণমি চরণে দেব ! সপ্তম দিবসে
আজি হতে সপ্তম দিবসে, পাই যেন
জানিতে আমার ভাবী-অদৃষ্টের ফল।
চলি গেলা বঙ্গানন্দ, ভৃত্য-প্রদর্শিত—
নির্জন আলয়ে। সুলোচনা দাসী আসি
জিজ্ঞাসিলা বঙ্গানন্দে, "কহ, দেব ! কহ,
কি কাজ করিতে হবে। ডুবায়ে আঁধারে
কোন মহাবংশ, ধরেছেন যোগীবেশ ?"
"সময়ে বলিব" উত্তরিলা বঙ্গানন্দ।
দিবা অবসান প্রায়, নির্জন ভবনে,
উপবিষ্ট বঙ্গানন্দ ; যশোবতী সনে

কিরূপে হইবে দেখা এ চিন্তা মহতী
উদ্বেলিত করিতেছে তাঁহার হৃদয়।
সন্ধ্যার সময়ে, সঙ্গে দাসী সুলোচনা,
মহাদেবী বিলাসিনী—কলুষ-বনিতা
মৃদু মন্দ পদক্ষেপে আসিয়া তথায়
দিলা দেখা।

সুলোচনা — তপোধন! প্রণমি চরণে;
নির্জন আবাসে একা করিছেন বাস,
উপযুক্ত কাল দেখি আসিলাম পুনঃ
প্রভু-পত্নী সঙ্গে করি; ইনিই দাসীর
জীবনের সুখ-পথ-প্রদর্শিনী প্রভা,
ইঁহারি আলয়ে থাকি নির্ব্বিঘ্নে জীবন
করিতেছি অতিপাত দ্বিবৎসর কাল।
প্রাতেঃ যে আদেশ করেছিলেন আমায়,
স্মরণ করায়ে দিতে এসেছি এখন।
বয়সে যুবক দেখিতেছি আপনাকে
তাই সে জিজ্ঞাসি, কি হেতু সংসার ত্যজি
জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্ভোগ-সময়ে,
প্রেম-নীর-পূর্ণ-কূল এ ভরাযৌবনে
সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিছেন দেশে দেশে।
কেবা পিতা, কেবা মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী কেবা,
কাটি কোন্ যুবতীর ভালবাসা-পাশ,
ব্যথি সুকঠিন শরে বসন্ত সথায়,
কি উদ্দেশ্য সাধিবারে আগমন, দেব!

এইখানে ?

বঙ্গানন্দ আছে মনে সেই প্রতিশ্রুতি ;
স্বদেশবাসীর শুভ করিতে সাধন,
করেছি স্বেচ্ছায় এই আশ্রম আশ্রয় ।
পিতৃনাম নাহি জানি, হিন্দুশাস্ত্র মতে
অকারণে মাতৃনাম-উচ্চারণে পাপ ।
নাহি ভ্রাতা, নাহি ভগ্নী, এ জগতে কেহ ;
থাকে যদি জানি না তা' ; জনম গ্রহণ
করিয়াছি কোথা, তাহাও অজ্ঞাত মম ।
জন্মাবধি ভাসিতেছি অকূলে আকূলে,
কেমনি বলিব মোর জন্ম কোন কুলে ;
দুঃখিনী জননী মম কখন সে কথা
জানিতে আমাকে দেন নাই অবসর ।
প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁহারা কখন
না থাকেন এক ঠাঁই ; তাঁহাদের মত
আমিও কখন নাহি থাকি এক স্থানে ।
ঘুরি দেশ দেশান্তরে ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়াছি হেথা ; তোমাদের নেতা যিনি
সাদরে আহ্বান করি, আমারই হাতে
দিয়াছেন কোষ্ঠী তাঁর করিতে গণনা ।
ভবিষ্য-অদৃষ্টে আছে কি ফল লিখিত,
তাহাই গণনা করি সপ্তম দিবসে
শুনাইতে হবে । এই দীর্ঘ সাত দিন
আপনাদিগকে কষ্ট অশেষ প্রকার

হইবে সহিতে ; মহাপুণ্য হবে লাভ ;
নিরাশ্রিতে সহায়তা, মহত্ত লক্ষণ।
কঠিন জ্যোতিষী ধর্ম্ম, হইতেছে ভয়
সকলেই ভাবী শুভ করেন কামনা ;
কি জানি অশুভ যদি দেখি গণনায়
অপ্রিয় বলিতে হবে ; অপ্রীতি-ভাজন
ইচ্ছা করি কে হইতে চায় ? শুভাশুভ
সংঘটন করেন ঈশ্বর, গণনায় লোকে
জানে তাহা ; তাই বড় ভয় হয় মনে
সপ্তম দিবসে কার ভাগ্যে কিবা ঘটে !
করিব বিদায় তাঁরে, অথবা বিদায়
হইব আপনি, এই ঘোর দুর্ভাবনা
ব্যাকুলিত করিতেছে সতত আমাকে।

সুলো। কি বল, সন্ন্যাসি ! তাহা বুঝিতে না পারি,
সকল কথাই তব সন্দেহে জড়িত ;
কুটিলতা ছাড়ি সরলতার আশ্রয়
কর, দেব ! অবোধ আমরা, নাহি বুঝি
কি তোমার মনোভাব, খুলে বল সব।

বিলাসিনী রুদ্ধ কর সুলোচনা বাক্যদ্বার তব,
দুর্নিবার কুতূহল আকর্ষিছে মোরে
জিজ্ঞাসিতে এক কথা সন্ন্যাসীপ্রবরে।
বুঝিলাম সব কথা ওহে যোগীবর !
কিন্তু এক কথা আমি নারিনু বুঝিতে,
"বিদায় করিব তাঁরে অথবা বিদায়

হইব আপনি।” কি অর্থ ইহার বল ?
কলুষের ভাগ্যসহ একসূত্রে গাঁথা
আমার অদৃষ্ট ; সে কারণে এই কথা
জিজ্ঞাসি তোমায়। দয়িতা তাঁহার আমি,
তাঁর অমঙ্গল হলে মোর অমঙ্গল
ঘটিবে নিশ্চিত ; প্রকাশিয়া মনোভাব
নাশ আশঙ্কা আমার ; বুদ্ধিহীনা নারী,
খুলিয়া সকল কথা বলিয়া না দিলে
কেমনে বুঝিব ?

বঙ্গানন্দ কথাটা সামান্য অতি,
যথা ভালবাসা তথা আশঙ্কা বিষম,
প্রকৃতির রীতি ইহা ; মরা কিম্বা বাঁচা,
যাওয়া কিম্বা থাকা, এক মুহূর্ত্তের কথা
কেহ না বলিতে পারে ; তাঁর পক্ষে যাওয়া
সম্ভব যেমতি, মোর পক্ষে সেই মত।
ঈশ্বরের কাছে সম্ভব কি অসম্ভব
নাহি কিছু ; ক্ষুদ্র প্রাণী আমরা মানব,
যা' কিছু দেখিতে পাই আশ্চর্য্য সকলি।

বিলাসিনী ধীশক্তি বিহীনা নারী, না পারি বুঝিতে
তোমার এ বাক্যচয় প্রহেলিকাময় ;
থাকুক ও কথা ; বল, সন্ন্যাসী ঠাকুর !
আমার অদৃষ্ট-ফল ; এই লও হাত
সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করি প্রতি-রেখা প্রতি-
গণনা করিয়া বল ভাবী-পরিণাম।

বঙ্গানন্দ দেখিতেছি রেখা তব ; বাল্যকাল সুখে
গিয়াছে কাটিয়া ; হয়েছিলে নিপীড়িতা
বর্ত্তমান পতি হাতে, যৌবন-উদ্‌গমে।
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী কোন নিকট আত্মীয়া
বিমনা পতির মন ফিরায়ে কৌশলে
করিয়াছে আকৃষ্ট তোমাতে, উপস্থিত
সুসময় যাইছে তোমার—কিন্তু—থাক।

বিলাসিনী কিন্তু কি ? নীরব কেন, পরে যা হইবে-
প্রকাশিয়া বল, অতীত অতীতে গত,
তার জন্য সুখ, দুঃখ হইবার যাহা
গিয়াছে হইয়া ; ভাবীর জন্যই ভাবি।
উতলা হয়েছি বড়, কতদিন ধরি
যেন কোন অমঙ্গল, নহে বেশী দূরে,
আসিছে গ্রাসিতে মোরে ব্যাদিত বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে অন্তর হতাশে
উঠিতেছে কাঁদি ; বলুন উপায়, প্রভো !
না পারি ধরিতে ধৈর্য্য।

বঙ্গানন্দ আসিছে যে দিন,
নানাবিধ অমঙ্গল ঘটিবে অচিরে ;
যাঁহার ভাগ্যের সহ গাঁথা ভাগ্য তব,
বোধ হয় তাঁর অমঙ্গলে হতে পারে
তোমার অশুভ কোন ; তোমার উপরে
পতিত শনির দৃষ্টি ; জীবন থাকিতে
এ দৃষ্টির হাত হতে দেখি না নিস্তার।

যতদূর দেখিলাম, শুভ চিহ্ন কোন
পাই না দেখিতে।

বিলাসিনী। শুনিয়া তোমার কথা,
হে সাধুসত্তম! আতঙ্কে হৃদয়দেশ
কাঁপিতেছে থরথরি। ধর্ম্মাধর্ম্ম যত
বিসর্জ্জিয়া সব, এত কাল যত্ন করি
রোপিনু যে ফল, সিঞ্চিনু সলিলধারা
যার মূলদেশে অহোরহঃ, হায়, হায়!
অঙ্কুরিত না হইতে হইবে বিনাশ!
দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য মাঝারে,
কণ্টকের মূলচ্ছেদ করিতে করিতে,
পরিষ্কার করি পথ এক প্রান্তে আসি
পড়িনু আবার ঘোর দুশ্ছেদ্য জঙ্গলে।
অপনীত তেজঃ, শক্তি; কেমনে আবার
এ কণ্টক বন কাটি যাইবার পথ
করি আবিষ্কার? ভগ্নী, সম্পর্কে মোহিনী,
তাহাকে দেখিয়া, হায়! কলুষের মন
ধাইল সে দিকে, গণিনু প্রমাদ মনে,
ভাবিলাম জীবনের উদ্দেশ্য চরম
হইল বিফল; নারী জন্ম বৃথা মোর!
অতল সাগরে পড়ি দিশেহারা হয়ে,
ডুবিয়া যাইতেছিনু, কিন্তু ভাগ্যবলে
ঘোর ঘন মেঘাচ্ছন্ন হতাশ-আকাশে
দেখা দিল স্নিগ্ধজ্যোতিঃ পূর্ণ শশধর।

পরিহরি আমার প্রণয় অকৃত্রিম,
নির্ম্মম কলুষবাম আমার অজ্ঞাতে,
মোহিতে মোহিনী মন মোহের ছলনে
পাতিল কতই ফাঁদ। চতুরা মোহিনী
আমার দুর্দ্দশা দেখি, অথবা সম্ভব
কলুষ চরিত্রে পবি বীতশ্রদ্ধাবশে
প্রকাশিল অসম্মতি তাহার প্রস্তাবে।
বাধাপ্রাপ্ত প্রণয়ের প্রতিরুদ্ধ বেগ
বহিল উজান; সুমধুর সম্ভাষণে
আমার চরণ ধরি কত প্রেমালাপ
করিল আমার সনে; বলিতে সে কথা
বাসি বড় লাজ; পূর্ব্ব-দুর্ব্যবহার তার
পাসরিনু, ভুজলতা আপনা আপনি
বেষ্টিল বিটপীবরে। জানি না কখন,
কোন্ অবসরে পুনঃ শঠ-শিরোমণি
মোহিল মোহিনী-মন্ত্রে মোহিনীর মন।
জ্বলিল প্রচণ্ড বেগে তীব্র ঈর্ষানল
আমার হৃদয়ে; ভাবিনু যেরূপে পারি
পুড়াইব মোহিনীর প্রেম-শত দল।
অদৃষ্ট প্রসন্ন যবে, মনের আকাঙ্ক্ষা
অঙ্কুরিত হওয়া মাত্র হয় প্রস্ফুটিত।
হইল কলুষ পুনঃ আমাগতপ্রাণ,
আমি তার জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি;
যে দিকে তাহাকে বলি করিতে গমন,

দ্বিরুক্তি না করি ঠিক ধায় সেই দিকে।
বাল্যসখী মোহিনী আমার, সহোদরা
সমান তাহাকে আমি বাসিতাম ভাল ;
কিন্তু সেই প্রেমরজ্জু স্বহাতে স্ববলে
ফেলিনু কাটিয়া ; দিতে তারে অধঃপাতে
করিনু মন্ত্রণা কত। নিষ্ঠুর এ মন,
বাহিরে দেখায়ে তারে গাঢ় ভালবাসা
অন্তরে, অন্তরে, হায়! অন্তরালে থাকি
নাড়িনু কৌশলে কলুষ-কাঠির কল ;
প্রেরিনু তাহাকে সেবিতে পরের পদ
প্রবাসে ; এখন মনে হইতেছে ভয়,
অবলা উপরে এত ঘোর অত্যাচার
সহিবে কি ধর্ম্মে ? করেছি দুষ্কর্ম্ম যত,
আমিও কলুষরাম বিনা, এ সকল
জানে না অপর কেহ। জটিলা, কুটিলা,
অথবা মোহিনী, অথবা অপরা নারী
কেহই জানে না এই রহস্য বারতা।
ছদ্মবেশে আছি আমি ; এই ছদ্মবেশে,
যত দিন কলুষের মন পূর্ণভাবে
না পারিব অধিকৃতে, ততদিন ইহা
ধরিয়া থাকিতে হবে। এ বাটীর কেহ
চিনে না আমাকে। অন্ধকারে আছে তারা ;
থাকুক তাহারা সেই পূর্ণ অন্ধকারে।
তুমি মাত্র সুলোচনা চিনিয়াছ মোরে,

চিনিয়াই থাক ; যে ভাবে এতেক কাল
রাখিয়াছ সংগোপনে, আরো কিছুদিন
রাখ সেই ভাবে ; অঙ্গীকৃত পুরস্কার
বিলাসিনী দিবে তোরে সময়ে নিশ্চয়।
দেখুন পড়িয়া হাত সন্ন্যাসীপ্রবর
কি আছে অদৃষ্টে লেখা। কলুষের মন
যদ্যপি ফিরিয়া যায় মোহিনীর দিকে,
কি হইবে দশা ভাবিলে অন্তর কাঁপে।
পাপের পশ্চাতে নিত্য ঘুরে অমঙ্গল,
দেখে লোকে কিন্তু তাহা বুঝে কয়'জন !
বুঝে যারা তাহারা বা কার্য্য করে কোথা।
মুগ্ধ হয়ে প্রলোভনে বর্ত্তমান সুখে
হই মত্ত, সম্মুখের দিকে নাহি চাই।
এখন মোহিনী যদি পতি-প্রেম লভি
আমার উপরে করে প্রভুত্ব বিস্তার ;
অবশ্য আমাকে তার তীব্র তিরস্কার
নির্ব্বাকে সহিতে হবে ; কতই প্রবোধ
দিনু মনে, পাপ মন শুনে না সে কথা।
আসিয়াছি আশা করি, শুনিতে, হে দেব !
কি উপায়ে হবে মম অভীষ্ট সুসিদ্ধ।
গঙ্গানন্দ　বৃথা আশা, দেবি ! বৃথা তব আসা হেথা,
দুঃখ লয়ে জন্মে নর, জন্মিলেই দুঃখ ;
জন্মিবামাত্রই কাঁদে, সেই কান্না ক্রমে
বাড়ে, জীবনের গতি সনে। দুঃখাধীন

এ জীবন ; ভবিষ্যত-দ্বার খুলি নিজ হাতে
কত দুঃখ আছে তাহা দেখিয়া কি ফল ?
উপস্থিত দুঃখ যত তাহার সহিত
পরাক্রমশালী লোকে যুঝিতে যাইয়া
হয় পরাভূত ; সামান্য রমণী তুমি
কোথা তেজঃ, কোথা শক্তি, সাহস কোথায়
তোমার ? এ সব গুণ নাহি যে মানবে,
স্বাভাবিক দুঃখে সেই নিজে অবনত।
ভবিষ্যৎ দুঃখ বল কেমনে সে জন
চাপাইয়া তদুপরি বাঁচাবে জীবন ?
আপন বিপদ দেখি সমাগত-প্রায়
করেন ব্যবস্থা যথা সময়োপযোগী
বিজ্ঞজনে, স্থির চিত্তে তুমিও সে পথ
অনুসরি চল। ধর্ম্ম-পথে রাখ মতি
যে শক্তি, সাহস, পাপে করেছে হরণ,
পাবে পুনঃ ; নব তেজ, নূতন উৎসাহ,
হইবে হৃদয় মাঝে পুনঃ সঞ্চারিত।
অপার করুণাসিন্ধু জগত-বল্লভ ;
মন-প্রাণে বারম্বার ডাকিলে তাঁহাকে
অবশ্য পাইবে কূল অকূল পাথারে।
সামান্য পার্থিবসুখ প্রাপ্তির আশয়ে,
কত পাপ-কর্ম্ম করি, ভাবিয়া দেখিলে
আপনাকে ধিক্‌কারিতে ইচ্ছা হয় মনে।
নিজের সামান্য সুখ প্রতি লক্ষ্য করি

অপরের মহানিষ্ট করিতে কুণ্ঠিত
হই না কখন। সমাচ্ছন্ন মায়াঘনে
আমাদের মন ; ভাবি না একটীবার
আত্ম-পর নহে কেহ সকলি আপন।
প্রতিফলিত একই দিনেশ যেমতি
প্রতি জলাশয়ে ; পরমাত্মা সেইমত
একই, বিভিন্ন দেহে করিছে বিরাজ
বিভিন্ন প্রকৃতি ধরি ; সংকীর্ণ হৃদয়
আমরা সকলে ; মনের এ সংকীর্ণতা
আশ্রয় করিয়া হিংসা, দ্বেষ রিপুকুল
করে অবস্থান তথা। ভবিষ্যৎ-সুখ
সম্ভাবনা তব ভালে ; হিংসাবশে আমি
তোমায় বঞ্চনা করি লইতে প্রয়াসী।
হইলাম সুখী ; তুলনা করিয়া দেখ,
তোমার সুখের সহ আমার এ সুখ।
যে সুখ পাইনু আমি বঞ্চিয়া তোমায়,
বঞ্চিত না হলে তুমি পাইতে সে সুখ।
আমার এ সুখ, মিষ্ট প্রথম আস্বাদে ;
সে আস্বাদ পরে যবে অনুতাপ আসে,
তখন বুঝিতে আমি পারি মনে মনে,
বঞ্চনা করিয়া এক নিরীহ মানবে,
আমি ভুঞ্জিতেছি সুখ ; তখন, তখন,
সেই অনুতাপের দংশন, ঢালে বিষ
অন্তরের মর্ম্মস্থলে, হয় সঞ্চারিত

২৯

সর্ব্ব অবয়বে, অন্তর্দাহে দিবানিশি
জ্বলিতে পুড়িতে থাকি বিষম জ্বালায়।
পক্ষান্তরে দেখ ভাবি প্রবঞ্চিয়া পরে
নাহি করিতাম যদি সুখ অন্বেষণ,
কি হ'ত আমার ? আছিনু যে দুঃখে আমি
করিতাম ভোগ তাহা। চিরদিন দুঃখ
থাকে না কাহারো। অবশ্যই একদিন
লভিতাম শান্তি, এই অনুতাপানল
জ্বলিত না হৃদি মাঝে ; থাকিত হৃদয়
পবিত্র ; মহার্ঘ রত্ন কি আছে জগতে
বিনিময়-যোগ্য এই পবিত্রতা সনে ?
হোক সুখ, হোক দুঃখ তোমার আমার,
থাকিতে যদ্যপি পারি নির্ব্বিকার চিতে ;
কিছুই না হইয়াছে এইরূপ ভাবি
যদ্যপি করিতে পারি স্বকর্ম্ম-সাধন;
ধন্য নরজন্ম ! মায়া অভিভূত যারা,
তাহারা কর্ত্তব্য পথ হতে হয় চ্যুত।
কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি, জীবনের অপমৃত্যু,
জানিও নিশ্চিত। নিয়তি-লিখন-লিপি
কে খণ্ডাতে পারে ? অনর্থক তার তরে
চিন্তা করি লোকে, ভুলে কার্য্য আপনার।
ক্ষুদ্র নর আমি, দেবি ! ক্ষুদ্র বুদ্ধি মম
যতদূর পারে তথ্য করিতে নির্ণয়,
তাহাতে প্রতীতি হয় ত্যজিয়া সংসার,

অসার ভাবনা, চিন্তা ; কোন তীর্থ স্থানে
যাইয়া ঈশ্বর-ধ্যানে থাকিলে নিরতা,
সংসারের তাপ, ক্লেশ, দুর্ভাবনা আদি
স্পর্শিতে তোমায় নাহি পারিবে কখন।
নিবারিতে চাও যদি নিজ অমঙ্গল,
অদূর ভবিষ্য-গর্ভে বিনিহিত যাহা,
প্রত্যক্ষ গোচর যাহা করিতেছি গণি,
আমার যুকতি শুন, আছে শক্তি যত
চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদনে কর তা' নিয়োগ।
যা ঘটে ঘটুক ভালে, মহীরুহ সম
বিশাল সংসার-ক্ষেত্র উপরে দাঁড়ায়ে
শীতাতপ, ঝড়-বৃষ্টি, অশনিপতন
মস্তক পাতিয়া লও। ক্লান্ত পান্থ যত
যে আসিবে পাদদেশে, জীবনির্বিশেষে
আশ্রয় করিও দান শীতল ছায়ায়।
তুমি আমি দ্বিধা ভাব হৃদয়ে পোষণ
করিওনা পুনরায়, উদারতাবলে
অপরের সুখ দেখি নিজে হও সুখী।
এই পথে মন যদি পার লওয়াইতে
কত যে বিমল সুখ উপজীবে মনে,
তার তুলনায়, আপনার আকাঙ্খিত,
কাল্পনিক সুখ, দুঃখ বলি হবে বোধ।
স্বার্থজাত-তিক্তরস নাহিক তাহাতে ;
অবসাদ-পরিশূন্য, যত কর পান

ততই নূতন তেজঃ হবে সঞ্চারিত
দেহ মাঝে; আস্বাদন, সুমিষ্ট হইতে
মিষ্টতর, মিষ্টতম হইবে নিশ্চিত।
তাই, দেবি! সানুনয়ে করি এ প্রার্থনা,
আপন সন্তানস্থানে চরাচর জীবে
বসাইয়া, মাতৃস্নেহে অধিকার করি
বিশ্বজননীর পদ, বিশ্ব-প্রেম-দানে
বিশ্ববাসী-জন-মন করহ হরণ।

বিলাসিনী পাইলাম তৃপ্তি, সাধো! বাক্যসুধারস
করি পান। জানি আমি ঐহিকের সুখ
নহে বড় সুখকর; হইলেও নহে
চিরকাল স্থায়ী; অন্তর-আকাঙ্ক্ষা কভু
মিটে না তাহাতে। মনে মনে গড়ি এক,
হয় আর; যাহা গড়ি ভেঙ্গে যায় তাহা।
আপনার কথা শুনি পারিছি বুঝিতে,
এতদিন যত্ন করি আমরা উভয়ে,
গড়িয়াছি যাহা, সত্বর ভাঙ্গিয়া যাবে।
আমাদের আশা, সকল চেষ্টার ফল,
শীঘ্র হবে ভস্মীভূত। নাহি খেদ তায়,
অধর্ম্ম-প্রসূত-ফল নহে ফলোন্মুখী,
ধর্ম্ম-রৌদ্র-তাপে তাহা শুখাবে নিশ্চিত।
আর কেন? হে কলুষ! উঠাও বিপণি,
কত দিন বল ঠকাইবে ক্রেতাগণে,
ফুটিয়াছে তাহাদের জ্ঞানময় আঁখি,

মানে মানে চল এবে পলাই ত্বরায়,
পারি যদি পলাইতে প্রহরী-বেষ্টিত,
সংসার-নগর-দ্বার খুলিয়া গোপনে।
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এখনো যদ্যপি
না হইয়া থাকে, আর কেন বৃথা চেষ্টা!
নব পথ ধরি চল, মন কর স্থির,
তারে চালাও সুপথে; উদ্দেশ্য-বিচ্যুত
দিও না হইতে। ভুলে যাও পূর্ব্ব কথা;
কত আশা, সুখ-আশা, হৃদয়ে ধরিয়া
এসেছিনু খেলিবারে; জিতিতে জিতিতে,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে খোয়াইনু জ্ঞান,
হারাইনু মূলধন। স্বপক্ষীয় লোক
যে যাহা পাইল হাতে, চোখের সম্মুখে
লইয়া চলিয়া গেল; তাদের পশ্চাতে
দৌড়িয়া কি ফল! ফিরে এস, প্রাণসখা!
ত্রস্তে, ব্যস্তে, রিক্তহস্তে ফিরে যাই ঘরে।
প্রাণেশ কলুষরাম! কি আর তোমায়
বুঝাইব আমি; যে আশাতরী উপরে
বসিয়া ভাবিছ, হইবে সাগর পার,
দেখ হইয়াছে ছিদ্র তার তলদেশ।
যতই সময় হইতেছে অতিগত,
বর্দ্ধিত হইছে ছিদ্র-প্রসারতা তত।
কিনারা হইতে আসিয়াছ বহুদূরে,
ডুবিলে বাঁচার আশা পাই না দেখিতে।

যাইনু দেখায়ে দিতে সুপথ তোমায়
কতবার, শুনিলে না কথা ; বিনিময়ে,
ভালবাসা পরিবর্ত্তে পাইনু ভৎর্সনা।
ছাড়িতে গন্তব্য-পথ কৈনু অনুনয়,
দিনু কত পরামর্শ, শুনিলে না কাণে।
যতই দিতেছি বাধা, তত অগ্রসর
হইতেছ বিপরীত দিকে ; সাধ্য যাহা
করেছি তা'। ওই দেখ, চাও পূরোভাগে,
মুদিওনা আঁখি, মুদিলে কি ফল বল ?
দৃষ্ট জীব, নিজ আঁখি মুদি কি কখন
দর্শকের দৃষ্টিপথ পারে এড়াইতে ?
মহাপাপী, নীচাশয় স্বভাবতঃ যারা,
সোজা পথ দেখিলেও যায় না সে পথে।
খলের কুটিল গতি বিদিত জগতে !
ওই দেখ হতাশের ভীষণ মূরতি
আবরি দিগন্ত ঘোর ঘন অন্ধকারে,
হুহুঙ্কার করি আসিতেছে এই দিকে।
সরে যাও ! সরে যাও ! পলাও ! পলাও !
কি ভীষণ মুখাকৃতি ! অন্তরাত্মা ভয়ে
কাঁপে থরথরি ; শ্বাস-অনুতাপানল
এখানে পর্য্যন্ত আসি দহিতেছে দেহ,
করিছে রুধির-ধারা নীরে পরিণত।
দুঃখ-দন্ত-পুংক্তি দীর্ঘে হিমাদ্রি সমান,
সূচীসম সুচিকণ সূক্ষ্ম শীর্ষদেশ,

রুধিরাক্ত পাপীকুল-পিশিত-চর্ব্বণে ;
আক্ষিতি বিমান দেশ স্পর্শিয়াছে দেখ
বদন-বিবর ; তাহার ভিতরে জ্বলে
ভীষণ রৌরব-অগ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বকে।
কোথা যাই, কোথা যাই, পলাই কোথায় ;
দেখে যাও কে আছ গো, ডাকে বিলাসিনী,
পাপের কি শাস্তি এই জীবন্ত দশায়!
ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বল, যাহা কিছু চাই,
সকলি আছে এখন, এ সব থাকিতে
নাহি যেন কিছু ; সব অন্ধকারময়
দেখি কেন চারিদিকে ? জীবন্তেই এত!
সব থাকিতেই এত! একাকী যে দিন
চলিয়া যাইতে হবে, বিনা সহচর,
বিনা অর্থ, বিনা শক্তি ; শরীরস্থ যত,
মানসিক যত, গুণবৃত্তি সমুদয়
এইখানে রাখি—কেবল, কেবল মাত্র
কিল্মীষ-পসরা শিরে করিয়া বহন ;
তখন, তখন, হায়! কি হইবে গতি!"
এত বলি বিলাপিয়া দেবী বিলাসিনী
মুছিতে মুছিতে আঁখি ভবন উদ্দেশে
গুরুভারাক্রান্ত হৃদে বাড়াইলা পদ।

সুলোচনা কি কাজ আছে ঠাকুর! বল শীঘ্র করি ;
পুরুষের কাছে পুরনারী একাকিনী
বসিতে দেখিলে লোকে নিন্দিবে আমায়।

হও তুমি তপোধন, অথবা দেবতা,
বড় লজ্জা হয় মোর থাকিতে একেলা।
যদি কোন কার্য্য থাকে প্রকাশিয়া বল,
সত্বর সম্পন্ন করি চলি যাই ঘরে।

বঙ্গানন্দ — নাহি কোন কাজ, কেবল একটী কথা
অতি গোপনীয়, জিজ্ঞাসা করিতে চাই।
গোপনীয় কথা শুনি গোপনে, সুভগে!
করিওনা দূষ্যভাব অন্তরে পোষণ।
আগন্তুক আমি, ইচ্ছা শুনি তব মুখে
গ্রামের কাহিনী; লোকপরম্পরা শুনি,
নেতা যিনি এ গ্রামের, বিতাড়িত তিনি;
কন্যা তাঁর অবরুদ্ধা; সত্য কি এ কথা?
সত্যরূপ নামে খ্যাত সেই নেতৃবর,
কন্যা তাঁর যশোবতী; রূপে গুণে তিনি
অসামান্যা; মহেশ-মন্দির-পুরোহিত
আসিবার কালে মোরে দিয়াছেন বলি
দেখিতে তাঁহার হাত।

সুলোচনা — রসিক সন্ন্যাসী,
লাজ নাহি বাস মনে বলিতে এ কথা?
ভদ্র-কুল-বালা তিনি, বয়সে যুবতী,
তুমিও যুবক বট মোহন-মূরতি।
সন্ন্যাসীর সাজ ধরি, সন্ন্যাসীর কাজ
শিখিয়াছ ভাল!

বঙ্গানন্দ — ক্ষান্ত হও, সুলোচনে!

মানসে নাহি নিবসে মন্দ অভিপ্রায় ;
সন্ন্যাস যাঁদের ধর্ম্ম, সমান নয়নে
দেখেন তাঁহারা জীবে ; পুরুষ কি নারী
তাঁহাদের কাছে নাহি কোন ভেদাভেদ।
হয়েছিনু অনুরুদ্ধ কহিনু তোমারে,
বিশ্বাস না হয় যদি আমার বচন
যথা অভিরুচি তব কর সেই মত।

সুলোচনা। করিওনা ক্রোধ, শুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর !
ওই যে কথায় বলে "সাধু নহে চোর,
বোচ্‌কাতেই ধরা পড়ে।" তোমারও তাই
সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি দাও পরিচয়,
কার্য্যে বিপরীত ভাব করিছ প্রকাশ।
এতেক কহিয়া নীরবিলা সুলোচনা
অকস্মাৎ। বুঝি বা ভাবিলা, সাধু-কোপে
অকারণে কেন বা সে হইবে পতিত।
আবার ভাবিল মনে যদ্যপি কলুষ
সফল হয় কখন যশোবতী-লাভে,
যশোবতী-আধিপত্য কলুষ-সংসারে
হইবে অক্ষুণ্ণ। উপজীবিকা তাহার
দাসীবৃত্তি ; কুচরিত্র, নৃশংস কলুষে
কি বিশ্বাস ; সততই অব্যবস্থচিত।
দৃঢ়চেতা, মনস্বিনী দেবী যশোবতী,
তাঁর প্রিয়-কার্য্য যদি পারি সম্পাদিতে,
তাঁর ভালবাসা লাভ নহে অসম্ভব।

যদি দেবী যশোবতী নারী-শিরোমণি
শুনে লোকপরম্পরা, জনৈক সন্ন্যাসী
আসিয়াছ গ্রামে ; নিশ্চয় আগ্রহ করি
সাধুবরে চাহিবে দেখিতে ; অতএব
তাঁর প্রিয়-কার্য্য করি, মুষ্টির ভিতরে
যত্ন করি তাঁরে রাখা যুক্তি শ্রেয়স্কর।
মনে মনে এই চিন্তা করি সুলোচনা
সম্ভাষি সন্ন্যাসীবরে লাগিলা কহিতে
মধুর নিক্কণে ঃ—"উপশম ক্রোধ, দেব !
তোমার কামনা আমি করিব পূরণ।"
অপকার-সম্ভাবনা নাহিক যে কাজে,
এ দিকে অভীষ্ট-সিদ্ধ অল্প বা বিস্তর
যাহাতে হইতে পারে, কেন তাহা ছাড়ি।
এ মহা সুযোগে পাতি চাতুরীর জাল,
ছড়াইয়া প্রলোভন-খাদ্য তদুপরি
নির্জ্জনে একটা কোণে লুকাইয়া দেখি,
মহাদেবী যশোবতী অথবা সন্ন্যাসী
এই দুই বিহঙ্গের অবশ্য একটা
(দুইটী না পড়ে যদি) পড়িবে নিশ্চয়
এই জালে ; সুসিদ্ধ হইবে মনস্কাম।
এইরূপ বিচিন্তিয়া আরম্ভিলা পুনঃ
সুলোচনা, কণ্ঠস্বর—নবরসভরা ঃ—
"ক্ষম অপরাধ, প্রভো ! পাইয়াছ ব্যথা,
শুনিয়া আমার কথা, পরীক্ষিতে মন

ইচ্ছা করি রূঢ় বাক্য করেছি প্রয়োগ।
আকার, ইঙ্গিতে দেখি প্রকৃতই সাধু
তুমি, তপোনিধি! জ্ঞানহীনা নারী আমি,
ক্ষন্তব্য দাসীর দোষ, ক্ষমাই সন্ন্যাস,
ক্ষমাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম, ক্ষমা কর মোরে।
কি উপায়ে কোন্ কার্য্য সাধিব তোমার
কহ মোরে ; সাধ্য মম আছে যত দূর
পালন করিতে চেষ্টা করিব যতনে।
সর্ব্বদাই যাতায়াত যশোবতী-গৃহে
করি আমি ; যে সংবাদ করিবে প্রেরণ
দিব তারে, বল খুলি।"

বঙ্গানন্দ "দেশহিত-ব্রতে
উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, এসেছেন সাধু
এক, কর-লেখা তিনি জানেন গণিতে।"
এই মাত্র কথা তুমি বলিও তাঁহাকে।

সুলোচনা হারায়েছে স্বাধীনতা দেবী যশোবতী।
আমি হর্ত্তা, আমি কর্ত্তা, বিধাতা তাহার ;
আমি যা' বলিব, তাহাতেই যশোবতী,
হইবে সম্মতা ; জিজ্ঞাসা না করি তাবে
আমি তার পক্ষ হয়ে জানাই তোমাকে,
যদ্যপি বিশেষ কার্য্য নাহি থাকে হাতে,
কল্য দ্বিপ্রহর পরে আসিয়া আপনি
তোমায় লইয়া যাব দেখাইতে হাত।
কলুষরামের আজ্ঞা, যতদিন দেবী

পতিত্বে তাহাকে নাহি করিবে বরণ,
আত্মীয়-স্বজন-মুখ পাবে না দেখিতে।
একাকী কলুষরাম যায় না কখন,
যশোবতী সন্নিধানে। যখনি যাইবে,
আমাকে লইবে সঙ্গে। দুর্ম্মতি কলুষ
গিয়াছিল একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে
মহাদেবী যশোবতী আলয়ে একাকী।
বাঘিনী সন্তান-হারা গর্জ্জে যেই মত
সন্তান-হারকে দেখি, উঠিলা গর্জ্জিয়া
সেই মত দেবী যশোবতী ; ত্রাসে, ভয়ে,
কাঁপিতে কাঁপিতে পাপাধম, ঊর্দ্ধশ্বাসে
পলায়ে প্রাণের ভয়ে, বাঁচাইল প্রাণ।
তেজস্বিনী, মনস্বিনী, সত্যরূপসুতা,
সুকোমল দেহে যেন শুভ্র জ্যোতিঃ ঢালা,
প্রেম-পরিপূর্ণ-দৃষ্টি, হসিত-আননা,
বারেক দেখিলে তারে, প্রাণ যেন চায়
মিশিতে সে প্রাণে ; ভুলে সত্তা আপনার
কিন্তু যদি কেহ তারে রাগাইয়া তুলে,
সুষুপ্তা সিংহিনী যথা শীকারী দেখিলে
দুই চক্ষু লাল করি, ভীমমূর্ত্তি ধরি
উঠে গরজিয়া, সেই মত যশোবতী
গরজি জীমূত-নাদে করে আস্ফালন।
যশোবতী-গুণাগুণ কি বলিব মুখে,
স্বচোখে দেখিয়া তুমি করিও বিচার।

বিদায় হইনু এবে, কাল দ্বিপ্রহরে
আসিয়া করিব পূর্ণ অভিলাষ তব।
সুবিধার দিন বটে, যাইবে কলুষ
শীকার খেলিতে কাল সুদূর কাননে।
সন্ধ্যাবধি নিরুদ্বেগে সত্যরূপ-গৃহে
থাকিতে সময় পাবে নাহি কোন ভয়।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে যোগীবেশধারিণঃ বঙ্গানন্দস্য যশোবতী
কলুষয়ো মিলাপো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

সত্যরূপ-নিকেতনে নির্জ্জন কুটীরে
অজিন-আসনে উপবিষ্টা একাকিনী
দেবী যশোবতী । চিন্তাক্লিষ্ট, ক্ষুণ্ণ মন ;
উৎকণ্ঠার ক্ষীণ, কালিমাভ আবরণ
ঢাকিয়াছে আরক্তিম, বিরস বদন ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দু, বালুকণা যথা
উদ্ভাসিত হয় সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে,
বিভাসিছে সেই মত বহির্দ্বারাগত
আলোকের আভাপাতে চিবুকে, কপোলে,
গণ্ডদেশে । উৎপল-কোরক আঁখিযুগ
চাহি আছে মাটী পানে । ছায়া-অন্ধকার
দ্বারদেশে নিপতিত দেখিয়া সহসা
উঠাইলা নেত্র ঊর্দ্ধে দেবী যশোবতী ।
সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব, মূর্ত্তি সুগঠিত,
ভস্ম-আবরণে লুক্কায়িত তেজঃপুঞ্জ
সর্ব্ব-অবয়বে ; দেখিলা সন্ন্যাসী হেন
আসিছেন তার দিকে মৃদু পদক্ষেপে ।
নিস্তরঙ্গ পয়োনিধি বক্ষোদেশে যেন
আসিছে অর্ণবযান সুদৃশ্য, বিশাল
কাটি জল ; রেখা-শূন্য আগমন-পথ ।

পূরোভাগে সুলোচনা বহিত্রধারিণী,
পশ্চাতে সন্ন্যাসীবর কর্ণধার-রূপী।
ত্যজিয়া আসন দেবী বিদগ্ধ-বাসনা
মুনীন্দ্র চরণে প্রণমিলা সসম্ভ্রমে।
সলাজে, আরক্ত কণ্ঠে, শ্রুতি-স্নিগ্ধকর
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে, কহিতে লাগিলা দেবী :—
"বড় শুভদিন আজ লিখেছেন ধাতা
অধীনীর ভালে ; পবিত্র হইনু নিজে
সাধু-সন্দর্শন করি ; পবিত্র এ পুরী
সাধুপদ-রজে। অবরোধ-নিবাসিনী
স্বালয়ে বন্দিনী, ইচ্ছা থাকিলেও তাই
অশক্তা এ দাসী, স্বেচ্ছায় স্বগৃহ ত্যজি
যাইয়া দেখিতে ওই রাজীব-চরণ।
তবে যে দাসীর প্রতি অনুকম্পাবশে
এসেছেন দেখা দিতে সৌভাগ্য তাহার।
অবলা রমণী আমি জানি না কেমনে
সমাদরে সম্ভাষিতে হয় ভবাদৃশ
সাধুজনে ; মনোবিদ্ আপনারা সবে,
দৃষ্টি সদা মানবের অন্তর উপরে,
বাহ্য-আড়ম্বরে তুষ্ট নহেন কখন।
তাই আশা করি, প্রগল্‌ভা নারীর দোষ
করিয়া মার্জ্জনা, অন্তরের অন্তস্তলে
কত ভক্তি বিনিহিত করুন দর্শন।"
বঙ্গানন্দ জীবকুল-সুখ-দুঃখ যাঁহার ইচ্ছায়

হইতেছে সমুদ্ভূত, রহস্য যাঁহার
অক্ষম ভেদিতে নরে ; কি কার্য্য সাধিতে
দেন তিনি দুঃখ নরে, কিম্বা দেন সুখ,
সীমাবদ্ধ জ্ঞান লয়ে মানব সে সব
পারে না বুঝিতে। যাহা আসে, তাহা ভাল
এই মনে করি, দুর্গম সংসার পথে
যে চলিতে পারে, প্রকৃত মানব সেই।
কি কার্য্য সাধিতে জীব এসেছে সংসারে,
তাহা তারা নাহি জানে ; যে দশায় আসি
হয় নিপতিত, কার্য্য যদি করে তারা
অবস্থার উপযোগী, তাদের জীবন,
ধন্য ধরাতলে। কার্য্য-সম্পাদন-কালে,
সুখ, দুঃখ যাহা আসে, তাহাদের দিকে
না করিয়া দৃকপাত, কার্য্যে সদারত ;
কার্য্য-ফল-প্রাপ্তি-আশা না করি মানসে,
কেবল কার্য্যের তরে করেন করম ;
সর্ব্বদা ভাবেন মনে, ঈশ্বর তাঁহাকে
দিয়াছেন পাঠাইয়া এ ভবভবনে,
তাঁহার সুগুপ্ত কোন অভীষ্ট সাধিতে ;
তাহার কর্ত্তব্য মাত্র কার্য্য-সম্পাদন,
আর কিছু নহে ; হেন চিত্ত লয়ে যিনি
আপনার কার্য্য যাহা, তাহাতে সর্ব্বদা
হইতে পারেন ব্রতী, তিনি মহাজন ;
জগতে তাঁহার মত সুখী কে কোথায় ?

হউক সকল আশা সফল তোমার,
এই মম অন্তরের গাঢ় আশীর্ব্বাদ।
সংসার-বিরাগী মোরা, দুঃখিতের দুঃখ,
সন্তাপীর তাপ, দুষ্কৃতিকারীর ক্ষোভ,
পাপীগণ-অনুতাপ, প্রশমিত করা
আমাদের ধর্ম্ম। হৃদয়ে বেদনা কোথা?
কিসের কারণে সেই বেদনা উদ্ভব,
আছি অবগত সব; তদ্ভিন্ন অপর
যদ্যপি হইয়া থাকে কষ্ট অভিনব,
আপন আত্মীয় ভাবি প্রকাশিয়া বল
সরল অন্তরে। বিসর্জ্জন কর লাজ,
নিঃসংকোচে, অকপটে যাহা অভিরুচি
জিজ্ঞাসা করিতে পার, পাবে সদুত্তর।

যশোবতী স্থলোচনা সন্নিধানে বক্তব্য আমার
যাহা ছিল বলিয়াছি, অন্য কোন কথা
নাহি মোর বলিবার। করুন গ্রহণ
জনম-পত্রিকা মম; স্থির চিত্তে ঘরে
নির্জ্জনে বসিয়া গণিবেন ফলাফল।
সরমে মরমে মরি মানে না মানস,
কর-রেখা একবার করুন দর্শন।
শুনিয়াছি সামুদ্রিক শাস্ত্রে আপনার
আছে বেশ অধিকার। প্রসারিয়া হাত
ধরিতেছি আপনার নয়ন সম্মুখে,
দেখুন পড়িয়া কি আছে তাহাতে লেখা।

কত মনোকষ্টে দিন হইতেছে গত
জানেন অন্তর-যামী ত্রিদিবাধিপতি।
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভাবি নূতন বিপদ
ভ্রুকুটি করিয়া মোরে আসিছে গ্রাসিতে।
সর্ব্বদা চঞ্চল মন, সদা উচাটন,
কত ভাবি আকাশ, পাতাল, নাহি অন্ত
ভাবনার; অথচ কি ভাবি, কা'র জন্য,
পারি না বুঝিতে নিজে, ভাবি এই বুঝি
ক্ষুধাতুরা সিংহী যথা মৃগী দেখি দূরে,
সতৃষ্ণ নয়নে চাহি থাকে তার পানে;
আক্রমণ-সীমা মধ্যে আসিবে যখন,
তখনি তাহাকে ধরি মিটাইবে ক্ষুধা;
তেমতি সতৃষ্ণদৃষ্টি ধরি সুলোচনা
চেয়েছিল যশোবতীদেবী-মুখপানে।
ইচ্ছা ছিল সংগোপনে পড়িয়া দেখিবে
মনোভাব, শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত, চারুমুখে।
ঘোর ভ্রান্তি তার, অতল জলধি তলে
যে জল-তরঙ্গ বহে, গতি কি তাহার
বক্ষোপরে যায় দেখা? প্রশান্ত বদন
ব্রীড়া-বিমণ্ডিত, আরক্তিম-শতদল
সে মুখ মণ্ডল—দেখিল তীক্ষ্ণ নয়নে—
বিফল প্রয়াস! ফিরায়ে নয়ন-যুগ
চাহিল সাধুর পানে, দেখিল তথায়
রেখা-বর্ণ-বিরহিত গম্ভীর বদন।

মনের স্বভাব—অপরে দেখিতে চায়
স্বপ্রকৃতি-প্রতিবিম্ব ; দুর্জ্জন যাহারা
দেখিতে যদ্যপি পায় অনুরূপ ভাব
বড়ই আনন্দ লাভ করে মনে মনে ;
সুজনে দেখিলে তত্ত্বজ্ঞান লভিবারে
হয় সমুৎসুক, পরমার্থ করে লাভ।
সন্দেহ-সংস্থিতি-স্থান না দেখি তাহাতে
উজলি উঠিল সুলোচনার নয়ন।
ভাবিল দুরভিসন্ধি এ রূপ হৃদয়ে
পারে না বাঁধিতে বাসা ; মনের সংশয়
চলি গেল একেবারে ত্যজিয়া তাহাকে।
অবিশ্বাসী মন, তন্ন তন্ন করি যবে
অবিশ্বাস-অস্তিত্বের কোন নিদর্শন
না পায় দেখিতে কোন স্থানে ; সে সময়ে
অবিশ্বাস-গ্রন্থী তার শ্লথ হয়ে পড়ে ;
অবশেষে একেবারে অটল বিশ্বাস
খুলি সেই গ্রন্থী, নিজ গ্রন্থী দৃঢ়ে বাঁধে।
সুচতুরা সুলোচনা এ নিয়ম-হাত
না পারিলা এড়াইতে ; অবিশ্বাস-স্থানে
চাপিয়া বসিল আসি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
পূর্ব্ব-সতর্কতা তার হল দূরীভূত ;
জন্মিল বিশ্বাস দৃঢ় উভয় উপরে।
নর-মনোগতি এইরূপ নিরন্তর,
একজনে ছাড়ি যবে অন্য প্রতি ধায়

বাধা প্রাপ্ত হলে পথে, বিপরীত দিকে
অমনি ফিরিয়া আসে। ঘাত, প্রতিঘাত
উভয়-জগতে চলে একই নিয়মে।
খর-দৃষ্টি সাধুবর আর যশোবতী
বুঝিতে পারিলা সুলোচনা-মনোভাব।
দেখিলা উভয়ে শুভযোগ উপস্থিত,
অলক্ষ্যে আপন লক্ষ্য-বিদ্ধের সময়
সমাগত অনাহূত। শুভ অবসর
স্বহাতে পাইয়া কেবা করে হতাদর?
কহিলা সন্ন্যাসীবর দেবীকে সম্ভাষি :—
"সপ্তম অঙ্গুলী দীর্ঘে তদর্দ্ধ বিস্তারে,
হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট, তুলট কাগজ,
লালবর্ণ মসীপূর্ণ দোয়াত একটী,
বংশ-শাখা-বিনির্ম্মিত নূতন লেখনী,
সংগ্রহ করিয়া হেথা কর আনয়ন,
গণনার কার্য্যে আবশ্যক এ সকল।
এ সব সংগ্রহ হলে, দুয়ার সম্মুখে
বিছাইয়া কুশাসন, বসি যোগাসনে
দেখাইতে হবে মোরে পূতোদক ধৌত
বাম হস্তখানি। তোমার ললাট-লিপি
কি আছে লিখিত শুনাইব একে একে।
সাধুর আদেশ মত দেবী যশোবতী
আনি দিলা দ্রব্যজাত, দ্বার সন্নিধানে
বসিলা দুজনে, পশ্চাদ্ভাগে সুলোচনা।

প্রসারিয়া বামকর দেবী যশোবতী
ধরিলা সাধু-সম্মুখে ; বংশের লেখনী
ডান হাতে ধরি সাধু, কাগজে কখন,
কখন বা ভূমিতলে লাগিলা লিখিতে
কত কথা ; নীরবে দুজনে হেন মতে,
কাটাইলা দিবসের সার্দ্ধেক প্রহর।
নীরবে কতই কথা লিখিলা লেখনী,
নীরবে উত্তর কত দিলা যশোবতী
অঙ্গুলী-চালনে ; একবর্ণ সে কথার
বুঝিল না সুলোচনা। সংক্ষেপে আমরা
তাহার সারাংশ মাত্র দিতেছি উঠায়ে
সহৃদয় পাঠকের অবগতি তরে।
এ কথাটী এই স্থানে বলা আবশ্যক,
সর্ব্বদা দেখিবে অলীক-আনন্দে যারা
নিমজ্জিত স্বতঃ ; গভীর বিষয়ে তারা
নিয়োগিতে নারে মন। সুলোচনা যবে
পাইলা দেখিতে নীরবে বসি দুজনে
অর্থ-হীন, রস-হীন বিষয় লইয়া
নিস্পন্দ স্থাণুর মত যাপিতেছে কাল,
অশক্তা হইলা চিত্ত-স্থৈর্য্য সংরক্ষণে।
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া দ্রুত পদক্ষেপে
বিলাসিনী সন্নিধানে হৈলা উপনীত।
বিহায়সে বিচরণশীল বিহঙ্গম,
আনায় আবদ্ধ করি রাখিলে যেমতি

অস্থির হইয়া সদা ছট্‌ ফট্‌ করে ;
অবশেষে যদি কোন নির্গমন-দ্বার
তল্লাসিয়া পায়, ব্যস্তে, ত্রস্তে পলায়ন
করে দ্রুতবেগে, সুলোচনা সেই মত
বাহিরিয়া গৃহ ছাড়ি দূরিলা আয়াস।
একাকিনী উপবিষ্টা গৃহে বিলাসিনী,
সুলোচনায় পাইয়া আনন্দ অন্তরে
দুই জনে বসি আপন মনের কথা
এ উহাকে লাগিল বলিতে মৃদু স্বরে।
বুদ্ধিমতী যশোবতী, তীক্ষ্ণধী সন্ন্যাসী
উভয়ে দেখিলা, আপনি সুযোগ দেব
তাদের সৌভাগ্য বলে সম্মুখে আগত।
মন খুলি দুইজনে মনের বেদনা
একে অপরের কাছে লাগিলা কহিতে।

বঙ্গানন্দ
হইয়াছ অবগত আমার বিষয়
পিতৃদত্ত পত্রে—পারাবত সমানীত।
বিদূরিতে দেশ হতে পাপাত্মা কলুষে,
প্রতিষ্ঠিতে তব পিতৃদেবে স্বাধিকারে,
উদ্ধারিতে কারাগার হইতে তোমায়,
আসিয়াছি হেথা। যোগী ধর্ম্মানন্দ,
পিতৃকল্প ধর্ম্মবিদ, দেবী সঞ্জীবনী,
জননী-স্থানীয়া মহাদেবী ন্যায়ব্রতা,
সত্যাশ্রয় সত্যরূপ জনক তোমার,
সকলেই এই কার্য্যে সহায়তা মোরে

করিছেন সাধ্যমত। অনুচরগণ
ছদ্মবেশে নানা স্থানে করিছে বসতি,
অনুজ্ঞা পাইবা মাত্র যে কাজ বলিব
অকাতরে করিতে তা' রয়েছে প্রস্তুত।
আয়োজন প্রায় শেষ ; সতর্কে আমরা,
অতর্কিত ভাবে দুর্ম্মতি কলুষরামে
এমনি বিপদ জালে করিব পাতিত,
যেন সে হইয়া বাধ্য করে এ শপথ :—
"জীবন থাকিতে দেহে, আসিব না ফিরে
বঙ্গ মহাদেশে।" তার চির-নির্ব্বাসনে
বঙ্গের দুঃখ-রজনী হবে অবসান।
আজিকার দিন ধরি অষ্টম দিবসে
শেষ হবে এই কার্য্য হেন অনুমানি।
ভগবদ্-কৃপায় এই মহদনুষ্ঠান
যদ্যপি সফল হয়, বঙ্গের গৌরব
সকল সুসভ্য দেশে হইবে ঘোষিত।

যশোবতী স্বদেশ-মঙ্গল যদি পারেন সাধিতে,
সমাজ-কালিমা যদি হয় বিদূরিত,
প্রেমের সখ্যতাসূত্রে গ্রথিত যদ্যপি
হয় বঙ্গবাসী নর, ক্রমোন্নতি পথে
ধায় যদি অভ্যুদয় অব্যাহত-গতি,
বাঙ্গালী বলিয়া যদি হয় এই জাতি,
জাতি নামে পরিচিত এ নব উদ্যমে,
হৃদয় সহিত আন্তরিক ধন্যবাদ

দিবে ভূমণ্ডলবাসী যত সভ্য নরে ;
স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্গবাসী নরগণ
তোমার সুযশ, কীর্ত্তি করিবে কীর্ত্তন।
এ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়
থাকিবে তোমার নাম সুস্পষ্ট অক্ষরে
মুদ্রিত ; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে
প্রাতে শয্যা হতে উঠি উচ্চারিবে নাম
পূণ্যশ্লোক মত। আসিবে কি হেন দিন ?
আসিবে হইছে মনে ; আপনাঅপনি
আসিয়া কে যেন কাণে কহিছে আমায় :—
"তিষ্ঠ, দেবি যশোবতি ! দুর্দ্দশার দিন
হইতেছে অপগত, নাহি বেশী বাকি।
কাটিয়াছে গ্রহ তব, ভাবিওনা মনে ;
যে ভাবে এতেক কাল করেছ যাপন
আর কিছু দিন তুমি যাপ সেই ভাবে।
কর্ম্মক্ষেত্র-দ্বার দিব খুলিয়া সত্বর,
প্রস্তুত হইয়া থাক।" কবে যে আমরা
ত্যজিতে পারিব স্বার্থ, এই দুর্ভাবনা
জন্মাইছে ভীতি মনে। স্বার্থ-ত্যাগ-যাগে
স্বদেশ-হিতৈষী কত মহাত্মা পুরুষ
দারা, পুত্র, পরিজন—স্নেহের বন্ধন
স্বহস্তে কাটিয়া ফেলি, অম্লান বদনে
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজের জীবন
হাসিতে হাসিতে করেছেন বিসর্জ্জন।

জন্মভূমি শুভোদ্দেশে কেহ নিজ শির
করেছেন দ্বিখণ্ডিত কসাই কৃপাণে।
স্বদেশের, স্বজাতির সম্মান, গৌরব
রক্ষিতে মিবাররাজ কত কষ্ট ভোগ
করিয়াছিলেন পুরা দেখ তাহা ভাবি।
জাতি বলি যাহারা বিখ্যাত ভূমণ্ডলে,
তাহাদের ইতিহাস কর অধ্যয়ন,
দেখিতে পাইবে তথা শত শত লোকে
স্বজাতির, স্বদেশের উন্নতি কারণে,
আত্মীয়, স্বজন পানে না চাহি বারেক,
আপনার সুখ, দুঃখে দিয়া জলাঞ্জলি
করেছেন আত্মবিসর্জ্জন আর্ত্তদুঃখে।
মহাত্মাগণের এই জীবন-আলোক
পারে না কি বঙ্গবাসী নর কোন জনে
দেখাইয়া দিতে কর্ত্তব্যের রুদ্ধপথ?
মরণে কি এত ভয়? জীবনে কি মায়া
এত? যার জন্য উৎসর্গিতে পরাঙ্মুখ
এ ছার জীবন মাতৃ-চরণ-পূজায়?
পিতৃ, পিতামহ ক্রমে অসংখ্য পুরুষ,
যে মাতার কোলে বসি হয়েছি পালিত,
যে মাতার কোলে বসি আমরা সকলে,
প্রিয় পরিজন লয়ে করিতেছি বাস,
সে মাতার অধোগতি দেখি কি সন্তানে
নীরবে বসিয়া দিন কাটাবে খেলায়?

এ ভব-ভবনে নাহি দেখি কোন জাতি,
না জানে যে আমাদের প্রিয়মাতৃ-নাম ;
আমরা সন্তান হয়ে সেই মাতৃ-নাম
পারি না কি প্রতিষ্ঠিতে সুসভ্য জগতে ?
সভ্য বলি যে সকল প্রদেশ প্রসিদ্ধ,
তাহাদের চেয়ে কত লক্ষ লক্ষ গুণে,
আমাদের মাতা ভাল বাসেন সন্তানে।
রত্নগর্ভা, কামদুঘা জননী বাঙ্গালা,
যা’ চাহে সন্তানে যবে, অমনি আদরে
দেন তুলি যত্ন করি তাহাদের হাতে।
এমন মা কোথা পাব ? কার এমন মা!
অকৃতি সন্তান মোরা তাই সে বুঝি না
কত স্নেহ আমাদের জননীহৃদয়ে!
অনাদরে হেন মায়ে কেন বঙ্গবাসী
রাখিয়াছে এতদিন ? মাতৃ-যত্নে কেন
উদাসীন দেখি এত ? উঠে, পড়ে লাগি
এস ; দূরে ফেল সংকীর্ণতা ; মাতৃনাম
বিশ্বমুখে হোক নিনাদিত ; মুছে ফেল
স্বজাতি-কলঙ্ক ; সন্তানে সন্তানে এস
করি কোলাকুলি ; হৃদয় অনুপ্রাণিত
করি সমবেদনার সঞ্জীবনী রসে।
প্রবল প্রতাপান্বিত দেশ অধীশ্বর ;
বিরাজিছে চিরশান্তি সর্ব্বদেশময় ;
সম্রাটের কৃপাবলে যে দেশে যখন

জন্মিছে বিজ্ঞানবৃক্ষে নব নব ফল,
অনায়াসে তাহার সুস্বাদু, মিষ্ট রস
করিতেছ পান ; অসভ্য, বর্ব্বর জাতি,
যাহাদের স্পর্শে অপবিত্র অবয়ব
হইল, ভাবিতে মনে ; সম্রাট কৃপায়
তাহারাও ধীরে ধীরে সভ্যতা সোপানে
উঠিতেছে ; যে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন এতদিন
ছিল তোমাদের, জুড়িতেছে ক্রমে তাহা ;
জাতীয়তা বলি যাহা আছিল স্বপনে,
স্থূল অবয়বে হইয়াছে উপস্থিত,
পুরোভাগে দেখ চাহি মেলিয়া নয়ন।
সম্রাটের কৃপাবলে যা' ছিল অভাব
হইয়াছে পূর্ণ ; স্বদেশের সমুন্নতি,
স্বজাতির প্রতিপত্তি, জননীর খ্যাতি,
এ মাহেন্দ্রযোগে যদি না পার লভিতে ;
তবে যে পারিবে কভু, সে আশায় স্থান
দিওনা কখন মনে। এস বঙ্গবাসী,
এস ভ্রাতা, ভগ্নী, জননীর ম্লান মুখ
দেখিয়া তনয়া হেথা করিছে রোদন,
মুছাইয়া দাও ভগিনীর অশ্রুজল।
দুঃখিনী রমণী আমি ; কি আছে সম্বল
লবণাম্বু বিনা! মায়ের কি উপকার
আমা হ'তে হবে ; তোমরা সবল ভ্রাতা
ভগিনীর রোদনের কর প্রতীকার।

বঙ্গানন্দ ধন্য সে রমণী তুমি, ধন্য সেই দেশ
এমন রমণী যার অঙ্কে বিবর্দ্ধিতা।
এমন রমণী যদি বঙ্গে প্রতি গ্রামে
লভিত জনম ; বঙ্গদেশ-ইতিহাস
ধরিত আকার নব ; বঙ্গীয় সমাজ
পাইত নূতন শক্তি, সে শক্তি সংঘাতে
বিদূরিত হতো তার কলঙ্ক-কালিমা।
বঙ্গদেশ-নারীগণ ! মিনতি আমার,
যথাযোগ্য সম্ভাষণে, কাতরে, বিনয়ে
সবাকেই বলি, এ আদর্শ রমণীকে
সম্মুখে রাখিয়া, কর চরিত্র আপন
সংগঠিত ; হও দেবী যশোবতী মত।
সত্যরূপ-সুতে, জন্মভূমি-গরবিণি !
উত্তেজনা-পূর্ণ তব বাক্য সুধাময়
সঞ্চারিল দেহমাঝে উৎসাহ নবীন।
যে কার্য্যে দিয়াছি হাত, তাহার কারণে
অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জ্জিতে পারি প্রাণ।
মানবের সাধ্য যত, ক্ষুদ্র জীব আমি,
ততদূর শক্তি, বল, করিব প্রসার,
যা' ঘটে ঘটুক ভালে ভাবিব না মনে।
দুই চারি জনে কিন্তু এ দুরূহ কাজ
সম্পন্ন হইবে বলি হয়নাতো বোধ
স্বদেশবাসীর সমবেত শক্তি বিনা
এ কঠোর ব্রত শীঘ্র হবে উদযাপিত

হেন সম্ভাবনা কোথা ! জাতীয় উন্নতি,
স্বজাতির প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম, সম্মান
দুই চারিজন লোকে, একই পুরুষে
করিতে পারিবে লাভ হেন আশা বৃথা !
সমবেত শক্তিবলে বংশ-পরম্পরা,
সময়ের স্রোতাবেগ করিয়া নির্ণয়
যদ্যপি আমরা পারি হতে অগ্রসর
ক্রমশঃই উর্দ্ধদিকে, তা' হ'লে জানিব
জাতীয় উন্নতি দৃঢ়মূল, স্থিতিশীল।
ক্ষণিক আনন্দ বটে, উপস্থিত জয়ে
হইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু যত দিন
বঙ্গবাসী নর-নারী এ কার্য্য একত্রে,
এক প্রাণে, এক মনে চেষ্টা নাহি করে,
তত দিন পূর্ণ জয় আশা করা বৃথা !

যশোবতী ভবিষ্যৎ ভাবিবার নহে এ সময়,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওই দেখ বর্ত্তমান,
যথাযোগ্য আগে তারে কর অভ্যর্থনা।
বর্ত্তমানে সমুচিত সম্মাননা করি,
যখন সময় পাবে, ভাবীকে ভাবিতে
যাইও তখন। নিজ অভিরুচি মত
যাহাতে সম্পন্ন হয় কার্য্য উপস্থিত,
বিহিত বিধানে কর উপায় তাহার।

বঙ্গানন্দ সত্য এ ভারতী, কিন্তু ত্যজ দুর্ভাবনা,
উপস্থিত বিষয়ের আয়োজন যত

সকলি প্রস্তুত। সময়ের অপেক্ষায়
প্রতীক্ষা করিছে আমাদের লোক যত।
অরিকুলে পরাজয়ি বিজয়-সন্দেশ
শীঘ্রই তোমায়, দেবি! করিব প্রদান;
চাহিব তখন মনোমত পুরস্কার।
যে উপায় মনে মনে করিয়াছি স্থির,
যদি কার্য্য সেই মত পারি সম্পাদিতে
দেখিতে পাইবে তুমি বসিয়া এখানে
বিনা যুদ্ধ কিম্বা কোন যুদ্ধ-আয়োজন,
কলুষের স্বাধীনতা করিয়া বিনাশ,
সুদূর প্রদেশে তারে করিব প্রেরণ।
বাসনা হইবে পূর্ণ, এই আশা করি
প্রার্থিতেছি পুরস্কার তব সন্নিধানে।

যশোবতী কারাগার-নিবাসিনী অনাথিনী নারী,
ভাসিতেছি নয়ন-আসারে দিবানিশি,
আত্মীয়-স্বজন-ছিন্না; কি ভাবে আমার
যাইছে সময়, বুঝিতে পারিছ নিজে।
পরে যাহা দয়া করি দেয় অবহেলে
তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করি কোন মতে।
কি আছে আমার, যাহা দিয়া ওই পদে
মনের সন্তোষ-লাভ পারিব করিতে!

বঙ্গানন্দ সাধুপদে যদি মোরে কর অধিষ্ঠিত
কি অভাব বল তব? রত্ন, মরকত,
বহুমূল্য বলি যাহা বিদিত জগতে,

লোষ্ট সম জ্ঞান করে সাধু সে সকলে।
অন্তরে তাঁদের দৃষ্টি, আন্তরিক প্রেম,
অন্তরের ভালবাসা পবিত্র, বিমল,
তাহাতেই তুষ্ট তাঁরা।

যশোবতী — ভালবাসা! প্রেম!
জানি না কি ভালবাসা; সমানে সমানে
জন্মে যেই অনুরাগ, ভালবাসা নামে
করে লোকে অভিহিত তারে; অনুরাগ
নিম্ন দিক হতে যবে ঊর্দ্ধ দিকে ধায়
তাহাকেই প্রেম বলি; ভগবানে লোকে
যে ভক্তি দেখায়, তাহাকে ঈশ্বর-প্রেম
বলি বুঝে লোকে।

বঙ্গানন্দ — প্রেম আর ভালবাসা,
কার্য্যতঃ পদার্থ এক ভিন্ন ভিন্ন নামে।
ছোট বড় কি সমান, সকলেরি মাঝে
বিরাজিতে পারে এই বিশ্বব্যাপী প্রেম,
পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত।
পিতা-পুত্রে, পতি-পত্নী, শিষ্য-অধ্যাপকে,
প্রভু-ভৃত্যে, বিরাজে যে স্নেহ, ভালবাসা;
বাৎসল্য, ভকতি, প্রীতি, প্রেম আদি নামে
বিদিত জগতে।

যশোবতী — দুর্ব্বল রমণীগণে
বিপদ হইতে যিনি করেন উদ্ধার,
শত্রু হস্তে নিপতিতা রমণীকে যিনি

দেন মুক্তি, কি অদেয় সে মহাপুরুষে ?
যতরূপ ভালবাসা করিলে উল্লেখ
ভকতিই দেখিতেছি উচ্চতম স্থান
করিতেছে অধিকার ; জগদীশে লোকে,
কিম্বা ঐশ্বরিক-গুণ-বিশিষ্ট মানবে,
ভকতি দেখায়। সেই ভক্তি আন্তরিক,
সানন্দে, কৃতজ্ঞ-চিত্তে অসহায়া নারী
তোমাকে করিছে দান ; কি আছে তাহার,
সেই ভক্তিধন বিনা ? কিন্তু যোগীবর !
জিজ্ঞাসি একটী কথা সম্ভ্রমে তোমায়,
নিষ্কাম যাঁদের ধর্ম্ম, তাঁহারা কামনা
করি কেন, হইতে চাহেন ধর্ম্মচ্যুত !
আরও জিজ্ঞাসি, অনর্থক কেন, দেব !
আপনা হইতে যাহা পাইবেন নিজে,
তাহার প্রার্থনা করি অনুদার ভাব
দেখাইতে হইছেন ইচ্ছুক আপনি ?
চাহিয়া যাহা না মিলে, না চাহিলে মিলে,
চাহিয়া কি ফল ? চাহিবার ধন কি সে ?

বঙ্গানন্দ স্থলোচনা গেছে চলি, স্থলোচনে এবে
পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরি, দেবি ! চাও মোর পানে।
যে উচ্চ যশোশিখরে তুলিয়াছ তুমি
অভাজনে, অনুমান পরাহত-দৃষ্টি।
সাধু সাধু সম্ভাষণে অসাধু অধমে,
ডাকিয়া লজ্জিত কেন করিছ আমায় ?

দেখিবার পূর্ব্বে পাইয়াছ পরিচয়,
তবে কেন সাধু-শ্রেণী ভুক্ত করি মোরে
সাধু নামে দিতেছ কলঙ্ক? সাধু যাঁরা
তাঁহারাই উপযুক্ত ভক্তি অধিকারী।
সামান্য সংসারী আমি, তোমারই মত;
তব গুণাবলী যত আছি অবগত,
তাহার তুলনে আমি নরাধম পশু।

যশোবতী বাহ্যাকৃতি নহে সাধুজন-নিদর্শন;
মনে করিও না তব বেশ ভূষা দেখি
বরিয়াছি সাধুপদে; সাধুজনোচিত
কার্য্য করেন যাঁহারা, সাধু নামে তাঁরা
বিখ্যাত জগতে। হও বা না হও সাধু,
কিবা আসে যায়? কার্য্যে তুমি মহাসাধু।

উভয়ের কথাবার্ত্তা না হইতে শেষ,
দাসী সুলোচনা আসি দিলা সমাচার:—
"সুপ্রসন্ন তব ভাগ্য, দেবি যশোবতি!
অবগত আছ তুমি মৃগয়া করিতে
গিয়াছিলা আহারান্তে কাননে কলুষ,
রিক্ত হস্তে এসেছেন ফিরে; শুনি এবে
মিথ্যা এই কথা; মনোগত অভিপ্রায়
আছিল অব্যক্ত। এখন শুনিতে পাই,
লোকে পাছে দোষারোপ করে কার্য্যে তাঁর,
এই ভয়ে মনোমাঝে মন্দ মতলবে
লুকাইয়া রাখি, মিথ্যা-জনরব-মুখে

দিয়াছিলা রটাইয়া মৃগয়া করিতে
যাইছেন তিনি দূর নিবিড় কাননে।
আমি সুলোচনা, আমার লোচন-দৃষ্টি
কে রোধিতে পারে ? কলুষের মুখ দেখি
ভেবেছিনু মনে মনে, অবশ্য রহস্য
আছে ইহার ভিতরে ; করিনু সন্ধান
গোপনে গোপনে চারিদিকে ; ব্যর্থ চেষ্টা,
হইল না কোন ফল ; আকাশ, পাতাল
কত যে ভাবিনু তাহা বলিতে না পারি।
মনে মনে আপনাকে কতই ধিক্কার
দিনু, এক মুখে তাহা পারি না বলিতে।
ভাবিলাম, থাক্, রে কলুষ ! থাক্ তুই !
কার সাধ্য বল, সুলোচনার লোচনে
দেয় ধূলি ? ডালে ডালে বেড়াইছ বলি,
ভাবিয়াছ চতুরের শিরোমণি তুমি :
জান না যে সুলোচনা, পাতায় পাতায়
ভ্রমিয়া বেড়ায়। সুলোচনা, চতুরতা
তোমাকেই শিখাইতে পারে বর্ষকাল।
সুলোচনা মুদি আঁখি ঘুরে ভূমণ্ডলে,
তাই লোকে বুদ্ধিহীনা বলি উপহাস
করে তারে। সুলোচনা খুলে না লোচন
বিনা প্রয়োজনে ; হয় যদি প্রয়োজন,
তখন সে আঁখি খুলি লোকের হৃদয়
দর্পণের মধ্যগত প্রতিবিম্ব মত

সুস্পষ্ট দেখিতে পায়।

যশোবতী কি শুনিলি, বল
সুলোচনা ; উপক্রমণিকাতেই শেষ
করিলি সময়, মূল কথা গেলি ভুলে।

সুলোচনা কেন গো ভুলিয়া যাব ? ভুলিবার মেয়ে
নহি আমি ; সুলোচনা ভুলে যাবে ? ভুল,
ভুল, তোমারই ভুল। সন্ন্যাসীঠাকুর!
উঠিতেছ কেন ? শুন, সন্ন্যাসীঠাকুর!

বঙ্গানন্দ কতক্ষণ বল দেখি ধৈর্য্য ধরি লোকে
বসিয়া থাকিতে পারে ? কি কথা বলিবে,
শীঘ্র করি বল।

সুলোচনা এই বুঝি যোগাভ্যাস,
সন্ন্যাসী তোমার ? যোগসিদ্ধি, ধৈর্য্য বিনা
কভু কি সম্ভব, দেব ? দিন, পক্ষ, মাস,
বৎসর, বৎসর, যুগ যুগ ধরি,
নিবিষ্ট মানসে সদা চিন্তামণি-চিন্তা
না করিতে পারে যেই, সে কি হয় যোগী ?
তোমরা দুজনে বেশ পেয়েছ সুযোগ ;
সংযোগের আশা কত পুষেছিলে মনে,
আমাকে দেখিয়া কেন অমনি বিয়োগ
হইয়া যাইতে চাও ? বস, যোগীবর !
সুলোচনা বুঝে যোগাযোগ, অনুযোগ
হবে না করিতে ; যোগশাস্ত্রে সুলোচনা
যোগী-যজনীয়া।

যশোবতী কি আপদ, কি আপদ!
যাও, যোগীবর! তুমি আপন আলয়ে,
মত্ততায় পাইয়াছে ইহাকে এখন,
কি ফল থাকিয়া হেথা?

সুলোচনা বিফল! বিফল!
প্রথম পাগল যোগী, দ্বিতীয় কলুষ,
তৃতীয়ার স্থানে দেখি দেবী যশোবতী,
তিনের মত্ততা দেখি মত্তা সুলোচনা
না হইবে কেন? চুম্বক-সংসর্গে আসি
আয়স তাহার গুণ পায় অনায়াসে।
কি ফল, কি ফল বল থাকিয়া হেথায়?
নীরস মাটীতে ফল করিলে রোপণ
ফল-প্রাপ্তি আশা করা সুদূরের কথা,
অঙ্কুরে বিনষ্ট বীজ। চাও যদি ফল
মাটীকে ভিজাও আগে; না ভিজিলে মাটী;
সব মাটী, সব মাটী; ফলের প্রত্যাশা,
বিফল—বিফল!

যশোবতী থাম, থাম, সুলোচনা,
কেন বকাবকি এত? কে তোরে ডাকিল হেথা?

সুলোচনা কে কারে ডাকিয়া থাকে? কে ডাকিল বল,
তোমার এ যোগীবরে? আপনার কাজ
সকলে করিতে আসে, কে কারে ডাকিবে?
তুমি যাও, আমি আসি, কেহ নাহি ডাকে;
প্রয়োজন বিনা বল কোথা ডাকাডাকি

এ সংসারে। একাকিনী এ সংসার হাটে
শূন্য পাত্র হাতে করি বসিয়া রয়েছি,
যে ডাকিবে তার ভার, তাহার আলয়ে
পৌছাইয়া দিয়া, নিজের মজুরী লয়ে
আসি পুনঃ ফিরে। তুমিও গো একদিন
ডেকেছিলে মোরে ; কলুষরাম তোমায়
ডেকেছিল একদিন। আসিবে যখন
হাতে কাজ, তখনি আবার ডাকাডাকি
হইবে করিতে। ভেবেছিনু সুসন্দেশ
আনিয়া তোমায় কিছু দিব উপহার
অযাচিত ; কিন্তু তব ক্রূর ব্যবহার
ঘটাইল পরমাদ ; সুলোচনা যারে
দেখে সুলোচনে, বড় ভালবাসে তারে।
ডাকিলে পাওনা যারে, না ডাকিতে যদি
আসিয়া সে হয় উপস্থিত ; এই মত
অভ্যর্থনা করা কি বিহিত ? যাই তবে,
ডাকাডাকি না করিলে আসিব না ফিরে।

যশোবতী যদ্যপি উত্তর ঠিক দাও সুলোচনা,
জিজ্ঞাসি একটী কথা, যে ভাবে এখন
ছুটিতেছে মুখ, জিজ্ঞাসিতে পায় ভয়।

সুলোচনা অভয় দিতেছি, নির্ভয়ে আমাকে বল
কি জিজ্ঞাস্য আছে। নির্জনে পুরুষ সনে
বলিতে মনের কথা পাওনাকো ভয়,
সুলোচনা নারী মাত্র, স্বজাতি তোমার,

তার কাছে এত ভয় ? পারি না বুঝিতে ।
ছুটাইতে মুখ আসে নাই সুলোচনা
ছুটাছুটি করি ; তুমিও কলুষরাম
করিছ যে ছুটাছুটি, তাহাই দেখিতে
সুলোচনা চারিদিকে করে ছুটাছুটি ।
তোমাদের ছুটাছুটি ক্ষান্ত হবে যবে,
ছুটাছুটি কাছে ছুটী পাইবে নিশ্চিত
সুলোচনা । এ বিশাল বিশ্বে ছুটিতেছে
জীবগণ যত, শুধু সুলোচনা নয় ।
কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, কেহ ধীরে ধীরে,
ছুটিছে সকলি ; সুলোচনে দেখ তুমি,
কে কোথায় বল চাহি আছে স্থির ভাবে
বসি ? চক্ষু মুদি কেহ, কেহ চক্ষু মেলি,
কেহ ঊর্দ্ধদিকে ছুটে, অধোদিকে কেহ ।
হস্ত, পদ ভাঙ্গি কেহ অতল গহ্বরে
যাইছে পড়িয়া, তবু কিন্তু ছুটাছুটি
সেখানে থাকিয়া করিতেছে দিবানিশি
উঠিতে উপরে ; থামে না তো ছুটাছুটি ।
ধাইতেছে ঊর্দ্ধদিকে যারা, তাহারাও
যতই উঠিছে, ততই উপর দিকে
যাইবার তরে করিতেছে ছুটাছুটি
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ; যে দিকে চাহিয়া দেখি
সর্ব্বত্রই ছুটাছুটি পড়ে দৃষ্টিপথে ।

যশোবতী ক্ষান্ত হও, সুলোচনে ! ভাঙ্গিতেছে দেখ

ধৈর্য্যবাঁধ ; দয়া করি বল যদি, বল,
নতুবা—

সুলোচনা চলিয়া যাও ; ইহাই বলিবে,
বুঝিয়াছি আমি। ধৈর্য্যহীনা যারা,
সুলোচনা তাহাদের সংস্রবে মিশিতে
নহে বড় অভিলাষী। রমণীর ধৈর্য্য,
পুরুষের শৌর্য্য, দেখিবে অভাব যথা
উভয়েই ক্লীবলিঙ্গ জানিও নিশ্চিত।
নপুংসক জাতি সহ কথোপকথন
সুদূরের কথা, মুখ-সন্দর্শন করা
অবিধেয় শাস্ত্র মতে। কথা শুন, দেবি !
হারায়োনা ধৈর্য্য ; সুখে থাক, দুঃখে থাক,
ধৈর্য্যচ্যুত হও যদি হারাইবে সব।
দুঃখময় এ জগত ; স্বীয় দুঃখভার
বহন করিতে যেই পারে অনায়াসে,
নিরুদ্বেগে পারে সেই কাটাতে জীবন
স্বকর্ত্তব্য সাধি। ধৈর্য্য ধর যশোবতি !
ভাঙ্গিও না ধৈর্য্যবাঁধ, ধৈর্য্যাশ্রয় করি
স্বনাম সার্থক কর। মনের মহত্ব
ধৈর্য্যোপরি সংস্থাপিত। চিত্ত-প্রসন্নতা
ধৈর্য্য না থাকিলে লাভ হয় না কখন।
এই ধরাধাম ধৈর্য্যের আশ্রয়-ভূমি ;
ধৈর্য্য-আতপত্র শির উপরে বিস্তারি
সংসারের পথে কর সুখে বিচরণ।

রোদ, বৃষ্টি যাহা কিছু হবে নিপতিত
মস্তক উপরে, পারিবে না পরশিতে
শিরোদেশ তব—

যশোবতী
সুলোচনা, সুলোচনা,
এই কি তোমার, বোন্! রঙ্গের সময়?
কত দুঃখ, কত কষ্ট, দুশ্চিন্তা মাঝারে
পড়ে আছি আমি; হয় না একটু দয়া
আমার এ দুর্দ্দশায়? তুমিও তো নারী!
রঙ্গ করিবার, হায়! এই কি সময়?

সুলোচনা
কোথায় দেখিলে রঙ্গ? এই যদি রঙ্গ,
সংসারের রঙ্গমঞ্চে যাহা কিছু দেখ
সকলই রঙ্গ। সুখ, দুঃখ, শোক যত
সময় তরঙ্গে সবে রঙ্গ করি ভ্রমে,
কেহ উঠে, কেহ ডুবে, আসে আর যায়;
জীব-স্রোত-গতি প্রতি লক্ষ্য কর যদি,
এই রঙ্গে পরিপূর্ণ ভব-রঙ্গালয়।
ছেড়ে দাও সুখ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ভাবনা
জীবনের নিত্যসহচর; তাহাদের কথা,
ভাবিও না মনে; যথায় যাইবে তুমি
তাহাদের একজন অথবা অনেকে
ঘুরিবে তোমার সঙ্গে ডাক বা না ডাক।
আসিয়াছ ধরাধামে সেদিন হইতে
নিত্য-সহচর তব হইয়া ইহারা
ঘুরিতেছে সঙ্গে সঙ্গে, ডরায়ো না, দেবি!

তা' সবারে দেখি। নিজ কার্য্য করি চল,
তাহারা তোমার সঙ্গে আছে কিম্বা নাই
কি কাজ ফিরিয়া দেখি। মনে সদা রেখ
কাছে কিম্বা দূরে নিত্যই থাকিবে তারা।

যশোবতী কি সংবাদ এনেছিলে কহ, সুলোচনে!
পিতার সংবাদ কিছু পেয়েছ কি তুমি?
জনরবে চারি দিকে করিছে ঘোষণা,
দুরন্ত কলুষরাম করিছে মন্ত্রণা
বিপাকে ফেলিতে পুনঃ জনকে আমার।
তুমি যদি জান কিছু কহ তা আমারে।
অনাথিনী আমি, নাহিক শকতি হেন
উদ্ধারিতে; তবু যে শুনিতে ইচ্ছা কেন,
পারি না বলিতে। বল শুনি, সুলোচনে!
অনুগতা, অভাগিনী, অবলা উপরে
করিও না উৎপীড়ন। স্বচক্ষে দেখিছ
কি দুর্দ্দশায় আছি আমি; দয়াবতী তুমি:
রমণী-হৃদি-সুলভ করুণার রস
বহিছে তোমার পেশী, ধমনী, শীরায়।
আর কাঁদায়ো না মোরে, কাঁদিতে কাঁদিতে
কাটাতেছি কাল; আমার সমান
কে আছে লো অভাগিনী! কতদিন তুমি,
এই দুই নয়নের অবিরল ধারা
মুছায়ে দিয়াছ আপনার বাসাঞ্চলে,
দেখ তাহা মনে করি; মুছায়েছ যাহা

নিজে, দিতেছ আনিয়া কেন পুনঃ তাহা
সেই চোখে। সুলোচনা দেখ করি মনে,
যে দিন জনক মোর হন বিতাড়িত,
পড়েছিনু, কত ক্ষণ পারি না বলিতে
ধূল্যাবলুণ্ঠিতা, রোরুদ্যমানা, প্রাঙ্গণে।
কলুষের ভয়ে কেহ না দেখিল চাহি
মোর পানে ; একমাত্র তুমি সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়-স্থিত দয়া-প্রস্রবণে
নিমজ্জিত করি কলুষের নির্য্যাতন,
মাতৃ-স্নেহাবেগে, মাতৃ-কোল-বিরহিতা,
আমাকে লইয়াছিলে যত্নে কোলে করি ;
মুছাইলে গাত্র ধূলি ; আনিলে চেতনা,
চেতনা-বিহীন মম নিস্পন্দ শরীরে।
আর একদিন, যে দিন কলুষরাম,
তোমায় লইয়া সঙ্গে আমার ভবনে,
এসেছিল আমায় ভুলাতে প্রলোভনে ;
করায়ত্ব করিতে যাইয়া নরাধম
যখন দেখিল তার চাতুরী সকল
হইল বিফল ; কটুবাক্যে নানাবিধ
আঘাতিল মর্ম্মস্থলী, রোষাবেশে আমি
আছাড়িয়া পড়িনু ভূতলে জ্ঞানহারা ;
আঘাতে মস্তক হতে দর দর বেগে
বহিল রুধির ধারা, তিতিল বসন,
কে আমার শিরোদেশে সলিল-সিঞ্চন

করেছিল শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিরলে ?
তুমি তা ভুলিতে পার, দয়াবতী তুমি,
অহোরহঃ কতজনে করিতেছ দয়া।
যাঁহারা করেন দয়া পরদুঃখ দেখি
ভুলিতে পারেন তাঁরা ; দয়া-পাত্র যারা
অকৃতজ্ঞ নহে যদি, তাহারা কখন
সে দয়ার কথা নাহি হয় বিস্মরণ।
ব্যথিত অন্তর মম, দাও, সুলোচনে !
মুছায়ে নয়ন-জল, কাঁদায়ো না আর
হতভাগিনীকে। জানি আমি ভাল মতে
কলুষ কখন নিজ গূঢ় অভিপ্রায়
বিশ্বাস করিয়া নাহি করিবে প্রকাশ
তোমার নিকটে। আপন অনুসন্ধানে
যাহা তুমি পারিয়াছ জানিতে কৌশলে
প্রকাশিলে তাহা, বিশ্বাস-ঘাতক-পাপ
না পারিবে পরশিতে তোমার অন্তরে।

সুলোচনা — বিশ্বাস-ঘাতক-পাপ থাকিবে যথায়
সুলোচনা সেই স্থান না মাড়ায় পদে।
পাপী-জন মন সর্ব্বদা সন্দেহে ভবা,
জগতে বিশ্বাস-পাত্র কোথায় তাহার !
কলুষের কাছে যবে যায় সুলোচনা,
অমনি কলুষরাম অন্তরের ভাব
সভয়ে ঢাকিয়া রাখে। সুলোচনা কাছে
শুধু গুপ্তকথা কেন, প্রকাশ্য বিষয়

বলিতে কলুষরাম করে না সাহস।
পারিয়াছি যে সংবাদ করিতে সংগ্রহ,
লোকপরম্পরা তাহা ; কিন্তু তাই বলি
নহে অবিশ্বাস্য ; স্থির বিশ্বাস তাহাতে
পার তুমি নিঃশংসয় করিতে স্থাপন।
করেছিল কুমন্ত্রণা দুর্দ্ধর্ষ কলুষ,
বিপিনে বিজনালয়ে সংরুদ্ধ রাখিতে
তব পিতৃদেবে ; তাই অনুচর-মুখে
করেছিল বিঘোষিত, মৃগয়া করিতে
যাইতেছে মহারণ্যে ; ঘিরেছিল বন
যথায় তোমার পিতা বন্য পশু সনে,
বন্যপশু সম করিছেন বসবাস।
বিধাতার ইচ্ছা নরে পারে না খণ্ডাতে ;
নবোদ্গত-পক্ষাবলী পিপীলিকা যথা
মৃত্তিকা-গহ্বর হতে হইয়া উদ্গত
দলে দলে, বিস্তারিয়া পড়ে চারিদিকে,
সেই রূপ কোথা হতে শত শত লোক,
আসিয়া কলুষরামে বিমুখিল রণে।
আহত কলুষরাম অনুচর সনে
দেখায়েছে অমিত্র কলাপে পৃষ্ঠদেশ,
তাহাতেও আত্মরক্ষা নারিল করিতে।
অমিত্র-বিক্ষিপ্ত শর একাধিক স্থানে
বিদ্ধ করিয়াছ পৃষ্ঠ ; যদিও আঘাত
নহে তত সাংঘাতিক, তবুও সপ্তাহ

লাগিবে তাহার, পূর্ণ আরোগ্য লভিতে।
তুমি কেন কর ভয়? দেবি যশোবতি!
ধরমের সঙ্গে জয় ঘুরে নিতি নিতি,
রাখিও বিশ্বাস ধর্ম্মে, ঈশ্বরে ভকতি।
ঘনীভূত হয়ে আসে যতই বিপদ,
যদ্যপি এ দুয়ে স্থান দিতে পার মনে
অটল অচল ভাবে, হেন সাধ্য কার
তোমার অনিষ্ট পারে করিতে সাধন?

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে যশোবতী সুলোচনা—বঙ্গানন্দানাং
মিথ সম্ভাষণং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

দুরাত্মা কলুষরাম শায়িত-শয্যায়,
শক্তি-হীন, বেদনায় আকুলিত-প্রাণ।
দিবারাত্রি যাতনায় এপাশ ওপাশ
করিছে পালঙ্কোপরে ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জ্ঞান
বিরহিত, শক্তি নাই উঠিয়া বসিতে।
অনুজীবী, অনুচর, আত্মীয়, বান্ধব
করিতেছে সেবা। কুমন্ত্রণাদাতা, খল
মন্ত্রী ছয়জন উপবিষ্ট পার্শ্বদেশে,
পরিম্লান মুখ-কান্তি, নিদাঘ-আতপে
সুকোমল ব্রততীর নব পত্র যথা।
দিবাভাগ চারিদণ্ড অতিক্রান্ত প্রায়,
হেনকালে সুলোচনা রোগী-গৃহে আসি
নিবেদিলা :—"সমাগতা দেবী যশোবতী
আপনাকে করিতে দর্শন।" সুসংবাদে
দুর্ম্মতি কলুষরাম মেলিলা নয়ন।
আদেশিলা আঁখির ইঙ্গিতে সর্ব্বজনে
স্থানান্তরে করিতে প্রস্থান ; চলি গেলা
সবে। দেবী যশোবতী ধীর পদক্ষেপে
আসি দাঁড়াইলা আহতের শিরোদেশে
অবনত শিরে। অপর-দুঃখ-কাতরা

দেবী, আহতের দুঃখে পাইলা আঘাত
মরমে ; নয়ন-প্রান্তে লবণ আসার
দিল দেখা ; দয়া যেন বিন্দু বিন্দু করি
গাঁথিল মুকুতামালা সুচারু বদনে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি অমিত্র-প্রধান,
মৃদুমন্দ স্বরে যশোবতী লক্ষ্য করি
লাগিলা কহিতে :—"দুর্ভাগ্য আমার, দেবি
সুখের সময়ে যাঁরে আরাধনা করি,
পাই না দেখিতে চোখে, না ডাকিতে আজ
এসেছেন তিনি নিজে দেখিতে আমায়।
শুভ দিন আজি মম, হেন অঘটন
নতুবা ঘটিবে কেন ?

যশোবতী — সুলোচনা-মুখে
কল্য অপরাহ্নে আমি করেছি শ্রবণ,
অরাতি-আঘাতে কোন বিজন বিপিনে
আহত হইয়া এসেছেন ঘরে ফিরে ;
শরাঘাতে শয্যাগত, উঠিতে, বসিতে
নাহিক শকতি দেহে, যাতনা ভীষণ
নিপীড়িছে অনুক্ষণ ; আসিয়াছি তাই
দেখিতে।

কলুষ — দেখিতে, দেবি ! আসিয়াছ হেথা ?
অনুগ্রহ বড় আজ এ দাসের প্রতি।
ধন্য অদৃষ্ট আমার ! ধন্য এ জীবন !
যে দিন পাইব, দেবি ! অনুগ্রহ তব,

বুঝিব সে দিন, অতি শুভ দিন মম।
অনুক্ষণ আমি, তোমার ও রূপরাশি
মনে মনে জপি করিতেছি কার্য্য যত
বীরোচিত ; এই মম যাতনা, বেদনা
তীব্র আশীবিষ-বিষ অপেক্ষাও যাহা
তীব্রতর, প্রশমিছে দেখি চন্দ্রানন
কলঙ্কবিহীন ; শুনিয়া তোমার বাক্য,
অমৃত সিঞ্চিত, নববল সঞ্চারিত
হইল এ দেহে। কর, দেবি! দয়া দাসে,
ভুলে যাই এ সংসার, ভুলি আপনাকে।
যত কিছু করিয়াছি, করিতেছি, দেবি!
সে সকল তোমারই মনস্তুষ্টি তরে।
এস, বস, শিরোদেশে, যে স্নিগ্ধ পবন
স্পর্শিয়া তোমার অঙ্গ স্পর্শিবে আমায়
সেই বায়ু নিবারিবে মনস্তাপ যত।
মর্ম্মপীড়া যদি মোর হয় উপশম,
শারীরিক ব্যাধি আমি গ্রাহ্য নাহি করি।
মর্ম্ম-বেদনার কাছে ক্ষুদ্র এ বেদনা,
নহে কভু তুলনীয়।

যশোবতী — প্রলাপ, প্রলাপ!
অর্থশূন্য, ভাবশূন্য, উন্মাদ-বচন,
কেন বকিছেন এত? মানব আপনি,
আমিও মানবী, বিপদ মোদের পিছে
ঘুরিছে নিয়ত ; জীব-হৃদয়-নিহিত

দয়াবৃত্তি, অপর জীবের দুঃখ দেখি
উথলিয়া উঠে ; পাত্রাপাত্র মানে না তা'।
বিপদের বার্ত্তা শুনি সুলোচনা-মুখে
এসেছি দেখিতে, মন্দ অভিপ্রায়ে কেন
দিতেছেন মনে স্থান ?

কলুষ

বড়ই চতুরা,
আপনাকে তুমি ভাবিতেছ মনে মনে ;
কিন্তু মনে রেখ, তোমাপেক্ষা সুচতুর
আছে নর বহুতর। চতুরা যাহারা
মনের কবাট খুলি তাহারা কখন
দেখায় না মনোভাব প্রণয়ী সম্মুখে।
বরঞ্চ তাহারা আপনাদিগের পণ
বাড়াবার তরে, মনোগত অভিপ্রায়
লুকাইয়া মনে, করে প্রণয়ীর সনে
বিপরীত ব্যবহার ; বুঝে তা' কলুষ।
দুর্দ্ধর্ষ অপদেবতা স্বভাবে নির্দ্দয়
প্রহারে আইসে বশে, নর কোন ছার !
আর বুঝি কারাক্লেশ সহিতে না পারি,
ছল করি আসিয়াছ আমায় দেখিতে,
ভুলাতে ? সরল-ভাবে মনের বাসনা
বলিয়া ফেলিতে কেন করিছ সংকোচ ?
অপরের সঙ্গে করি যেবা ব্যবহার,
কপটতা-পরিশূন্য না হইতে পারে ;
তোমাকে যা বলেছিনু সরল অন্তরে

বিন্দুমাত্র কপটতা ছিল না তাহাতে।
বুঝিলে না তুমি, তাই এত কষ্টভোগ
নিরর্থক ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ভালে।

যশোবতী একের বিপদ হলে অন্য জনে দেখে,
মানব-সমাজে এই প্রথা চিরন্তন
কালাবধি প্রচলিত; দুর্জ্জন যাহারা
সুকর্ম্মে দুরভিসন্ধি আরোপে সর্ব্বদা।
ক্ষীণমনা নরগণ পারে না বুঝিতে
দৃঢ়চেতা মানবের দ্রাঢ্য মানসিক।
আঁধার-তুহিনাচ্ছন্ন-কূপোদক-বাসী
মণ্ডুক, যে রবি-কর করেনি দর্শন,
মার্ত্তণ্ড ময়ূখ-মালা কত যে উজ্জ্বল
বুঝে সে কি কভু? গতি, মতি আপনার
কুকর্ম্মে, কুটিল পথে করে চলা ফেরা
অনুক্ষণ; কুসঙ্গীকলাপ, পাপদেহ
আবরিয়া সৌন্দর্য্যের কৃত্রিম শোভায়
ধরিতেছে আপনার সম্মুখে সতত;
আপনার চিত্ত তাহাতে বিমুগ্ধ হয়ে
ধাইছে তাহার দিকে। ধর্ম্মপুণ্যজ্যোতিঃ
দেখিবার শক্তি তাই পাইয়াছে লোপ।
আপনার মত হেন দুর্ব্বল মানব
সে কারণে দয়া-পাত্র, বিদ্বেষ-ভাজন
নহেন কখন তাঁরা সুধী-সন্নিধানে।
নিপীড়িত আপনি এখন; নিপীড়িতে

নিপীড়ন করা নহে উদ্দেশ্য আমার।
যাহাতে সত্বর সুস্থ পারেন হইতে,
সে বিষয়ে মনোযোগ করুন প্রদান।
কালোদরে অবস্থিত, নিদ্রা-অভিভূত,
অসম্ভব-ভবিষ্যতে জাগায়ে কি কাজ ?
ব্যাধিগ্রস্ত-বর্ত্তমানে করুন শুশ্রূষা ;
একে জাগাইয়া অন্যে নিপীড়িত করা
তীক্ষ্ণধী সমীপে অতি উপহসনীয়।

কলুষ কাহাব সম্মুখে তুমি কহিতেছ কথা,
বারেক স্মরণ কর ; সেবিকা-সন্নিধি
শুনিতে সদুপদেশ চাহে না কলুষ ?
শয্যাশায়ী দেখি বুঝি ভাবিতেছ মনে
অপগত-পরাক্রম বিক্রম-কেশরী
শ্রীকলুষরাম ; স্পর্দ্ধনা পেয়েছে বৃদ্ধি।
যা' ইচ্ছা বলিয়া তুমি পাইবে নিষ্কৃতি ?
দুষ্কৃতির পুরস্কার অবশ্যই পাবে
এই কলুষের হাতে রাখ মনে করি।
যত নির্যাতন কর, খলের প্রকৃতি
নাহি হয় সংশোধিত ; নিরাশ্রয়া-জ্ঞানে
করেছি সদয় ব্যবহার এত দিন।
শত শত নারী তোমাপেক্ষা গুণবতী,
রূপবতী করিছে প্রার্থনা এ চরণ।
মোহাবেশে এ যাবত তাদের প্রার্থনা
ঠেলেছি চরণে। তোমার এ অহঙ্কার,

অনাদর আমা প্রতি, দুর্দ্দশার সনে
সত্বর অধঃপতনে করিবে পাতিত।
চাহি না দেখিতে মুখ, শুনিতে বচন,
দূর হ, দূর হ, পাপীয়সী, পিশাচিনী,
আমার সম্মুখ হতে, যা' চলি স্বগৃহে।

যশোবতী সংহর, সংহর রোষ, দুর্ম্মতি কলুষ!
নহি কৃপা ভিখারিণী; শুন বা না শুন,
আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি শেষ।
কি দেখাও ভয়? পূর্ব্ব-জন্ম-কর্ম্ম-ফল,
পূর্ব্ব-পুরুষ-সুকৃতি, কিম্বা স্বোপার্জ্জিত
পুণ্যবল থাকিত যদ্যপি, যশোবতা
পাইতে বাসনা তুমি পারিতে করিতে।
যাহারা প্রার্থনা করে তোমায় মানসে
যশোবতী তাহাদের সেই বাসনার
অন্তরায় হবে না কখন; বলিবে সে,
"পূর্ণ হোক তাহাদের মনের বাসনা,
যশোবতী শোকাতুরা নহে সে কারণে।"
তোমার সমান তুচ্ছাদপি তুচ্ছাধমে
তপস্যা যদ্যপি করে সমগ্র জীবন
একান্তে একান্ত মনে, জানিও নিশ্চিত
যশোবতী-অনুগ্রহ পায় না কখন।

চলি গেলা দেবী যশোবতী রোষভরে
স্বালয়ে। রক্তিম-আঁখি, ঘূর্ণিত-মস্তক,
চাহিলা কলুষ, ক্রোধ-বিকম্পিত-দৃষ্টি

গতিপথ পানে। অনুচরগণ আসি
সান্ত্বিলা তাহাকে। কতজন, কত মত
যশোবতী-নির্যাতন-নূতন-উপায়
করিলা প্রকাশ। কহিলা কলুষরাম
অনুজীবিগণে, "শুন শুন, মন্ত্রিগণ!
অনুচর যত! শত্রুগণ চারিদিকে
করিতেছে আয়োজন দমিতে দুর্দ্দম
প্রতাপ আমার। শুনিলাম লোকমুখে,
দেশে দেশে ঘুরিতেছে নেতা ধর্ম্মবিদ
আত্মপক্ষ-পরিপুষ্টি করিবার আশে।
আমাদের পরমারি ঋষিনামধেয়,
মহেশ-মন্দির-বাসী, সেই ভণ্ড মুনি
প্রাণপণে করিতেছে সহায়তা তারে।
মনে হেন অনুমানি বহু গুপ্তচর
করিয়াছে নিয়োজিত দেখিতে গোপনে
মম পক্ষ-গতিবিধি। গিয়াছিনু আমি
পলাতক সত্যরূপে করিতে বন্ধন;
মম পক্ষ লোকভিন্ন অরাতির কেহ
জানিত না সে বারতা। মৃগয়া করিতে
গিয়াছিনু বনে, সর্ব্বলোকে এই কথা
করিছে ঘোষণা। অজ্ঞাত যদ্যপি তারা
থাকিত আমার এই অভিসন্ধি গূঢ়,
কখন অকৃতকার্য্য হ'ত না উদ্যম,
হিতে বিপরীত ফল ঘটিত না ভালে।

কোথায় কারায় আমি করিব নিক্ষেপ
সত্যরূপে, নিজে হায়! হইনু আহত!
পশিনু যখন বনে, একটীও প্রাণী
নাহি পাইনু দেখিতে; কিন্তু অবিলম্বে
(কোথা হতে পারি না বলিতে) চারিদিকে
দেখি, সশস্ত্র-সজ্জিত শত্রু অগণন;
সমুদয় বনদেশ তোলপাড় করি
কহিল সকলে, "কি ভয় তোমার নেতা?"
উঠিল অন্তর কাঁপি, ভাবিলাম মনে,
নিশ্চয় অরাতিগণ গুপ্তচর-মুখে
শুনিয়াছে আমার এ গুপ্ত-অভিযান।"
বাধা দিয়া মন্ত্রী এক কহিলা কলুষে
"বিগত বিষয় চিন্তা ত্যজ, নেতৃবর!
আরোগ্য করিতে লাভ যত শীঘ্র পার
তার জন্য চেষ্টা কর। বৈর-নির্যাতন
যখন সময় পাবে করিবে তখন।
মহামূল্যবান দেখ তোমার জীবন,
আমাদের সুখ, দুঃখ তোমার উপরে
করিছে নির্ভর। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তোমার,
তোমার স্বাচ্ছন্দ্যোপরে রয়েছে নিহিত।
অপর বিষয় চিন্তা পরিহার করি
যত্ন কর শারীরিক মঙ্গল-বিধানে।"
অতিক্রান্ত দ্বিপ্রহর, দেবী যশোবতী
আছেন বসিয়া হর্ম্ম্যতলে একাকিনী,

কলুষ-দুর্ব্যবহারে ব্যথিত-হৃদয়।
হেন কালে সুলোচনা আসি বিজ্ঞাপিলা
সন্ন্যাসীর শুভ আগমন ; আদেশিলা
দেবী যশোবতী আনিতে সন্ন্যাসীবরে
সমাদরে। অনতিবিলম্বে সুলোচনা
ফিরিলা সন্ন্যাসী সঙ্গে। দেবী যশোবতী
বসাইলা মুনিবরে পূত কুশাসনে।
কলুষের পীড়া-বৃদ্ধি হইয়াছে বলি
মাগিলা বিদায় সুলোচনা। যোগীবর,
সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে আসিতে তাহাকে
বলিয়া, বিদায় করিলেন হৃষ্টমনে।

বঙ্গানন্দ সুবিমল-শশধর-নিভ-বরাননে,
কি কারণে কহ শুনি, দুঃখ-ঘন আসি
ফেলিয়াছে আবরিয়া? নব মনস্তাপ
গ্রাসিয়াছে রাহুরূপে? মানসিক দুঃখ,
প্রকাশে লাঘব, চাপিবে অন্তরে যত
ততই অন্তর-দেশ হবে দগ্ধীভূত।
বাধা নাহি থাকে যদি বলিতে অপরে,
প্রকাশিয়া কহ তব দুঃখের কারণ।

যশোবতী কি আর বলিব, দেব! কৃত-কার্য্য-ফল
ইহা ; গিয়াছিনু দেখিতে কলুষরামে ;
নারীর হৃদয় ধরি পরের যাতনা
শুনিলে অন্তর কা'র হয় না ব্যথিত?
দুর্ব্বিষহ যাতনায় কাতর কলুষ,

তবুও আমাকে দেখি না ভুলিল দিতে
নিজ স্বভাবের পরিচয়। কু-প্রকৃতি
সু-পথে ভুলিয়া নাহি করে পদার্পণ,
মনে মনে ভাবি ইহা মর্ম্মদাহ মম
হইতেছে ঘোরতর ; কেমনে এ সবে
রাখিবে সমাজে ? সমাজের অভ্যুত্থান,
এই সব দুর্ব্বিনীত মানব-পিশাচে
নির্ব্বাসিত না করিলে হবে না কখন।

বঙ্গানন্দ এ সকল চিন্তা, দেবি ! করিবার কাল
হয় নাই উপস্থিত ; সুধীগণ মত—
আত্মরক্ষা ধর্ম্ম—পাল এই উপদেশ।
যে উপায়ে কলুষের কবল হইতে
পাইবে উদ্ধার, সে চিন্তায় আগে
দাও স্থান মনে ; নিরাপদ স্থানে যবে
হবে উপনীত, তখনি এ চিন্তা, দেবি !
পুষিও অন্তরে। কলুষ দুষ্ক্রিয়ান্বিত,
তাহার জীবন নহে তত মূল্যবান
তোমার জীবন যত ; দৃঢ়-ভিত্তি'পরে
আপনাকে করি সংস্থাপিত, পরহিতে
দাও প্রাণ।

যশোবতী নিরাপদে আছেন জনক,
কলুষের সহ আজ কথোপকথনে
পাইনু এ সমাচার ; সত্য বটে নিত্য
পাই তাঁর কুশল বারতা, কিন্তু মন

মানে না প্রবোধ ; স্নেহে শঙ্কা সমুদ্ভবে,
এ কথাও সত্য ; তদপেক্ষা আরো সত্য,
লাঘবিতে প্রিয়জন-কষ্ট-দুর্ভাবনা,
পিতা মাতা আদি করি নিকট আত্মীয়,
আপনাদিগের শারীরিক, মানসিক
অমঙ্গল লুক্কায়িত রাখেন যতনে
প্রিয়জনগণ কাছে। অরাতির মুখে
শুনিলে সুসমাচার প্রত্যয় করিতে
নাহি করে দ্বিধা কেহ। ধাম্মিক জনক
নহেন পতিত নিরাশ্রয় অবস্থায়
তাহাও বুঝিনু কলুষের বর্ণনায়।
ফেলিতে পিতায় মম বিপাকে বিশেষে,
কলুষের আকস্মিক বনে অভিযান,
মৃগয়া ছলনা মাত্র ; উদ্দেশ্য তাহার
হয়েছে বিফল, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়"
এ নীতির সার্থকতা পারিনু বুঝিতে।
অপরের অমঙ্গল যে মহাপাতকী
যায় ঘটাইতে, অকারণে, ঈর্ষাবশে,
আপনার অমঙ্গল করে সে আহ্বান।

বঙ্গানন্দ সত্য তব বাক্য, দেবি! আদর্শ-ধার্ম্মিক
জনক তোমার ; কিন্তু দুর্লংঘ্য নিয়তি
কেহ না এড়াতে পারে ; যত বুদ্ধিমান
হউক মানব ; ভ্রান্তি-হাত হতে কেহ
পায় না নিস্তার ; বিশাল এ ধরাধামে

অভ্রান্ত হইয়া কেহ জন্মে না কখন।
এ অপরিবর্জ্জনীয় ভ্রান্তির কারণে
সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ করিছেন ভোগ
পরম ধার্ম্মিক জন ; কিন্তু কভু তাঁরা
স্বপথ হইতে নাহি হয়েন বিচ্যুত ;
ইহাতেই চরিত্রের মাহাত্ম্য-বিকাশ।
পিতৃ-হেতু-দুর্ভাবনা কর পরিহার,
করকা-আঘাতে হিমাদ্রির গাত্রজাত
পাদপের পত্রাবলী ছিন্ন ভিন্ন হয়,
ভূধরের দেহ তাহে হয় না বিক্ষত।
মানসে গাঁথিয়া রাখ, নাহি বেশী দিন,
শীঘ্রই জনক তব আপনার পদে
হইবেন প্রতিষ্ঠিত ; কাটিয়াছে গ্রহ
প্রত্যক্ষ দেখিছ তুমি, যে ভাবে কলুষ
গিয়াছিলা আক্রমিতে পিতায় তোমার
লোকের অজ্ঞাতে ; সুপ্রসন্ন ভাগ্যদেব
নাহি হইতেন যদি তাঁহার উপরে,
কখন এরূপ অকস্মাৎ পরাভব
না ঘটিত কলুষের ভালে ; ধৈর্য্য ধর
বিশ্বাসি আশ্বাসে মম ; কলুষ-প্রভুত্ব,
আমি নিজে জন্মকোষ্ঠী গণিতে যে দিন
যাব তার গৃহে, বিলুপ্ত হইবে দেশে ;
চিরতরে হবে অস্তমিত। অবিদিত
নহ তুমি কবে সেই মহাশুভদিন

হবে উপস্থিত। হেথাকার কার্য্য মম
সেই মহা শুভদিনে হইবে সমাধা।

যশোবতী আশাপ্রদ বাক্য তব শুনিয়া শ্রবণে
পাইনু পরম প্রীতি ; অকুল সাগরে
ভাসিয়া ভাসিয়া যদি এত দিন পরে,
তোমার বুদ্ধি-কৌশলে পাই তীরভূমি,
কি আছে অদেয় বল তোমাকে আমার ?
সংসার-উদ্যান মাঝে পিতৃ-বৃক্ষে আমি
ঝুলিতেছি ফলরূপে—একটী কেবল।
তুমি সেই বৃক্ষে রক্ষা করিয়া বিপদে
বাঁচাইবে দুইজনে ; এ জগতে বল
হেন হিতকারী আর কে আছে আমার ?
নাহি বর্ণ ভাষা মাঝে, বর্ণিয়া যাহাতে,
দেখাইতে পারি, তোমার সম্মুখে ধরি
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কত সুগভীর !
প্রকৃত মহাত্মা যাঁরা, নিঃস্বার্থে তাঁহারা
অপরের উপকার করেন সাধন।

বঙ্গানন্দ প্রশান্ত মূরতি তব, প্রদীপ্ত হৃদয়,
দিনকর-কর সম পুণ্যজ্যোতিরাশি
বিস্ফুরিত হইতেছে তাহাতে সতত,
করিতেছে চতুর্দ্দিক আলোকে মণ্ডিত।
প্রশংসার পাত্র আমি নহি, দেবি ! তব ;
যে উপকারের কথা করিছ উল্লেখ,
আমাকৃত নহে তাহা ; উপলক্ষ আমি ;

যাঁহারা এ উপকার সাধিছেন তব,
মনে মনে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা
কর তুমি প্রদর্শন।

যশোবতী কাহারা, তাঁহারা?
জানি না তা' আমি ; তাঁদের উদ্দেশ করি,
তাঁহাদের পদে করি শত নমস্কার।
দেখা যদি হয় কভু, তাঁহাদের পদে
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি নোয়াইয়া শির
নারীজন্ম করিব সার্থক। হর্ষোদ্ভিন্ন
যে মূর্ত্তি আমার তুমি দেখিছ এখন,
আশীর্ব্বাদ কর, দেব! এ মূর্ত্তিকে যেন
বিশূন্য-স্বার্থ কালিমা, ধর্ম্ম-জ্যোতির্ম্ময়,
হৃদয়-চিত্র-ফলকে করিয়া অঙ্কিত,
কি বিপদে, কি সম্পদে, সকল সময়ে
সংরক্ষিতে পারি ; পরহিত-মহাব্রত,
তোমার জীবনাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে
পারি যেন সংসাধিতে সুসংযত চিতে।
আরো মাগি, দাও বর, হে সাধু প্রবর!
পরহিত ব্রত-পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
নানাবিধ বাধা বিঘ্ন আসিয়া যখন,
অবসাদে ডুবাইবে এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
ঐশ্বরিক বল যেন আসিয়া তখন,
দুর্ব্বলতা করে নাশ প্রদানি সাহস।

বঙ্গানন্দ সামান্য সংসারী আমি, দেবি যশোবতি!

অসামান্য গুণে কেন করি বিভূষিত
লজ্জিত করিছ মোরে ? কর্ত্তব্য-পালন
করিয়াছি মাত্র ; কর্ত্তব্যের দাস সবে।

যশোবতী
মহৎ যাঁহারা, তাঁহারা নিজের গুণ
না পান দেখিতে। নিজের মহত্ত্ব-বলে
দেখেন মহৎ তাঁরা অপরে সতত,
নীচ মন পরছিদ্র-অন্বেষণে রত।

বঙ্গানন্দ
যতই উপরে তুমি উঠাইছ মোরে
ততই হীনতা মম পাইছি দেখিতে
তোমার তুলনে। রমণী-সুলভ যত
গুণরাজি, এক হয়ে, যেন তারা সবে
যশোবতী-রূপ-দেহ করিয়া ধারণ
জন্মিয়াছে বঙ্গদেশে ; সম্মুখে প্রশংসা
তোষামোদ বলি গণ্য। মহানুভাবতা,
প্রশান্তচিত্ততা, গভীর-চিন্তাশীলতা,
ধীরতা, স্থিরতা, দয়া, ক্ষমা, সরলতা—
—গুণের আধিক্য এত কোন রমণীতে
একত্রিত-সমাবেশ পাই না দেখিতে।
এ সব গুণের শতাংশের এক অংশ
পাইতাম যদি, ভাবিতাম নরজন্ম
সার্থক আমার।

যশোবতী
দেখিতেছ কোন্ চোখে
বুঝিতে অক্ষম আমি, নহে অসম্ভব
যে যাহার রূপে হয় সমাকৃষ্ট যত

সে তাহার অপূর্ণতা পায় না দেখিতে।
ক্ষান্ত হও, যোগীবর! বৃথা বাক্যব্যয়ে
কাটাবার নহে এ সময়; শিরোদেশে
বসি আছে অরি, খেদাইতে যত দিন
না পারিবে তারে, অন্য বিষয়ালোচনা
নিরর্থক তত দিন।

বঙ্গানন্দ বিনীত প্রার্থনা
তোমার নিকটে আছে একটী আমার;
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে এ ছার জীবন
করেছি উৎসর্গ; প্রার্থী তব সহায়তা,
সে কারণে ভিক্ষা এই, প্রার্থীর প্রার্থনা
করিবে পূরণ। উদার-চরিত লোকে
ভিক্ষার্থীকে নাহি করে বিমুখ কখন।

যশোবতী সামান্যা রমণী আমি, আমার নিকটে,
যোগীজন-উপযোগী প্রার্থনা কিরূপে
থাকিবার সম্ভাবনা বুঝিতে না পারি।
তবে এই মাত্র জানি, ক্ষুদ্রতম জন
করিতে সক্ষম মহতের উপকার
সময় বিশেষে; প্রকাশিয়া কহ, দেব!
এ ক্ষুদ্র রমণী দ্বারা কিবা উপকার
সাধিত হইতে পারে। আছে মন, প্রাণ
এই ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডে বদ্ধ যতদিন,
পূরাইতে আপনার বাসনা সঙ্গত
হইব না পরাঙ্মুখ। মন, প্রাণ মম

সাধিতে তোমার কার্য্য শক্ত হয় যদি,
অকাতরে দিব তাহা।

বঙ্গানন্দ
দিবে তাহা? দেবি!
দাও তবে দীনে, দেবি! তব সহায়তা,
আজীবন-সহায়তা আমার প্রার্থনা।

যশোবতী
তোমার এ প্রার্থনার অপেক্ষাও বেশী
চাহিয়াছি দিতে; আজীবন-সহায়তা
তার সন্নিধানে নহে মূল্যবান তত।

বঙ্গানন্দ
তোমার নয়ন-মুখ দেখি অনুমানি,
আমার প্রার্থনা ক্ষুদ্র, হৃদয়ে তোমার
পাইয়াছে স্থান; কিন্তু উপহাসে তারে
উড়াইয়া দিতে যতনিছ প্রাণপণে।

যশোবতী
মহাগুরুজন যিনি তাঁর সন্নিধানে
উপহাস করা কভু হয় কি সম্ভব?
চাহিয়াছ যাহা, দেব! দিতে অঙ্গীকার
করিনু সরল মনে, উপহাস কোথা!
মনোভব, মনোভাবে অধিকার করি,
সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিত্ব হরিয়াছে বুঝি?

বঙ্গানন্দ
গভীর, অতলস্পর্শী রমণী-চরিত;
বুঝিয়া যে জন, চাহে না বুঝিতে, তারে
কে পারে বুঝাতে? সাধু-আখ্যা দিলে মোরে
সাধু সঙ্গে কপটতা? একি অসম্ভব?

যশোবতী
অসম্ভব নহে কিছু এ ভব-ভবনে,
জলন্ত, জীবন্ত সাক্ষী সন্ন্যাসী তাহার;

কপটতা কোথা তুমি পাইলে দেখিতে,
কপটাচারিণী কিসে হইলাম আমি ?

বঙ্গানন্দ
কেমনে বুঝায়ে তাহা দিব, যশোবতি !
অবুঝে বুঝাতে পারি, সবুঝে কেমনে,
বুঝিতে না চাহে যদি কে বুঝাতে পারে ?
যে জন মনের ভাব রাখিয়া গোপনে,
ইচ্ছা-বিপরীত কার্য্য দেখায় অপরে,
তাহাকে কপট বলি। ও চারুবদন,
ওষ্ঠ সুবিমল হাসি সরলতা-মাখা,
প্রকটিছে এক ভাব ; বাক্যে অন্যভাব
করিছে প্রকাশ, দেবি ! ভিন্ন দুই ভাব
বিপরীত-পথ-গামী, একই সময়ে,
হয় যদি ; তাহাকেই কহে কপটতা।

যশোবতী
ক্ষীণা নারী আমি, নাহি শক্তি বুঝাইতে
কি ভাব মানসে মোর করিছে বিরাজ।
যে ভাব থাকুক মনে, কার্য্য-ফলাফল
দেখি আমি সর্ব্বদাই কার্য্যে হই ব্রতী।
একই সময়ে দুইটী বিরুদ্ধ ভাব
উদয় হইলে মনে, বেশী শক্তি যার,
তার কাছে অন্য ভাবে মানে পরাভব।
কিন্তু তাই বলি সেই পরাভূত ভাব,
সমূলে বিনষ্ট নাহি হয় যত দিন,
অবস্থিতি করে মনে হীন অবস্থায়।
দ্বিভাব থাকিলে মনে কপট যদ্যপি,

কপটতা দোষে দোষী নহে কোন জন ?
বঙ্গানন্দ বেশী বলবান ভাব মনে যাহা আসে
সেই মত আচরণ করে যেই জন,
তাহাকে কপটাচারী নাহি বলে কেহ।
যশোবতী আমায় কি কপটতা দেখিলে করিতে ?
কি আছে মনের ভাব, কিবা আচরণ
বিপরীত দেখিলে আমাতে ? আচরণ
অন্য ব্যক্তির সাপেক্ষ ; আপনা আপনি
কোথা হয় আচরণ ? কহ শুনি মোরে।
তুমি আমি দুই জনে আছি উপস্থিত,
করিনু কি আচরণ যে কারণে তুমি
কপটাচারিণী বলি দূষিছ আমায় ?
বঙ্গানন্দ আকার, ইঙ্গিতে লোকে যে ভাব প্রকটে,
বাক্য, আচরণ হলে তার বিপরীত
তাহাকেই কপটতা বলি লোকে জানে ;
তাহাকে যদ্যপি নাহি বলি কপটতা,
তবে কি যে কপটতা পারি না বলিতে।
যশোবতী বক্তৃতা করিছ ভাল সন্ন্যাসীঠাকুর,
কখন সন্ন্যাসী সাজ, কভু সাজ নর,
যে দিকে সুবিধা পাও সেই দিকে ভর।
বঙ্গানন্দ সন্ন্যাসী না হইয়াও সাধারণ নরে,
অন্যের মনের কথা অনেক সময়ে,
হাব ভাব দেখি, বলিতে বুঝিতে পারে।
যশোবতী অনেক সময়ে কিন্তু অনেক মানব

আপনার মনোভাব অন্যেতেই দেখে।
প্রবাদ প্রচার করে—জগন্নাথক্ষেত্রে
ঠাকুর-দর্শন হেতু জনৈক বিধবা
গিয়াছিলা, মনটী তাহার ছিল পড়ি
ঘরের অলাবু মূলে ; সকলে ঠাকুর
করিল দর্শন ; তার চক্ষু, লাউগাছ—
ঠাকুরের পরিবর্ত্তে পাইল দেখিতে ;
কথাটী রহস্যময় কিন্তু ধ্রুব সত্য।

বঙ্গানন্দ বিশেষ তোমার ওই শ্রীমুখ হইতে
নিঃসৃত যখন ; মিথ্যা হইলেও তাহা
মহাসত্য বলি হবে গ্রহণ করিতে।

যশোবতী উপহাস করি নাই, বলেছি স্বরূপ
বল বা না বল সত্য, মনেই বুঝিবে।

বঙ্গানন্দ মনেতে বুঝিলে বল কিবা ফলোদয় ?
তোমাকে বুঝাব যত, বুঝিবে না তত ;
আপনার তর্ক অস্ত্রে ফেলিবে কাটিয়া
আমার যুকতি সব ; বুঝাব কেমনে ?

যশোবতী বুদ্ধিহীনা নারী আমি, মনের সন্দেহ
জিজ্ঞাসা না করি যদি, বুঝিব কেমনে ?
তোমার প্রার্থনা আছে ; বলিতেছ তুমি
আমাকে তা' পূরাইতে ; পূরাব কেমনে,
যদি তার বিশেষত্ব না পারি বুঝিতে ?
তর্ক করি তোমায় আঁটিয়া উঠা ভার,
তর্কেতে সংশয় বাড়ে।

যশোবতী স্পষ্ট বলা ভাল ;
তোমার সমান যদি ধীশক্তি প্রখর
থাকিত আমার, অবশ্যই মনোভাব
পারিতাম বিবেচিতে। তোমার যুকতি,
বাসনা তোমার, বৃত্ত সম গোলাকার ;
আদি নাই, অন্ত নাই ; যে দিক হইতে
করি দরশন, কেবল সুগোল দেখি ;
গোলে পড়ি তাই এত করি গণ্ডগোল.
যত ঘুরি পাইনাকো অন্ত কিম্বা আদি।

বঙ্গানন্দ করযোড়ে মিনতি করিয়া কহি, দেবি !
কহ সত্য করি, করিবে কি সহায়তা
সহচরীরূপে ? বুঝেছিনু তব বাক্যে
পুরস্কৃত করিবে আমায়, সত্য যদি
অনুমান মম, অন্য কোন পুরস্কার
করিনা প্রার্থনা। করিওনা উপহাস,
নির্দ্দয় হৃদয় তব, অপরের কষ্টে
অনুভব কর সুখ।

যশোবতী পুরস্কার কিবা
প্রার্থনা তোমার ? নিঃস্বার্থ পরোপকার,
সাধুজন-ব্রত। যাঁদের ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ;
উপকার করি তাঁরা না করেন কভু
পুরস্কারের প্রত্যাশা। মানিলাম তুমি
আমাকে বিশ্বাস করি বলেছ আমায়
নও তুমি সাধু ; কিন্তু কহ সত্য করি,

দেখিয়াছ কোথাও কি এ তিন ভুবনে,
পুরস্কার কার্য্য নাহি করি সম্পাদন,
কার্য্যারম্ভ না হইতে পুরস্কার তরে
পীড়াপীড়ি করে কেহ ? অভিনব বিধি !

বঙ্গানন্দ তোমার অভীষ্ট, দেবি ! সিদ্ধ না হইলে
না মাগিব পুরস্কার, এখন কেবল
আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি অঙ্গীকারে।
সময় আসিলে তাহা করায়ে স্মরণ
লইব চাহিয়া ; ইহাতেই বিঘ্ন এত,
পরে বা কি হয় !

যশোবতী বিশ্বাস নাহি কথায়,
প্রতিজ্ঞায় তবে কিসে হইবে বিশ্বাস ?
অন্তর-কালিমা সাধু বহিরাবরণে
নাহি যায় ঢাকা ; থাক্, এ সকল কথা
প্রকাশ করিয়া বল কি তব বাসনা।
সাধ্যায়ত্ত হয় যদি, জানিও নিশ্চিত
অবশ্যই তাহা আমি করিব পূরণ।

বঙ্গানন্দ সাধ্যের অতীত যাহা, কেন বা চাহিব
আমি তাহা ? নিজ মুখে দিয়াছ আশ্বাস,
তাই সে সাহসে চাহি। প্রতি-উপকার
মনে কর যদি, তবে করি না প্রার্থনা।

যশোবতী উদার হৃদয় ধর, উদার বচন
শোভে ভাল তব মুখে ; কিন্তু দেখ ভাবি
অনুগৃহীত যে জন, সেই ইচ্ছা করি

দিয়া থাকে পুরস্কার, অনুগ্রহকারী
কখনই নিজ হ'তে করে না প্রার্থনা।

বঙ্গানন্দ দাতা ও গৃহীতা সমান উদার হলে
চাহিবার আবশ্যক হয় না কখন।

যশোবতী উদারতা আপনার বিদিত জগতে,
সমান উদার লোক আছে কয় জন ?
ছোট বড় কত লোক আছে পৃথিবীতে
সমান কজন আছে ? যে জন মহত
তাঁহারি কর্ত্তব্য অনুদার জনোপরে
দেখাইবে উদারতা, মহত্ত্ব নতুবা
রহিল তাঁহার কোথা !

বঙ্গানন্দ রাখ উপদেশ ;
উপযুক্ত পাত্র যবে পাইবে দেখিতে,
করিও তাহার 'পরে এ সুধা বর্ষণ ;
ধৈর্য্যচ্যুত জন, সদসৎ বিবেচনা
বঞ্চিত সর্ব্বদা ; তার কাছে সুযুকতি
বানরে সুবর্ণহার উপহার সম।

যশোবতী কি কহিলে, মুনিবর ! হারায়েছ ধৈর্য্য !
সংসারের সুখ, দুঃখ ধৈর্য্য ধরি যাঁরা
দেখিছেন সমচক্ষে, তাহাদের ধৈর্য্য
হইবে বিচ্যুত ? বড় অসম্ভব কথা !
এই মহাবঙ্গদেশ যিনি স্কন্ধে করি
সভ্যতার সিঁড়ি ধরি উঠিছেন ঊর্দ্ধে,
প্রথম পদ-বিক্ষেপে ধৈর্য্যচ্যুতি তাঁর,

শুনিলে হাসিবে লোকে !

বঙ্গানন্দ কর উপহাস,

যত ইচ্ছা হয়, যশোবতী নাম তব
কি হেতু কে রেখেছিল পারি না বুঝিতে ;
রসবতী রাখিলেই শুনাইত ভাল।
যাই, দেবি ! গৃহে যাই কি কাজ এখানে ?
বৃথা বাক্-বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন।

যশোবতী সন্ন্যাসীতে রস আছে জানিতাম যদি,
তবে কি বিরসে বসি থাকি এত দিন ?
তুমিই বা কেন, দেব ! বিরস বদনে,
ফিরিয়া যাইছ রসবতী-গৃহ হতে ?
বুঝি সেই রস নাই যে রসে রসিক
তুমি নিজে ; রসাভাবে, কহ, রসময় !
কেমনে ধরিয়া আমি রাখিব তোমায় !
এসেছিলে এ দাসীর দুঃখ বিমোচিতে,
এখন যাইতে ইচ্ছা করিছ প্রকাশ,
কেমনে বলিব, থাক তুমি অন্য রসে
মিটায়ে পিয়াস ? লীলা-রসময় তুমি,
যেখানে পাইবে রস, আমি রসবতী,
সেখানে যাইতে বাধা দিব কি কারণে ?

বঙ্গানন্দ যে জন বারেক শুনে তোমার বচন
বসন্তে বাসন্তী-সখা কূজন-উপম
আত্ম-বিস্মৃতিতে তারে করে অভিভূত,
ভুলে আপনার কথা, ভুলে আপনাকে।

পুরস্কার তিরস্কারে আবরিত যবে
প্রকাশিয়া বলি তবে মনোভাব মম।
এ কথাও ভুলিও না, দেবি যশোবতি!
ভিক্ষুকে কখন পাত্রাপাত্র, কালাকাল
দেখে না ভাবিয়া। অভাবের এ স্বভাব
যায় না মুছিলে; আমার মনের ভাব
—উভয় হৃদয়ে করি একত্র সংযোগ—
সেই হেতু ওই পূত হৃদয় তোমার,
সানুনয়ে ভিক্ষা চাহি; করোনা বিমুখ
গৃহাগত অতিথিকে কটু প্রত্যাখ্যানে।

যশোবতী　যতই যে মহাদাতা হউক সংসারে,
থাকে যদি করে দান, না থাকিলে কেহ
পারে না কখন দিতে; দেখহ বিচারি
অসঙ্গত নহে ইহা; যাহার যা' আছে
তাহাই সে দিতে পারে; যাহার যা' নাই,
সে তাহা পারে না দিতে; অপরে হৃদয়
বহুদিন পূর্ব্বে আমি করিয়াছি দান।
দিয়াছি যে দ্রব্য এক বার এক জনে
কেমনে ফিরায়ে লয়ে দিব তা' তোমায়?

বঙ্গানন্দ　যদ্যপি হৃদয় দিয়া থাক অন্য জনে
অপর প্রার্থনা তবে করহ পূরণ;
অন্য ভিক্ষা নাহি মোর, এই ভিক্ষা শেষ
দাও তবে মনটী আমায়, প্রত্যাখ্যান করি
হৃদয়ে দিওনা ব্যথা; অন্য ভিক্ষা নাই।

যশোবতী পরম পণ্ডিত তুমি মনুষ্য-সমাজে,
সাধু নামে পরিচয় করিছ প্রদান ;
প্রকৃত না হইলেও, সাধু-ব্যবহার,
সাধুর হৃদয়, মন তোমাতে নিহিত।
কহ দেখি সত্য করি আছে কোন নারী
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যাহার হৃদয়,
মন, ভিন্ন ভিন্ন করি দিয়াছে অপরে ?
এক প্রিয়পাত্রে মন, অপরে হৃদয়
দিতে পারে হেন নারী আছে কি ধরায় ?
ছিঃ, ছিঃ, ব্রহ্মচারি ! তুমি হারায়েছ জ্ঞান,
অসম্ভব কথা বলি বিবেক-শূন্যতা
প্রকাশিয়া কলঙ্কিত করোনা ও বেশ।

বঙ্গানন্দ সম্ভব ও অসম্ভব একত্রে উভয়ে
তোমাতেই বাস করে ; অন্য কোথা নাই।
এ জগতে দেখিয়াছি অনেক রমণী,
কিন্তু, দেবি ! সত্য কথা না বলিলে নয়,
এতই কর্কশা, এত বিনীত-স্বভাবা,
এত দয়াবতী, এত কঠিন-হৃদয়া,
এত সুগম্ভীরা, এত রহস্য-নিরতা,
দেখি নাই কোথা ; বোধ হয় নাহি কোথা
যে রমণী হাবভাবে, আকার, ইঙ্গিতে
অপর লোকের মন করে আকর্ষণ,
অবশেষে যবে তারে করে হস্তগত,
অমনি অবজ্ঞা করি সারমেয় মত

ঘৃণাভরে করি তারে দেয় বহিষ্কৃত,
স্বভবন হতে ; রমণী-কুল-অধমা,
কপটাচারিণী, কুলকলঙ্কিনী সেই।
দেখিলে তাহার মুখ, নরক-দর্শন
বলি জ্ঞান করে যত মানব-সন্তানে।

যশোবতী শুনিলে সাধুর মুখে অসাধু বচন
আকুলিত হয় প্রাণ, বিচলিত মন।
বিক্রীত-জীবন-মন উপকারী- পদে ;
তাঁর কৃত অপমানে প্রতিশোধ-দান
নহে কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন ; কৃতঘ্ন যে জন
সেই পারে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে।
অবিনয় বাক্য, অবিনয় অভিধানে
থাকে যত, করহ বর্ষণ, সাধুবর !
এ দাসীর শিরে ; ক্রীতা-দাসী আমি,
স্বাতন্ত্র্য আমার নাই, নাই স্বাধীনতা।
নির্দ্দয়তা-কারাগার হইতে উদ্ধারি,
দয়ার কারায় মোরে করেছ নিক্ষেপ ;
আমার আমিত্ব তুমি করিয়াছ লোপ
দেখায়ে নিঃস্বার্থ দয়া অনাথিনী জনে।

বঙ্গানন্দ ক্ষম দোষ, যশোবতি ! সতী-শিরোমণি !
অকারণে রোষ-ভরে, দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ
করিয়াছি তোমা প্রতি ; ধন্য সহিষ্ণুতা !
ধন্য মানসিক ধৈর্য্য ! সর্ব্বংসহা ধরা
পরাজিতা তোমার নিকটে ; সুশাণিত

আমার দুর্ব্বাক্য-বাণ—রুদ্র-তেজে ক্ষিপ্ত—
স্পর্শিয়াছে লক্ষ্যস্থল—বক্ষস্থল তব,
কিন্তু তথা বক্ষঃ-রক্ষ—দুর্ভেদ্য-কবচে
ঠেকিয়া সবেগে আসি, মম বক্ষোদেশ
করিল বিক্ষত। যেম্‌নি কর্ম্ম তেমনি ফল।
ক্রোধে নরে পশু করে; সামান্য কারণে
চিত্তের স্থিরতা যারা হারাইয়া ফেলে,
মানব-জাতির মধ্যে তাহাদের স্থান
কোথা? নর-পশু-আমি; দয়াবতী তুমি;
চিত্তের চাঞ্চল্য বশে করেছি যে পাপ,
স্বগুণে মার্জ্জনা কর; অনুতাপানলে
দহিছে হৃদয়; শান্তি দানে, শান্তিময়ি!
নিভাও অনল, কর দয়া দীনদাসে।

যশোবতী নাহি, দেব! দোষ তব, অভাগিনী আমি,
পূর্ব্ব জন্ম-কর্ম্ম-ফল কে এড়াতে পারে?
কাঁদিলে মনের দুঃখ হয় উপশম
কথঞ্চিৎ, তাই কাঁদি, নহে রোষভরে।
অপরের কাছে খুলিলে মনের দ্বার
অন্তরস্থ শোক, দুঃখ হয় বহির্গত,
তাই দিয়াছি খুলিয়া মনের কবাট
তোমার সম্মুখে; থাক এক পার্শ্বে, প্রভো?
দেখ যেন দুঃখিনীর দুঃখের আবেগ
নাহি স্পর্শে বরবপু; যশোবতী-দুঃখ
বাড়িবে তাহাতে; আপনার দুঃখ তরে

নাহি চাহে যশোবতী কাঁদাতে অপরে ;
কাঁদিতে সে জানে, কিন্তু জানে না কাঁদাতে।
অহো! সাধুজন-উক্তি কভু মিথ্যা নয়!
ভ্রান্ত হে ব্রহ্মাণ্ডবাসী নরগণ যত!
ভ্রান্ত হে কলুষরাম! এত দিন যারে
সচ্চরিত্রা, সতী বলি কতই সোহাগে
করেছিলে সমাদর, আজ দেখ, হায়!
অপবিত্রা, কলুষিতা, চরিত্র-বিহীনা
সেই নারী ; খুল আসি কারাগার-দ্বার,
খেদাইয়া দাও তারে ; অসতী নারীকে
স্থান-দানে কলুষিত করিও না গৃহ।
নারীর সতীত্ব গেলে কি থাকে তাহার!
কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য পরমান্ন যদি,
থুথু করি লোকে তারে আস্তাকুড়ে ফেলে
আবর্জ্জনা রাশি মাঝে। কি দোষ তোমার?
অভাগিনী রমণীর অদৃষ্টের দোষ ;
অদৃষ্ট বিমুখ হলে অমৃত সেচিতে
গরল উঠিয়া পড়ে—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট!
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-সহায়-বিহীনা
বন্দিনীর মনোব্যথা আরো বাড়াইতে
এসেছিলে হেথা ; কার্য্য হইয়াছে শেষ,
কি কাজ থাকিয়া আর এখানে এখন?
কলুষরামের হাত হইতে নিষ্কৃতি,
পাইবার জন্য যেই তোমার চরণে

সঁপেছিল এ জীবন—তার এই ফল!
কুলটা-জীবন ধরি বাঁচিয়া কি ফল,
মৃত্যু শতগুণে তার চেয়ে শ্রেয়স্কর!
কাঁদিতে কাঁদিতে হবে জীব-অবসান,
যত শীঘ্র হয় তাহা ততই মঙ্গল।
কেবা শত্রু, কেবা মিত্র, নারিনু চিনিতে;
দুৰ্দ্দম-অরাতি বটে কলুষ দুর্জন,
শারীরিক কষ্ট কত দিয়াছে আমাকে,
স্বার্থ-সিদ্ধি-আশে; ইচ্ছা ছিল কষ্ট দিয়া
নিজের দুরভিসন্ধি করিবে পূরণ।
পাবে নাই, পারিবে না, চেতনা থাকিতে;
তাহার অঙ্কশায়িনী হব না কখন।
কোথা সুলোচনা? সুলোচন বিস্ফারিয়া
দেখ একবার; এত কষ্ট, এত দিন
দিয়া যে কলুষরাম অরাতিকেশরী
পারে নাই কাঁদাইতে; আজ এসে দেখ
সাধু-পুরুষের শরে ভূম্যবলুণ্ঠিতা,
অশ্রুভার-অবনমিতা সে; এসে দেখ
কুলটা-ভূষণে সে বা ভূষিতা কেমন!
পিতৃদেব! বড় আশা বুকে বাঁধি তুমি,
দিয়াছিলে হেথা পাঠাইয়া সাধুবরে
রক্ষিতে তোমার জীবনের জীবগ্রন্থী,
শোকতপ্ত হৃদয়ের সন্তাপনাশিনী,
সংসার-উদ্যান-শোভা-বিবৃদ্ধিকারিণী,

দয়িতার-সুখ-স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপিণী,
হতভাগিনী সুতায় ; দেখ, পিতঃ! আসি
তোমার জীবন-হ্রদে এতদিন ধরি
করেছিল শোভিত যে ফুল্ল-কমলিনী,
পাঠাইয়া দিয়াছিলে যে সাধু ধীমানে,
তার মুখ-বিনিঃসৃত খরতর-করে
শুখাল অকালে ; কঠিন করকাঘাতে
কমল-কোরক কলিকায় পড়ে ঝরি।
তোমায় কি দোষ দিব! গ্রহ প্রতিকূল
যখন যাহার হয়, আত্মীয়-বান্ধব
কেহ নহে অনুকূল, কি দোষ তোমার!
কুলটা এ যশোবতী! কি মুখে এ মুখ
দেখায়ে সে, অকলঙ্ক-কুলে দিবে কালি?
কোন্ নারী চাহে, কলঙ্কের ডালি শিরে
বহন করিয়া, ফিরিতে লোকের দ্বারে?
শ্রেয়ঃ তার পক্ষে, ঘৃণা, লজ্জা থাকে যদি,
কলসী গলায় বাঁধি আঁধার নিশীথে
পশিতে অতলস্পর্শী অম্বুধি-সলিলে।
আর কেন, আর কেন, সন্ন্যাসী-সত্তম!
পিতৃদেব-অনুনয়ে এ ছার জীবনে
উদ্ধারিতে আগমন করেছিলে হেথা,
লয়ে যাও তাহা, বুঝায়ে বলিও তাঁরে,
ইচ্ছা করি যশোবতী গিয়াছে চলিয়া
শান্তি-পূর্ণ শান্তি-ধামে ; অভাগিনী তরে

ঝরে যদি অশ্রুবারি পিতার নয়নে,
মুছাইয়া দিও, দেব! কে আছে মুছাবে,
এক মাত্র তনয়ার জীব-অবসানে?
জন্মিলে মরণ আছে, অগ্র ও পশ্চাৎ,
উভয়ের মধ্যে কটা দিন ব্যবধান;
সংসারে সকলি এই পন্থার পথিক।
পরম সৌভাগ্য মম; স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে
পারিতেছি দিতে এই জঘন্য জীবন,
যাঁহার লাঞ্ছিতা, তাঁর পাদ-পদ্ম-মূলে।
পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, চন্দন অথবা বিষ্ঠা,
সাধুর সকাশে লভে সম সমাদর।
সেই ভরসায় দাসী কুলটা যদিও,
সাহসে নির্ভর করি, চাহিতেছে দিতে,
(এক মাত্র তার যা' কিছু আছে সম্বল)
দুঃখিনী-সর্ব্বস্ব-ধন, অমূল্য জীবন
ওই চরণ-রাজীবে। প্রার্থনা তোমার,
প্রতিশ্রুতি মম, পূর্ণ হলো কর জ্ঞান।
আমার হৃদয়, মন, আয়ত্বে থাকিলে
পাইতে নিশ্চিত; যাহা আছে তাহা লও।
তব কৃত উপকার-সম্ভোগে কি সুখ
চাহিনাকো আর; ওই পাদপদ্ম দেখি
মিটিয়াছে সেই আশা। এখন আশিস্,
(আশীর্ব্বাদ যোগ্যা যদি মনে কর তারে)
করিও তাহাকে; অনাথিনী রমণী সে।

কি কর, কি কর, দেব! পতিতার পদ
ছুঁইয়া পতিত কেন হইবা আপনি।
ছিঃ, ছিঃ, ছাড় পদ, দাও ওচরণধূলি
লই শিরে, নারী-জন্ম হউক সার্থক।
ওহে সর্ব্ব-ভূতেশ্বর! হে মঙ্গলময়!
অভাগিনী তনয়ায় পদ-প্রান্তে স্থান
দাও, পিতঃ! সকলে ছাড়িতে পারে, ছাড়ে,
তুমি কিন্তু কখনই তোমার সন্তানে
পার না ছাড়িতে; লও কোলে মোরে,
জুড়াই সন্তাপ, জ্বালা, তাপ, দুঃখ, শোক
বসি ওই শান্তিময় সুপবিত্র কোলে।
ঔষর-মৃত্তিকাজাত, বাত-বিক্ষোভিত,
ভগ্নশাখ, ছিন্ন-মূল, রম্ভা তরু যথা
পড়ে ভূমিতলে, তেমতি ধরণীতলে
পড়িলা নিস্পন্দ, মহাদেবী যশোবতী
ভগ্ন-মনোরথা, মর্ম্ম-যাতনা-পীড়িতা,
সংজ্ঞা-জ্ঞান-অপগতা, বিগত-চেতনা।
কি-কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত
বসিলা সন্ন্যাসী যশোবতী-শিরোদেশে।
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে,
চাহিতে লাগিলা নিমীলিত আঁখি পানে।
পরশিলা কোমলাঙ্গ বিকম্পিত করে,
কৈলা চেষ্টা ডাকিবারে সুগম্ভীর রবে,
শোকরুদ্ধ, হায়! বাক্য-নিঃসরণ-পথ!

পরশি দেখিলা যশোবতী-অবয়ব,
নিশ্চেষ্ট সকল অঙ্গ, গিয়াছে নিভিয়া
জীবনের হুতাশন ; শীতল শরীর,
পরিম্লান দেহ-কান্তি ; এ দৃশ্য ভীষণ
দেখি, কহিতে লাগিলা মহাযোগীবর :—
"কি করিনু ! কি হইল ! হায় ! হায় ! হায় !
সরলা নারীর হৃদে বিঁধি তীক্ষ্ণ শর
বধিলাম প্রাণে তারে ; নারীহত্যা পাপ
অবশেষে কর্ম্ম-দোষে হইল বহিতে
স্কন্ধে করি ! খোল, খোল দ্বার, রে নিরয় !
প্রবেশি তোমার সেই কুম্ভপাকানলে
ভস্মীভূত করি এই দেহ কলুষিত।
অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত কি আছে জগতে,
পারে যাহা বিশোধিতে নারী-হত্যা-পাপে।
দেবি যশোবতি ! এই তব পদতলে
রহিনু পড়িয়া ; এই শয্যা হয় যেন
আমার অন্তিম-শয্যা ; এস মহানিদ্রা,
এ মহাপাতকী জনে সুচির-নিদ্রায়
কর অভিভূত। সকল-সন্তাপ-হর
ওহে মৃত্যু ! আলিঙ্গন কর আসি দাসে,
অপহর সকল যাতনা, লয়ে চল,
যথায় আনন্দে বসি সদানন্দপুরে
লভিছেন শান্তি মহাদেবী যশোবতী।
যদ্যপি যাইতে তথা নাহি অধিকার,

যথা ইচ্ছা লয়ে যাও, যথায় যাইলে
বিস্মৃতির জলে এই শোক, তাপ, জ্বালা—
প্রচণ্ড, অসহ্য, হৃদয়-বিদগ্ধকর,
অনন্ত-সময়-ব্যাপী-প্রজ্জ্বলনশীল,
অনন্ত-সময়-ব্যাপী-সমতীব্রতর
শীতলিতে পারি সুশীতল শান্তি-নীরে।”
এত বলি বিলাপিয়া বঙ্গানন্দ দেব,
যশোবতী-পদপ্রান্তে লইলা আশ্রয়।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে প্রণয়িণী প্রণয়িনোঃ বিস্রম্ভালাপঃ
নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

আনন্দে উন্মত্ত আজ নিত্যানন্দপুর ;
কত দেশ, দেশান্তর হইতে মানব
মানবী আসিছে ; গ্রামের সকল পথ
লোকে লোকাকীর্ণ ; উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব,
দক্ষিণ, অথবা যে দিকে করিবে দৃষ্টি,
দেখিবে সে দিক দিয়া দলে, দলে, দলে
পশিতেছে নর, নারী গ্রামের ভিতরে ।
একই সাগরে যেন চারিদিক হতে
আসিয়া মিশিছে শত হাজার, হাজার
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বেগবতী স্রোতস্বতী
কল্ কল্ নাদে । জন-সংঘ-কলরব
উঠিছে আকাশ-মার্গে ধূলিকণা সনে ।
লাল, নীল, আদি নানা বর্ণে সুশোভিত
কেতন, দাঁড়ায়ে প্রতি গৃহের চূড়ায়,
বায়ুভরে হেলিছে দুলিছে শূন্যদেশে ।
শ্রীমান কলুষরাম মহানেতৃপদে
অধিষ্ঠিত হইবেন আজ, তাই এত
কলরব, মহোৎসব নিত্যানন্দপুরে ।
কোষ্ঠী দেখি করেছেন সন্ন্যাসী ঘোষণা,
কলুষরামের আজ বড় শুভ দিন ;
অদৃষ্টে অদৃষ্টপূর্ব্ব নব-পদ-লাভ
ঘটিবে তাঁহার ভাগ্যে, হবে না অন্যথা ।

কলুষের অনুগত, অনুজীবী যত,
এ মঙ্গলময় বার্ত্তা প্রতি গ্রামে, গ্রামে
করিয়াছে বিঘোষিত ; কাতারে, কাতারে
তাই আসিতেছে লোক এ দৃশ্য দেখিতে।
অভিষেক-শুভযোগ সমাগত প্রায়,
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য দূরে সভাস্থলে।
প্রাসাদে কলুষরাম মিষ্টালাপে রত
প্রাণপ্রিয় ছয়জন বান্ধব সংহতি।
প্রাসাদের বহিঃস্থিত তোরণ সম্মুখে
শত শত লোক করিতেছে গণ্ডগোল,
"কখন্ বসিবে সভা" এই কথা বলি।
তোরণ সম্মুখ দিয়া সুপ্রশস্থ পথ
গেছে চলি বহুদূরে ; ইহার দুদিকে
শ্রেণীবদ্ধ, সমুন্নত পাদপ-কলাপ
বিবিধ বিহঙ্গালাপ শুনিছে দাঁড়ায়ে।
এই রাজ-পথ হতে এক ক্রোশ দূরে
বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন গিরি-শ্রেণী মধ্য দিয়া
বহিতেছে গঙ্গানদী খরতর বেগে।
গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তে প্রাসাদ ও নদী,
উভয়ের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে
পুষ্পোদ্যান, ক্রীড়াভূমি আছে অবস্থিত।
নির্জ্জন এ দেশ, লোক-বসতি-বিহীন,
ক্রিয়াকর্ম্ম কিম্বা কোন উৎসব ব্যতীত,
গ্রামবাসী ভদ্রাভদ্র নর কিম্বা নারী

না আইসে এই দিকে ভুলিয়া কখন।
প্রাসাদ-উত্তর-প্রান্তে অন্য এক পথ
তোরণ-সম্মুখস্থিত পথের সহিত
হইয়াছে সম্মিলিত, এ পথের শাখা
বাহিরিয়া গেছে চলি গ্রামের ভিতরে।
কলুষরামের শত, শত অনুচর
করিতেছে পায়চারি এই রাজপথে।
ক্রোশেক অন্তরে এই রাজপথ ধরি
যাইলে পূরব দিকে, পাইবে দেখিতে
বিরাট সভার হইয়াছে আয়োজন
লোকালয়শূন্য, পরিস্কৃত ময়দানে।
শত শত উচ্চচূড় স্তম্ভ গোলাকৃতি,
দ্বাদশ সহস্র বর্গ হস্ত পরিমিত
ভূমির চৌদিকে আছে সুদৃঢ়ে প্রোথিত।
বিবিধ, বিচিত্র বর্ণ কাগজ-মণ্ডিত
প্রতিস্তম্ভ ; প্রত্যেকের শরীর মসৃণ।
ইহাদের অঙ্গোপরি প্রিয়-দরশন,
সমুকুল আম্রশাখা রয়েছে বেষ্টিয়া
হারাকারে। আকণ্ঠ-মজ্জিত-অবয়ব,
আয়স কীলক চারি, চারিদিক হতে,
রজ্জুহস্ত প্রসারিয়া গ্রীবাদেশ ধরি
আকর্ষিছে প্রতিস্তম্ভে। স্তম্ভের উপরে
বহুমূল্য চন্দ্রাতপ স্ববপু বিস্তারি
আবরিছে নভোদেশ ; মুকুতার মালা,

সমানুপ্রাণতারূপ কৌশেয় সুতায়
অনুবিদ্ধ অন্তর্দ্দেশ, করিছে সংযোগ
স্তম্ভে স্তম্ভে ; দিনকর-কিরণ-সম্পাতে
উদ্ভাসিছে মুক্তামালা উজ্জ্বল প্রভায়।
মৃদুল পবন, কভু পত্রে, কভু ফুলে
ধীরে ধীরে সঞ্চালিছে ; শ্রবণ-মধুর
সঙ্গীত-তরঙ্গ সনে জন-কোলাহল
মিলিয়া মিশিয়া অভিনব স্বরলিপি
করিছে সৃজন, হরিছে শ্রোতার মন।
গ্রামের পশ্চিমোত্তরে কলুষ-আগার,
প্রবেশিয়া তথা আজ কর দরশন
আত্মীয়া ও অনাত্মীয়া কতই রমণী
করিয়াছে পুরী মুখরিত ; বিলাসিনী,
বহুমূল্য—পরিচ্ছদ—পরিহিত-তনু
বীণার ঝঙ্কার-নিন্দি মধুর গুঞ্জনে,
কলুষের গুণাবলী রমণী মহলে
করিছে কীর্ত্তন ; মনোমোহিনী বেশ ধরি
মোহিনী সুন্দরী, কিরূপে কাহার মন
করিবে হরণ, হেন কল্পনা-নিরতা।
বিলাসিনী-অনুগতা, কৃপা-ভিখারিণী
কুলাঙ্গনা যত, সকলেই সমাগত
কলুষের অন্তঃপুরে। দেবী যশোবতী
অনুপস্থিতা কেবল ; কাহারও দৃষ্টি,
এ যাবত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়,

পড়ে নাই সেই দিকে। দেবী বিলাসিনী
বিস্মিত অন্তরে জিজ্ঞাসিলা মোহিনীকে :—
"কহ, লো মোহিনি ! কোথা দেবী যশোবতী
এখনও কি সমাচার দাও নাই তারে
আসিতে এখানে ? তোমায় বিশেষ করি
দিয়াছিনু এই কার্য্যভার, প্রতিপদে
নিয়ত পদস্খলিত হইতে তোমায়
দেখিতেছি আমরা সকলে ; শুভাদৃষ্ট
বিমুখ তোমার প্রতি। ধর্ম্মবিদ-গৃহে
যে গুরু কার্য্যের ভার করিয়া গ্রহণ
গিয়াছিলে ; জটিলা-কুটিলা, সহায়তা
করিতে যদ্যপি নাহি যাইত তথায়,
বিফলে ফিরিয়া আসি ঘোর অপমান
সহিতে কতই তুমি পতি-সন্নিধানে।
যে অবধি আসিয়াছ ফিরিয়া এখানে,
দাসী-বৃত্তি কার্য্যে হইয়াছ নিয়োজিতা
পতির আদেশে ; খুলিল না জ্ঞান আঁখি ?
কার জন্য মহোৎসব, এই আয়োজন ?
দেবী যশোবতী তরে ; ভুলেছ কি সব ?
তোমার মুখের গ্রাস লইয়াছি কাড়ি,
এই ভাবি রুষ্টা যদি হয়ে থাক তুমি
আমার উপরে, অপগত সে কারণ।
সত্য বটে দিয়াছিনু সরায়ে তোমায়
আমার সুখের পথ আগলিবে ভাবি,

নহি দোষী সে কারণে ; আপনার সুখ
কে না খুঁজে বল ? কাজ নাই সে কথায়।
যে আসনে সমাসীনা ছিনু এত দিন,
সে আসন বিচ্যুতা হইব আজ ; তাই
তোমার উপরে দিয়াছিনু এই ভার।
যে দশা আমার হাতে হয়েছে তোমার,
সেই দশা আজ হতে হইবে আমার ;
তুমি, আমি একাসনে বসিয়া দুজনে
ভুঞ্জিব বিবিধ দুঃখ বাঁচি যত দিন ;
পরের সেবিকা যারা, পরের আদেশ
পালিতেই তাহাদের জনম জগতে ;
স্বাধীনতা তাহাদের থাকে কি কখন ?
যে স্বাধীন মন দিয়া সৃজিয়াছে ধাতা
নরনারীগণে ; দাসত্ব যাদের বৃত্তি,
স্বাধীনতা তাহাদের অলীক স্বপন।
তুষিতে অপর জনে সৃজিত যাহারা
রুদ্ধ তাহাদের মন চিরকারাগারে।
পূর্ব্বের ঘটনা যত ভুলে যাও, বোন্ !
দূর কর প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ; ভগ্নী জ্ঞানে,
কর মম সহায়তা, মাগিছি আশ্রয়।
কলুষে পতিত্ব আশা, জনমের মত
ফুরাইয়া গিয়াছে তোমার, এ দীনায়
এ দুর্দ্দিনে সহায়তা কর যদি দান,
যদ্যপি সে আনুকূল্যে আমার এ পদ

রক্ষিতে সক্ষমা হই ; নিশ্চয় জানিবে
সেবিকার পরিবর্ত্তে সহচরী-পদে
করিব তোমায় অধিষ্ঠিত এ ভবনে।
কলুষের ভার্য্যা হইয়াছি যত দিন
কখন অন্যায় রূপে কোন উৎপীড়ন
করি নাই তোমার উপরে ; সাধ্যমত
করিয়াছি চেষ্টা আমি কত শতবার
নিবারিতে অর্দ্ধপথে কলুষোত্তলিত
কঠোর কুঠার। তুমিই ভরসা মম
প্রায়াগত দুর্দ্দশার ঝটিকা-আবর্ত্তে।
যাও, বোন্! যাও ; যাও ত্বরা, সমাগত
যাত্রার সময়, যত শীঘ্র পার তারে
লইয়া আইস সঙ্গে ; যদ্যপি প্রাণেশ
কোন লোকমুখে পান শুনিতে এ কথা,
ঘটিবে মহাপ্রলয় ; আমার উপরে
জন্মিবে আক্রোশ, ক্রোধ ; দোষী আমি
এ বিষয়ে কোনরূপ না রবে সন্দেহ।
সমিনতি যশোবতী দেবীকে বলিও,
মার্জ্জনা করিতে আমাদের অপরাধ।
কার্য্য তার, গৃহ তার, উপলক্ষ মোরা,
তাহারই কার্য্য করিতেছি সম্পাদন ;
এসেছেন পুরাঙ্গনা নানা স্থান হতে,
তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে,
ভুলিয়া গিয়াছি আমি অন্য কার্য্য যত।

এই সব কথাগুলি বুঝায়ে তাহারে
বলিও, ভগিনি ! যাও, তবে শীঘ্র যাও,
আমার মাথার দিব্য দিয়া ভাল ক'রে,
ব'ল তারে, ক্ষমি দোষ আসিতে সত্বর।

মোহিনী

অধীরা হয়োনা, দিদি ! কাল সন্ধ্যাবেলা
তাহাকে বলিয়াছিনু অভিষেক কথা।
বলেছিনু "দেবি যশোবতি ! শুভদিন
সমাগত তব, কল্য প্রভাত সময়ে
অন্তঃপুর কার্য্য যত, সকলি তোমাকে
দেখিয়া বেড়াতে হবে ; তোমার ভবন,
কার্য্যও তোমার, কোনরূপ নিন্দা হলে
সকলে নিন্দাভাগিনী করিবে তোমায়।"
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলা দেবী
"আশীর্ব্বাদ কর, দিদি ! এ আমোদে যেন
না যাইতে হয়, দুঃখিনী রমণী আমি,
কারাগার-নিবাসিনী, পরান্ন-ভোজিনী,
আমার ভাগ্যে কি শোভে হেন রাজ্যভোগ ?
যদ্যপি সময় পাই, মন থাকে ভাল,
একবার যেয়ে কাল দেখিয়া আসিব।"
হাসিয়া চিবুক ধরি কহিনু তাহাকে,
"বড় ভাগ্যবতী সতী তুমি, লো ভগিনি !
এমন সুখের দিনে, এইরূপ কথা
আনিও না মুখে ; তোমা সম ভাগ্যবতী
কে আর জগতে ? যে সকল রাজগণ

নিজের প্রাধান্য স্থাপি দূর দেশান্তরে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী হয়ে রাজ্য-সুশাসন
করিছেন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ; কীর্ত্তি, যশঃ
যাঁহাদের হইতেছে সর্ব্বত্র প্রচার ;
এ হেন প্রতাপশালী নৃপগণ-জায়া
তোমার এ পদ হেতু সর্ব্বদা লোলুপা।
তাঁহারা অমিত্র ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিতা ;
আধিপত্য সহ চিত্তচঞ্চলতা আসি,
তাঁহাদের মানসিক সুখ, শান্তি গ্রাসে।
পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল যেমতি
তাদের মর্য্যাদা, পদ তেমতি চঞ্চল।
তোমাদের আধিপত্য সমাজ উপরে,
উৎকর্ষ না লভে যদি মনোবৃত্তি-চয়
কেহ না সক্ষম হয় প্রভুত্ব স্থাপিতে
নরহৃদি, পরে। বিস্তর প্রভেদ, বোন্!
পাশবিক, মানসিক দুইবিধ বলে।
একের সচল ভিত্তি, নদীগর্ভস্থিত,
তরঙ্গ-তাড়িত বালুকার স্তূপ সম ;
কল্প-অন্ত-কাল-স্থায়ী অটল অপরে।
রাজা, মহারাজা, জমিদার আদি যত
সমাজ উপরে বল পারে কয় জন
এইরূপ আধিপত্য করিতে বিস্তার ?
পাগলিনী তুমি, বোন্! নিজের মর্য্যাদা
পার না বুঝিতে নিজে ; বুঝিবে যখন

সুখ, পাইবে যখন প্রতিপত্তি, যশঃ ;
দেখিবে যখন সমাজের লোকোপরে
তোমাদের কতই সম্মান ; সে সময়ে
এ পদের মান, মর্য্যাদা, গৌরব কত
সকলি বুঝিবে। কাজ নাই ওকথায়
অনতিবিলম্বে যবে আপনা আপনি
বুঝিতে পারিবে সব, কি কাজ বর্ণনে।
শুন মোর কথা, কল্য প্রাতঃকালে উঠি,
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া যত শীঘ্র পার
যাইও ওখানে ; মনে যেন থাকে কথা।"
শুনিয়া আমার কথা দেবী যশোবতী
ডান হাত খানি মোর আকর্ষি স্থাপিলা
নিজ বক্ষে ; দুই হাতে চাপিয়া ধরিলা
তারে তথা ; দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস-আবেগে
হাত খানি যেন দ্রুত লাগিল নাচিতে।
চাহিনু নয়ন পানে, মনে হল যেন
নিদাঘ-আতপ-শুষ্ক কমল-কোরক
চাহি আছে মোর পানে নির্ণিমেষ-দৃষ্টি।
সে শুষ্ক চাহনি দেখি হৃদয় আমার
হল বিগলিত স্নেহ-রসে ; মুখচ্ছবি,
এখনো সে মুখচ্ছবি, হৃদয় হইতে
পারি নাই মুছিয়া ফেলিতে, পারিব না ;
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ধরি তার মুখ
টানিনু স্ববক্ষঃ পানে, কাতর বচনে

কহিনু, "ভগিনি! ভগিনি! প্রাণের বোন্!"
সরিল না কথা, নারিনু বলিতে, মনে
যাহা ছিল; আত্ম-সম্বরণ করি; ধীরে,
বহুক্ষণ পরে, কহিনু আবার, "বোন্!
হেরি তোর মুখখানি ফেটে যায় বুক,
ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়া দূর করি ব্যথা;
কহ, বোন্! কহ মোরে, কোন্ মহাশোকে
নিঙাড়িছে আজ তোর হিয়া? কোন্
আকস্মিক বিপদ আসিয়া, ভাসাইল
তোরে, এ দুঃখ সাগরে? আয়, বোন্! আয়,
শত্রু বলি আমি তোরে করিতাম ঘৃণা
এতদিন; ভাল করি দেখি নাই মুখ;
কিন্তু আজ দেখি, সে মিথ্যা ধারণা মম
কলুষ-সম্পর্ক-জাত। দেখিয়া এখন,
ইচ্ছা করে প্রাণ খুলে ভালবাসি তোরে।
কে আছে ও মুখশশী দেখিয়া নয়নে,
সুস্থিরে থাকিতে পারে না বাসিয়া ভাল?
পূর্ব্বে ছিনু আমি তোর শাসনকারিণী
এখন হইতে আমি হইলাম দাসী;
যত্ন-সম্বর্দ্ধিত, পূর্ব্ব-নৃশংস প্রকৃতি,
যাহা হতে জন্মেছিল যমজ ভগিনী
জঘন্য প্রবৃত্তি, বৈর-নির্যাতন স্পৃহা,
সেই যেন দিতেছিল বলিয়া আমায়
বিদগ্ধিতে তোরে; কিন্তু তোর মুখ দেখি

চাহিছে না অন্তরাত্মা শুনিতে এখন
তার সেই কথা। সে যে আপনা আপনি
তোর পানে ছুটে। যাক্ পৃথ্বী, যাক্ ধরা
রসাতলে যাক্, তুই মোর, আমি তোর।
অনশনে, নির্যাতনে আছে যত ক্লেশ,
ঘটুক আমার ভালে; তোরে কোলে করি
মানবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি খাব,
তবু তোরে ছাড়িব না।" আরম্ভিলা পুনঃ
মহাদেবী যশোবতী, "সত্য, দিদি! সত্য
ভারতী তোমার, কে আমার আছে, হায়!
বল এ জগতে; স্নেহময় পিতৃদেব
নিরুদ্দেশ, বৃক্ষতল দাঁড়াবার স্থান
এখন তাঁহার; আপনি আপন গৃহে
আবদ্ধ হইয়া আছি কলুষ আদেশে।
পতিত্বে কলুষে যদি না করি বরণ,
কি দুঃখ ঘটিবে ভালে জানে তা প্রাক্তন।
কাল তার অভিষেক, উন্নতি তাহার,
দুঃখ, অধঃপতনের প্রারম্ভ আমার।
মোহিনি! মোহিনি! দিদি! একটী মিনতি,
একটী প্রার্থনা; বল, রাখিবে কি তায়?
ছোট ভগিনীর একমাত্র অনুরোধ,
যৎসামান্য অনুরোধ, রাখিবে কি, দিদি?
বেশী কিছু নয়, দিদি! বেশী কিছু নয়;
তোমার সুমিষ্ট কথা, প্রাণের বেদনা,

তোমার সস্নেহ দৃষ্টি, সরল বচন,
আমায় কহিছে যেন, আমার প্রার্থনা
অপূর্ণ না রবে, দিদি! তোমার নিকটে।
এই হতভাগিনীর, বিপন্না নারীর,
দেখিয়া যাহার মুখ, যার কষ্ট, দুঃখে
কাঁদিছে হৃদয় তব; ভগ্নী বলি যারে
করিতেছ সম্বোধন; ছোট বোন্ বলি,
মুছায়েছ অশ্রুজল যার; ভিক্ষা তারে
দিবে না কি? তুচ্ছ, ক্ষুদ্র একটা জিনিস?
পায় ধরি, দিও, দিদি! বড় আশা করি
চাহিতেছি; কেহ নাই, তাই চাহিতেছি,
দিও, দিদি! সৌভাগ্যের চরম সীমায়
পৌছিয়াছে প্রভু তব। পূর্ব্বে যে বিনয়,
পূর্ব্বে যে নম্রতা ছিল তাহার হৃদয়ে,
অভ্যুদয় সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলোপ।
এতদিন মোর প্রতি ভদ্র-আচরণ
করেছেন যথোচিত; লোকলজ্জা ভয়ে,
অথবা অরাতি ভয়ে পারি না বলিতে।
মহানেতৃ-পদে যবে কাল অধিষ্ঠিত
হইবেন তিনি, থাকিবে না সেই ভয়।
পরিণয়ে অসম্মতি করিলে প্রকাশ
কি ঘটিবে ভালে মম বুঝ তা' আপনি।
যেরূপ দশায় মোরে রাখিলে সন্তোষ
জন্মিবে তাঁহার মনে, সেই অবস্থায়

থাকিতে সম্মত আছি ! হৃদয় চঞ্চল,
স্থির নহে মন, কিছুই না লাগে ভাল,
যত দিন মন স্থির না হয় আমার,
তত দিন এ বিবাহ রাখিও স্থগিত।
তুমি যদি এই কথা বুঝাইয়া বল
তাঁরে, হবে সিদ্ধ দুঃখিনীর মনোরথ।"
"বুঝিতে পারি না, বোন্!" কহিনু তাহাকে,
"কি যে তুমি ভাবিতেছ আপনার মনে ;
কোন্ রমণীর বল বুদ্ধি এত হীন,
আপনার সুমঙ্গল বুঝিতে না পারে ?
শত শত কন্যা রূপে গুণে, কুলে, শীলে
তুলনা-রহিতা, পতিত্বে বরিতে যাঁরে
দিবানিশি করিছে প্রার্থনা জগদীশে
মন, প্রাণে ; তুমি কিনা সেই হস্তগত—
নর-রত্নে ফেলিতেছ ঠেলি দুই পদে।
বুঝিতে পারি না তোমার কি মনোভাব !
ভাল মন্দ ভালরূপে করিয়া বিচার
আপন অন্তরে, প্রকাশিও হেন কথা।
মনোকষ্টে আছ তুমি, তোমার বাসনা
পূরাইলে যদি হয় কষ্ট বিদূরিত,
অবশ্য তাহার তরে করিব যতন।
কিন্তু মনে রেখ, বোন ! এই পরিণয়
বেশী দিন জন্য যদি স্থগিত রাখিতে
চেষ্টা করি, নিশ্চয় বিফল পরিশ্রম।

তুমি নিজে পারিছ বুঝিতে, ভালবাসে
কলুষ তোমায় কত ; অধিক সময়
চাও যদি, অমঙ্গল ঘটিবে নিশ্চয়।
স্থির কর নিজ মন, হয়োনা চঞ্চল,
ডাক জগদীশে, চিরকাল মনসুখে
রাখুন তোমায় সেই সর্ব্বসুখাশ্রয়।"

বিলাসিনী কাল এই কথা হয়েছিল দুই জনে,
আমার নিকটে কেন রাখিলে গোপনে ?
নিজেই তাহাকে দিয়া এসেছ অভয়,
পতি কি তোমার কথা শুনিবেন কাণে ?
জটিলা, কুটিলা বিনা তুমি একাকিনী,
স্ববুদ্ধিতে কোন কার্য্য পার না করিতে।
সামান্য নারীর এই সামান্য রোদনে
অমনি গলিয়া গেলে ? হা ধিক, মোহিনি !
যশোবতী-বাক্য যাহা শুনিলাম আজ
তব মুখে, বোধ হয়, দেবী যশোবতী
নহে কম বুদ্ধিমতী ; পতি যে ইহাকে
সহজে স্ববশে আনি রাখিবেন ঘরে,
সে বিশ্বাস মনে মোর পাইছে না স্থান।
তাঁহাকে যেরূপ ভাবে দেখে যশোবতী,
তাহাতে আমার এই হইছে প্রতীতি,
আপনার অমঙ্গল আপনার শিরে
চাপাইয়া রাখিতেছে নিজে হাতে করি।
স্বাধীন পুরুষ যারা এত অহঙ্কার

সামান্য নারীর, কদিন সহিতে পারে ?
যশোবতী-দেবী-মুখে বাক্য এই মত,
শুনিলে তাঁহার মন জানি না কি করে।
তাহার অদৃষ্টে দুঃখ ঘটে বহুতর,
অবহেলা করিয়া যে হস্তগত ধনে
ইচ্ছায় খোয়ায় ; কে তাহার দুঃখে
দেখাবে সমবেদনা ? তার মত নারী
যায় যাক্, থাকে থাক্, প্রাণেশের তা'য়
কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদেরই কি ?
নূতন অভাবে, পুরাতনে সমাদর !
বাধা-বাধকতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণচয়
আত্ম-সুখ-প্রদ বলি মানবে আদরে।
ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে স্বতন্ত্র আবার
এ কথা বিশ্বাস করে মূঢ় যেই জন।
জগতেই আছে সুখ, জগতেই থাকে,
যার ভাগ্যে যাহা থাকে সেই তাহা ভোগে।
বিজ্ঞ যারা, তারা সুখ সম্ভোগ করিতে,
জন্মে ধরাধামে। ঘোর পাগল যাহারা
তাহারাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম করিয়া ডাকিয়া
মিছামিছি কষ্ট ভোগ করে এ সংসারে।
সুখভোগ তরে যবে সৃষ্ট এ জীবন,
যাহাতে সে সুখ লাভ হয় অনায়াসে,
যে কোন উপায়ে হোক, চেষ্টা সেইরূপ
করাই বিধেয় ; নতুবা বিফল জন্ম।

যেরূপ বুঝিয়া থাকে দেবী যশোবতী,
আজীবন বুঝুক তাহাই, যাও তুমি
যেরূপ করিয়া পার দেবীকে লইয়া
আইস এখানে। কে ওই আসিছে দেখ ;
জ্ঞানময়ী, যশোবতী দেবীর সঙ্গিনী ?
যুথভ্রষ্টা মৃগী মত বেড়াইছে ঘুরি,
দেখি কষ্ট হয় বটে। নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে
যে জন আপন কষ্ট আপনিই আনে
নিজের উপরে, তার দুঃখে দুঃখ করা
কে বলে উচিত ? গণ্ডমূর্খ, সেই করে।
আনন্দ ও নিরানন্দ নিজ-কর্ম্ম-ফল ;
আমরা পরের জন্য কেন এত ভাবি ?
কষ্ট মানবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ-শিক্ষাগুরু।
এস এস, জ্ঞানময়ি ! অজ্ঞানলতিকে !
দুঃখ-ভরা মুখখানি করিয়া বহন
আসিতেছ এই দিকে সুমন্থর গতি ;
কি সন্দেশ কহ, দেবি ! আনিয়াছ হেথা ?

জ্ঞানময়ী — বড় দুঃসংবাদ আজি, দেবি বিলাসিনি !
প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠি যাই পুষ্পোদ্যানে,
চয়িতে কুসুমরাজি, শূন্য সাজি হাতে
ফিরে আসি ঘরে। ভাবিলাম মনে মনে,
নিশির আঁধার কিছু থাকিতে থাকিতে,
পশিয়া পুষ্প-উদ্যানে ধরিব স্বকরে
পুষ্পচোরে, তাই গত রাত্রিশেষে, যবে

উদিল প্রভাতী তারা পূরব গগনে.
পরিহরি শয্যা আমি আইনু বাহিরে
সাজি হাতে ; দেখিলাম নীল নভস্তলে
হাসিছে রজনীনাথ রজতের হাসি।
গভীর নিদ্রায় নিমগনা বসুন্ধরা,
ঘুমাইছে বক্ষে করি সন্তান-সন্ততি
নিঃশব্দে, নিস্পন্দে। স্বনিছে পবন দেব
শন্ শনে। তর্‌তরে নড়িছে পল্লব।
যথায় কামিনী, যুথিকা, মল্লিকা বেলা,
গোলাপ, করবী, টগর, অপরাজিতা,
শেফালিকা, গন্ধরাজ, শীতগন্ধবহে
বিতরিতেছিলা বাস, যাইনু তথায়।
কিসের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া শ্রবণে,
ত্রাস উপজিল মনে ; কম্পিত চরণে
আসিনু দৌড়িয়া যশোবতী গৃহপানে।
যা' দেখিনু তথা, হৃদয় কাঁপিল ভয়ে ;
উন্মুক্ত ঘরের দ্বার ; প্রবেশিনু গৃহে
অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে ; কি দেখিনু, হায় !
শূন্য-যশোবতী-শয্যা, শূন্য সর্ব্ব ঘর ;
গৃহ কোণে দীপাধারে জ্বলিছে প্রদীপ
ক্ষীণরশ্মি ; ধীরে ধীরে প্রভাতী অনিল
প্রবেশি গবাক্ষ পথে দোলাইছে তারে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা কুলাঙ্গনাকুল,
পাপের বাহ্যিক শোভা দেখিয়া যেমতি

লাফাইয়া পড়ে তায়, অনুতাপানলে
জ্বলিয়া পুড়িয়া হয় ভস্মে পরিণত ;
সেই মত শত শত পতঙ্গ-কামিনী
ভঙ্গুর-আনন্দ-আশে দুর্লভ জীবন
বিসর্জ্জন করিতেছে জ্বলন্ত পাবকে।
খুঁজিনু, সকল গৃহ তন্ন তন্ন করি,
বৃথা ! প্রতি দ্রব্য যথা স্থানে অবস্থিত,
পরিম্লান কান্তি অধিস্বামী-অদর্শনে।
ফেলিয়া ফুলের সাজি যশোবতী গৃহে,
বাহিরে আসিনু পুনঃ বিষণ্ণ বদনে।
ভাবিলাম মনে, কি কাজ তুলিয়া ফুল
মধুহীন, সৌরভ বিহীন ; যশোবতী
সঙ্গে সবে হারায়েছে সব। কলানিধি
তখনো আকাশ প্রান্তে সরিয়া সরিয়া
যাইতেছে নামি। কেহ উঠে, কেহ পড়ে,
শিখাতে এ নীতি যেন প্রভাতী নক্ষত্র
বিমানে অনেক ঊর্দ্ধে হইয়া উত্থিত
চাহিল আমার পানে ; অপাঙ্গ-ইক্ষণে
বারেক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি
কহিলাম, "বৃথা চেষ্টা, হে নক্ষত্ররাজ !
তব ; হৃদয় বিহীন—যাহারা, তাহারা
অপরের অধোগতি, নিজের উন্নতি
দেখিয়া হাসিতে থাকে ; তাদের নিকটে
কে নীতি শিখিতে চায় ? আদর্শ-স্বভাব

গুরুর না হয় যদি, শিষ্যের ভকতি
নাহি আহরিতে পারে। উচ্চপদ পেয়ে
আপনার সারবত্তা জানাতে আমায়
আসিয়াছ দিতে উপদেশ? ক্ষুদ্রপ্রাণী,
তোমার কি সাজে হেন বৃথা আড়ম্বর!
ওই দেখ ঊষাদেবী তব প্রগল্ভতা
দেখি, হাসিয়া আসিছে পূরব-গগনে।
আমার মনের ভাব প্রতিধ্বনি করি
বৃক্ষশাখে বসি পাখী বিবিধ জাতীয়
কলরব করিয়া উঠিল, জানাইল
জগদ্বাসী সচেতন জীবে, ধ্রুবসতা
বলিয়াছি আমি। প্রিয়-ভ্রাতৃ-অপমানে,
অন্যান্য নক্ষত্র যত মলিন বদনে
লুকাল আকাশ গায়ে; হাসিতে হাসিতে,
(এ পোড়া মুখের হাসি পারি না লুকাতে
এত দুঃখ মাঝে; নৈসর্গিক নিয়মেও
হেন অপরূপ কাণ্ড কভু কভু ঘটে,
রোদ-বৃষ্টি-সম্মিলন বর্ষায় যেমতি।)
ফিরাইনু গতি মোর সন্ন্যাসী-ভবনে।
দুয়ার দেখিনু বদ্ধ। একাকিনী আমি,
কি বলিয়া ডাকি, আর কাহাকে বা ডাকি!
হইল না ডাকা, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাকি
ভাবিনু মানসে, নীরস সন্ন্যাসীমন
নিংড়াইতে গেলে তার অন্তরের রস,

আমার সকল রস ঝরিয়া পড়িবে,
অথচ উদ্ধার নাহি হইবে স্বকাজ।
হতাশে বাঁধিয়া বক্ষে ফিরে গেনু গেহে,
ভাবিলাম মনে মনে, পিঁজরার পাখী
দরজা যদ্যপি দেখে খোলা একবার,
বিলম্ব কি করে কভু লভিতে মুকতি ?
কোথা হতে কি ঘটিল নারিনু বুঝিতে,
এত দিন যশোবতী সঙ্গে সঙ্গে ফিরি,
কত দিন কত কথা কহিনু, শুনিনু,
কিন্তু ঘুণাক্ষরে কাল দেবী যশোবতী
তাহার মনের কথা বলে নাই মোরে।
পরম-সৌভাগবতী ভাবি আপনাকে
এ সব ঘটনা দেখি ; পূর্ব্বমত যদি
থাকিতাম নিয়োজিত প্রহরিণীরূপে
যশোবতী গৃহে, নিশ্চয় সকল দোষ
পড়িত আমার শিরে ; আমার উপরে
কলুষের অবিশ্বাস, নির্যাতন সহ
হইত পতিত।

বিলাসিনী নিদারুণ সমাচার
শুনাইলি তুই মোরে, দেবি জ্ঞানময়ি !
বড় সুখের সময়ে। প্রাণনাথ যবে,
শুনিবেন তাঁহার প্রাণের পুত্তলিকা
গেছে চলি, কি যে ভাবিবেন মনে মনে,
ভাবি তাহা কাঁপে হৃদি। এ বার্ত্তা এখন

লুকায়ে রাখিতে হবে ; অভিষেক অন্তে,
আনন্দে যখন তাঁরে দেখিব মগন,
তখন এ কথা খুলি বলিব তাঁহাকে !
এক কথা, জ্ঞানময়ি ! জিজ্ঞাসি তোমায় ;
সদুত্তর দাও যদি, এ শঙ্কটে পারি
নির্দ্ধারিতে সদুপায়। উপহাস করি
দাও যদি উড়াইয়া, জিজ্ঞাসা না করা
আর করা, উভয় সমান ; যশোবতী
আর তুমি, দুজনে সমান পরিচিত
প্রাণেশের কাছে ; সমবয়স্কা উভয়ে,
রূপে গুণে কুলে শীলে কেহ নও ন্যূন।
প্রথমে তোমার রূপ দরশন করি,
তোমায় পাইতে তাঁর ছিল অভিলাষ ;
কিন্তু কেন, বলিতে পারি না সুনিশ্চিত,
তোমায় দেখিলে তাঁর ভয় হয় মনে ;
তাই সে তোমার আশা পরিহার করি
পূর্ব্বাপেক্ষা মোরে লাগিলেন যতনিতে।
যে দিন হইতে মহাদেবী যশোবতী
তাঁহার নয়ন-পথে হইলা পতিতা,
সে দিন হইতে তাঁর প্রেম, ভালবাসা
এক কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়িল তাহাতে।
তাহারো কারণ আছে, দুর্নির্ণেয় নহে
প্রকৃত কারণ। তোমার নির্লজ্জভাব,
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শক্তি, অটল সাহস

দেখিয়া তাঁহার মনে ভালবাসা স্থানে
উপজিল ভয় ; ভাবিলেন মনে তিনি
অর্দ্ধাঙ্গিনী হলে তুমি স্বাধীনতা তাঁর,
হইবে বিলুপ্ত ; ইচ্ছা থাকিলেও মনে
তোমাকে হৃদয়ে তিনি ধরিতে অক্ষম।
আমাদের অনুরোধে সামান্য বিনয়,
দেখাতে সম্মতা যদি হও একবার,
তা হ'লে প্রণয় স্রোত তোমারই দিকে
সহজে ফিরাতে পার। যশোবতী-রূপ,
স্নিগ্ধ, সুশীতল, শুভ্র, শান্তি-রস মাখা ;
তোমার সৌন্দর্য্য রাশি প্রগাঢ় উজ্জ্বল,
জ্যোতিষ্মান্, তৃষ্ণা-বিবর্দ্ধক, উদ্দীপক।
যশোবতী, হৃদয়ের স্নেহের পুতুলী,
তুমি, মানসের মহারত্ন অত্যুজ্জ্বল ;
যশোবতী ভক্তিময়ী, প্রীতিময়ী তুমি।
সম্ভাষণ করি তোমা, চাহি মুখ পানে,
পরিণয় কথা করিবেন উত্থাপন
সে সাহস নাহি তাঁর ; অনুমতি দিলে
আমিই করিতে পারি এ শুভ প্রস্তাব
তাঁর কাছে ; ভালরূপ জানি তাঁর মন।
তোমায় পাইলে তিনি যশোবতী-আশা
একেবারে মন হতে করিবেন দুর।

জ্ঞানময়ী বিফল বাসনা তব, দেবি বিলাসিনি !
যশোবতী আর আমি এক উপাদানে

হয়েছি গঠিত। মহাভ্রমে নিপতিত
প্রাণেশ তোমার ; তুমিও আপনি দেখি
সেই ভ্রমে নিপতিতা ; সুখের আশায়
পবিত্র বিবাহ সূত্রে যুবক-যুবতী
আবদ্ধ হইয়া থাকে ; মনের মিলন
অসম্ভব যথা, সুখাকাঙ্ক্ষা বৃথা তথা।
বিভিন্ন প্রবৃত্তি, বিপরীত মনোভাব,
দম্পতি-হৃদয়ে যদি থাকে বিদ্যমান
সুখ-আশা কোথা! সংসারের সুখ যত
সকলি বিনষ্ট হয় এরূপ মিলনে।
আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়,
তোমাদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞ বলি খ্যাত,
তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী যে সকল লোক,
সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মতামত
করিও প্রস্তাব হেন পুনঃ উত্থাপিত।
বিলম্ব হইছে চল সন্ন্যাসী-ভবনে,
যশোবতী-বার্ত্তা তাঁরে করিয়া জ্ঞাপন
উপস্থিত যা' বিহিত কর অনুষ্ঠান।
অভিষেক কার্য্য আজি হইলে সমাধা
বিবাহের জন্য পাবে যথেষ্ট সময়।

বিলাসিনী সারগর্ভ বাক্য তব, দেবি জ্ঞানময়ি!
ওই দেখ আমাদের বিলম্ব দেখিয়া,
আসিছেন সন্ন্যাসীঠাকুর। নমি পদে,
অপরাধ করিবেন ক্ষমা, ঘোরতর

বিপদে পড়িয়া, কি করিব না করিব
ভাবিয়া না পারিতেছি করিতে সুস্থির।
যশোবতী নিরুদ্দেশ, কোথায় কখন
গিয়াছে চলিয়া কেহ কিছু নাহি জানে!
এখন বিহিত যাহা করুন আদেশ
সেই মত কার্য্য করি!

সন্ন্যাসী — আমারই ভুল;
শেষে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল যখন,
উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময়
কে যেন অনতি-উচ্চ বামাকণ্ঠ স্বরে
ভঙ্গ করি যামিনীর ঘোর নিস্তব্ধতা,
জাগায়ে সুষুপ্ত মানব-মানবী-হৃদে
জগদেকপতি-চিন্তা, গাইতে গাইতে
সুমিষ্ট সংগীত যাইতেছে রাজ পথে।
বাহিরে আইনু উঠি, সদর দরজা
খুলিনাম শশব্যস্তে; কেহ কোথা নাই!
বলিতে পারি না সেই যশোবতী কি না।
অনুমানে বোধ হয় সেই যশোবতী;
কেন গেল, কোথা গেল, বুঝি না কারণ;
দোষী আমি সে বিষয়ে নাহিক সন্দেহ।
পূর্ব্বদিন যবে তার আলয়ে বৈকালে
গিয়াছিনু তার কোষ্ঠী গণনা করিতে,
বলেছিনু তারে আমি, এই অভিষেক
যগুপি সুচারুরূপে হয় সম্পাদিত

ঘটিবে অদৃষ্টে তব লাঞ্ছনা অশেষ।
দোষী আমি বটে, কিন্তু মিথ্যাকথা বলা,
অন্যায় বলিয়া নাহি পারিনু বলিতে।
সন্তোষোৎপাদন করা যদি ব্যবসায়
করিতাম মনে, যা'তে তার পরিতোষ
জন্মিত অন্তরে বলিতাম সেই মত।

বিলাসিনী জ্ঞানময়ী, মোহিনী ও আপনার কথা
মিলায়ে দেখিলে এই হয় অনুমান,
অভিষেক-কার্য্য এই অনর্থের মূল।
আপনার কথা শুনি দুর্ব্বহ যাতনা
পাইয়াছে মনে দেবী, মনস্তাপে
গিয়াছে সে গৃহ ছাড়ি, অপর কারণ
ইহা ভিন্ন নাহি দেখি; আপনার দোষ
মনঃক্ষুণ্ন করা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে
নাহি কোন দোষ ইথে; সরল অন্তরে,
নহে ঈর্ষা-দ্বেষবশে, আপনার মত
জিজ্ঞাসিলে যে করে ঘোষণা, তার দোষ
আমি তো কিঞ্চিন্মাত্র পাই না দেখিতে।
এখন জিজ্ঞাসা করি কি দিব উত্তর
জিজ্ঞাসিলে নাথ মোরে, "কোথা যশোবতী?"
যশোবতী-গত-প্রাণ তিনি; সদুপায়
সত্বর করুন স্থির; তাঁর ক্রোধ-উপশম
কি উপায়ে হতে পারে দেন উপদেশ।
মোহিনী ও সুলোচনা নারী দুই জনে

নাথের আদেশ মত করে যাতায়াত
যশোবতী গৃহে সদা। তাঁর পরিতোষ
বিধানে নিযুক্তা এরা। সুলোচনা তরে
নাহিক ভাবনা ; স্বীয় বুদ্ধির কৌশলে
আপনাকে বাঁচাইতে পারিবে আপনি।
মোহিনী বুদ্ধি-বিহানা, মোহিনী উপরে
পড়িবে সকল দোষ, কেমনে তাহাকে
বাঁচাইব সেই যুক্তি দিউন আমায়।
ঈর্ষা করিতাম বটে মোহিনীকে আগে,
সেই ঈর্ষাবশে যথোচিত অপকার
করিয়াছি তার সত্য ; কিন্তু আজ কাল
সে আমার প্রহরণ, যতনে গোপনে
তাহাকেই হাতে মোরে হইবে রাখিতে।
মোহিনী ও সুলোচনা দুইটী সম্বল
আমার এখন ; জীবনের সুখ দুঃখ,
উন্নত্যবনতি, যা' কিছু ঘটিবে ভালে
নির্ভরিছে এই দুই জনের উপরে।
বাঁচাইতে পারি যদি এই দুজনায়
কলুষের ক্রোধানল হতে কোন রূপে,
পরম মঙ্গল বলি করিব গণনা।

বঙ্গানন্দ ভয় নাই তোমাদের ; যে উপায়ে পারি
এ বিপদ হতে উদ্ধারিব সর্ব্বজনে।
নিশ্চিন্ত হইয়া সবে, মনের হরষে
আপন আপন কাজ কর সম্পাদন।

প্রকাণ্ড প্রাসাদস্থিত সুরম্য প্রকোষ্ঠে
বসিয়া কলুষরাম, নেতৃ-চূড়ামণি,
মন্ত্রীগণ সহ মন্ত্রণায় নিয়োজিত।
তোমরা সেখানে যদি যাও এ সময়,
যশোবতী কথা হতে পারে উত্থাপিত ;
কিন্তু যদি নাহি যাও, আমার বিশ্বাস,
এ সামান্য চিন্তা, গভীর চিন্তার মাঝে
উদয় না হতে পারে তাহার মানসে।
যদ্যপি থাকিত সবিশেষ প্রয়োজন,
অবশ্যই হইত যাইতে ; নাহি যবে
অনর্থক কি করিবে যাইয়া তথায় ?
সেই হেতু এই যুক্তি মনে লয় ভাল,
ময়দানস্থিত সভাগৃহে যে সময়
সভা বসিবার কাল হবে সমাগত,
তখন তোমরা সবে শিবিকায় উঠি
যাইও তথায়। অকালে বিলুপ্ত-স্মৃতি
জাগায়ে বিপদ নব আহ্বানে কি ফল ?
কলুষরামের সহ সভাগৃহে যবে
তোমাদের পরস্পর হবে সন্দর্শন,
নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকি কলুষ কখন
অবসর নাহি পাবে জিজ্ঞাসা করিতে,
"কোথায় কেমন আছে দেবী যশোবতী ?"
যশোবতী দেবী সহ অভিষেক কালে
হইবে তাঁহার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া,

হেন অভিপ্রায় তাঁর থাকিলে মানসে
নিশ্চয় আমাকে তিনি বলিতেন আগে।
লোকে বলিতেছে বটে যশোবতী সনে
কলুষরামের হবে শুভ পরিণয়
অভিষেক অন্তে, জনরব মাত্র তাহা।
যশোবতী, পরে দেখি তাঁর অনুরাগ
প্রগাঢ়, গভীর ; এইরূপ অনুমান
সাধারণ লোক মনে করেছে সৃজন।
দিন নাই, ক্ষণ নাই, হিন্দুর বিবাহ
অমনি সম্পন্ন হবে কে করে বিশ্বাস ?
তোমরা নিশ্চিন্ত থাক যে উপায়ে পারি
যশোবতী-দেবী-জাত অনর্থক ভয়
না ঘটে যাহাতে, তাহা করিব নিশ্চয়।
অভিষেক-ক্রিয়া-কাণ্ড যথাশাস্ত্র যেন
সুসম্পন্ন হয়, কর সেই মহোদ্যোগ।
এখনি বাহকগণ আনিবে শিবিকা,
প্রস্তুত হও সকলে ; গৃহে যাই আমি।
সেখানে যে কার্য্য আছে করিয়া সমাধা
এখানে ফিরিয়া পুনঃ আসিব এখনি।"
এতেক কহিয়া চলি গেলা বঙ্গানন্দ
সানন্দে আলয়ে ; সত্যরূপ-অনুচর
বিশ্বাসী কৌশলরামে দেখিলা তথায়।
প্রণত কৌশলরামে আশীসি বিশেষে,
জিজ্ঞাসিলা বঙ্গানন্দ মনের আনন্দে,

"কহ, হে কৌশলরাম! শুনি তব মুখে
কুশল তো সব দিকে?

কৌশলরাম — তব আশীর্ব্বাদে
মঙ্গল সর্ব্বত্র; সমস্ত প্রস্তুত, দেব!
দশ খানি শিবিকার বাহক যাহারা,
সকলেই আমাদের অনুগত লোক;
পরম-আরাধ্যা ন্যায়যুতা মাতা তব,
কলুষ-অরাতি ধর্ম্মবিদ মহানেতা,
জননী-স্থানীয়া মাতা সঞ্জীবনী দেবী,
সকলেই উপস্থিত আছেন গোপনে।
তিন খানি শিবিকায় তিনটী রমণী
যাইবে যে কথা ছিল, সে তিন শিবিকা
দিয়াছি পাঠায়ে; উঠিলে রমণীত্রয়
সেই তিন শিবিকায়, বাহক-কলাপ
—আমাদের নিয়োজিত, লইয়া যাইবে
অবিলম্বে যথাস্থানে। জনতার-স্রোত
হইয়াছে প্রবাহিত সভা অভিমুখে।
জন-শূন্য হবে শীঘ্র কলুষ-প্রাসাদ;
ওই শুন দুন্দুভি-নিনাদ সুগম্ভীর
বাজিয়া উঠিছে সভাগৃহে; নিঃসন্দেহ
জন-সংঘ সেই দিকে ছুটিবে এখনি।
চলিলাম আমি, প্রভো! হউন সত্বর
শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র হয় সম্পাদন
ততই মঙ্গল।

চলিলা কলুষরাম,
কৃতান্তের অগ্রদূত, কলুষ-প্রাসাদে।
চলিলেন যোগীবর, যোগ-সিদ্ধি-অন্তে
ফুল্ল মন যোগী যথা, বিলাসিনী-গৃহে।

বিলাসিনী — আপনার অপেক্ষায় আছি দাঁড়াইয়া
তিন জনে, গৃহ কার্য্য হইয়াছে শেষ ;
শিবিকা প্রস্তুত ওই, আদেশ পাইলে
এখনি উঠিয়া মোরা যাই সভাগৃহে।
দুন্দুভি-নিনাদ-শব্দ পশিছে শ্রবণে
আনন্দে-উচ্ছাসে নৃত্য করিছে অন্তর।

বঙ্গানন্দ — যাও সবে সাবধানে, হে বাহকগণ!
কোথায় যাইতে হবে আছ অবগত ;
উঠিলে আরোহী নিজ নিজ শিবিকায়
দ্বার রুদ্ধ করি দিও ; শত্রু, মিত্র কেবা
এ বিপুল-জন-সংঘ-কল্লোল মাঝারে,
কে চিনিতে পারে ? যখন শিবিকাত্রয়
নামাইবে ভূমিতলে, অতি সাবধানে
নামাইও ; যথা বেশী দেখিবে জনতা
মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করি তা সবারে
বলিও সরিতে, সহর্ষে সরিবে সবে।
ধনী কি নির্দ্ধনী যত লোক সাধারণে,
কাহাকেও বলিওনা অপ্রিয় বচন ;
অথবা অপ্রীতিকর কোন আচরণে
দিওনা কাহারো মর্ম্মে ব্যথা কদাচন।

শুভকার্য্যে কোনরূপ অশুভ ঘটিলে,
অশুভ উৎপন্ন হতে লাগে কতক্ষণ ?
বিশুষ্ক দেখিবে যথা জনতার স্রোত
সেই দিক দিয়া ধীরে করিও গমন।
যে পথ কৌশলরাম দেখাইয়া দিবে,
সেই পথ দিয়া যাও সোজাসোজি চলি।
দেবীগণে পরিতোষ প্রদান করিতে
যদ্যপি সক্ষম হও, জানিও নিশ্চিত
আকাঙ্ক্ষা অধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত
করিব প্রতিবাহকে ; পক্ষান্তরে যদি
দেবীগণ তোমাদের কোন ব্যবহারে
প্রকাশ করেন যৎসামান্য অসন্তোষ
তোমাদের দুর্দ্দশার থাকিবে না শেষ।
বিপদভঞ্জন সেই জগত-ঈশ্বরে
স্মরি মনে মনে হও স্বকার্য্যে তৎপর।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে যশোবতী পলায়ন—কারণানুমানং নাম
পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ষোড়শ সর্গ।

উচ্চচূড় সৌধমাঝে প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
তার মধ্যস্থিত উচ্চ সিংহাসনোপরে
উপবিষ্ট শ্রীমান কলুষ ; পূর্ণপ্রায়
আশার বিভায় অলঙ্কৃত, বিভূষিত
বদনমণ্ডল ; দুষ্কৃতির সহচর
সচিব দুজন উপবিষ্ট দুই পার্শ্বে।
অকস্মাৎ অজানিত দুশ্চিন্তা-বারিদ
কলুষের হর্ষোৎফুল্ল, সুধাংশু-বদন
আবরিল ; হতাশ্বাস, প্রবল-পবন
বহিল সবেগে তা'র মানস-আকাশে।
বহু যত্নে সংরক্ষিত অন্তর-উদ্যানে
কল্পিত-সুখ-বিটপী বেড়িয়া বেড়িয়া,
ঊর্দ্ধ মুখে, ঊর্দ্ধ দিকে যে আশা লতিকা
ক্রমশঃ উঠিতেছিল এত দিন ধরি,
হইল ভূতলশায়ী সে বায়ু-তাড়নে।
চমকি উঠিলা অধিনায়ক কলুষ ;
গম্ভীর বদনে চিন্তিতে লাগিলা মনে,
অকারণ-সমুদ্ভূত নিরুৎসাহ কেন
সুচির-বাঞ্ছিত এই অভিষেক-কালে
অধীর করিল হিয়া ? শান্তি মানসিক
সহসা বিনষ্ট কেন ? মীমাংসার শেষ
করিতে না পারি হারাইল ধৈর্য্য-ধনে।

সান্ত্বনিতে মানসিক অহেতুক দুঃখ
কহিলা কলুষ প্রিয় সহচরগণে,
"হে মন্ত্রণাদাতাগণ! জিজ্ঞাসি সকলে
ব্যক্ত কর নিজ নিজ অভিপ্রায় সবে,
কি কাজ কর্ত্তব্য এবে, পৌছিয়াছি মোরা
আকাঙ্ক্ষার সর্ব্ব-উচ্চ-শিখর-প্রদেশে,
ভাগ্যলক্ষ্মী অঙ্কগতা, দুর্দ্দম অরাতি
লাঞ্ছিত, পদদলিত; বিরাজিছে সুখ,
শান্তি আমাদের নব গঠিত সমাজে;
ক্রমিক চেষ্টার ফল, বহু পরিশ্রমে
হইয়াছে করায়ত্ত, কিন্তু শেষে কেন
অবসাদ আসি মনে করিছে বিনাশ
সুচিরাকাঙ্ক্ষিত এই সুখ সুধাময়ে।
শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহ; নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহ;
আমোদ, প্রমোদ কিছু লাগিছে না ভাল।
যেন কোন অজানিত প্রদেশ হইতে
আসিছে নিরাশা-স্রোত, লইছে ভাসায়ে
বাসনায়।

১ম সচিব। ধার-হীন প্রবৃত্তি নিকরে
ইন্দ্রিয়-বিলাস-শাণে কর ঘরষণ,
তীক্ষ্ণ-ধার হবে পুনঃ। কর্ত্তব্য প্রথম,
আশ্রিত যাহারা তব, তাদের বাসনা
কর সম্পূরণ। মহাদেবী আমোদিনী
পরহস্তগতা, তার পাণি-লাভ-আশা

ফুরায়েছে বহু দিন ; দেবী সঞ্জীবনী
যাহাকে পা'বার আশে চেষ্টা শত শত
করেছিলে অবিরত—অরি-পরিণীতা।
অন্য যত স্থানে করেছিলে অভিপ্রায়
বিবাহ করিতে, ধর্ম্মবিদ-মন্ত্রণায়
হইয়াছে ব্যর্থ। একমাত্র অবশেষ
আছে দেবী যশোবতী সত্যরূপ-সুতা :
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অভাব-পূরণ
নাহি হইতেছে বলি, হেন অবসাদ
উপস্থিত হয়ে মনে প্রদানিছে বাধা
ভুঞ্জিতে সম্পূর্ণ সুখ অভ্যুদয়-কালে।
ফিরিবার নহে যাহা, ফিরাইতে তা'কে
যত্ন নাহি করে কোন বুদ্ধিমান জনে।
যত নারী দেখিয়াছ তাহার ভিতরে
দেবী যশোবতী করিছেন অধিকার
সকলের উচ্চ স্থান ; তুমি বা অপর
সকলেই এই মতে করে পোষকতা ;
তাহাকে বিবাহ করি সকল বাসনা
পরিতৃপ্ত কর আপাততঃ, পরে যদি
তদপেক্ষা সৌন্দর্য্যে, সদ্‌গুণে বরণীয়া
রমণী কোথাও মিলে, করিও গ্রহণ।
আত্মসুখে, সর্ব্বসুখ ; যে যাহা বলুক,
আপনার পরিতোষে তুষ্ট এ জগত।
তব পরিচর্য্যা তরে আছে নিয়োজিতা

পরিণীতা ভার্য্যা মহাদেবী বিলাসিনী ;
যে কার্য্যে তোমার প্রীতি উৎপাদিতে পারে,
এই দেবী সেই কার্য্যে নিয়ত নিরতা।
ধর্ম্মপত্নী তোমার সে, মনস্তুষ্টি তার
তুমি না করিলে কে আর করিবে বল ?
যাহাতে তাহার প্রীতি হয় সম্পাদন
সেইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য তোমার।
মোহিনীর কি করিবে ? কম গুরুতর
নহে এ বিষয় ; আনিয়াছ তুমি তারে
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-নীড় হতে ; তুমি বিনা
নাহি অন্য গতি তার। তোমার কারণে
কি না করিয়াছে ? করেছিলে অঙ্গীকার
দাসীবৃত্তি করি যদি ধর্ম্মবিদালয়ে
তোমার অভীষ্ট পারে করিতে সাধন
ভার্য্যাপদে তুমি তারে করিবে বরণ।
সে কঠোর পরীক্ষায় সফলতা লাভ
করিয়া মোহিনী, তোমার আবাসে আসি
দাসীবৃত্তি করি কাটাইল এত কাল।
বহুদিন হ'ল গত, আর কত কাল
দিবে তার মনোকষ্ট ? অভিষেক দিন
আজ তব উপস্থিত, প্রার্থিত-প্রার্থনা
যেন অপূরণ নাহি থাকে এই দিনে।
যে নারী তোমার তরে আপনার প্রাণ
অনায়াসে দিতে পারে, দেখ ভাবি মনে

সে কথন পরিত্যাজ্যা হইবার নয়।
কত অসামান্যা রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না
মোহিনী সুন্দরী যদ্যপি জানিতে চাও,
তা' হ'লে যে যশোবতী দেবীর কারণে
কতই অকার্য্য তুমি পাগলের মত
করিতেছ নিরন্তর, তার পার্শ্বদেশে
মোহিনীকে বসাইয়া দেখ একবার।
মোহিনী ও যশোবতী এ দুয়ের মাঝে
কেবা শ্রেষ্ঠতরা দেখ করিয়া তুলনা।
দিবাকর-শুভ্রভাতি যশোবতী-রূপ
রুদ্র তেজোময়, দেখিতে যাইবে যত
ঝলসিবে আঁখি দ্বয়, নিকটে যাইলে
ঝলসে বয়ান ; মোহিনীর রূপরাশি
পূর্ণ-শশধর-দ্যুতি সম স্নিগ্ধকর,
হরিদ্রাভ ; সম্মিলনে, সংস্পর্শে অথবা
না মিটে পিয়াস। আন্তরিক গুণরাশি
তুলনা করিয়া দেখ নিরপেক্ষ ভাবে,
তাহাতেও মোহিনী না হবে পরাজিতা।
নিস্বার্থ প্রণয়, অকৃত্রিম ভালবাসা,
আনুগত্য (গণ্য যদি কর এ সকলে
সদগুণরাজির মাঝে) মোহিনীতে পাবে
একাধারে এ সকল গুণ-সম্মিলন
একা যশোবতী কেন, অপর নারীতে
কচিৎ দেখিতে পাবে এ কথা নিশ্চিত।

সত্যরূপ বিতাড়িত হইবার পরে,
করেছিলে যশোবতী দেবীকে বন্দিনী
তাহার আলয়ে; দেখি তার রূপরাশি
হয়েছিলে তুমি মাতোয়ারা, আত্মহারা;
কিন্তু সেই সত্যরূপ-দুহিতা তোমায়,
করিয়াছে অপমান অশেষ প্রকারে;
যদি লজ্জা, ঘৃণা তব নাহি থাকে জ্ঞান,
তার পদ ধৌত গিয়া কর পুনরায়।
তোমারই অনুচরগণ মুখে শুনি,
করেছ প্রকাশ (সত্য মিথ্যা নাহি জানি)
মোহিনী বিশ্বাস-হন্তা। বড়ই আশ্চর্য্য!
তোমার সমান হেন বুদ্ধিমান লোকে
স্থাপিল বিশ্বাস অমূলক অপবাদে!
সম্ভবতঃ শত্রুগণ তোমায় ছলিতে
করেছিল সৃষ্টি অভিনব জনরবে।
ভিতরের কথা মোরা সকলি তো জানি;
আপনার বিশ্বাসই বিশ্বাসের মূল।
কত লোকে কত কথা বলে অসাক্ষাতে
আপনার নীচ স্বার্থ উদ্ধার করিতে,
সে সকলে আস্থা যদি করিয়া স্থাপন
সংসারে চলিতে হয়, সুখের চরণে
ফুটে কাঁটা পদে পদে। আমাকে প্রত্যয়
যদ্যপি না হয়; জটিলায়, কুটিলায়
করিও জিজ্ঞাসা। আমার সিদ্ধান্ত মতে,

প্রধানা পত্নীর পদে মোহিনীকে বরি
আপনার অঙ্গীকার করহ পূরণ।
দুই পত্নী বর্ত্তমানে প্রণয়-পিপাসা
নাহি মিটে যদি ; তখনই, নহে পূর্ব্বে,
সত্যরূপ-নন্দিনীর শ্রীপাদ-পঙ্কজ
পূজিও ভক্তি-চন্দনে।

কলুষ ভ্রান্ত তুমি সখা
আমার মনের ভাব না বুঝিয়া, বৃথা
করিতেছ বাক্যব্যয়। মোহিনী সুন্দরী,
প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ আছি তাহার নিকটে
যথাশাস্ত্র করিব বিবাহ শুভক্ষণে।
সত্য কথা বলিতে কি ? মোহিনী এখন
হারায়েছে মোহিনীত্ব আমার নিকটে।
প্রতিজ্ঞা করেছি যবে, নাই স্বাধীনতা,
অবশ্য পালিতে তাহা হইবে আমাকে।
যশোবতী-দেবীলাভ করিবার তরে
করিয়াছি কতই মন্ত্রণা, যায় প্রাণ
তাহাও স্বীকার, তবু যশোবতী-আশা
নাহি পারিব ত্যজিতে। গেছে ভালবাসা ;
বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা আসি সেই স্থান
করিয়াছে অধিকার। দেখাব তাহাকে
কলুষের সঙ্গে বাদ করার কি ফল।

প্রথম পারিষদ জিজ্ঞাসি তোমায়—মোহিনীর মনোব্যথা
দিতে নাহি ব্যথিত কি হইবে অন্তর ?

আমাদের মতামতে নাহি প্রয়োজন,
মনে মনে সে বিষয় করি আলোচনা
যেরূপ বুঝিবে ভাল কর সেই মত।
ক্রোধ, প্রগল্‌ভতা, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা,
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, কপটতা, চতুরতা,
সাধারণ রমণীর অপগুণ যত,
মোহিনীতে কখনই পাবে না দেখিতে।
যশোবতী-নিপীড়নে নাহি কোন লাভ,
বৈর-নির্যাতন স্পৃহা হবে না সফল ;
রমণী সে, নিপীড়ন কর যদি তারে,
অপদস্থ হবে তুমি মানব-নয়নে,
এ কথা অপরে কেন বুঝাবে তোমায় ?
কি গুণে, কেমনে সেই সত্যরূপস্থতা
হরিয়াছে তব মন পারি না বলিতে।
প্রেমিকে প্রেমের চোখে দেখে প্রেমিকায়,
কি ভাল, কি মন্দ তা'তে, তাহারাই বুঝে।
হয়তঃ তোমার কাছে দেবী যশোবতী
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী বলিয়া পরিগণিতা।
রমণী-সুলভ কোমলতা, শালীনতা
প্রসারিয়া দৃষ্টি আমি এই চক্ষুদ্বয়ে
পাইনা দেখিতে ; পাইতাম যদি আমি
তব চক্ষু দুটী, মিটাতাম মনোসাধ।
নয়নে নয়নে যদি পড়ে যশোবতী
দৈবক্রমে, চমকিয়া করে ধড় ফড়

উদরের প্লীহা। করি গতিবিধি যথা
রমণী-সমাজে, শুনিলে আমার নাম
যে যেখানে থাকে, পলায় সে স্থান ছাড়ি
কিন্তু দুর্ দুর্ করি হৃদয় কাঁপিতে থাকে,
যখনি শুনিতে পাই দেবী যশোবতী
আসিছে নিকটে।

দ্বিতীয় পারিষদ মহাবীর তুমি বটে !
পুরুষ বলিয়া আপনার পরিচয়
দিওনা লোক-সমাজে ; যশোবতী-যশ
গাইতে গাইতে, আপন যশের ধ্বজা
উড়াইলে শূন্যে। বাখানি তোমার গুণ
নহে মম উদ্দেশ্য এখানে ; উপস্থিত
যে বিষয়, এস করি মীমাংসা তাহার।
বলিছেন নেতা মোহিনীকে পরিণয়
যথাশাস্ত্র মতে তিনি করিতে প্রস্তুত।
যশোবতী করিয়াছে অপমান তাঁরে,
বহুবার পায়ে ঠেলি তাঁহার প্রার্থনা।
যশোবতী-কৃত-অপমান-প্রতিশোধ
লইতে তাঁহার ইচ্ছা ; সে কারণে তিনি
বিবাহ করিয়া তারে তার অনিচ্ছায়,
বিদলিত করিবেন প্রতি পদে পদে।
এখন হইছে কথা, শুন, হে নায়ক !
লাঞ্ছনা করাই যদি উদ্দেশ্য তোমার,
কি কারণে বদ্ধ হতে যাবে পরিণয়ে ?

উপায় যখন আছে করিতে পূরণ
প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির মুখ্য অভিপ্রায়,
তাহারি আশ্রয় লও, রক্ষা সর্ব্বদিক
হইবে তোমার ; শুন বলি সে উপায়,
সত্যরূপ-নন্দিনীকে করি শৃঙ্খলিত
দাও কষ্ট অবিরত আহারে, প্রহারে।
"লাঠির প্রহারে ভূত করে পলায়ন।"
এই মহানীতি কর কার্য্যে পরিণত।
রক্ত-মাংস-বিজড়িত এ দেহ-সম্ভার
কত অত্যাচার বল পারিবে সহিতে।
তীব্র হতে তীব্রতর, পরে তীব্রতম
যাতনা ভুঞ্জিবে যবে, পাইবে দেখিতে,
আপনা-আপনি করি কাকুতি-মিনতি
তোমার চরণ ধরি চাহিবে মার্জনা।
আমার এ মহামন্ত্র, অমোঘ ঔষধ,
যদ্যপি বিফল হয় নিশ্চয় জানিবে,
পৃথিবীর সব মিথ্যা, সব মায়াজাল।
কিঞ্চিৎ প্রয়োগ করি পরীক্ষিয়া দেখ
সিদ্ধি-লাভ হবে, মনের সন্দেহ যত
হবে দূরীভূত, পাবে ফল অভিপ্সিত।

তৃতীয় পারিষদ সংহর, দ্বিতীয় মন্ত্রি ! নয়ন-অনল,
বেপথু-বিদায় কর স্বদেহ হইতে,
উত্তপ্ত শোণিত উপ্ত হইলে মস্তিষ্কে,
উত্যক্ত হইয়া মন, গম্ভীর বিষয়ে

প্রবেশিতে নাহি পারে। রমণীর প্রতি
যে অবজ্ঞাভাব তুমি করিলে প্রকাশ,
সুধীগণ শুনে যদি, সমাজ হইতে
তোমায় খেদায়ে দিবে উপহাস করি।
এতদিন যত্ন করি, হে নেতৃ-প্রবর!
যে যশঃ-বিটপী-বীজ করিলে রোপন
এই মহা বঙ্গদেশে; সেই মহাবীজ,
এরূপ গর্হিত কাজ কর যদি তুমি,
তাহারি শিখা-পাবকে হবে ভস্মীভূত।
যখন শুনিবে লোকে শ্রীমান কলুষ
নিরাশ্রয়া, অসহায়া রমণী উপরে
করিতেছে হেন পাশবিক অত্যাচার,
কি ভাবিবে মনে তারা? নগণ্য মানবে
যে কাজ করিলে সমাজের লোকেতরে
করে আসি পদাঘাত, সমাজের নেতা
যত্তপি সে কাজ করে, নিশ্চিন্ত তখন
থাকিবে কি তা'রা? অসম্ভব! অসম্ভব!
প্রবল অরাতি-কুল ঘুরিছে চৌদিকে
সূত্র অন্বেষণ করি, নিশ্চয় তাহারা
এ বিষয় লয়ে বাধাইবে গণ্ডগোল।
এ দিকে কি লাভ, নেতা! হইবে তোমার,
তাহাও ভাবিয়া দেখ; দেবী যশোবতী,
যে যে উপাদানে তার অন্তর গঠিত,
প্রহারে কি যাতনায় নাহি করে ভয়,

অবলীলা ক্রমে সব সহিবে নিশ্চিত।
তাহার অটল মন হবে না স্বীকৃত
বরিতে তোমায় কভু প্রাণপতি-পদে।
নিজের নীচত্ব কেন করিয়া প্রকাশ
ঘৃণাস্পদ হতে যাবে মানব-সমাজে ?
তোমার আমার মন দেখিয়া কেবল
ভাবিও না পৃথিবীতে যত নর, নারী
করিতেছে বাস, আমাদের মত সবে।
মহাদেবী যশোবতী সম্বন্ধে আমার
মত অন্যবিধ ; হয়তঃ সে মতে মত
তোমরা না দিতে পার ; সে কারণে বলি
মানব-চরিত্র মাঝে প্রবেশাধিকার
যাঁহারা সুগম বলি ভাবেন মানসে,
তাঁহারাই মহামূর্খ এ মহীমণ্ডলে।
এ সংসার-রঙ্গালয়ে দেখিয়াছি শত,
শত অভিনেত্রী, সভ্য-ভব্য-পরিচ্ছদে
আচ্ছাদিত অবয়ব ; আবরণ খুলি
একবার পরীক্ষিয়া দেখিলে আলোকে,
দেখিতে পাইবে, কি বিভৎস মূর্ত্তি তারা
লুকাইয়া রাখিয়াছে আবরি অম্বরে
মনলোভা। মালিন্য-দ্যোতক, ছদ্মবেশ
নিঃসন্দেহ : যশোবতী নহে সেই মত।
লেশ মাত্র কৃত্রিমতা আচারে তাহার
কিম্বা ব্যবহারে, কভু পাবেনা দেখিতে।

সরলতা, পরিধেয়-বাস ; শালীনতা,
নয়ন-কজ্জল ; মনস্বিতা, কণ্ঠহার ;
নম্রতা-মেখলা শোভা করে কটিদেশ।
যখন সে মহাদেবী, হাস্য-বিকসিত,
সুবিমল-আনন্দ-আভায়-সুরঞ্জিত
নয়নে, নরের মন করে আকর্ষণ,
কার হেন সাধ্য আছে ভাল নাহি বাসে ?
হিংসা কিম্বা ঈর্ষাবশে যে সকল দোষ
তোমরা তাহার পরে করিছ বর্ষণ ;
পৃথিবীর কোন লোক, যে জানে তাহাকে,
এইরূপ অমূলক মিথ্যা নিন্দাবাদে
কখনই করিবে না আস্থা প্রদর্শন।
ভূগর্ভে তিমির মাঝে রত্নরাজি যত,
অতল জলধি-তলে মহার্ঘ রতন,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিম্বা কুবের-সম্পত্তি,
পারিজাত কুসুমের সুরভি, সৌরভ,
বিবুধ-কলাপ-মানসিক-জ্ঞান-জ্যোতিঃ,
মোক্ষার্থীর সুচির-বাঞ্ছিত নিরবাণ,
সাধুর আজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল,
ধর্ম্মাত্মা-মানব-চিত্ত-জাত-প্রসন্নতা,
আধ্যাত্মিক জগতের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
ভুলে যাই, থাকেনাকো মনে, যখনি সে
মুখ-সুধাকর—স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-রশ্মিমাখা,
হৃদয়-সন্তাপহারী, হৃদয়-দর্পণে

নিরীক্ষণ করি ; যত দেখি তৃষাবাড়ে ;
আমাতে থাকি না আমি ; কে যেন কি দিয়া
টানে মন সেই দিকে ! মোহিনী মূরতি !
কত আকর্ষণী-শক্তি আছে যে তাহাতে
বুঝিতে পারি না, অন্যে পারি না বুঝাতে ;
সেই সুচারু বদন দেখিব না ভাবি
মুদি আঁখিযুগ, কিন্তু বৃথা চেষ্টা যত !
বাহিরের পথ রুদ্ধ, কিন্তু মনোমাঝে
যখন চাহিয়া দেখি, দেখি সেই মূর্ত্তি
সমুজ্জ্বল বর্ণে, দ্বিগুণিত সুষমায়,
দাঁড়াইয়া আছে মনোকোকনদোপরে।
হৃদয় যাহার নাই, বুঝিবে কেমনে
সে জন এ মর্ম্ম-কথা, মরমের ব্যথা।
হে সখে নায়ক ? কহিনু মনের কথা,
মনে মনে বিচারিয়া দেখিবে যখন,
বুঝিতে পারিবে সত্যাসত্য ; তবে যদি
দ্বিতীয় মন্ত্রীর কথা বুঝ তুমি ভাল,
কর কাজ সেই মত, যাহাতে সন্তোষ
পাইবে মানসে তুমি, কর সেই মত
কার্য্য ; অনিবার্য্য তোমার অকার্য্য যত।

চতুর্থ পারিষদ শুন হে, নায়কবর ! আমার কি মত,
যশোবতী দেবী আর সরলা মোহিনী,
এ দুয়ে তুলনা করা কঠিন ব্যাপার।
একের নয়নে যাহা দেখিতে সুন্দর,

অন্যের নিকটে তাহা না হইতে পারে ;
আপনাকে তুমি আগে করিও জিজ্ঞাসা,
এ প্রশ্নের সদুত্তর পারিবে জানিতে
আপনার কাছে। উভয়ের গুণাগুণ
বিচার করিয়া বলা নহে বাঞ্ছনীয়।
ভিন্নরুচি প্রতিলোক ; সহজ কথায়,
সেই ভাল, আপনার মন চায় যারে।
খাইবে যে জন, তার কাছে মিষ্ট যাহা,
সেই মিষ্ট ; পরের কথায় কভু কারো
রসনা হয় না তৃপ্ত। এই তো নিয়ম
সাধারণ ; এ বিধির হয় না ব্যত্যয়।
মোহিনী, রমণী-কুল-গরব-নাশিনী,
বারেক দেখিলে তার সে চারু বদন
যথার্থ প্রেমিকগণ হন ধৈর্য্যহারা ;
প্রাণের ভিতর হতে আগ্রহ-উচ্ছ্বাস
উথলি উঠিয়া যায় তাহাকে ধরিতে।
সে মুখ দেখিলে দেবী-যশোবতী-মুখ
দেখিতে চাহে না প্রাণ ; কি যেন কেমন
মাদকতা শক্তি আছে সে শশি-বদনে ;
যে দেখিতে যায়, আকর্ষণী-শক্তি তার
এতই প্রবল, অলক্ষ্যে তাহার মন
টানে সেই দিকে। ভিন্নরুচি লোক সত্য ;
কিন্তু উৎকৃষ্ট যে বস্তু, সে সম্বন্ধে মত
ক্বচিৎ বিভিন্ন দেখি। তুমি তো, নায়ক !

দেখিয়াছ ভাল করি তারে ; সত্য বল
দেখিলে কি মুনি-মন হয় না চঞ্চল ?
কি সুন্দর হাসি ! পশিয়াছে একবার
প্রাণের ভিতরে যার, পলায়েছে দূরে
দুশ্চিন্তা-আঁধার। অলক্ষিতে ধীরে ধীরে
আনন্দ-তরঙ্গে দেহ হলে আন্দোলিত,
শরীরের যন্ত্রগুলি মধুর কম্পনে
যে বচনাতীত সুখ, শান্তি করে দান,
সেই সুখ ভুঞ্জিবারে প্রয়াস যদ্যপি
মোহিনীতে পাবে তাহা, নহে অন্য কোথা।
কি স্নিগ্ধ মাধুরী আছে মোহিনীর মুখে !
ভাষায় অবর্ণনীয়। স্মৃতি-চিত্র-পটে
এতই প্রবল তার প্রভাব, প্রতাপ,
এত সে বিহ্বল করে মানব নিকরে,
মনেরে জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ
দেয় না কখন। যে দ্রব্য সতত মোরা
আপনার সন্নিকটে করি দরশন,
নূতনত্ব কি সৌন্দর্য্য যা থাকে তাহার
নাহি পারে আকর্ষিতে নয়নে বা মনে।
গ্রামস্থ ভিক্ষুক গ্রামে ভিক্ষা নাহি পায়
এ কথা যথার্থ অতি, বিজ্ঞের বচন,
অন্যথা না হতে পারে। শত শত গুণ
থাকুক সে ভিক্ষুকের, গ্রামস্থ লোকেরা
করে না তাহাকে শ্রদ্ধা ; কি দোষ তাহার ?

তাহাদের প্রতিবেশী এই মাত্র দোষ !
তদপেক্ষা শত গুণে অধম ভিখারী,
অজানিত-কুল-শীল, তবুও সে পায়
শ্রদ্ধা-ভক্তি সেই গ্রামবাসী-সন্নিধানে।
আত্মীয়তা, অনাদর-প্রসবকারিণী,
এই মহানীতি-বাক্য, সৎ উপদেশ,
অক্ষরে অক্ষরে ফলে প্রত্যেক সমাজে।
তুমি যে, নায়ক ! সুখ কর অন্বেষণ,
মোহিনী বিহনে আর কেহ সেই সুখ
পারিবে না দিতে। সুখের স্থিতি সম্ভোগে ;
ভাবনার আবরণ সুখের সম্মুখে
যদি প্রলম্বিত হয়, অধিকাংশ তার
আবরণে আচ্ছাদিয়া রাখিবে নিশ্চিত।
যশোবতী-দত্ত-সুখ ভাবনা-জড়িত,
যতরূপ সুখ আছে তাহার ভাণ্ডারে
সে সকল ঢাকা সেই মহা-আবরণে।
তুমি চাও পূর্ণ সুখ, আমরাও সবে
সেই সুখ অভিলাষী ; সেই জন্য বলি
পূর্ণ-সুখ-লাভ যদি আন্তরিক আশা,
যশোবতী দেবী-লাভ কর পরিহার।
বিনা সে মোহিনী, কেহ অবিচ্ছিন্ন সুখ
সমর্থা না হবে তোমা করিতে প্রদান।

পঞ্চম পারিষদ ক্ষান্ত হও, শ্রান্ত, ভ্রান্ত, চতুর্থ সচিব !
তোমার ঐ সুললিত বক্তৃতা শ্রবণে

বিমুগ্ধ হইল মন, কিম্বা ওই নামে
আছে যাহা আমার এ স্থূল কলেবরে।
শুন, ওহে নেতৃববর! শুন মোর কথা,
কি কাজ শুনিয়া অপরের উপদেশ?
কি ভাল কি মন্দ তাহা আপনা-আপনি
দেখ গবেষণা করি। বিবাহাদি কাজ,
আপনার সুখ তরে; যার সঙ্গলাভে
দেখিবে বাঞ্ছিত-সুখ হবে হস্তগত,
পত্নীভাবে তাহাকেই করিবে গ্রহণ,
বিবাহের যোগ্যা পাত্রী দুজনে সমান।
ফিরাও মনের গতি মোহিনীর দিকে,
ফিরায়ে তাহাকে পুনঃ যশোবতী পানে,
কোন্ দিকে বেশী টানে দেখ ভাল করি,
যে দিকে অধিক টান যাও সেই দিকে।
যদ্যপি সমান বুঝ উভয়ের টান,
সেই টানাটানি মধ্যে যেয়োনা কখন;
হেন অবস্থায় যাও চলি অন্যস্থানে,
তথায় পাইবে সুখ জানিবে নিশ্চিত।
মন যারে দিতে চাও দাও সব খানি,
ডুবাইয়া রেখে দাও সেখানে যতনে;
উঠায়ো না আর, দেখিবে আনন্দরসে
ভিজিয়া, মজিয়া করিতেছে ঢল ঢল।
অবিচ্ছিন্ন সুখ যদি চাও পরিণয়ে,
আমি যা' কহিনু তাহা উত্তম যুকতি,

ইষ্ট-মন্ত্র-জ্ঞান করি জপ মনে মনে।
দেখিবে যতই দিন হবে অতিগত,
বয়োবৃদ্ধি সহ সেই আনন্দ অতুল
নিত্য নিত্য বিবর্দ্ধিত হবে পরিমাণে।
মোহিনী ও যশোবতী, কে মন্দ, কে ভাল,
এ কথা আমায় যদি জিজ্ঞাস্য তোমার,
মোহিনী আমার মতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান
পাইবার যোগ্যা। যে সব সুখ-সম্ভোগ
করিতে তোমার চিত্ত সদা লালায়িত,
বিনা সে মোহিনী দেবী অন্য কোন নারী
পারিবে না প্রদানিতে, এ আমার মত।
যে জন মজিতে জানে, সে পারে মজাতে
অপরে, চরিত্রাভিজ্ঞ মহাজন যত
সকলেই এক মুখে কহেন এ কথা।
যশোবতী দেবী ধরে যেরূপ স্বভাব,
কেহ তারে দেখে নাই মজিতে আপনি
কোনরূপ রঙ্গরসে ; অপরে তাহাকে
দেখিয়া নিজে মজুক, এ দৃঢ় ধারণা
আছে তার মনে মনে ; এ ধারণা যার,
অপরে মজাতে গিয়া সে জন কখন
আপন ন্যূনতা নাহি করিবে স্বীকার।
দম্পতির আকর্ষণ অসমান যথা
অসম্ভব তাহাদের ভাগ্যে পূর্ণ সুখ।
চারিদিক ভালরূপ ভাবিয়া দেখিলে,

একেলা মোহিনী ভিন্ন অন্য কোন জন
সংসারে তোমায় সুখ প্রদানে অক্ষমা।

ষষ্ঠ পারিষদ শুনহে আমার কথা, হে মন্ত্রি-সত্তম!
পুরুষের সুখ হেতু রমণী-সৃজন
করেছেন প্রজাপতি। নর-কুম্ভকার,
রমণী তাহার চক্র; রমণীর মন,
পেষিত কর্দ্দম; অভিপ্রায়-অনুযায়ী
যেরূপ আকারে ইচ্ছা, সেরূপ আকারে
লইয়া যাইবে। ঘুরিতে থাকিবে নারী,
ঘুরাবে যে দিকে তারে নর-কুম্ভকার;
তবেই নরের সুখ, নরের জনম
সফল ধরায়। এখন ভাবিয়া দেখ
নেতৃবর! কোন নারী, তোমার আদেশে
ঘুরিবে চক্রের মত। বিবেচ্য প্রথমে,
পুরুষের পুরুষত্ব, প্রধানত্ব তার
যে পথ অবলম্বনে হয় সংরক্ষিত,
অথচ সুখ-সমষ্টি নহে সঙ্কুচিত,
সেই পথ শ্রেয়ঃ। রমণীর প্রেমে গলি,
রমণী-হৃদয় সহ আপন হৃদয়
মিশায়ে যে ফেলে, সে পুরুষ নরাধম।
নারী ভোগ্যা, নর ভোগী, এ কথাটী মনে
সদা যেন থাকে জাগরূক; আমি নর,
আমার সুখের তরে রমণী সৃজন;
যথার্থ পুরুষ যেই, তাহার ধারণা

চিরকাল এইরূপ। সম্মোহিনী-মায়া,
স্বভাব-সুলভ গুণ কামিনী-অন্তরে ;
সেই মহামায়াজালে যে জন পতিত
সংসারে অস্তিত্ব তার পাবে না দেখিতে।
সে কারণে বলি, যারে তুমি ভালবাস,
পরীক্ষা করিয়া আগে দেখ তার মন ;
যদ্যপি সে মন তুমি দেখ নমনীয়,
অবিলম্বে তার পাণি করহ গ্রহণ।
নিজের মর্য্যাদা যা'য় না হয় বিনাশ,
সর্ব্বাগ্রে সে দিকে কর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত।
যে নারী পতিকে ভাবে প্রভু আপনার,
আপনি তাহার দাসী, পতির সন্তোষ
বিধানিতে হইয়াছে জনম তাহার,
"পতিঃ সর্ব্ব দেবোময়ঃ," পতির আদেশ
লঙ্ঘন করিলে হয় নিরয়ে নিবাস,
পত্নী-যোগ্যা সেই নারী। এ কষ্টি-পাথর
সাদরে গ্রহণ করি যথা ইচ্ছা যাও,
পত্নী নির্ব্বাচন কর, খাঁটী কিম্বা মেকি
আপনি পড়িবে ধরা ; কি কাজ জিজ্ঞাসি
অপরে ? সুন্দরী নারী, দেখিলে যাহাকে
মানসিক আকর্ষণ হয় প্রধাবিত
তার দিকে, কর তারে পরীক্ষা যতনে।
এই রূপে পরীক্ষিয়া দেখিতে দেখিতে
প্রকৃত ধাতুর সত্ত্বা পাইবে যাহাতে,

তাহাকেই পত্নীভাবে করিও গ্রহণ।
মোহিনী ও যশোবতী করিলে তুলনা
নিরপেক্ষভাবে, যশোবতী শ্রেষ্ঠ স্থান
পাইবার উপযোগী। সাংসারিক ভাবে
তার গুণাগুণ নহে কার্য্যকরী তত।
সজ্জিত করিতে নিজ আবাস, বিলাসী,
স্বচ্ছ-কাচ-বিনির্ম্মিত আলমারী মাঝে,
বিবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য নানা স্থান হতে
সাজাইয়া রাখে যথা, দেবী যশোবতী
সাজাইয়া রাখিবার পাত্রী সেই মত।
দেখিতে সুন্দরী, নানাবিধ গুণাবলী
শোভিতেছে যশোবতী অন্তরে, বাহিরে.
কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক সংসার-ব্যাপারে,
সে সকলে আমাদের নাহি প্রয়োজন।
দেবী যশোবতী-মন অচল, অটল,
দেখিতে কোমল বটে, নহে নমনীয়।
সে মন তোমার কাছে বশ্যতা স্বীকার
করিবে না; শত চেষ্টা কর প্রাণপণে
নমিবে না, দমিবে না, এ বিষয় স্থির।
ইহার দৃষ্টান্ত তুমি কত শত বার
পাইয়াছ কত শত দিন; স্বাধীনতা
প্রকৃতিতে মাখা যার, তাহাকে অধীনে
আনিবার দুরাকাঙ্ক্ষা বিফল প্রয়াস।
এইরূপ ভার্য্যা যদি করিবে গ্রহণ,

সংসারের সুখ-আশা কর পরিহার।
আপনার নেতৃত্বায় হও বিস্মরণ,
আপন অস্তিত্ব আছে যাও তাহা ভুলে,
স্বপদ-মর্য্যাদা-মানে দাও জলাঞ্জলি,
স্বাধীন-আনন্দ-ভোগ করিওনা আশা,
ভুলে যাও আত্মীয়-স্বজন-অনুরাগ,
ব্যক্তি-গত-পুরুষত্বে করহ বিদায়,
স্বাধীন-চিন্তায় কর অনলে নিক্ষেপ,
চিরসঙ্গী ষড়মন্ত্রী—আবাল সুহৃদ,
তাহাদের ভালবাসা, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ,
অতল অম্বুধি জল কর নিমজ্জিত,
স্মৃতি-পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
লিখিত যে আছে, "আমি আছি, আমি আছি,"
মুছিয়া উঠায়ে ফেল, মানব-সমাজে
কেহ যেন নাহি পায় পড়িতে সে লিপি।
এ সব যৌতুক আগে করহ সংগ্রহ,
পরে সেই মহাদেবী যশোবতী সনে
করিতে যাইও তব বিবাহ-প্রস্তাব।
মোহিনী তোমার গৃহে এ যাবত কাল,
করিয়া আসিছে গৃহস্থালী কার্য্য যত,
তোমার অপ্রীতিকর কার্য্য কোন দিন
করে নাই; বল তবে, কোন দোষে তারে,
প্রণয়িনী-পদে যশোবতীকে বসায়ে,
তাহারই দাসীবৃত্তি বলিবে করিতে।

নূতন দেখিলে পুরাতনে হতাদর
করে লোকে, যদি এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি
করিতে অক্ষম তুমি, যশোবতী-পাণি
গ্রহণ করিতে পার বিসর্জ্জি সকল।
ন্যায় মতে, ধর্ম্ম মতে, দেশাচার মতে,
বঞ্চিতে না পার তুমি দেবী মোহিনীকে
তার ন্যায্য প্রাপ্য হতে ; আপনার চোখে
দেখিতেছ চিরদিন তার ব্যবহার,
তব মনস্তুষ্টি হেতু সে সদা নিরতা।
কি না করিয়াছে এই মোহিনী সুন্দরী
তোমার কারণে ? বিবাহ করিবে বলি
আনিলে আশ্বাস দিয়া তাহাকে ভবনে ;
আসা মাত্র তব গৃহে করিলে আদেশ,
দাসীবৃত্তি করি অরি ধর্ম্মবিদ গৃহে
যখন যা' ঘটে তাহা জানাবে তোমায়
অপরের অগোচরে, শুভ অবসরে।
রাজ-সুখ-ভোগাসক্তা, বয়সে নবীনা,
সংসার-জ্ঞান-রহিতা, অজানিত স্থানে,
তব মনস্তুষ্টি হেতু তোমার আদেশে,
অপরের দাসীবৃত্তি কত কষ্ট সহি
করিলা সে, তাই ভাবি দেখ একবার।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী যাইবার কালে,
মাগিলা বিদায় যবে তোমার চরণে,
কি আশ্বাস দিয়াছিলে তাহাকে তখন ?

মহা-নেতৃ-পদ-প্রার্থী, অদ্যই সে পদ
ঘটিবে তোমার ভালে ; কর্ত্তৃত্বে, দায়িত্বে
বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; যত উর্দ্ধ দেশে
উঠে লোকে, তত বেশী মানব-নয়ন
সমাকৃষ্ট তার দিকে ; তব অঙ্গীকার,
প্রতিশ্রুতি কেবা বল আছে অবিদিত ?
এখন যদ্যপি তুমি হও পরাঙ্মুখ
পালিতে সে প্রতিশ্রুতি, কিম্বা যদি তুমি
যশোবতী-দেবী-কর করহ গ্রহণ
আত্মসুখ-পরিতৃপ্তি-করণ মানসে,
হারাইবে স্বপদ-মর্য্যাদা। লোভবশে,
কলঙ্ক-প্রলিপ্ত-অঙ্গে সমুচ্চ আসনে
করিওনা আরোহণ। স্বচিত্ত-সংযম
করিতে না পার যদি, অধিনেতৃ-পদে
হইওনা প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা সদা
স্বেচ্ছাচার-পরিপন্থী, দায়িত্বে বিবিধ
পরিপূর্ণ তাহা। চপলতা, চঞ্চলতা
অপগুণ যত শোভে কি অধিনায়কে ?
সূচ্যগ্র-শীর্ষের পরে অবস্থিতি যার,
সামান্য অথবা কোন গভীর কারণে,
অসামান্য অধীরতা সে যদি দেখায়,
তাহার অধঃপতন কে করে বারণ ?
কি মনোমিলন তব যশোবতী সনে,
প্রকাশিতে গেলে হাসি রুদ্ধ করে মুখ,

দেয়না বলিতে কথা। যত নির্যাতন
করিছ তাহার পরে, আহরিছ তত
ঘৃণা তার ; তৃণাপেক্ষা অপদার্থ তুমি
তার গণনায় ; বরঞ্চ হিংস্র স্বভাব,
বন্য ব্যাঘ্র বশে আনা সম্ভব কতক
কিন্তু নহে যশোবতী-বশীভূত-করা
সম্ভব কখন। বিশুষ্ক বসনে যথা
জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড করে দগ্ধীভূত,
তেমতি সে যশোবতী আসিবে যে দিন
তোমার সংস্পর্শে, দগ্ধ করিবে তোমায়।
দুরন্ত বাঘিনী আনি আপন আলয়ে
প্রেমের নিগড়ে বাঁধি ভাবিওনা মনে,
পূর্ণ-মনস্কাম ; পাইলে সামান্য সূত্রে,
ছিড়ি তাহা, ভাঙ্গিবে তোমার গ্রীবাদেশ,
শুষিয়া শোণিত সুখে করিবেক পান
বক্ষে বসি। দুই চক্ষে পারে না দেখিতে
যে তোমারে, কেন, নিজের মর্য্যাদা ভুলি
লোটাইবে সেই নগণ্যার শ্রীচরণে
মহানেতৃশির ? করিলেও, যশোবতী
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিবে তোমায়।
প্রসন্ন অদৃষ্টদেব, শুভগ্রহরাজি
প্রসন্ন তোমার প্রতি ; অধিনেতৃ-পদ
প্রাপ্ত হবে আজ ; শুভ দিন দেখি
সপ্তাহ ভিতরে, শুভলগ্নে, শুভক্ষণে-

মোহিনীর কর-পদ্ম করহ গ্রহণ।
নয়ন ভরিয়া তোমার বান্ধব যত
যুগল-মিলন দেখি হোক আনন্দিত।

কলুষ
তোমাদের আনুকূল্যে এ সব গৌরব
ফলোন্মুখ ভাগ্যে মম ; তোমাদের প্রীতি
সম্পাদন করা আমার জীবন-ব্রত।
মোহিনী সহিত মম শুভ পরিণয়,
সকলেই যবে করিছ অনুমোদন,
আমার অমত কেন হইবে তাহাতে ?
কিন্তু এক ইচ্ছা মম, হে বান্ধবগণ !
এসেছেন সকলের আত্মীয় বান্ধব,
এসেছে অপরিণীতা যুবতী অনেক ;
নিজ নিজ মনোমত বনিতা বাছিয়া
হই পরিণীতা সবে একই সময়ে,
এক মহা শুভলগ্নে, একই দিবসে।
"এক মহা শুভলগ্নে, একই দিবসে,
এস বরপাত্র সবে, পরিণয়-ডোরে
বাঁধিব সকলে ; এস, আগত সময়।
পূরাইব সকলের মনের কামনা,
নাই বেশী দেরী। যত্নে এতদিন ধরি,
আসিছ বপন করি বঙ্গদেশ মাঝে
যে অধর্ম্ম-বীজ—সমাজ-উচ্ছেদ-কর,
ফলিয়াছে তাহাতে সুফল, ধর খাও।
সফল সে বৃক্ষ আজি কাটিয়া সমূলে

নিক্ষেপিব বিনাক্ষেপে, স্বহস্তে আপনি
প্রজ্জলিত হুতাশনে সবার সম্মুখে।
বিজন অরণ্য মাঝে বিজন কারায়,
যথায় প্রহরীগণ দিবস যামিনী
করিতেছে পায়চারি, সেই কারাগারে
রহিবে আবদ্ধ তোমাদের মহানেতা।
আজ হতে তার ভাগ্যে সুখ, স্বাধীনতা
অস্তমিত চিরতরে; দুঃখতমোঘন,
এখন হইতে যাহা হৃদয় আকাশ
আবরিল তার, হইবেনা অপসৃত
যত দিন সে না হইবে অপসারিত
এই বঙ্গদেশ হতে আজীবন মত।"
হইল প্রতিধ্বনিত উক্ত বাক্যচয়
ভীষণ আরাবে শতকণ্ঠ-উচ্চারিত।
খর স্রোত-রয়-রোধী বিশাল প্রস্তর,
স্থান চ্যুত হলে যথা স্ফীত স্রোতাবেগে,
বধিরি জীব-শ্রবণ গম্ভীর নিনাদে
কাঁপায় সঘনে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশ;
তেমতি প্রাসাদ যেন উঠিল কাঁপিয়া
সমসাময়িক শত কণ্ঠ-কলরবে।
অশনি-নির্ঘোষে যথা প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত
শিশু উঠে চমকিয়া, তেমতি কলুষ
মিত্র-দলবল সহ উঠিলা চমকি,
শুখাইল কণ্ঠতালু অজানিত ভয়ে।

দুরু দুরু করি বক্ষঃ হইল স্পন্দিত,
শোনিত-সঞ্চার-শক্তি নিরুদ্ধ শিরায়,
রাহুগ্রস্থ-শশি সম পাণ্ডু মুখচ্ছবি ;
ঝর ঝরে স্বেদধারা লাগিল ঝরিতে
সর্ব্ব অবয়বে। বিকল রসনেন্দ্রিয়
উচ্চারিতে নারে রব : জীবিত কি মৃত,
জীবন্মৃত কিম্বা, অথবা বাহ্যিক জ্ঞান
অপহৃত, নির্ণিতে অক্ষম অনুমান।
এ হেন সময়ে সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার
ভাঙ্গিয়া পড়িল মহাশব্দে হর্ম্মতলে।
পশিল সহসা সেই কক্ষের মাঝারে
বিংশতি যুবক—বঙ্গানন্দ অনুচর।
লুপ্ত-সংজ্ঞা, লুপ্ত-জ্ঞান, নিশ্চেষ্ট, অসাড়
সপ্তমহারথী এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর
দেখিলা স্বচক্ষে ; দেখিলা নয়নযুগ ;
বুঝিল না বিপদের গভীরতা কত।
কেমনে বুঝিবে ? কোথা শক্তি বুঝিবার !
যথা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশি শরীরে
কার্য্যক্ষম যন্ত্রগুলি করে অকর্ম্মঠ,
তেমতি এ নবাগত, আকস্মিক ভয়
করিল সামর্থ্য-হীন। বহির্গমদ্বার
রুদ্ধ চারিদিকে ; ধূর্ত্ত উর্ণনাভ যথা
নিজের নির্ম্মিত জালে নিবদ্ধ আপনি
হয় সময়ে সময়ে, তেমতি কলুষ

হইল আবদ্ধ বন্ধু সহ স্বমন্দিরে।
মূর্খ, যে সুযোগ পেয়ে অপলাপি তাহা
হস্তগত-অভিপ্সিতে হেলায় হারায়।
নয়নে পলকপাত হইবার আগে,
বিংশতি যুবক-যোধ শস্ত্রে সুসজ্জিত,
প্রবেশি কলুষাগারে অরি-সপ্তজনে,
ঘুরাইয়া প্রত্যেকের হস্ত পৃষ্ঠদেশে
বাঁধিয়া ফেলিল ত্বরা সুদৃঢ় বন্ধনে।
মূর্চ্ছা-অপগমে যবে পাইলা চেতনা,
মন্যুবিকম্পিতাধর, লোহিত-লোচন,
কলুষ কহিলা, "রে ভণ্ড তাপসাধম!
ধর্ম্ম-আবরণে ঢাকি নিজ কদাকার
হেন কদাচার তোর? দুষ্কৃতির ফল
অবশ্য ভুঞ্জিবি তুই কলুষের হাতে।
তোর এই পশ্বাচার উদিলে অন্তরে,
রে পামর! নিদারুণ ঘৃণা আসি হৃদে
রোধে রসনার গতি, বাক্য নাহি সরে।
দূর হ সম্মুখ হতে, নরকুলগ্লানি!
বড়ই বীরত্ব তুই দেখাইলি আজ,
নিরাশ্রয়-সুপ্ত-সিংহ-গহ্বরে প্রবেশি,
বাঁধি তার হস্তপদ সুপ্ত-অবস্থায়।
মরিয়াছি, মরিতে বসেছি, তোর কাছে
চাহিনারে ক্ষমা। সমকক্ষ যদি কভু
ভাবিতাম তোরে, মহত্ত্ব থাকিত যদি,

দেখিতাম চিন্তি তাহা হলে একদিন,
ক্ষমা চাহি কিম্বা নাহি চাহি ; সে প্রবৃত্তি,
সেই নীচ কুপ্রবৃত্তি নাহিরে অন্তরে।
নীচাশয় কিম্বা ভীরু নহেরে কলুষ
তোর মত ; সম্মুখ সংগ্রামে বীরোচিত
বিক্রম দেখাতে না পাইনু অবসর
এই বড় দুঃখ। ধর্ম্মবিদের চক্রান্ত,
ধর্ম্মানন্দ মহর্ষির গুপ্ত ষড়যন্ত্র,
সত্যরূপে আক্রমিতে গিয়াছিনু যবে
বুঝেছিনু মনে মনে, সে সময় হতে
সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতাম যদি
এরূপ অবস্থা আজ হতোনা কখন।
পরিতাপ এই বড়, নিজ পরাক্রম
নাহি পারিনু দেখাতে ; অতিগত কাল,
কি আর করিব।

বঙ্গানন্দ আগত আক্ষেপ-কাল,
তাহাতেই কালক্ষেপ চিরকাল তোর
ভাগ্যলিপি। বঙ্গীয় সমাজে, দুরাচার !
করেছিস্ এ যাবত উপস্থিত যত
মহানিষ্ট, প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহার
পাইবিরে যথেষ্ট সময় ; আলোশূন্য,
জনশূন্য কক্ষ মাঝে বসিয়া একাকী
স্বকৃত-দুস্কৃতি-সংখ্যা করিস্ গণনা।
মহত্ত্ব, ধরম, পুণ্য এ সকল নাম

আনিস্‌নারে মুখে ; সৌভাগ্য-সময়ে
যে সকলে করেছিস্‌ অবজ্ঞা-দর্শন,
বিপদে পড়িয়া কেন তাহাদের নাম
উদয় হইল মনে ? বীরত্বের কণিকাও
থাকিত যগুপি তোর জঘন্য অন্তরে,
দেখাতাম পুরুষত্ব ; কলুষিত মনে
ধৈর্য্য, বীর্য্য, শৌর্য্য কভু পায় না আস্পদ।
সাধারণ লোকগণে, কাপট্য—কৌশলে
করেছিস্‌ দলভুক্ত, মরিত তাহারা
অনর্থক, প্রকাশ্য সমর নির্ঘোষিলে।
অকারণে, কিম্বা অন্যোপায় বিদ্যমানে,
স্বজাতির রক্তপাত করিতে যাহারা
করে না সংকোচ, তাহারাই হিংস্র পশু।
জন্ম-কোষ্ঠী-ফল তুই পাইলিরে হাতে
হাতে ; আর কি চাহিস্‌ ? ধন্য বলি গণ্য
করিস্‌ অদৃষ্টে ; জীবন করিনু দান।
যৎসামান্য জ্ঞান যদি থাকে, নরাধম !
বুঝিতে পারিবি সেই কারাগারে বসি
নির্জ্জনে, অশুভ কত এনেছিস্‌ দেশে।
হিতাহিত-জ্ঞান যদি থাকে, একতিল
করিবি নিশ্চয় অনুতাপ একদিন।
স্বার্থ-বগুড়ায় পূরি অনুজীবিগণে
লইয়া যাইতেছিলি বিধ্বংশ-মন্দিরে।
আপামর, সাধারণ যাহাকে যেখানে

দেখিয়াছে তোর অনুচরগণ যত,
সকলেরি মহানিষ্ট করিতে সাধন
করিয়াছে যত্ন প্রাণপণে ; মাতৃ-ভূমি,
যার অস্থি, মজ্জা, মাংসে ওদেহ নির্ম্মিত,
তার অস্থি, মজ্জা, মাংস তুই, রে পিশাচ !
খেয়েছিস্ দিবানিশি। লোকের সম্মুখে
দেখাইতে মুখ, উচ্চারিতে বাক্যাবলী
বাসিস্ না রে লাজ ? কে দিবে উত্তর
তোর কথা শুনি ? হে যুবক বীরগণ
পাষণ্ডের কথা, কি কাজ শুনিয়া কাণে ?
দুর্ব্বৃত্তের রক্ত-আঁখি অথবা সজল
দেখ সমভাবে। দেশহিতকর-ব্রতে
উৎসর্গ করেছ সবে জীবন যখন,
ব্যসনে আসন মনে দিওনা কখন।
জাতীয় কলঙ্ক-রবি শ্রীকলুষরামে,
করোনা বিলম্ব, লয়ে যাও যথাস্থানে।
এই চিরশান্তিময় বঙ্গদেশে যারা,
রাজভক্ত প্রকৃতির অন্তর-প্রদেশে
হয় না কুণ্ঠিত অরাজকতা-অঙ্কুর
করিতে রোপণ, ক্ষমাপাত্র কি তাহারা ?
পঞ্চ পিতৃগণ মাঝে দেশ-অধিপতি
গণ্য সদা, রাজদ্রোহী নহে কি তাহারা
যাহারা প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে
শান্তিপূর্ণ দেশে করে অশান্তি বিস্তার ?

রাজভক্তি, দেশভক্তি, জীবোপরে ভক্তি
দেখাবার কর্ম্মক্ষেত্র আগত সম্মুখে,
ইতস্ততঃ করি নষ্ট করোনা সময়।
ইতস্ততঃ করি ধর্ম্ম-অর্জ্জনের পথ
করিওনা রুদ্ধ যবে পেয়েছ সময়।
শত্রুশূন্য হোক্ দেশ, পাপানুশাসন
হউক বিনষ্ট। প্রকৃতিগণের মনে,
স্বদেশ-বাসীর হৃদে, রাজভক্তি-তেজঃ
হউক উদ্দীপ্ত ; ধরমের আকর্ষণে
আকৃষ্ট হউক নরনারী ; ধর্ম্ম বিনা,
পাপের উচ্ছেদ বিনা, জাতীয় উন্নতি
হয় না সাধন। স্বজাতির সমুন্নতি
সংসাধন করিবার এই তো সময়।
এস, হে যুবকবৃন্দ—স্বদেশ-ভরসা !
পরিহর অলসতা, কর স্বার্থত্যাগ,
এ সকল কার্য্য তরে ; সামান্য জীবন
উৎসর্গি অক্ষয় কীর্ত্তি কর আহরণ।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে রহস্যালাপনিরত—সমন্ত্রিকলুষস্য
বন্ধনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

সপ্তদশ সর্গ।

যশোবতী এসেছি, এসেছি, পিতঃ! প্রণমি চরণে;
আর কতদিন বল, তোমায় না দেখি
একাকিনী থাকি গৃহে? নানা দুর্ভাবনা
দহিতে লাগিল অন্তর্দ্দেশ, দিশেহারা
করিল আমায়; তাই আসিয়াছি, পিতঃ!
তোমায় না জিজ্ঞাসিয়া; ক্ষম অপরাধ।
কতদিন কতরূপ সুযোগ অন্বেষি
হইয়াছি পরিশ্রান্ত; মনের বাসনা
পারি নাই পূরাইতে। নিরাশ্রয় তুমি,
একাকী পাদপ-মূলে থাকি নিশিদিন
অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইছ কাল;
এ কথা যখন মনে হইত উদয়,
নিরজনে একাকিনী গৃহকোণে বসি
করিতাম বক্ষস্থল সিক্ত অশ্রুজলে।
আমার কারণে তোমার এ দুঃখ যত,
যখন হইত মনে, শত চেষ্টা করি,
শতবার বাসাঞ্চলে মুছিয়া নয়ন
নাহি পারিতাম নিবারিতে অশ্রুবারি।
যত মুছিতাম তাহা অনর্গল বেগে
হইত পতিত। কি আর বলিব, পিতঃ!
কি শয়নে, কি স্বপনে তোমারি ভাবনা
সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত মোর মন।

কতদিন ভেবেছিনু নিশীথ-সময়ে
একাকিনী বাহিরিব সাহসে নির্ভরি ;
করেছিনু কত চেষ্টা, সকলি বিফল !
আর না যাইব, পিতঃ ! ছাড়িয়া তোমায়,
আর না দিব তোমায় সহিতে একেলা
এই বনবাস-ক্লেশ এ বৃদ্ধ বয়সে।
যায় যদি এ জীবন তোমার সেবায়
কি ক্ষতি তাহাতে ? সন্তানের বর্ত্তমানে
জনক-জননী যদি সহেন যাতনা,
তদপেক্ষা কোন্ দুঃখ আছে এ জগতে
নিপীড়িতে সন্তানের মন ? হীনবলা
ভাব যত মোরে, নহি, পিতঃ ! আমি তত।
থাকিব তোমার সঙ্গে, তুমি যাহা পার
আমি কি সে কষ্ট, পিতঃ ! পারি না সহিতে ?
অবশ্য পারিব।

সত্যরূপ কেমন করিয়া, মাতঃ !
আসিলি হেথায় একা ? পুরুষ আমরা,
অক্লেশে সকল কষ্ট সহিতে সক্ষম ;
তবু ডরে হিয়া যখন প্রবেশি একা
এ ঘোর কাননে। এখনো সামর্থ্য দেহে
আছে সমধিক ; হোক যত দুর্ব্বিষহ
কষ্ট শারীরিক, অম্লান বদনে পারি
সহিতে সে সব : কিন্তু, মা ! তোর ভাবনা,
(দিবানিশি মনে যাহা আছে জাগরূক)

পারিনা সহিতে ; মনেরে বুঝাই কত,
কিন্তু সে বুঝান, সে তো মানে না কখন।
সততই মনে হয় দুর্ম্মতি কলুষ,
দেখিয়া তাহার প্ররোচনা, প্রলোভন
সকলই ব্যর্থ নোয়াইতে তোর মন,
কুসঙ্গীগণের সঙ্গে হইয়া মিলিত,
দুর্গতি-জাঁতায় ফেলি পেষিতেছে কত।
মনে মনে জানি বটে, সহস্র কলুষ
সহস্র সহস্র অস্ত্র স্থির লক্ষ্য করি
বর্ষে যদি অজস্র ধারায়, তবুও, মা!
প্রাচীর-গাত্রস্থ মনোমন্দিরের তোর
একখানি প্রস্তরও স্বস্থান-বিচ্যুত
করিতে সমর্থ নাহি হইবে, কখন।
কিন্তু যে যন্ত্রণা দিবে হইলে হতাশ
তাই ভাবি, আকুলিত হয় পিতৃ-প্রাণ।
ভুলিয়াছি নিদ্রাহার, শয়নে, স্বপনে
তোর ভাবনায় আমি ব্যথিত সর্ব্বদা।
হইবে সন্তান যবে বুঝিবি তখন
সন্তানের যাতনা আশঙ্কা করি মনে
কতই যাতনা পান জনক-জননী।
জীবন-নন্দিনী তুই জীবনের আশা,
ভরসা, আনন্দ, সুখ সকলি আমার ;
এ বৃদ্ধ বয়সে কেবল রে তোর মুখ
চাহিয়া সকল দুঃখ সহি অকাতরে।

এ ক্ষুদ্র জীবনে বল, কি আশা-ভরসা
আছে রে আমার! সংসার-বন্ধন যত
এখনি কাটিতে পারি, স্নেহের বন্ধন
কাটিতে যাইলে, হায়! ফাটে যে পরাণী।
হা ঈশ্বর! আর কত দিন, কহ, পিতঃ!
আর কত দিন, লিখিয়াছ দুঃখ ভালে?
আর কত দিন এই প্রাণের পুতুলী
এ ঘোর বিপদ মাঝে জ্বলিয়া, পুড়িয়া,
বাঁচিয়া থাকিতে পারে? আর কত দিন
এ বৃদ্ধ বয়সে এই যাতনা সহিব?
নিতি নিতি তোরে দিতেছি সংবাদ, মাতঃ!
তবে কেন কষ্ট করি আইলি হেথায়,
এ গহন বনে? চেয়ে ছাখ, পাদুখানি
হয়েছে ক্ষত বিক্ষত শত শত স্থানে,
শোণিতের ধারা বহিতেছে অবিরত,
কোথাও বা ক্ষতমুখে ধূলির প্রলেপ
লাগিয়া অস্তিত্ব তার করিছে সূচনা।
সুবিমল মুখশশি হাস্তের আভায়
বিভাসিত থাকিত যা' সকল সময়
অলক্তক রাগ সম, এখন সে স্থান
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদ বিন্দু আছে অধিকারি;
মরম-যাতনা যেন না পাইয়া স্থান
অন্তর্দ্দেশে, বাহির হইছে এই পথে।
অঞ্চলের ধন তুই, কাঙ্গালের নিধি,

পৃথিবীর যাহা কিছু তুই রে আমার!
কোথাও রাখিয়া যারে না থাকিত স্থির
আমার অন্তর কভু, হায় রে! এখন
রিপু হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে
আছি এই প্রাণ ধরি! হায় রে অদৃষ্ট!
সময়ে সকলি সয়! আরও যে কত
সহিতে হইবে, কে তাহা বলিতে পারে!
এ জগতে হেন স্থান আছে রে কোথায়,
যেখানে রাখিয়া তোরে বিনা ভাবনায়
কাটাইতে পারি জীবনের কটা দিন!
হা ঈশ্বর! দয়া-নিধে! এ বৃদ্ধ বয়সে
পারি না দেখিতে হেন কষ্ট তনয়ার।
আয়, মাগো! আয় কোলে জুড়াই অন্তর;
তুই রে আমার সব: আমি তোর পিতা;
পিতা হয়ে, হা বিধাতঃ! এত কষ্ট তোর
হইল দেখিতে! ফাটিয়া যাইছে বুক,
জগত-সংসার দেখিতেছি শূন্যময়।
জানি না জগত-পাতা অধমের ভালে
লিখেছেন আরো কত কষ্ট! এ বিপদ,
দুঃখ-নিশি, হইবে কি কভু অবসান?
বসিয়া গিয়াছে চোখ পথ-পর্য্যটনে,
শুখায়েছে মুখ; পিতা হয়ে হেন দশা
হইল দেখিতে! বৃথা এ জীবন মোর!
কি দিব, কি খাবি? কি আছে আমার!

তরুতল-গৃহ যার, খাদ্য-ফল-মূল ;
শয্যা-ধরাতল ; আরণ্যক হিংস্রজীব
---সহচর যার ; কি দিবে সে পিতা তোরে ?
জানিয়া শুনিয়া, মাতঃ ! আমার দুর্দ্দশা,
কেন না আইলি বল এ গহন বনে
দেখিতে জনকে ? কে তোর জনক বল্,
জনকে কি পারে, থাকিতে জীবন দেহে,
নিক্ষেপিতে আপনার প্রাণের নন্দিনী
শত্রু হাতে ?

যশোবতী — সম্বর রোদন, পিতঃ ! ধর
সহিষ্ণুতা, বিফল বিলাপ এ কাননে।
কোথা কষ্ট ? কষ্টকে যাহারা ভাবে কষ্ট,
তাহারাই করে, পিতঃ ! সদা কষ্টভোগ।
সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ, মানব-নিয়তি,
মন-পরীক্ষার যন্ত্র ; স্বকর্ম্ম সাধিতে
আসে জীব ; আসে যায় অন্তরায় কত
কর্ম্ম-পথে, থাকেনাকো চিরস্থায়ী ভাবে ;
দশা-বিপর্য্যয়, তাহাতেই সংঘটন
সর্ব্বদা হইয়া থাকে, প্রকৃত মানব
তাহার উপরে দৃষ্টি দেন কি কখন ?
আজীবন শিখাইয়া আসিছ এ নীতি.
হে পিতঃ ! আমায়, আজ কেন দেখি বল
ঘটিল আত্ম বিস্মৃতি ? মুছ, মুছ, পিতঃ !
নয়নের নীর। কোথা কষ্ট ? নাহি কষ্ট,

আতঙ্কের সঙ্গে ছিল সন্দেহে জড়িত ;
এ সব বিষয় মনে মনে চিন্তা করি
দেই নাই সমাচার তোমাকে প্রথমে।

সত্যরূপ মানিলাম এ বিষয়ে যুকতি তোমার
সুসঙ্গত ; কিন্তু কহ যে চরিত্রবানে
পাঠায়ে দিয়াছি তত্ত্বাবধানিতে তোরে,
জানালে তাহাকে আপনার অভিপ্রায়,
আসিবার সুব্যবস্থা সে জন নিশ্চয়
দিত করি। অপরের দুঃখ-দরশনে
কাঁদে যার প্রাণ স্বতঃ সে তো, মাগো! তোরে
এ ভাবে এ হেন কালে দিত না আসিতে।

যশোবতী সজ্জিত সন্ন্যাসী সাজে তব প্রিয়তম
বঙ্গানন্দ গিয়াছিল আমার আলয়ে
তোমার বারতা লয়ে ; কথোপকথনে
বুঝিলাম মন তার নহে নিরমল
আকৃতির অনুরূপ। দেশের উন্নতি,
অভ্যুত্থান বিষয়ক কত শত কথা
বিভূষিত নানা অলঙ্কারে, কহিল সে।
কি ভাব অন্তরে তার আছে বিনিহিত
নারিনু বুঝিতে ; মানবের বাহ্যাকৃতি
দেখিয়া তোমরা আপনা বিস্মৃত হও,
আমরা সেরূপ নহি, অবিদিত জনে
সন্দিগ্ধ নয়নে দেখা রমণী-ধরম।

সত্যরূপ দেখিয়া বদন তোর ; বর্ণনা-ভঙ্গিমা

দেখিয়া শুনিয়া, মনে অন্যরূপ ভাব
হইছে উদয় ; রচিত ও স্বাভাবিক
এই দুইবিধ বাক্যে প্রভেদ বিস্তর,
ভিন্ন-পথ-অবলম্বী ; স্বাভাবিক কথা
সহজ, সরল, অঙ্গ-ভঙ্গী অনুরূপ।
রচিত বচন যবে হয় বহির্গত,
পদে পদে বাধা পায় ওষ্ঠে, রসনায়,
চাতুরী প্রকাশ ভয়ে ; বর্ণ নানা রূপ
রঙে হয় সুরঞ্জিত ; বাক্য নিঃসরণ
হয় যবে, সে সময় বক্তার নয়ন
শ্রোতার চোখের দিকে চায় সচকিতে।
বঙ্গানন্দের স্বভাব, আর, মাগো ! তোর
বর্ণনা-ভঙ্গিমা, নীরবে ইহারা দোহে
স্পষ্টাক্ষরে মোরে যেন দিতেছে কহিয়া,
তার সনে কোন ছলে বিবাদ বাধায়ে
না বলিয়া তারে তুই এসেছিস্ চলে
রাগ-ভরে। সে যেমন লোক, অভিপ্রায়
তোর, যদি বুঝিতে পারিত ঘুণাক্ষরে,
দিত না আসিতে একা। বিপদ-সময়ে
যে যত ধরিয়া ধৈর্য্য করে করণীয়,
বিপদ-আশঙ্কা তার কম ততোধিক।
ক্রোধভরে কার্য্য-অভিমুখে অগ্রসর
হয় যে মানব, হিতাহিত জ্ঞান তারে
দেয় না দেখায়ে পথ। এখনো অন্তরে,

মাতঃ ! জ্বলিতেছে ক্রোধবহ্নি, নির্ব্বাপিত
করি তাহা, মনে রাখ মোর উপদেশ।

যশোবতী — কি আমার মুখে আছে, কহ, পিতঃ ! কহ,
যা' দেখি মনের ভাব পারিলে জানিতে ?
সকলই বিপরীত দেখি, পিতঃ ! তব,
জানিলে না, শুনিলে না, বলিয়া ফেলিলে
আমিই সকল দোষে দোষী ; নির্দ্দোষী সে।
তোমরা সকলে জান, ভদ্রলোক বলি
তারে ; বিনা দোষে সেই মোরে দিল গালি,
আমি হৈনু দোষী ? অতি সুবিচার বটে !

সত্যরূপ — তোমাদের পরস্পরে হয়েছে কি কথা,
কিছুই জানি না আমি ; এই মাত্র জানি
সুপবিত্র, দেবোপম চরিত্র তাহার,
গুণ তার গায় সবে, কি শত্রু, কি মিত্র।
অকারণে সে যে কোন অসম্ভব কথা,
উচ্চারিয়া অপবিত্র করিবে রসনা,
নাহি লয় মনে, নাহি হয় সম্ভাবনা।
স্নেহ-পাত্র সে আমার, পুত্র-নির্ব্বিশেষে
ভালবাসি তারে ; পিতৃ-সম সে আমারে
করে ভক্তি। অকারণে তার মত লোকে
তোরে মা ! প্রথমে দেখি দিবে গালাগালি,
এ বিশ্বাস হৃদে মোর নাহি পায় স্থান।

যশোবতী — যত দোষ তুমি সব আমাতেই দেখ,
অপরের দোষ চোখে পাওনা দেখিতে ?

তার সঙ্গে দেখা যবে হইবে তোমার,
করিও জিজ্ঞাসা তারে ঘুচিবে সন্দেহ।

সত্যরূপ
সে যে নহে দোষী, এ মোর দৃঢ় বিশ্বাস,
তুমিও যে নহ দোষী ইহাও সম্ভব ;
কিন্তু ক্রুদ্ধ স্বভাব তোমার, পর-ছিদ্র
ক্ষুদ্র সূত্রাবলম্বনে ধরিতে নিরত।
যে দেখে তোমায়, সে তোমার প্রতি ধায়,
মন প্রাণ দিয়া তোরে মা পাইতে চায়,
ধরা ধরা দাও অমনি সরিয়া যাও ;
পাইলে সামান্য সূত্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
অমনি আরক্ত চোখে কোথায় পলাও !

যশোবতী
কি করিব, পিতঃ ! এটী আমার স্বভাব
জন্মজাত ; করি যদি সহস্র বৎসর
চেষ্টা প্রাণপণে, কোনই পরিবর্ত্তন
নাহি সংঘটিত হবে। কায়মনোবাক্যে
পাইতে যে জন করে বাসনা আমাকে,
শত শত বাধা বিঘ্ন সম্মুখে পড়িলে
সে কভু আমায় ছাড়ি অন্য কোন দিকে
করে না গমন। একথাও ধ্রুব সত্য,
ছিদ্র-সূত্র খুঁজি বটে ; তাহা না করিলে
উপাসক-মন কিসে পারিব জানিতে ?
যাহাকে হৃদয়-দেশে দিতে হবে স্থান
চিরকাল, তন্ন তন্ন করি দোষ, গুণ
তার যত দেখিয়া লইতে, কোথা দোষ ?

কি ছার বাহ্য আকৃতি! সেই দিবা-অন্ধ,
বাহ্যিক সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে দৃষ্টি যার।

সত্যরূপ পাগলিনী মা আমার, আয় কোলে আয়,
ও বদন শশী হতে কি অমিয় ধারা—
—স্নিগ্ধ, শ্রান্তি-হর, শান্তিপ্রদ, শর্ম্মদাতা
হয় বিনিঃসৃত, করে আপ্লুত হৃদয়,
বলিতে বরণ হারে! বড় অভিমান
কিন্তু, মাগো! তোর; বল দেখি সত্য করি
যে জন মা! তোর জন্য সহে কষ্ট এত,
তোর মনস্তুষ্টি তরে সতত যে জন,
বিবিধ উপায় করিতেছে উদ্ভাবন
আত্মসুখ পরিহরি; কিসে তোর সুখ
হইবে, সে হেতু ব্যগ্র; আসিবার কালে
তাহাকে বলিলে বল কি হইত ক্ষতি?
কত সুখী হইত সে! গর্ব্ব, অভিমান
তোর কিছু হইত কি খর্ব্ব? তোর তরে
ভাবিতেছে কত? তার স্থানে একবার
দেখ দাঁড়াইয়া, তবে পারিবি বুঝিতে।
যে যাহারে ভালবাসে কাঁদান কি তারে
ভাল? তার কষ্টে হয় নাকি কষ্ট তোর?
হৃদয় তো আছে তোর!

যশোবতী ক্ষম অপরাধ,
অত বুঝি নাই, পিতঃ! তোমার অভাবে
বুঝিতে পারি না সত্য-তথ্য-সত্যরূপ।

আসিবার কালে, তাহার গৃহ-সম্মুখে
আসিনু যখন, চঞ্চল হইল মন
কে যেন বলিয়াছিল ভিতর হইতে
"ভাল হইছে না কাজ ; যাও, বলে এস।"
কিন্তু ঘোর অভিমান কোথা হতে আসি,
ফুটন্ত সিমূল-তূলা মারুত-প্রবাহে
উড়ায়ে যেমতি লয়ে যায় মহাবেগে,
তেমতি সে ক্ষুদ্র-কথা অন্তর-প্রসূত
উড়াইয়া লয়ে গেল বিস্মৃতি-পবনে।
মনের আক্ষেপ মনে করিতে বিলীন
লইনু সঙ্গীতাশ্রয় ; গাইতে গাইতে
আসিয়া পড়িনু যবে গৃহ হতে দূরে,
সশব্দে কে যেন দ্বার ফেলিল খুলিয়া
পশিল এরূপ শব্দ শ্রবণ-বিবরে।
ধড়ফড় করি বক্ষঃ উঠিল সহসা,
চাপিনু হৃদয়-বেগ, চাপিনু উরস
বেপথুমান ; মন্দগতি ত্যজিয়া সত্বর
ত্বরিত পদ-বিক্ষেপে লাগিনু দৌড়িতে।
নিতান্ত বর্ব্বরোচিত ব্যবহার মম
হয়েছে নিশ্চিত ; তাঁহাকে বলিয়া আসা,
ছিল কর্ত্তব্য আমার। বলিও তাঁহাকে
দেখা হলে তাঁর সনে ক্ষমিতে আমায়।
আন্তরিক ভালবাসা আমার উপরে
আছে তাঁর জানি ; কিন্তু লাজ বাসি মনে,

দেখা করি তাঁর সনে প্রার্থনিতে ক্ষমা।

সত্যরূপ	হইলাম আপ্যায়িত শুনি তোর মুখে
এই কথা, পাগলিনি! একদিকে লাজ,
অন্য দিকে ঘোর আকর্ষণ আন্তরিক,
কোন দিকে কে টানিবে বুঝিতে না পারি।
যাহা ইচ্ছা, কর, বৎসে! কোথায় যাইবি
বল দেখি শুনি? নাহি দাঁড়াবার স্থান,
জঙ্গলে জঙ্গলে বল রোদ-বৃষ্টি সহি
কোথা বেড়াইবি? বল তোরে লয়ে কোথা
যাইব এখন?

যশোবতী	সে বৃথা চিন্তায়, পিতঃ!
সে বৃথা চিন্তায়, দিওনাকো স্থান মনে।
এতদিন ধরি কলুষ-শাসন তরে
করিছ যে ষড়যন্ত্র গিয়াছ কি ভুলে?
সিদ্ধ হইয়াছে তোমাদের মনস্কাম,
এখনি সংবাদ-শুভ আসিবে সত্বর
তোমার নিকটে। অস্তমিত দুঃখ-নিশি;
গহন কানন ত্যজি যাও স্বভবনে
মনোসুখে আজি। যাইব না গৃহে আমি,
বঙ্গানন্দ সঙ্গে দেখা নাহি ইচ্ছা মম
করিতে এখন; অবিচল-চিত্ত যবে
হইতে সক্ষম হবে বঙ্গানন্দ দেব,
তখনি তাহার সনে করিব সাক্ষাৎ;
এই তো পরীক্ষারম্ভ, পরীক্ষার ফল

ভাল করি দেখি আগে, কি কর্ত্তব্য পরে
করিব অবধারণ। ছিদ্র অন্বেষণে,
কে আছে জগতে, পিতঃ! আমার সমান?
কা'র সূক্ষ্মদৃষ্টি এত? ভালবাসি যারে,
তার যা'তে ভাল হয় তাই দেখা ভাল।
বঙ্গানন্দ, মনে মনে কতই আমাকে
কঠোরা, নির্দ্দয়া বলি করিবে আঘাত।
আমি কি তাহাতে ডরি? আমাকে দেখিলে,
এত যত্ন, এত চেষ্টা, পরিশ্রম এত,
নষ্ট হবে তার। বঙ্গদেশের উন্নতি
এই খানে হবে শেষ। স্বদেশ-সেবক
বলি তিনি দিয়াছেন নিজ পরিচয়,
কার্য্যে তাহা করুন প্রমাণ; সে প্রমাণ
স্বচক্ষে দেখিতে পেলে, না ডাকিতে তিনি
নিজে গিয়া তাঁর সঙ্গে হইব মিলিত।
তার পূর্ব্বে, তার পূর্ব্বে, পিতঃ! দেখা করা
নহে যুক্তিসিদ্ধ, নহে মোর অভিপ্রেত।

সত্যরূপ সত্য বলেছিস্, মাতঃ! কার্য্যের সময়
কার্য্যকরী শক্তি কেন করিতে হরণ
যাইবি এখন? বহ্নিজ্বালে বিদগ্ধিলে
ধাতুর প্রকৃত সত্ত্বা হয় নিরূপিত।
তোর কথা ঠিক, আজই তো সেই দিন,
যে দিন, মন্ত্রণা করি আমরা সকলে,
করেছিনু স্থির, কলুষের পরাক্রম

করিব নিস্তেজ। হত-পরাক্রম অরি
হইলে, মা! তোর আছে কাজ চারিদিকে।
কলুষের মায়াঘনে বঙ্গীয় আকাশ
করিয়াছে সমাবৃত; তার কুমন্ত্রণা
ঢাকিয়াছে অন্তরস্থ বিবেকের বিভা।
যাও বঙ্গে যথা তথা, সে তিমির জাল,
তোমার স্বরূপ-রূপ হইলে বিকাশ
হবে তিরোহিত। তোমার সে প্রতিকৃতি
দেখিলে অদূরে, লোলুপ নয়নে লোক
ছুটিয়া আসিবে আমাদের পক্ষপানে।
আমরা সকলে মিলি পরামর্শ করি
তোমাদের দুজনের উপরে এ ভার
করিয়াছি সমর্পণ। যাও, বৎসে! যাও;
যত দিন লাগে যথা থাকিও তথায়,
যেরূপে এ কার্য্য পার করিতে সাধন
মন-প্রাণ দিয়া কর। তোমায় না দেখি
অদর্শন-জাত-ক্লেশ হইবে যা' মনে
অক্লেশে থাকিব সহি, ভাবিও না তুমি;
যতই প্রখর হোক স্নেহ-আকর্ষণ,
কর্ত্তব্যের কাছে তার শক্তি পরাহত।
যত দিন সুশাসিত না হয় এ দেশ,
যত দিন ধর্ম্মবিদ-প্রভুত্ব-বিস্তার
না হইবে বঙ্গদেশে প্রতি ঘরে ঘরে,
ততদিন নিরাপদ নহে মাতৃভূমি।

যখন দেখিবে এই দুর্দ্দান্ত অরাতি
স্বাধীনতা দিয়া ছাড়ি দিলে বঙ্গদেশে,
উঠাইতে না পারিবে শির পুনরায়,
যখন দেখিবে তার বিষদন্ত গুলি
হইয়াছে সমূলে নির্ম্মূল, তখনই
জানিবে শাসন তার লুপ্ত বঙ্গদেশে।
সেই কার্য্য শেষ হলে এ বৃদ্ধ জনকে
বারেক দেখিও আসি; আপদ, বিপদ
ঘটিলে কোথাও; আমাদের অনুগত
যাহাকে পাইবে, তাহাকে প্রেরণ করি
জানাইও মোরে; পিতৃ-বাক্য ভুলিও না।
মনে যেন থাকে তোমার শুভ সংবাদ
প্রতীক্ষা করিয়া দেহে রহিল জীবন।
বিপদ-রক্ষক সেই জগদেক-পতি
করিবেন রক্ষা জনকের আশীর্ব্বাদে।

যশোবতী প্রণমি চরণে পিতঃ! কর আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন মনোরথ, নিরাপদে যেন
ফিরিয়া আসিয়া পারি করিতে প্রণাম
ওই পাদ-পদ্মে—যশোবতী-মোক্ষধাম।

সত্যরূপ এস, মা! এস মা! ভগবৎ শুভাশীস্
অক্ষয় কবচ রূপে রক্ষুক তোমায়
কি সম্পদে কি বিপদে। ঈশ্বর সহায়,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদে পড়িলে
ডাকিও তাঁহাকে; ডাকিতে জানিলে তাঁরে,

কখনই এতদিন এ সব বিপদ
ঘিরিয়া রাখিতে নাহি পারিত আমায়।
পাপরাশি অনুতাপে পাইয়াছে লয়,
প্রত্যক্ষ করিছি যেন মানস-নয়নে
তাঁর হাস্যমাখা আস্য। এমন দয়াল
থাকিতে সহায়, আমাদের কি ভয় ? মা !
প্রণমি জনক পদে, জনক-নন্দিনী
দেবী যশোবতী, চলিলা মন্থর পদে
নিজ অভিপ্রেত স্থানে ; অনিমেষ দৃষ্টি
চাহিয়া রহিলা সত্যসন্ধ সত্যরূপ ;
স্থিরে দাঁড়াইলা ; যতদূর দৃষ্টি চলে
রহিলা চাহিয়া প্রাণের পুতুলী পানে।
অদৃশ্যা হইলা যবে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়ি, দুই হাতে মুছিলা নয়ন-বারি
বক্ষোপ্লাবী। পদ-শব্দ, জন-কোলাহল
শুনিলা পশ্চাতে অকস্মাৎ ; ত্রস্তভাবে
দেখিলা চাহিয়া ধর্ম্মবিদ্-সুত-দূতে।
পড়িলা দূতের মুখে শুভ সমাচার
বলিবার পূর্ব্বে। মানবের বাহ্যাকৃতি
প্রকৃতিস্থ যবে, গূঢ় মানসিক ভাব
প্রকটিতে স্বজাতীয়ে নাহি করে হেলা।
পথ-পর্য্যটন-ক্লান্ত সুসন্দেশবহ
প্রণমি চরণে, নিবেদিলা নরোত্তমে,
"আসিয়াছে অশ্ব, প্রভো ! আরোহণ করি

আপনার নিকেতনে করুন গমন ;
সুমঙ্গল চারিদিকে, উপস্থিতি তব
প্রতীক্ষা করিছে গৃহে আত্মীয় বান্ধবে।”
এ বিরাট বিশ্বরাজ্যে কে হেন পামর,
জন্মভূমি নাম শুনি যাহার হৃদয়
আনন্দে না নাচে ? চলিলেন সত্যরূপ
তুরঙ্গম পৃষ্ঠে চড়ি নিত্যানন্দধামে।
বায়ুবেগে চলে অশ্ব অবিরাম গতি
পূর্ণ ছয় দণ্ড কাল ; আসিয়া পৌছিলা
স্বগ্রাম-প্রান্তর-প্রান্তে ; রম্য, সুসজ্জিত
বিরাট সভা ভবন দেখিলা সম্মুখে।
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যেন প্রসারিয়া বাহু
আছে দাঁড়াইয়া গন্তব্য পথের মাঝে
সম্ভাষিতে সমাদরে পথিক-প্রবরে।
সমবেত-লোক সংঘ—আনন্দ-বিহ্বল,
গাইল হরষে, “জয়, সত্যরূপ জয়।”
সমুন্নত বেদি’পরে দুই সিংহাসন
নর-মনোলোভা ; ডান দিকে ধর্ম্মবিদ,
বামে দেবী সঞ্জীবনী ভুবন-মোহিনী
উপবিষ্টা। অবতীর্ণ ধর্ম্ম আর জ্যোতিঃ
ভূমণ্ডলে, মোহিতে ত্রিলোকবাসী জীবে।
সমাগত সভ্যগণ আনন্দ মস্তকে
ধর্ম্মবিদ-সঞ্জীবনী-পতি-পত্নী দোহে
যথোচিত শিষ্টাচারে পরিতুষ্ট করি

বসায়েছে সিংহাসনে। ধর্ম্মানন্দ ঋষি
দাঁড়াইয়া বেদি' পরে লাগিলা কহিতে ঃ—
"দেব ধর্ম্মবিদ্ ! সমবেত বঙ্গবাসী,
সর্ব্ববাদী-অনুমতি অনুসারে, আজ
বঙ্গ সমাজের অধিনায়কের পদে
করিতেছে অধিষ্ঠিত, তোমায় ; দেখিও,
পদোচিত কার্য্যে যেন নাহি ঘটে ত্রুটী।
মাতঃ সঞ্জীবনি ! কি আর বলিব ? মাগো !
যে মহতী-সঞ্জীবনী-শক্তির প্রভাবে
করিয়াছ সঞ্জীবিত বঙ্গীয় সমাজ,
দিতে থাক সেই শক্তি ; নব বলে বলী
হইতে থাকুক বঙ্গবাসী-সুত-প্রাণ ;
দেখি তাহা তুমিও, মা ! সন্তানের সুখে
হও সুখী ; আশীর্ব্বাদ করি, মা ! তোমায়।
হে সভ্য-মণ্ডলি ! যথাযোগ্য সম্ভাষণে,
সর্ব্বজনে সমাদরে করিছি আহ্বান ;
শুন স্থির চিতে, কি উদ্দেশে এই সভা
হইয়াছে আজি এইখানে সমাহূত।
অকৃতি সন্তান আমি, নাহি ভাষা-জ্ঞান,
বক্তৃতা-শকতি ; মাতৃভূমি-অনুরাগ
প্ররোচনা করিতেছে এ নব উদ্যমে।
যৎসামান্য ভাষাজ্ঞান যা' আছে আমার,
অক্ষম বর্ণিতে তার সহায়তা-বলে
স্বদেশ-দুর্দ্দশা-জাত আন্তরিক ভাব ;

সে কারণে শ্রোতা প্রতি বিনয় প্রার্থনা,
ভাষার বাহ্যিক শোভা না করি বিচার
অন্তরের অনুরাগ প্রতি দৃষ্টিপাত
করিলে, জানিব সিদ্ধ হলো মনোরথ।
বঙ্গমাতঃ! ধরাতলে কি মধুর নাম!
রোমাঞ্চিত হয় তনু এ নাম-শ্রবণে;
স্মরণ করিলে এই নাম পুণ্যশ্লোক,
শুষ্ক, অবসন্ন দেহে সঞ্চারে শোণিত
শিরায় শিরায়; নব শক্তি বহে হৃদে।
বঙ্গমাতঃ! এ দুর্গতি কেন মা তোমার।
শত শত দেশবাসী শত শত লোক
তব চিরস্নেহময় অঙ্কে নিবসিয়া,
মনের আনন্দে স্বজীবিকা আহরণ
করিছে অক্লেশে; তোমার সন্তান যত,
অনাহারে কেন তারা করে হাহাকার!
তোমায় কি দিব দোষ, তাহারাই দোষী।
তাহাদের পুরোভাগে রাখিয়াছ খুলি
অমূল্য-রতন-রাজি; মাতৃদত্ত ধনে
সমাদরে পুত্রে যদি না করে গ্রহণ,
জননী কি দোষী? আপনাদিগের চেষ্টা
নাহি থাকে যদি, কে কবে কাহার মুখে
আহার তুলিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশে?
অখণ্ড-প্রতাপ, সভ্যতার শীর্ষদেশে
অধিষ্ঠিত, যে মহান্ জাতির উপরে

তোমার সংরক্ষাভার আছে সংস্থাপিত,
ভূলোক, বারিধি, ব্যোম, যাঁদের মহিমা
করিছে কীর্ত্তন ; সর্ব্ব-ভূমণ্ডল-ব্যাপী,
সে মহাজাতির চিরস্নিগ্ধ, শান্তিময়
ছায়ায় বসিয়া, দিনে দিনে কেন ক্ষীণ ?
শিথিল একতা গ্রন্থী ; কোথায় আমরা
স্বদেশ-মঙ্গল সাধি, সে মহাজাতির
গাইব গৌরব, বল ভূতলে অতুল,
ঘোষিব তা' পৃথ্বীস্থিত প্রতি সভ্যদেশে,
তাহা না করিয়া কেন নীচ স্বার্থে মজি,
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব করি আমরা সকলে
স্বদেশের অধোগতি সাধিতে তৎপর
হইতেছি নিরবধি ? অরি-সন্নিধানে
মাগিয়া কুঠার কেন আপনার পদে
ইচ্ছা করি করিতেছি স্বহস্তে আঘাত ?
যাহাতে এ মহানিষ্ট, জাতীয় বিপদ
হয় নিরাকৃত, সে বিষয়ে চেষ্টাকরা
নহে কি উচিত ? বিভিন্ন সমাজ-নেতা
বিভিন্ন শ্রেণীর, আছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।
স্বদেশ-মঙ্গল, স্বদেশের সমুন্নতি
নহে কার বাঞ্ছনীয় ? উদার হৃদয়ে
সেই উদ্দেশ্য মহান্, কোন্ পথ ধরি,
চলিলে সাধিত হয়, চেষ্টা সমবেত
নহে কি হে প্রার্থনীয় ? সমাজ-সংস্কার

আগে না সাধিত হলে, স্বদেশ-মঙ্গল
সম্ভব নহে কখন। সমাজ-শোধন,
স্থির চিত্তে দেখ ভাবি, নহে সাধারণ,
সামান্য বিষয়। বিবিধ প্রশ্ন জটিল
সমাধান না করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে
কেহ নাহি হতে পারে কভু উপনীত।
বদ্ধমূল মানসিক কুসংস্কার যত,
অন্তর হইতে আগে অপসৃত কবি,
সুমার্জ্জিত রুচি-হালে করহ কর্ষণ
তারে, বপিয়া তাহাতে উদারতা-বীজ
সযত্নে অঙ্কুরোদ্গম কর নিরীক্ষণ;
বিটপী-আকারে যবে সে ক্ষুদ্র অঙ্কুর
হবে পরিণত; অনুদারতা-আগাছা
ভিতরে ভিতরে যথা হইছে উদ্ভূত,
সবিশেষ নিরখিয়া আপন নয়নে,
সমূলে উঠায়ে ফেল; এরূপ করিলে
ফলের আশায় কভু হবে না বঞ্চিত।
দেশ, কাল, পাত্র সব বিবেচনা করি
যে সকল বিধি ঋষিগণ পুরাকালে
করেছিলা প্রণয়ন, সময়োপযোগী
আছিল তাহারা, তায় নাহিক সন্দেহ।
সমাজের গতি সহ সে সকল বিধি
সংস্কার, পরিবর্ত্তন কিম্বা সংশোধন
করিবার প্রয়োজন কোথাও কোথাও

বলি যেন মনে আমি করি অনুমান ;
সমাজ-সংস্কার কালে যদি সে সকল
এ তিনের কোনটীর উপযোগী বলি
মনে কর স্থির, অবশ্য তেমতি কর।
জন-সাধারণ-মন সংরক্ষণ-নীতি
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলি করে জ্ঞান ;
এ নীতির পক্ষপাতী তাহারা সতত।
সেই জন্য বলিতেছি যদি কোন বিধি
সমাজ অহিতকর বলি কর মনে
ধীরে ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্ত্তন,
সংশোধন, সংস্কার বা কর সাবধানে।
নীতি আর ধর্ম্ম এরা নিত্য চিরকাল,
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সমভাবে চলে।
সামাজিক ব্যবহার, পদ্ধতি, নিয়ম
সমাজের গতি সঙ্গে ঘুরিছে নিয়ত ;
কোন দেশে, কোন কালে কভু নহে স্থির
সেই হেতু সামাজিক প্রথা আছে যত
সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন-উদ্দেশে
উন্মুখ হইয়া থাকে। যে জাতি সময়ে
করিতে সমর্থ কালোচিত সংশোধন,
কস্মিন কালেও সে জাতির অবনতি
নাহি ঘটে। কালচক্রগতি যে সমাজ
সমর্থ অনুগমন করিতে সতত,
ভুলে না গন্তব্য পথ ; অব্যাহত গতি

ক্রমাগত সে সমাজ ঊর্দ্ধ দিকে ধায়।
দেশের অবস্থা প্রতি কর দৃষ্টিপাত,
কি দেখিবে তথা? প্রতি বঙ্গ গৃহে গৃহে
স্বকৃত-নায়কগণ করিছে বিরাজ,
নায়কত্ব কার্য্যে কিন্তু সম উদাসীন!
সুচির শান্তির কোলে, সম্রাট কৃপায়
থাকিয়া শায়িত মোরা যুগ যুগান্তর,
ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা দেখেছি স্বপন।
সমাজ-শৃঙ্খল ছেদ করি নিজ হাতে
স্বাধীনতা স্থানে পূজি স্বেচ্ছাচারিতায়।
প্রকৃতি-বৎসল রাজা, পুত্র-নির্ব্বিশেষে,
যখন যা চাই দিতেছেন অকাতরে;
সে স্নেহের প্রতিদান করিতেছি কত,
তাহাতো অন্তরে নাহি ভাবি একবার।
দেশের চৌদিক পানে কর দৃষ্টিপাত,
কি দেখিতে পাবে? অজাতশ্মশ্রু বালক,
যুবা পরিণত, সম্রাটের প্রতিকূলে
অপভ্রষ্ট-বুদ্ধি-বশে উঠাইছে শির,
দিতেছে আহুতি তাহা তাঁর ক্রোধানলে।
কে তাদের জন্য দায়ী? আমরাই দায়ী।
আমরা যেরূপ শিক্ষা, দৃষ্টান্ত অথবা
দেখাইছি, দিতেছি বা করমে, কথায়,
তাহারই প্রতিধ্বনি করিছে তাহারা।
স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নাহিক যথায়,

স্বেচ্ছাচারিতায় তথা দেখি বিচরিতে।
একতা ও স্বাধীনতা আবদ্ধ উভয়ে
একই নীতি শৃঙ্খলে। যথা স্বাধীনতা
একতায় তথা তুমি পাইবে দেখিতে।
একতা বিহনে স্বাধীনতায় কখন
দেখা নাহি যায়; কিন্তু স্বাধীনতা বিনা
একতায় একাকিনী দেখি বিচরিতে।
একত্রে থাকুক কিম্বা থাকুক পৃথক,
নেতৃত্বের দ্বারা এরা সর্ব্বত্র চালিত।
স্বাধীন কি পরাধীন প্রত্যেক প্রদেশে
ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা করিছে বিরাজ
অল্পাধিক পরিমাণে, নাহিক সন্দেহ।
কিন্তু সেই ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা যবে
নেতৃত্বের অধীনতা অস্বীকার করি,
নীতি ও ধর্ম্ম বন্ধন করিয়া ছেদন,
স্বেচ্ছাচারিতায় যায় পূজিতে আগ্রহে,
বিশৃঙ্খলা সেই দেশে অথবা সমাজে
নিশ্চয় ঘটিবে, কার সাধ্য তাহা রোধে?
একতা ও স্বাধীনতা অবস্থিতি যথা
করে না একত্রে, নেতৃত্ব উপরে তথা
একতা-রক্ষার ভার পড়ে পূর্ণভাবে।
এদিকে নেতৃত্ব সঙ্গে স্বার্থপরতার
হইলে সংযোগ, একতা অদৃশ্য হয়।
যা কিছু সুন্দর দেখ এ ভব ভবনে,

অনায়াস-লভ্য যদি হইত সে সব,
তাদের সৌন্দর্য্য কভু সুন্দর আখ্যায়
নাহি বাখানিত কেহ। হস্তগত পুনঃ
হইলে সৌন্দর্য্য স্থায়ীভাবে, যে তাহাকে
রাখিতে স্ব-অধিকারে করিবে কামনা,
আশঙ্কায় সদা তারে হয় নিবসিতে।
যৎ সামান্য অযতন হইলে আবার,
সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়; এ সব কারণে
সৌন্দর্য্যের মূল্য এত দেখি ভূমণ্ডলে।
তাই অনুনয় করি, হে নেতৃমণ্ডল!
সবাকেই বলিতেছি, নেতৃত্ব লভিতে
একান্ত বাসনা যদি, স্বার্থ-পরতায়
কর বিসর্জ্জন। বিশ্বব্যাপী উদারতা
পাত্রা-পাত্র ভেদে দেখাও স্বভ্রাতৃগণে;
বিশ্বজনীনত্বে কর সোহং নিমজ্জিত।
ভূলোক-স্বর্গ-রূপিণি! মাতঃ জন্মভূমি!
নিসর্গ-নন্দিনী তুই, সৌভাগ্য-দয়িতা;
ধন-ধান্য-সর্ব্ববিধ-রত্ন-প্রসবিতা,
উর্ব্বরতা-অলঙ্কার-বিভূষিত-দেহা;
করে অভিশাপে মাগো! বল, মা! আমায়,
চিরজনমদুঃখিনী? দেশ-ইতিহাস
দৃষ্টি প্রসারিত করি দেখি যত দূর
নিবিড় আঁধার, হায়! সর্ব্বত্র বিরাজে।
রতন-সম্ভবা তোর বনাকীর্ণ ভূমি

আকৃষ্ট করিয়াছিল, কে জানে কখন,
অত্যুন্নত-দেশবাসী অনার্য্য কলাপে ;
তাই তারা দলে দলে চিরাবাস তরে
এসেছিল এই দেশে, আশা করি মনে
ফল-শস্য-ভরা ধরা তাদের আহার
যোগাইবে চিরকাল ; কিন্তু ভাগ্যদোষে
তাদের সৌভাগ্য-রবি হলো অস্তমিত।
মহাপরাক্রমশালী আর্য্যজাতি আসি,
বিস্তারিল আধিপত্য তাদের উপরে।
নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, অনার্য্য দুর্ব্বল
প্রাণ ভয়ে পলাইল দুর্গম বিপিনে,
শ্বাপদ-সঙ্কুল কত ভূধর গহ্বরে।
একের আচার, ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্যবহার,
অপরে অজ্ঞানে করিল অনুকরণ
অল্পাধিক পরিমাণে ; বরণ-সঙ্কর
কত শত উপজাতি লভিল জনম
উভয়ের সংমিশ্রণে ; জাতি, উপজাতি,
বলী ও দুর্ব্বলে, খণ্ড যুদ্ধ অবিরত
লাগিল চলিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি,
একের অস্পৃশ্য অন্যে হইল সত্বর ;
অনার্য্য আর্য্যের পদে নোয়াইল শির।
জাতি উপজাতি মাঝে কলহ, বিদ্বেষ
লাগিল চলিতে অহোরহঃ, বিভিন্নতা
দেখা দিল ঘরে ঘরে ; মিলনের আশা

হতাশায় কালবশে হলো পরিণত।
ঘৃণার নয়নে প্রতিবেশী-জনগণ
দেখিতে লাগিল পরস্পরে, অত্যাচারে
জর্জ্জরিত হইল সমাজ ; হাহাকার
উঠিল সর্ব্বত্র ; নিপীড়িতের ক্রন্দন
পৌছিল ঈশ্বর-কর্ণে, শুনিলেন তিনি।
আর্য্যগণ-আধিপত্য নিখর্ব্বিতে যেন
অবতীর্ণ বুদ্ধদেব হইলা ভারতে।
অদৃশ্য হইল জাতিগত অভিমান
সমাজের স্তরে স্তরে। এ উন্নতি-স্রোত
কিছু দিন খরবেগে বহিল সমাজে।
সাম্যবাদী বুদ্ধগণ লোক সাধারণে,
উচ্চবংশ লোক সহ একই আসনে
করাইলা উপবিষ্ট। কিন্তু যে ধরম
ঈশ্বর অস্তিত্বোপরে নহে প্রতিষ্ঠিত
কত দিন টিকে ? বুদ্ধদেব-উপদেশ
—সরল, হৃদয়গ্রাহী, সারগর্ভ কথা—
অমূল্য-নীতি-ভাণ্ডার—প্রস্তরের গায়ে,
স্তূপে, স্তম্ভে, গিরি গুহা অথবা পুস্তকে
রহিল লিখিত ; পাইল না স্থান কোথা
বিশাল ভারতবর্ষে ; পাইল না স্থান
বঙ্গদেশে। বঙ্গীয় সমাজাকাশ, হায় !
হইল আচ্ছন্ন নিবিড় অজ্ঞান-ঘনে।
এ সুযোগে, ব্রাহ্মণ-প্রমুখ আর্য্যজাতি

হিন্দু ধর্ম্মে উজ্জীবিত করিল আবার
মহা আড়ম্বরে। পলাইল বুদ্ধগণ,
জন্মভূমি কাছে মাগি সুচির বিদায়,
দেশান্তরে। সুশোভিত করি অবয়ব
অভিনব অলঙ্কারে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ
দেখা দিল দেশ মাঝে; মনোহর বেশ,
সুন্দর ভূষণ, দেখিয়া মানবগণ
হইল মোহিত, ধাইল পশ্চাতে তার।
স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ছায়ার পশ্চাতে
দৌড়িতে লাগিল সবে। সম্ভোগ, বিলাস
বর্ণগত ঘৃণা, বংশজাত অভিমান,
প্রগাঢ় স্বার্থপরতা, অনৈক্য, বিদ্বেষ
প্রবেশিয়া সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
নিস্তেজ করিল তারে। এ মহা সুযোগে
শশাঙ্কের ক্ষুদ্র অঙ্ক বিজয়-ধ্বজায়
উড়ায়ে ইরাণীগণ, উলঙ্গ কৃপাণ
তব বক্ষে মহোল্লাসে করিল প্রোথিত।
নব উপদ্রব কত অভিনব সাজে
লভিল সমাজ মাঝে প্রবেশাধিকার
পাশবিক বলে। সকলি সহিলে, মাতঃ!
না সহিবে কেন? দুর্ব্বল জনের বল,
সহিষ্ণুতা। অশ্রুপাত কত যুগ ধরি
কতই করিলে, মাতঃ! সন্তানের তরে।
কিন্তু তব প্রিয় পুত্র আর্য্য-সুধীগণ

চাহিল না তব পানে; অনার্য্যের দশা
রহিল পূর্ব্বের মত; আর্য্যভ্রাতৃগণ
অনৈক্য-কলুষ-ফল আহরি স্বকরে,
করিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিমত;
পরিল বিজেতা-দত্ত দুর্ম্মোচ্য নিগড়
আয়স-নির্ম্মিত, বিষাদে আপন পদে।
সকলেরি সীমা আছে, চিরস্থায়ী সুখ
একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন ধরাধামে কেহ
নারে প্রতিষ্ঠিতে। ইরাণ-রাজত্বকাল
গেল রসাতলে; সৌভাগ্যের সুখস্রোত
বহিল উজান, ইসলাম-রাজগণ
ইংরাজের পদপ্রান্তে নোয়াইল শির,
আর না উঠিল তাহা। ইংরেজাধিকারে
চিরশান্তি বিরাজিত হইল চৌদিকে।
বাণিজ্য, ব্যবসা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান
ক্রমশঃ উন্নতি পথে অবিরোধ গতি
হইতেছে অগ্রসর। হইছে বর্দ্ধিত
লোক-সংখ্যা দিনে দিনে। দুঃখের বিষয়
বাহ্যিক-উন্নতি সহ সমাজ-উন্নতি
হইছে না প্রতিষ্ঠিত; পূর্ব্ব-প্রচলিত
আচার, পদ্ধতি, ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্যবহার
রহিয়াছে বদ্ধ প্রাচীন-প্রথা-প্রাচীরে।
জঘন্য অনৈক্য-দোষে, শত চেষ্টা করি
না পারিছে ভাঙ্গিতে সে সঙ্কীর্ণ প্রাচীরে

মনীষী নিকর। যতদিন না ভাঙ্গিবে
এ দৃঢ় প্রাচীর, বিস্তারিতে ততদিন
না পারিবে স্ব-প্রসার বঙ্গীয় সমাজ ;
সুসভ্য জগতে দীর্ঘজীবনের আশা,
অথবা তাহার স্থির, ক্রমিক বিকাশ
প্রাপ্ত হইবার আশা থাকিবে স্থগিত
অভিশপ্ত বঙ্গদেশে। এখনো সময়
হয় নাই অতিগত ; স্বদেশ-মঙ্গল
চাও যদি কর তবে চেষ্টা সেই মত।
সাধিতে স্বদেশোন্নতি, স্বজাতির শুভ,
স্বজাতির খ্যাতি প্রচারিতে ভূমণ্ডলে,
প্রতি দেশে দেশে, আন্তরিক ইচ্ছা যদি,
স্বার্থ, ঘৃণা, লোকভয়, লজ্জা পরিহরি
স্বদেশ-মঙ্গল-কার্য্যে হও তবে ব্রতী।
নিজে না দেখালে পথ, স্বার্থ না ত্যজিলে,
নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া অপর মানবে
না পারিলে কার্য্যে করিতে অনুপ্রাণিত,
তোমার উদ্যম, চেষ্টা, ভস্মে ঘৃতাহুতি।
শুভকর্ম্ম বিঘ্নে ঘেরা, যশঃ-প্রার্থী জন
অরাতির চির-লক্ষ্য ; ধর্ম্ম বলে বলী,
সদ্-ইচ্ছা প্রণোদিত, সাহসী পুরুষ
হেন দুঃসাহসিক কার্য্যে হন অগ্রসর ;
অপরে সুদূর হতে পলায় তরাসে।
এই মহা বঙ্গদেশে সমাজ-সংস্কার

কল্পনা-অতীত এক অদ্ভুত ব্যাপার।
কেবা মিত্র, কে অমিত্র, বিজ্ঞে বিচক্ষণ
পারে না নির্ণিতে। সামান্য স্বার্থ যথায়
থাকে বিজড়িত, পণ্ডিত, মূর্খ অথবা
সম-অন্ধ দোঁহে; এই গৃহ শত্রু যত,
পাণ্ডিত্য, প্রাধান্য, আধিপত্য আপনার
দেখাবার তরে, হউক বিশুদ্ধ যত
অভিমত নব, হউক সমাজোন্নতি
দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব মত নিরমল,
বাতুল-প্রলাপ বলি সে সকল মতে
নিনাদিয়া বেড়াইবে প্রতি ঘরে ঘরে।
ভাবিবে না সমাজের কোন্ অবস্থায়
কোন্ মত শুভকর, অশুভজনক
কিবা। এ সব না দেখি, নূতন বলিয়া
নূতনত্বে অনাদর নহে সমীচীন।
একাগ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা,
কর্ত্তব্য-দায়িত্ব-জ্ঞান, কার্য্য-কুশলতা
ইত্যাদি যে সব গুণে জাতি, সম্প্রদায়
সভ্যতা-শিখরে পারে উঠিতে সহজে;
যে সকল গুণাবলী লইয়া মানবে
উঠিতেছে সেই স্থানে দেখিছি সতত,
বাঙ্গালার আছে তাহা। তবে কেন তারা
সভ্যজাতি-শ্রেণী মধ্যে নিজ অধিকার
প্রতিষ্ঠিতে নাহি পারে? অবশ্য কারণ

আছে তার গূঢ় ; মর্ম্মান্তিক কোন ব্যাধি
অবশ্যই এ সকল গুণ-গ্রাম-মূল
অদৃশ্যে থাকিয়া কাটিতেছে অবিরত ;
তাহারি কারণে এই সদ্‌গুণ কলাপ
নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে দিন দিন।
কাপুরুষতায় কেহ, স্বার্থ-পরতায়
অপরে, সে ব্যাধি বলি করেন নির্দ্দেশ ;
আমি সেই পীড়া দেখি স্বার্থ-পরতায়।
যে ব্যাধি হউক ইহা, ক্ষতি-বৃদ্ধি তা'য়
নাহিক কিছুই ; পীড়া আছে এই কথা
দেখিলেই একবাক্যে বলিবে সকলে।
'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ; আমরা মানব
আমাদেরো ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি তা'য় ?
ব্যাধি আছে যবে, যথাসাধ্য প্রতীকার
করিতে সকলে চেষ্টা করিলে বিশেষ,
অবশ্যই উপশম হবে যথাকালে।
স্বার্থ-পরতায় আমি ব্যাধি কি কারণে
বলিতেছি, আছে তা'র যথেষ্ট কারণ।
বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত যৌথ-কারবার
প্রতি দৃষ্টিপাত কর যথা ইচ্ছা তথা ;
যে দিকে চাহিবে জল-বুদ্বুদের মত
উত্থিত হইবা মাত্র হইছে বিলীন,
অনন্ত কাল-সাগরে। কিসে হেন দশা ?
বিশ্বাস-ঘাতকতা এ অনিষ্টের মূল,

সে বিষয়ে নাহিক সন্দেহ ; কোথা হতে
এ বিশ্বাস-ঘাতকতা হইল প্রসূত ?
স্বার্থ-প্রতি-অন্ধ-প্রীতি বিনা কিছু নয়।
কাপুরুষতা কি ? নিজ জীবনে মমতা।
ঈর্ষা, ঘৃণা অথবা বিদ্বেষ, ইহারা কি ?
ব্যক্তিগত-স্নেহ-বিকৃতির রূপান্তর।
কপটতা, প্রবঞ্চনা যাহা কিছু করি
স্বার্থ-পরতাই দেখি সকলের মূল।
গর্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার উদ্ভবে কোথায় ?
স্বার্থ প্রতি বেশী লক্ষ্য দেখিবে যথায়।
একতা, একতা নাই বলিয়া সকলে
করিতেছে গণ্ডগোল ; একতা কেমনে
স্বার্থের সহিত পারে করিতে বসতি,
একে যবে অপরের শত্রু স্বাভাবিক ?
স্বার্থ-জাত হিংসা, দ্বেষ প্রবল প্রভাবে
প্রবহিছে বঙ্গের উপর, নিম্ন স্তরে।
ক'জন অন্যের সুখ দেখি, উপভোগে
বিমল আনন্দ মনে ? একের উন্নতি
দেখি, কয় জন মনে ঈর্ষা নাহি করে ?
দেখি, কয় জন, মনে ঈর্ষা নাহি করে ?
একতা একতা বলি বাল, বৃদ্ধ, যুবা
হাহাকার করি দৌড়িছে পশ্চাতে তার,
কোথায় একতা ? ছায়ার পশ্চাতে দৌড়ি
বাস্তবে ধরিতে পারা যায় কি কখন ?

ওই তো সে দিন মাত্র, নহে বেশী দিন,
বঙ্গের উন্নত যত সন্তান সকলে
একত্রিত হয়ে সবে অঙ্গীকার করি
চলি গেলা উঠাইতে একতা-কেতন
মাতৃভূমে ; আহ্বানি আনিলা শত শত
বিদেশ-নিবাসী সভ্য মনীষী কলাপে ;
কি হইল শেষ-ফল ? মহা আড়ম্বরে
খনন করিল গর্ত্ত, ধ্বজ-দণ্ড যবে
প্রোথিত করিতে যত্নে হইলা উদ্যত,
অমনি সদ্য-প্রসূত স্বার্থোদর-জাত
ক্ষুদ্র এক শিশু দাঁড়াল সম্মুখে আসি ।
সমাজের গণ্য, মান্য, স্বদেশ-প্রেমিক,
স্বদেশ-শুভ-সাধন করিতে জনম
গ্রহণ করেছি বলি যাঁরা চিরকাল
প্রকাশিয়া আসিছেন লোকের ভিতরে,
তাঁরা সেই বিক্রম-কেশরী-শিশু-মুখ
দেখি করিলেন উভরড়ে পলায়ন ।
বৃহৎ-মানব-খেলা বৃহৎ-করমে
এইরূপ হাস্য-রসে যবে পরিণত,
ক্ষুদ্র বালকের কথা বলিব কেমনে !
মিলে মিশে কাজ করা সদা বাঞ্ছনীয় ;
জাতিগত কাজে অবশ্য-পরিবর্জ্জনীয়
ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা. বাসনা, খ্যাতি
অহমেব-অদ্বিতীয়ং, অন্য কেহ নয় ;

অভ্রান্ত আমার মত, ভ্রান্ত অন্য সবে ;
আমারি মতের পরিপোষণের তরে
আহূত সকলে—এইরূপ মনোভাব
বর্ত্তমান যথা, জাতীয় একতা তথা
কখন তিষ্ঠিতে নাহি পারে ক্ষণকাল।
সকলের লক্ষ্য যাহা, দৃষ্টি সেই দিকে
সংযত রাখিয়া যদি চলে সর্ব্বজনে,
ভিন্ন ধর্ম্ম-অবলম্বী হইলেও তা'রা,
কোন ক্ষতি নাহি তায়। সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্রে,
চারু বস্ত্রে সাজাইতে পারে আত্মাদরে ;
হয়তঃ অনেকে পারে বিমুগ্ধ হইতে
দেখি সেইরূপ ; কালের ঝটিকাঘাতে
উড়াইয়া লয়ে যায় যখন সে বাস,
তখন তাহার সেই প্রকৃত মূরতি
মানব-নয়ন হতে কে রাখে আবরি ?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণ দৌড়াদৌড়ি খেলে,
যে ছুঁইতে পারে লক্ষ্য সকলের আগে,
সেই জিতে ; অপর শিশুরা সমস্বরে
তাহার প্রশংসা-গীতি গায় মহোল্লাসে।
কপটতা-বিবর্জ্জিত সে শিশু-উল্লাস,
আত্মপর-ভেদশূন্য, অন্যায় তুলিকা
টানে নাই সেই ক্ষুদ্র শিশুর হৃদয়ে
পক্ষপাতিতার রেখা। বৃহৎ বালক
কেন তবে হেন আচরণে হয় রত ?

নীচত্বের গতি সদা নিম্ন অভিমুখে!
সংসার-প্রশস্ত মাঠে সরলতা-দৌড়ে,
নীতি লক্ষ্য করি যারা স্ববলে দৌড়ায়,
তাহাদেরি হয় জিত। বঙ্গনেতৃগণ!
তোমরা সভ্যতা-মাঠে নীতি লক্ষ্য করি
সরলতা-দৌড়ে থাক স্ববলে দৌড়িতে,
সুসিদ্ধ হইবে তোমাদের সুবাসনা।
বাহ্যিক ও মানসিক অরাতি দ্বিবিধ
আগুলিয়া আছে ওই সম্মুখের পথ;
অগ্রসর হইবার বাসনা যখন
করিতেছে উত্তেজিত তোমাদের চিতে,
চাহিও না কোন দিকে, আপনার পথে
নির্ভয়ে কর গমন; কহিও না কথা;
অরিগণ হেন ভাব করিলে দর্শন
হইবে নীরব, যাবে চলি পথ ছাড়ি।
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হইছে ক্রমশঃ
সমাজের অঙ্গ, কয় জন এই দিকে
করে দৃষ্টিপাত? দেখিয়া বা কয় জন
তার প্রতিকার তরে করে প্রাণপাত?
কল্প-অন্ত-কালস্থায়ী সমাজ ভবন,
প্রস্তর প্রাচীর সংবেষ্টিত চারিদিকে,
নির্গমন-পথ তা'য় আছে সংখ্যাতীত,
প্রবেশের দ্বার কিন্তু না দেখি কোথাও।
মানবের শুভতরে সমাজ গঠিত,

সমাজ সে শুভ যদি না করে সাধন
অস্তিত্বে তাহার তবে প্রয়োজন কিবা ?
পাপের সহিত ফিরে প্রায়শ্চিত্ত বিধি,
যতই গর্হিত পাপ হোক অনুষ্ঠিত,
সেই বিধি অনুসারে হয় সে বিধৌত।
হিন্দু সমাজেও আছে বিধি সেইমত
কার্য্যে তাহা পরিণত হয় কদাচিৎ।
যথা ব্যাধি, না থাকিলে ঔষধ তথায়,
নীরোগতা লভিবার উপায় কোথায় ?
কি অভাব আমাদের ? সুজলা, সুফলা
আমাদের মাতৃভূমি ; জাহ্নবী আপনি
বিস্তারি সহস্র হস্ত পবিত্রতাময়,
অধিবাসী-পাপ রাশি বক্ষোপরে ধরি
লইছেন সকল্লোলে অনন্ত সাগরে।
পতিতপাবনি গঙ্গে ! তুমিও কি, মাতঃ !
কদাচার, কুসংস্কার আদি আবর্জ্জনা
পার না লইতে তব তরঙ্গের সঙ্গে
অগাধ অম্বুধি গর্ভে ? সন্তানের দুঃখে
গলে নাকি তব মন ? সন্তান-বৎসলে !
তোমায় কি দোষ দিব, দোষী সে আমরা !
যে রত্ন তুমি গো মাতঃ ! দিতেছ সন্তানে
করি না আমরা তার সদ্ব্যবহার ;
তোমার প্রসাদ লভি, অলসে বসিয়া
বিলাসের ভাবনায় কাটাইছি কাল।

একটী শুভ সুযোগ, তোমারই ভালে
হয়েছে, মা! উপস্থিত ; এ মহেন্দ্রযোগে
আমাদের অভিযোগ, সুচির অভাব
যদি না পূরা'তে পারি, আর যে কখন
পূরা'তে সমর্থ হব, হয় না তো মনে।
প্রবল প্রতাপান্বিত আমাদের রাজা,
কায়মনে সদা যত্ন করিছেন নিজে
প্রকৃতিপুঞ্জের শুভ করিতে সাধন।
সে মহামহিম মহারাজের কৃপায়,
সৌভাগ্য ও শান্তি উভয়ের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ
দেশের সর্ব্বত্র করিতেছে উদ্‌ভাসিত।
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-আলোচনা
না হইছে কোথা ? আপামর সাধারণ
বিদ্যাচর্চ্চা করিবার যথেষ্ট সুযোগ
পাইতেছে দিনে দিনে ; তাঁহারি কৃপায়
শিখিছে প্রকৃতিবর্গ স্বায়ত্ত্ব—শাসন।
চেতনা-রহিতা জাতীয়তা বা একতা,
অস্তিত্ব যাহার ছিল স্বপ্নে, জনরবে
লভিতেছে সংজ্ঞা, জ্ঞান ; কি অভাব এবে ?
যে মহাজাতির মহা অনুগ্রহ বলে,
জাতীয় জীবন-গঠন-উপকরণ,
না চাহিতে পাইতেছি হস্তে আপনার,
তার ব্যবহার কোথা করিছি আমরা ?
এ সকল পাইয়াও কেন নাহি পারি,

সম্রাট-মঙ্গল-গীতি গাহিতে গাহিতে,
সভ্যতারে উচ্চস্তরে উঠিতে স্ববলে ?
রাজভক্তি, দেশভক্তি, ধর্ম্ম-অনুরাগ
অকপট চিত্তে যদি দেখাতে না পারি,
মৌখিক বক্তৃতা কিম্বা বাহ্য-আড়ম্বর
যতই করি না কেন ? ভস্মে ঘৃতাহুতি !
অন্তরের আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া,
পবিত্রতা, সরলতা আনিয়া সেখানে
বসাইতে না পারিব যত দিন মোরা,
তত দিন আমাদের চেষ্টা, পরিশ্রম,
কখনই হইবে না ফলে পরিণত।
তাই বলি, নেতৃগণ ! রাখ মনে করি
প্রকৃত সমবেদনা, সহ-অনুভূতি,
উদারতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, উদ্যমশীলতা,
অধ্যবসা, সহিষ্ণুতা, ভক্তি, স্নেহ, দয়া,
ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, অপক্ষপাতিতা,
নীতি প্রতি আস্থা, মানব-চরিত্র-জ্ঞান,
অকপট ব্যবহার, অনৃতবাদিতা,
সৌভ্রাত্র, স্বার্থশূন্যতা, সৌজন্য, বিনয়,
এ সকল গুণ বিনা উদ্দেশ্য মহান্
সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা কোথা !
প্রতি শুভ কার্য্যে আছে বিঘ্ন শতবিধ,
শত শত বার তারা আসিয়া সম্মুখে,
নিরাশ, হতাশ আদি নানা প্রহরণ

হাতে করি আস্ফালিবে আরক্ত লোচনে,
দেখাইবে বিভীষিকা গভীর গর্জ্জনে।
করিও না ভয়, হইও না নিরুদ্যম,
স্বকার্য্যে অকৃতকার্য্য হবে যতবার,
ততবার নবোৎসাহ কর প্রদর্শন।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন, কীর্ত্তি চিরস্থায়ী,
ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী ধনে
কোন মূঢ় আছে হেন, করে অনাদর?
স্বল্পায়ু নরজীবন কিন্তু চিরস্থায়ী
মানব-সমাজ; যদ্যপি উৎসর্গ করি
ভঙ্গুর জীবনে, রাখিতে অক্ষয় কীর্ত্তি
সক্ষম হইতে পারি সমাজ উপরে
তাহার অপেক্ষা সুখ বেশী আর কিসে?
বঙ্গ-সমাজের গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
বঙ্গীয় রমণী। নাহি হেন কোন জাতি
এ জগতে, সমকক্ষা যাদের রমণী
বঙ্গরমণীর পাতিব্রত্য তুলনায়।
কোন্ দেশ-নিবাসিনী নারীব্রজ ভাবে
পতি দেব, পতি গুরু, গতি, মুক্তি পতি,
পতিই জীবন-ধন? বাঙ্গালী সংসারে,
দুঃখ হাহাকার মাঝে, সুখের নির্ঝর
একমাত্র পতিরতা রমণীর প্রেম।
নবজীবনের প্রাথমিক শিক্ষাকাল
জননীর সন্নিধানে। দেবী-স্বরূপিণী

বঙ্গীয় জননী, বারেক যদ্যপি তিনি
(সুশিক্ষিতা হয়ে নিজে) পারেন জানিতে
কি ভাবে কি শিক্ষা দিতে হইবে সন্তানে ;
কোন ভাবে কি সংযম শিক্ষা দিলে শিশু
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে হবে সক্ষম আপনি
সুচরিত্র সংগঠনে ; অচিরে দেখিবে
আদর্শ-চরিত ধরি বঙ্গীয় সন্তান
দেখা দিবে সংসারের দৈনিক আহবে।
বঙ্গীয় রমণীগণ, বঙ্গীয় জনক !
আদর্শ স্থানীয় কর নিজের স্বভাব।
সুচরিত্র দেখে যদি পিতায়-মাতায়,
আপনা আপনি শিশু তদনুকরণে
হইবে নিরত সদা নাহিক সংশয়।
তাই বলি নেতৃগণ ! আত্মদোষ যত
সংশোধিতে কর যত্ন, পরের কথায়
দিওনাকো স্থান মনে, নিজের উন্নতি
যাহাতে সাধিত হয়, এস করি তা'ই ;
আত্মবলে বলী যবে হইব আপনি,
তখনি আমার কথা, বলিব যাহাকে
আপনি আগ্রহ করি শুনিবে যতনে।
সুমার্জ্জিত করি আগে আপন স্বভাব,
সমাজের মধ্যে তবে করহ প্রবেশ।
সমাজের সমুন্নতি-সাধন-করণে,
চারিদিকে সমদৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা,

দেখ কোন্ কোন্ দ্রব্য হবে প্রয়োজন ;
যখনি যে সব দোষ দেখিবে যথায়,
তখনি প্রখর দৃষ্টি দিবে সেই দিকে।
এই ভাবে চল যদি দেখিবে সত্বর
অপ্রতিহত প্রভাবে সমাজের গতি
চলিতে থাকিবে ঊর্দ্ধদিকে, ঊর্দ্ধমুখে ।
আত্মবলে যবে মোরা হব বলবান,
পরমুখাপেক্ষী নাহি হইব যখন,
সমবেত কার্য্যকরা শিখিব যে দিনে,
তুমি, আমি নহি এক এই দ্বিধাভাব,
আমাদের মনোবৃন্ত হতে হবে চ্যুত,
নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিবেগ হবে প্রবাহিত
সামাজিক-সুমঙ্গল-কেন্দ্র-অভিমুখে ;
যখন দেখিব বঙ্গবাসী নরনারী,
সামাজিক কুসংস্কার ক্ষুদ্র কি বৃহৎ
বাছিয়া বাছিয়া সব একত্র করিয়া,
সকলে একত্র হয়ে জগদীশে স্মরি
রাখিতেছে শ্মশানের চিতানলোপরে ;
ভস্মীভূত হইতেছে দেখিয়া সে সব,
আনন্দে অধীর হয়ে তাহার চৌদিকে
করিছে তাণ্ডব নৃত্য, তখনি জানিব
বঙ্গের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত গগনে ;
জগতে বঙ্গের নাম, বঙ্গের গৌরব
হইবে প্রতিধ্বনিত প্রতি সভ্যালয়ে।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে জনকতনয়য়োঃ সন্দর্শনং তথ
ধর্ম্মনন্দাভিভাষণং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অষ্টাদশ সর্গ।

এস, মা কল্পনাদেবি ! কর অনুমতি,
প্রবেশি তোমার রাজ্যে—নিত্য লীলাময়।
সুত সত্যাসত্য, পুত্রবধূ সম্ভাবনা
যাইবে আমার সঙ্গে ; পুত্র-মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ কর, দেবি—মানব-মনঃ-মোহিনি !
বিশাল দ্বিতল গৃহ, প্রস্তর-নির্ম্মিত ;
উপরে দ্বাদশ কক্ষ নিম্নে অষ্টাদশ ;
গৃহের চৌদিকে ত্রিংশ হস্ত পরিমাণ
উন্নত প্রাচীর ; প্রাচীরের বহির্দেশে
বিবিধ-কণ্টক-পূর্ণ স্থান চারিদিকে,
পরিসরে শত হস্ত ; তৎপরে পরিখা,
বিস্তারে ক্রোশেক ব্যাপী ; সংবেষ্টিত গৃহ
এ সকলে। একমাত্র প্রবেশের দ্বার,
গৃহের দক্ষিণ দিকে ; পরিখা উপরে,
লৌহ-বিনির্ম্মিত সেতু ; সেতুর সম্মুখে
প্রকাণ্ড তোরণ। তোরণের পুরোভাগে,
সংখ্যায় দ্বাদশ জন প্রহরী পুঙ্গব
রহিয়াছে নিয়োজিত সংরক্ষিতে পুরী।
পঞ্চাশত ক্রোশব্যাপী বিজন কানন
এই পুরী ক্রোড়ে করি আছে বহুদিন ;

কাননের চারিদিকে অদ্রি সমুন্নত।
বাহির হইতে কেহ করিলে দর্শন
পর্ব্বত-আকীর্ণ স্থান বলি ভাবে মনে!
প্রচলিত কিম্বদন্তী করিছে ঘোষণা,
অরাজক কালে যবে বর্গী দলে দলে
ভারতের নানাস্থান করিত লুণ্ঠন,
সে সময়ে বঙ্গ-জমিদারগণে মিলি,
রক্ষিতে স্বপরিবার, রত্নরাজি যত,
নির্ম্মিয়াছিলেন এই রম্য অট্টালিকা
গহন কাননে। কালের কুঠারাঘাতে
ভ্রুক্ষেপ না করি, হাসিতেছে রম্য হর্ম্ম্য
অরণ্য ভিতরে। বিজন প্রদেশ দেখি,
ধর্ম্মবিদ-পক্ষপাতী নায়ক সকল
রাখিয়াছে অবরুদ্ধ করিয়া এ গৃহে
সমাজ-বিদ্রোহী শ্রীমান কলুষরাম
আদি অভিনেতৃগণে। এস, হে পাঠক!
আমরাও একবার এই অবসরে
ঘুরিয়া ফিরিয়া করি কারা দরশন।
দ্বিতীয় প্রহর দিবা সমাগত প্রায়,
হেন কালে উপস্থিত সন্ন্যাসী যুগল
তোরণ সম্মুখে। প্রহরী-কার্য্য-নিরত,
পবিত্র, চরিত্রবান যুবক-কলাপ,
সন্ন্যাসী-যুগলে দেখি এ গহন বনে,
বিস্ময় মানিলা চিতে। কহিলা সন্ন্যাসী

পুরোগামী, পুরবর্ত্তী যুবক-প্রবরে
মৃদু সম্ভাষিয়া :—"অসময়ে আমা দোহে
হেরিয়া এখানে, বিস্ময় মানিছ মনে।
পরিব্রাজক আমরা ; শুনিলাম পথে,
মোহিনী, কলুষরাম, দেবী বিলাসিনী
আছে কারারুদ্ধ হেথা ; পূর্ব্ব-পরিচিত
ইহারা সকলে ; যাইতেছি স্থানান্তরে ;
ইচ্ছা আমাদের, ইহাদের সঙ্গে দেখা
করিয়া এখানে, জিজ্ঞাসিব দুটী কথা।"
সন্ন্যাসীর কথা শুনি যুবক কলাপ
হইলা বিস্মিত, কে ইহারা, কেন হেথা,
আসিল কি কাজে ? এইরূপ দুর্ভাবনা
ব্যথিল সবার হৃদি ; সম্মুখস্থ যুবা
চাহিয়া রহিল সন্ন্যাসীর মুখপানে
এক দৃষ্টে ; অনুমানে, বুঝি মনোভাব
কহিলা সন্ন্যাসী তারে :—"মন্দ অভিপ্রায়
নাহি কিছু মনে, যে তিন জনের কথা
কহিনু তোমায়, তাহাদের সঙ্গে দেখা
করিতে বাসনা করি ; অনিষ্ট-আশঙ্কা,
সন্দেহ অথবা, ভাব যদি মনে মনে,
এস আমাদের সঙ্গে তোমরা সকলে।"
সন্ন্যাসীর কথা শুনি সম্মুখস্থ যুবা
উত্তরিলা :—"থাকিলেও সন্দেহ মানসে,
দেখিতেছি আপনারা দুইজন হেথা,

আমরা সংখ্যায় বহু ; কোন্ অপকার
পারিবেন দুই জনে করিতে এখানে ?
নির্ব্বিঘ্নে যাউন চলি, উঠিয়া উপরে
সর্ব্বাগ্রে যে কক্ষ পড়িবে নয়ন-পথে
রমণীদ্বয়ের দেখা পাবেন সেখানে।
সকলেব শেষ কক্ষে দুর্দ্দম কলুষ
করিতেছে অবস্থিতি। ঘরের ভিতর
প্রবেশ নিষেধ ; তালাবদ্ধ কক্ষদ্বাব ;
প্রত্যেক কক্ষ সম্মুখে, গবাক্ষ সন্নিধি
আছে উচ্চ কাষ্ঠাসন ; দর্শক যাইলে,
বসিয়া তথায়, যাহা কিছু বলিবার
পারেন বলিতে। আনন্দ অন্তরে মোরা
করিতেছি অনুমতি উভয়ে প্রদান,
যাউন দেখিতে ; যারে ইচ্ছা, যতক্ষণ
করুন তাহার সহ কথোপকথন।
নাহি প্রয়োজন দেখি, আমাদের কেহ
করিবে আপনাদের সহিত গমন।"
চলিলা সন্ন্যাসীদ্বয় দ্বিতলে, যথায়
বিমর্ষে কলুষরাম নিজ ভবিষ্যৎ—
—চিন্তায় মগন ; বাম হস্তে ন্যস্ত শির।
আসিয়া সন্ন্যাসীদ্বয় বসিলা সম্মুখে,
বহির্দ্দেশে কাষ্ঠাসনে। চমকিয়া উঠি,
কহিলা কলুষরাম, "কি হেতু হেথায়
আগমন, তাপসেন্দ্র ! কিবা প্রয়োজন ?

উদ্দেশে প্রণমি চরণ-সরোজে ; নাহি
শক্তি ভক্তিভরে লই, রাখি, শিরোদেশে
চরণ-রাজীব-রজ। শরীর সহিত
বন্দীর আকাঙ্ক্ষা, আশা, ইচ্ছা, অভিলাষ
অবরুদ্ধ কারাগারে।

যশোবতী কায়মনোবাক্যে,
অনাদি, অনন্ত সেই পুরুষ-প্রধানে
করি অনুনয়, কুমার্গ হইতে যেন
সাধক-প্রার্থিত-সৎ-মার্গ-অভিমুখে
আপনার পথ-ভ্রষ্ট গতি মতি ধায়।
ধর্ম্ম-প্রণোদিত সুখ, শান্তি নিরমল,
স্থায়ী, অচঞ্চল ভাবে করুক বসতি
মনে ; অনিত্য বিষয়, বাসনা, কামনা
যেন তার শান্তি নাশ করে না কখন।
চাহিয়া কলুষরাম দেখ একবার,
পার কি না পার তুমি চিনিতে আমায় ;
আমি নারী যশোবতী সত্যরূপ-সুতা।
আসি নাই হেথা তব দুরাবস্থা শুনি,
উপহাস করিতে তোমায়। আসিয়াছি
সান্ত্বনিতে ; বলিতে তোমায়, ধৈর্য্য ধরি
সহ্য কর এ সকল, হারায়োনা ধৈর্য্য।
সকলেই বলে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে
ধৈর্য্যহীন হয় যত বিষয়ী মানবে।

কলুষ তুমি দেবী যশোবতী, সত্যরূপসুতা ?

দেখাতে কি সত্যরূপ এসেছ এখানে,
অথবা ছলিতে মোরে সন্ন্যাসীর বেশে ?
তোমার কারণে, দেবি যশোবতি ! আজ
এ দশা আমার। এসেছ দেখিতে দাসে ?
আমি ও দেখিয়া লই ; এই শেষ দেখা।

যশোবতী সত্যই সান্ত্বনা দিতে আগমন মম ;
ছলনার এই কি সময় ? শক্তিহীন,
তোমার সহিত এবে ছলনা কি সাজে ?
সজ্জিতা দেখিয়া বুঝি সন্ন্যাসীর বেশে
ভাবিতেছ এসেছি ছলিতে ; নারী আমি,
আত্মরক্ষা তরে ধরিয়াছি এই বেশ।
দেখাবার হতো যদি অন্তর-প্রদেশ,
দ্বার উন্মোচন করি দিতাম দেখায়ে,
তোমার কারণে কত দুঃখের সম্ভার
বহিতেছি এই ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়ে।
অবস্থার রূপান্তরে এ নারীহৃদয়
হয়েছে রূপান্তরিত ; লাঘবিতে তব
মনোকষ্ট বর্ত্তমান, প্রদানিতে মনে
ধীরতা, স্থিরতা, হেথা মোর আগমন ;
নাহি অন্য কোন কাজ।

কলুষ কি সান্ত্বনা দিবে ?
নেতৃপদে অধিষ্ঠিত জনক তোমার,
তাই বুঝি স্বপ্রভুত্ব দেখাতে আমায়
আসিয়াছ এ কারায় দিতে দরশন।

অনুগৃহীতে যত্তপি থাকিত বাসনা,
সুসময়ে করিলে তা' দেখাইত ভাল।
কলুষে সান্ত্বনা দিবে, কিম্বা শিখাইবে
ধরিয়া থাকিতে ধৈর্য্য বিপদ-সময়ে ?
কলুষ চাহে না তাহা ; জানিছে কলুষ
ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব যবে আছিল তাহার,
শত শত অনুজীবী সেবিত তাহাকে
অনুগ্রহ-প্রাপ্তি-আশে ; সম্মান, সম্ভ্রম
লোটাইত পদে শির, আসি অযাচিত।
এবে সে হারায়ে সব ভিক্ষুকের মত
বিচরিবে ধরাতলে, মস্তকে পরিয়া
ঠাট্টা, ঘৃণা, বিদ্রূপের মুকুট মৃণ্ময়।
আনত মস্তকে পূর্ব্বে যাহারা সকলে,
তাহার অনুজ্ঞাবাণী শুনিবার তরে
উদ্‌গ্রীব হয়ে সদা থাকিত দাঁড়ায়ে,
আজ যে তাহাকে, হায়! ক্রীতদাস সম
তাহাদের পাদপদ্ম হইবে লেহিতে।
বরঞ্চ কারায় বাস মরণ অবধি
শত গুণে শ্রেয়ঃ ; কিন্তু নহে বাঞ্ছনীয়
কারামুক্তি এবে। বহু ক্লেশ সহ্য করি
আসিয়াছ তুমি হেথা দেখিতে আমাকে,
সেই হেতু ধন্যবাদ দেই শতবার।
যাও, দেবি! ফিরে যাও আপনার গৃহে ;
যতই থাকিবে তুমি চক্ষু-অন্তরালে

উপস্থিত অবস্থায়, সুখ মম তত।
যাহাকে দেখিলে মন হয় উদ্বেলিত,
সান্ত্বনা অথবা সারগর্ভ উপদেশ
শুনিলে তাহার কাছে হইবে কি ফল?
শ্রবণ মনের কার্য্য, শ্রবণের নয়;
মনের বিদ্বেষ যথা, তথাকার কথা
সে কি কভু শুনে?

যশোবতী
উৎপাদিতে মনোকষ্ট
অথবা ভুঞ্জিতে, আসি নাই হেথা আমি।
তোমার কারণে যদি অন্তর ব্যথিত
না হইত; আসিবার কিবা প্রয়োজন?
যদি বল পিতৃদেবে দেখি অধিষ্ঠিত
নিজ পদে, নিবৃত্তিতে প্রতিহিংসা-বৃত্তি,
এসেছি এখানে; মিথ্যা সে ধারণা তব
আশৈশব জানিছ আমায়, তবে কেন
অন্তরে দিতেছ ব্যথা? অজ্ঞানবশতঃ
যদি কোন দুঃখ দিয়া থাকি তব মনে,
কাতরে প্রার্থনা করি ক্ষম সেই দোষ।
ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন-মানসে
কুকর্ম্ম করিয়া আসিতেছ এতকাল;
পাও নাই পরিতৃপ্তি। মোর উপদেশ
একবার শুনি কর কার্য্য সেই মত,
যদ্যপি আকাঙ্ক্ষা তব না হয় নিবৃত্তি
তখন দোষের ভাগী করিও আমায়।

যদি বল অত কষ্ট ইচ্ছা করি কেবা
যাইবে সহিতে, তাহার উত্তরে বলি
বিকট ঔষধ খায় লোকে, আশা করি
নিরাময় হইবে সত্বর ; কিছুদিন
তুমিও না হয় করি দেখ সেইমত।
ব্যাধি উপশম যদি না হয় সময়ে
তখন করিও ত্যাগ। অস্থি, মাংস, ত্বক,
রক্ত, নাসা, কর্ণ জিহ্বা আদি যে সকলে
এ দেহ গঠিত, ইন্দ্রিয়গণের সুখ
তাহাদের ক্ষণিক-স্পন্দনে ; কতক্ষণ
স্থায়ী ? ভোগ্যবস্তু-আস্বাদন যতক্ষণ।
ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যবস্তু, তদুৎপন্ন সুখ
কখন স্থায়িত্ব-লাভ পারে না করিতে।
কি লাভ ইন্দ্রিয়-সুখে ভাব একবার ;
আকাঙ্ক্ষা উপরে আসি আকাঙ্ক্ষা নূতন
ইন্দ্রিয়ের সুখ সৃজে। তৃপ্তিমাত্রা যবে
এ সুখ সম্ভোগে হয় পূর্ণ, অবসাদ
আসে। মানসিক সুখাস্বাদ দেখ ভাবি
বিভিন্ন অবস্থাপন্ন। নিজে ইচ্ছামত
কর উপভোগ, অবসাদ সনে দেখা
হবে না এখানে। যত পরিতৃপ্তি-লাভ
থাকিবে করিতে, স্ফূর্তি, আনন্দ বিমল
সিঞ্চিবে অন্তর দেশ শান্তির ধারায়।
নাহি ক্ষয়, নাহি হ্রাস ; চিত্ত-প্রফুল্লতা,

অভিনব তেজঃপুঞ্জ, উৎসাহ, উদ্যম
পাইবে প্রত্যেক কার্য্যে ; সন্দিগ্ধ যাতনা
দগ্ধিবে না হৃদি। মানবের টিটিকারি,
হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, কলুষিত বৃত্তি যত
আসিবে না সন্নিকটে। প্রবৃত্তির বশে,
ইন্দ্রিয়ের বাহ্যাকৃতি—মূর্ত্তি মনোহর
দেখি, জ্ঞানশূন্য নরে ধায় তার পিছে
না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া, না শুনিয়া কাণে
বিবেকের বাণী। সকলে শুনিত যদি
সংসারের এ দুর্দ্দশা ঘটে কি কখন ?
তোমারই কথা তুমি, হে কলুষরাম!
একবার বিচিন্তিয়া দেখ মনে মনে,
আমাকে দেখিয়া তুমি উন্মত্তের মত
ছুটিলে আমার পিছে ; প্রাণপণে আমি
লাগিনু দোড়িতে ; কেন এই দৌড়াদৌড়ি ?
উভয় পক্ষের মনোগত ভালবাসা
নাহি যথা বিদ্যমান, এই দৌড়াদৌড়ি
সদা দেখিবে তথায়। যে যাহাকে চায়,
তার প্রীতিকার কার্য্য কিম্বা আরাধনা
না করিলে, নাহি পারে ধরিতে তাহাকে।
এই দুই উপায়ের যে কোন উপায়
করিলে অবলম্বন, উপাস্য নিশ্চয়
আপনা আপনি আসি হাতে দেয় ধরা।
আধ্যাত্মিক জগতও এ মহানিয়মে

হইছে পরিচালিত। যোগী, উদাসীন,
মুনি, ঋষিগণ করেন নির্ব্বাণ-লাভ
নির্জ্জনে একান্ত মনে পূজি মহেশ্বরে ;
সংসারী-ধার্ম্মিকগণ সেই মহাধনে
করিয়া থাকেন লাভ নিরন্তর সাধি
মহেশের প্রিয়কার্য্য থাকিয়া সংসারে।
তুমি হে কলুষ ! এ দুই উপায় প্রতি
লক্ষ্য না রাখিয়া, স্ববলে ধরিতে-চাও
অভীপ্সিত ধনে ; সম্ভব কখন কি তা' ?
যে তোমার প্রিয় কার্য্য করে সম্পাদন,
অথবা যে কায়মনে করে আরাধনা,
তুমি যে আপনি তারে তুলে লও কোলে ;
ইহাও কি শিখাইতে হইবে তোমায় ?
বর্ত্তমান দশা প্রতি কর নিরীক্ষণ ;
কায়া সহ কারাগারে পৃথ্বীজাত-আশা
রয়েছে নিবদ্ধ এই প্রস্তর প্রাচীরে,
ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা অসম্ভব।
যে পন্থা বলিয়া দিনু সেই পন্থা দিকে
কর মন প্রধাবিত। নানা অত্যাচার,
ব্যভিচার, অনাচার, করিয়া জীবন
কাটায়েছ এত কাল ; পেয়েছ কি সুখ ?
সুখ সুখ বলি যাহা গিয়াছ ধরিতে
হস্তগত হওয়া মাত্র, দেখিয়াছ নিজে,
বুঝিতেও পারিয়াছ, নহে তাহা সুখ।

বারেক আমার কথা, হে কলুষরাম!
পালন করিয়া দেখ; বুঝিবে আপনি
সত্যাসত্য।

কলুষ
আসিয়াছি বহু দূর, দেবি!
কেমনে ফিরিব বল? আছে কোন পাপ,
কলুষ যা' করে নাই এ পাপ জীবনে?
দয়াবতী দেবী তুমি, মোর দুঃখ শুনি
আসিয়াছ কষ্ট করি দেখিতে আমায়।
এত দূর দয়া যদি দাসের উপরে,
আজীবন মত, দেবি! কর তারে ক্রয়
পূর্ণ করি তার প্রিয় মনের বাসনা।
সুখ হোক, দুঃখ হোক তোমায় পাইলে
অকাতরে সহিব সকল, মনস্কাম,
ভাবিব, হয়েছে পূর্ণ।

যশোবতী
প্রকাশিয়া বল,
কি লাভ হইবে এবে পাইলে আমায়।
যতবিধ পাপ কর্ম্ম এত দিন ধরি
করিয়া আসিছ, তা'র তীব্র অনুতাপ
এই কারাগৃহে আসি প্রবেশি অন্তরে
থাকিবে দগ্ধিতে; সেই দুর্ব্বিষহ দাহ
সহস্র চেষ্টায় নাহি হবে নির্ব্বাপিত।
বরঞ্চ আমায় দেখি সে যাতনানল
হবে বেশী প্রজ্জ্বলিত; নিজেই তখন
যাইতে বলিবে মোরে চক্ষু-অন্তরালে।

আসিয়াছে সে সময়, সত্য কত দূর
মোর কথা, অবিলম্বে পারিবে জানিতে।
পশুত্বে মানবগণ হলে সমানীত,
ইন্দ্রিয়গণের পদে অবনমে শির।
জ্ঞান, বুদ্ধি হারায়েছ পার না বুঝিতে
কি ভাবে ডাকিলে পাবে মোর দরশন।
বধির আমার কর্ণ আদর-আহ্বানে,
মম প্রিয় কার্য্য মাত্র করি সম্পাদন
পায় মোরে লোকে। সিদ্ধি, সাধনায় ;
শুন নাই কারো মুখে ? হা ধিক্ তোমারে !
কলুষ দাও ধিক্ যত পার, মনের বাসনা
অচল, অটল। কলুষের পরিণাম !
সে জন্য তোমার কেন অন্তর-ব্যথিত ?
পরিণাম ভয়ে নহে কলুষ কম্পিত ;
থাকে যদি পরিণাম আসুক স্বদলে
হীনবল নহি আমি, সে সকল সনে
সদর্পে যুঝিব। পুরুষ যে জন নিজে
পুরুষত্ব-হীন সেই হয় কি কখন ?
দেহের উপরে অরাতির বল যত !
কোন্ আধিপত্য তারা পারে প্রতিষ্ঠিতে
মনের উপরে ? কত দিন থাকে মন ?
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিলয়
অবশ্য হইবে। কি দেখাও মিথ্যা ভয় ?
অভেদ্য কবচাবৃত দুর্ভেদ্য হৃদয়।

তোমায় না পাই যদি, আকাঙ্ক্ষা-রহিত
জীবনে কি কাজ? বনে বনবাসে থাকা
অথবা তামসপূর্ণ রৌরব নরকে,
সমতুল্য মোর পক্ষে। বাসনার স্রোত
বহিছে প্রবল বেগে যে অর্ণব দিকে
নাহি সাধ্য প্রতিকূল করি আচরণ।
প্রলোভন দ্রব্য যদি না থাকে সম্মুখে
মনের কিরূপ দশা ঘটে স্বভাবতঃ,
পরীক্ষিয়া তাহা এবে দেখি একবার।
কি বলিলে? তব প্রিয় কার্য্য যদি করি,
নিশ্চয় তোমাকে পাব?

যশোবতী — নিশ্চয়, নিশ্চয়,
সে বিষয়ে নাহিক সন্দেহ; না ডাকিতে
আপনি আসিয়া আমি হ'ব উপস্থিত।

কল্মষ — এরূপ প্রস্তাবে আমি সম্মতি কখন
নাহি দিব, মনে মনে তাই স্থির করি
করিতে এসেছ বুঝি প্রস্তাব এরূপ।
প্রাণপণে চেষ্টা যদি করি বারম্বার,
সম্পাদিতে পারিব না প্রিয় কার্য্য তব।
আজ হতে তবে, তোমায় প্রাপ্তির আশা
বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় কৈনু পরিহার।
দুর্দ্দশা-সময়ে মন্দ মধ্যে যাহা ভাল
তাহারি আশ্রয় লয় বুদ্ধিমান জনে।

যশোবতী — সাধ্যায়ত্ত যাহা, এসেছিনু দিতে তাই,

গ্রহণ করা না করা গ্রাহকের হাতে।
বিদায় সময়ে, শুন, হে কলুষরাম!
এই এক উপদেশ দিতেছি তোমায়,
মনে রেখো চিরকাল; চরিত্র-শোধন
তব সম পাতকীর পক্ষে চিরদিন
অসাধ্য-সাধন; বিনাহ্বানে অনুতাপ
অতি শীঘ্র আসি ওই পাষাণ-হৃদয়ে
অবশ্য দহিবে। তার তাপ, তার জ্বালা
কখনই নাহি তুমি পারিবে সহিতে।
সে সময়, সেই তব ঘোর দুঃসময়ে,
হতাশ-সাগরে ডুবি পাইবে যাতনা
মৃত্যুর অধিক; আলিঙ্গিতে কায়মনে
ডাকিবে মৃত্যুকে, কিন্তু মৃত্যু হবে বাম,
শুনিবে না কাতরোক্তি। তখন কলুষ
এক মনে, এক প্রাণে ডাকিও কাতরে
পতিত-পাবন সেই অধম-তারকে।
দয়ার-সাগর তিনি, প্রাণের সহিত
ডাকিলে তাঁহাকে, নিশ্চয় জানিও মনে
পাইবে তাঁহার দয়া ঘুচিবে যাতনা।
চলিলা দ্বিতীয় কক্ষে সন্ন্যাসী যুগল,
যথায় মোহিনী সহ দেবী বিলাসিনী
ব্যাপৃতা আলাপে। সন্ন্যাসীযুগলে দেখি,
বাতায়ন সন্নিধানে আইলা ত্বরিতে
দেবী বিলাসিনী, আলুথালু কেশ পাশ।

আত্মপরিচয় দিয়া দেবী যশোবতী
কহিতে লাগিলা :—"হয়োনা বিস্মিতা বোন্
দেখি মোর হেন বেশ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
ভ্রমিতে হইবে; স্ত্রীলোকের পদে পদে
ফিরে অরি; তাই এই ছদ্মবেশ মোরা
করেছি ধারণ। কহ, দেবি বিলাসিনি!
কি করিবে ভাবিয়াছ মনে? পরিণাম
কলুষের কি হইবে পারিছ বুঝিতে?
আজীবন কারাবাস কিম্বা নির্ব্বাসন
কলুষের ভাগ্যলিপি। আত্মীয়, স্বজন,
মিত্র, মন্ত্রি, পারিষদ, অনুজীবীগণ
কলুষের সঙ্গে কেহ আসিয়া এখানে
দেখা নাহি পারিবে করিতে। কিম্বা যদি
আজীবন নির্ব্বাসন ঘটে তার ভালে,
কোন্ দেশে, কোথা সে যে হইবে প্রেরিত,
জানিতে না পাবে তাহা লোক সাধারণে।

বিলাসিনী আজীবন কারাবাস কিম্বা নির্ব্বাসন,
কলুষের ভাগ্যলিপি? নাহি পরিত্রাণ?
এ প্রকাণ্ড বঙ্গভূমে নাহি তার স্থান?
বল, ভগ্নি! বল, শিহরিছে অঙ্গ, শুনি
তোমার ভারতী; কি করিলে হয় ভাল,
দাও সেই উপদেশ। তব যুক্তি মত
আমরা করিব কার্য্য জানিও নিশ্চিত।

যশোবতী কি যুক্তি দিব, ভগিনি! অভিপ্রায় আগে

কর ব্যক্ত ; কলুষের সঙ্গে, অভিলাষ
থাকিতে যদ্যপি কর, বল তা' প্রকাশি।
চির-কারাবাস কিম্বা চির-নির্ব্বাসন,
ইহার একটী তবে হইবে তোমার :
স্বাধীনে স্বগৃহে বসি কাটাইবে কাল
এরূপ বাসনা যদি কর তুমি মনে
তাহাও করিতে পার ; যথা অভিরুচি
স্বচ্ছন্দে আমায় বল, দেখি চেষ্টা করি।

বিলাসিনী বড় দয়াবতী তুমি, দেবি যশোবতি !
বড় দুঃখে পড়ি আজ, ভগিনী এ নামে,
ডাকিনু তোমায় ; ইহাই প্রথম ডাকা।
এই মিষ্ট সম্ভাষণ, সুসময় কালে
আসিত যদ্যপি মনে, বাসিতাম লাজ
উচ্চারিতে ; হিংসানলে জ্বলিত হৃদয়
দেখিলে তোমায় ; বিপদ-হলাকর্ষণে
সমুদয় ময়দানে করে সমভূমি।
উচ্চতার উচ্চচূড় উচ্চ কত দূর,
নিম্নতম দেশ হতে সুস্পষ্ট লক্ষিত
হয় বলে লোকে, এই বুঝিনু প্রথম।
ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, প্রতিপত্তি ছিল যবে,
তৃণাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করেছি তোমায়।
তোমার এ গুণরাশি, উচ্চ-অভিমান
বলি করিতাম মনে ; বিপদ-আঁধারে
আত্মভ্রম স্পষ্টভাবে পাইছি দেখিতে।

ভালমন্দ বিবেচনা, কার্য্যে সদসৎ
পাই নাই অবসর করিতে কখন ;
ইচ্ছা না থাকিলে কোথা মিলে অবসর ?
উপস্থিত সুখ, তাহারই অনুধ্যানে
এ জীবন এত দিন করিয়াছি গত।
আমাদের দশা দেখি যাহা শ্রেয়স্কর
বলি তব মনে হয়, দাও অসময়ে
পরামর্শ সেই মত, করিব পালন।

যশোবতী শুন, দেবি বিলাসিনি। অবহিত চিতে
শুন মোর বাক্যচয় ; শুনিলে সে সব,
বুঝিতে পারিবে, হেন গূঢ় সমস্যায়
অপরের মতামত দেওয়া সুকঠিন।
আত্মরুচি প'বে আত্মসুখের সংস্থিতি।
কলুষরামের প্রতি গাঢ় ভালবাসা
তোমার মানসে আছে অনুবিদ্ধ সদা।
নিঃস্বার্থ অন্তরে যদি কলুষ-চরিত
কর তুমি অনুধ্যান আপনার মনে,
কি দেখিবে তথা ? স্বার্থপরতা কেবল
বিস্তার করিয়া আছে প্রভুত্ব বিশাল।
এরূপ যাহার মন, স্বাধীনতা যদি
লভে সেই জন, আপনার ক্ষমতায়
অপব্যবহার করি মজাইবে লোকে।
অবিশ্বাস সর্ব্বজনে, অবিশ্বাসী মন
সন্দিগ্ধ নয়নে করে সদা দরশন

সর্ব্বজনে। আত্মসুখ, ধর্ম্ম-বিনিময়ে
লভিতে সে নহে অকুণ্ঠিত ; উচ্চপদে
নীচ মন হলে অধিষ্ঠিত, অপলাপ
করে ক্ষমতার। থাকিবে না সেই ভয়,
দুর্ব্বিষহ দুঃখের দারুণ দণ্ডাঘাতে
দমিলে তাহার সেই দুর্দ্দম অন্তর,
আপনিই প্রকৃতিস্থ হইবে স্বভাব।
এই সব বিবেচিয়া আমার বিচারে
তোমাদের সম্মিলন এই দুর্দ্দশায়
হবে প্রীতিকর ; কহিনু আমার মত,
তোমাদের মতে যদি করে পোষকতা,
কহ তা' আমারে। চাও যদি সম্মিলন,
যাহাতে তা' ঘটে আমি করিতে প্রস্তুত।

বিলাসিনী তুমি যাহা বলিতেছ, শ্রেয়স্কর বলি
হইতেছে মনে ; অপকর্ম্ম নানাবিধ
করিয়াছি এ জীবনে, প্রায়শ্চিত্ত তার
অবশ্যই করিতে হইবে একদিন।
তোমাদের কাছে, যেমতি হো'ক কলুষ,
তিনি মোর পতি ; রমণীর পতি, গতি।
তাহাকে এখন যদি নিজ সুখ তরে
এ ঘোর দুর্দ্দশাকালে করি পরিত্যাগ,
আমার পাপের সীমা থাকিবে না আর।

যশোবতী যেরূপ মানস তুমি করিলে প্রকাশ,
আমারও সেই মত ; এই অভিপ্রায়

তোমার, যাহাতে হয় কার্য্যে পরিণত,
সে জন্য রহিনু দায়ী। মোহিনি! কি মত
তোমার, তাহাও এবে শুনিতে বাসনা
হইয়াছে মম; প্রকাশিয়া কহ, শুনি।

মোহিনী শুনিবে কি মত মম? কলুষে বিশ্বাস
পারি না করিতে আমি থাকিতে জীবন।
কোমল প্রেম-প্রসূন শুষ্ক মৃত্তিকায়
নাহি জন্মে; জন্মে যদি, বাঁচে কত দিন?
উন্মত্ত আমায় দেখি সে উন্মার্গগামী
কলুষ প্রথমে; করায়ত্ত আমি তা'র
হইনু যখন, ঘৃণার নয়নে মোরে
লাগিল দেখিতে; কাঁদিনু কতই, দিদি!
বসিয়া বিরলে; স্মরিলে সে পূর্ব্বকথা
নারি নিবারিতে মম নয়নের বারি।
যখন যা' বলিয়াছে করিতে আমায়,
ভালমন্দ না বিচারি' করিয়াছি সব
তুষিতে তাহাকে; ভস্মে দিনু ঘৃতাহুতি।
যে সকল উপাদানে হয়েছে গঠিত
স্বভাব তাহার, স্মরিলে হৃদয় কাঁপে।
এ জীবন গেল বৃথা! সুখ, শান্তি যত
হ'ল অস্তমিত। যে দিন কলুষ-ফাঁদে
পড়িয়াছি ধরা, সেই দিন গেছে সব।
ভাবিতেছি মনে এবে, জলন্ত চিতায়
গতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া সমাধা

চির-অনুতাপ-কোলে বর্ত্তমানে রাখি
করি গিয়া বসবাস, যতদিন বাঁচি,
লোকালয়শূন্য দেশে। হারায়েছি সব,
নিজ বুদ্ধিদোষে—কাহাকে দূষিব বল ?
আর কি বলি তোমায়! নিজে তুমি নারী,
নারীর মনের দুঃখ, নারী যত বুঝে,
পুরুষেরা কখনও বুঝিবে না তত।

যশোবতী ভ্রান্ত বিশ্বাস আমার, আমার সমান
অনেকেই নিপতিত এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে।
কলুষের জন্য তুমি স্বার্থত্যাগ কত
করিয়াছ; তাহা দেখি পতিত এ ভ্রমে
হয়েছি আমরা। কাহার প্ররোচনায়
গিয়াছিলে ধর্ম্মবিদে করিতে বঞ্চনা ?
নির্ব্বিরোধী ধর্ম্মবিদ, বাদ বিসম্বাদ
নাহি ছিল কোনরূপ কলুষের সনে।
কলুষের প্রতিদ্বন্দ্বী দেব ধর্ম্মবিদ
একথা স্বীকার করি; আপন শকতি
যাঁহারা সৎপথে থাকি করেন যতন
বিস্তারিতে, নহেন তাঁহারা দোষী।
কলুষের পরামর্শে যে কাজ করিতে
গিয়াছিলে তুমি ধর্ম্মবিদ-নিকেতনে,
যদি সেই কার্য্যে তুমি হইতে সফলা,
কি ভীষণ পরিণাম হইত তাঁহার!
এক জাতীয়জীবন, বাঙ্গালী-জীবন,

তোমার এ অপরিণাম-দর্শিতার ফলে
সুচির-আঁধার কূপে ডুবিয়া থাকিত।
হয়তঃ বলিবে তুমি, মন্দ অভিপ্রায়
ছিল না তোমার মনে ; সম্ভব সে কথা।
কিন্তু শিহরিয়া উঠে হিয়া, বক্ষঃস্থল
সঘনে কম্পিত হয়, মনে হয় যবে
তোমাদের ভীতিপ্রদ কার্য্য সমুদয়।
কত যে বাসেন ভাল দেবী আমোদিনী
তোমায়, নিজেই তুমি করেছ প্রকাশ,
তোমাগত প্রাণ তাঁর, সংসারের ভার
তোমারই হাতে করেছিলেন অর্পণ,
সহোদরা ভগিনীকে এত ভালবাসা
দেখাইয়া থাকে কিনা পারি না বলিতে।
দেবী সঞ্জীবনী মূর্ত্তিমতী সরলতা,
জানে না চাতুরী ; সর্ব্বলোকের উপরে
অটল বিশ্বাস তাঁর ; ছোট-ভগ্নী-জ্ঞানে
তোমার উপরে করি বিশ্বাস স্থাপন,
কত অনুনয় করি দুই হাতে ধরি
বলেছিলা :—"ভগিনি মোহিনি ! আমোদিনি
দিদি ! তোমরা দুজনে প্রসব-সময়ে
দেখিও আমায় ; তোমাদের মুখ দেখি,
যাই নাই পিতৃগৃহে মনে যেন থাকে।"
কি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলে তুমি
দেখ তাহা মনে করি ; কেবল তাহাতে

হও নাই ক্ষান্ত ; মহাদেবী আমোদিনী
যাহাতে না পারিবেন সাহায্য করিতে,
সে বিধান করেছিলে তুমি বিধিমতে।
আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য সমুদয়
স্মরণ করিয়া তুমি আপনার মনে
অনুতাপে হও দগ্ধ ; পাপ-অনুযায়ী
ক'র প্রায়শ্চিত্ত ; চাও যদি অব্যাহতি।

মোহিনী। দেবি যশোবতি ! কি সম্পদে, কি বিপদে,
সকল সময়ে, প্রিয়তমা ভগ্নীসমা
ভালবেসেছি তোমায়, তুমিও আমায়
চিরকাল ভালবাস ; তোমার নিকটে
নাহি হেন কোন কথা রাখিব লুকায়ে।
আমাকে দুষ্ক্রিয়ান্বিতা ভাব যত দূর,
নহি আমি তত ; শুন তবে সব কথা।
মহাদেবী আমোদিনী বড়-ভগ্নী-সমা,
আমার নিকটে তিনি পূজিতা সতত ;
পবিত্রচরিতা তিনি ; কোনরূপ পাপ
স্পর্শিতে পারে না তাঁর পবিত্র হৃদয়।
জনরব মুখে তুমি শুনেছ যে কথা,
অধিকাংশ সে কথার অলীক রচনা।
ভাল করি মোর কথা কর প্রণিধান,
বুঝিতে পারিবে আমি দোষী কত দূর।
দুর্ম্মতি কলুষরাম কত প্রলোভন
দেখাইয়া নিজ গৃহে আনিল আমায়।

আসিয়া তাহার গৃহে পারিনু বুঝিতে
পরিণয় নহে তার ইচ্ছা মনোগত।
যে দিকে চাহিয়া দেখি সব শূন্যময়!
নির্জ্জনে বসিয়া নিজে কাঁদিলাম কত,
তা' দেখি কলুষ আমার নিকটে আসি
কহিল সস্নেহে—"শুন, প্রিয়ে! শুন কথা,
জীবন-সঙ্গিনী তুমি হইবে আমার;
নিষ্কণ্টকে যাহাতে আমরা দুইজনে
সুখে কাল কাটাইতে পারি চিরদিন,
তাহার উপায় করিয়াছি উদ্ভাবন।
ধর্ম্মবিদালয়ে কল্যই প্রত্যুষে উঠি
যাও তুমি; সেই মম একমাত্র অরি,
তাহাকে আনিতে যদি পারি নিজ বশে
আমাদের সর্ব্ব ভয় হবে বিদূরিত।
একাকিনী তা'র ভার্য্যা তাহার আলয়ে
করিতেছে বাস। সে কারণে ধর্ম্মবিদ
প্রণয়িনী-মনস্তুষ্টি করিবার আশে,
খুঁজিতেছে তব সম নারী-সহচরী।
তুমি পদ-প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে তথায়
পাইবে সে পদ, সেই পদ লাভ করি
কিছুদিন থাকিলে তথায়, কার্য্য মম
আছে যা' সেখানে, আমার ভগিনীদ্বয়
সম্পাদিতে হবে শক্তা সহজে, কৌশলে!
মহাদেবী আমোদিনী দয়ার্দ্র-হৃদয়া,

সরল-স্বভাবা ; সেখানে যাইলে তুমি,
আপনার গৃহে যথা থাকে লোক সুখে,
সেই মত সুখে তুমি পারিবে থাকিতে ;
অথচ আমার কার্য্য হইবে উদ্ধার।
সম্মিলিত জীবনের ভবিষ্যত সুখ
তোমার এ কার্য্যোপরে করিছে নির্ভর,
তুমি না করিলে বল কে আর করিবে।”
মর্ম্মভেদী কলুষের বাক্য বিষময়
শুনিয়া মরমে বড় পাইনু আঘাত,
কাঁদিনু কতই, ভিজিলনা তার মন।
না মুছিতে আঁখিজল জটিলা কুটিলা
সম্মুখে আসিয়া মোর ধরি দুটী কর,
কহিলা আমায় অতি সকরুণ স্বরে—
“যাও, বোন্! যাও কাল ধর্ম্মবিদালয়ে,
কিছুই তোমার তথা হবে না করিতে,
যাহা যাহা করিবার আমরা করিব।”
ব্যথিত অন্তরে গিয়া শয়ন-আগারে
লইনু আশ্রয় ; সারানিশি কেঁদে কেঁদে
ভিজাইনু উপাধান ; ভাবিলাম মনে,
কি কাজ এখানে থাকি, অদৃষ্ট-লিখন
খণ্ডিবার নয় ; যাই ধর্ম্মবিদালয়ে ;
খুলিলাম আভরণ, যতনে সে সবে
মনোমোহিনী শাড়ীপ্রান্তে করিয়া বন্ধন
রাখিলাম শয্যোপরে ; কি কাজ ভূষণে ?

কি কাজ বসনে ? পরিয়া সামান্য শাড়ী
বাহিরিনু গৃহ ত্যজি প্রত্যূষ-সময়ে।
একাকিনী রাজপথে করিনু গমন,
লোলুপ-ইক্ষণে দৃষ্টি কতই পথিক
করিল আমায় ; কতই চরিত্রহীন
যুবককলাপ হানিল কটাক্ষশর
আমার উপরে। সারাদিন অনাহারে
হাঁটিতে হাঁটিতে পৌছিনু গন্তব্যস্থানে
সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে। রৌদ্রক্লিষ্ট মুখখানি
দেখিয়া আমার, উছলিল স্নেহ-উৎস
আমোদিনী-দেবী-হৃদে ; দিলেন মুছায়ে
যতনে বদন, বসিতে আসন ভূমে।
তাঁর স্নেহ, তাঁর দয়া, মমতা দেখিয়া
নারিনু বারিতে দুই নয়নের বারি ;
ঝরিল আসার, স্ফুরিল না বাক্য মুখে।
তার পরে যা' ঘটেছে, বলিয়াছি সব
তোমায় গোপনে। স্মর সেই পূর্ব্বকথা ;
স্বদোষ-স্খালন তরে বলেছিনু তাহা
করিওনা মনে। কত দূর দোষী আমি
সে সকল মনে করি করহ বিচার।
জটিলা-কুটিলা মুখে করেছ শ্রবণ
প্রসবের দিনে, আমাদিগের অজ্ঞাতে,
কেমনে তাহারা হরেছিল সুকৌশলে
আমাসহ পত্নী দুই জনের চেতনা।

জানিয়াছে সকলেই প্রকৃত ঘটনা
ধর্ম্মবিদ-গৃহ-জাত ; অপরাধ মম
সত্য কতদূর, অবিদিত নহে কেহ।
কতদিন সত্যকথা থাকে লুক্কায়িত
মিথ্যা-আবরণে ? মিথ্যা, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা
যতই যতনে লোকে রাখুক লুকায়ে
কালের কঠোর চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে
একদিন অবশ্যই উঠায়ে তাহাকে
ধরিবে জগতবাসী মানব-সম্মুখে।

যশোবতী বল না, মোহিনি! কে আছেন গৃহকোণে
বসিয়া ওদিকে, প্রলম্বিত ঘোমটায়
আবরিয়া মুখ ? সামান্যা রমণী আমি ;
আমায় দেখিয়া, বোন্! লজ্জা কেন এত ?
কে তুমি, ভগিনি!

মোহিনী উনি দিদি বিনোদিনী,
ধাত্রীনামে পরিচিতা ধর্ম্মবিদালয়ে।
তোমার সহিত নাই কোন পরিচয়,
তাই এক কোণে বসি আপনার মনে
ভাবিছেন আপনার পাপ-পরিমাণ।
মনের অশান্তি, দুর্ব্বিষহ দুর্ভাবনা,
সন্দেহ অশেষ বিধ, পাপের সহিত
নিয়তই ঘুরে ; পাপীজন-মন তা'রা
অনুক্ষণ উৎপীড়িয়া কত যে যাতনা
দেয় দিবানিশি তুমি বুঝিবে কেমনে!

যশোবতী কি বলিলে, লো মোহিনি ! বিনোদিনী নাম
শুনি নাই কভু। কি কারণে কারাগারে
নিপতিতা হয়েছেন ইনি ?

বিনোদিনী আমি নিজে
আমার দুঃখ কাহিনী করিব গোচর।
কি সম্পর্ক আছে মোর কলুষের সনে
জটিলা কুটিলা বিনা জানে না তা কেহ।
পিতৃগৃহে অভিহিতা ঈর্ষাদেবী নামে,
কলুষ-প্রদত্ত নাম দেবী বিনোদিনী,
এই নামে পরিচিতা সর্ব্বত্র এখন।

যশোবতী বড়ই উৎসুক আমি হইয়াছি, দেবি !
আপনার পরিচয় জানিতে বিশেষে ;
যদি কোন বাধা নাহি থাকে আপনার,
বলিলে বড়ই আমি হইব বাধিত।

বিনোদিনী প্রিয়ভগ্নী সমা তুমি, নাহি বাসি লাজ
প্রকাশিতে কোন কথা তোমার নিকটে।
কলুষ-দয়িতা আমি, প্রথম বনিতা ;
লোকাচার মতে আমাদের পরিণয়
হয় নাই সম্পাদিত ; না হলেও আমি
কলুষে পরিচালিত করি প্রতি কাজে।
এতদিন যত কাজ করেছে কলুষ
পাপ-নাম-ধেয়, সে সবার অধিকাংশ
আমার প্ররোচনা-প্রভাব-প্রসূত।
বিলাসিনীসহ কলুষের পরিণয়,

কলুষের সঙ্গে মোহিনীর সহযোগ,
আমারি এ সব কার্য্য, অন্য কারো নয়।
কদাকার আকৃতি আমার, বাহ্যাকৃতি
মনোহর না দেখিলে, কে বল ভুলিবে
দেখিয়া আমায়? কেবা আস্থা প্রদর্শিবে
আমার কথায়? তাই লুক্কায়িত থাকি
খেলিতেছি অবিরত এই সব খেলা।
আপনি বাজিয়া উঠে ধরমের ঢাক্;
এতদিন চাপা দিয়া রেখেছিনু যাহা
অবিলম্বে দেখিতেছি হইবে প্রকাশ।
অনুক্ষণ দহিতেছে এ পাষাণ মন
গুপ্ত-দুষ্কৃতি-অনলে। নিজে কেন পুড়ি?
মিটাই মনের জ্বালা করি তা' প্রকাশ
জগত সমক্ষে।

যশোবতী — কেন হেন অনুতাপ
জ্বলিছে হৃদয়ে? ভগ্নি! বল তা' প্রকাশি।

বিনোদিনী — অনুতাপ ভিন্ন আর কি আছে ঔষধ
এ ব্যাধির? মোহিনি! মোহিনি! কে তোরে লো
নিপাতিতা করিয়াছে আজি এ দশায়?
সরলতা-পুত্তলিকে! তুই তো জানিস্
কলুষ করেছে তোরে ঘরের বাহির।
নহে তার ইচ্ছামত; আমিই তাহাকে
শিখাইয়া দিয়াছিনু করিতে এ কাজ;
যত পরিচিত স্থানে আমি তোর নামে

করিয়া দিয়াছি ঘোর কলঙ্ক-রটনা।
শরীরে, অন্তরে তোর পবিত্রতা মাখা
কলঙ্কের ক্ষুদ্র বিন্দু নাহিক কোথাও।
কিন্তু, বোন্! ঈর্ষাবশে আমিই লো তোরে।
কাঁদাইয়া আসিতেছি এত দিন ধরি।
আমারই কথা মত জটিলা কুটিলা,
দুই নারী পিশাচিনী, দিয়াছিল তোরে,
আমোদিনী, সঞ্জীবনী দেবী দুই জনে
পান, বারি সহ গুঁড়া; যাহার কারণে
লুপ্ত-সংজ্ঞা হয়েছিলি তোরা তিন জনে।
তোদের এ অবস্থায়, ধাত্রীরূপে আমি
প্রসব হইবামাত্র করেছিনু চুরি
সদ্য-প্রসূত সন্তানে। সেই পুত্র হাতে,
তাহার অজ্ঞাতে, হইয়াছি রুদ্ধ হেথা।
বাজিয়াছে ধর্ম্ম ঢোল, অনুতাপানল
ধূ ধূ করি ওই দেখ উঠিতেছে জ্বলি
আমার অন্তরে। সত্বর হও, মোহিনি!
তোমার দুঃখের রাশি যা' আছে যেখানে
কুড়াইয়া লয়ে এস, আহুতিস্বরূপ
করহ নিক্ষেপ এই জ্বলন্ত অনলে।
এই অগ্নিকুণ্ড বেড়ি দিয়া করতালি
বেড়াও নাচিয়া, দেখি তাহা স্বনয়নে
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত করি, এস, বোন্! এস।

মোহিনী কেন ধর হাত, বোন্! বিপদে ধীরতা

হারাইলে, নিজে কষ্ট পাবে সমধিক।
যে যাতনা দিয়াছেন আপনি আমায়,
উত্তীর্ণ হইয়া গেছে ; বিগত বিষয়
মনে করি কেন কষ্ট পাইছেন নিজে ?
কেন হেন দুর্দ্দশা ঘটিল আপনার
মনে হলে হইতেছে বিস্ময় উদয়।
ইচ্ছা করি নিজে কেন দিয়াছেন ধরা
তাহাও বুঝিতে নারি, বলুন প্রকাশি।

বিনোদিনী আমার দুর্দ্দশা ! আশ্চর্য্য বলিয়া কেন,
ভাবিতেছ মনে ? নারকীর দুরাবস্থা
না হইবে যদি, পাপ-পুণ্যে কি প্রভেদ ?
কারাবাসে দুঃখ কোথা ! নরক-অনলে
দহিছে অন্তর-দেশ নিরবধি যা'র,
কোথা শান্তি তার বল ? মানবসমাজে
যথা যথা যাই, এই অনুতাপনল
জ্বলে তীব্র তেজে ; নির্জ্জনে বিজনে এবে
থাকাই আমার শ্রেয়ঃ ; লোকালয়ে মুখ
কি বলিয়া দেখাইব ? যে ক'দিন বাঁচি
এই ভাবে যাবে দিন। মৃত্যু মোর শান্তি ;
অনুদিন অনুক্ষণ ডাকিতেছি তারে,
অভাগিনী-ভাগ্য-দোষে সেও তো বিমুখ !
জীয়ন্তে জ্বলন্ত-চিতা উপরে বসিয়া
মৃত্যু মৃত্যু বলি কত করিছি আহ্বান
বৃথা ! ভোগ শেষ না হইবে যত দিন,

আসিবে না সে কখন, যত কেন ডাকি।
বলিও গো ধর্ম্মবিদে দেখা হবে যবে,
পাপীয়সী বিনোদিনী তাঁদের তনয়ে
হরে ছিল প্রসবান্তে। দেবী আমোদিনী
সঞ্জীবনী বা মোহিনী জানে না কেহই।
জটিলা কুটিলা দুই ভগ্নীর কৌশলে
ছিল তারা অচেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি-হারা।
বলিও তাঁহাকে ক্ষমাপ্রার্থী নহি আমি ;
ক্ষমাপাত্রী যা'রা তাহারই পায় ক্ষমা।

যশোবতী যাহা করিয়াছ, বোন ! ফিরিবে না আর,
অধীরা হইছ কেন ? সুখ আর দুঃখে
গঠিত জীবন। কে আছে এ ধরাতলে,
এ দুয়ের স্পর্শ যেই এড়াইতে পারে ?
কে না করে পাপ ? অল্পাধিক পরিমাণে
সকলেই পাপী। জীবনে অনাস্থা কেন ?
পাপে পাপ বৃদ্ধি পায়, প্রায়শ্চিত্তে কমে ;
আত্মহত্যা মহাপাপ সকলেই বলে,
তাহার আশ্রয় বিনা নাহি কি উপায় ?
অমূল্য জীব-জীবন ; কার হেন শক্তি
আজীবন চেষ্টা করি পারে নিরমিতে
একটা জীবন ? যাহা গড়িবার শক্তি
নাহিক তোমার, কেন তা' ভাঙ্গিতে যাবে ?
পরদত্ত মহাধনে, কোন্ অধিকারে
যাও তুমি হস্তক্ষেপ করিতে সহসা ?

যাঁর ধন তাঁর ইচ্ছা হইবে যখন
কাহাকেও না জিজ্ঞাসি লইবেন তিনি।
দুশ্চিন্তায় কর দূর, দুষ্প্রবৃত্তি নাশি
প্রায়শ্চিত্ত করি কর শান্তি আনয়ন
মনোরাজ্যে ; আমি তব ভগিনী-স্বরূপা ;
প্রকাশিতে ভগিনীর কাছে মনোব্যথা
কেন কর লাজ ? খুলিয়া আমায় বল,
জিজ্ঞাসি মিনতি করি, কাহার কৌশলে
কিম্বা প্রলোভনে পড়ি আসিলে হেথায় ?

বিনোদিনী সত্যরূপ-সুতে ! সত্যরূপ-স্বরূপিণি !
কাল ভুজঙ্গম পাপ দংশেনি যাহারে,
সে কি কভু বুঝে বিষের যাতনা কত ?
দুঃখিনী ভগ্নীর এই কারা-আগমন
শুনিতে ব্যাকুল যদি শ্রবণযুগল,
শুন তবে ; পাইনু সংবাদ লোকমুখে
অধিনায়কের পদ পাইবেন পতি,
তাই অভিষেক-ক্রিয়া করিতে দর্শন
এসেছিনু একাকিনী একদিন আগে।
ছিনু গ্রামে ছদ্মবেশে, ছিল না মানস
পতি-সন্দর্শনে ; লুকায়ে লুকায়ে থাকি
অভিষেক দেখিবার ছিল অভিপ্রায়।
এই কদাকার দেহ লইয়া কেমনে
লোকের সম্মুখে, বল, হই উপস্থিত।
অভিষেক দিনে, হায় ! হইল কুমতি,

দেখিলাম নানা স্থান হতে কত নারী
অলঙ্কৃত করিয়াছে কলুষ-ভবন,
আমার মানসে হ'ল ইচ্ছা বলবতী
দাসীবেশে ইহাদের সঙ্গে যদি মিলি
এত গণ্ডগোল মধ্যে, কে মোরে চিনিবে।
নিয়তি হইলে পূর্ণ, বল সাধ্য কা'র
বিপদের হাত হতে পায় অব্যাহতি।
ধর্ম্মবিদ-পক্ষ লোক অন্যান্য স্ত্রীলোকে
মাতৃজ্ঞানে সসম্ভ্রমে করিল বিদায়,
আমি পড়িলাম ধরা ; জানি না কে মোরে
পারিল চিনিতে কিম্বা বলিল ধরিতে।
ছয় জন শিবিকা-বাহক অজানিত,
আমার সম্মুখে আসি কহিল সরোষে ঃ—
"এস, দেবি বিনোদিনি ! শিবিকা প্রস্তুত,
দ্বার খুলি যাও ত্বরা ইহার ভিতরে,
বিলম্ব করিতে নারি।" কাঁপিল শরীর,
কাঁপে নাই যাহা কভু নরহত্যাকালে ;
ইতস্ততঃ লাগিনু করিতে, কিন্তু হায় !
কুক্ষণে (কুক্ষণে অভাগিনী-ভাগ্যদোষে)
জটিলা কুটিলা দুই ননদিনী আসি
দুই দিক হ'তে দোহে ধরিল স্ববলে
পরিধেয় বাস ; স্ব স্ব গাত্র-আবরণী
দিয়া আবরিল মম সর্ব্ব অবয়ব।
দুই দিকে দুই জনে ধরি দুই হাত

উঠাইয়া দিল শিবিকায় ; যথা ফণী
মন্ত্রমুগ্ধা বিষবৈদ্য-হাতে, জ্ঞান-হারা
আমিও তাদের স্পর্শে হইনু তেমতি।
উঠিলাম শিবিকায়, একটী কথাও
নাহি বাহিরিল মুখে। শিবিকার দ্বার
খুলিল যখন, এই গৃহ মাঝে আসি
মোহিনীকে পাইনু দেখিতে ; সে অবধি
আছি হেথা ; শুনিতেছি মোহিনীর মুখে
বন্দিনী হেথায় আমি।

যশোবতী মন্দ অভিনয়
নহে ইহা, পার কি, মোহিনি ! নির্দ্দেশিতে,
কেমনে এ অসম্ভব ঘটনা ঘটিল ?

মোহিনী কেমনে ঘটিবে ? সরল তোমার মন,
খলের কাপট্য, শাঠ্য বুঝিবে কেমনে !
লভিতে নিষ্কৃতি এই ভগ্নী দুই জনে,
ধর্ম্মবিদ-লোক চক্ষে নিক্ষেপিয়া ধূলি
করিয়াছে পলায়ন ; অসাধ্য এদের
নাহি কোন কাজ এই ব্রহ্মাণ্ডে বিশাল।

যশোবতী বল, ভগ্নি বিনোদিনি ! অভিপ্রায় তব
প্রকাশিয়া ; চিরকাল বাসনা কি কর
থাকিতে এ কারাগারে একেলা, নির্জ্জনে ?
অথবা সপত্নী সনে চির-নির্ব্বাসন
অভিলাষ তব ?

বিনোদ ভীষণ স্বভাব মম,

আপনিই আপনাকে করি না বিশ্বাস ;
স্বপ্রকৃতিকে যেই জন আনিতে স্ববশে
নাহি পারে ; তার পক্ষে নির্জ্জন-বসতি
শ্রেয়ঃ বলি মনে হয়। দুষ্প্রবৃত্তিকুল
স্বক্ষমতা প্রকাশিতে কোনই সুযোগ
না পাবে যথায়, সেই স্থানে অবস্থিতি
উচিত আমার। মানসিক শক্তি'পরে
প্রবৃত্তি না হয় আর বিশ্বাস স্থাপিতে।
দুষ্প্রবৃত্তিগণ যদি না পায় আহার
অবশ্যই দিন দিন হবে হীনবল।
ইচ্ছা নাই মুখ দেখাইতে লোকালয়ে,
বিজন এ কারাগারে নির্জ্জনে জীবন
করিব অতিবাহিত এ মম মানস।

যশোবতী চলিনু, ভগিনি ! চরণে মাগি বিদায়,
যাহাতে সুসিদ্ধ হয় অভিলাষ তব,
সাধ্যমত চেষ্টা আমি করিব নিশ্চয়,
বোধ হয় সহজেই হবে তা' সফল।
যত শীঘ্র পারি মোহিনীকে অব্যাহতি
করিব প্রদান ; মোহিনী চলিয়া গেলে,
বিলাসিনী স্থানান্তরে হইবে প্রেরিতা,
একাকিনী পাবে তুমি থাকিতে হেথায়।

মোহিনী কি বলিলে যশোবতি ! প্রাণের ভগিনি !
মোহিনীর কারামুক্তি ! স্বপ্ন-অগোচর !
তোমার দয়ায়, বোন্ ! নিষ্কৃতি যদ্যপি

পাই কারাবাস হতে ; তিন সত্য করি
করিছি প্রতিজ্ঞা, যেখানে কলুষ থাকে
সেই স্থানে ভ্রমক্রমে যাব না কখন।
যথায় যখন তুমি করিবে গমন
ছায়া সম পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়াব।

যশোবতী ভাল পুরস্কার তুমি আমার কারণে
করিয়াছ স্থির। কলুষের সঙ্গে থাকি
করিলে তাহার এই দশা অবশেষে ;
ধর্ম্মবিদ সঙ্গে থাকি, তাহার ভবনে
অলক্ষিতে আনয়ন করিলে বিপদ।
আমার পশ্চাতে এবে চাহিছ ঘুরিতে
ছায়া সম, আছে মনে অভিপ্রায় কিবা
বল প্রকাশিয়া।

মোহিনী দিওনা অন্তরে ব্যথা,
ভগ্নি যশোবতি ! জাগায়োনা পূর্ব্বস্মৃতি।
ঠেকিয়া শিখেছি, বোন ! নাহি কোন ভয়।
এ ক্ষুদ্র নারী-তরণী কর্ণধার-হারা,
প্রতিকূল বায়ুবশে অকুল পাথারে
বেড়াইছে ভাসিয়া ভাসিয়া ; তব হাতে
দিতেছি সঁপিয়া, বাঁচাও তাহাকে, দিদি !
আশ্রয়-বিহীনা এই ক্ষুদ্র লতিকায়
না দলিতে পদে কেহ, দাও গো উঠায়ে
তাহার আশ্রয়-স্থানে ; গাবে তব নাম
থাকিবে সে যতদিন এ ভবভবনে।

স্বনামের সার্থকতা কর তুমি ; বোন্!
যশোবতী-কুসুমের সুযশ-সৌরভ
হোক্ ব্যাপ্ত চরাচরে, করুক সকলে
তোমার নামের খ্যাতি বঙ্গীয় ভবনে।

যশোবতী কঠিন-হৃদয়া, বোন্! দেবী যশোবতী,
আত্ম-প্রশংসায় সে না ভুলে আপনাকে।
শুন, ভগ্নি! বলি যাহা, সুখ কিম্বা দুঃখ
এ জগতে নহে চিরস্থায়ী ; অভিভূত
হয় যে ইহাতে, কর্ত্তব্যের পথহারা
হয় সেই ; অধীরতা, সর্ব্বদোষ-মূল।
বিপদ সময়ে যত বেশী ধৈর্য্য ধর,
মানসিক বল তব হয় ততোধিক।
যত ধৈর্য্য দেখাইতে হইবে সক্ষম,
সহিষ্ণুতা-শক্তি তত হবে বিবর্দ্ধিত।
কেন এই অধোগতি হয়েছে তোমার,
দেখেছ কি সে বিষয় ভাবি একবার?
প্রলোভন এক, অবিবেকিতা অপর
কারণ, এ দুই ভিন্ন, তৃতীয় কারণ
আছে বিদ্যমান ; নীচ-বিষয়ক চিন্তা
করি অবিরত, করিয়াছ নিম্নগামী
আপনার মনে। ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি যত
রাখিবে শাসনে, ততই তাহারা হবে
কার্য্য-উপযোগী ; স্বাধীনতা তা'রা যত
পাইবে তোমার কাছে, ততই তাহারা

করিতে থাকিবে চেষ্টা আনিতে তোমাকে
তাহাদের কর্ত্তৃত্ব অধীন ; নীচতায়
যে দেয় প্রশ্রয়, শীঘ্র তা'র অধোগতি
অলক্ষিতে হয় সংঘটিত ; ক্ষুদ্র কীট,
অতিশয় ক্ষুদ্র কীট, চক্ষু অগোচর,
বংশ মধ্যে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে ধীরে
করে অন্তঃসারশূন্য, শেষে নাশে তারে ;
তেমতি নীচতা-কীট অলক্ষ্যে প্রবেশি
মানব-অন্তরে, খায় তিলে তিলে তিলে
তাহার সদ্‌গুণরাশি। তুমিও, ভগিনি!
সেই নীচতায় দিয়া প্রশ্রয় মানসে
আপনার অধোগতি আনিয়াছ নিজে।
কু-প্রবৃত্তি-গর্ভ-জাত-দুশ্চিন্তা-কলাপে
খেদাইতে মন হতে জ্ঞানীরা সতত
সদ্বিষয়-চিন্তা-পদ করেন আশ্রয়।
ফিরাও মনের গতি, সদা ঊর্দ্ধদিকে
হতে থাক অগ্রসর ; দীনা, অনাথিনী,
অসহায়া আপনারে ভাবিছ যেরূপ
নও তাহা তুমি। নীচ চিন্তা পরিহর ;
সাধু সঙ্গে কর বাস ; সৎপ্রসঙ্গে সদা
কর চিত্ত অবহিত ; জঘন্য বাসনা
মন হতে কর নির্ব্বাসিত ; তিরোহিত
হবে যবে অন্তর-কালিমা অনুতাপে,
দেখিও তখন চাহি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

কত পরাক্রম তব। সঞ্জীবনী শক্তি,
একাগ্রতাশক্তি দ্বারা হইয়া চালিত
জীবকুল দেহে যবে হয় সঞ্চারিত,
কার্য্যক্ষেত্র-অভিমুখে মনের উৎসাহে
হয় জীবে অগ্রসর ; কার্য্য শেষ হ'লে
ক্লান্ত হয়ে তোমার ও শ্রীচরণ-প্রান্তে
শান্তি-প্রাপ্তি-আশে আশ্রয় লভিতে আসে।
তুমিই তখন কর্ম্মক্লিষ্ট জীবগণে
উঠায়ে স্বক্রোড়ে, বদন চুম্বন করি
সস্নেহে লইয়া যাও আমোদিনী কাছে।
মহাদেবী আমোদিনী সুপ্রসন্ন চিতে
চিত্ত-প্রসন্নতা দান করেন হরষে।
ইহাতেই নবকর্ম্মে, নবীন উৎসাহে
জীবগণে পারে পুনঃ করিতে গমন।
কুসঙ্গে পড়িয়া গেছ ভুলি নিজ কাজ,
ভুলিয়াছ স্বভাব আপন ; সাবধান
ভুলিও না নিজশক্তি ; ভুলিয়া তাহাকে
দিওনা যাইতে কভু আবার কুপথে,
প্রত্যেক জীবের আছে কর্ম্ম স্বাভাবিক,
এ কথা রাখিও মনে। সকলেই ধায়
কার্য্য-ক্ষেত্র-অভিমুখে ; নিষ্কর্ম্মে মানব
কভু না থাকিতে পারে। পরিশ্রমে ডরি
যাহারা অলস ভাবে জীবন যাপন
করিতে বাসনা করে, অব্যাহতি তারা

পরিশ্রম-হাত হতে পায় না কখন।
সু-কর্ম্ম অভাবে মন, কুকর্ম্মের দিকে
স্বতঃই ধাবিত হয়; দুষ্কর্ম্মীর মন,
পতিত জমিতে যথা আগাছা জনমি
আচ্ছন্ন করিয়া উৎপাদিকা-শক্তি নাশে,
সমাচ্ছন্ন হয়ে দুশ্চিন্তায় সেই মত
কার্য্যকরী-শক্তি হীন হয় অনুদিন।
মানব স্বভাব এই রাখ মনে করি,
সৎকার্য্য না করে যবে পরিশ্রম ভয়ে
অসৎ কার্য্যের দিকে ধায় অলক্ষিতে।
সৎকার্য্য বহুবিধ বিঘ্নে বিজড়িত,
সেই কার্য্য অভিমুখে ধায় যবে নরে,
পথপার্শ্বস্থিত নানাবিধ প্রলোভন
মনোহর বেশ ধরি আসিয়া সম্মুখে,
বিপথে লইতে চেষ্টা করে নানামতে।
দৃঢ়চেতা নহে যা'রা, অজ্ঞান-আঁধারে
পড়ি তা'রা পায় না দেখিতে স্বীয় পথ।
অন্ধকার রজনীতে আলেয়া যেমতি,
অবিবেকী পান্থগণে পথভ্রষ্ট করে,
দেখায়ে কৃত্রিম-আলো অস্থির, চঞ্চল;
স্বকীয়-সংকল্প-চ্যুত মানব তেমতি
মায়ার কৃত্রিম আলো গন্তব্য পন্থায়
দেখি, ভুলে নিজ পথ, ভুলে আপনাকে
যে জন একাকী পথে পারে না যাইতে

নিজ শক্তি বলে, অপরের সহায়তা
তাহাকে লইতে হয়। দীনতা, ক্ষীণতা
নহে তাহা। তুল্যভাবে মানসিক গুণ
দেখা নাহি যায় দুই মানব-অন্তরে
ঈশ্বরের রাজ্যে দীন, ক্ষীণ নহে কেহ ;
নিগুর্ণ বলিয়া যারা আখ্যাত জগতে,
কোন না কোন একটী গুণেতে তাহারা
বিশেষত্ব লাভ করে ; সমুদয় গুণ
পরিমাণ-সমষ্টিতে একত্র করিলে,
সমান হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মভাবে যাঁরা
বিশ্বের এ গূঢ় তত্ত্ব করেন সন্ধান,
তাঁহারা এ ধ্রুব সত্য পারেন বুঝিতে।
ক্ষীণবুদ্ধি তুমি, বোন্! সরল অন্তর,
যে যা' বলে তাহাতেই স্থাপিয়া বিশ্বাস,
নিজের বিপদ নিজে করেছ আহ্বান।
যাহাতে বিপদ হেন ভবিষ্যৎ-কালে
না ঘটে তোমার ভালে, ব্যবস্থা তাহার
করিয়াছি স্থির। জ্ঞানময়ী সহচরী,
সখীসম তব সনে থাকিবে সতত।
আমাকে যেরূপ তুমি পাইছ দেখিতে
সেও সেইরূপ। যখন যে কার্য্য তুমি
স্ববুদ্ধিতে সম্যক্ না পারিবে বুঝিতে
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর।
যতই তাহাকে তুমি ভাবিবে আপন,

ততই তাহার গুণে হইবে মোহিতা।
অনেক সময় হেথা হইয়াছে গত,
বিলম্ব করিতে আর পারি না এখন।
স্থির করিয়াছি যাহা শুন তা' ভগিনি!
কলুষের সঙ্গে মহাদেবী বিলাসিনী
একত্রে করিবে বাস, এই কারাগারে
আজীবন; কিম্বা যদি চির নির্ব্বাসন
তাহারা প্রার্থনা করে, তাহাও সাদরে
সকলে অনুমোদন করিবে নিশ্চয়।
দেবী বিনোদিনী আপন প্রার্থনা মত
এই কারাগারে থাকিবেন নিরজনে।
দেবী জ্ঞানময়ী, মম প্রিয় সহচরী
আসিবেন যবে হেথা লইতে তোমায়,
করিও আনন্দে তাঁর সহিত গমন।
তুমি জ্ঞানময়ী আর দেবী আমোদিনী
একত্রে মনের সুখে থাক চিরকাল।
বিদায়, মোহিনি! তবে; হলে সুসময়
আবার আমার সঙ্গে হইবে সাক্ষাৎ;
দিয়াছি যে উপদেশ থাকে যেন মনে,
ঈশ্বরে সতত ডাক একান্ত অন্তরে,
অবশ্যই পূর্ণ হবে তোমার অভাব।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে যশোবতী দেব্যাঃ কারাগার-সন্দর্শনং
নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

ঊনবিংশ সর্গ।

কলুষ — কি হেতু, হে তাপসেন্দ্র! আগমন হেথা?
আমার কর্ম্মের ফল অথবা তোমার,
দেখিবে কি মনে করি এই অভিযান?

বঙ্গানন্দ — স্বাভাবিক তোমার এ অনুমান বটে,
কিন্তু সে কারণে আমি আসি নাই হেথা।

কলুষ — বিজয়লক্ষ্মীই যবে তব করতলে,
সত্য কিম্বা মিথ্যা যাহা বলিবে এখন
সঙ্গত কি অসঙ্গত, তার দিকে কেহ
করিবে না দৃষ্টিপাত। লোক সাধারণে,
সৌভাগ্যের শুভদৃষ্টি যাহার উপরে
হয় নিপতিত, তাহার বাক্য উপরে
সর্ব্বদা স্থাপন করে অটল বিশ্বাস।

বঙ্গানন্দ — সমিনতি বলিতেছি, হে কলুষরাম!
বলিতে এসেছি যাহা এখন তোমায়,
কপটতা-শূন্য তাহা; মম আগমন
ভিক্ষা ভিন্ন কিছু নয় জানিও নিশ্চিত।

কলুষ — বিপদে পতিত জনে, উপায়-বিহীনে,
তোমার সমান লোকে করিলে বিদ্রুপ,
কতই অসহ্য তাহা দেখ মনে করি।
অবস্থা-অধীন জীব, পতন-উত্থান
জন্মিলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে অনিবার,

তবে কেন উপহাস ?

বঙ্গানন্দ অপদার্থ এত
মনে করোনা আমায়। ঘোর অপরাধী
তোমার নিকটে, তাই প্রার্থনিতে ক্ষমা
আসিয়াছি হেথা। কি ক্ষমতা আছে মম
তোমার উপরে কোন শাস্তি বিধানিতে ?
যে সকল বিগর্হিত উপায়, কৌশলে
ফেলেছি তোমায় এই দশা-বিপর্য্যয়ে,
ন্যায়ধর্ম্মমতে তুমি, অথবা অপরে
সঙ্গত বলিয়া কভু নাহি সমর্থিবে ;
তাই অনুনয় করি, করিছি প্রার্থনা,
আমার সকল দোষ কর তুমি ক্ষমা।

কলুষ নিশ্চিন্ত হইয়া থাক ; তব আগমন
এ হেতু যদ্যপি হেথা, চিত্ত কর স্থির।
প্রথম হইতে আমি বিনা কোন হেতু
বাধায়েছি এ বিবাদ ; শত শত বার
লইয়াছি নানা প্রতারণার আশ্রয়,
ক্ষণস্থায়ী সফলতা করিয়াছি লাভ,
দুই এক বার ; কিন্তু কোন্ শুভ ফল
ফলিয়াছে তায় ? প্রতারণা-বিজড়িত
যাহাদের বুদ্ধিশক্তি, সর্ব্বশেষে তারা
হয় পরাজিত ; জানিতাম পূর্ব্বে ইহা,
কিন্তু নীচ মন ঊর্দ্ধদিকে হতগতি।
অপরাধ-কথা যাহা বলিলে এখন,

স্মরণ করিলে আতঙ্কে কাঁপে অন্তর।
কত ঘোর অপরাধে অপরাধী আমি
শুন যদি সেই কথা, শ্বাপদ-আখ্যায়
ডাকিতে আমায় নাহি হইবে কুণ্ঠিত।
যে দিন জনম তুমি করিলে গ্রহণ
ধর্ম্মবিদালয়ে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র
তব প্রাণনাশ হেতু আমিই তোমাকে
করেছিনু চুরি; দোষের গুরুত্ব দেখি
করিলে বিচার, আমার দোষের কাছে
তোমাদের দোষ নাহি পারে দাঁড়াইতে।
ক্ষন্তব্য যদ্যপি মম দোষ গুরুতম,
ক্ষন্তব্য কি নহে তোমার সামান্য দোষ?

বঙ্গানন্দ কি জন্য এসেছি তার কারণ অপর
করহ শ্রবণ :—হইয়াছ পরাভূত
ধর্ম্মবিদ সহ রণে; অবশ্য এ কথা
অনিচ্ছাসত্ত্বেও হবে করিতে স্বীকার।
পূর্ব্ব-অঙ্গীকার-পৃষ্ঠা খুলিয়া এখন
কর পাঠ, কি দেখিতে পাইবে তথায়।
বলে অথবা কৌশলে যে জন যাহাকে
পরাভূত করিতে সমর্থ হবে রণে;
স্বেচ্ছায় সে পরাজিত, বঙ্গদেশ হ'তে
হবে চিরনির্ব্বাসিত। আছে কি তা' মনে?

কলুষরাম জিজ্ঞাসিছ কি মানসে? যে দণ্ড আপনি
করিয়াছি নির্দ্ধারিত; যত সুকঠিন

হউক সে দণ্ড, সহিব তা' অকাতরে।
বিলুপ্ত প্রভুত্ব, পরাহত পরাক্রম,
তাই ভাবি মনে বুঝি করিয়াছ স্থির,
কলুষ কখন নাহি হইবে সম্মত
পালিতে প্রফুল্ল চিতে কৃত অঙ্গীকার।
অন্য যে বিষয়ে বল, নিজের স্বভাব
ভাল মন্দ না বিচারি, ধর্ম্মাধর্ম্ম পানে
না করিয়া দৃক্‌পাত, দেখাইতে পারি,
দেখাইয়া আসিতেছি প্রত্যেক করমে ;
কিন্তু যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমরা
নামিয়াছি রঙ্গভূমে, যুঝিতেছি দোহে
প্রাণপণে, এতদিনে ভুলেছি কি তাহা ?
কলুষ সকল পাপ পারে আচরিতে
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত যে পাপ,
কখন না আচরিবে জানিও নিশ্চিত ;
বরঞ্চ সন্তুষ্ট চিত্তে আমিই আপনি
আপনার দণ্ড নিজে করিব বিধান।

বঙ্গানন্দ সন্তুষ্ট হইনু শুনি বাক্যাবলী তব,
শাসকের স্থানে যাহাদিগের আসন,
তাঁহাদের মুখে হেন কথা শোভা পায়।
কি দণ্ড এখন তবে করিবে বিধান
আপনার শিরোপরে ? তোমার নিকটে,
তোমারই মুখে জানিতে বাসনা করি।

কলুষ হে বালক বঙ্গানন্দ ! সংসারের জ্ঞান

এখনো শিখিতে তব বিলম্ব অনেক ;
সেই হেতু প্রশ্ন হেন করিছ জিজ্ঞাসা ;
তাই সে আমার মন্দ চরিত্রে, স্বভাবে
জন্মিয়াছে হেন হেতু-মূলক সন্দেহ।
যে কার্য্য করিতে সৃষ্ট হয়েছে যে জন,
সে যদি সে কার্য্য নাহি করে সম্পাদন,
জনম বিফল তার এ ভবে নিশ্চিত।
যে ভাবে আমায় তুমি করিছ দর্শন,
স্বরূপতঃ আমি তাহা ; আমার যে কাজ
যথায় থাকিব প্রতিপালিব যতনে!
শূন্যোপরে শ্যেন পক্ষী উড়িয়া বেড়ায়,
কুক্কুট শাবক যবে করে নিরীক্ষণ
সুযোগ পাইবা মাত্র অলক্ষিতে নামি
তাহাকে লইয়া যায় শুনে না ক্রন্দন ;
অবশেষে নানা কষ্ট দিয়া সে শাবকে
বধে তার প্রাণ ; সে হেতু সেই কি দোষী ?
আপন আহার পেলে কে কোথায় কবে
পরিহার করি, নিজে করে কষ্ট ভোগ।
যাহার চরিত্র যাবে করিতে বিচার,
সকলের আগে তার স্থানে আপনাকে
কর তুমি অধিষ্ঠিত, তবেই পারিবে
এক-দেশ-দর্শিতার গুণাগুণ যত
বুঝিতে সম্যকভাবে। যে কার্য্য আমার,
তোমার নিকটে তাহা মন্দ কিম্বা ভাল

বলিয়া পরিগণিত হউক যতই,
এক মনে, এক প্রাণে কার্য্য সে সকল,
কর্ত্তব্য বলিয়া আমি করিছি পালন
এত দিন ধরি এই বঙ্গ মহাদেশে।
তোমাদের কার্য্য যাহা, তোমরাও তাহা
করিতেছ অনুদিন পাইছি দেখিতে।
তোমার কথোপকথন শুনিয়া শ্রবণে,
মনে হইতেছে যেন অবিবেকিতায়
আর স্বার্থপরতায় দিয়া তুমি স্থান
আপন মানস ক্ষেত্রে, রাখিছ আবরি
অসন্দিগ্ধতার উজ্জ্বল আলোকমালা।
বিহিত কি দণ্ড মম, কিম্বা দণ্ডদাতা
কাহাকে বলিয়া আমি করিব স্বীকার ?
এ সংশয়ে বৃথা তুমি মনে দিয়া স্থান
অনর্থক হইতেছ নিজে নিপীড়িত।
সুসময়ে যে দণ্ড পাইতে অঙ্গীকার
করেছিনু পুরা, অসময়ে কলুষ কি
সেই দণ্ড-হাত হতে চায় অব্যাহতি ?
যে জন আপনি আপনার দণ্ডদাতা
সে কভু কি সেই দণ্ড করে প্রত্যাখ্যান ?
অজ্ঞান বালক তুমি, নরের স্বভাব
এখনো করিতে শিক্ষা আছে বহু বাকি ;
অন্য যে বিষয়ে বল নিজের স্বভাব
দেখাতে মানবগণে ভুলি না কখন।

কিন্তু অচঞ্চল চিত্তে, ধীর, স্থির ভাবে
করিয়াছি যে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ্য সভায়,
সর্ব্বলোকের সমক্ষে, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
কলুষ কখন নাহি করিবে জীবনে।
ধর্ম্মবিদ, কলুষের মধ্যে যেই জন
হবে পরাজিত রণে, দণ্ড নির্ব্বাসন
তার ভাগ্যলিপি ; কিন্তু যদি নির্ব্বাসিত,
মিত্র-সহায়তা-বলে পারে প্রতিষ্ঠিতে
স্বপ্রভুত্ব লোকমনে, পূর্ব্ব-আধিপত্য
ফিরিয়া পাইবে সেই বিনা বাক্যব্যয়ে।
খুল কারাদ্বার, এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী
আপনার অন্তরঙ্গগণে সঙ্গে করি
বঙ্গদেশ পরিহরি যাইতেছি চলি ;
কিন্তু মনে রাখ, বঙ্গবাসী-লোক-মন
অপাপবিদ্ধ রাখিতে যাবত সক্ষম
হইবে তোমরা, আসিব না ততদিন।

বঙ্গানন্দ সঙ্গত প্রস্তাব ; সমাজ-শাসন-ভার
আমাদের হাতে, আমাদিগের শাসন
রহিল তোমার হাতে ; সীমান্ত প্রদেশে
থাক নিরাপদে ; ত্রুটী দেখিবে যখন
আসি দিও শাস্তি, লইব তা' শির পাতি।

কলুষ ধর্ম্মসাক্ষী করি করিতেছি অঙ্গীকার
প্রাণান্তে কথার নাহি হইবে ব্যত্যয়।

বঙ্গানন্দ আমিও তোমার কাছে করি অঙ্গীকার

ধর্ম্মসাক্ষী করি, যত দিন আছে প্রাণ,
করিব না কভু কথায় অন্যথাচরণ।
উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হৃষ্ট মনে
উভয়ের কাছে উভে লইলা বিদায়।
বঙ্গদেশ হতে কলুষের নির্ব্বাসন
না হইতে ছয় মাস কাল অতিগত,
অত্যল্প সময় মধ্যে এই মহাদেশ
ধরিল নূতন এক বেশ মনোহর।
যে ঘোর নিরদ-জাল কত যুগ ধরি
করেছিল বঙ্গীয় গগন আচ্ছাদিত ;
পূর্ণিমার শুভ্রনিশি যে জলদ-মালা
আবরিয়া ঘোর, কৃষ্ণ মসী-আবরণে
তমিস্র নিশায় করেছিল পরিণত ;
বঙ্গবাসী জীব যাহা দেখি মনে মনে,
সমাগত ভাবি মহা-প্রলয়ের কাল,
ব্যস্ত ছিল বাঁচাইতে আপন জীবন
আতঙ্ক-নিস্পন্দ ; সঞ্জীবনী-সঞ্চালিত
ধর্ম্ম-ঝটিকায় উড়ায়েছে সে সকলে।
শান্তিপূর্ণ, সুবিমল শশধর-মুখ
পুনরায় দিলা দেখা ; আনন্দ-তরল,
সুধাংশুর স্নিগ্ধ-ধারা হইল বর্ষিত
বঙ্গদেশোপরে ; নব উৎসাহ-মারুত,
স্ফূর্ত্তি-মলয়জ স্কন্ধে করিয়া বহন
ধীরে ধীরে চারিদিকে লাগিলা বহিতে।

কলুষের উপস্থিতি-আশঙ্কার শঙ্কা
পলায়েছে দেশ ছাড়ি, ধরম-হিল্লোল
প্রবহিছে দেশ মাঝে, দ্বিগুণ উদ্যমে
উঠিয়াছে জাগি বঙ্গবাসী নরগণ।
মহাদেবী ক্ষান্তি, জ্ঞানময়ী-সহোদরা
সম্মিলিতা যশোবতী সনে ; দুই জনে
ভ্রমিতেছে গ্রামে গ্রামে যোগিনীর বেশে।
যেন দুটী দিতিসুতা অবতরি ধরা
বিলাইছে তত্ত্বজ্ঞান বঙ্গে গৃহে গৃহে।
বঙ্গীয় রমণীকুল আকুল হৃদয়ে
শুনিতেছে তাহাদের উপদেশ-বাণী,
হৃদয়-গ্রাহিণী। সুন্দর নয়ন, মুখ.
সুঠাম বয়ান, পরচিত্ত-বিনোদন
করে স্বভাবতঃ ; সুললিত কণ্ঠস্বর
যদ্যপি মিলিত হয় ইহাদের সনে
আছে কোন্ জ্ঞানী প্রাণী এ জগত মাঝে
শুনিলে না হয় মুগ্ধ ? থাকে যদি কেহ
হয় সে ইন্দ্রিয়-পরাক্রম-সীমাতীত,
যোগী-ঋষি-দেবারাধ্য জীব অদ্বিতীয়
অথবা হৃদয়শূন্য নরেতর জীব।
এই দুই রমণীর আত্মবিসর্জ্জন,
অলৌকিক ব্যবহার, অদৃশ্যে প্রবেশি
প্রত্যেক শ্রোতার প্রতি লোমকুপ দিয়া
হৃদয়-কন্দরে, জ্বালিয়াছে জ্ঞানালোক

প্রতি হৃদে। ফুৎকারে দিয়াছে উড়ায়ে
কলুষ-প্রক্ষিপ্ত ভস্মরাশি ; বঙ্গালয়ে
বিরাজিছে শান্তি ; হাসিছে বঙ্গ-আবাস ;
প্রবল ঝটিকা-অন্তে, বসুন্ধরা দেবী
হাসে যথা দিবাকর-কিরণ-সম্পাতে।
কর্ত্তব্যের পথে, হাসিতে হাসিতে, যত
বঙ্গ-কুলাঙ্গনা উজলিয়া দশদিশি
যাইছে চলিয়া। একই উদ্দেশ্য যথা,
এক-প্রাণতার সূত্র বিচ্ছিন্ন কথন
হয় কি তথায় কভু ? মনে হয় যেন
এক প্রাণ নানা দেহে হয়ে অবস্থিত
একই উদ্দেশ্য দিকে সতেজে, সবেগে
আকর্ষিছে নারীব্রজে। একের বিপদে,
নিজের বিপদ ভাবি অপরা রমণী
নিবারিতে চেষ্টা করিতেছে বিধিমতে।
একের সম্পদে, আনন্দ-উৎফুল্লচিতা
অপরা রমণী বিতরিছে সুসংবাদ
প্রতিবেশিনীকদম্বে। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেস,
উচ্চপদ-সমুদ্ভূত গরব, গরীমা
আভিজাত্য-অভিমান, প্রবৃত্তি ইতর,
যেন কলুষের সনে বঙ্গদেশ হতে
হইয়াছে নির্ব্বাসিত ; সযত্নে দুর্ব্বলে
করিছে সাহায্য-দান সবলে সতত।
উদ্‌গ্রীব হয়ে সবে উন্নতি-সোপানে

উঠিতে করিছে চেষ্টা ; অক্ষম যাহারা
সে সকলে ক্ষমবান নিজ হাতে ধরি
দিতেছে উঠায়ে।
অধিষ্ঠিত সত্যরূপ
স্বীয় পদে, নিয়োজিত দেশহিত ব্রতে।
অধিনায়কের পদে দেব ধর্ম্মবিদ
উপবিষ্ট। বামপার্শ্বে করিতেছে শোভা
মনোলোভা আমোদিনী আর জ্ঞানময়ী ;
মানস-সরসি-জাত শতদলোপরে
শোভিছে যুগল মূর্ত্তি লক্ষ্মী-স্বরীশ্বরী।
ধর্ম্মবিদ-অনুচর যে ছিল যেখানে
আসিয়াছে সবে আজি তাঁহার আলয়ে
যোগ দিতে এ আনন্দে। মহানন্দে সবে
করিতেছে ধর্ম্মবিদ-প্রশংসা কীর্ত্তন।
শ্রমোপার্জ্জিত সুফল মিষ্ট আস্বাদনে,
শ্রমান্তে বিশ্রাম-সুখ মিষ্ট ততোধিক।
শুক্লাম্বরা, শুভ্রকেশী, দেবী ন্যায়ব্রতা
সমর্পিয়া বঙ্গানন্দে সঞ্জীবনী-করে
এসেছেন গৃহে ফিরি। দেবী সঞ্জীবনী
সস্নেহে চুম্বিয়া বঙ্গানন্দের বদন,
মুছিতে মুছিতে আঁখিজল বস্ত্রাঞ্চলে,
গিয়াছেন পিতৃগৃহে পিতৃসন্দর্শনে।
অবসিত কলুষের কঠোর শাসন ;
এ শুভ-সুযোগ-সিক্ত-ললনা-হৃদয়ে

সুনীতি, কর্ত্তব্য বীজ উপ্ত না হইলে
সুফলের আশা কোথা ? অঙ্কুর-উদ্গম
হইবে কেমনে ? পিতৃগৃহে আগমন,
সঞ্জীবনী দেবীর এ দ্বিতীয় কারণ।
গৃহে আসিয়াই দেবী যাইলা দেখিতে
নিজ-হস্ত-আকর্ষিত ক্ষেত্র কি দশায়
রহিয়াছে অবস্থিত। দেখিলেন চোখে
যে সব রমণী তাঁর উপদেশ-বাণী
শুনেছিলা পুরা, তাহাদের সর্ব্বজনে
বিগঠিত করিয়াছে চরিত্র আপন
আদর্শ-মহিলা মত। পতির সহিত
পাঠাইলা এ সকলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে,
দূরে বা নিকটে, বিতরিতে উপদেশ।
এই কার্য্য শেষ করি চলি গেলা নিজে
কলুষের পক্ষপাতী প্রতি জনপদে,
শিখাইতে নারীগণে চরিত্র-গঠন।
হেথা নিজ গৃহে মহানেতা ধর্ম্মবিদ
আহ্বানিয়া প্রিয় পুত্র বঙ্গানন্দ দেবে
কহিলা সস্নেহ ভাষে, "যাও, বৎস ! যাও,
বঙ্গ-রঙ্গালয়ে ; উপযুক্ত পুত্র তুমি,
কোন্ উপদেশ দিব ? পিতৃকার্য্য যত
কর সুখে সম্পাদন, নহ অবিদিত
কি কার্য্যে উৎসর্গ আমি করেছি জীবন।
বিশাল এ বঙ্গদেশ, তব জন্মভূমি,

পুরুষানুক্রমে মোরা এ মাতার কোলে
হইতেছি লালিত পালিত ; বংশধর
আমাদের জনমি করিবে হেথা বাস।
এ প্রিয় জন্মভূমির সংরক্ষণ-ভার,
সমুন্নতি সাধিবার কার্য্য আছে যত,
তোমার উপরে, বৎস ! করিনু অর্পণ।
এ বৃদ্ধ বয়সে আর কার্য্য গুরুতর
পারি না করিতে ; বার্দ্ধক্যে স্বীয় জনকে
কর তুষ্ট মনোভীষ্ট সম্পাদন করি।
নহ অবিদিত গিয়াছেন মাতা তব
পিত্রালয়ে ; তাঁর সঙ্গে পুনঃ সন্দর্শন
নাহি ঘটিবে এখন। দেশহিতব্রত
নিত্যকর্ম্ম যাঁর, নিশ্চেষ্ট তিনি কি কভু
পারেন থাকিতে ? পিতৃ-মাতৃ-পাদপদ্ম
দেখি একবার, ভ্রমিবেন দেশে দেশে।
মম প্রিয়বন্ধু সেই দেব সত্যরূপ
নির্ভরিয়া কার্য্যভার তনয়া উপরে
চতুর্থ আশ্রম করিবেন সমাশ্রয়।
আমিও সেই আশ্রম করিব গ্রহণ
করিয়াছি স্থির। যাও, বৎস বঙ্গানন্দ !
কর্ম্মভূমে, পিতৃ-প্রিয়তম-কার্য্য সাধি
স্বনাম সার্থক কর। জিজ্ঞাসিও মোরে
যবে যে সন্দেহ তব উপজিবে মনে
প্রবেশিলে কার্য্যক্ষেত্রে। ভাবিওনা মনে

জনমের মত আমি মাগিছি বিদায়
জন্মভূমির নিকটে। যতদিন বাঁচি,
জন্মভূমি মম এই হৃদয়-মন্দিরে
রহিবেন প্রতিষ্ঠিত।” পিতৃপদধূলি,
আশীর্ব্বাদ সহ লইয়া মস্তকদেশে
চলি গেলা বঙ্গানন্দ পিত্রাদিষ্ট কর্ম্মে।
ধর্ম্মানন্দ-ঋষি-ধামে বঙ্গানন্দ আসি
প্রণমিলা পাদপদ্মে ; ঘটিয়াছে যাহা
যথা, নিবেদিলা ঋষিবরে সবিশেষে।
শুনি সব বিবরণ মহর্ষিপ্রবর
কহিতে লাগিলা বঙ্গানন্দে স্নেহভাবে,
“জয় পরাজয়, বৎস ! নরভাগ্যলিপি,
একে হাসে, অন্যে কাঁদে ; বিজ্ঞ সে কারণে
নিত্য অবিচল চিত্ত। তোমার জনক,
মম প্রিয়তম শিষ্য, বার্দ্ধক্যে এখন
করেছেন পদার্পণ ; চতুর্থ আশ্রম
আশ্রয়িতে ইচ্ছা তাঁর ; উপযুক্ত পুত্র,
তুমি, বৎস ! পিতৃদত্তধনে অধিকারী
পুত্র সদা। সুবিশাল এই বঙ্গদেশে
সর্ব্বত্রই তাঁর যশোগীতি হয় গীত,
কি কারণে, ভাবি তাহা দেখ তুমি মনে।
বিষয়-বিভব-হীন, স্বচরিত্রবলে
তিনি পূজিত সর্ব্বত্র। পিতার সমান
হইতে যতন, বৎস ! কর প্রাণপণে।

অধ্যয়ন সাঙ্গ হলে যুবা-সম্প্রদায়
লভিতে বহুদর্শিতা ঘুরে দেশে দেশে।
অধীত শাস্ত্রের জ্ঞান কার্য্যে পরিণত
করিতে পারিলে, বিদ্যা জানিবে সফলা;
অন্যথায় বৃথা, ব্যর্থ, পরিশ্রম যত।
পুরোভাগে পুণ্যভূমি এই বঙ্গদেশ,
জন্মভূমি তব, রহিয়াছে অবস্থিত;
ঘুর প্রতি গ্রামে গ্রামে, প্রতি ঘরে ঘরে
যেখানে যা' প্রয়োজন দেখি স্বনয়নে,
কর নিজে সেই সব অভাব পূরণ।
শৈশব অবধি তুমি ন্যায়ব্রতাগৃহে
হয়েছ প্রতিপালিত, চরিত্র-গঠনে,
সৎশিক্ষা-দানে, দেহ-পুষ্টি-সম্বর্দ্ধনে,
হয় নাই ক্রুটী; যাহা কিছু প্রার্থনীয়,
পাইয়াছ সে সকল; জীবন-সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইয়া যদি হও পরাঙ্মুখ,
সে দোষ তোমার। অবিচল, স্থির, ধীর
চিত্তে কর করণীয় কার্য্য সমুদয়।
হইওনা ফলাপেক্ষী; কার্য্যে পরাজয়,
কিম্বা জয়, নাহি যেন করে অভিভূত
অন্তরে তোমার; সাফল্যে সন্তোষ, নহে
ফল, প্রাপ্য তব; স্মৃতিতে বাঁধিয়া রাখ
বৃদ্ধের বচন। লাঘবিতে শ্রম তব,
প্রেরিয়াছি পূর্ব্বে মম শিষ্য-তনয়ায়।

কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশিলে পাইবে দেখিতে
কিবা পরিপাটি তার কার্য্য-অনুষ্ঠান।"

বঙ্গানন্দ কহ, দাদা মহাশয়! কেবা সেই নারী,
কেবা পিতা, কেবা মাতা, কাহার গৃহিণী;
যাহার উপরে তুমি এত গুরুভার
চাপাইয়া বলিতেছ, না দেখি, না শুনি,
"কিবা পরিপাটি তার কার্য্য-অনুষ্ঠান।"

ধর্ম্মানন্দ কার্য্যক্ষেত্রে যবে তুমি করিবে প্রবেশ,
স্বচক্ষে দেখিতে পাবে তার কার্য্য যত;
কি কাজ তাহার পূর্ব্বে, জানি পরিচয়?
অপরের নামে কিম্বা সম্বন্ধে কখন,
নর নারী নহে পরিচিত এ সংসারে।
অপরের মুখে যেই নিজ যশোগীতি
প্রলোভন না দেখা'য়ে গাওয়া'তে পারে,
সেই তো পুরুষ ধন্য এ মহীমণ্ডলে।
রূপ, গুণ, এক সঙ্গে মিলে কদাচিৎ
এ সংসারে; কিন্তু এই রমণীতে, রূপ,
গুণ উভয়ের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান
সমভাবে; না দেখিলে হয় না প্রত্যয়।
গুণের সৌরভ যেন যুবতী শরীরে
বাহিরিছে ফুটি; দেখিলে নয়নদ্বয়
ফিরাইতে নারে দৃষ্টি; বাক্যামৃতধারা
বাহিরায় যবে কুন্দদন্ত অপসরি
ঈষৎ-উদ্ভিন্ন-বিম্বোষ্ঠ-যুগল-পথে,

চক্ষু, কর্ণ সে সময় বাধায় কোন্দল
ঘোরতর। বৃদ্ধ আমি, যৌবন-সুলভ-
রস, বিশুষ্ক অন্তরে ; নয়নে, শ্রবণে
যাহা লাগিয়াছে ভাল, কহিনু তোমায়।
ভাগ্যবলে পড়ে যদি সে যুবতী-কান্তি
তোমার গন্তব্য পথে, দেখিয়া তখন
সার্থক করিও আঁখি।

বঙ্গানন্দ
জিজ্ঞাসিনু যাহা,
প্রকৃত উত্তর তার দিলে না আমায় ;
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রূপরাশি তার
কীর্ত্তন করিলে মাত্র।

ধর্ম্মানন্দ
জানা যত দূর
আবশ্যক তব বুঝিয়াছি মনে মনে
বলিয়াছি ততদূর। ইহার অধিক
জানিতে উৎসুক হয় তব চিত্ত যদি,
অনুপায় ; ব্যক্তিগত পরিচয় এবে
পা'বে না জানিতে ; সময়ে জানিবে নিজে ;
এক বিশেষত্ব তুমি করিবে দর্শন
এই রমণীতে, যে তাহার রূপে ভুলি
তাহার পশ্চাতে ধায়, পায় না তাহাকে।
যে জন চায় না তা'রে কিন্তু কার্য্য করে
লক্ষ্য নাহি করি তা'র অনুরাগ প্রতি,
বিনা ডাকে তার কাছে যায় সে আপনি।
অবিবাহিতা যুবতী, ভ্রমে একাকিনী

যথা তথা, সঙ্গে এককমাত্র সহচরী।
স্বয়ম্বরা হইবে সে, মনোমত বর
পাইলে, তাহার গলে দিবে ফুলমালা,
নতুবা সে আজীবন থাকিবে অনূঢ়া।
সকলেই খুঁজে তারে, যুবক, স্থবির;
কিন্তু তার পণ শুনি সকলেই ডরে
করিতে তাহার সহ বিবাহ-প্রস্তাব।
বৃদ্ধ হইয়াছি, বৎস! এ বৃদ্ধবয়সে
দেখিলাম কত লোক মুগ্ধরূপগুণে
ধাইছে পশ্চাতে তা'র; ধাইতে ধাইতে
যেই সে ফিরায়ে মুখ চাহে একবার
অমনি পলায় সবে। কর্ম্মক্ষেত্রে তারে
পশিবামাত্রই চোখে পাইবে দেখিতে,
নাহি প্রয়োজন পরিচয়ে; কোনমতে
সাধিতে যদ্যপি পার তার প্রিয় কাজ
পত্নীরূপে পাবে তারে। পারে নাই কেহ
যাহা, সে কাজ করিলে, এক মুখে সবে
গাইবে তোমার গীতি নাহিক সন্দেহ।
এই নিমন্ত্রণ করি রাখিলাম আগে,
পার যদি পূরাইতে এ মম বাসনা,
আসিও আমার এই পুণ্য-তপোবনে
যুগল-মূরতি-বেশে; নব দম্পতিকে
বসাইয়া প্রকৃতির শ্যামল শয্যায়
বনজাত ফল-মূল-ওদনে তুষিব।

মম প্রিয়তম ওই হরিণ শাবক—
বিমল-আনন্দ-অবতার, পার্শ্বে আসি
করিবে কতই তোমা দোহে সমাদর।
বৃক্ষশাখে বসি পাখী সুস্বর সঙ্গীতে
বিমোহিবে মন; পূজি দেব বিশ্বেশ্বরে
আমি, আনি দিব দেব-আশীর্ব্বাদ শিরে,
চন্দনের ফোটা, ভালে। আশীর্ব্বাদ করি
কর্ম্মক্ষেত্র হতে যবে ফিরিবে এখানে
দেখি যেন বামপার্শ্বে বিজয়লক্ষ্মীকে
অর্দ্ধাঙ্গিণীরূপে।
প্রণমি মুনীন্দ্রপদে
নরেন্দ্র. মহেন্দ্রযোগে করিলা প্রস্থান।
সুদীর্ঘ প্রবাস হেতু প্রিয় পুত্র যবে
জনকজননীপদে করিয়া প্রণাম,
যায় চলি স্বগন্তব্য স্থানের উদ্দেশে,
পিতা মাতা হন যথা শোকে অভিভূত,
তেমতি হইলা ঋষি। মুদি আঁখিযুগ
কত কি ভাবনা যেন লাগিলা করিতে।
হেনকালে আসি তথা দিলা দরশন
দেব ধর্ম্মবিদ আর দেব সত্যরূপ।
একত্রে আসিতে তথা দেখিয়া দুজনে
কহিলা মহর্ষি, দোহে সম্ভাষণ করি :—
"এস, দেব ধর্ম্মবিদ! দেব সত্যরূপ!
তোমাদের সুমঙ্গল, আনন্দ-উৎসব

শুনিয়া হয়েছি আমি সুখী অতিশয়।
তোমাদের সুকৌশলে, একাগ্রচেষ্টায়,
বঙ্গের সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসিবেন ফিরে
বঙ্গ-মাতৃকোলে ; এত দিন বঙ্গমাতা
যে আশায় বুকে বাঁধি, নানা দুঃখে কাল
করিতেছিলেন গত, হ'লো অবসান।
এতদিন পরে আমার তপস্যা-ফল
বুঝি বিধি দিলা হাতে। পুনঃ তো কলুষ
স্বীয় ভগ্নী, জায়া লয়ে আসিবে না ফিরে?

ধর্ম্মবিদ প্রণমি চরণে মোরা ; প্রভুর কৃপায়
হয়েছি সক্ষম সাধিতে অসাধ্য কাজ ;
কলুষ হইতে আর নাহি কোন ভয়,
অনুতপ্ত সে এখন ; যদি পূর্ব্বভাব
থাকিত তাহার, ইচ্ছা করি সে কি কভু
মাগিত বিদায়?

ধর্ম্মানন্দ নিশ্চিন্ত হইছ বুঝি?
মানিলাম নাহি আর কলুষের ভয় ;
শত শত কলুষ যে প্রতি পলে পলে
জনমে মানব-মনে, তাহার উপায়
কি বিধান করিয়াছ বল তা আমায়।
কার্য্যের প্রারম্ভ-কাল এই তো আগত ;
সবিশেষ চেষ্টা করি বঙ্গবাসী-হৃদে,
মাতৃ-ভক্তি-বীজ কর বপন যতনে ;
তনয়, তনয়া দোঁহে কর সহায়তা

আরো কিছু দিন। মহাদেবী সঞ্জীবনী
করেছেন যে ব্যবস্থা, অতীব সুন্দর।
তাঁহার দীক্ষিতা যত কুলাঙ্গনাগণ,
(কার্য্যোপযোগিনী যাঁরা তাঁহার বিশ্বাসে)
হয়েছেন পতি সহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
প্রেরিতা ; বিভিন্ন স্থানে তিনিও আপনি
যাইছেন মাতৃভক্তি শিখা'তে মানবে।
তোমরাও দুইজনে আরো কিছুদিন
চারিদিক দেখ, পরে করিও বিশ্রাম ;
কতকাল ধরি দেখ কত চেষ্টা করি
কলুষের কুশাসন হইতে স্বদেশ
পারিয়াছ বিচ্ছিন্ন করিতে ; প্রতিষ্ঠিত
না হইবে ভিতরে বাহিরে যতদিন
তোমাদের সুশাসন ; করিওনা মনে,
তোমাদের আজীবন পরিশ্রম-ফল
হইয়াছে করায়ত্ত। ঊর্দ্ধ-দিকে উঠা
স্বভাবতঃ শ্রমসাধ্য, নিম্নাবতরণ
সুখপ্রদ ; সাধারণ মানব-প্রকৃতি
যে পথ সুগম দেখে সেই পথ ধরি
যাইতে উদ্যত হয় ; বাধা নাহি দিলে
ক্রমে সেই পথ ধরি অধোদিকে ধায়।

ধর্ম্মবিদ শ্রুতি-মধু, হৃদ্‌গ্রাহী উপদেশ তব
আমাদের সাধ্য মত করিব পালন।
যাঁহারা আপন গৃহ পরিত্যাগ করি

ভ্রমিছেন দেশে দেশে শিখা'তে মানবে
স্বদেশ-উন্নতি কথা, প্রথমে আমরা
তাঁহাদের গৃহস্থালী-কার্য্য সমুদয়
সুসম্পন্ন করি, বাহিরিব বহির্দ্দেশে।
হউন নিশ্চিন্ত, থাকিতে এ দেহে প্রাণ
কখনই আমাদের কার্য্য-অনুষ্ঠিত
রাখিব না অসম্পন্ন।

ধর্ম্মানন্দ　　　　কোথা যশোবতী ?
বহুদিন দেখি নাই তাহাকে এখানে,
স্বগৃহ-কারায় তারে কলুষ যে দিন
রেখেছিল, সে অবধি ভাবি প্রতিদিন
কারামুক্তা যশোবতী হইলে, আমায়
অবশ্যই দিবে দরশন। বৃথা আশা!

সত্যরূপ　　যশোবতী আমাদের ধারণা-অতীত,
করিয়াছে কার্য্য এক আশ্চার্য্য-জনক।
কলুষের বিপৎপাত হইবার আগে,
জানি না কেমনে সেই তনয়া আমার,
নিক্ষেপিয়া ধূলি যত প্রহরী-নয়নে
চলিয়া আসিয়াছিল একাকিনী বনে,
দেখিতে আমায়। তার পরে গেছে কোথা
পারি না বলিতে। মনের সকল কথা
বলে নাই খুলিয়া আমায়; বলেছে যা',
ভালরূপে পারি নাই বুঝিতে তাহাও।
যায় নাই বহুদূর এ কথা নিশ্চিত,

যাইত যত্তপি, আপনার সঙ্গে আগে
সাক্ষাৎ করিয়া, প্রণমি ও পদযুগে
মাগিত বিদায়।

ধর্ম্মানন্দ — বুঝিয়াছি তাহা আমি;
কিন্তু এতদিন না দেখি তাহার মুখ
বিচলিত হইতেছে মন। সেই মোর
আশাভরসার মূল; তাহাকে দেখিলে
তার মুখে শুনিতে পাইলে বিবরণ,
দেশে কোথা কি হইছে, নিশ্চিন্ত অন্তরে
পারিতাম থাকিতে এ নির্জ্জন আলয়ে।

ধর্ম্মবিদ — সত্বর পাবেন দেখা, আপনাকে যবে
যায় নাই বলিয়া সে, নিকটে নিশ্চয়
করিছে সে অবস্থিতি; কার্য্য হলে শেষ,
আসিবে শ্রীপাদপদ্মে করিতে প্রণাম।
চরণে বিদায়, প্রভো! মাগিছি এখন,
করুন আশিস্ আপনার ইচ্ছা যেন
আমরা সমর্থ হই করিতে পূরণ।

বসিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ বিজন মন্দিরে
ভাবিছেন মনে মনে :—হে মঙ্গলময়!
বিচিত্র তোমার বিধি, অশক্ত মানব
নিগূঢ় রহস্য তার করিতে নির্ণয়।
কোথা হতে কি ঘটনা আসিয়া কখন
করে কোন অভিনয় জ্ঞান-সীমাতীত,
ভাবিলে মানসে তাহা, স্বীয় দুর্ব্বলতা

আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু অহঙ্কার,
দুর্ব্বলতা পুরোভাগে দাঁড়ায়ে গোপনে,
লোকের লোচন হতে তোমার মহিমা
লুকাইয়া রাখে। কত চেষ্টা আজীবন
করিয়াছি, করিতেছি বাঁচাইতে দেশ
কলুষ-শাসন হতে, হইয়াছে বৃথা।
যে পন্থার কথা কভু মনে বা চিন্তায়
হয় নাই সমুদিত, সে পন্থা সহসা
যাইতে যাইতে পড়িল নয়নপথে।
কলুষ হইল ধৃত, আপনা আপনি
করিল দণ্ডবিধান নিজের উপরে;
আছিল যে মহাভয় আমাদের মনে
উধাও হইয়া গেল। তোমার কৃপায়,
হে ভুতভাবন! তোমার কৃপায়, নাথ!
কল্পনা-অতীত, ভোজবাজি ভেল্কী মত,
কি এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনার স্রোতে
ভাসাইয়া লয়ে গেল আশঙ্কা, উদ্বেগ।
দীননাথ! অরক্ষক জনের রক্ষক!
যে দয়া দেখায়ে বঙ্গমাতার উপরে,
মুছাইয়া দিলে তার নয়নের জল,
দীনা, ক্ষীণা দেহে তার আনি দিলা বল,
হতাশ—আঁধার—সমাচ্ছন্ন মুখশশী
মুছাইয়া উজলিলে আশার আলোকে,
এই দয়া যেন, নাথ! থাকে চিরকাল

তাহার উপরে। এ দীর্ঘ জীবন মম
তোমারি প্রদত্ত, তোমারি সেবায়, পিতঃ !
করিছি অতিবাহিত ; যতদিন বাঁচি
করিব তা,' হবে না অন্যথা কোন কালে ;
নিজের প্রার্থনা কিছু নাই ও চরণে,
চিরসুখে বঙ্গমাতা থাকেন যাহাতে,
এ দীনে আকুলান্তরে প্রার্থে সেই বর।

যশোবতী ও কি, দাদা ? নিরজনে বসি গৃহকোণে
করিছ ক্রন্দন ? গৃহশূন্য, পৃথ্বীজাত
—সমুদয়-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন, কে তোমারে
কাঁদাইল ? কে আছে তোমার, কার হেতু
এ ক্রন্দন ? আপনার জন্য কি কাঁদিছ ?
দাদা ! দাদা ! নিবার তোমার অশ্রুবারি,
সম্বর ক্রন্দন ! মাতঃ ! পতিতপাবনি
গঙ্গে ! চিরাবাস হিমালয় বক্ষঃত্যজি,
এই তপঃ ক্লিষ্ট, বিশুষ্কশোণিত দেহে
আইলি কি প্রবাহিতে ?

ধর্ম্মানন্দ দিদি ! যশোবতি !
কেন মা কাঁদিব বঙ্গের এ শুভ দিনে !
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এতদিন পরে
হইল আমার ; পূর্ণ আজ আজীবন
তপস্যার ফল ; যে বঙ্গমাতার তরে
এতদিন চিত্ত সদা ছিল উৎকণ্ঠিত,
সে উৎকণ্ঠা হইয়াছে দূর। কার্য্য.শেষ

হইয়াছে মোর, তোমাদের কার্য্যারম্ভ
এখন হইতে; অতি কষ্টে পুষ্পরাজি
করেছি সংগ্রহ, তোমরা সকলে মিলে
গাঁথি মালা পরাও মায়ের কণ্ঠদেশে।
আনিয়াছি চারিদিক অন্বেষণ করি
রত্ন-আভরণ, মুছায়ে মাতার দেহ
সকল সন্তানে আসি দাও পরাইয়া
সে সকলে। আনিয়াছি কুসুম, চন্দন,
বিল্বপত্র, দূর্ব্বাদল, সন্তান সকলে
বল, পবিত্র শরীরে, পবিত্র অন্তরে,
পূজিতে মায়ের পদ ভক্তি সহকারে।

যশোবতী তুমি বলিবার আগে আমরা সকলে
মাতৃপদ পূজিবারে ষোড়শোপচারে
করিয়াছি আয়োজন, কিছুদিন পরে
আমাদের কর্ম্ম-ফল পাইবে দেখিতে।
হেথাকার কার্য্য মোর হইয়াছে শেষ,
স্থানান্তরে দূরদেশে করিব গমন,
তাই আসিয়াছি, দাদা? লইতে বিদায়
তোমার ও পদ-প্রান্তে।

ধর্ম্মানন্দ পাইনু সন্তোষ
শুনি তোর কথা। কোন্ পুরস্কার, বল্
দিলে তোরে, পাইবি সন্তোষ তুই মনে।

যশোবতী উপযুক্ত পুরস্কার যদি তুমি, দাদা!
ইচ্ছা কর দিতে মোরে, শুন বলি তবে;

ওই যে থলির মধ্যে আছে মালাছড়া,
যে থলির মধ্যে হাত পুরি দিবানিশি
একটী একটী করি গুটিকা যাহার
গণিতেছ বিড় বিড় করি মনে মনে,
দাও মোরে; আর তো তোমার শ্রীমন্দিরে
চাহিবার উপযুক্ত কোনই জিনিস
পাই না দেখিতে। দাও, তাই লয়ে যাই।

ধর্ম্মানন্দ ওইটী ব্যতীত আর সব দিতে পারি।

যশোবতী ওইটী ব্যতীত, কি আছে এ ঘরে, দাদা?
তবে সোজাসুঝি বল, ধর্, হাত পাত
"কিছুই না" পুরস্কার দিতেছি রে তোরে।

ধর্ম্মানন্দ মালায় কি কাজ তোর? বুঝেছি, বুঝেছি,
নিজের মনের ভাব কথায় কথায়
বাহির হইয়া গেছে। তা, মালা-বদল
ঘটিবে সত্বর, স্পষ্টই যাইছে দেখা।

যশোবতী তোমার সহিত নাকি?

কি ক্ষতি তাহাতে?

ধর্ম্মানন্দ চিত্রগুপ্ত এখনও হিসাবের খাতা
পড়িতেছে, উল্টাইয়া দেখিতেছে পাতা,
পায় নাই এ পর্য্যন্ত কোথা মোর নাম
আছে লেখা; ত্যাথ্ তবে, রাজি আছি আমি;
কিন্তু এক সর্ত্ত হবে করিতে তোমায়,
বৈষ্ণব সাজিয়া আমি যাব আগে আগে,
তুই যাবি পিছে মোর ঝুলি কাঁধে করি।

যশোবতী চিত্রগুপ্ত ডাকে যদি নাহি তায় ভয় ;
পড়িলে তোমার ডাক, অন্য জনে ধরি
বসা'ব তোমার পদে। কে যাইবে আগে,
আগে সেই কথা তুমি কর, দাদা ! স্থির।
আমি যাব আগে আগে বৈষ্ণবীর বেশে
ঝুলি কাঁধে করি, তুমি মোর পিছে যাবে।

ধর্ম্মানন্দ যত গোল ওই খানে। পুরুষ থাকিতে
নারী কোন্ কালে স্থান পায় পুরোভাগে ?
নিজেকে ভাবিস্ বড় ; সকলেই বলে,
তোর চেয়ে আমি বড় ; যারে ইচ্ছা তোর
জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ; তোর কাছে কেন
নত করি শির, খোয়ায়ে প্রাধান্য নিজ
বেড়াইব পিছে পিছে, এ কি রে সম্ভব !

যশোবতী আমিই বা কেন, দাদা ! সেবাদাসী মত
তোমার ও পুরাতন ঝুলি কাঁধে করি
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে। লোক যে দেখিলে
দূর হতে উপহাস করিবে আমায়।
তুমি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, কে তোমাকে চায় ?
আমি তো পূর্ণযৌবনা যাইব যেখানে
শত শত যুবা, বৃদ্ধ অনুগ্রহ মম
পাইবে এ আশা করি, শ্রীচরণে স্থান
করিবে প্রার্থনা।

ধর্ম্মানন্দ সত্য যদি তোর কথা,
তবে কেন এত দিন অনূঢ়া দশায়

ফিরিয়া বেড়া'স্ তুই লোকের দুয়ারে ?
কলুষ ব্যতীত আর শুনি নাই কেহ
বিবাহ করিতে তোরে করেছে প্রয়াস।

যশোবতী তাই যদি ধর, তোমার এ দশা কেন ?
লোকালয় পরিহরি কি দুঃখে বিজনে
করিতেছ বাস ? সকলেই ঘৃণা করে,
তাই লোকালয়ে মুখ পার না দেখাতে,
মনে বুঝি বাস লাজ ? তোমা চেয়ে আমি
শত গুণে ভাল ; লোকালয়ে থাকি সদা,
ঘুরি তাহাদের মাঝে, নাহি বাসি লাজ।

ধর্ম্মানন্দ ওইটী তো না বুঝিয়া করেছিস্ গোল ;
লোকের দুষ্প্রাপ্য আমি, চেষ্টা করি লোকে
পায় না খুজিয়া মোরে ; বড় স্বার্থত্যাগ
না করিলে কেহ দেখা পায় না আমার।
তার সাক্ষী স্থাখ তুই, প্রকৃত মানব,
সকলের পূজ্য যাঁরা, সকলে সম্মান
করে যাঁহাদের সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে,
কেবল তাঁহারা মাত্র আসেন এখানে
দেখিতে আমায় ; সাধারণ লোক যত
আসিতে আমার কাছে পায় বড় ভয়।
তুই তো কেবল দেখি এখানে ওখানে
ঘুরিস্ সতত ; পিছে কত লোক ধায়,
কিন্তু কেহ নাহি করে বিবাহপ্রস্তাব।

যশোবতী তুমি যদি অত বড়, তবে কেন নিজে

বলিছ আমায়, পরিয়া বৈষ্ণবীবেশ
ঘুরিতে তোমার সাথে ?

ধর্ম্মানন্দ — সে কেবল দয়া
তোর প্রতি। দেখিতেছি মনোমত বর
জুটিল না তোর ; অনূঢ়া নামটী কেন
চিরকাল করিবি বহন ; চারিদিকে
কুলোকে রটিবে কুৎসা ; তাই ভাবি মনে,
করিতেছি বিবাহপ্রস্তাব।

যশোবতী — যাও, যাও,
তোমার ও মিথ্যা কথা চাহিনা শুনিতে,
রাগায়োনা মোরে, যার জন্য অহঙ্কার
করিতেছে তুমি এত ; দেখো একদিন
তোমার ঐ ঝুলি লয়ে হইব উধাও,
তখন এখানে বসি "যশি যশি" বলি
করিও ক্রন্দন ; লুকাইয়া থাকি দূরে
দেখিব তোমার মজা।

ধর্ম্মানন্দ — শত যশোবতী
আসে যদি তোর মত, আমার ঐ ঝুলি
উঠাতে ক্ষমতা তার হ'বেনা কখন।
বড় ভারী বোঝা ওটী, যতই নাড়িবি
ততই বুঝিবি ওটী কত গুরু ভার।

যশোবতী — যাও তুমি তবে, দাদা ! তোমার সহিত
হবে না আমার কভু মনের মিলন।

ধর্ম্মানন্দ — বৃথায় জনম তোর এ ভবভবনে !

আমার সহিত যদি নাহি মিলে মন ;
বৃথা তোর লাফালাফি, বৃথা আস্ফালন !

যশোবতী দেখিব, দেখিব, দেখিব তোমায় আমি,
কে ছুটে কাহার পিছে, তুমি কিম্বা আমি ।
দেখেছি অনেকে বটে ছুটে ছুটে আসে
নদীর ওপারে, ওই জঙ্গলের মাঝে,
মৃগয়া করিতে অথবা অন্য কারণে
পারি না বলিতে ; কিন্তু কয়জন বল
ওই নদী পার হয়ে আসে এইখানে ?
তোমাকে দেখিতে আসা তাদের মনন
হইত যদ্যপি, আশে পাশে ঘুরে তারা
ফিরে কেন যাবে ঘরে ?

ধর্ম্মানন্দ সাহস অভাব !
সাহসে কুলা'ত যদি কে যাইত ফিরে ?
কে ছুটে কাহার পিছে আমিও দেখিব ;
যে যেখানে থাকে, পড়িতে আরম্ভ হলে
যৌবনের ভাঁটা, আসিতে প্রার্থনা করে
আমার নিকটে, তুইও দুদিন পরে
দেখিতে পাইবি, আসিতে চাহিবি হেথা ।
"যখন আসিতে হয় আসিব তখন,
চলিনু এখন আমি ।" বলি যশোবতী
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল কানন ভিতরে,
মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্যা হইলা দেবী ।
ঋষিবর উচ্চরোলে "যশি, যশি" বলি

কতই ডাকিলা ; কানন সে প্রতিধ্বনি
ফিরায়ে মন্দির-গাত্রে করিলা আঘাত।
যত দূর যায় দেখা, একদৃষ্টে চাহি
কাননের দিকে, ঋষি লাগিলা দেখিতে ;
কিন্তু যশোবতীদেবী নয়নের পথে
নাহি পড়িল তাঁহার। ক্ষুণ্ণ মনে মুনিবর
ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন কুশাসনে।
প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ধর্ম্মানন্দ ঋষি ;
পার্থিব চিন্তায় যাঁ'র অন্তর ব্যথিত
নাহি হয় কোন দিন, আজ ব্যতিক্রম
দেখেছি তাহার। গভীর মর্ম্মবেদনা
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে যেন হইল বাহির।
বসিয়া থাকিতে আর না পারি সুস্থিরে
দাঁড়াইলা মুনিবর ; হেনকালে তথা
কোথা হতে যশোবতী অলক্ষিত ভাবে
আসি, ধরিল জড়ায়ে পদযুগ তাঁর।
"করেছি যে অপরাধ, ক্ষম, দাদা ! মোরে,
আর না করিব পুনঃ ; বুঝিতে না পারি,
করিয়া অন্যায় রাগ তোমার উপরে
গিয়াছিনু চলি ; প্রমত্ত সর্ব্বদা মন
অহঙ্কারে ; যা' ভাবে আপনি, ধ্রুবসত্য
বলি তাহা ধরে দৃঢ়ে, কারো প্রতিবাদ
পারে না সহিতে। কত চেষ্টা করি আমি
শাসনে রাখিতে তারে ! সুস্থ-অবস্থায়

বুঝে তাহা ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, যে সময়
বাদ প্রতিবাদ করিতে অপর সনে
হয় নিয়োজিত ; তখন সে উপদেশ,
গতানুশোচনা, হয় সব বিস্মরণ ।
আপনি গরম হয়ে, জ্বলে নিজে নিজে,
নিকটে যে আসে তাহাকে জ্বালাতে থাকে ।"

ধর্ম্মানন্দ আবার আইলি ফিরে, কে ডাকিল তোরে ?
ছাড় ছাড় পা দুখানি ; বক্ষোধন, দিদি !
তুই রে আমার ! ওই কিরে যোগ্য স্থান
তোর ? আয় কোলে আয় ; গিয়াছিলি কোথা ?
যে দিকে পলায়েছিলি নির্ণিমেষ দৃষ্টি
চাহিলাম কতবার ; কিন্তু তো কোথাও
না দেখিনু তোরে । বুকে হাত দিয়ে ছাখ,
বৃদ্ধের এ বক্ষোদেশে—অস্থি চর্ম্মসার,
ছাখ দিয়ে হাত ; তোর অদর্শনে
কেমন করিতেছিল, ছাখ একবার ।
কি বলে চলিয়া গেলি কাঁদায়ে আমায় ?

যশোবতী আর কি দেখিব, দাদা ! আমার অন্যায়
বুঝিতে পারিছি ; বসো দেখি একবার
মুছাইয়া দেই আঁখি, কাঁদিও না, দাদা !
এই বক্ষোশোণিতের বিন্দু শত শত
নহে তব এক বিন্দু অশ্রুর সমান ।

ধর্ম্মানন্দ তুই যবে এসেছিস্ কি দুঃখ আমার !
তোর ভাবনায় আমি হইলাম সারা ;

চেয়ে ছাখ পা দুখানি, শোণিতধারায়
হয়েছে রঞ্জিত; বল্, কোথায় কেমনে
আত্মদোষে শাস্তিলাভ করিলি, পাগলি?
যশোবতী দুষ্টামির ফল ইহা, শুন তবে বলি,
ওই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিছ বিপিনে
উঠাইয়া শির, আছে দাঁড়ায়ে নিশ্চল;
যার ডালে, দেখ, ওই কাক পক্ষী কত
বাঁধিয়াছে বাসা, যাহার ভিতর হতে
কচি কচি ছানা গুলি কিচিমিচি করি,
ঊর্দ্ধে উঠাইয়া চঞ্চু কৃষ্ণ-পিঙ্গলাভ,
আহার-প্রাপ্তির আশে, উদ্ভিন্ন-বদনে
ছট ফট করিতেছে, কাঁপাইছে পাখা,
ডাকিতেছে জননীকে; ওই বৃক্ষ তলে
আছে এক গভীর গহ্বর; উভরড়ে
দৌড়িবার কালে, উর্দ্ধ-দৃষ্টি দুনয়ন,
পড়িনু তাহাতে; লতিকায় বিজড়িত
গহ্বরের অন্তর, বাহির; ধীরে ধীরে,
লতাগুলি কোলে কোলে করিয়া আমায়,
নামাইয়া দিল নীচে; তলদেশ, দাদা!
বড় ভয়ঙ্কর; ধুপ্ করিয়া যখন
পড়িনু সে তলদেশে, প্রস্তরে আহত
হইল মস্তক; কাঁটাগুলি চারিধারে
সুযোগ পাইয়া যেন এ ঘোর দুর্যোগে
কামড়িল পা দুখানি সুতীক্ষ্ণ দশনে।

এত কষ্টে, এই দুর্দ্দশার মাঝে পড়ি
একটুও কষ্ট মনে হয়নি উদয়;
বরঞ্চ শুইবা মাত্র প্রস্তর-শয্যায়,
কোথা হতে হাসি আসি চুমিয়া অধরে
কহিল আমায়, " যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল,
আরো কিছু হইলেই শাস্তি উপযোগী
হইত তোমার; বৃদ্ধ তাপসের মনে
দিয়াছিস্ ব্যথা, এমনি পাইবি ব্যথা
নিজে একদিন। এসেছিস্ যথা হতে
এখনি ফিরিয়া তুই যা'রে সেই খানে।"
হাঁ, দাদা! এখন বল, সত্য করি বল,
তুমি কি পেয়েছ মনে ব্যথা অতিশয়?
আমি তো একটীবার ভাবি নাই, দাদা!
তোমায় এ কষ্ট দিব; চঞ্চল এ চিত্ত,
সামান্য কারণে আগাগোড়া না ভাবিয়া
যা' হয় করিয়া ফেলে; অবশেষে নিজে
নিজকৃত পাপানলে আপনিই পুড়ে।
অপরাধিনীকে, দাদা! ক্ষম এইবার,
আর সে কখন আসি সামান্য কারণে,
করিবে না জ্বালাতন।

ধর্ম্মানন্দ

থাম্ থাম্ যশি!
বৃথা এ রোদন তোর। ধর্ম্মানন্দচিত
সামান্য আঘাতে নাহি হয় বিচলিত;
ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, শোক বা সন্তোষ

সাহসে না তার অঙ্গ করিতে পরশ।
যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান বঙ্গদেশে
করেছিনু পুরা, পরিণয়-সূত্রে বাঁধি
ধর্ম্মবিদ-সঞ্জীবনী দুইটী রতনে ;
যে যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিবার আশে,
বরিতে যাইতেছিনু পৌরহিত্যপদে
বঙ্গানন্দ আর সত্যরূপের সুতায়,
তোর এই ভাব দেখি ব্যথিছে অন্তর।
ধর্ম্মবিদ-সঞ্জীবনী উভয়েই মম
করিয়াছে সম্পাদন কার্য্য প্রীতিকর ;
তাহাদের লীলাখেলা অবসান-প্রায়,
তোরা দুই জনে, বিশেষ করিয়া তুই,
পারিবি কি না পারিবি, এ ঘোর সন্দেহ
উদিছে অন্তরে আর ব্যথিছে তাহারে।
অপাত্রে বিন্যস্ত করি কার্য্য-গুরুভার
যদ্যপি উদ্দেশ্য মোর না হয় সাধিত
কারে দোষ দিব, বল? দিদি যশোবতি!
বুঝেছিস্ কি বলিনু। আমার কি দুঃখ!
তুই কি আবার তাই করিস্ জিজ্ঞাসা?

যশোবতী না, দাদা! জিজ্ঞাস্য কিছু নাই এ বিষয়ে ;
দুঃখের কারণ তব অনুমানোপরে
অবস্থিত। সেই অনুমান, সত্য মিথ্যা,
সম্ভব কি অসম্ভব, নাহি সে স্থিরতা।
যদি প্রমাণিতে পারি এই অনুমান

মিথ্যা কিম্বা অসম্ভব ; তা' হলে তোমার
সংশয় হইবে দূরীভূত, প্রশমিত
হবে মনোকষ্ট ; এ কথা নিশ্চয় কি না,
কহ সত্য করি।

ধর্ম্মানন্দ তাও কি বলিতে হবে ?
অভীষ্টের সফলতা অর্দ্ধ পথে আসি
আছে দাঁড়াইয়া ; তোমাদের আগমন
করিছে প্রতীক্ষা ; বাকি অর্দ্ধপথ যদি
তোমরা দুজনে, পার পৌছাইয়া দিতে,
এই কাতরতা, হতাশের দুর্ভাবনা
পলাইবে মন হতে। চঞ্চলতা তোর
দেখিয়া আমার বড় হইতেছে ভয় !

যশোবতী নির্ভয় করিব তোমা দেখাইয়া কাজ,
নহে মুখের কথায়। নিশ্চিন্ত অন্তরে,
অন্তরে থাকিয়া তুমি দেখ মোর কাজ,
যদ্যপি তোমায় নাহি পারি সন্তোষিতে,
যশোবতী নাম তবে বৃথায় আমার।
শীতল কর হৃদয় ; দুর্ভাবনা যত
অন্তর হইতে, দাদা ! কর অন্তর্হিত।
মনোবাঞ্ছা যাহে পূর্ণ হইবে তোমার ;
অসম্ভব স্থানে আসি যাহাতে সম্ভব
নিশ্চয়তা করে লাভ ; শোকের আবেগ
সুখের আবেগে যাহে হয় পরিণত ;
সেই জন্য যাইতেছি, দাদা মহাশয় !

নিশ্চয় জানিবে যশোবতী এ জীবন
অবহেলে, অকাতরে পারে বিসর্জ্জিতে
তাহার দাদার তরে। করিছি প্রতিজ্ঞা
সমর্থ না হব পূরাইতে যত দিন
মনের বাসনা তব, ফিরিব না ঘরে।

ধর্ম্মানন্দ পাইলাম শান্তি মনে, সন্তুষ্ট কতই
হয়েছি তোর উপরে, ভাষায় সে কথা
অসমর্থ করিতে প্রকাশ; উপদেশ
শুন মোর, রাখ মনে; যে কাজ করিবে,
হউক কঠিন কিম্বা হউক সহজ,
হারায়োনা ধৈর্য্য। নানা জনে নানা কথা—
কেহ ঠাট্টা, কেহ বা তামাসা, অপমান
করিবে বা কেহ, হইও না বিচলিত।
আজ যথা আশা পাবে, সেই স্থানে কাল,
হতাশ আসিয়া দেখাইতে পারে ভয়।
ধীরতা, স্থিরতা, নিঃস্বার্থ-স্বজাতি-প্রেম
দেখাইতে না পারিলে বৃথা হবে শ্রম।

যশোবতী শুন, দাদা মহাশয়! উপদেশ-বাণী
শুনিতে চাই না; মনে মনে ভাব তুমি,
চঞ্চলতা কিম্বা যেই অস্থির-চিত্ততা
দেখায়েছি তোমার নিকটে, সেই বুঝি
প্রকৃতি আমার; বাস্তবিক নহে তাহা।
তুমি, পিতা আর পিসি এই তিন জনে
দেখিলে সম্মুখে আমি সব যাই ভুলে;

এতই প্রবল বেগে আনন্দ-উচ্ছ্বাস
অন্তরে বহিতে থাকে, আমিত্ব আমার
পাই না খুঁজিয়া। কার্য্যক্ষেত্রে যাই আগে,
নয়নে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব
যশোবতী সত্য ধর্ম্মানন্দের নাতিনী।
প্রণমি ও পাদপদ্মে, দাদা মহাশয়!
আশীর্ব্বাদ কর যেন হাসিতে হাসিতে
স্বকার্য্য-সাধন করি, ও চরণে পুনঃ
নোয়াইতে পারি শির।
দেবী যশোবতী
চলি গেলা ত্রস্তপদে; স্নেহবারিধারা
বহিতে লাগিল বৃদ্ধ তাপস-নয়নে।
অনিমেষ দৃষ্টি, যত দূর যায় দেখা
তত দূর ঋষিবর সজল নয়নে
রহিলেন চাহি। দৃষ্টি-পথ-বহির্ভূত
হইল যখন মহাদেবী যশোবতী,
একটী দীর্ঘ নিশ্বাস, কেবল একটী
ছাড়িয়া তাপস বৃদ্ধ, মন্দ পদক্ষেপে
প্রবেশিলা মন্দির ভিতরে; ভক্তি-ভরে
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্মে করিলা প্রণাম।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে ধর্ম্মানন্দেনসহ ধর্ম্মবিদ সত্যরূপ যশোবতী-দেব্যাঃ সম্মিলনং বিদায়গ্রহণঞ্চ নাম ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

বিংশ সর্গ।

শীতঋতু-অতিগতে বসন্ত-আগমে
নানাবিধ অলঙ্কারে বসুন্ধরা-অঙ্গ
বিভূষিত দেখি যথা জীব-সম্প্রদায়
অতুল আনন্দ লভে, বঙ্গবাসী নর
তেমতি আনন্দ-লাভ করিল অন্তরে
কলুষ-শাসনকাল হইলে বিগত।
তাহাদের অন্তরস্থা দুহিতা প্রকৃতি
সজ্জিতা হইয়া নানাগুণ-অলঙ্কারে
আহ্বানিলা স্বভাবজ সদ্‌গুণকলাপে
ধরিতে আগ্রহে ত্যক্ত কর্ত্তব্যের পথ।
সময়োচিত আহ্বানে সেই গুণগ্রাম
লভিল নবজীবন; স্ব স্ব কর্ম্মে সবে
হইল নিযুক্ত বঙ্গবাসী-হৃদি-মাঝে।
সজ্জিতা যোগিনী বেশে দেবী যশোবতী
সঙ্গে ক্ষান্তি দেবী, জ্ঞানময়ীর অনুজা,
ভ্রমিছেন বাঙ্গালার প্রতি নরাবাসে
বিলাইয়া ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান নারীগণে।
জায়ার কর্ত্তব্য কিবা প্রাণপতি প্রতি,
সন্তানে শৈশবে হয় কিরূপে পালিতে,
গৃহকর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, কোন অবস্থায়

কিরূপ করা বিহিত, কিরূপ উপায়ে
দৈহিক ও মানসিক শক্তি উন্মেষিত
হয় নারীনরে; সরল, বিশদভাবে
এ সকল বিষয়ক উপদেশাবলী
দিতেছেন বুঝাইয়া নারী-নির্ব্বিশেষে।
সমাজ-সংস্কার অথবা পরিপোষণ
কোন্ কোন্ কুসংস্কারে করিছে নিরোধ;
সমাজ-অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোথায় কি ক্ষত
বিদ্যমান থাকি তার সম্যক্ বর্দ্ধন
দেয় না হইতে; কি ভেষজে সে সকল
হবে উপশম; অন্তরস্থ রক্তদুষ্টি
হইবে শোধিত; স্বাভাবিক শক্তিপুঞ্জ
আসিবে ফিরিয়া; বিস্তারিয়া নারীগণে
দিতেছেন বলি।
সমাজের অর্দ্ধ অংশ
নর সম্প্রদায়, অপর অর্দ্ধেক অংশ
নারীজাতি; উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট
মানব-সমাজ; সমাজের হিতাহিত
যাহা কিছু সংঘটন হয় যে সময়ে
উভয়েই সেই জন্য দায়ী সমভাবে,
উভয়েই সমভাবে তার ফল-ভোগী।
ক্ষীণাঙ্গিনী, নারীজাতি; পুরুষ, সবল;
সমাজের হিতকর কার্য্য-উপযোগী
একে; অশক্তা অপরে; ভ্রান্ত এ বিশ্বাস

আছে বহুতর কাজ এ বিশ্বসংসারে
রমণীর পক্ষে যাহা করা অসম্ভব ;
তেমতি অপর কাজ আছে বহুবিধ
পুরুষেরা যাহা দেখি হয় ভগ্নোদ্যম।
যে যে পদে অবস্থিত, কর্ত্তব্য নিহিত
আছে তা'র পরে সেই পদ-উপযোগী।
প্রকাণ্ড পাদপ, অভ্রভেদী শিরোদেশ,
বল্কল, প্রশাখা, শাখা, পত্র, ফল, ফুলে
নিরমিত দেহ ; দাঁড়ায়ে পৃথিবী' পরে
প্রচণ্ড আতপ-তাপ, ঝটিকা-আঘাত,
ঝঞ্চাবাত সহ্যকরি হয় বিবর্দ্ধিত ;
কারগুণে ? পদ-বিদলিত, সূত্রকায়
শিকড়, ভূগর্ভে থাকি প্রচ্ছন্নাবস্থায়
পোষিছে তাহাকে শোষিয়া মৃত্তিকা-রস।
তোমার যে শক্তি আছে, কার্য্য সেইরূপ
কর তুমি, তাহাতেই তুষ্ট বিশ্বপতি।
সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, কার্য্যোপযোগিনী
নারীগণে এইরূপ উপদেশ দানে
করিলা দীক্ষিতা দেবী আপনার কাজে।
ফলপ্রসূ নহে সদা বাক্য-উপদেশ,
কার্য্য-উপদেশ কিন্তু কচিৎ বিফল ;
এই ভাবি মনে মনে দেবী যশোবতী
উপদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করি নিজে
দেখাইতে আরম্ভিলা রমণী-সমাজে।

তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখি নারীব্রজ লাজে
যাহার যে কার্য্য তাহা লাগিলা করিতে।
যথা যথা যশোবতী করিলা ভ্রমণ,
শান্তি ও উন্নতি যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র
করিলা অনুসরণ। সর্ব্বত্রই সব
নরনারী গাইল তাঁহার যশোগীতি।
যথায় যথায় দেবী লাগিলা যাইতে
সকলে আপন বলি মহাসমাদরে
অভ্যর্থনা করিলা তাঁহাকে। উদারতা,
সরলতা, মহত্ত্ব, সৌজন্য, স্নেহ, দয়া
দেখিয়া তাঁহার, শাপভ্রষ্টা মহেশানী
বলিয়া তাঁহাকে একবাক্যে নারীকুলে
করিলা ঘোষণা। ধন-গুণ-গরবিণী,
অপরের প্রশংসায় বিদ্বেষ-শালিনী,
অপরের উন্নতির বিঘ্ন-বিধায়িনী,
যাহারা যথায় ছিল, সকলে তাহারা
যশোবতী-ব্যবহারে স্ব স্ব ভাব ত্যজি
দেবীপদপ্রান্তে আসি লুটাইলা শির।
প্রাবৃটের অন্তে যথা শরদ্-আগমনে
প্রকৃতির সুবিমল কান্তি মনোহর
মোহে ভাবুকের মন; সেইমত যথা
যথা দেবী যশোবতী করিলা গমন,
তথা তথা অনাবিল শান্তি-স্নিগ্ধ করে
ধরিলা সুন্দর কান্তি রমণী-অন্তর।

স্বজাতি—সহানুভূতি-নীর-পূর্ণোদর —
— মানস-সরসে, সৌভ্রাত্র-প্রেম-কমল
হলো বিকসিত ; গুঞ্জরিয়া মনোভৃঙ্গ
শান্তি-মধু-পানে মত্ত ; সু-আশা-হংসিনী
মন্দ-আন্দোলিত সংসার-তরঙ্গোপরে
সন্তান-সন্ততি সনে সন্তরিল সুখে।
যুবতী, বালিকা, বৃদ্ধা রমণী সকলে
গৃহকর্ম্মে নিয়োজিতা ; স্বকর্ত্তব্য-জ্ঞান
প্রবেশিয়া তাহাদের মরম-প্রদেশে
দেখায়ে দিতেছে পথ ; বিপথে পতিতা
হইছে যাঁহারা, প্রতিবেশিনী অমনি,
করুণার্দ্র চিত্তে, তাহাদের হাত ধরি
দেখায়ে দিতেছে শুভ-পথ কোন্ দিকে।
অতীতের সঙ্গে অতীতের কদাচার
হইয়াছে লুপ্ত। প্রাপ্তিমাত্র অবসর
পূর্ব্বে নারীগণ অপরের নিন্দা, কুৎসা
করিত সকলে ; যশোবতী-উপদেশে
অন্তর্হিত সে সকল ; শান্তিপূর্ণ দেশ।
এক মহা অভিনব শক্তি-সঞ্জীবনী
সঞ্চারিল নারীহৃদে ; ঘোর ঘনাচ্ছন্ন
বঙ্গীয় বিমান নবালোকে উদ্ভাসিত।
বঙ্গানন্দ নব মাঝে দেশোন্নতি-কথা
প্রচারিয়া ফিরিছেন প্রতি জনপদে।
বিশুদ্ধ হিন্দুর ধর্ম্মে কত কুসংস্কার

জড়িত হইয়া অহোরহঃ শীর্ণকায়
করিছে সমাজে, কি উপায়ে সে সকল
সমবেত শক্তি বলে হবে নিরাকৃত ;
ধর্ম্মচ্যুত, নিপতিত মানবনিকর
পুনরায় স্বীয়-ধর্ম্ম-গ্রহণেচ্ছু হলে,
কিরূপে আহ্বান করি যত্নে সে সকলে
আহ্বানিয়া সমাজের কোলে বসাইবে ;
কি উপায়ে আরণ্যক জাতিগণে আনি,
সমাজের কোন্ পার্শ্বে দিবে সবে স্থান ;
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের উন্নতি
করিতে হইলে কি কি বিধি প্রয়োজন ;
কার্য্যকরী বিজ্ঞানের উন্নতি কিরূপে
দেশের যুবকবৃন্দ পারিবে শিখিতে ;
কি উপায়ে স্বদেশের অভাব সকল
সমর্থ হইবে লোকে করিতে পূরণ ;
স্বদেশবাসীর মধ্যে একতা, সম্প্রীতি,
সামাজিক গুণাবলী হবে বদ্ধমূল
প্রতি বঙ্গবাসীহৃদে ; অনর্থ-মূলক
বঙ্গ সমাজের যত কুপ্রথা, কুরীতি
সমূলে উচ্ছেদ হবে ; বঙ্গীয় যুবক
উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল সাগরে
অদম্য সাহসে ভাসা'য়ে অর্ণবযান
বিদেশী সভ্যতালোক আনিবে স্বদেশে ;
গভীর তুহীনাকীর্ণ উত্তুঙ্গ ভূধরে,

শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্য-মাঝারে,
বঙ্গীয় যুবকগণ শিখিবে যাইতে ;
মরিচিকাময়ী মরুভূমি পার হয়ে,
অভিজ্ঞতা-লাভ হেতু হবে যত্নবান ;
অতল জলধি গর্ভে হয়ে নিমগন,
অথবা তিমিরাবৃত গভীর খনিতে
নামিয়া, রতন তুলি জননীর গলে
পরাইতে শিখিবে যতনে ; এ সকল
কি ভাবে করিলে হবে কার্য্যে পরিণত
বঙ্গের প্রত্যেক স্থানে, দেব বঙ্গানন্দ
বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে বেড়াইছে কহি।
শুনিয়া সুধীসমাজে সবে সমর্থন
করিলা তাহার যত সঙ্গত প্রস্তাব।
যতই উৎকৃষ্ট হো'ক প্রবন্ধ তোমার,
কেহ বা না কেহ তায় বিপরীত মত
করিবে প্রকাশ ; সমাজের এই গতি।
একজন বিপরীত মত প্রকাশিলে,
দুই চারি জন আসি তাহার সহিত
হয় সম্মিলিত। অসম্পূর্ণ নর-মন,
নীচ কুপ্রবৃত্তি যত স্বতঃ উত্তেজনা
করে তারে। মিথ্যা জানি আপনার মত
কত শত মহারথী প্রাধান্য আপন
দেখাবার তরে, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ-মত
করে পোষকতা। ভাল হো'ক, মন্দ হো'ক

তাহাতে কি যায় আসে? সমাজ-মঙ্গল,
যাহা হইবার তাহা হইবে আপনি,
আমি কেন নিরন্ত থাকিব পূরাইতে
স্ববাসনা? ভাল মন্দ বিচারি কি কাজ?
এই মত-অবলম্বী, সমাজ-বিধ্বংশী,
অল্পাধিক লোক বিরাজে প্রতি সমাজে।
আর এক সম্প্রদায় বিরাজে সমাজে,
যাহারা এতই ক্ষুদ্রচেতা নীচাশয়,
স্বার্থের ব্যাঘাত তারা দেখিলে, তখনি
তোমার উপরে খড়্গাহস্ত হয়ে নিজে,
স্ববান্ধবগণে নিমন্ত্রিয়া অনুনয়ে,
তোমার অনিষ্টপাত যাহাতে সম্ভব,
তাহার অনুসন্ধানে শশব্যস্ত সদা;
ইহারাই সমাজের সাংঘাতিক ব্যাধি।
এইরূপ সাংঘাতিক ব্যাধি শত শত,
সমাজ-মস্তিষ্ক দেশ করিছে বিকৃত।
ম্যালেরিয়া মত এই সংক্রামক ব্যাধি,
যথায় উৎপত্তি হয়, তার চারিদিকে
ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাধির চিকিৎসক
নাই বঙ্গদেশে তাই বলি বা কেমনে?
আছেন অনেক বিজ্ঞ, যোগ্য চিকিৎসক,
কিন্তু তাঁরা এক দোষে অনেকেই দোষী।
স্থান আর কাল সহ মানব-প্রকৃতি
না মিলায়ে মহৌষধি করিলে প্রদান,

সত্বর সুফল-লাভ আশা করা বৃথা।
রোগের মূলকারণ যাঁহারা না দেখি
অথবা জানিতে চেষ্টা না করি বিশেষে,
প্রয়োগিতে পুস্তক লিখিত মহৌষধি
হন অগ্রসর, বিজ্ঞ চিকিৎসক নামে,
সুধী সন্নিধানে তাঁরা কভু কোন কালে
নাহি হন পরিচিত। সমাজের নেতা
হইতে করেন যাঁরা মানসে বাসনা,
তাঁহাদেরো সেই মত সুতীক্ষ্ণ নয়নে,
স্থানীয় অবস্থা, উপস্থিত কি সময়,
মানবের গতিমতি কিরূপ প্রকার,
দেখা প্রয়োজন। দুই চারি জন লোক,
যে সকলে ভাল লোক বলি নেতাগণ
ধারণা করেন মনে, দিলে মতে মত,
সকলেরি গ্রাহ্য ইহা নেতাগণ যদি
এরূপ ভাবেন মনে, ভ্রান্ত তাঁরা তথা।
সমাজের উচ্চ, মধ্য আর নিম্ন স্তর,
সকলের প্রতি রাখি সমদৃষ্টি সদা
না পারেন যদি কার্য্য করিতে নায়কে,
তাঁহার সকল যত্ন সর্ব্বথা বিফল।
মানব-মঙ্গলেচ্ছু বঙ্গানন্দদেব
যথায় যে উপদেশ, মানব সমাজে
দিতেছিলা, আগ্রহবিশেষে শ্রোতাগণ
শুনিলা সকলে, প্রশংসিলা বহুজনে।

কিন্তু ঈর্ষাগ্নিতে কত দুর্ব্বৃত্ত-অন্তর
উঠিল জ্বলিয়া ; গোপনে গোপনে এরা
চরিতার্থ করিবারে প্রতিহিংসাবৃত্তি,
করিতে লাগিল পরামর্শ অনুক্ষণ।
অভিপ্রায় থাকে যদি, কুকর্ম্ম, সুকর্ম্ম-
সাধনে সুযোগ কভু হয় না অভাব।
ত্রিপুরানগরী হতে শঙ্করনগর
বিংশ ক্রোশ পথ ; যে কেহ যাইতে চায়
একটী হইতে অন্যে, পদ্মানদী পার
তাহাকে হইতে হয় ; শুধু নহে পার,
পথের অর্দ্ধাংশাধিক নৌযানে তাহাকে
গমন করিতে হয়, নাহি অন্য পথ।
এই পথে বঙ্গানন্দ শঙ্করনগরে
যাইবার আয়োজন কৈলা একদিন।
বিপক্ষগণের কর্ণে এ কথা যখন
লভিলা প্রবেশ ; এক মত হয়ে সবে
নূতন উপায় এক কৈলা উদ্ভাবন
সংহারিতে বঙ্গানন্দ-দেবের জীবন।
কেহ দাড়ী, কেহ মাঝি, ছদ্মবেশ ধরি
আইলা তাঁহার কাছে ; করিলা প্রস্তাব
পৌছাইয়া দিবে তাঁরে শঙ্করনগরে।
সন্দেহ সরল মনে নাহি পায় স্থান,
তাদের প্রস্তাবে বঙ্গানন্দ দিলা মত।
সায়াহ্নে ছাড়িলা নৌকা পদ্মার উপরে

দেব বঙ্গানন্দ। ঘোর অন্ধকার নিশি ;
স্থির তরঙ্গিণীবক্ষঃ ; চলিছে নৌযান
মৃদু মন্দ গতি। গত দ্বিপ্রহর নিশি ;
এতক্ষণ পরে, শশধর শুভ্র-কর-
করে উঠাইলা আঁধার-অবগুণ্ঠন
প্রকৃতির মুখ হতে ; হাসিলা প্রকৃতি ;
পদ্মানদীবক্ষে হইল প্রতিফলিত
সেই হাসি ; উপস্থিত উপযুক্ত কাল
দেখিয়া চক্রান্তকারী, নির্ম্মম অরাতি
বিনিদ্রিত বঙ্গানন্দে নিক্ষেপিল জলে।
সুখস্বপ্ন দেখিছেন সুনিদ্রার ক্রোড়ে
দেব বঙ্গানন্দ ; অপহৃত বাহ্য-জ্ঞান,
সংজ্ঞা, অঙ্গ-সঞ্চালন-শক্তি ; অকস্মাৎ
জলে পড়ি অপারগ আত্ম-সংরক্ষণে ;
বিশাল পদ্মার গর্ভে গভীর সলিল,
উত্তাল তরঙ্গমালা তাহাতে আবার
উঠিছে, নামিছে ; সে মহা আবর্ত্তে পড়ি
গেলা ডুবি। নদীনীর উদরে প্রবেশি
হরিল যা' কিছু ছিল সংজ্ঞা অবশেষ।
সলিল-প্রবিষ্ট, স্থূলোদর দেহখানি
উঠিল ভাসিয়া বিচেতন অবস্থায়,
দূরে নদীবক্ষে। আঘাতি তরঙ্গ তা'রে,
আঘাতে যেমতি শুষ্ক কাষ্ঠ ভাসমানে,
খেদাইয়া লয়ে গেল সুদূর চড়ায়।

চেতনা-বিহীন বঙ্গানন্দের শরীর
চড়ায় লাগিয়া হইতেছে আন্দোলিত
মৃদু মন্দ, মৃদু মন্দ প্রবাহ সংঘাতে।
বালুকা-পিধানে শির, অর্দ্ধাধিক দেহ
অবস্থিত নদীজলে; কখন কখন
ক্রোধাবেগে যেন, ফেণাবৃত-অবয়বা
উর্ম্মিমালা, একের উপরে অন্যে আসি
বৃথা চেষ্টা করিতেছে লইয়া যাইতে
অসাড় সে দেহে।
প্রভাতিল বিভাবরী;
পূর্ব্বাংশে দিনেশ আসি আরক্ত নয়নে
রহিলা চাহিয়া সচঞ্চলা পদ্মাপানে।
রক্তবর্ণ বীচিকুল কুল্ কুল্ রবে
দূরে পলাইছে ভয়ে। কতই নৌযান
আসিছে এ পথ দিয়া যাইছে বা কত,
কে করে ইয়ত্তা তার; দেখিল কেহ বা
চাহি শব পানে; না ফিরায়ে দৃষ্টি কেহ
আপন গন্তব্য পথে করিল প্রস্থান।
আরোহীগণের মাঝে সহৃদয় যারা,
অবতরি কিনারায় দাড়াইলা আসি
শবপার্শ্বে; মৃতজ্ঞানে আরোহী অনেক
গেলা চলি; কেহ কেহ রহিলা দাঁড়ায়ে,
কিন্তু মৃত বলি নাহি পরশিলা দেহ।
এই পথ দিয়া এক ক্ষুদ্র জলযান

আসিছে বহিত্র বাহি ; তুইটী রমণী
এ ক্ষুদ্র অর্ণবপোতে আরোহী কেবল।
কিসের জনতা দূরে এ তথ্য জানিতে
আকুলা হইলা বড় রমণী তুজনে।
ছুটিল অর্ণবযান দ্রুততর গতি,
যথায় মানব কুল আকুল হৃদয়ে
আছে দাড়াইয়া বালিকূলে শবে ঘেরি।
অপলক-দৃষ্টি মহাদেবী যশোবতী
চাহিলা শবেব পানে, ঘোর অন্ধকার
আসি আঁধারিল দৃষ্টিপথ ; বক্ষঃস্থল
উঠিল কাঁপিয়া ; ঘুরিল মস্তিষ্ক দেশ ;
সঘনে চরণদ্বয় লাগিল কাঁপিতে,
অক্ষম বহিতে দেহ ভার ; আলু থালু
বেশ ; শ্লথ কবরীবন্ধন ; উচ্ছৃঙ্খল
কেশপাশ ; হেন অবস্থায় যশোবতী
সংজ্ঞাশূন্য দেহপার্শ্বে যাইয়া বসিলা।
নারীর সাহস দেখি দর্শকমণ্ডলী
হইলা সাহসী পরশিতে শবদেহ।
যে সকল প্রক্রিয়ার হয় প্রয়োজন
পুনরুজ্জীবিতে জল-নিমজ্জিত জনে,
সার্দ্ধ-তিন ঘণ্টা ধরি ক্রিয়া সে সকল,
যশোবতী অনুনয়ে, করিলা যতনে
উপস্থিত জনগণে। ধীরে, ধীরে, ধীরে,
সংজ্ঞাশূন্য বঙ্গানন্দ নিশ্বাস, প্রশ্বাস

লইছেন। ইহা বক্ষের ক্ষীণ স্পন্দনে
বুঝিতে পারিলা সমাগত নরগণ
আনন্দে দর্শকবৃন্দ পাইলা দেখিতে,
ধীরে, ধীরে, ধীরে, সর্ব্ব শরীর ভিতরে
হইতেছে চেতনা সঞ্চার, ধমনীতে
ঈষতুষ্ণ শোণিতের তরঙ্গ বহিল।
সমবেত-জন-গণ-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত
মধুময় হরিধ্বনি উঠিল গগনে।
তর্ তরে প্রবাহিত তরঙ্গ উপরে,
সমীরণ বক্ষে করি সে মধুর ধ্বনি
প্লাবিল দুকূল। সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি
নদীর তরঙ্গমালা কল্ কল্ নাদে
অনন্ত বারিধি গর্ভে নাচিতে নাচিতে
লইয়া চলিয়া গেল। আনন্দে অধীরা
মহাদেবী যশোবতী দিলা ধন্যবাদ
সহৃদয় জনগণে। উৎসাহে তাহারা
বঙ্গানন্দ-অঙ্গযষ্ঠি ধরাধরি করি
উঠাইয়া দিল যশোবতীর নৌযানে।
চলি গেলা যাত্রীগণ স্বগন্তব্য স্থানে,
যশোবতী, ক্ষান্তি দেবী আসিয়া দুজনে
রোগী-শয্যা পার্শ্বে করিলা উপবেশন।
সন্নিহিত গ্রামোদ্দেশে ছুটিল নৌযান
ক্ষিপ্ত তীরবেগে; অচিরে পৌছিলা গ্রামে।
গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোকালয়ে

মাগিলা আশ্রয় ; অতিথি-সেবা-নিরত
ভদ্র মহাজন, পুলক-পূর্ণিত হৃদে
যতনে স্বগৃহে স্থান করিলা প্রদান।
আবাসস্থানের এক প্রান্তে অবস্থিত
সংসারের কোলাহল-বর্জ্জিত ভবন
দিলা দেখাইয়া গৃহপতি মহাশয়।
দৈব-দুর্ব্বিপাকে রোগী, কথঞ্চিৎ জ্ঞান
লভিলা যেমতি, অমনি বিকারজ্বর
ভয়ঙ্কর, আসিয়া করিল অভিভূত।
বিচক্ষণ ভিষকের তত্ত্বাবধারণে
অষ্টম দিবসে রোগী লভিলা চেতনা।
অল্পে অল্পে, দিনে দিনে, জ্বর সবিরাম
আরোগ্যের অভিমুখে ধীরে অগ্রসর
লাগিল হইতে। দিবারাত্রি যশোবতী
রোগী-পার্শ্বে বসি অবিচলিত অন্তরে
আছেন সেবা-নিরতা ; ক্ষুধাতৃষ্ণা-জ্ঞান,
নিদ্রা, ক্লান্তি, শ্রান্তি গিয়াছেন ভুলি
দেবী যশোবতী। যে সময়ে যে ঔষধ
আছে নির্দ্ধারিত, দিতেছেন সে সময়ে।
নিবারিতে অঙ্গদাহ, হস্ত, পদ, শির,
বক্ষঃ, কপোল-প্রদেশে হস্ত-সঞ্চালন
করিছেন ধীরে ধীরে ; বীজন, ম্রক্ষণ
মোচন, যখন যাহা রোগ-অধিকারে
হইতেছে আবশ্যক, করিছেন নিজে।

চাহিয়া চাহিয়া দেবী রোগীমুখ পানে
দেখিলেন আনন্দ অন্তরে, বাহ্যাকৃতি
আশাপ্রদ ; অপসৃত হইলে বারিদ
শশধর-বিভা যথা হয় নিরমল
সেই মত, বঙ্গানন্দ-মুখশশি আজ
পীড়া-অবসানে। চাহিয়া আছেন রোগী
যশোবতী-মুখ পানে ; যেন পরিচিত,
দেখিয়াছি কোথা ঠিক এইরূপ মুখ,
হইতেছে মনে ; আবার কি ভাবি মনে
মুদিছেন আঁখি। উন্মীলিয়া আঁখি পুনঃ
দেহের সমগ্র শক্তি সংগ্রহি একত্রে
জিজ্ঞাসিলা ক্ষীণ কণ্ঠে, "কোথা আছি আমি ?"

যশোবতী মাতা ন্যায়ব্রতা গৃহে ; কি চাহি এখন ?

বঙ্গানন্দ মাতৃকল্পা ন্যায়ব্রতা, মাতা সঞ্জীবনী,
দেখিতে বাসনা করি।

যশোবতী স্বকার্য্যে ব্যাপৃতা
উভয়ে এখন, সময়ে দেখিতে পাবে।

বঙ্গানন্দ কত দিন আছি আমি এ রোগ-শয্যায়
শয়ান, জান কি তুমি ? আর কত দিন
আছে এই ভোগ ?

যশোবতী পঞ্চবিংশতি দিবস
রহিয়াছ এ শয্যায় ; কেমনে বলিব
আর কত দিন তুমি ভোগিবে পীড়ায়।
বিগত বিষয় বলা নহে সুকঠিন,

ভবিষ্যৎ কথা বল বলিব কেমনে ?
এই মাত্র বলিতে সক্ষমা অনুমানে,
আজ হ'তে এক পক্ষ কাল অতিগতে
নিরাময় হইবার আছে সম্ভাবনা ;
আর এক পক্ষ কাল তাহার উপরে
লাগিবে পাইতে বল।

বঙ্গানন্দ — কে তুমি ? আমায়
প্রকাশিয়া বল। প্রায় সমুদয় দিন
তোমায় দেখিতে পাই আমার এখানে
বসিয়া থাকিতে। যামিনীতে জাগি যবে,
দেখি তুমি আছ বসি শিয়রে আমার ;
আত্মপরিচয় দানে তোষ এ আশ্রিতে।

যশোবতী — যাহা দেখিতেছ মোরে, প্রকৃতই তাই
আমি ; আতুরের সেবাদাসী, এই দাসী ;
অধীনীর প্রভু যিনি, তিনিই তাহাকে
করেছেন এই শুভ কার্য্যে নিয়োজিত।
কত দিন থাকিব এখানে, নাহি জানি,
প্রভুর আদেশ পুনঃ পাইব যখন
তখনি যাইব চলি।

বঙ্গানন্দ — কোথা যাবে বল ?

যশোবতী — কেমনে বলিব ? আগমন, নির্গমন
নহে মম ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছাময় যবে
করিবেন ইচ্ছা, সেই দিন যাব আমি।

বঙ্গানন্দ — কে তোমার ইচ্ছাময় পারি না বুঝিতে,

এমন ইচ্ছা বা কেন হইল তাঁহার,
এই কষ্টে ফেলিতে তোমায়।

যশোবতী — কষ্ট কোথা!
কোথা কষ্ট? কিছুই তো পাই না দেখিতে।

বঙ্গানন্দ — কষ্ট ভোগ করিয়া আসিছ এতদিন,
আরো কত দিন হবে হেন কষ্টভোগ
নাহিক স্থিরতা; ভাবিলে কষ্ট তোমার
কষ্ট হয় মোর মনে।

যশোবতী — কি কষ্ট আমার?
কার্য্য হেতু আসিয়াছি এ ভবভবনে;
কার্য্যই জীবন; হইয়াছি নিয়োজিত
এই কার্য্যে; কার্য্যশেষে, আবার নূতন
কার্য্যে হইব প্রেরিত, কার্য্যশেষ কোথা?
কষ্টোদ্ভব স্থান, মন; কার্য্যে অভিলাষ
থাকে যদি বিদ্যমান, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ
কোন কার্য্যে নাহি কষ্ট।

বঙ্গানন্দ — কোথায় জনক?
জননী বা কোথা? কাহাকেও নাহি দেখি;
তাঁহারা আমার কথা গেছেন কি ভুলি?

যশোবতী — সময়ে দিবেন দেখা, কার্য্যে গুরুতর
নিয়োজিত আছেন উভয়ে; আবশ্যক
বুঝিব যখন, তখনি ডাকিয়া দিব।
যদি কোন অসুবিধা বুঝেন আপনি
প্রকাশি বলুন মোরে; নিবারিতে তাহা

প্রাণপণে করিব যতন দুই জনে।
যখন দেখিব আপনার অভিযোগ
আমার দ্বারায় নাহি হইছে পূরণ,
তখনি দৌড়িয়া গিয়া পিতায়, মাতায়
যেখানে পাইব ডাকি আনিব এখানে।
ঈশ্বর করুন যেন হেন দুঃসময়
নাহি ঘটে।

বঙ্গানন্দ অভাব ও অভিযোগ! কোথা?
একাকিনী দিবানিশি রোগীর শিয়রে
বসিয়া যে সেবা করে, তাহার শরীর
কত দিন থাকে ভাল? সংজ্ঞা লভি যবে
খুলি আঁখি, দেখি তব শশাঙ্ক-বদন
উজলিছে গৃহাকাশ, অপর কাহাকে
পাইনা দেখিতে।

যশোবতী একাকিনী নহি আমি,
মম প্রিয়সহচরী আছেন এখানে।
কার্য্যান্তরে বহির্দ্দেশে যাই আমি যবে,
তিনিই আমার কার্য্যে থাকেন এখানে।
সর্ব্বদায় অভিভূত বিঘোর বিকারে
লোক চিনিবেন কিসে? এখন আমায়
দেখিয়া সম্মুখে, ভাবিছেন একাকিনী
আমিই কেবল খাটিতেছি অহোরহঃ।

পঞ্চত্রিংশ দিন পরে জ্বর ও বিকার
হলো তিরোহিত; বঙ্গানন্দ দিনে দিনে

যতই আরোগ্য-লাভ লাগিলা করিতে,
যশোবতী দেবী তত চক্ষু-অন্তরালে
লাগিলা যাইতে; ক্ষান্তিদেবী-যাতায়াত
রোগীর কুটীরে তত হলো বিবর্দ্ধিত।
দয়াময়ী ক্ষান্তিদেবী, স্নেহের পুতলী,
গম্ভীর প্রকৃতি, প্রেম-প্রীতি-প্রস্রবণ;
উছলিয়া উঠিতেছে তা'য় কলোচ্ছাস,
তরঙ্গাভিঘাতশূন্য প্রেমের প্রবাহ
অন্তস্থলভেদী; বাহির হইতে দেখ
উদ্ভাসিছে বিভা তা'র স্নিগ্ধআভারূপে
প্রফুল্ল বদনে। তৃষিত নয়নে চাহি
সেই মুখশশি পানে বঙ্গানন্দ দেব
কহিলেন ধীরে ধীরে ঃ—"এ যাবত যিনি,
করিতেন প্রতিদিন শুশ্রূষা আমার,
কোথায় গেছেন তিনি? ক'দিন যাবত
তাঁর দরশন-সুখে, দুরাদৃষ্টবশে
হয়েছি বঞ্চিত। আর কি তাঁহার দেখা
ঘটিবে না ভালে? বহুকষ্টে আনি দিলা
সঞ্জীবনীশক্তি আমার অসাড় দেহে;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়! হইনু বঞ্চিত
বিদায়ের শেষ কথা করিতে শ্রবণ,
দেখিতে অথবা বিদায়ের শেষ দেখা।"

ক্ষান্তি নহেন নিষ্ঠুরা এত প্রিয়সহচরী,
যেরূপ আপনি তাঁরে ভাবিছেন মনে।

বিশেষ কি কার্য্য আছে নিকটে কোথায়,
গিয়াছেন সেই কার্য্যে ; পরশ্ব-প্রত্যূষে
তথাকার কার্য্য সাধি আসিবেন ফিরি,
হেথা ; একেবারে যদি যাইতেন চলি,
লইতেন আপনার নিকটে বিদায়।
আমি, প্রিয়সহচরী, আমরা দুজনে
বিচ্ছিন্ন শরীরে ; সখীভাবে উভয়েই
মানব-সমাজ-চক্ষে হই প্রতিভাত।
সূক্ষ্মদৃষ্টি যাঁহাদের, দেখেন তাঁহারা
একটী আত্মায় অনুজীবিত আমরা।

বঙ্গানন্দ
বুঝি না তোমার কথা, চাহি না বুঝিতে ;
একটী বিষয়, মাত্র একটী বিষয়
জানিতে আগ্রহ বড় হইছে আমার,
সরল ভাষায় যদি দাও প্রত্যুত্তর
তবেই জিজ্ঞাসা করি। সঙ্গিনী তোমার
কোন্ নামে পরিচিত, কেবা পিতা মাতা,
কোথায় আবাস গৃহ, কি কার্য্যে ব্যাপৃতা ?
বড়ই অধীর চিত্ত জানিতে এ সব ;
দয়া করি কহ, দেবি ! এ মিনতি মম।

ক্ষান্তি
ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতা সহচরী
মানব-সমাজে ; যে নাম যে ভালবাসে,
সেই নামে ডাকে তাঁরে, সবিশেষ নাম
নাহি জানি, আমি ডাকি প্রিয়সখী বলি।
জানি না জননী-নাম, জানিব কেমনে

শুনি নাই কারো মুখে কি নাম তাঁহার।
নিত্য নামে পরিচিত স্বরূপার্থে যিনি
সখীর জনক তিনি। নিবাস তাঁহার
নাহিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ; যেথানে যে ডাকে
বনবাসে কি প্রবাসে, সেখানে তখন
যাইয়া করেন বাস প্রিয়সখী সম,
আজ কাল এইখানে করিছেন বাস।
প্রীতিকর কার্য্য যত এ ভবসংসারে
লিপ্তা সে সকলে ; এর বেশী পরিচয়
দিতে অক্ষমা এ দাসী।

বঙ্গানন্দ উপযুক্ত সখী
পাইয়াছে তব সখী! পূর্ণ কুতূহল!

ক্ষান্তি স্ত্রীলোকের পরিচয় কেন, ওহে দেব!
জানিতে বাসনা এত? গোপনে থাকিতে
অভিলাষ যার, তাহাকে সে গোপনীয়,
শান্তিময় স্থান হতে টানিয়া আনিলে,
নহে কি তা, শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি?

বঙ্গানন্দ জানি না কি লাভ তাঁর আত্ম-সংগোপনে ;
তোমার প্রিয়সখীকে আমি কত বার,
কতই মিনতি করি, করেছি জিজ্ঞাসা
আত্ম-পরিচয় দিতে ; হয়েছি বিফল।
চাহি না করিতে পীড়াপীড়ি বারম্বার ;
কিন্তু এক কথা, কেবল একটী কথা,
জিজ্ঞাস্য আছে আমার, দিবে কি উত্তর?

ক্ষান্তি প্রত্যুত্তর, সদুত্তর, কথা না শুনিলে
কেমনে বলিব, দিব কি না? কহ শুনি
প্রকাশিয়া জিজ্ঞাস্য তোমার।

বঙ্গানন্দ উপস্থিত
কোন্ কার্য্যে, কোন্ স্থানে প্রিয়সখী তব
আছেন নিযুক্ত? হয়তঃ বলিবে তুমি,
কি কাজ আমার জানিয়া সে সব কথা।
অনাহারে, অনিদ্রায় যিনি এত দিন
আমার পরিচর্য্যায় ছিলেন নিরতা,
ভাবিলে তাঁহার আকস্মিক তিরোধান,
ঔৎসুক্য আপনি আসি করে উদ্বেলিত
মনে, তাই জিজ্ঞাসিতে অজিজ্ঞাস্য কথা
হয়েছি উদ্যত।

ক্ষান্তি কত লোক, কত কাজ
করে সংগোপনে, উদ্দেশ্য সাধন হলে,
প্রকাশে জনসমাজে; আছে এ জগতে
কার্য্য বহুতর, প্রারম্ভে যা' প্রকাশিলে,
উদ্যম-ভঙ্গ সম্ভব; বিঘ্ন অভিনব,
অপ্রত্যাশিত অথবা, পাইয়া সময়
প্রত্যবায়রূপে আসি সম্মুখে দাঁড়ায়।
শিখ, বঙ্গানন্দ! ভদ্রোচিত ব্যবহার,
শিষ্ট আচরণ। বলিয়াছি কত বার
আপনি যে কথা নাহি চায় প্রকাশিতে
তোমার স্বকাশে কেহ, উচিত কি তব

নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখাইয়া বারংবার
জিজ্ঞাসিতে সেই কথা ? দুঃখে দহে মন
তোমায় হতাশ করি ; কোমলতা-গুণ
কর্ত্তব্য-ইন্ধন-পূরোভাগে সংস্থাপিলে
আপনি গলিয়া যায়, ভস্মে অবশেষে
হয় পরিণত ; কর্ত্তব্য-প্রসূত বাধা
দোষ যদি বল, সদা তাহা মার্জ্জনীয় ।
দেবীমুখ-বিনিঃসৃত কঠোর ভাষিত
শুনি বঙ্গানন্দ দেব হইলা নীরব ।
অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখি ফিরাইলা দৃষ্টি
বসুধার দিকে ; বিন্দু, বিন্দু স্বেদকণা
আচ্ছাদিল মলিনাভ বদন-পঙ্কজ ।
বুঝিতে পারিলা ক্ষান্তিদেবী নিজ মনে,
তার তীক্ষ্ণ বাক্যশর রোগী বক্ষঃ ভেদি
কোমল মরমদেশে করেছে আঘাত ;
মরমে পাইলা ব্যথা, কিন্তু অনুপায় ;
অন্তরে রাখিলা চাপি অন্তরের জ্বালা ।
অতি সুকোমল স্বরে রোগীকে সম্ভাষি
কহিতে লাগিলা ঃ—"ক্ষম অপরাধ, দেব !
ক্ষম মোরে, বলিতে নিষেধ আছে যাহা,
কেমনে সে কথা, বল, বলিব তোমায় ।
প্রিয়সখী-সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয়
জানাইয়া মিটাইতে নারিনু পিপাসা,
সময়ে জানিতে পাবে স্থির কর মন ।

তোমার সান্ত্বনা তরে এই মাত্র বলি,
যে কার্য্যের ব্যপদেশে নানা স্থানে তুমি
ভ্রমণ করিতেছিলা ; ক্ষুদ্র, নীচাশয়
নরাধমগণ, যে উদার মহানীতি
শুনিয়া তোমার মুখে, বিলুপ্ত হইবে
আপনাদিগের প্রতিপত্তি, স্বার্থ, সুখ
এইরূপ কল্পনা করিয়া মনে মনে,
নিক্ষেপ করিয়াছিল নিদ্রিত তোমায়
পদ্মার গভীর গর্ভে নাশিতে জীবন ;
সদাচার পথ-ভ্রষ্ট, ঘোর কদাচারী
সে সব দুর্ব্বৃত্তগণে লইতে সুপথে
গিয়াছেন সহচরী নির্ভরি সাহসে।”

পঞ্চাশৎ দিন গতে নিরাময় দেহ
বঙ্গানন্দ ; যথা ইচ্ছা যাইতে সক্ষম।
পুষ্ট কলেবর, শারীরিক দুর্ব্বলতা
অপনীত ; দ্বিগুণিত বেগে পূর্ব্বতেজ
অসমাপ্ত কার্য্যে তাঁরে করিছে উদ্রেক।
অলস, বিশ্রাম-সুখে করে অন্বেষণ ;
অনলস, সময়কে মহামূল্য নিধি
বলি করে জ্ঞান ; কর্ত্তব্যপরায়ণতা
দ্বিতীয়ের পক্ষপাতী, রোষকষায়িত
নেত্রে সদা প্রথমকে করে দরশন।
অস্থির, উন্মত্ত বঙ্গানন্দ মহাবীর
প্রবেশিতে কার্য্যক্ষেত্রে ; মহাদেবী ক্ষান্তি,

শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধরি, প্রার্থিলা তাঁহাকে
আরো কিছুদিন তথা লভিতে বিশ্রাম।
গৃহস্বামী, প্রতিবাসী সকলেই আসি
ক্ষান্তিদেবী মতে মত করিলা প্রকাশ।
সর্ব্বজন-অনুনয় এড়াতে না পারি
সম্মত হইল বঙ্গানন্দ ; পক্ষকাল
কাটাইতে সেই গৃহে। কিন্তু অবিরাম
পরিশ্রম যাঁহারা ভাবেন সুখকর,
তাহাদের পক্ষে অলসে দিনযাপন
কারাক্লেশ সম। হিতৈষীর অনুরোধ
উপেক্ষা করাও নহে সুনীতি-সঙ্গত।
এইরূপ নানা চিন্তা করি মনে মনে
অবশেষে বঙ্গানন্দ করিলেন স্থির,
গ্রামপার্শ্বস্থিত নাতিদূরবর্ত্তী গ্রামে
যাইয়া দিবেন শিক্ষা যত অশিক্ষিতে।
উদ্যোগী পুরুষ যাঁরা তাঁদের সংকল্প,
সময়ের মুখ চাহি থাকে না বসিয়া।
প্রতিদিন বঙ্গানন্দ উঠিয়া প্রত্যূষে,
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া সৎ উপদেশ
বিলাইতে লাগিলেন পল্লীবাসী নরে।
শ্রমপূর্ণ দিনগুলি দেখিতে দেখিতে
আসিয়া চলিয়া যায় ; কর্ম্মপটু নর
পারে না বুঝিতে তাহা দীর্ঘ কতদূর।
কৃতকর্ম্ম-সংখ্যাতেই কাল-পরিমাণ

করে তারা নির্দ্ধারিত। দুই পক্ষকাল
পক্ষধারী পক্ষী মত গিয়াছে উড়িয়া
বিস্মৃতির অন্তহীন গর্ভে, চিহ্নমাত্র
নাহি অবশেষ। দেখা দিলা যশোবতী
এত কাল পরে ; জাগিল নিদ্রিত প্রেম
উভয়ের মনে। বঙ্গানন্দ-মুখ হেরি
নাচিল আনন্দে যশোবতীর অন্তর,
নাচে যথা পতিব্রতা সতীর অন্তব,
প্রবাসী-পতির মুখ বহুকাল পরে
দরশন করি। কত দিন অতিগত,
কতই মনের কথা বঙ্গানন্দ দেব
জিজ্ঞাসিবে প্রবাসিনী হিতৈষিণী জনে
নির্জ্জনে, মানসে তাহা রেখেছিলা গাঁথি।
আকাঙ্ক্ষিতা রমণীকে সম্মুখ-আগতা
দেখি বঙ্গানন্দ দেব, আনন্দে, ঔৎসুক্যে
গেলা ভুলি কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে।
বিভিন্নপথগামিনী নিম্নগা যেমতি
এক মহানদী সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া
একই তরঙ্গে ধায় সাগরাভিমুখে,
তেমতি ইন্দ্রিয়গ্রাম মিলিয়া সকলে
বঙ্গানন্দ-দৃষ্টিমার্গ-অভিমুখে বেগে
হইল ধাবিত। তড়িত প্রবাহ যথা
সঞ্চারি সর্ব্বশরীরে করে অভিভূত,
সংহরে শকতি ; পুলক-প্রবাহ তথা

হরিল দেহের সঞ্চালন-ক্রিয়া যত।
এক দৃষ্টে যশোবতী দেবী-মুখ-পানে
রহিলেন চাহি বঙ্গানন্দ বঙ্গরবি ;
স্ফুরিল না বাক্য, বিগলিত অশ্রুধারা
বহিল অজস্রধারে নয়নযুগলে।
অপরের অশ্রু দেখি যাহার নয়ন
নাহি করে অশ্রুপাত নীরস সে আঁখি।
চাহিলেন বঙ্গানন্দ যশোবতী পানে,
উথলিল দুঃখসিন্ধু সমবেদনায়,
নারিলা বারিতে দুই নয়ন-প্রবাহ।
দুহাতে মুছিয়া আঁখি, দিলেন মুছায়ে
বঙ্গানন্দ-আঁখি-যুগ ; নয়নে নয়নে
কহিল কতই কথা, রসনায় যাহা
শত চেষ্টা করিয়াও হয় না বাহির ;
ভাষায় নাহিক শব্দ আনুকূল্যে যার,
তৎকালিক উভয়ের মনোগত ভাব
একে অপরের কাছে করেন প্রকাশ।
নিস্তব্ধে, নীরবে উভয়ে উভয় পানে
রহিলা চাহিয়া, কতক্ষণ, কেহ তাহা
নারিলা বুঝিতে। কাঁপাইয়া গ্রীবাদেশ
বাহিরিল বীণাবিনিন্দিত মৃদু স্বর
দেবীর রসনা হতে। "বাহিক আকৃতি
বলে সবে শারীরিক মঙ্গল-দ্যোতক ;
সত্য যদি, প্রাণ খুলে তবে আমি বলি

পূর্ণ মম মনোরথ ; কষ্ট-শ্রম-জাত-ফল
বিতরে আনন্দ সদা ; সেই ফল আজ
পাইয়াছি ভাগ্যবশে ; আমার সমান
কে আছে সৌভাগ্যবতী এ মহীমণ্ডলে ?
আনন্দ অন্তরে, নবীন উৎসাহে মাতি
প্রবেশিব কার্য্যক্ষেত্রে ; আপনিও, দেব !
আপনার কার্য্যক্ষেত্রে করুন গমন।
ঈশ্বর করুন যেন আপনার যশঃ
উদিয়া নভোমণ্ডলে করে উদ্ভাসিত
দিঙ্‌মণ্ডল বিমল বিভায় ; পৃথ্বীবাসী
নরনারী গায় যেন তব যশোগীতি।”

বঙ্গানন্দ বহু কাল পরে, দেবি ! এ দীন, অভাগা
পাইল তোমার দরশন ; কষ্ট কত
পাইতেছি মরমে মরমে দিবানিশি,
কেমনে তা' প্রকাশিয়া বলিবে তোমাকে।
কে তুমি রমণী ? অক্ষম বুঝিতে আমি
মহিমা তোমার। কত চিন্তা সুগভীর,
কতই মহানুভবতা, দয়া, উদারতা
বিনিহিত আছে ওই হৃদয়-কন্দরে,
মম সম ক্ষুদ্র নরে বুঝিবে কেমনে !
মানব-দুর্লভ ওই চরিত্র তোমার
যতই মনের মাঝে করি আলোচনা,
ততই বিচিত্র বলি হইছে প্রতীতি।
অপার করুণা তব ভাবিলে মানসে

উথলিয়া ভক্তি-সরঃ হৃদয়-প্রদেশ
করে পরিপ্লুত ; কৃতজ্ঞতা-সুধারসে
ভরে দেহ, সরে না বচন ; প্রকাশিয়া
সেই ভাব, অপরে কেমনে, জানাইব
পাই না খুঁজিয়া ; খুঁজে খুঁজে দিশে হারা।
বলিতে অক্ষম বলি অকৃতজ্ঞ জ্ঞান
করিও না অভাগায়, এ মিনতি মম।
গভীর তরঙ্গাকুল গিরিজা-গরভে
আছিনু পড়িয়া বিচেতন অবস্থায়,
আলিঙ্গিয়া কে আমার বিচেতন দেহে
মাতৃ সম স্নেহে, কৈলা চেতনাসঞ্চার ?
না, দেবি ! তোমার কৃত এই উপকার
বিস্মৃত যদ্যপি হই, মানবসমাজে
গণ্য নহি আমি। কি করিলা তার পরে ?
পরিহরি আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতা,
তেয়াগিয়া আপনার জীবনের ব্রত,
বিস্মৃত হইয়া স্বজনের ভালবাসা,
ছাড়িয়া ভবন, প্রিয় পরিবারগণে,
নিরাশ্রয় অনাত্মীয় জনের জীবন
রক্ষিতে, দিবস রাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসি
অনাহারে, অনিদ্রায় করিলে শুশ্রূষা।
নিঃস্বার্থ তোমার এই উপকার কথা
যতই মানসে মম হইছে উদয়,
ভুলিয়া যাইছি আমি আছি ধরাধামে।

ভাবিতেছি যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে আসি
হইয়াছি উপনীত ; ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ,
পাশবিক অপগুণ যত, নারে যথা
নিবসিতে ; আপন ও পর নহে কেহ।
খুঁজিয়া পাই না দেবি ! কি দিয়া তোমায়
দেখাইব কৃতজ্ঞতা।

যশোবতী আসি নাই, দেব ?
শুনিতে প্রশংসাবাণী, কৃতজ্ঞ বচন ;
আপন কর্ত্তব্য পালি কে করে প্রয়াস
শুনিতে অপরমুখে নিজ স্তুতিবাদ ?
মনের সন্তোষ, কর্ত্তব্যের পুরস্কার ;
ইহার অধিক করে প্রত্যাশা যাহারা
তাহারাই স্বার্থপর। প্রতি-উপকার
করিতে একান্ত যদি বাসনা তোমার,
যাও তবে নিজ কাজে, যে কার্য্য সাধিতে
পড়িয়াছ এ বিপদে, তার সংসাধনে
হব আমি পুরস্কৃত। দিলাম দেখায়ে
কৃতজ্ঞতা দেখাবার পথ পরিষ্কার ;
যাও সেই পথে ; সাধনা হইলে সিদ্ধ
নিশ্চয় জানিও মনে, তব কৃতজ্ঞতা
হইবে আমার প্রতি পূর্ণ-প্রদর্শিত।
"দেবী কি মানবী ? কিবা রূপে, কিবা গুণে,
কে এই রমণীরত্ন পারি না বুঝিতে।
যেন কোথা দেখিয়াছি ; ঠিক এই স্বর

শুনিয়াছি যেন কোথা। হয় না তো মনে।
স্বপ্ন মত এই আসে, এই যেন আসে
মনে; আসে না তো! কত দিন নিরজনে
বসিয়া একাকী ভাবিয়াছি কত বার;
কিন্তু হায়! বিফল আমার চিন্তা যত!
জিজ্ঞাসিনু সঙ্গিনীকে, তিনিও বিমুখ
সদুত্তরদানে। এক মাত্র নারী চিনি,
জীবনে কেবল এক মাত্র যাঁর সনে
হয়েছিল বাক্য-বিনিময়। যশোবতী,
মহাদেবী যশোবতী হবেন কি ইনি?
সাদৃশ্য অনেক আছে, অসাদৃশ্য কম;
তাহা তো হয় না বোধ। দেবী যশোবতী
পুরাঙ্গনা। সন্ন্যাসিনী, সংসার-ত্যাগিনী
এ রমণী; কি উপায়ে মনের সংশয়
করি দূর?" এই রূপ চিন্তাস্রোতে যবে
অভিভূত বঙ্গানন্দ-চিত, যশোবতী
সাদরে সম্ভাষি তাঁরে লাগিলা কহিতে:—
"কি ভাবনা, দেব! ব্যথিছে অন্তরদেশ?"

বঙ্গানন্দ কি আর বলিব, দেবি! জিজ্ঞাসিব কিবা?
সদুত্তর পাইবার নাহি সম্ভাবনা
যথা, জিজ্ঞাসিয়া তথা পাইব কি ফল?
যিনি এ জীবনদাতা, তাঁর পরিচয়
জানিতে লোলুপ মন।

যশোবতী সময় আসিলে

অবশ্যই দিব পরিচয়, সে কারণে কেন
হইছেন ব্যস্ত এত ? স্ত্রীলোক আমরা,
আমাদের সবিশেষ পরিচয় জানি
কি লাভ ? সামান্য বুদ্ধি, পারি না বুঝিতে।
মানবের পরিচয় নাহি হয় নামে
কিম্বা বংশে, জন্মস্থানে ; কার্য্যবলে নরে
হয় পরিচিত। দেখিতেছ—ব্যবহারে,
বেশে, আমরা দুজনে সংসারত্যাগিনী
সন্ন্যাসিনী ; এ পন্থার পথিক যাহারা
অপরের সন্নিধানে তাহারা কথন
নাহি দেয় পরিচয়।

রঙ্গানন্দ এক দিকে দেখি
দয়া-প্রস্রবণ, অন্য দিকে মরুভূমি।
এক আঁখি দিয়া ঝরে সকরুণ ধারা,
অন্য আঁখি উগারে জ্বলন্ত হুতাশন
ঝলকে ঝলকে ! বিচিত্র নারী-চরিত্র !
যত দূর দয়া লোকে পারে দেখাইতে
এ জগতে, দেখাইলে তাহা অকাতরে ;
যখনি দেখিলে কার্য্য হইল নিঃশেষ,
অমনি অদৃশ্য হলে ; এ কাঠিন্য, দেবি !
শিখিলে কোথায় ? প্রাণপণ যত্ন করি
বাঁচাইলে যাঁরে ; সুস্থির, সুস্থ, সবল
দেখিতে তাহারে না চায় কাহার মন ?
সিঞ্চি জল শুষ্কপ্রায় যে পাদপমূলে

বাঁচায় মানবে, নবোদ্গম ফল ফুলে
হলে সে শোভিত, রক্ষক কি প্রীতি চোখে
চাহে না তাহার দিকে? তাঁহার হৃদয়
হয় না কি পূর্ণ প্রীতিরসে? অহৃদয়া
তুমি, দেবি! জীবন-দায়িনী তুমি, তাই বলি।
পাইয়াছি এ জীবন তোমার কৃপায়,
এ জীবন তব; আকাঙ্ক্ষা, বাসনা তার
তুমি যদি না পূরাবে, কে আর পূরাবে?
এত দয়া হৃদে যার, সে কেন নিষ্ঠুরা
আশ্রিতের প্রতি? নিষ্ঠুরা রমণী জাতি!

যশোবতী নিষ্ঠুরা নহে রমণী, নিষ্ঠুর হৃদয়
নহে তাহাদের। সর্ব্বদর্শী বিশ্বধাতা
মাতৃস্নেহ পূর্ণ করি যাদের হৃদয়
করেছেন সৃষ্টি, তাহারা নিষ্ঠুরা হলে
রুদ্ধ হতো ধরাতলে জীবস্রোত-গতি।
দিন দিন তব স্বাস্থ্যে ক্রমোন্নতি দেখি,
তোমার সেবার ভার ভগিনী উপরে
সমর্পণ করি, গিয়াছিনু সমাপিতে
তোমার প্রারব্ধ কার্য্য। বলিতে পারি না
কিবা অসুবিধা ঘটিয়াছে তব ভালে
আমার অবর্ত্তমানে। বৃথা দুর্ভাবনা
অকারণে নিজ মনে ডাকিয়া আনিয়া
দুর্ব্বল হৃদয় কেন করিছ ব্যথিত?
কে তুমি? কে আমি? এইরূপ তুমি, আমি

আছে কত এ মহীতে কে পারে বলিতে ?
এই তুমি, আমি ভেদ যখন মানসে
ভেঙ্গে চুরে মিলায়ে মিশায়ে একটীতে
—আমিতেই পারিবে গড়িতে ; সে সময়ে,
নহে পূর্ব্বে তার, সক্ষম হবে বুঝিতে,
আমি কিম্বা প্রিয়সখী যাহার উপরে,
তোমার শুশ্রূষাভার করিয়া অর্পণ
গিয়াছিনু প্রিয় কার্য্য সাধিতে তোমার,
উভয়েই এক।

বঙ্গানন্দ উভয়েই এক কিসে ?
নিজ কার্য্য অনুসারে সকলেই দায়ী ;
কল্পনা-প্রসূত তব এ একত্ব-ভাব
ক্ষণমাত্র পারে না তিষ্ঠিতে জ্ঞানালোকে।

যশোবতী দায়িত্ব, স্বাতন্ত্র্য দোঁহে এক সূত্রে গাঁথা,
একের অভাবে অপরের অবস্থান
না হয় সম্ভব। কিন্তু বদ্ধ একতায়
হইয়া যখন, দশে মিলে করে কাজ,
তখন সে কার্য্য তরে দায়ী সর্ব্বজনে
সমভাবে। পার্থক্য এখানে, বল কোথা ?
ব্যক্তিগত কার্য্য হেতু দায়ী মোরা সবে
ভিন্ন ভিন্ন রূপে, এ কথা স্বীকার করি।
কার্য্যভার দিয়াছিনু সখীর উপরে,
এখানে পার্থক্য তুমি পাইলে কোথায় ?
যাউক সে কথা, থাকে যদি অনুযোগ

সখীর বিরুদ্ধে, প্রকাশিয়া কহ, শুনি।

বঙ্গানন্দ মহত্তম তত্ত্ব আনি, ক্ষুদ্রতম কাজে
বৃথা কেন কর সময়ের অপব্যয়।
তুমি কিম্বা সখী তব, পৃথক কি এক,
চাহি না করিতে আমি তর্ক এ বিষয়ে।
আমি যা' বলিতে চাই সামান্য সে কথা,
হয়েছিনু ধৈর্য্যহারা তোমায় না দেখি;
অযাচিতভাবে আসি যে জন জীবন
করেন অপরে দান, তাঁর অন্তর্ধান
হয় যদি অকস্মাৎ, উপকৃত জন
কত হন উৎকণ্ঠিত ভাবি দেখ মনে।
কোন অসুবিধা মোর, জানিও নিশ্চিত,
ঘটে নাই তব প্রিয়সখীর সময়ে।

যশোবতী হইনু সন্তুষ্ট অতি শুনি তব কথা,
করি নাই অমি কিম্বা প্রিয়সখী তব
সবিশেষ কোন কাজ। কর্ত্তব্য-সাধন,
লোকে যাহা সততই করে স্বভাবতঃ,
তাহাই করেছি মাত্র। এই মোরা জানি
সুযোগ পাইয়া যেবা অপরের হিত
যথাসাধ্য সাধিবারে না করে যতন,
বৃথা তার নরজন্ম এই ধরাধামে।
হীনা নারী আমি, কি সাধ্য আছে আমার
মৃতে করি জীবন-সঞ্চার, স্বকর্ত্তব্য
করেছি পালন, তার জন্য নহি আমি

ধন্যবাদ-পাত্রী। যাঁহার করুণা বলে
পেয়েছ জীবন, কর স্মরণ তাঁহাকে।
কে কাহাকে পারে জীবন করিতে দান?
একই জীবনী-সূত্রে মানবনিকর
রয়েছে গ্রথিত, খসিতেছে কে কখন,
কে কখন সেই স্থান করে অধিকার,
কেহ না বলিতে পারে; মোর পার্শ্বে গাঁথা
ছিলে তুমি, পতনোন্মুখ তোমায় দেখি
ধরেছিনু, না ধরিলে ধরিত অপরে;
অথবা নিজেই ধীরে ধীরে লভি বল,
নিজেই আবার সেই সূত্র আঁকড়িয়া
পারিতে ধরিতে। কে কাহার আত্ম, পর?
সকলেই সেই এক ঈশ্বর-সন্তান,
তাঁহারি মহিমামাত্র করিতে প্রকাশ
আসিয়াছি ভূমণ্ডলে; কার্য্য শেষ হলে
তিনিই আবার ডাকি লইবেন কোলে।
এই সত্য না বুঝিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থে ভুলি
পরমার্থে করি নষ্ট; আপনার জনে
পর করি ফেলি, নিজে শেষে মরি প্রাণে।
ডাকিছেন সদা যিনি, তাঁহার সে ডাকে
উত্তর না দিয়া ধাই বিপরীত দিকে।
দেব বঙ্গানন্দ! তুমি কি আমার পর?
তোমার জনক যিনি তিনি কি নহেন মম?
একই পিতার পুত্র, পুত্রী মোরা দোঁহে,

পরস্পর পর বল হইনু কেমনে।

বঙ্গানন্দ ধন্য নারী তুমি, ধন্য শিক্ষা তব ;
ক্ষুদ্র আমি, কেমনে বুঝিব গভীরতা
তব হৃদয়ের ; তোমার এ বিশ্বপ্রেম
বুঝিতে ক্ষমতা যদি থাকিত আমার,
নর মধ্যে ধন্য আমি ভাবিতাম মনে।
একটী জিজ্ঞাস্য আছে—বলিয়াছ তুমি
ভগিনীকে রাখি হেথা গিয়াছিলে মম
কার্য্য-সম্পাদনে। কেমনে জানিলে তুমি
কি কার্য্যে নিযুক্ত আমি ? নাহি পরিচয়
তোমাদের সনে, চিন না কেহই মোরে।
আমার কি কার্য্য তবে জানিলে কেমনে ?

যশোবতী আপনাকে ক্ষুদ্র বলি ভাবেন মহতে,
নিজের মহত্ব তিনি পান না দেখিতে।
সাধারণ জন কিন্তু মহত্ব তাঁহার
কীর্ত্তন করিয়া থাকে তাঁহার অজ্ঞাতে।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যারা, মহতের নাম
লোক-পরম্পরা হ'য়ে থাকে অবগত।
মহৎ কি সে সকলে চিনেন কখন ?
আমরা তোমাকে চিনি, তোমার সংবাদ
যাহা কিছু জিজ্ঞাসিবে, সকলি তোমায়
এখনি বলিতে পারি।

ক্ষম দোষ, দেবি !

বঙ্গানন্দ দোষী যদি কোন দোষে অজ্ঞতা-বশতঃ,

তোমাদের কাছে, দাস। ক্ষুদ্র যে তোমরা,
পেয়েছি যথেষ্ট পরিচয়; এ জীবন
তোমাদের স্নেহে বাঁধা; জানিতে উৎসুক,
সে কারণে পরিচয়; বলিতে জানি না
কথা; কি ভাবে বলিলে হবে তৃপ্তিকর
নাহি জানি; অনভ্যস্থ রমণী-সমাজে
আশৈশব; অজ্ঞানতঃ যদি কোন কথা
—অধম-মুখ-নিঃসৃত, ভাব গ্লানিকর,
অন্তরের প্রতি চাহি, আন্তরিক ভাবে
করিও গ্রহণ; মনই দোষ-আকর।
যশোবতী দেখিতে, শুনিতে পাই দেশহিত তরে
ভ্রমণ করিছ তুমি প্রতি বঙ্গগৃহে।
আমি ও আমার প্রিয়তমা সহচরী
আমাদের প্রিয় কার্য্য করিতে সাধন
হয়েছিনু বহির্গত ত্যজি স্বভবন।
যেখানে যথায় মোরা করেছি গমন
দেখিতে পেয়েছিঁ তব কৃতকার্য্য-ফল
স্বচক্ষে; যে দিন পদ্মা নদীতে নৌ-যানে
আরোহিলা স্থানান্তরে যাবে মনে করি,
আমরাও সেই দিনে উঠিনু নৌকায়
তোমার অনুসরণে; কিন্তু দৈববশে
নৌ-যান-চালকগণ বহিত্র-তল্লাসে
কাটাইল প্রহরেক, পড়িনু পশ্চাতে।
সৈকতে দণ্ডায়মান নরপশু কত,

অন্যের অশ্রুতভাবে তোমার বিষয়ে
কত কি বলিতেছিল নারিনু বুঝিতে।
অসম্বন্ধ-বাক্য যাহা অস্পষ্ট শবদে
প্রবেশিল কর্ণ-রন্ধ্রে, বুঝিনু তাহাতে,
কতিপয় ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থ-নাশ-ভয়ে
তোমারই সর্ব্বনাশে হয়েছে তৎপর।
চালাইনু নৌকা বেগে, সব চেষ্টা বৃথা!
দেখিলাম বালুময় দ্বীপের কিনারে
রহিয়াছ নিপতিত জীবশূন্য-দেহে।
পরে কি ঘটিল সব শুনিয়াছ তুমি
প্রিয়সহচরী কাছে।

বঙ্গানন্দ — শুনি তব কথা
বুঝিলাম মনে, এ দীনের ইতিহাস
তুমি যত জান, আমি নিজে ততদূর
নাহি জানি; এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়,
আমার আত্মীয়গণ জানিত তোমায়;
আমার এ দুঃসংবাদ জানিলে তাঁহারা
অবশ্যই আসিতেন দেখিতে আমায়।
তোমার কায়িক শ্রম, কষ্ট মানসিক
অনেক লাঘব হতো।

যশোবতী — জীবন-মরণ,
উভয়ের সন্ধিস্থলে ছিলে যত দিন,
পাই নাই অবসর জানাইতে তব
অশুভ-সংবাদ আত্মীয় বান্ধবগণে।

বাঁচিবার আশা যবে বুঝিনু লক্ষণে
পাঠাইয়াছিনু দূত মহেশ-মন্দিরে
মহর্ষি সকাশে ; কহিলা মহর্ষি দুতে,
"নাহি কোন ভয় ; শুশ্রূষা করিছে যারা,
বলিও তাহাদিগকে থাকিতে সেখানে
যত দিন বঙ্গানন্দ থাকিবে পীড়িত।"
"সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কণ্ঠস্বর ;
নিশ্চয় এ যশোবতী ভিন্ন কেহ নয়।
কিন্তু এই বেশ কেন ?　নব সহচরী
ইহাকে তো দেখি নাই স্বচক্ষে কখন !
সত্য, মিথ্যা অবশ্যই পারিব জানিতে
কিছু দিন পরে ; আপনার পরিচয়
প্রদানে উভয়ে কেন এত পরাঙ্মুখ,
তাহাও বুঝিতে নারি ; কি কাজ আমার
জানিয়া এ সব বার্ত্তা ; বেশী পীড়াপীড়ি
এ সব জানিতে, শিষ্টাচার বহির্ভূত।"
এতেক চিন্তিয়া মনে, বঙ্গানন্দ দেব
পুনরায় যশোবতীদেবীকে সম্ভাষি,
করিলা জিজ্ঞাসা :—"কহ, দেবি ! জান যদি
স্নেহময়ী জননীর বারতা কুশল।
ঘুণাক্ষরে এ সংবাদ পাইলে জননী
অবশ্যই আসিতেন ছুটিয়া এখানে।"
"বলিয়াছি পূর্ব্বে," কহিলেন যশোবতী,
মহর্ষি-আদেশ মোরা করেছি পালন,

তিনি যদি বলিতেন জানা'তে তাঁহাকে,
আমাদের আজ্ঞামত অবশ্যই দূত,
জানাইত এ সংবাদ মাতাকে তোমার।
আমাদের কার্য্য, দেব! হইয়াছে শেষ,
আমরা চুভগ্নী এবে মাগিছি বিদায়,
কল্যই প্রত্যূষে মোরা করিব গমন।"

বঙ্গানন্দ

বেশী দিন কার্য্য ত্যজি থাকা নহে ভাল,
এ কথা আমিও বুঝি; আমার মিনতি
কালিকার দিন হেথা করিয়া যাপন,
পরশ্ব প্রত্যূষে চল আমরা সকলে
যাই চলি নিজ নিজ কার্য্যের উদ্দেশে।
হইনু সন্তুষ্ট অতি শুনি তব মুখে,
আমার প্রারব্ধ কার্য্য চলিছে অবাধে।
এত দিন বোধ হয় প্রতি বঙ্গগৃহে
হইয়াছে প্রচারিত শ্রীবঙ্গ-মঙ্গল।
কীর্ত্তিমান পুরুষ-পুঙ্গব শত শত,
যাঁহারা আছেন দেশে; করমে, বচনে
যেরূপ সহানুভূতি তাঁহারা সকলে
করিছেন প্রদর্শন, তাহাতেই মনে
হয় এই অনুমান, সত্বর আমরা
স্থায়ী উন্নতির পথ পারিব ধরিতে।
প্রতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সময়ে
নানা বিধ বিঘ্ন আসি হয় উপস্থিত;
অদম্য সাহস, সর্ব্ববিধ স্বার্থত্যাগ,

সতেজ অধ্যবসায় এ মহা আহবে
দেখাইতে না পারিলে জয় অসম্ভব।
বাঁচাইতে আমার এ সামান্য জীবন,
সাহায্য করিতে মোরে কার্য্য অনুষ্ঠিতে,
কত যত্ন, কত কষ্ট, কত স্বার্থ-ত্যাগ
করিয়াছ নারীরূপা দেবী দোঁহে মিলি ;
যখন এ কথা মনে হয় সমুদিত,
কৃতজ্ঞতা-রসাপ্লুত হইয়া হৃদয়,
পারে না করিতে স্থির, কিরূপ উপায়ে
এ অপরিশোধনীয় ঋণাংশ কতক
পারিবে করিতে পরিশোধ ; নারীরূপে
অবতরি পবিত্রিলা বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।
আক্ষেপ রহিল মনে, কোন পরিচয়
পাইনু না তোমাদের ; জিজ্ঞাসিলে লোকে
নামটী পর্য্যন্ত নাহি পারিব বলিতে।
যোগিনীরূপিণী তব প্রিয়সহচরী
উপাস্য আমার, দেখিলে তাঁহার শ্বেত,
পবিত্র বদন, উছলি হৃদয়ে উঠে
ভক্তিরস ; ইচ্ছা করে প্রণত মস্তকে
করি তাঁর পদধ্যান। তোমার মূরতি,
(বলিতে সরমে করে নিরুদ্ধ রসনা)
হৃদয়ে অপর ভাব করে উৎপাদন।
দুর্ব্বল আমার মন, নিম্ন দিকে গতি,
যতই তাহাকে চেষ্টা করি ফিরাইতে

ফিরে না সে, বিবর্দ্ধিতবেগে, স্রোত সম
ধায় নিজ অভিমত পথে ; শেষে কোথা
পাপের গভীরতম অতল গহ্বরে
লইয়া ফেলিবে, ভাবিয়া পাই না কূল।
হয়তঃ বিষম ভ্রমে হয়ে নিপতিত
ধাইছে সে ক্রমাগত ধ্বংশ-অভিমুখে।
কিরূপে নিরুদ্ধ করি তাহার সে গতি,
সতত এ দুর্ভাবনা দহিছে হৃদয়।
তোমাদের পরিচয় পাইতাম যদি,
পাইতাম সূত্র তবে নির্দ্ধারিতে পথ ;
হস্তস্থিত কার্য্যগুলি করিয়া সমাধা
যাইতাম চলি, লইয়া চির-বিদায়
তোমা-শূন্য কোন দেশে আমা-শূন্য মনে।
বুঝিতাম মনে মনে, বুঝাতাম মনে
জীবনের সব আশা হয় না সফল
এ মর জীবনে ; বলিতাম নিয়তিরে
"কি দেখা'স ভয় ? কাটিয়া শৃঙ্খল তোর
আসিয়াছি উড়ে, যথা ইচ্ছা তথা যাব,
আর নাহি ধরা দিব ; বুঝিয়াছি সার,
তোর মোহ-বাক্য কভু শুনিব না কাণে।"

যশোবতী বঙ্গানন্দ দেব ! সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহরি
ছিনু এত দিন মোরা নিযুক্ত সেবায়।
হেথাকার কার্য্য শেষ ; বুঝিতাম যদি
আছে প্রয়োজন, বিদায় না মাগিতাম

তব কাছে। নীরোগ শরীর এবে তব,
সামান্য দৌর্ব্বল্য মাত্র আছে অবশেষ ;
তার জন্য জীবনের অমূল্য সময়
বিনা মূল্যে ব্যয় করা হয় না উচিত !
সন্তুষ্ট অন্তরে তুমি আপন সম্মতি
জানাইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে যাই মোরা চলি।
দেখ মনে ভাবি কর্ম্মই জীব-জীবন
কালের দীর্ঘতা নহে দৈর্ঘ্য-পরিমাণ
জীবজীবনের ; কার্য্যের সমষ্টি ধরি
করে নরে জীবনের প্রসার বিচার।
এ কথা স্বীকার করি আমরা যাইলে
সামান্য অস্থির হতে পারে তব মন ;
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে শরীর ও মনে,
শারীরিক স্বাস্থ্য, অন্তর উদ্বিগ্ন যদি
থাকে না অটুট। আমাদের অদর্শনে
মানসিক অস্থিরতা বিবর্দ্ধিত হলে,
হিতে বিপরীত ভাব ঘটাও সম্ভব।
অতএব যুক্তি ভাল এই মনে লয়
আমরাও কল্যকার দিনটি এখানে
করিব অতিবাহিত ; পরশ্ব-প্রত্যূষে
আছে যাত্রা করিবার প্রশস্ত সময়,
বাহিরিব এক সঙ্গে মিলিয়া সকলে।
বিদায় এখন তবে ; এই কথা স্থির
পরশ্বই যাত্রা করিবার শুভ দিন।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে যশোবতী-বঙ্গানন্দয়োঃ
কথোপকথনং নাম বিংশঃ সর্গঃ।

একবিংশ সর্গ

ধর্ম্মবিদ, সত্যরূপ মিত্র দুই জন
মহেশ-মন্দিরে মহর্ষির শ্রীচরণে
করিলা প্রণাম ; শুভাশিস্, উপদেশ
করিয়া গ্রহণ, বাহিরিলা বঙ্গদেশে
প্রত্যেক নগর, গ্রাম করিতে দর্শন।
পরম সন্তুষ্ট চিত্তে দেখিলা উভয়ে
তাঁহাদের আজীবন পরিশ্রম-ফল
বঙ্গের সকল স্থানে ফলোন্মুখ-প্রায়।
সঞ্জীবনী, যশোবতী রমণী দুজনে
যে মঙ্গল-আন্দোলন নারীব্রজ মাঝে
করেছেন উপস্থিত, তাহাতে সত্বর
সুফল এ বঙ্গদেশে হইবে প্রসূত,
তার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিলা সর্ব্বত্র।
সর্ব্ব পরিবর্দ্ধনের মূল—মূলদেশ,
তথায় যখন সবিশেষ সমুন্নতি
হইতেছে দেখিলেন আপন নয়নে,
তখন সে পাদপের বিনাশ-আশঙ্কা
একেবারে মন হতে হ'ল তিরোহিত
অন্যদিকে নর মাঝে বঙ্গানন্দ দেব
আপনার মনোনীত বন্ধুবর্গ সনে

করিছেন তাঁহাদের আদিষ্ট করম
পূর্ণোৎসাহে ; মিত্রদ্বয় দেখি এ সকল
মনে মনে পাইলেন বড়ই সম্প্রীতি।
বঙ্গীয় সমাজ মাঝে আমূল সংস্কার,
ক্রমিক উন্নতি দেখি, বন্ধু দুই জনে
ভাবিলেন মনে মনে আনন্দিতান্তরে,
উপযুক্ত পাত্রে তাঁরা উপযুক্ত কালে
করিয়াছিলেন ন্যস্ত কার্য্য গুরুভার।
অত্যল্প সময় মধ্যে ইহারা সকলে
সমাজে যে ভাবে করিতেছে উত্তোলিত
ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদিকে ; তাঁহাদের দ্বারা,
অত্যল্প সময়ে এত, হেন সমুন্নতি
সংঘটিত হইবার ছিল না সম্ভব।
বিস্ময়-আবিষ্ট মনে ফিরিলা উভয়ে
স্ব স্ব গৃহ অভিমুখে পরিতৃপ্ত হৃদে।
সত্যরূপ-নিকেতন মুখরিত আজ
মহানন্দ-কলরবে ; প্রত্যাগত তিনি
স্ব ভবনে ; বঙ্গদেশে, প্রতি জনপদে
এসেছেন শুনি, এসেছেন দেখি চোখে
যশোবতী-কার্য্যাবলী। সন্তান-সুখ্যাতি
আছে কোন্ পিতা হেন শুনি যার মন
বিমল আনন্দ-রসে হয় না আপ্লুত ?
বিদেশ-ভ্রমণ-ক্লেশ, বিপদ, আপদ,
শারীরিক-পরিশ্রম-জাত অবসাদ,

ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি ভুলিয়া গেলেন সব,
যখন আসিয়া গৃহে, পাইলা দেখিতে
ক্ষান্তি সহচরী সনে দেবী যশোবতী
মনের আনন্দে তথা কাটাইছে কাল।
আজীবন-শ্রম-ফল যবে হস্তগত
হয় মানবের, কত সুখী হয় তারা
অনুমানে সুনির্ণয় করা সুকঠিন।
অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে সুখোপরে সুখ,
বিমুখ হইলে তদ্বিপরীত ঘটে
প্রায়শঃ দেখিতে পাই। মিত্র ধর্ম্মবিদ
অচিরাগতা বনিতা সঞ্জীবনী সনে
হইলেন উপস্থিত সত্যরূপালয়ে।
মহাদেবী সঞ্জীবনী বাল্যকাল হতে
আকর্ষিয়া আসিছেন নারী-চিত্ত-ভূমি;
দেখিয়া আসিছি মোরা চিরকাল তাঁরে,
সাংসারিক কার্য্য মধ্যে যখন তখন
অত্যল্প অধিক কিম্বা অবসর যবে
পেয়েছেন এ যাবত, তখনি অমনি
গিয়াছেন নিজ প্রিয় কার্য্য সংসাধিতে।
এতদিন ধরি সেই নারী-চিত্ত-ভূমি,
আকর্ষিয়াছিলেন যা' উপদেশ-হালে,
রোপিয়াছিলেন ধর্ম্মনীতি-বীজাঙ্কুর
—উৎপাদনশীল, সিঞ্চিয়া ছিলেন যা'য়
নিজ হস্তে করি সঞ্জীবনী-সুধারস;

এতদিন পরে সেই অঙ্কুর, পাদপে
হয়েছে পরিবর্দ্ধিত ; ধরিয়াছে তা'য়
সুরভি মুকুল ; দেখিতে দেখিতে তাহা,
শুনিতে শুনিতে স্বীয় শ্রবণ-যুগলে
ভক্তভৃঙ্গ-শ্রুতিসুখ-সুকীর্ত্তি-গুঞ্জন,
আসিয়াছিলেন ফিরি পিতার ভবনে।
পিতৃ-মাতৃ-পদরজ করিয়া গ্রহণ,
বাল্যসখীগণ কাছে মাগিয়া বিদায়,
হয়েছেন সম্মিলিত প্রাণপতি সনে।
বঙ্গের গৌরব-রবি মহর্ষি পুঙ্গব,
বার্দ্ধক্যের সহ যাঁর উৎসাহ বর্দ্ধিত
হইতেছে দিনে দিনে অব্যাহতভাবে,
শুনিতে স্বদেশবার্ত্তা তিনিও এখানে
মহেশ-মন্দির ত্যজি উপস্থিত আজ।
মহর্ষিকে দেখি দূরে দেবী যশোবতী,
সত্বর পদবিক্ষেপে "দাদা, দাদা" বলি
সাষ্টাঙ্গে চরণ-প্রান্তে করিলা প্রণাম।
হর্ষ-রোমাঞ্চিত-দেহে, প্রকম্পিত ভুজে
উঠাইয়া তা'রে ঋষি চুমিলা বদন,
চুমে যথা মাতা প্রেমাবেগে স্ব সুতায়,
যখন সে আসে প্রাণপতি-গৃহ হতে
মাতৃগৃহে বহুদিন পরে ; আশীসিয়া
কহিলা মহর্ষি, প্রেম গদ্ গদ্ স্বরে
সম্ভাষি তাহাকে:—"শোন্, বৎসে! যশোবতি!

স্বকর্ণে শুনেছি আমি, দেখেছি নয়নে
করেছিস্ কার্য্য যত। বিদায়ের কালে
তোর চঞ্চলতা দেখি ভেবেছিনু মনে
হয়তঃ আমার আশা না পারিবি কভু
পূরাইতে; কার্য্য দেখি, শুনি লোক মুখে,
বুঝিতে পেরেছি আমি ভ্রান্তি আপনার।
রমণীর শিরোমণি, তুই রে নাতিনি!
তোর মহাগুরু যিনি, তাঁর গুরু আমি;
কি যে আশীর্ব্বাদ তোরে করি রে এখন
পাই না দেখিতে। এই আশীর্ব্বাদ করি
বঙ্গবাসী-মানবের জননীর স্থান
কর তুই অধিকার। সন্তান সমান
তা' সবারে কোলে করি করিস্ পালন;
চিরসুখী হয়ে বেঁচে থাক্ চিরকাল,
অপূর্ণ না থাকে যেন মনোবাঞ্ছা তোর;
মানসিক পবিত্রতা, মানসিক শান্তি
অনাবিল অবস্থায় করুক বিরাজ
তোর ওই উদার হৃদয়ে। বঙ্গবাসী,
তোর কৃপাবলে, যে অমূল্য মহানিধি
করিতে যাইছে হস্তগত, দেখিস্ মা!
তাদের উদ্যম যেন হয় না বিফল।
ধর্ম্মবিদ-পুত্রোপরে তোর ব্যবহার,
দুর্গম অরণ্য মাঝে পিতার সহিত
তোর কথোপকথন, মহেশমন্দিরে

আমার সহিত তোর সেই আচরণ
দেখিয়া শুনিয়া সব করেছিনু স্থির,
বাল-চপলতা যার প্রকৃতি মাঝারে
সর্ব্বদা অসহিষ্ণুতা করে উৎপাদন,
সে যে আজীবনকালব্যাপী অনুষ্ঠানে
সুদীর্ঘ-সময়-স্থায়ী ধৈর্য্যশীলতায়,
সাংসারিক ঘাত, প্রতিঘাত সহ্য করি,
সমর্থা হইবে দেখাইতে সমভাবে ;
বঙ্গদেশবাসী যত নর-নারী-চিত
পারিবে করিতে জয় এত ধৈর্য্য ধরি ;
মানস-প্রদেশে হেন অদ্ভুত আশায়
পারি নাই দিতে স্থান। কিন্তু, দিদি ! আমি
বঙ্গের যে কোন স্থানে করেছি গমন,
অথবা বিশ্বাসপাত্র নর সন্নিধানে
করিয়াছি যে সকল সংবাদ সংগ্রহ,
সে সকল হতে আমি পারিছি জানিতে
কোথায় কি কার্য্য করেছিস্ সম্পাদন,
আর সেই কার্য্য হতে ফলেছে কি ফল।
স্বকর্ণে শুনিয়া ইহা, দেখি নিজ চোখে
আমার মনের যত আশঙ্কা, উদ্বেগ
হইয়াছে দূরীভূত। চিরস্থায়ী শান্তি
করিয়াছি লাভ, পাইয়াছি পরিতৃপ্তি।
এখন হইতে আমি সন্নিবিষ্ট মনে
সম্যক্ সমর্থ হব করিতে স্বকাজ।

কেন আসিয়াছি আজ, তাহার কারণ
পারিছিস্ বুঝিতে কি ? বঙ্গের যে ভার
এত দিন স্কন্ধে করি করেছি বহন,
আজ হতে সেই ভার তোর স্কন্ধ-দেশে
চাপাইতে হেথায় আমার আগমন।
পার্থিব ক্ষুদ্র বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়া
মহা-বন্ধন-উদ্দেশে ছুটিতেছে মন।
কিন্তু সে ক্ষুদ্র বন্ধনে বাঁধিয়া কাহাকে
আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া লইব,
খুঁজি কোন লোক পাই নাই এত দিন।
তোরে, দিদি ! পেয়ে আজি সে ক্ষুদ্র বন্ধনে
বাঁধিতে এসেছি ছুটে ; আয়, বাঁধি তোরে।
ছুটি দে আমায়, পরিণত এ বয়সে
নির্জ্জনে বসিয়া, সে মহাবন্ধনে গিয়া
বাঁধি আপনাকে ; এ পার্থিব বাঁধাবাঁধি
যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই মঙ্গল।

যশোবতী যে বন্ধনে, দাদা ! তুমি বাঁধিতে আমায়
করিতেছ আশা মনে, অম্লান বদনে
হইব বদ্ধ তাহাতে ; কিন্তু, দাদা ! ছুটী
নাহি পাইবে এখন, দাঁড়ায়ে নিকটে
দেখ আমাদের কাজ, পারি কি না পারি।

ধর্ম্মানন্দ দেখিব তা', পূর্ণ পরিতৃপ্তি যত দিন
নাহি পাই তোমাদের কার্য্যাবলী দেখি,
যত দিন নাহি জন্মে অটল বিশ্বাস

তোমাদের কৃতকর্ম্ম উপরে আমার,
তত দিন ভুগিতে হইবে সেই ভোগ।

যশোবতী ভোগ কিসে ? দাদা ! স্বকৃত-কার্য্যের ফল
কর উপভোগ।

ধর্ম্মানন্দ মানিলাম তাই বটে ;
কিন্তু এই কথা, দিদি ! থাকে যেন মনে :—
যেরূপ চাঞ্চল্য ভাব দেখায়ে আমায়
দিয়াছিলি মনে ব্যথা, সেই ভাব যেন
দেখাইয়া কারো মনে দিস্‌নাকো ব্যথা।

যশোবতী শুন, দাদা মহাশয় ! প্রত্যুত্তরে বলি,
ব্যথায় ব্যথিত যেই, তাহাকেই ব্যথা
দিয়া থাকি চিরকাল ;

ধর্ম্মানন্দ আমাকেই তবে
ব্যথা দিতে জন্ম তোর ; আচ্ছা, সেই ভাল ;
ব্যথিত জনের ব্যথা লয়ে নিজ দেহে
যদ্যপি শমিতে পারি অপরের ব্যথা,
ধন্য এ জীবন মম ভাবিব মানসে।
আর এক কথা শোন্‌, বহু দিন গত
যাস্‌ নাই পিসীমাতা ন্যায়ব্রতা গৃহে ;
এখনি তথায় তোরে হইবে যাইতে ;
তোর ওই মুখ খানি দেখিলে নয়নে
আনন্দে তাঁহার মন উঠিবে উথলি।
বহু দিন পরে যাবি, পিসীমাতা তোরে
দিবেন খাইতে মিষ্টদ্রব্য নানাবিধ ;

যা' কিছু পাইবি তুই বাঁধিয়া অঞ্চলে
আনিবি দাদার তরে, কিছু ভাগ তা'র ;
রাখিবি করিয়া মনে, মুখ ধু'য়ে দাদা
থাকিল বসিয়া তোর প্রত্যাগমনাশে।

যশোবতী
সব কাজে, দাদা তুমি চাও আগে ভাগ
ওই তো তোমার দোষ ; পেট না ভরিলে
আগেই তোমার ভাগ রাখিব উঠায়ে
এ কভু সম্ভব নয় ; দেখিব যখন
উদ্‌বৃত্ত হইতে পারে আহারের শেষে,
তখন না হয় কিছু আনিব এখানে।
তোমার সে পুরাতন ঝুলি তবে, দাদা !
দাও মোরে, যা' কিছু বাঁচিবে, তা'য় পূরি
তোমায় আনিয়া দিব। আহার, প্রহার
যাহা কিছু ঘটে, সকলের ভাগ, দাদা !
তোমায় লইতে হবে।

ধর্ম্মানন্দ
গেল না রে ভুল
তোর ; বাঁচিবে কি ? বাঁচার ব্যবস্থা আগে
না করিলে, সব নষ্ট, কিছুই না বাঁচে।
যাহা কিছু পাইবি খাইতে ; আগে ভাগে
আমার যে ভাগ প্রাপ্য না রাখিবি যদি
কিছুতেই পরিতৃপ্তি হ'বে না রে তোর।
আসমুদ্র ভূমণ্ডল পূরিলে উদরে
পাইবি না পরিতৃপ্তি ; তাই তোরে, বলি
যেখানে যা কিছু তোরে দিবে লোকে আনি

আগেই আমার ভাগ রাখিবি পৃথক,
দেখিবি তখন অত্যধিক পরিমাণে
উভয়েই সমতৃপ্তি পাইব অন্তরে।
আর এক কথা বলি, এত ঝুলাঝুলি
কেন তোর ঝুলি তরে? ঝুলির মরম
বুঝিবি যখন, তখন দাদার গলে
আপনি পড়িবি ঝুলি; যা এখন তুই,
যাহা বলিলাম আগে কর সম্পাদন।

যশোবতী যাইতে বলিছ, দাদা! তুমি রৈলে হেথা,
সেখানে কাহার সঙ্গে করিব কলহ,
সেই ভাবনায় চিত্ত হইছে চঞ্চল।
তুমি যদি থাক, দাদা! বসিয়া এখানে,
এক দৌড় দিয়া আমি তথায় যাইয়া
আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
তোমার সহিত দাদা? না পা'কালে গোল
অন্তরের অস্থিরতা হয়নাকো দূর।

ধর্ম্মানন্দ সে দিকে নির্ভয়ে থাক্; কলহী যাহারা,
যেখানে যখন তারা করিবে গমন
অসময়ে কি সময়ে, কলহ আপনি
বাধিয়া উঠিবে; শত শত দাদা তোর,
সেইখানে না যাইতে, আসিয়া যুটিবে।

প্রণমি মহর্ষিপদে, প্রণমি পিতায়,
প্রণমিয়া অন্য অন্য গুরুজনে যত,
চলি গেলা ক্ষান্তি সনে দেবী যশোবতী

শুভক্ষণে মহাদেবী ন্যায়ব্রতা গৃহে।
হেথা ন্যায়ব্রতা গৃহে বঙ্গানন্দ দেব
যাপিছেন কাল মহাসুখে। দুর্ব্বলতা,
অবসাদ অপসৃত ; স্বাভাবিক বল
মানসিক স্ফূর্ত্তি সহ আসিয়াছে ফিরে
নবতেজোদ্দীপ্ত দেহে। দেবী আমোদিনী
জ্ঞানময়ী সখী সনে, পুত্র-নির্ব্বিশেষে
বঙ্গানন্দ সেবায় নিরতা। সুসময়
সত্বর চলিয়া যায় ; সময়-দীর্ঘতা
অন্তরায় বিনা জানিতে না পারে লোকে।
ক্ষিপ্রগতি ঘুরিতেছে পৃথ্বীচক্র, বেড়ি
দিবাকরে ; কিন্তু তিন সপ্তাহ সময়
কখন আসিল, গেল কবে, বঙ্গানন্দ
নারিলা জানিতে।
যথাকালে যশোবতী
ক্ষান্তি দেবী সঙ্গে আসি দিলা দরশন।
মহা সমাদরে ন্যায়ব্রতা, আমোদিনী,
সহচরী জ্ঞানময়ী সকলেই আসি
ক্ষান্তি, যশোবতী দুই রমণীরতনে
কৈলা অভ্যর্থনা। প্রণমিলা দুই সখী
রমণীর শিরোমণি তিন নারীপদে
ভূলুণ্ঠিত শিরে ; লইলা চরণ রজ,
স্থাপিলা তা' শিরে, আশীর্ব্বাদী ফুল যথা।
শুনি যশোবতী-আগমন-সমাচার

আইলেন বঙ্গানন্দ বঙ্গের গৌরব।
বহুদিন পরে দেখা প্রণয়, প্রণয়ী
আনন্দে বিভোর ; এ উহার পানে চাহি
হৃদয়ের কথা উভে কহিলা নয়নে।
স্বচিত্ত-সংযম-সিদ্ধ সঞ্জীবনী-সুত
হারাইলা চিত্তের স্থিরতা ; কত দিন
মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন মানবের মন
চিত্তের আবেগ আর পারে দমনিতে ?
ভাবিতে লাগিলা মনে বঙ্গানন্দ দেবঃ—
আশা দিয়া যশোবতী—যোগিনীরূপিণী
রাখিয়াছে এত দিন ; এখনো কি ? হায় !
হয়নি সময় প্রকাশিতে মনোভাব ?
এখনো কি মনোভব রয়েছে নিদ্রিত
ইহার হৃদ্-পালঙ্কে—চির শান্তিময় ?
সম্ভব, সম্ভব বটে ; হর-কোপানলে
পুড়িয়া অবধি সশঙ্কিত সর্ব্বদা সে
যোগী বা যোগিনী কাছে হতে অগ্রসর।
কাজ নাই সে কথায় ; রমণী যে ইনি
সে বিষয়ে নাহিক সন্দেহ ; রমণীত্ব
হয়নি বিলুপ্ত ; বিভিন্নতা, বিশিষ্টতা
সম্পূর্ণ মাত্রায় দেখিতেছি বিদ্যমান
ইহার অন্তর-দেশে, স্থূল নেত্রে তাই
মানব-স্বভাব-জাত ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়া
স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান নাহি হয় সদা।

রে চিত্ত! নির্ব্বোধ তুই; সম্মুখে এ হেন
সজীব, সজ্ঞান ধীরতার প্রতিমূর্ত্তি
দেখিয়াও পারিলি না শিখিতে সে গুণ!
আর কবে শিখিবি রে? যারে চাস্ তুই,
তার মনোমত কাজ না পারিস্ যদি
সম্পাদিতে তাহার সম্মুখ দেশে বসি,
তবে তার ভালবাসা পাইবি কেমনে?
সমগুণ দেখিলেই সমাকৃষ্ট লোকে
হয়ে থাকে পরস্পরে; ভুলিলি কি তাহা?
যোগিনী যোগিনী না কি? যশোবতী নয়?
অটল, অচল চিত্ত—ইন্দ্রিয়-বিজয়ী!
কেবল কর্ত্তব্য ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান
আছে কি না আছে তাহা পারি না বুঝিতে
এতই কি হবে ভুল? দুইটী দিবস
আপাদ মস্তক করেছিনু নিরীক্ষণ
ভাল করি; দীর্ঘকালব্যাপী নানা কথা
কহিয়াছি দুই জনে বসিয়া বিজনে।
স্মৃতিপট হতে সেই চিহ্ন একেবারে
মুছিয়া যাইবে, হেন বিশ্বাস না হয়।
পীড়ার সময়, যখন জ্ঞান-সঞ্চার
হইত এ দেহে, সেই যশোবতী-স্বর,
সেই যশোবতী-সুর শুনিতেছি কাণে
এমতি হইত বোধ। নিশ্চয়, নিশ্চয়,
যশোবতী ভিন্ন ইনি নহেন অপরা।

ঘোরতর বর্ষা-সমাগমে যেই মত
স্ফীতোদরা স্রোতস্বতী অনিবার্য্যবেগে
ভাঙ্গে বাঁধ, ভাসাইয়া লয়ে যায় তারে
মুখে করি অভিমত দিকে ; প্লাবে দেশ
বাঁধ সন্নিহিত ; তেমতি বাসনা-স্রোত
বঙ্গানন্দ-অন্তরস্থ, দৃঢ়তার বাঁধ
ভাঙ্গি, ডুবায়ে ফেলিল মানস-সৈকতে।

বঙ্গানন্দ যোগিনী-রূপিণী, দেবি! দয়া করি দাসে
দাও আত্মপরিচয়, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি
করিছে আমায় প্রবর্ত্তিত, জিজ্ঞাসিতে
এ বারতা। ক্ষীণরেখা--অতীতের স্মৃতি
ধরিছে যে দীপ্তি এই নয়ন সম্মুখে,
তাহাতে ও বরানন, হে বরনয়নে!
নাহি বিকাশিছে আঁধার মনোমন্দিরে।
কহ, দেবি! সত্য করি, এ যোগিনীবেশ
কত দিন হতে তুমি করেছ ধারণ?
ওই মুখখানি, স্নেহমাখা মুখখানি
দেখিয়াছি কোথা যেন হেন লয় মনে ;
কিন্তু চিন্তি পাইনা খুঁজিয়া ; দাও, দেবি!
আত্মপরিচয়, আঁধারে রেখো না দাসে।

যশোবতী নিত্যানন্দপুর কথা হয় কি স্মরণ?
মাতৃহীনা অসহায়া নিবসে তথায়
অভাগিনী. আশৈশব পিতার উরসে
উষিতা সে ; যশের নির্যাস-বিরহিতা

তবু লোকে ডাকে তারে বলি যশোবতী।

বঙ্গানন্দ তুমি দেবী যশোবতী, সত্যরূপ-সুতা ?
আর পরিচয় কিছু চাহি না জানিতে ;
শত অপরাধী, দেবি ! ওপদে এ দাস
নিরবধি ; অপারগ বহিতে সে ভার।
তাহার উপরে কেন কৃতজ্ঞতা-বোঝা
চাপাইয়া আসিয়াছ ছলিতে এ দীনে ?
ওই কমনীয়রূপ সরলতা-মাথা,
অন্তর বাহির সমভাবে নিরমল,
তাহার উপরে ওই চিরহাস্যময়ী
আস্য-মধুরিমা, যার পূত জ্যোতিরাশি
বিভাসিত করিতেছে চাহিছ যে দিকে ;
বারেক দেখিলে, হায় ! মনে হয় যেন
তলবিদ্ধ-স্বচ্ছতোয়া সরসী উপরে
বিকসিতা কমলিনী হসিত আননে
প্রস্ফুরিছে সুষমা, সৌরভ চারিদিকে।
কেন এ যোগিনী বেশ, কি কাজ সাধিতে ?
ওই প্রজ্জ্বলিত সুরসুন্দরীর রূপ
পারে কি গৈরিক বাসে রাখিতে আবরি ?
করো না ছলনা, দেবি ! কহ কি কারণে
দেবধাম ত্যজি এই মর্ত্ত্যধামে গতি ?
নিরাপদ পিতৃগৃহ ত্যজিয়া কেন বা
অসহায়া ভ্রমিতেছ যেথানে সেথানে ?
শুনিয়াছি বিজ্ঞমুখে একাগ্রমানসে

যাঁরে ধ্যান করা যায় তিনি দেন দেখা।
কিন্তু অভাগায় এই প্রাকৃতিক রীতি
প্রীতি নাহি করে দান, অভীষ্ট নতুবা
থাকিত না এতদিন অসম্পূর্ণ মম!
সত্য বটে তোমার ও সুকোমল মনে
দিয়াছিনু কষ্ট; কিন্তু সেই কষ্ট, ব্যথা
তুমি যত না ভুগেছ, তদপেক্ষা আমি
ভুঞ্জিয়াছি শত গুণ; সেই দিন হতে
কত যে প্রবল অনুতাপ-হুতাশন
দহিছে হৃদয় মম, কেমনে এ মুখে
বলিব তোমাকে; বলিলেই তুমি কেন
করিবে বিশ্বাস? দিবানিশি ওই মুখ
জপি ধ্যান মন্ত্র সম; কিন্তু ভাগ্যদোষে
বিফল সাধনা; আদান-প্রদান-প্রথা
ভাগ্যহীন জন ভাগে পড়ে কদাচিৎ।

যশোবতী সৎপাত্রে অভীষ্ট যদি সর্ব্বান্তঃকরণে
নিহিত করিয়া লোকে করে অনুধ্যান
তাঁর, তাহার সাধনা হয় না বিফল,
চিরে বা অচিরে অবশ্যই সিদ্ধি লভে।
মম প্রিয়পাত্র হবে এরূপ বাসনা
করে যদি তব চিত্তদেশ আকুলিত,
শুন মোর দুটী কথা। দুইটী উপায়ে
সাধনায় সিদ্ধি লাভ। একটী উপায়,
তন্ময় হইয়া মোরে কর অনুধ্যান;

দ্বিতীয় উপায়—কার্য্য মোর প্রীতিকর
আছে যতরূপ, এক মনে, এক প্রাণে
হও বদ্ধপরিকর করিতে সাধন।
এই দুই উপায়ের যে কোন উপায়ে,
কেবল মানবে কেন, নির্ব্বিকার ঈশে
পারে লোকে করায়ত্ত করিতে নিশ্চয়।
চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে এ ভবে ?
কর চেষ্টা ক্রমাগত, ফল যত দিন
নাহি হয় হস্তগত। ত্রিদিবনিবাসী
সুরবৃন্দ যত, অমরত্বে করায়ত্ত
করিল কেমনে ? কত যুগ, যুগান্তর
দিবারাত্রি করেছিল পরিশ্রম কত,
তবে পেয়েছিল সুধা অমর-নির্যাস।
উদ্যোগী পুরুষগণ যৎসামান্য বাধা
পাইলে গন্তব্য পথে, দ্বিগুণ উৎসাহে
অগ্রসর হন স্বাভিপ্রায় অভিমুখে।

বঙ্গানন্দ কোথায় দেখিলে, দেবি ! উৎসাহ আমার
ভগ্নোদ্যম ? অনুরাগ স্থির, পূর্ব্বমত ;
মানবের সাধ্য যাহা, সেই সাধ্যমত
করিতেছি কার্য্য ; অটল অচল ভাবে
রহিয়াছি অবস্থিত। কোথা অধীরতা
দেখিলে আমার ? প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা
ধরিয়াছে কান্তি পরিম্লান ; স্বাভাবিক
নিয়মের কে করে ব্যত্যয় ? ছিনু যাহা,

আছি তাহা, থাকিবও চিরকাল তাহা ;
বিষন্নতা যাবে কিসে ? উৎসাহ, উদ্যম
আশার আশ্বাসে জীবে জীবের হৃদয়ে।
কোথা বা সে আশা জীব-মনোমুগ্ধকারি !
কোথা বা আশ্বাস ! যতই সম্মুখ দিকে
হই অগ্রসর, ততই দুর্ভাগ্যবশে
তাহারা উভয়ে আস্তে আস্তে সরে যায়
চক্রবাড় দিক মত।

যশোবতী শুন কথা মম,
ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিহরি কার্য্যকালে
অপ্রমত্ত চিত্তে কর কার্য্য-অনুষ্ঠান,
নিষ্কাম হইয়া যবে কার্য্য সম্পাদিতে
শিখিতে পারিবে, পাবে অভীপ্সিত ফল।
বিপদ-কণ্টকাকীর্ণ বৃতিতে সতত
শুভ-কর্ম্মরূপ-বৃক্ষ রহিয়াছে ঘেরা ;
না থাকিলে, দুষ্টজীব অহর্নিশি আসি
তাহার অনিষ্টপাত যাইত করিতে।
অনুরক্ত উপাসক সে বৃক্ষের যা'রা
স্বহস্তে সরায়ে তারা কণ্টক-বেষ্টনী
যায় তার কাছে, পায় ফল অভিমত।
বহু উচ্চ সেই বৃক্ষ, তার উচ্চ শাখে
মনোরম ফল ফুল, ধরিয়াছে কত ;
যে চায় যাইতে সেই বৃক্ষ সন্নিধানে
নানাবিধ বিঘ্ন আসে তাহার সম্মুখে।

কত উচ্চ, নিম্নভূমি, অদৃশ্য গহ্বর,
পার হয়ে যেতে হয়, তবে বৃক্ষ পায়।
ফল প্রতি দৃষ্টি রাখি যে চলে সে পথে,
নিশ্চয় সে নিপতিত হয় পথ মাঝে
বৃক্ষ-চতুঃপার্শ্বস্থিত অদৃশ্য গহ্বরে।
বারেক পড়িলে তা'য়, পায় না সে পথ
উঠিতে উপরে। কেমনে পাইবে বল ?
ফল প্রতি লক্ষ্য যা'র, দৃষ্টি নাই পথে,
সে কি ফল পায় ? মিথ্যা তা'র পরিশ্রম,
বৃথা চেষ্টা, বিফল উত্তম, বৃথা নষ্ট
মর জীবনের এই অমূল্য সময়।
তাই বলি, বঙ্গানন্দ! নিষ্কাম করম
কর যত্ন করি, নিশ্চয় পাইবে যশঃ।
আত্মসুখ-বাঞ্ছা যত্নে কর পরিহার
অপরকে সুখী তবে পারিবে করিতে।
স্বার্থপরতার অর্থ আত্ম-বিনিময়,
একটীর পরিবর্ত্তে অন্যটী চাহিলে
বিনিময় বিনা তারে কি আর বলিবে ?
বিক্রয়ে যশঃ কোথায়! পার জিজ্ঞাসিতে
সর্ব্বস্বই ত্যাগ যদি নিষ্কাম করম,
তবে তা'র পুরস্কার রহিল কোথায় ?
কোন্ প্রলোভনে লোক তাহার পশ্চাতে
জ্বালায়ে বাসনারাশি বেড়াইবে ঘুরি ?
আছে, দেব! পুরস্কার অমূল্য, দুর্লভ,

চিত্ত-প্রসন্নতা নামে বিদিত জগতে।
এই চিত্ত-প্রসন্নতা জনমিলে মনে
স্বর্গসুখ তুচ্ছ বলি হয় বিগণিত।
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি নাহি হয় যতদিন
প্রবৃত্তি না জন্মে কভু নিষ্কাম করমে।

বঙ্গানন্দ ক্ষান্ত হও, মহাদেবি ! ধরম কাহিনী
পায় না প্রবেশ-পথ শ্রবণ-বিবরে
মোহরুদ্ধ ! মিষ্টবাক্যে, শিষ্টাচারে, স্তোভে
ভুলে নর কিছু দিন স্থাপিয়া বিশ্বাস।
কিন্তু কহ শুনি সত্য করি, সত্য বল,
কতদিন ভুলাইবে এ আশ্রিত দাসে ?
অনুগ্রহ-প্রার্থী ভিখারীকে প্রবঞ্চনা
করি যদি সুখী হও, হও তবে সুখী !
সামান্য আদেশে পার দূরীকৃতে তা'রে
গৃহ হতে। বুভুক্ষিত, ভিক্ষার্থী যে জন
মিষ্টবাক্যে, শিষ্টাচারে উদর পূরণ
হয় কি তাহার ? স্তোকবাক্য গায়ে তা'র
বাজে শেল সম। ছেড়েছিনু তব আশা,
শুনেছিনু যবে, অন্য জনে সমর্পিত
তোমার জীবন। ভেবেছিনু এ জীবনে
রমণী-সংসর্গে আর যাব না কখন।
রমণী বলিয়া জীব আছে এ সংসারে,
এইরূপ ভাবনায় নাহি দিব স্থান
মনে। এসেছি একাকী, যাইব একাকী

চলিয়া সংসার-পথে। কার্য্য শেষ হ'লে,
সংসার-নির্লিপ্ত আমি, দেহ, মন, প্রাণ
ঈশ্বরে উৎসর্গ করি, সুখে স্বর্গধামে
করিব প্রস্থান। সুচতুরা নারী জাতি
বিশ্ব-বিমোহিনী বেশে ভুলায় অপরে,
আপনি না ভুলে ; এমন রমণী প্রতি
যে দেখায় ভালবাসা, জ্বলে সেই নিজে
অহর্নিশি চিতানলে যতদিন বাঁচে।
বুঝে তাহা অনেকেই কিন্তু তার হাত
এড়াইতে নাহি পারে ; এড়াইতে চায়
যবে, আশা-কুহুকিনী সে ভালবাসায়
সাজাইয়া পুনঃ সুর-সুন্দরীর বেশে
চিত্তের সম্মুখে আনি করে উপস্থিত।
আবার আকাঙ্ক্ষা নব, নব পরিচ্ছদে
দেয় দেখা, চঞ্চলার ক্ষীণালোক মত
ডুবায় বিমুগ্ধ চিতে গাঢ়তর তমে।

যশোবতী বৃথা দোষ আপনাকে, বঙ্গানন্দ দেব !
বৃথা দোষ মোরে ; আপনার ব্যবহার,
এ দাসীর বাক্য, কার্য্য স্মর মনে মনে।
বলেছি তোমায় পূর্ব্বে, দিয়াছি এ মন,
দিয়াছি শরীর, প্রাণ একই মানবে ;
কে সে নর ? নিজ কর্ম্ম করেন যে জন
আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত, তিনি মম প্রাণপতি।

বঙ্গানন্দ আর কেন, যশোবতি ! বৃথা জ্বালাতন

করিও না অভাজনে ; যাও ইচ্ছা যথা,
দিওনা এ অভাগায় দেখা পুনরায়।
যেখানে যাইব আমি শুনিলে ও নাম
অমনি সে স্থান হ'তে করিব প্রস্থান।
মানবের সাধ্য যাহা, পারি তা' করিতে ;
করিয়াছি সাধ্য যাহা ; আমার দ্বারায়
আর বেশী হইবার নাহি সম্ভাবনা।
কেমনে অন্তর হ'তে মুছিয়া ফেলিব
ওই মূর্ত্তি মনোমোহিনী, সদানন্দময়ী,
তার জন্য চেষ্টা এবে করি প্রাণপণে।
কোমল হৃদয়োপরে ও মূর্ত্তি পাষাণ
পাষাণ-হৃদয় হয়ে কে দিল বসা'য়ে ?
মুছিতে যতই চেষ্টা করি অবিরত
ততই উজ্জ্বল, ততই গৌরবান্বিত
বিশ্ববিমোহন রূপ ধরিয়া মূরতি
হৃদয়-প্রদেশ মোর করে আলোকিত।
না দেবি ! তোমায় আমি দিতেছি না দোষ,
আমার নিজের দোষ পারিছি বুঝিতে।
যতরূপ অনুগ্রহ এ যাবত কাল
করিয়া আসিছ তুমি, অভাজন আমি
নহি তা'র উপযুক্ত পাত্র কদাচন।
সুদৃঢ় সংকল্প—নরারাধ্য-দিব্য-ধন
বিরাজে তোমাতে ; লঘু, ক্ষুদ্র এ হৃদয়
সামান্য বাসনা-ঝড়ে হয় আলোড়িত ;

উভয় মনের নাহি মিলন যথায়
বৃথা চেষ্টা শারীরিক সম্মিলন তথা।
বুঝি সব, কিন্তু, দেবি ! শুনে না যে মন ;
না, না, দেবি যশোবতি ! যাইও না ফেলি
এ অধমে, এ কৃতঘ্নে ; দিয়াছ জীবন
কেমনে ভুলিব ? ক্রোধের আবেগ-বশে
যাহা আসিতেছে মনে বলিতেছি তাই ;
কর দাসে ক্ষমা, এ জীবন তব পদে
করিনু অর্পণ ; যাহা ইচ্ছা তাহা কর
লইয়া ইহাকে ; যা'বে যদি ইচ্ছা হয়,
লয়ে যাও এ জীবন ; তব দত্ত ধন
তোমারই প্রাপ্য। বল, বল, যশোবতি !
পুনরায় প্রতারণা করিবে না মোরে।
কে তুমি আমার ? বল কিম্বা নাহি বল,
আমার এ ক্ষিপ্ত মন বলিছে আমায়,
তুমিই আমার ; আর কারো নও তুমি ;
আমার সমান কে আছে এ ধরাতলে
এত ভাল বাসিবে তোমায় ? নাহি কেহ ;
থাকে যদি আসুক সে দেখিব তাহাকে,
কত ভালবাসে সেই অন্তরে তোমায়।
দিবানিশি যে আমার অন্তর-প্রদেশে
প্রতিকার্য্যে প্রতিক্ষণে করে উৎসাহিত,
যার চিন্তা দিবানিশি শয়নে, স্বপনে,
আহারে, বিহারে করিতেছি অনুক্ষণ,

আমাপেক্ষা বেশী ভাল কে বাসিবে তারে ?
বল, দেবি ! বল, সত্য করি বল মোরে,
বল একবার, ভালবাস তুমি মোরে।
জানিত বা অজানিত যত অপরাধ
করেছি তোমার কাছে, কর, দেবি ! ক্ষমা ;
চির-আকাঙ্ক্ষিত ওই চরণে আশ্রয়
দাও এ অধীনে ; রাখ দাসের মিনতি,
ও পদে আশ্রয় দিয়া কর পুনঃ ক্রয়,
কিনিয়াছ যারে তুমি করি প্রাণ দান।
ক্ষমা আর দয়া পূর্ণ তোমার হৃদয় ;
তাহা না হইত যদি, যে জন তোমায়
দিয়াছে অন্তরে ব্যথা, কাঁদায়েছে কত,
তার প্রতি এত দয়া ? ঘোর পাপী আমি,
দয়ার অযোগ্য পাত্র জানি ভাল মতে ;
কিন্তু জানিলে কি হবে ? মন যে আমার
কিছুতেই মানে না বারণ। দিয়াছি সকল,
আমার বলিতে যাহা কিছু আছে মোর।
এ সকল বিনিময়ে—

যশোবতী — চাহি ভালবাসা
এই না প্রার্থনা, দেব ! বক্তব্য তোমার।
শুনিতে শুনিতে সেই তব এক কথা—
বাতুল-প্রলাপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়—
হইয়াছি মর্ম্মাহত।

বঙ্গানন্দ — দেবি যশোবতি !

বাতুল-প্রলাপ নয়, অন্তরের কথা
বলেছি তোমায়, দেখ বুঝি ভাল করি।

যশোবতী
কাজের যে কথা, একবার সেই দিকে
ফিরাও শ্রবণ, করিও উত্তর তবে।
বলিয়াছি, বলিতেছি, আর কতবার
বলিতে হইবে তাহা পারি না বলিতে ;
শুন, দেব ! আর একবার, শুন কথা,
দিয়াছি এ মন প্রাণ একই মানবে,
কে সে নর ? নিজ কর্ম্ম করেন যে জন
আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত ; তিনি মম প্রাণপতি।
তুমিও মানব বলি দাও পরিচয়
দেখ যদি পার কর্ম্ম করিতে সেরূপ,
যেরূপ বলিনু আমি ; আপত্তি আমার
থাকিবে না কোনরূপ বরিতে তোমায়
প্রাণপতি-পদে ; পার কিম্বা নাহি পার
চেষ্টায় কি ক্ষতি ?

বঙ্গানন্দ
মহাভ্রমে নিপতিত
হইয়াছি আমি, ভাবিয়াছি মনে মনে,
অন্য কোন ভাগ্যবান পুরুষ ধার্ম্মিক—
বিভূষিত সর্ব্বগুণে, করিয়াছে তব
উদার অন্তর-দেশে প্রবেশাধিকার।
সচঞ্চল ছিল চিত্ত, তাই তব কথা
শুনিয়াও পারি নাই করিতে গ্রহণ
মর্ম্মার্থ ; বিগত ঘোর অন্যায়াচরণ

ক্ষম দেবি !

যশোবতী — পাইয়াছ ক্ষমা তুমি, দেব !
চাহিবার আগে, পত্নীত্বে বরিতে আশা
কর যদি মোরে, আমার আছে যে পণ
কর আগে সম্পাদন ;

বঙ্গানন্দ — জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
তব পণ অনুরূপ কার্য্য এ যাবত
করিয়া আসিছি, ভবিষ্যত ফলাফল
কিছুই না জানি ; তবে এইমাত্র বলি
যাহা কিছু করিয়াছি করিব অথবা,
সমুদয় কার্য্য মোর আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত।

যশোবতী — তোমার যে সব কার্য্য পাইছি দেখিতে
তাহাতে প্রতীতি হয়, হইবে সফল।

বঙ্গানন্দ — সফল জনম মম, শুনি তব মুখে
এ বারতা, কিন্তু অতর্কিতে অন্য ভয়
হইছে উদয়। জানি না মনের দশা,
আত্মবিস্মৃতিতে যদি কখন কুপথে
যাইতে উদ্যত হয়, কি হবে তখন !

যশোবতী — আমার প্রতিজ্ঞা দেব ! করেছ শ্রবণ ;
যত দূর দেখিয়াছি, পতি-উপযোগী
বলিয়া হইছে বোধ, তবু বলি রাখি
যদি কভু ভ্রমক্রমে মম প্রীতিকর
করম করিতে হও অক্ষম ইচ্ছায়,
কিম্বা দেখাইয়া দিলে না চাও করিতে,

আমার সহিত তব সুচির বিচ্ছেদ
হবে সংঘটিত। আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিতা আমি,
নিষ্কাম করমে সর্ব্বদাই রতি, মতি,
তাহাই বুঝিয়া আগে হও অগ্রসর।

বঙ্গানন্দ বুঝিয়াছি সব, দেবি! আপনার শিরে
যে জন চাপায় বোঝা তার জন্য দায়ী
অবশ্যই হয় সেই। আমিতো মানব,
ভ্রান্তিপূর্ণ জীব, স্বপদ-স্খলন-ভয়
নিত্যসহচর। পাইয়া হারাই যদি
তোমাকে আবার; তাহার বিধান, দেবি!
তুমি না করিলে বল কে আর করিবে?
আপনি আপন মুখে করিছ স্বীকার
পতিত্বে বরিবে মোরে; পত্নী-পদোচিত
ব্যবহার দেখাইও এ মম মিনতি।
ধর্ম্মপত্নী হবে যবে, ধরমের পথে
চালাইতে মোরে তব আছে অধিকার;
সেই অধিকারে যদি বঞ্চিত না হই,
অন্য কোন ভয়ে ভীত নহে দীন মন।
অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিব সর্ব্বদা,
কর্ত্তব্য আদায় তরে কাঠিন্য প্রকাশ
করিও শতেকবার নাহি ক্ষোভ তায়।
কিন্তু সে সহানুভূতি, যাহাতে উৎসাহ,
সাহস সঞ্চার করে মানবের মনে,
তা' হ'তে বঞ্চিত যেন হই না কথন।

আকাঙ্ক্ষার উচ্চচূড়ে উঠিলাম আজ
তোমার কৃপায়, এই কৃপা চিরকাল
থাকে যেন পদাশ্রিত দাসের উপরে।
এত বলি বঙ্গানন্দ হইলা নীরব,
আনন্দ, আতঙ্ক আসি যুগপত উভে
অভিভূত করিল তাহাকে ; কলেবর
উঠিল কাঁপিয়া ; পড়িল অসাড় দেহ
যশোবতী-পদতলে। দেবী যশোবতী
করুণ-হৃদয়া, বসিয়া পড়িলা ভূমে
দেখি এই দৃশ্য। অন্তর-যাতনা তাঁর
পূর্ণ করি পুণ্যভূমি রমণী-হৃদয়
বাহিরিলা স্থানাভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।
জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কিছুক্ষণ
থাকি বঙ্গানন্দ দেব লভিলা চেতনা।
চাহিলা সজল আঁখি, অপলক দৃষ্টি
একদৃষ্টে, যশোবতী আঁখিযুগ পানে।
নয়নে নয়নে কত মরমের কথা
কহিল নির্ব্বাকে। নীরবে নয়ন-নীর
বহিল অজস্র ধারে যশোবতী-চোখে।
আরম্ভিলা দেবী প্রেম-বিজড়িত স্বরে :—
উঠ, দেব! বঙ্গানন্দ—বঙ্গশিরোমণি!
দিয়াছি দারুণ ব্যথা তোমার অন্তরে,
নিজেও পেয়েছি ব্যথা, মনের বিশুদ্ধি
হতাশের দুঃখানলে হয় পরীক্ষিত;

সখাদ সুবর্ণ যথা হবির্ভুকগ্রাসে।
আমার পরীক্ষা শেষ, জানিলাম আজ
তুমি মম প্রণয়ের পাত্র উপযোগী।
নারীরূপা খ্যাতি আমি, আমায় পাইতে
শত শত বাধা, বিঘ্ন, বিপদ, আপদ
সতত সহিতে হয়। হতাশে, নিরাশে
ভগ্নোদ্যম না হইয়া পূর্ণোদ্যমে যারা
সোৎসাহে স্বকার্য্যে ধায় অনিবার্য্যবেগে
তাহারাই পায় মোরে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,
ভিন্ন ভিন্ন লোক কাছে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে,
দেখা দিয়া থাকি। যে আমাকে চায়
তাহাকে পরীক্ষা আমি করি এইরূপে।
তোমায় পরীক্ষা করা হইয়াছে শেষ,
সেই পরীক্ষার ফল-অনুগ্রহ-লাভ।
যে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছ এত দিন
কর সেই কর্ম্ম, পদস্খলিত তোমায়,
যখন যেখানে আমি পাইব দেখিতে,
ধরিয়া তোমার হাত, দেখাইয়া পথ
আনিব সুপথে, চিন্তা কর পরিহার।
কি ভাবিছ? বঙ্গানন্দ! তোমারই আমি,
হারায়োনা ধৈর্য্য, স্থির কর মন, রাখ
লক্ষ্য স্থির, উঠ, দূর কর দুর্ভাবনা।
পূর্ণ তব মনোরথ, আমিই তোমার।
মাগিছি বিদায়, অলসে সময় নষ্ট

সাজে কি এখন? জ্ঞানাঞ্জন একবার
খুলি, চাহি দেখ চারিদিকে; কত কাজ
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে পড়ি পুরোভাগে।
ডাকিছে তাহারা আয় আয় আয় বলি,
চল যাই সে সকলে ধরিগে দুজনে।
নারীর অঞ্চল ধরি তোমাদের জাতি
যাইতেছে অধঃপাতে, ত্যজ সেই মোহ।
উঠ, বস, শুন, শুন, সরল অন্তরে
করিছি প্রতিজ্ঞা আমি তোমার নিকটে;
যে দিন কলুষ হয়েছিল পদচ্যুত
বৎসরান্তে ঘুরিয়া আসিলে সেই দিন
বিবাহ করিব আমি করিয়াছি স্থির।
নিত্যানন্দপুরস্থিত সেই ময়দানে
মহাসমারোহে আমাদের পরিণয়
হইবে সম্পন্ন। পূর্ব্বেকার সভামত,
মহাসভা সেই দিনে হইবে আহূত;
আমাদের পরিচিত আত্মীয়, বান্ধব
সকলেই আসিবেন সেই শুভদিনে।
শতবার পৃথ্বীসতী দিননাথে বেড়ি
ঘুরিয়া আসিল সঙ্গে করি শশধরে
নরচক্ষু অগোচরে। দেবী ন্যায়ব্রতা,
এ দীর্ঘকালের মধ্যে, পথমধ্যস্থিত
শত শত স্থান নিজে দেখিতে দেখিতে
নিত্যানন্দ-পুরে গিয়া দিলা দরশন।

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী দেবী ন্যায়ব্রতা
দেখিয়া শুনিয়া সব পারিলা বুঝিতে
অসামান্য কাজ করিয়াছে দুইজনে—
বঙ্গানন্দ, যশোবতী। বঙ্গ পুরাতন
নবসাজে সুসজ্জিত; আনন্দ অতুল
উপজিল তাঁর মনে। পুত্রোপম স্নেহ,
বঙ্গানন্দ 'পরে তাঁ'র; সন্তানের যশঃ,
সন্তানের কীর্ত্তি, দেখিলে শুনিলে
কোন্ পিতৃমাতৃহৃদি না উঠে উথলি
স্নেহরসে? চিন্তিলেন দেবী মনে মনে,
এ দুয়ের হয় যদি শুভ সম্মিলন
পরিণয় রূপ দিব্য পবিত্র বন্ধনে,
বঙ্গোন্নতি অট্টালিকা হইবে নির্ম্মিত
চিরস্থায়ী ভিত্তি 'পরে।
দেবী ন্যায়ব্রতা
করিয়াছিলেন যাত্রা গৃহ হতে যবে;
সেই একই দিবসে, ক্ষান্তি, যশোবতী
ত্যজিয়াছিলেন ন্যায়ব্রতার ভবন।
অন্য পথ অবলম্বি তাঁহারা দুজনে
দেখিতে দেখিতে কর্ম্মভূমি, কর্ম্মফল
—স্ব স্ব পরিশ্রম জাত, নিত্যানন্দপুরে
পৌছিলেন নিরাপদে, পূর্ব্বদিনে যথা
মহাদেবী ন্যায়ব্রতা আনন্দ অন্তরে
পৌঁছিয়া লভিতেছিলা বিরাম, আরাম।

প্রণমি পিতায় যবে দেবী যশোবতী
চলি গেলা নিজ কক্ষে, দেবী ন্যায়ব্রতা
সোদরে সম্ভাষি'-স্নেহসিক্ত আর্দ্রস্বরে
কহিতে লাগিলা ঃ—"আর কতদিন, দাদা!
রাখিবে অবিবাহিতা যুবতী সুতায়?
আমাদের একমাত্র সংসার-কুসুমে
আর কি অনূঢ়া রাখা দেখাইবে ভাল?
মৃত্যু নহে কা'রো হাত ধরা, কালাকাল
দেখে না সে, যখন সম্মুখে দেখে যা'রে,
মুখে করি লয়ে যায়, শুনে না বারণ।
তাই বলিতেছি, দাদা? থাকিতে সময়
বয়স্থা কন্যায় কর সৎপাত্রে প্রদান।
মেয়েটী হইলে পার, সংসার-বন্ধন
কি থাকিবে আমাদের? এস, দুই জনে
যা' কিছু সম্বল পারি করিতে সংগ্রহ,
লয়ে তাই চলে যাই ভবনদীতীরে;
দাঁড়ায়ে থাকিগে তথা, আসিলে পাটনী
খে'য়া কড়ি দিয়া তারে পারে যা'ব চলে।
এস, দাদা! এস তবে, অসমাপ্ত কাজ
সময়ে সারিয়া ফেলি, যাবার সময়
যেন তা'রা দুর্ভাবনা শিরে না চাপায়।"

সত্যরূপ আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, ভাবিতেছ, বোন্!
ঘোর দুর্ভাবনা মোরে এ যাবত কাল
করিয়াছে প্রপীড়িত; খুঁজিয়াছি কত,

পাই নাই সুপাত্র কোথাও ; ধন্যবাদ
দিতেছি ধাতায়, তাঁহার করুণাবলে
মিলিয়াছে সৎপাত্র নিজ মনোমত।
অতি উপযুক্ত পাত্র ; রূপে, গুণে, কুলে,
শীলে সর্ব্বাংশে সে ভাল। একমাত্র বাধা-
—সামান্য হলেও নহে অবহেলনীয়—
শোবতী-অভিমত ; ভাবিতেছি তাই,
প্রত্যাখ্যান করে যদি কি হবে উপায়।
বয়স্থা দুহিতা মোর, রূপে কিম্বা গুণে
তার সমতুল্যা নারী আমার নয়নে
পড়ে নাই কোন খানে। একটী তনয়া,
তাহার অমতে, পাত্রস্থা করিতে তা'রে
নাহি সরে মন ; যাহাকে তাহার রুচি
বরমাল্য পরাইবে তাহার গলায়।
জানি ভাল মতে, সমর্পিলে তার হাতে
নিজ মনোমত পাত্র-নির্ব্বাচন-ভার,
অপাত্রে কখন করিবে না সমর্পণ
মনপ্রাণ। পাইয়াছি ভাল পাত্র বটে,
কিন্তু সমস্যা এখন, কেমনে জিজ্ঞাসি,—
"মাতঃ যশোবতি ! ভাল পাত্র নির্ব্বাচন
করেছি আমরা ; যাহাকে বুঝেছি ভাল,
তোমাকে তাহার হাতে করিতে অর্পণ
করেছি মানস ; আমাদের অভিপ্রায়,
নহে তোমার অমতে অপরের হাতে

করিব তোমায় সমর্পণ ; নিজে দেখ,
পরীক্ষিয়া গুণাগুণ করিও বিচার ;
উপযুক্ত পাত্র যদি ভাব তুমি তারে,
বরি পতিপদে সেই মহাত্মা যুবকে
আমাদের আশা, বৎসে ! কর সম্পূরণ।”
দেখ, ভগ্নি ! বৃদ্ধ আমি, সম্বন্ধে জনক,
বলিতে এরূপ কথা সুতা সন্নিধানে
বাসি বড় লাজ ; অপর আপত্তি এই,
পিতাগতাপ্রাণা সেই দেবী যশোবতী,
পিতৃমত-প্রতিকূলে বলিবে না কথা,
নিজ অভিপ্রায় নাহি করিবে প্রকাশ ;
ভাবিবে পিতার মনোকষ্ট কেন দিবে
আপনার সুখ হেতু। এ কার্য্যের ভার
তোমায় লইতে হবে ; স্ত্রীলোক তোমরা
স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোকেরা মনোভাব
করে ব্যক্ত অকপটে, বাসেনাকো লাজ।
ন্যায়ব্রতা তোমার ও যশোবতী উভয়ের মত
আছি আমি অবগত ; দুশ্চিন্তায়, দাদা !
দূর কর মন হতে। সুতা যশোবতী,
যত দূর বুঝিয়াছি কার্য্যে, ব্যবহারে,
বঙ্গানন্দ প্রতি করে স্নেহ সমধিক ;
সেই না তোমার, দাদা ! পাত্র মনোনীত ?
সত্য যদি হয় আমার এ অনুমান,
নিশ্চিন্তে বলি তোমায়, ত্যজি অন্য কাজ

যত শীঘ্র পার তুমি এ শুভ বিবাহ
কর আগে সম্পাদন। আজীবন আমি
সন্তান সদৃশ এই বঙ্গানন্দ দেবে
করেছি প্রতিপালন ; সকলেই জানে
আমিই জননী তা'র ; বঙ্গানন্দ মোরে
এখনো জননী বলি করে সম্বোধন।
আজন্ম হইতে তা'র চরিত্র, স্বভাব
জানি ভাল মতে। দেব-চরিত্র তাহার
শৈশব হইতে করিয়াছি বিগঠিত।
উভয়েই এক কার্য্যে আছে নিয়োজিত
অনুক্ষণ ; কার্য্যক্ষেত্রে ঘটিতেছে সদা
উভয়ের সন্দর্শন ; একের অভাব,
গুণাগুণ যত অপরে জানে বিশেষে।
উভয়ের মধ্যে পরস্পর-ভালবাসা
জন্মিয়াছে গাঢ়তর ; এ উহাকে চায়,
এ কথা নিশ্চয় পারি বলিতে তোমায়।
এ পাত্র অপেক্ষা বেশী পাত্র উপযোগী
কোথাও না পাবে তুমি খুঁজি ভূমণ্ডলে।
শুভকার্য্য এই মহা শুভের সময়
কর, দাদা ! সম্পাদন। হইয়াছে স্থির
সত্বর এখানে সভা হইবে আহূত।
নিমন্ত্রণ-পত্র সব হয়েছে প্রেরিত
নেতৃগণ সন্নিধানে ; দুই এক দিনে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত নেতৃগণ যত

হইবেন উপস্থিত এ মহাসভায়।
উভয় পক্ষের যত আত্মীয়, সুহৃদ্
করিবেন যোগদান ইহাও নিশ্চিত।
আমার একান্ত ইচ্ছা, শুন, দাদা! শুন,
বঙ্গানন্দ-যশোবতী-শুভ-পরিণয়
হোক সম্পাদিত সর্ব্ব নেতার সম্মুখে।
আনন্দে অধীর চিত দেব সত্যরূপ
ভগিনীর হাত ধরি সস্নেহে কহিলা ;—
"তোমার যাহাতে মত, তাহাতে অমত
হয় নাই কভু মম ; কেন এ বিষয়ে
আমার অমত হবে? ইহাও নিশ্চিত,
ধর্ম্মবিদ আর মহাদেবী সঞ্জীবনী
আনন্দে এ মতে করিবেন পোষকতা।
মহামুনি ধর্ম্মানন্দ শুনিলে এ কথা
হইবেন আনন্দিত নাহিক সন্দেহ।
বঙ্গানন্দ দেবে চিনি, তাহার স্বভাব
সবিশেষ জানি আমি, হেন মহাজনে
বরিতে জামাতৃপদে হইলে সক্ষম,
জনম সফল মম ; দেবী যশোবতী
পরিতুষ্টা হইলেই মোর পরিতোষ,
ইত্যধিক সুখ-বাঞ্ছা করি না জীবনে।
পরিণয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভার
সঁপিনু তোমার হাতে, পাত্রপাত্রী উভে
তোমার সমান বাধ্য ; এ কার্য্য তোমার।

যাহা কিছু আয়োজন তব অভিলাষ
কর সেই মত, আমাকে যখন যাহা
বলিবে করিতে, করিব তা' অকাতরে।
ষষ্ঠীকে বারেক ডাক, শুনি তা'র মুখে
কি উন্নতি করিয়াছে, এত দিন ধরি
বঙ্গদেশে ; এস, ভ্রাতাভগ্নী দোঁহে বসি
শুনি বঙ্গদেশ-সমুন্নতির বারতা।"

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে অম্বিকে যশোবতীদেব্যাঃ বঙ্গানন্দস্য
বিবাহ-প্রস্তাবো নাম একবিংশঃ সর্গঃ।

দ্বাবিংশ সর্গ

যশোবতী — পিতঃ! পিতঃ! কেন বল ডাকিছ আমায়?
আদেশিলা পিসীমাতা—"শীঘ্র করি আয়,
দাদা ডাকিছেন তোরে।" কি কাজ তা' বল

সত্যরূপ — একাকিনী ছিলি বসি আপনার ঘরে,
তাই ডাকিয়াছি হেথা, তোর পিসীমাতা
বলেছেন আজ মোরে, তোদের চেষ্টায়
অনেক উন্নতি বঙ্গে অত্যল্প সময়ে
হয়েছে সাধিত; আমাদের কুতূহল
শুনি তোর মুখে, কোথা কি উন্নতি তোরা
পারিলি করিতে।

যশোবতী — সে দিন তুমি তো, পিতঃ!
আসিয়াছ চারিদিক করি দরশন,
কোথাও কি কোনরূপ উন্নতি-লক্ষণ
পড়েনি নয়নে?

সত্যরূপ — বৃদ্ধ এ নয়নদ্বয়,
দেখিয়াও ভালরূপ পায় না দেখিতে;
সন্দিগ্ধ এ মন, চোখে যাহা স্পষ্ট দেখে
তাহাতেও নাহি চায় স্থাপিতে বিশ্বাস,
পূর্ব্ব মত নাহি করে আস্থা-প্রদর্শন
লোকের কথায়।

যশোবতী — বিশ্বাস নাহি যথায়,
শুনিয়া কি ফল বল?

সত্যরূপ বাদ ছাদ দিয়া,
বিশ্বাসের উপযোগী পাইলে কারণ
তোদের প্রদত্ত সব সংবাদ ভিতরে,
সত্য তথ্য পারি কিছু করিতে নির্দ্দেশ।
যশোবতী শুন তবে, পিতঃ! শুন বলি যত পারি—
সত্যরূপ থাম্, থাম্, যশোবতি! বল, শুনি আগে
বঙ্গানন্দ কি প্রকার প্রকৃতির লোক;
পূর্ব্বে তো বলিয়াছিলি মন্দ তার মন।
যশোবতী রাগের মাথায়, পিতঃ! বলেছিনু বটে;
কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া কার্য্য দেখি তার
পূরব ধারণা হইয়াছে অপনীত।
সত্যরূপ ভাবি দেখ্ এবে, বিশ্বাসি তোর কথায়
হতাদর করিতাম যদি তারে মনে,
কতই পাপের ভাগী হইতাম আজ!
যশোবতী অত শত বুঝি যদি লোকে করে কাজ,
প্রতি মানবের তবে অর্দ্ধাংশের বেশী
কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকে; সে কালে যেরূপ
দেখেছিনু তারে, বলেছিনু সেই মত;
এবে বিপরীত ভাব দেখিছি তাহাতে।
সত্যরূপ তার বিপরীত ভাব, অথবা মা তোর?
যশোবতী সে কথা নিশ্চয় এবে বলিতে না পারি।
সত্যরূপ শুনিয়াছি তুই নাকি বঙ্গানন্দ দেবে
দিয়াছিলি নূতন জীবন!
যশোবতী নিপতিত

বিষম বিপদার্ণবে হয় যদি কেহ,
শকতি থাকিতে বাঁচাইতে সেই জনে
যে জন যতন নাহি করে প্রাণপণে,
তার সম নরাধম কে আছে সংসারে?

সত্যরূপ তোর যা' কর্ত্তব্য ছিল করেছিস্ তাই;
অন্য এক কথা আমি চাই জিজ্ঞাসিতে;—
এই ঘটনার পরে বঙ্গানন্দ সনে
কর্ম্মক্ষেত্রে যবে হয়েছিল দেখা শুনা,
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তোরে
সে কি গিয়াছিল ভুলে? কিম্বা তুই তারে
অবজ্ঞা-নয়নে করেছিলি দরশন?

যশোবতী কি যে বল, পিতঃ! তাহা পারি না বুঝিতে,
ঘৃণাচোখে কেন তাঁরে করিব দর্শন?
মহাত্মা পুরুষ তিনি, নির্ম্মল স্বভাব,
কদাচিৎ তাঁর মত লোক যায় দেখা।
পূর্ব্বে করেছিনু বটে তাঁর কথা শুনি
তাঁহার উপরে রাগ; সেই রাগভরে
গিয়াছিনু পলাইয়া তোমার নিকটে;
কিন্তু চিত্ত স্থির যবে হইল আমার,
আমা দোঁহাকার মনান্তরের কারণ
দেখিনু বিচারি, আমার নিজের দোষ
স্পষ্ট পাইনু দেখিতে।

সত্যরূপ আপনার দোষ,
আপনি বুঝিতে হয় সক্ষম যাহারা,

পুনরায় সেই দোষে তাহারা কখন
হয় না প্রলিপ্ত। নাহি ইথে অপমান,
বরঞ্চ মহত্ত্ব হয় অধিক প্রকাশ।

যশোবতী বিস্মৃতি-বিবর হতে বিগত ঘটনা
উঠায়ে করো না, পিতঃ; লজ্জিত আমায়।

সত্যরূপ নিঃসঙ্কোচে পারি তবে বলিতে এখন,
পবিত্র, চরিত্রবান দেব বঙ্গানন্দ;
যে সম্পর্ক-সূত্রে বদ্ধ হইয়া আমরা
করিতেছি কার্য্য, সেই আত্মীয়তা-ডোর
যতই সুদৃঢ় হবে, ততই শকতি
নিশ্চয় মোদের পক্ষ করিবে সঞ্চয়।

যশোবতী কেন এক কথা, পিতঃ! লয়ে বারম্বার
করিতেছ আলোচনা? যে জন্য আমায়
ডাকিয়াছ তোমার এখানে, গেছ ভুলে?

স্যায়ব্রতা সিদ্ধ মনস্কাম, দাদা! যশোবতী কথা
এস এবে শুনি, বসি বিরলে দুজনে।
বালমুখ-বিনিঃসৃত স্বদেশ-কাহিনী
শুনিতে বড়ই মিষ্ট; বল, যশোবতি!
তোমাদের দুজনার চেষ্টায় কি ফল
ফলিয়াছে বঙ্গদেশে।

যশোবতী শুন পিসীমাতা,
শুন, পিতঃ! স্থির মনে। আমরা সকলে,
আমাদের পরিশ্রমে ফলিল কি ফল
তাহাই দেখিতে, দর্শকের চক্ষু লয়ে

ভ্রমিয়াছি একে একে বঙ্গের চৌদিকে।
পরিতৃপ্তি সহ মোরা করেছি দর্শন :—
যে ঘোর অজ্ঞান-অমা, বঙ্গীয় আকাশ
করেছিল সমাচ্ছন্ন, ক্রমিক চেষ্টায়
হইছে অপসারিত ; প্রোজ্জ্বল প্রভায়
সভ্যতার দীপ্তিমালা হইতেছে ধীরে
সমুদিত। বঙ্গবাসী সম্ভোগ, বিলাস,
অলসতা, অনর্থক-বাক্য-আড়ম্বর,
নীচ-পন্থা-অবলম্বী প্রবৃত্তি নিকরে
ত্যজিতে করিছে যত্ন স্ব স্ব সাধ্য মত।
আমরাও এই শুভ অবসর দেখি,
নরনারী একত্রিত হইয়া সকলে,
যাহাতে কুপথে মন না যায় আবার,
দিবানিশি রাখিয়াছি দৃষ্টি সেই দিকে।
কুচিন্তার বাসভূমি ছিল যে অন্তর,
এখন তথায় উৎপাদন-শক্তিশীল
সুচিন্তার বীজ, রোপিছি যতনে মোরা।
যথায় যাইবে, স্বজাতি-উন্নতি-কথা
শুনিবে সর্ব্বত্র ; কেবল নহে বচনে,
প্রতি-নরনারী-কার্য্যে পাইবে আভাস।
কুচিন্তায় সদা রত থাকিত যাহারা,
তাহারাও লজ্জা, ভয়ে পারে না করিতে
তা'র আশ্রয় গ্রহণ। অসংখ্য মানবে
আহরিছে দেখি উপজীবিকা আপন

সদুপায় অবলম্বি, দুরাত্মার দল
না সাহসে প্রকাশিতে মন্দ অভিলাষ
সাধারণ-সন্নিধানে। দেখাদেখি তা'রা,
জাগ্রত দুরভিসন্ধি-কলাপে গোপনে
নিদ্রিত করা'য়ে রাখি হৃদ্-গুহ্যদেশে,
লিপ্ত সাংসারিক কাজে। সম্মার্জ্জিত রুচি
শিক্ষিত যুবকদল ; কৃষি কার্য্যে কেহ,
বাণিজ্যে কেহ বা করিতেছে ধনাগম।
অনেক যুবক, স্বাধীন জীবিকোপায়
কিরূপে করিতে হয় সেই শিক্ষা আশে,
স্বদেশে বিদেশে প্রতিনিয়ত ঘুরিছে।
দেখিয়া আসিনু বঙ্গের প্রত্যেক গৃহে
শত শত যুবা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান
সম্মিলিত হয়ে চর্চ্চা করিছে নিয়ত।
শত শত বঙ্গবাসী বিদলিত করি
তরঙ্গান্দোলিত, অতল জলধি-বারি
আনিতেছে ঘরে অন্যদেশ-দ্রব্যজাত,
আপনার দেশজাত-দ্রব্য-বিনিময়ে।
"ক্ষীণ প্রাণ কাপুরুষ," বঙ্গীয় যুবক
মুছিয়াছে এ দুর্নাম স্বদেশে, বিদেশে।
স্বজাতি-উন্নতি প্রতি একাগ্রমানসে
সম সমুৎসুক সবে ; যে দুর্ম্মোচ্য রেখা,
এক জাতিভুক্ত, ভিন্ন, ভিন্ন সম্প্রদায়ে
বিভক্ত করিয়া করেছিল সঙ্কুচিত

একতার সূত্রে, হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ।
সাম্প্রদায়িকতাজাত বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ,
যার তবে একে অপরের সমুন্নতি
দেখিলে উঠিত জ্বলি, ভস্মীভূত-প্রায়
সভ্যতা-আলোকে ; গুণের মর্য্যাদা আসি
বংশজ গৌরবে করিতেছে পদচ্যুত।
চির প্রতিবেশী আর্য্য, অনার্য্য ভিতরে
করিছে অনুপ্রবেশ ধীরে ধীরে ধীরে
সুখদ সৌভ্রাত্রসূত্র ; একতার মালা
গাঁথিতেছে বঙ্গবাসী একত্রে সকলে
সাজাইতে মাতৃকণ্ঠ সুঠাম, দুর্ব্বল।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য-ভাব ; জাতীয় বিদ্বেষ
দগ্ধ সৌহার্দ্দ-অনলে ; বাহ্য-আড়ম্বর
বিলুপ্ত সর্ব্বত্র ; ধরমের গাত্রত্বক,
কুসংস্কার-আবিলতা যারে এত কাল
করিয়া রাখিয়াছিল কদর্য্য, কুৎসিৎ,
জ্ঞানোদকে ক্রমাগত হইছে বিধৌত ;
শীঘ্রই তাহার অকৃত্রিম, মনোহর,
দিব্যকান্তি আকর্ষিবে আপনার গুণে
ঈর্ষাশূন্য মানবের সুতীক্ষ্ণ বীক্ষণ।
সংকীর্ণতা-পরিশূন্য বিশুদ্ধ আচার,
মনোমুগ্ধকর অমায়িক ব্যবহার,
স্বদেশ-প্রিয়তা বিরাজিছে যথা তথা।
ব্যক্তিগত কুরীতি, কুনীতি সমুদয়

সভ্যতার সত্যালোকে হইছে বিলীন
বিস্মৃতি-গরভে ; জনসংখ্যা দিন দিন
হইছে বৰ্দ্ধিত ; স্বজীবিকা-আহরণে
ব্যস্ত সর্ব্বজনে, স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা
করিবার আশে, নানাবিধ সদুপায়
উদ্ভাবিতে সদা রত বঙ্গবাসী নরে ;
পূর্ব্বমত পায় না সময় নিয়োজিতে,
নিবেশিতে নিজ মনে কদর্থ-চিন্তায় ;
সেই হেতু সদালস তাহাদের মন,
পরস্পর প্রতি ঈর্ষা, অশুভ কামনা,
সৌভ্রাত্র-সূত্রের অন্য অন্তরায় যত,
প্রজ্ঞার ভ্রুকুটীপূর্ণ আরক্ত লোচন
দেখিয়া সভয় চিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে
নিজ নিজ পরিবার-বর্গে সঙ্গে করি
নির্ব্বাসিত দেশান্তরে। জাতীয় একতা
সমপ্রাণতার রসে হয়ে সঞ্জীবিত,
ধৰ্ম্মমহীরুহে সতেজে আঁকড়ি ধরি
সুমৃণালভুজে, উঠিতেছে ঊর্দ্ধদিকে।
নব পত্র, পুষ্প, ফলে সে মহাব্রততী
সুশোভিত, সুরভিত করিছে অম্বর।
পাতিব্রত্য-ধৰ্ম্মাগ্রণী বঙ্গীয় রমণী
বঙ্গীয় সংসার-সরঃ-কমল-রূপিণী,
কি ক'ব তাদের কথা! যে সকল দোষে
করেছিল কলঙ্কিত গুণাবলী যত

নরমনোমুগ্ধকর, নব রসায়নে
হইয়াছে কষায়িত। পরনিন্দা, দ্বেষ,
হিংসা, ঈর্ষা, কুৎসা—জঘন্য-হৃদয়-বৃত্তি
লভিয়াছে সন্নিবৃত্তি ; মহানুভবতা,
উদারচিত্ততা, একাগ্রতার সুবীজ
হইতেছে উপ্ত সুশিক্ষা-হলাকর্ষিত
রসাল হৃদয়-ক্ষেত্রে। শিখিতেছে তা'রা
বসাইতে বঙ্গবাসী নির্জ্জীব সন্তানে
স্বকর্ত্তব্য-পরায়ণ-সন্তান-আসনে।
চিরাভ্যস্থ কুপ্রথার পরিবর্ত্তে এবে
স্বজাতি-উন্নতি প্রতি তাহাদের মন
হইতেছে সমাকৃষ্ট। নিয়োজিতা সবে
সন্তানের শৈশব-সুশিক্ষা সম্পাদনে।
সৌভাগ্যের সুকোমল অঙ্ক-সুশোভিনী,
পরিশ্রম-মুখ-বিলোকন-সশঙ্কিতা,
আলস্য-পালঙ্ক-অঙ্ক-দলন-নিরতা,
উপন্যাস-গল্প-পাঠে কালাপহারিণী,
কদর্থ চিন্তার স্রোতে নিত্যভাসমানা,
বঙ্গীয় ললনাকুল বুঝিয়াছে মনে,
শারীরিক স্বাস্থ্য কভু বিনা পরিশ্রমে
রক্ষা নাহি হয় ; ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
সন্তান, সন্ততি জন্মে ক্ষীণাঙ্গী উদরে।
ভালমতে এই সব বুঝিয়া মানসে,
পরিত্যজি চিরাভ্যস্ত বিলাস-বাসনা

শারীরিক কার্য্যে নিয়োজিছে আপনাকে।
যেখানেঁ যাইবে এবে পাইবে দেখিতে,
গভীর, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, রয়-বিরহিত
সরে, সদ্য ফুল্ল সরসিজ শোভে যথা
তেমতি আনন্দপূর্ণ স্বর্ণ-প্রসূ বঙ্গে
শোভে সুখশান্তিময় বঙ্গ-পরিবার।
সাহারার মরুভূমে, দুর্গম বিপিনে,
তামসী খনির গর্ভে, ভূধরাধিরাজ
হিমগিরি তুঙ্গ শৃঙ্গে, প্রতি দ্বীপে দ্বীপে,
সুচির তুহিনাচ্ছন্ন মেরু-প্রান্ত-দেশে,
অভ্যূর্দ্ধ অম্বর প্রান্তে কলম্বা উপরে
বঙ্গ যুবকের গতি, প্রতিপত্তি, খ্যাতি
অচিরে সর্ব্বত্র, পিতঃ! পাইবে দেখিতে।
জগতের সর্ব্বদেশে বঙ্গের গৌরব
হবে প্রতিষ্ঠিত; সুসভ্যজাতির হৃদে
সম্মানের প্রতিমূর্ত্তি অক্ষয়, অব্যয়
প্রতিষ্ঠিবে বঙ্গবাসী। বঙ্গের চৌদিকে,
বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণ যত
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়ে হত পরাক্রম,
বাঙ্গালীর সুপবিত্র চরিত্র নির্ম্মল,
অনুবিদ্ধ, সুরঞ্জিত, দেখি স্বনয়নে
মহানুভবতা আর মনস্বিতা গুণে,
হৃদয়ের হিংসানল নির্ব্বাপিত করি,
বঙ্গবাসী জন সনে মিত্রতা-বন্ধনে

আবদ্ধ হইতে সবে হবে সমুৎসুক।
বাঙ্গালীর নাম শুনি যাহারা শ্রবণে,
ঘৃণায় কুঞ্চিত করিতেছে আঁখিযুগ,
যাহারা এখন ভাবিতেছে মনে মনে,
বাঙ্গালীরা তাহাদের উন্নতির পথ
প্রতিরোধ করি দাঁড়াইছে পুরোভাগে,
অচিরে তাহারা, পিতঃ! পাইবে দেখিতে
বাঙ্গালীই তাহাদের পথ-প্রদর্শক
বলি বঙ্গবাসীগণে করিবে স্বীকার।
মানসিক বল যবে, অপরের মনে
প্রতিপত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ়ভিত্তি
তাহা; লৌকিক-বিদ্বেষ—প্রবল-বন্যায়
পারে না টলা'তে তারে; এ সকল লোক
আপনি যখন, বুঝিবে আপন মনে
তাহাদের সমুদয় উদ্যম বিফল,
নিজের নীচতা মাত্র হইছে প্রকাশ,
তখন আপনি আসি, না ডাকিতে কেহ,
দেখাইবে কৃতজ্ঞতা উপকারী জনে।
আমরা যেরূপ ভাবে করিছি গমন,
শত্রু, মিত্র কেহ আমাদের কার্য্যাবলী
দেখিয়া কোনই দোষ পারিবে না দিতে।
কেবল যাহাতে আমাদের উপকার
হইবার সম্ভাবনা পাইছি দেখিতে,
সেই পথ দিয়া মোরা যাইতেছি চলি।

স্বজাতি, বিজাতি কিম্বা কোন সম্প্রদায়
বলিতে কোনই কথা না পারে যাহাতে
সেই দিকে রাখিয়াছি দৃষ্টি চিরকাল।
এই মূলমন্ত্র জপ করিবার ফলে
পেরেছি করিতে বঙ্গোন্নতি এতদূর।
অধিক তোমাকে, পিতঃ! কি বলিব আর
যেখানে যাহার সঙ্গে হইতেছে দেখা,
আমাদের পক্ষপাতী কিম্বা পক্ষঘাতী,
সকলেই সমস্বরে করিছে ঘোষণা
আমাদের স্তুতিবাদ, দৃষ্টি-অন্তরালে।
মহাসুখী বঙ্গানন্দ স্বদেশহিতৈষী,
মহাসুখী ধর্ম্মবিদ সমাজনায়ক,
মহাসুখী ধর্ম্মানন্দ—আজীবন যিনি
বঙ্গের উদ্ধার কল্পে মহেশের ধ্যানে
আছেন নিমগ্ন। আপনার পরিশ্রম,
সাফল্যে, সুফলে যবে হয় পরিণত,
কে না হয় সুখী এই নিখিল ভুবনে?

সত্যরূপ — সত্য তব কথা, বৎসে! আমি নিজ চোখে
দেখিয়াছি এই অভিনব সমুত্থান
বঙ্গদেশে। কিন্তু বৎসে! করিও না মনে
চিরস্থায়ী এ উন্নতি। পুরুষানুক্রমে,
যে সকল কুসংস্কার, কুরীতি, কুপ্রথা
বঙ্গীয় সমাজে হইয়াছে বদ্ধমূল,
এত শীঘ্র তাহারা যে হবে বিদূরিত

নহে তা' সম্ভবপর। মানব-স্বভাব
চিরদিন নূতনত্বে করে সমাদর;
নূতন দেখিলে লোকে স্বতঃ মনে করে
এইটাই বড় ভাল; নূতনত্ব যবে
পুরাতনে পরিণত, লাঘবতা লভে
আকর্ষণী শক্তি, উদ্যম হয় শিথিল।
অনেক সময়ে বিপরীত বেগ আসি
পর্য্যুদস্ত করি ফেলে নূতনত্ব-গতি।
তোমাদের অতর্কিত এ নব আঘাতে
দমিয়াছে বিপরীত-মত-বাদী লোকে
ক্ষণতরে; পুনরায় অচিরে তাহারা
সামান্য সুযোগ যবে দেখিবে সম্মুখে,
আনত মস্তক ধীরে করিয়া উন্নীত,
বিফলিতে তোমাদের চেষ্টা সমুদয়
করিবে যতন সবিশেষ; আস্ফালিবে
দ্বিগুণ উৎসাহে। তাই বলি শুন, বৎসে!
এই জয়ে জয়লক্ষ্মী স্থায়ীতর ভাবে
হইয়াছে হস্তগত করিও না মনে।
ন্যায়ব্রতা শুন, দাদা! শুন, সবে মাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে
ইহারা এখন করিতেছে পদার্পণ।
হেন গুরুতর কাজে—জাতীয়-উত্থানে,
আশামত ফল পাবে এত স্বল্পকালে,
কখন সম্ভব নহে বলিবে সকলে।
মহাদেবী সঞ্জীবনী, দেবী যশোবতী,

ধর্ম্মবিদ, ধর্ম্মানন্দ—ঋষি-কুলোত্তম,
সহস্র সহস্র সমাজের নেতাগণ,
অগণিত সহচর অনুচর সনে
ধাইছেন সকলেই এক লক্ষ্য পথে
নিরবধি ; সকলেই করিছেন আশা,
তাঁহাদের পরিশ্রম, উদ্যম, উদ্যোগ
সময়ে হইবে সিদ্ধ ; কিন্তু যত দিন
তাঁহাদের শুভকর্ম্ম পরিপক্ক ফলে
না হইবে পরিণত, নিশ্চয়তা কোথা।
আশার সামান্য ক্ষীণ জ্যোতিঃ দেখি চোখে
হইনু সফলকাম সুধী নাহি ভাবে।
শুন, যশোবতি ! আশায় আশ্বস্থা থাক,
সেই আশা সঞ্চারিবে মনে নব বল,
সেই বল এ উৎসাহে, এ মহা উদ্যমে
কার্য্যকরী শক্তি স্বতঃ করিবে প্রদান।

যশোবতী অকারণ আশঙ্কায় কেন বৃথা মনে
দাও স্থান ; কণ্টক উঠায়ে, নিষ্কণ্টক
করিয়াছি মাঠ, মূল শিকড় যখন
হইয়াছে উৎপাটিত, কি ভয় তখন
আছে বিদ্যমান ? অবশ্য স্বীকার করি
কলুষের পক্ষপাতী মানব অনেক
আছে আমাদের দেশে। ছোট ছোট গাছ
রবি-শশি-কররোধী বিটপী ছায়ায়
ক'দিন বাঁচিয়া থাকে ? আপনা-আপনি

তেজাভাবে দিন দিন হইয়া নিস্তেজ
সত্বর শুখায়ে যাবে। বলিছ তোমরা
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রতিপক্ষ নরগণ
অসাবধানতা খুঁজিতেছে অবিরত।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র প্রাপ্তিমাত্র অদম্য প্রতাপে
আমাদের আধিপত্য করিয়া বিলোপ
নিজেদের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিবে।
সে আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অলীক কল্পনা,
কখনই কার্য্যে নাহি হবে পরিণত।
আগাগোড়া ভালরূপে বাঁধিয়া আমরা
হইয়াছি এ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর।
তোমরা উভয়ে বৃদ্ধ, আশঙ্কা, সন্দেহ
প্রতিকার্য্যে বিদ্যমান কর সন্দর্শন।
কলুষের নির্ব্বাসন সঙ্গে সঙ্গে যদি
নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্ম্মা হয়ে আমরা সকলে
থাকিতাম বসি, তা' হ'লে এরূপ কথা
সম্ভাবনা-সীমা মধ্যে আসিয়া পড়িত।
কলুষ-পতন-দিন হইতে আমরা
কেহই নিশ্চেষ্ট নহি, মন-প্রাণ সবে
দিয়াছি এ শুভকর্ম্মে ; নারী কিম্বা নর,
যাহার যেরূপ সাধ্য, সেই সাধ্যমত
সকলেই আছে এই কার্য্যে নিয়োজিত।
যদ্যপি আমরা শারীরিক বীর্য্যবলে
স্থাপিতে এ আধিপত্য সমাজ উপরে

করিতাম যত্ন, অবশ্যই তা' হইলে
করিতাম মনে, তোমাদের এ সন্দেহ
নহে অমূলক। বলিয়া রাখিছি পিতঃ!
তোমার জীবিত-কাল মধ্যেই তোমাকে,
দেখাইয়া দিব, বঙ্গের এ অভ্যুত্থান
চিরস্থায়ী, নহে ইহা বাহ্যক্রিয়া ফল।
সঞ্চারিত হইয়াছে তেজ অভ্যন্তরে,
সে তেজের উৎস নাহি শুখাবে কখন।
চিররসময়ী এই বঙ্গমহাভূমি—
—মরুশূন্য দেশ; রোপিবে যাহা যতনে
এই বঙ্গদেশে, অবশ্যই তাহা কালে,
জনমিয়া প্রদানিবে আশা মত ফল।
যত দিন ধরাধামে থাকে এ জীবন
তত দিন নিয়োজিত থাকিব এ কাজে।
এই কার্য্যক্ষেত্র ছাড়ি চিরাবাস তবে
আহূত হওয়ার আগে, এ কর্ম্মের ভার
উপযুক্ত পাত্রহস্তে করিয়া অর্পণ
যাইব সকলে। অক্ষম বুঝিতে আমি
অকারণ আশঙ্কায় কেমনে তোমরা
আনিয়া আপন মনে, কহিছ এ কথা।

ন্যায়ব্রতা না, না, বৎসে যশোবতি! আমাদের কথা
শুনিও না কাণে; বৃদ্ধ হইলেই লোকে
সকল বিষয়ে দেখে সন্দেহ-জড়িত।
তবে এক কথা আছে শুন দিয়া মন,

তোমাদের মত পূর্ব্বে আমরাও সবে
বঙ্গের হিতার্থে করেছিনু পরিশ্রম
আজীবন ; নিজ চোখে পাইছ দেখিতে
কত দূর সফলতা করেছিনু লাভ।
এই তো সে দিন মাত্র দুরন্ত কলুষ
হইয়াছে বিতাড়িত। কি জানি কোথাও
আছে কিনা আছে অন্য নূতন কলুষ।
উদ্যমে কয়েকবার হইলে বিফল
আপনার শক্তি প্রতি অভক্তি জনমে।
কতবার দেখিয়াছি এই আসে ফল
হাতে, আবার কিরূপে হয় হাতছাড়া
পারি না বুঝিতে ; পাইয়াছি কতবার
হাতে তা'রে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কোথা
যায় চলি, পাইনাকো খুঁজি : এই সব
দেখিয়া শুনিয়া, সফলতা সুনিশ্চিত
দেখিলেও, মনে মনে জনমে সন্দেহ।
বঙ্গবাসী মানবের মানসিক গতি
আজ কাল যে প্রকার যাইতেছে দেখা,
তাহাতে হইছে মনে তোমরা অচিরে
পাইবে সুফল। কিন্তু রাখ মনে করি,
পূর্ণ সফলতা হস্তগত যত দিন
না হইবে, আমাদের মনের সন্দেহ
হইবে না নিরাকৃত। কি হবে বুঝা'য়ে ?
তর্কে এ সংশয় কখন হবে না দূর

মন হতে। শুন, মাতঃ যশোবতি! যাও
ধর্ম্মবন্ধু সন্নিধানে, বলিও তাঁহাকে
আসিতে এখানে, বলিও বুঝা'য়ে তাঁরে,
তাঁর অপেক্ষায় আমরা সকলে হেথা
আছি বসি।

যশোবতী — যাই তবে পিসীমাতা, যাই
আনিতে তাহাকে। আমাদের অভিলাষ
সকলে এখানে আসি হই সম্মিলিত;
একই কর্ম্ম উদ্দেশে সকলেই যবে
ধাইতেছি এক পথে, মাঝে মাঝে সবে
যদি এক স্থানে আসি হই একত্রিত,
শিথিল উৎসাহ পুনঃ হয়ে নবীভূত
নব তেজে উদ্দীপিত করিবে মানসে।
কোথায় কিরূপ ঘটিতেছে অবনতি,
কোথায় উন্নতি; অবলম্বি কি উপায়,
একের উচ্ছেদ আর অন্যের বর্দ্ধন
হবে সংঘটিত; সে উপায় নির্দ্ধারণ
সকলে একত্র হয়ে পরামর্শ করি
যত স্থির করা যায় ততই মঙ্গল।

বঙ্গানন্দ — পাঠায়ে দেছেন মোরে মহর্ষিপুঙ্গব
জানাইতে আপনাকে, এক ঘণ্টা পরে
আপনি ও মাতা এক সঙ্গে দুই জনে
করিবেন দেখা।

সত্যরূপ — যাইও না, যশোবতি।

বইস এখানে। শুন, বৎস বঙ্গানন্দ!
এতক্ষণ ধরি মাতা যশোবতী মুখে
তোমাদের কার্য্য, কীর্ত্তি করিনু শ্রবণ।
পাইয়াছি বড় প্রীতি; চিরকাল, বৎস!
এই শুভ কার্য্য করি কীর্ত্তি-অবিনাশী
মুদ্রিত করিয়া রাখ বঙ্গ-অবয়বে।

বঙ্গানন্দ আমি কি করিছি, পিতঃ! ক্ষুদ্রপ্রাণী আমি,
যে কিছু সামান্য কাজ পারিছি করিতে,
নহে নিজ শক্তিবলে। দেবী যশোবতী—
যোগিনীরূপিণী, অসময়ে সহায়তা
নাহি করিতেন যদি, আমার জীবন
এতদিন কোন্ কালে ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
হইত বিলুপ্ত।

যশোবতী হে সাধু, সন্ন্যাসী-বুধ!
যোগিনী বলিয়া তুমি ডেকো'না আমায়,
আমি কি যোগিনী, বাবা! যোগিনী যদ্যপি
তুমিও সন্ন্যাসী।

সত্যরূপ তুমিও যোগিনী নও,
সন্ন্যাসীও নহে বঙ্গানন্দ, সকলেই জানে।
যোগিনীর নাম শুনি তুমি কেন, বৎসে!
ক্রুদ্ধা হও এত? যে বেশে অধিক কাল
দেখে লোকে যা'রে, সেই বেশধারী বলি
লোকে ডাকে তা'রে; জন সাধারণ, বল,
যোগিনী ব্যতীত আর অন্য কোন্ নামে

ডাকিবে তোমায়? পার বঙ্গানন্দদেবে
ডাকাইতে অন্য নামে, পরিচিত যা'রা
তাহারা না হয় পারে ডাকিতে তোমায়
অন্য নামে; বিভূষিতা যে বেশে এখন
অপরে যোগিনী ভিন্ন কি আর বলিবে?

যশোবতী — যখন প্রথমে দেখি বঙ্গানন্দ দেবে
আমাদের গৃহে, সে সময়ে ছিল তাঁর
সন্ন্যাসীর বেশ। আমিও বলিয়া রাখি,
তাঁহাকে দেখিলে ডাকিব সন্ন্যাসী বলি।

ন্যায়ব্রতা — বেশ তো, বেশ তো, তুমি হও সন্ন্যাসিনী,
সন্ন্যাসী আমার এই বঙ্গানন্দ দেব,
তাহাতে কি ক্ষতি বল?

যশোবতী — সকলেরি দেখি
একদিকে টান, আমার স্বপক্ষে কেহ
বলে না একটী কথা; দাদা মহাশয়
আসিবেন শীঘ্র; আসিবামাত্রই তিনি
প্রথমেই এ কথার হইবে বিচার।

বঙ্গানন্দ — আমি তো অন্যায় কথা বলিনি তোমায়,
কিম্বা রাগাইব বলি, যোগিনী এ নামে
করি নাই সম্বোধন; রাগ যদি কর
এই নামটী শুনিলে, পুনরায় এই নামে
নাহি ডাকিব তোমায়।

যশোবতী — কি করি না করি,
কে তোমায় বলেছিল বাজাইতে ঢাক

যেখানে সেখানে। স্বদেশের সমুন্নতি
এইরূপে বুঝি তুমি চাহিছ করিতে।
বল দেখি, বাবা! লোক মাঝে প্রকাশিয়া
বেড়ান কি ভাল? বঙ্গের দুর্ভাগ্য অতি,
যৎসামান্য কাজ যথা করি কোন লোকে
চাহে নিজ নাম বিঘোষিতে চারিদিকে।
কেহ বা না করি কাজ দশ জন মুখে
শুনিতে নিজের নাম হয় লালায়িত।
গাইবে সকল লোকে সুযশ আমার
এই প্রত্যাশায় যারা করে কোন কাজ,
ক্ষণস্থায়ী যশঃ তারা করিলেও লাভ,
কালচক্র তাহাদের স্বার্থোদ্দেশ্য কথা
ঘুরাইয়া আনি করে জগতে ঘোষণা।
হেয়, অবজ্ঞেয় কূটনীতির কৌশল
অবলম্বি চায় যারা লভিতে সম্মান;
কিম্বা অন্তরস্থ বিবেকের ক্ষীণ স্বর
যাহাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশের পথ,
পায় না খুঁজিয়া কার্য্যকালে কোনরূপে;
তাহারাই সাধারণ-লোক-মুখ চাহি
কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে হয় অগ্রসর।
অমুৎপাটিত, উর্ব্বর-ক্ষেত্র-সঞ্জাত
আগাছা যেমতি দিনে দিনে বিবর্দ্ধিত
হইয়া অবাধে ক্ষেত্রে করে আচ্ছাদিত,
ইহাদের অন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তি তথা

জনরব-রূপ-যশঃ-কিরণ-সম্পাতে
সমুদয় মনোভূমি আসি করে গ্রাস।
সাধারণ-প্রশংসার মূল মন্ত্র যারা
কেবল কণ্ঠস্থ করে, তাহারাই জানে
দুই এক সাধারণ-লোক শ্রেণী-নেতা
হয় যদি হস্তগত, দলস্থ সকলে
শৃগালকুলের মত না বুঝি, না জানি
নায়কের রব মাত্র করে প্রতিধ্বনি।

বঙ্গানন্দ — কি কথায় কি যে কথা কর উত্থাপন
বুঝিতে না পারি। সঙ্গত কি অসঙ্গত
নাহি দৃষ্টি সেই দিকে।

যশোবতী — তোমায় শুনিতে
করি নাই নিমন্ত্রণ; কর্ণ ও অঙ্গুলি
সংযোগ করিতে কেহ করিছে না মানা।

বঙ্গানন্দ — কেবল কলহ দিকে দৃষ্টি অনুক্ষণ।

যশোবতী — ওই কার্য্য করিতেই যাই যথা তথা;
যে কথা বুঝে না যা'রা তাহাদের ত'ায়
বিরক্তি সর্ব্বদা; মন বেশ স্থির করি,
চর্ব্বণ করিয়া খাও, যত চিবাইবে
মধুর লাগিবে তত; শুন পুনরায়,
সহজ কথায় বলি শুন দিয়া মন;
গণ্য মান্য বলি যারা বিদিত সমাজে,
তাহারা যদ্যপি নিজ পদোচিত কাজ
করিবার কালে স্বীয় স্বার্থ প্রতি চায়,

কত দিন বল আর লোকের বিশ্বাস
তাদের উপরে থাকে অচল, অটল ?
সমাজকে শিক্ষাদান করিবে যাহারা,
তাহাদের কথা, তাহাদের অঙ্গীকার
না হইলে পরিণত কার্য্যে অনুযায়ী,
কে দেখায় আস্থা তাহাদের উপদেশে ?
তাহার উপরে যদি নিজের প্রশংসা
নিজেই করিয়া ঘুরি কি ভাবিবে লোকে ?
মনোগত অভিপ্রায় দুই চারি দিন
মিষ্ট শিষ্টাচারে পারা যায় লুকাইতে ;
কিন্তু সত্য-বহ্নি-জ্বাল লাগে যবে তায়,
মিথ্যা-আবরণ পুড়ি হয় ভস্মীভূত।
দুই সহচর মধ্যে একজন যদি
অপরের স্তুতিবাদ করিয়া বেড়ায়,
তাহাকে আত্মপ্রশংসা বলে সব লোকে।

ন্যায়ব্রতা — কি কথা জিজ্ঞাসা তোরে করেছিনু মোরা ?
বঙ্গানন্দে দেখি বুঝি সে সকল কথা
গিয়াছিস্ ভুলে ? কি করেছে বঙ্গানন্দ,
কেন এত রাগ ?

যশোবতী — কোথায় দেখিলে রাগ ?
বঙ্গানন্দ চাহিতেছে প্রশংসা আপন
শুনিতে আমার মুখে, তাই এত কথা
শুনাইয়া দিনু তারে। তোমরা বা কেন
টান এত তার দিকে ?

ন্যায়ব্রতা তোর পক্ষ বল,
সমর্থি কেমনে ? আপনার জিদ্, তুই
চা'স্ না ছাড়িতে। ভেবেছিনু মনে মনে,
বয়স হয়েছে বেশী, শীঘ্রই বিবাহ
দিব তোর ; কিন্তু এই কোন্দল-স্বভাব
দেখিলে কে বল, তোরে করিবে বিবাহ ? -

যশোবতী সত্য কথা, দেখি হারিবার উপক্রম,
দিতে চাও চাপা, অত বোকা নহে যশী।
বুঝেছি, বুঝেছি ; আহা ! আমারি যে ভুল !
তোমারি নন্দন কি না বঙ্গানন্দ দেব,
পিতারও প্রিয়পাত্র ; এমন আপন
থাকিতে, আমার দিকে কেন হলে টান।

ন্যায়ব্রতা এখন হইতে তবে পিসীমা, পিসীমা
বলি ডাকিস না আমায় ; নহি পিসীমাতা,
আমি তোর।

যশোবতী আমিও তা' করেছিনু স্থির ;
কিন্তু মন যে বুঝে না ; যত মনে করি
সরি তোমা হ'তে, একটী পা না পিছা'তে
দ্বাদশ পা অন্তরাত্মা টেনে লয় মনে,
পিসীমা ! তোমার দিকে ; তাহা না হইলে
দেখা'তাম মজাটী তোমার। পিসীমাতা
তুমি তো ছাড়িতে পার, আমি যে পারি না।
ধর্ম্মানন্দ ঋষিবর, তুমি আর বাবা,
এ জীবনে এ তিনের মধ্যে কোন জনে

ছাড়ে যদি যশোবতী, তাহার জীবন
কখন তিষ্ঠিতে নাহি পারে এক তিল।
পিসীমা! পিসীমা! কেন ডাকিব না
পিসীমা বলি তোমায়? ওটী অসম্ভব!
বিপক্ষে যাইবে যাও, তুমি মোর পর,
অসম্ভব, অসম্ভব; সংসার সংগ্রামে
পিসীমা যশীর বর্ম্ম; যত প্রহরণ,
যে যত সন্ধান করে যশীকে নিরখি,
সেই বর্ম্মে লাগি তাহা হয় চূরমার।
পরিক্লান্ত হ'য়ে যশী আসিলে ভবনে,
মাতৃহীনা যশী লভে আরাম, বিরাম
পিসীমার স্নেহ-ক্রোড়ে; দাঁড়াবে কোথায়
বল, পিসীমাতা তুমি আশ্রয় না দিলে?
যে স্নেহরজ্জুতে বাঁধা আছে পিসীমাতা
তোমার সহিত যশী, কাটিতে তা' তুমি
পারিবে না কোন কালে। এ দৃঢ় বিশ্বাসে
নির্ভরিয়া যশী কত কলহ বিবাদ
সূত্র পেলে বাধাইবে; ভাবিও না যশী
রোষ ভরে ত্যজি তোমা অন্যত্র যাইবে।
যেখানে যাউক যশী, তোমাদের সনে
আসিয়া যুটিবে, পার যদি ছাড় তারে
দেখি শক্তি কত?

প্রেম বিন্দু ঝর ঝরে
ভাসাইল ন্যায়ব্রতা দেবীর হৃদয়।

ভগ্নীকে মগনা দেখি স্নেহসরোবরে
আরম্ভিলা ভ্রাতা :—

সত্যরূপ — পাগলি! মা যশোবতি!
কখন খেয়াল কি যে হয় তোর মনে
বুঝিতে না পারি। না আসিতে বঙ্গানন্দ,
বিনা অপরাধে দিলি তার মনে ব্যথা;
যেই তোর পিসীমাতা বলেছেন কথা
বঙ্গানন্দ পক্ষে, অমনি কোমর বাঁধি
বিবাদিলি তাঁর সনে, ভাবিয়া পাই না
কাহার সহিত মিলিবে মা তোর মন।
এত চঞ্চলতা, মাতঃ! এ রূপ বয়সে
দেখায় কি ভাল? আঘাতিয়া অন্য জনে
কি সুখ মা তোর? সকলেই ভালবাসে,
তার প্রতিদানে হেনরূপ ভালবাসা
দেখাতে কি হয়? মানিলাম স্নেহপাশে
আবদ্ধ যাহারা তোর প্রতি, তা'রা সবে
করে ক্ষমা তোরে; কিন্তু বুঝিয়া দেখ, মা!
এইরূপ আচরণ সঙ্গত কি কভু?

যশোবতী — জিজ্ঞাসা করিও বাবা! দাদাকে আমার,
কি উত্তর দিয়াছিনু তাঁহার কথায়।

ন্যায়ব্রতা — কেন, দাদা! ওর সঙ্গে কর বকাবকি?
একটা বিষম গোল বাধাইবে যশী,
তুমি যে ভেবেছ মনে নিশ্চিন্ত হইবে
সৎপাত্রে কন্যা করি দান; সেই আশা

দাদা! ঘটে কি না ঘটে এই বিষম সন্দেহ।
বর-পক্ষ লোক যবে আসিবে দেখিতে,
সে সময় তোমার এ নন্দিনীর মুখ
খোলে যদি একবার, "বাবা, বাবা," বলি
পলাইবে তা'রা; রাষ্ট্র হলে সেই কথা,
কেহ না আসিবে আর দেখিতে কন্যায়।
থাকুক অনূঢ়া হয়ে চিরকাল ঘরে,
তুমি কি করিবে বল?

যশোবতী — যশীই তো দোষী!
যশী তা'র পিসীমার পা দুখানি ধরি
বিবাহ লাগিয়া করিতেছে পীড়াপীড়ি।
বিবাহ করিতে যশী চাহে না কাহাকে,
সে হেতু, পিসামা! যদি দুর্ভাবনা কোন
ব্যথিত করে অন্তরে, দূর কর তাহা।
এ বঙ্গ মাঝারে যদি থাকে কোন জন
যোগা'য়ে যশীর মন পারিবে চলিতে,
তবে তোমাদের যশী করিবে বিবাহ।

স্যায়ব্রতা — দেখিলাম রাস্তার দুধারে শত লোক
ধাইছে ব্যাকুলান্তরে "কোথা যশী" বলি।
শ্রীমুখের বাণী যবে, আসি বৎসগণ
শুনিবে কর্ণকুহরে, হইবে সিঞ্চিত
তাহাদের শ্রবণযুগল প্রেমরসে।

যশোবতী — কি বলিব পিসীমাতা দেখাতেম মজা
যশী-অধিকার মধ্যে তোমরা বসতি

করিতে যদ্যপি। সীমান্তের বহির্ভূত
হইয়া পড়েছ তাই পাইলে নিস্তার।
তুমি, বাবা, আর সেই দাদা মহাশয়
যশোবতী-শিরোদেশ হতে বহু ঊর্দ্ধে
করিতেছ অবস্থিতি; যশীব শকতি
বুঝিবে কেমনে? কিন্তু করিও না মনে,
তোমাদের মত সেই একই নয়নে
দেখে তা'রে অন্য লোকে; যশী যদি চায়,
শত শত নরে—রূপে গুণে সুশোভিত,
ধরাইতে পারে পায়। যশীর বাসনা
নহে তাহা; যাহাকে বরিবে পতিপদে,
সবিশেষ পরীক্ষিয়া তাহার অন্তর,
বরমাল্য পরাইবে তাহার গলায়।
মনোমত পতি যদি না মিলে কোথাও,
জানিও দুর্ম্মোচ্য অনূঢ়াবস্থা তাহার।

ন্যায়ব্রতা অত অহঙ্কার নিয়ে করিস্ না বড়াই;
কি যে করেছিস্ কাজ, কি ফল তাহার,
তাহা না দেখিয়া কেন এত অহঙ্কার!
ধর্ম্মবিদ, সঞ্জীবনী দুই জনে মিলি
প্রাণপণ যত্ন করি ক্ষেত্র আকর্ষিয়া,
বপন করিয়াছিল বীজ সুসময়ে;
অঙ্কুর উৎপন্ন তা'য় হইল যখন
তোরা গিয়া করেছিলি সলিল সেচন
তাহাতেই বাড়িয়াছে এত অহঙ্কার;

পাকিয়া উঠিলে ফল মাটীতে চরণ
পড়িত কি না পড়িত পারি না বলিতে।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে শ্রবণ-যুগল
হয়েছে বধির ; হারায়েছে চক্ষুদ্বয়
সূক্ষ্ম-দরশন-শক্তি ; শোন্ মোর কথা ;—
রোপিলে ভূমিতে বীজ জন্মিবে অঙ্কুর
কে বিশ্বাসে তাহা ? অঙ্কুর শুখাতে পারে।
নব পত্রাবলী কীটেও কাটিতে পারে ;
ফলোৎপত্তি কালে ঝড়ে পারে উপাড়িতে
বৃক্ষে ; পঙ্গপাল আসি ফল-পত্র-চয়
একই মুহূর্ত্তে পারে করিতে নিঃশেষ।
পরিপক্ক-অবস্থায় ফলে পোকা ধরে,
কিম্বা ঝটিকায় বিনষ্ট করিতে পারে ;
সমানীত হইলেও গৃহস্থ-প্রাঙ্গণে
হস্তগত হ'লো বলি হয় না বিশ্বাস,
বৃষ্টিতে হয়তঃ ঘরে উঠাবার আগে
পচিয়া যাইতে পারে। তাই বলি, যশি !
সফলতা-মুখ দূরে করিয়া দর্শন
করিস্‌নাকো মনে, হাতে পাইয়াছি ফল।
যে বৃক্ষ-অঙ্কুর দেখি করিছিস্ তোরা
লাফালাফি এত, উৎপাদিতে সে অঙ্কুর
একটী পুরুষ—ধর্ম্মবিদ, সঞ্জীবনী—
উভয়ের একটী জীবন গেছে চলি।
বিবর্দ্ধন-শীলতায় এই পরিমাণে

সময়ের এই দীর্ঘ মানকাঠি দিয়া
মাপিস্ যদি, সত্যাসত্য পারিবি বুঝিতে।
শত শত বঙ্গানন্দ, শত যশোবতী,
একের বিলোপ অন্তে জন্মিলে আবার,
কত যুগ লাগিবে তা' কর অনুমান।
শত যশোবতী যাবে, শত বঙ্গানন্দ
আসিবে, যাইবে ; তবু আকাঙ্ক্ষিত ফল
পাইবি না হাতে। সাবধান ! হেন ভাবে,
হেন অহঙ্কারে করি অন্তরে পোষণ
চলিস্ যদ্যপি কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে,
শত চেষ্টা পারিবে না করিতে প্রদান
শুভফল যথাকালে। কার্য্য এ সকল
পুরুষানুক্রমে ধীরভাবে না করিলে,
কিম্বা আকস্মিক বিঘ্ন সবায়ে না দিলে
যাথাসাধ্য সমবেত শক্তির সহায়ে,
বিগত পুরুষকৃত সমুন্নতি যত
হবে নষ্ট ; অপরকে পুনঃ গোড়া হতে
আরম্ভ করিতে হবে। এ দিকে আবার
উপার্জ্জন করা যত দুরূহ ব্যাপার,
সংরক্ষণ কিম্বা তার সদ্‌ব্যবহার
তেমতি দুরূহ অতি ; তাই বলি, যশি !
সামান্য সাফল্য দেখি হয়োনা বিহ্বলা।

যশোবতী আমার সকল দর্প, তেজঃ, দুরাকাঙ্ক্ষা,
হ'লো চুরমার, পিসীমা ! তোমার হাতে।

যে কথা বলিলে, মাগো ! সত্য তো সকলি,
চিন্তার এ গভীরতা মধ্যে না প্রবেশি,
ভাবিয়াছিলাম মনে আমরা দুজনে
একই জীবনে সংসাধিব বঙ্গোন্নতি।
এখন সুযুক্তি-পূর্ণ উপদেশ বাণী
শুনিয়া তোমার মুখে বুঝিতেছি সব।
ঐ শুষ্ক হাড় ক'খানি ! তাদের ভিতরে
এত সুগভীর চিন্তা করিতেছে খেলা,
কেমনে বুঝিব, মাতঃ ? ভিতরে যে এত
বুদ্ধি ধর তুমি, কেমনে জানিব বল ?
সরলতা-আবরণে সমাবৃত সব !
জানিতাম পৃথিবীর গতিমতি যত
সব অবিদিত তব। যাউক সে কথা।
পায়ে ধরি, পিসীমাতা দাও গো বুঝা'য়ে
যে কার্য্যে দিয়াছি প্রাণ, কেমনে সে কাজ
হইবে উদ্ধার।

ন্যায়ব্রতা কি ভয় তোর মা, যশি !
করিছিস্ কার্য্য যে ভাবে, কর সেই ভাবে।
পাইয়াছে ধর্ম্মবিদ পাত্র উপযোগী
তোদের উভয়ে ; তাঁহার করম যত
পড়িয়াছে তোদের উপরে, তোরা যদি
থাকিতে সময়, উপযুক্ত পাত্রোপরে
করিতে পারিস্ ন্যস্ত সমুদয় ভার,
দু' তিন পুরুষ মধ্যে তা' হ'লে নিশ্চয়।

বঙ্গের উন্নতি-গতি হবে প্রবাহিত
ক্রমশঃই ঊর্দ্ধদিকে ; তোদের বাসনা,
আমাদের আশা, পূর্ণ হবে সে সময়ে।
চঞ্চলা হয়োনা, বৎসে! অথবা চিন্তিতা ;
ঈশ্বরে নির্ভর কর, মানবে যা' করে,
তাঁর অনুগ্রহ বিনা হয় না সফল।
তুমি যে করম কর, সে কার্য্য তোমার
নহে, ভাব মনে মনে ; ঈশ্বর-প্রেরিতা,
তিনি তাঁর কাজ, তোমার অন্তরে থাকি
করিছেন উপলক্ষ করিয়া তোমায়।
থাক্ বশি এইখানে, বৎস বঙ্গানন্দ!
তুমিও এখানে থাক ; হয়েছে সময়
মহর্ষির কাছে যাই আমরা দুজনে।
নিবেদিতে আমাদের গোপনীয় কথা
আছয়ে অনেক ; নির্জ্জনে পাইব দেখা
এখন তাঁহাকে।

যশোবতী তোমরা আমার নামে
লাগাইবে কত কথা একেলা পাইলে,
এই বুঝি মনে করিতেছ পিসীমাতা।
তোমাদের দিকে ফিরায়ে লইবে তাঁরে,
ভাবিয়াছ মনে মনে ; দাদা মহাশয়
কখন না শুনিবেন তোমাদের কথা।
আমার মুঠোর মধ্যে, আছে দাদা বাঁধা,
ইতস্ততঃ করিতে যে দেখিব তাঁহাকে,

তখনি মুঠোর গীরা শক্ত করি ধরি
আটকিয়া রাখিব তাঁহাকে। যাও, যাও,
যশী যে মন্ত্রটী জানে সেই মন্ত্রবলে
দাদাকে পারিবে নিতে আপনার কোলে।

ন্যায়রত্না শিখায়ে পড়ায়ে তাঁরে রাখিব আমরা,
দেখি কোন্ মন্ত্রে তুই পারিবি তাঁহাকে
আনিতে স্ববশে। তুই কি চিনিবি তাঁরে ?
চিনিবি যখন, তখন ভুলিয়া যাবি
অচেনা ও চেনা ; আজন্ম ধরিয়া মোরা
পারিনু না চিনিতে তাঁহাকে, তুই ছুঁড়ী
কেমনে চিনিবি ? যতই চিনিতে
চেষ্টা করি, এই চিনি, এই চিনি ভাবি,
যত এই ভাবি, ততই অচেনা তিনি
হন আমাদের কাছে।

যশোবতী কি যে বলে পিসী,
বিন্দু বিসর্গও তার বুঝিতে না পারি।
যত পরিষ্কার করি বুঝিয়া লইব,
ভাবি মনে মনে, ততই আঁধারে ঘেরা
হ'য়ে আসে মানস-আকাশ ; কুয়াসায়
পরিপূর্ণ দেখি, যে দিকে নেহারি আঁখি।

ন্যায়রত্না যতই সংসার পথে থাকিবি চলিতে,
তত অন্ধকারময় করিবি দর্শন,
ততই অন্তর-তমঃ হবে ঘনীভূত,
ততই সন্দেহচ্ছায়া দেখিবি চৌদিকে।

যশোবতী তুমিই তোমার চোখে দেখ অন্ধকার,
আমি যে আলোকে আছি থাকি সে আলোকে
অত গোলমালে, পিসি! চাহি না যাইতে,
যাহা দেখি, যাহা বুঝি সেই মোর ভাল।
আমার ভাবনা কিন্তু, তোমরা দুজনে
বিগড়ায়ে দাও যদি দাদাকে আমার।
ঢুকিগে পূজার ঘরে দেখিগে তল্লাসি,
কোথা কিছু আছে কি না পড়িয়া তাঁহার।
সাবধান হ'য়ো, দাদা! ভাই বোনে যায়,
যশোবতী-নিন্দাকথা করিও না কাণে,
তোমার যা' ছিল যশী, এখন তাহাই
আছে সে।

বঙ্গানন্দ কখন নয়; মিথ্যাকথা তব,
সকলের সঙ্গে তুমি কেবল কলহ
করি বেড়াইছ; জ্বালাতন সব লোক।

যশোবতী যা'রা জ্বালাতন হবে, দেবী যশোবতী
বাক্যালাপ নাহি করে তাদের সহিত।

বঙ্গানন্দ গিয়াছেন পিতা তব, গিয়াছেন মাতা,
আমি যদি একা থাকি তোমার নিকটে,
কি সূত্রে বাধায়ে দিবে অনর্থ কোন্দল
এইরূপ শঙ্কা হয় মনে। থাক তুমি,
ঘুরিয়া ফিরিয়া আমি আসিব আবার।

যশোবতী আমি যেন নিমন্ত্রণ করিয়া তোমায়
আনিয়াছি এইখানে।

বঙ্গানন্দ বিনা নিমন্ত্রণে
আসিয়াছি হেথা, তোমার দর্শন-সুখ
ভুঞ্জিব আশায়, তাহাতে কি ক্ষতি বল ?
যশোবতী আপ্যায়িত হইলাম শুনি তব কথা,
উপহাসকালে যদি পেয়ে থাক ব্যথা
মনে, ক্ষমিও সে দোষ ; দেখা হবে কাল।
আমারো অনেক কাজ পড়িয়াছে হাতে,
সে সকল দেখিবার হয়েছে সময়,
অনিচ্ছা সত্বেও তাই তোমাকে এখন
দিতেছি বিদায়, যাও তুমি নিজ কাজে।
গেছেন চলিয়া পিতা, গেলা পিসীমাতা,
বঙ্গানন্দ সেই সঙ্গে করিলা প্রস্থান।
পিসীমার বাক্যগুলি থাকিয়া থাকিয়া
ধ্বনিছে আমার কাণে। কি কর্ত্তব্য এবে ?
কোন পথ ভাল ? সমস্যা কঠিন অতি !
শুধু ধর্ম্ম, শুধু কর্ম্ম কিম্বা বিজড়িত
ধর্ম্ম, কর্ম্ম এক সঙ্গে ? এ তিনের মাঝে
কোনটী বাছিয়া আমি করিব গ্রহণ ?
কর্ম্মক্ষেত্র ধরাধাম সকলেই বলে,
ধর্ম্মক্ষেত্র নহে সে কি ? দাদা ! দাদা ! দাদা !
তুমি না বুঝায়ে দিলে কে দিবে বুঝায়ে ?
এ তত্ত্ব বুঝিতে, দাদা ! আমি তো কখন
ভ্রমক্রমে করি নাই চেষ্টা কোন দিন ;
আমি তো তোমার হাতে পুতুলের মত

করিয়া আসিছি ক্রীড়া ? বলিতেছ যাহা,
সেই মত কার্য্য করিতেছি অনুক্ষণ।
ওরে মুগ্ধ মন ! কেন এত অবিশ্বাস
দাদার উপরে ? দাদা যে রে প্রাণ তোর ;
তিনি কি কখন, যে কার্য্য মঙ্গলময়
সেই কার্য্য বিনা অন্য কার্য্য কোনরূপ
বলিবেন সম্পাদন করিতে আমায় ?
কখনই নয়। ধর্ম্ম, কর্ম্ম পাশাপাশি
চলিছে ধরণীধামে ; নহিলে কি তিনি
কর্ম্ম করিতে এত দিতেন উৎসাহ ?
শরীরে সামর্থ্য কেন, অপূর্ণ পিয়াস
কি লাগি দেছেন ধাতা মানব হৃদয়ে ?
অবশ্যই আছে উভয়ের ব্যবহার।
কেন বা বার্দ্ধক্য কাল, যৌবন বা কেন ?
সকলেরি আছে কাজ আপন আপন।
ভাবিব না আর, দাদাকে নির্জ্জনে যবে
পাইব দেখিতে, স্থির মীমাংসা ইহার,
তাঁহারি নিকটে আমি করিয়া লইব।
অসন্তুষ্টা পিসীমাতা, বঙ্গানন্দ দেব
ভয়ে ভয়ে মোর সঙ্গে করেন আলাপ।
অসৌজন্য ব্যবহার—নম্রতা-বর্জ্জিত—
স্নেহ, ভালবাসারূপ আলোক, সমীরে
হইয়াছে বিবর্দ্ধিত মানস-উদ্যানে ;
বালিকা-সুলভ চঞ্চলতা, চপলতা

সময়ে সৌন্দর্য্যে বটে ছিল বিভূষিত ;
বিগত সে কাল এবে, কেন আর তবে
সে সকলে উজ্জীবিত করিয়া এখন,
প্রিয়জন সন্নিধানে অপ্রিয়ভাজন
হইতে বাসনা করি ? এস, পিসীমাতা,
এস, বঙ্গানন্দ ! বহু দিন যশোবতী
জ্বালাতন করিয়াছে আত্মীয় সকলে।
এখন হইতে মন করিয়াছি স্থির,
পিতৃক্রোড়ে বসি, পিতৃনাম ধ্যান করি
পুত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিব সাধন।
পিতঃ ! ডাকিছে তনয়া ; স্নেহের ভূষণ
যতনে যা' পরাইয়া দিয়াছিলে গায়
থাকুক তা' ; শিষ্টাচার-সুবসনে তারে
করি এবে পরিহিতা, লও তুলি কোলে।

ইতি বঙ্গানন্দ-মহাকাব্যে সত্যরূপ-বঙ্গানন্দ-ন্যায়ব্রতা-যশোবতী
দেবীনাম্ একত্রমিলনং পরস্পর-কথোপকথনঞ্চ নাম
দ্বাবিংশতিঃ সর্গঃ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

সুখ যার সহচর, তাহার সময়
কি ভাবে চলিয়া যায়, সুখীজন তাহা
পারে না জানিতে ; পৃথিবীর এই গতি।
মহীধর-গাত্রবাহী স্রোতস্বতী যথা
নির্গত হইবামাত্র প্রস্রবণ ভেদি,
বাধা না পাইলে পথে চলে কল্ কলে,
তদপেক্ষা খরবেগে সময়ের স্রোত
চলে সুখীজন কাছে। দুঃখীর সময়,
সমতল-ক্ষেত্রগামী, তরঙ্গ-রহিতা
নিম্নগার গতি সম স্থির, অচঞ্চল।
সত্যরূপ, ন্যায়ব্রতা—ভ্রাতাভগ্নীদ্বয়
পরিণয়-আয়োজনে সন্নিবিষ্ট চিত,
জানিলা না কিরূপে যে সপ্তাহ সময়
আসিল, চলিয়া গেল, তাঁদের জীবনে।
সময়ের এইরূপ প্রথা চিরন্তন
চলিয়া আসিছে সৃষ্টি-প্রারম্ভ অবধি।
বসিয়া থাকে না সুসময়, দুঃসময়
কাহারো অপেক্ষা করি। একই সময়
কারো কাছে উড়ে যায় পলক ফেলিতে,
কারো কাছে ধরে গতি অতি সুমন্থর।

দুই হাতে খেদাইয়া শেষোক্ত তাহাকে
নাহি পারে বিদূরিতে, নিজে অবশেষে
অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে
কিম্বা পরিমাণ-যন্ত্রে কর যদি মান
এক পক্ষে দৈর্ঘ্য, অন্য পক্ষের হ্রস্বতা
কাল্পনিক মাত্র তাহা, পরিমাণে এক ;
সুখ-দুঃখ-তারতম্যে হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান।
বৎসরেক পূর্ব্বে যথা নিত্যানন্দপুরে
হয়েছিল সমাহূত অলৌকিক সভা
দমিতে দুর্দ্দমনীয় শ্রীকলুষরামে,
আজি সেই সুবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে
বসিবে বিরাট সভা। নেতৃকুলর্ষভ
ধর্ম্মবিদ উপস্থিত, সঙ্গে পত্নীদ্বয়
দেবী আমোদিনী আর দেবী সঞ্জীবনী।
দেবী জ্ঞানময়ী, আমোদিনী-সহচরী
এসেছেন প্রভুপত্নী সহিত এখানে।
স্বদেশ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বপরিত্যাগী
ধর্ম্মানন্দ ঋষিবর উপস্থিত হেথা ;
লোকের জনতা হ'তে দূরে এক কোণে
বসিয়া আছেন তিনি সমাহিত চিতে।
উপস্থিত সঞ্জীবনী দেবীর জনক
সহধর্ম্মিণী সহিত। সমাজ-নায়ক
আছিলা এ বঙ্গে যত, উপস্থিত সবে।
মহাদেবী শান্তি সনে সুন্দরী মোহিনী

সুন্দর প্রকৃতি এবে, আসিলা সভায়।
জন-মনোহরা সুরসিকা সুলোচনা
সুলোচনে সভা আসি করিলা দর্শন।
আসি দিলা দেখা ক্ষান্তি সনে যশোবতী
যোগিনীর বেশে। পরিবেষ্টিত বান্ধবে
উপস্থিত বঙ্গানন্দ বঙ্গের আনন্দ।
সমাজের গণ্য, মান্য লোক যে যথায়
আছিলা এ বঙ্গদেশে, আসি সভাস্থল
করিলেন অলঙ্কৃত। দেব সত্যরূপ,
প্রিয়বন্ধু ধর্ম্মবিদ দেবের সহিত
করিতে থাকুন নিমন্ত্রিতে অভ্যর্থনা,
ঘুরিতে থাকুন বীতস্পৃহা ন্যায়ব্রতা
সঞ্জীবনী দেবী সঙ্গে অঙ্গনা সমাজে,
করিতে থাকুন নিমন্ত্রিতা নারীগণে
যথোচিত সমাদর; করুন জিজ্ঞাসা
সুখ-দুঃখ-কথা, কিম্বা কেবা কোন কাজ
করেছেন মাতৃভূমি—বঙ্গ-শুভ তরে;
এই শুভ অবসরে, এস, হে পাঠক!
বিদুষী পাঠিকাগণ এস, ধীরে যাই,
যথা এক কোণে বসি মহাতপোধন
আছেন মুদিয়া আঁখি। অন্য দিকে দেখ,
ক্ষান্তির বসনাঞ্চল করি আকর্ষণ
টানিতেছে যশোবতী।

ক্ষান্তি ছাড়, বোন্! ছাড়,

অকারণে কেন বল আমাকে লইয়া
যাইবে দাদার সঙ্গে কলহ করিতে?

যশোবতী বুঝিতে পার না, সখি! দাদা মহাশয়
একাকী আছেন বসি, আমরা যাইলে
আগ্রহে কথোপকথন করিবেন কত
আমাদের সঙ্গে।

ক্ষান্তি অভিনব সংস্করণ,
তব স্বভাবের, সখি! হইল কি আজ?

যশোবতী এ কথা বলিছ কেন?

ক্ষান্তি দাদার সহিত
যখনি কহিতে কথা, যাও তুমি, সখি!
তখনি কলহ কর ধরি নানা ছল।

যশোবতী মানিলাম কথা সত্য; চল, সখি! চল,
নীরবে, এমন ভাবে জীবন যাপন
দুঃসাধ্য আমার পক্ষে।

ক্ষান্তি দেখ চারিদিকে,
পরিচিত, অজানিত লোক অগণন
উপস্থিত সভাস্থলে; ইচ্ছা করি, বল
নিজ স্বভাবের কেন পৃষ্ঠা ছায়াময়,
অযাচিত দেখাইতে যাইবে সকলে?

যশোবতী দাদার ধৈর্য্য-সাগর কত সুগভীর,
চল যাই দুই জনে দেখিগে মাপিয়া।

ক্ষান্তি এতদিন মাপিয়াও পূরে নাই আশ!

যশোবতী বিনা কাজে আমি, বোন। তিষ্ঠিতে না পারি।

ক্ষান্তি — তাই বুঝি কুকাজের প্রতি এত প্রীতি ?

যশোবতী — এস, বোন ! চল যাই, ধরি দুটী পায় ;
কত শত মতলব আঁটিয়াছি মনে
দাদাকে রাগাতে।

ক্ষান্তি — তুমিই রাগিবে নিজে,
স্পষ্ট যাইতেছে দেখা ; এস চল যাই ;
একবার দুইবার নহে, কতবার
করিয়াছ চেষ্টা তুমি রাগাতে তাঁহাকে ;
কতবার সফলতা করিয়াছ লাভ
দেখ স্মরি নিজ মনে ? নিজে ইচ্ছা করি
অন্তর্দ্দাহ আনিবার সাধ যদি এত,
এস চল যাই ; আগেই বলিয়া রাখি
বিবাদ বাধিলে দোষ দিও না আমায়।

যশোবতী — প্রণমি চরণে, দাদা ! আসিলে কখন ?

ধর্ম্মানন্দ — চির আয়ুষ্মতী হও, উপযুক্ত বরে
পরিণীতা হয়ে চির সুখে কাট কাল।
কি করিতে এই বেশে আসিলি এখানে ?

যশোবতী — অন্তর্যামী তুমি, দাদা ! শুনি লোক মুখে,
কি কারণে আসিয়াছি বল দেখি শুনি ?

ধর্ম্মানন্দ — সে কথা আমাকে কেন করিস্ জিজ্ঞাসা ?
ক্ষান্তি তো দিয়াছে বলি আসিবার আগে।

যশোবতী — ক্ষান্তি আর আমি দোঁহে করিনু প্রণাম,
আশীর্ব্বাদ কৈলে মোরে, ক্ষান্তি কেন, দাদা ?
আশীর্ব্বাদ-পাত্রী নাহি হইল তোমার ?

ধর্ম্মানন্দ — সে জ্ঞান থাকিত যদি এই দশা তোর
হইত কি কভু ? ক্ষান্ত আর আমি এক ;
আপনাকে আপনি কি করে আশীর্ব্বাদ ?

যশোবতী — তুমি আর ক্ষান্তি এক, আমি বুঝি পর ?

ধর্ম্মানন্দ — যে আমারে পর ভাবে, আমি তার পর।

যশোবতী — অতি সুবিচার বটে ! তোমায় দেখিতে
ক্ষান্তির চরণ ধরি, তার অনিচ্ছায়
আনিনু তাহাকে হেথা ; আমি হৈনু পর,
আর ক্ষান্তিই আপন !

ধর্ম্মানন্দ — কার্য্যে, ব্যবহারে,
যে আমাকে সন্তোষিতে সদা যত্ন করে,
সেই মোর প্রিয়পাত্র ; তাহাতে আমাতে
কোনই পার্থক্য নাহি থাকে কোন কালে।

যশোবতী — কোন্ কার্য্য মোর কিম্বা কোন্ ব্যবহার
ঘটায়েছে ধৈর্য্যচ্যুতি বুঝিতে না পারি।

ধর্ম্মানন্দ — তোর পরিধেয় বাস, মানসিক ভাব,
উভয়েই করে প্রতিকূল আচরণ।

যশোবতী — আমার তো মন, দাদা ! তোমারই দিকে
সর্ব্বদাই টানে ; না টানিলে কেন বল
ক্ষান্তির চরণ ধরি আসিতে এখানে
করিলাম টানাটানি এতক্ষণ ধরি ?

ধর্ম্মানন্দ — কি ভাব হৃদয়ে লয়ে এসেছিস্ হেথা ?

যশোবতী — স্বভাব, স্বভাব দাদা ! কি করিব বল ?
কত চেষ্টা করি কিন্তু পারি না ছাড়িতে।

আমার স্বভাব, দাদা! জানিয়াও কেন
এ যাবত বাসিয়াছ ভাল?

ধর্ম্মানন্দ — এখনো কি
বাসিনাকো ভাল? বড় ভালবাসি তোরে;
আকৃষ্ট ভালবাসায় হয়ে তোর প্রতি
দিয়াছি ক্ষান্তিকে সঙ্গে; তোর চঞ্চলতা
যাহাতে শাসনে থাকে, অলক্ষ্যে সে কাজ
ক্ষান্তি সম্পাদিবে।

যশোবতী — অবশ্য সুফল
ভালবাসার তোমার; বন্দিনী আমায়
করিয়া রাখিতে বেশ অদ্ভুত কৌশল!
এখন স্পষ্টই তবে পারিছি বুঝিতে
এ ভালবাসার কিবা বিষময় ফল।
স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা সমূলে উচ্ছেদ!

ধর্ম্মানন্দ — সেইটা না বুঝে তুই হয়েছিস্ মাটী,
পৃথিবীর চারিদিকে দেখ দেখি চাহি
কি সজীব, কি নির্জ্জীব সকলের পানে,
কে নহে নিয়মাধীন? স্বেচ্ছাচারী জন
ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাবি না দেখিতে।
হেন জন মানবের ঘৃণা, উপহাস
সহিয়া নিবসে সদা সন্ত্রস্ত অন্তরে।
স্বাধীন যে জন বলি খ্যাত ভূমণ্ডলে,
ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক আচার অধীন
হইয়া তাহাকে হয় সর্ব্বদা চলিতে।

পরাধীনে পর-আজ্ঞা শিরোপরে ধরি
নিরন্তর কার্য্য করি জীবন কাটায়।

যশোবতী তোমার ও সব কথা চাহি না শুনিতে,
যশোবতী স্বশাসনে থাকিবে সতত।

ধর্ম্মানন্দ দাদার এ ভালবাসা আছে যত দিন,
পারিবি না আশ্রয়িতে স্বেচ্ছাচারিতায়।
এই ক্ষান্তি সহচরী, এখন যে তোর
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে প্রহরিণী রূপে
উৎপাটিবে মূল সহ তোর স্বতন্ত্রতা।

যশোবতী তোমার নিকটে তবে আসিব না আর,
ক্ষান্তির সখিত্ব নাহি করিব স্বীকার।
আমি কিছু নই, ক্ষান্তিই সর্ব্বস্ব তব,
থাক তবে ক্ষান্তি সঙ্গে; দেবী যশোবতী
স্বাধীনা এখন; স্বকার্য্য নিজেই সাধি,
নিজেই লভিবে যশঃ, দিবে না দাদায়।

ধর্ম্মানন্দ কে তোরে ধরিয়া রাখে?

যশোবতী এত অহঙ্কার?
হেনরূপ হতাদর দুঃসহ, দুর্ব্বহ!
চাহি না ক্ষান্তিকে সঙ্গে, যাই একাকিনী;
দেখিব তোমার এই দর্প, অহঙ্কার,
হয় কি না হয় চূর্ণ। একি? একি দেখি
এই যে বিরাট সভা পরিপূর্ণ লোকে,
জনহীন বলি কেন হয় অনুমান!
তাহাও তো নয়, শুনিতেছি কলরব,

জনশূন্য কিসে? তবে হেন বিজনতা
কেন হয় অনুভব? সকলেই চিনে,
আজ কেন অচেনার মত মোর পানে
সকলেই চাহি আছে উদাস নয়নে?
সকলে দেখিলে মোরে করে ডাকাডাকি.
কই? কেহই তো আজ ডাকে না আমায়!
আমার আমিত্ব কোথা ফেলেছি হারায়ে,
তাই বুঝি কেহ নাহি পারিছে চিনিতে!
কোথা হারাইনু? কে মোরে বলিয়া দিবে?
"আমি দেবী যশোবতী, কে আছে এখানে,
বারেক বলিয়া দাও কি গেছে হারায়ে?
কোথায় বা ফেলিয়াছি? দাও মোরে বলি।"
এই জনপূর্ণ সভা, আত্মীয় স্বজন
শত শত শত দেখিতেছি উপস্থিত।
সকলে নীরব কেন? বধির ইহারা?
অথবা আমার মুখ-বিনিঃসৃত বাণী
এত ক্ষীণ, এত ক্ষুদ্র, কাহারো শ্রবণে
নাহি করিছে প্রবেশ? দাদা! ফিরি আমি,
তোমায় রাগায়ে আসা হলো না এবার,
নিশ্চয় আমার কিছু করেছ হরণ;
যাই দেখি কোথায় সে কিছু আছে পড়ি।

ধর্ম্মানন্দ আবার ফিরিয়া কেন আইলি এখানে?

যশোবতী কি যেন ফেলিয়া গেছি, তাই তল্লাসিতে
এসেছি আবার। কিছুই তো নাহি দেখি!

দাদা ! দাদা ! বলি দাও কি করিলে পারি
একাকী যাইতে।

ধর্ম্মানন্দ প্রবৃত্তির সন্নিবৃত্তি।

যশোবতী কি বলিলে, দাদা ! নাহি পারিনু বুঝিতে।

ধর্ম্মানন্দ স্বেচ্ছাচারিতায় রোধিয়াছে শ্রুতিযুগ
কেমনে আমার কথা পশিবে শ্রবণে ?

যশোবতী খুলিয়া ফেলিনু, দাদা ! বল এবে শুনি।

ধর্ম্মানন্দ প্রবৃত্তির সন্নিবৃত্তি হইবে যখন,
তখনি সফল হবে তোর মনস্কাম।

যশোবতী পারিব কি তাহা ?

ধর্ম্মানন্দ সেই তো ভাবনা মোর।
ইচ্ছা করি বাদ-সাধা ঘোরতর দোষ
দাঁড়ায়েছে স্বভাবে এখন, ইচ্ছা করি
দিতেছিস্ তাহাকে প্রশ্রয়।

যশোবতী না, না, দাদা !
সকলের কাছে আমি হেন ব্যবহার
করি না কখন।

ধর্ম্মানন্দ এই যোগিনীর বেশ
লইয়া সভায় কেন আইলি দেখা'তে ?

যশোবতী তাহাতে কি দোষ ? যে বেশে দেখিলে মোরে
সকলেই চিনে, কি দোষ সে বেশে, দাদা ?

ধর্ম্মানন্দ পতনের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কার
সর্ব্বদা উন্মুক্ত জীব-কলাপ সম্মুখে ;
প্রলোভন অবিরত জীবের অন্তরে

আবির্ভূত হয়ে, তাহাদিগকে সঙ্কেতে
যাইতে সে পথে নিত্য করিছে আহ্বান :
সে কারণে বুধগণ দেন উপদেশ,
যতই সুদৃঢ় চিত্ত হউক জীবের
সে পথ হইতে দূরে হইবে থাকিতে।
হাস্য-তামাসার ছলে সে পথে কখন
না যাওয়াই শ্রেয়স্কর ; পিচ্ছিল সে পথ,
চঞ্চল মানব মন, অসম্ভব নহে
অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারে পড়িতে সে পথে :
সামান্য আচারে, যৎসামান্য ব্যবহারে,
প্রতি ক্রিয়া কর্ম্মে এই শাস্ত্রের আদেশ।
আমরা নিজের বুদ্ধি বড় ভাবি মনে,
অহঙ্কারে গূঢ় তত্ত্ব না করি সন্ধান,
শাস্ত্র-উপদেশ প্রতি করি অনাদর।
এ কথা ভাবি না মনে, কেন অহেতুক
এই সব উপদেশ—ক্ষুদ্র বিষয়ক
আছে লিপিবদ্ধ করা শাস্ত্রের পৃষ্ঠায়।
সামান্য ও, অসামান্য সময় পাইলে
হইয়া উঠিতে পারে, এ কথাটী মনে
রাখিস্ গাঁথিয়া ; এই যোগিনীর বেশ,
বিদ্রূপপ্রিয়তা, কলহ প্রতি আসক্তি,
সামান্য হইতে পারে, কিন্তু কালে এরা
প্রলোভন-সহায়তা-বলে ধীরে ধীরে
কুপথে মানসে পারে করিতে চালিত।

যশোবতী — এই যোগিনীর বেশ তব চক্ষুশূল,
কেন যে ইহাতে বিচলিত হয় মন,
তাহার কারণ অনুমান সীমাতীত।

ধর্ম্মানন্দ — কাল-উপযোগী বেশ শোভে সর্ব্বকালে,
কেহই আপত্তি তায় পারে না করিতে,
বরঞ্চ সকলে তারে করে সমাদর।
যৌবনে যোগিনী বেশ দেখাইত ভাল,
যদ্যপি চির-কৌমার্য্য-ব্রত-অনুধ্যানে
কাটাইতে পারিতিস্ সারাটী জীবন।
মনে এক ভাব, বাহিরে তদ্বিপরীত
দেখাইয়া বৃদ্ধে তুই আসিলি ছলিতে?

যশোবতী — যোগিনী এখনো আছি, যোগিনীর বেশ
কেন তেয়াগিব?

ধর্ম্মানন্দ — এখনো যোগিনী তুই?

যশোবতী — ক্ষম, দাদা মহাশয়! অন্তরের ভাব
জানিয়া বলিবে তাহা করি নাই মনে।
কি করিতে আসিয়াছি, বল দেখি, দাদা!

ধর্ম্মানন্দ — আমার নিকটে আগমনের কারণ,
কি আর হইতে পারে?—বিবাদ, কলহ।
ক্ষান্তির নিষেধবাক্য না শুনিয়া কাণে,
রাগাইতে এসেছিস্ আমায় এখানে।

যশোবতী — ঠিক্ দাদা! ঠিক্, আচ্ছা থাক কিছুদিন,
যাহাকে লইয়া তুমি থাক দিবানিশি,
যাহার কারণে কর এত অহঙ্কার,

তাহাকে করিবে চুরি, তবে যশোবতী।

ধর্ম্মানন্দ — হস্তপদ উভয়ই পড়িয়াছে বাধা,
আমার সে বক্ষঃধনে খুঁজিতে শকতি
অপগত-প্রায় ; সব চেষ্টা বৃথা হবে।
যে মালা পরিতে গলে এসেছিস্ হেথা,
আপনা-আপনি তায় পড়েছিস্ বাঁধা।
এখন দাদার মালা দেখিলে সম্মুখে
ভরসা হবে না মনে করিতে পরশ।

যশোবতী — তাই যেন মনে থাকে, চুরি যদি যায়,
আমাকে ধরিয়া করিও না টানাটানি।

ধর্ম্মানন্দ — মালাচুরি রোগ দেখি আজ কাল তোর
বাড়িয়া উঠিছে ক্রমে ; শীঘ্র প্রতীকার
হইবে তা'। চুরিতে নাহিক কোন ভয়,
বঙ্গানন্দ মত মোরে করিস্‌নাকো মনে ;
অসতর্ক যারা থাকে তাহাদেরি ঘরে
সুযোগ পাইবামাত্র চোরে করে চুরি।
বঙ্গানন্দ নহি আমি ; সে বড় পাগল,
নতুবা তাহার ঘরে যে করিল চুরি
সরোদনে করে তার চরণ ধারণ।
মনে মনে ভেবে বুঝি করেছিস্ স্থির,
সকল মানব সেই বঙ্গানন্দ মত।

যশোবতী — আয়, ক্ষান্তি! চল যাই।

ধর্ম্মানন্দ — ক্ষান্তি কেন যাবে?

যশোবতী — তোমার নিঠুর বাক্য, নীরস আলাপ

শুনিতে কি ক্ষান্তি বসি থাকিবে হেথায় ?

ধর্ম্মানন্দ থাকিতে না চায় যদি ডাকাডাকি কেন ?
আপনি তো যাবে চলি।

যশোবতী বড় অহঙ্কার !
যে মধু রয়েছে মুখে, তার আস্বাদন
যে করেছে একবার, সে জন কখন
পুনরায় আস্বাদিতে করিবে না আশ।
ক্ষান্তি, শান্তি আদি যারা চাহিবে থাকিতে
আস্বাদিতে তব মধুচক্রের পিযূস,
থাকুক তাহারা। মধুপানে বীতস্পৃহা
যশোবতী থাকিতে না চাহে এক তিল।

ধর্ম্মানন্দ বিষয় বিষের স্বাদে যাদের রসনা
গিয়াছে পুড়িয়া, তাহারা কেমনে বল
এ মধুর মধুরত্ব পারিবে বুঝিতে ?
দু চক্ষের মাথা তুই ফেলেছিস্ খেয়ে
ধর্ম্মানন্দে হিংসা করি ; কেমনে দেখিবি
তাহার স্বরূপ রূপ ? ক্ষান্তি, শান্তি আদি
তোর যত সহচরী যে আছে যেখানে,
সকলি তো আমি ; আমার বন্দিনী তুই,
এ সকলে দিয়া তোরে রাখিয়াছি ঘেরি,
কেমনে বুঝিবি তাহা, অন্ধ যবে আঁখি ?
একমাত্র কাজ দেখি কলহ কেবল
লইয়া আসিস্ হেথা।

যশোবতী তা' বটে, তা' বটে,

গুণরাশি যত, দাদা! আছিল তোমার,
সকলই ভস্মরূপে আছে আবরিয়া
অঙ্গযষ্টি, রূপরাশি কণ্ঠাগতপ্রাণ;
বয়ঃক্রম কত জিজ্ঞাসিলে দিবাকরে
বিমুখ সর্ব্বদা দেখি উত্তর প্রদানে।
বন্দিনী করিয়া, দাদা! রাখিয়াছ মোরে!
সহচরীগণ যত প্রহরিণী মম!
মন্দ কথা নয়; শুনিনু নূতন কথা!
যত বয়োবৃদ্ধি হবে, নূতন খেয়াল
কতই উদিবে মনে!

বঙ্গানন্দ
বয়োবৃদ্ধি তোর
হইতে থাকিবে যত, ততই নূতন
দেখিবি, শুনিবি। শোন্ এক উপদেশ,
অহঙ্কার ঘোর রিপু, এর অনুগত
যাহারা হইতে যায়, তাঁহাদের গতি
উর্দ্ধদিক হতে ক্রমে নিম্নদিকে ধায়।
আপনার গুণ দেখি হয়ে আত্মহারা
যখন তাহারা চায় অপরের পানে,
দেখিতে পায় না তাহাদের গুণাগুণ।
যাদের অন্তর দেশ বিনয় মণ্ডিত,
তাহারাই উর্দ্ধদিকে উঠে ক্রমাগত,
পতন তাদের নাহি হয় কোন কালে।
বিনত হইতে যত শিখিবি এ ভবে
উন্নত হইবি তত; সে কারণে বলি

মন প্রাণে চেষ্টা কর চিনিতে আমাকে,
তবেই চিনিবি সব। তোর যাহা আছে
অথবা হইবে, আমি ভিন্ন কিছু নয়।
আমাতে মিশিতে চেষ্টা করি মনে মনে
যে কাজ করিতে যাবি, সে কাজে সুফল
নিশ্চয় পাইবি হাতে। "আমার চেষ্টায়
হইয়াছে এই কার্য্য, কর্ম্মকর্ত্তা আমি"
যত দিন এই ভাব নাহি হবে দূর
মন হতে, তত দিন তোর যত কাজ
পণ্ডশ্রম মাত্র। তোর এ বৃদ্ধ দাদায়
যত দিন না পারিবি বুঝিতে, জানিতে,
তত দিন তোর কার্য্যে ফলিবে না ফল।

যশোবতী যে চাহে তোমার এই সৎ উপদেশ,
শুনায়ো তাহাকে ; আমি চাহি না শুনিতে
নিজে যা' বুঝিব ভাল তাহাই করিব ;
এক কোণে দাঁড়াইয়া দেখ নিজ চোখে,
যশোবতী কত শক্তি ধরে দেহে, মনে।
এখন হইতে কোন কথা না জিজ্ঞাসি
করিব সকল কার্য্য ; পারি কি না পারি
তব সহায়তা বিনা, তাই যশোবতী
চোখেতে আঙ্গুল দিয়া দিবে দেখাইয়া।

ধর্ম্মানন্দ তাইতো রে বারংবার বলিতেছি তোরে,
গেল না রে অহংজ্ঞান ; এই অহঙ্কার,
তোর অধঃপতনের রাস্তার জঞ্জাল

করিতেছে পরিষ্কার, অগ্রসর হতে
হবেনাকো কষ্ট ; পিচ্ছিল এ পথে যবে
যাইবি চলিতে, প্রথম চরণক্ষেপ
করিবামাত্রই তুই পারিবি জানিতে,
কে যেন ধরিয়া তোরে যাইছে লইয়া
দুর্দ্দশার সর্ব্বনিম্ন অতল গহ্বরে।
পড়িলে, যাইয়া আমি দাঁড়ায়ে কিনারে
তোর সেই দুরাবস্থা করিব দর্শন।
ক্রন্দন শুনিলে, দুই কাণে দিয়া হাত
দেখিব কেমনে তোর টুটে অহঙ্কার।
যে সূত্রে বাঁধিয়াছিলি আমার হৃদয়,
তাহা যদি কেটে যায়, তখন এ দাদা
দেখিতে পারিবে চোখে, অচঞ্চল চিতে
যশোবতী নাতিনীর নিম্নাবতরণ!

যশোবতী যত ইচ্ছা, যাহা ইচ্ছা বল শত বার,
যশোবতী স্বপ্রতিষ্ঠা করিবে স্থাপন,
বিচূর্ণিবে তব দর্প যেরূপে পারিবে।

ধর্ম্মানন্দ আমার শকতি কত, দেখাইতে তাহা
বেশী দূর চাহি না যাইতে, সহচরী
তোর, মম নিয়োজিতা, থাকিল এখানে।
যথা ইচ্ছা পারিস্ যাইতে ; এই তোর
শাস্তি আমি করিনু বিধান ; শক্তি মম
আছে কত দূর, স্পষ্ট পারিবি জানিতে।
জানিলি না, আমি যে কে, খুলিল না আঁখি,

আমি যে রে বিশ্বময় বুঝিবি কেমনে।
যশোবতী তোমার যে বিশ্ব আছে, সেই বিশ্ব লয়ে
থাক তুমি একা একা, নিজে দেখ তুমি,
আমার নয়ন তাহা চায় না দেখিতে।
যে তোমারে চায়, ডাক, সে আসি দেখুক ;
প্রিয়সখী ভুলিবে না তোমার কথায়,
আমি জানি তার মন, সে জানে আমার।
ধর্ম্মানন্দ তাইতো রে বলি, আজো ফুটিল না চোখ,
আমি কি যাইব তোর সখীকে ডাকিতে?
আমি কি করিব তা'র উপরে আদেশ?
ডাকিব না, বলিব না কোন কথা মুখে,
না ডাকিতে, না বলিতে আপনি আসিবে।
যশোবতী ধরা যেন তোমার হাতের সরাখানি,
যে দিকে ঘুরাবে তারে ঘুরিবে সে দিকে!
মুখখানি না থাকিত যদ্যপি তোমার,
কি দশা যে হতো তাহা পারি না বলিতে।
নির্গুণ তোমার মত হইতাম যদি
লাজে নাহি দেখাতাম বদন কখন
লোকালয়ে ; যে দেশে লাজের বাস, তথা
যাও নাই কোন দিন, তা হ'লে এমন
নির্লজ্জ হইতে নাহি পারিতে কখন।
ধর্ম্মানন্দ যত লাজ নিয়ে বুঝি যোগিনীরূপিণী
মহাদেবী যশোবতী বেড়াইছে ঘুরি
বঙ্গবাসী যত নরনারীর দুয়ারে,

তাই বুঝি তারা সবে দাঁড়ায়ে রাস্তায়
দেখিতেছে চাহি অপলক আঁখিযুগে,
রূপসী সুন্দরী এক লাজের কলসী
মাথায় করিয়া করিতেছে বিকিকিনি।
বড় দুরাদৃষ্ট মোর—পয়সা অভাব,
নতুবা সার্দ্ধেক পোয়া করিতাম ক্রয়।

যশোবতী কেবল আমার সঙ্গে তামাসা তোমার,
রাগায়োনা বলিতেছি; দেখাব তোমাকে,
হাতে একবার যবে আসিবে আমার।
হাড়ে হাড়ে তোমায় করিয়া জ্বালাতন,
খেদাইব দেশ হতে; রাগায়ো না মোরে।

ধর্ম্মানন্দ কোন্ দেশে খেদাইবি, বল্, তাহা শুনি?
কি স্বদেশ, কি বিদেশ সকলি আমার
আপনার দেশ; কোথা খেদাইবি বল্?
বড় যদি রাগ হয়, দাদা না বলিবি,
না হয় গৈরিকবাস ছিঁড়িয়া ফেলিবি,
না হয় এখান হতে কর্বিবি প্রস্থান,
কি ক্ষতি তাহাতে, বল্, হইবে আমার?

যশোবতী কতই তাচ্ছিলা, কত দর্প, অহঙ্কার!
চরাচর যত কিছু সকলি তোমার
আদেশ পালিতে সৃষ্ট, আমি কেহ নই!
কেহ কিছু নয়, এক মাত্র তুমি সব!
সামান্য একটা গুণ থাকিলে শরীরে
পড়িত না পদ কভু মৃত্তিকা উপরে।

নিজেই প্রকাশ তুমি করিছ কথায়
গুণের সমষ্টি তুমি ; বাস্তবিক গুণ
থাকিত যদ্যপি, তাহা হলে যশোবতী
নিকটে ঘেঁষিতে নাহি পারিত কখন।

ধর্ম্মানন্দ গুণাগুণ লয়ে কেন মাথা ব্যথা তোর ?
তোর মুখে শুনিতে হইবে মোর গুণ ?
বড়ই আশ্চর্য্য কথা ! বর্ণিবে অন্ধকে
প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ? শুনিবে বধিরে
তান-লয়-সমন্বিত সুমধুর গান,
করিবে শুনিয়া দোষ গুণের বিচার ;
সম্ভব, সম্ভব বটে ; কিন্তু অসম্ভব
দেবী যশোবতী যোগিনী-মনোরঞ্জিনী
বিবরিবে ধর্ম্মানন্দ মহর্ষির গুণ !

যশোবতী শোন না, শোন না, অত ঠাট্টা কর কেন
আমি যেন মানুষই নই তব কাছে।
এই যে বঙ্গের দশা যাহার কারণে,
(তুমিই নিজের মুখে করেছ প্রকাশ)
করিয়াছ জীবন উৎসর্গ : কত অংশ,
কতটুকু করিয়াছ নিজে ? অন্যলোকে
করিতেছে সব। অক্ষম আপনি তুমি ;
দৈব-বিপর্য্যয়ে মহানেতা ধর্ম্মবিদ
তোমার আশ্রমে লয়েছিলেন আশ্রয় ;
কাকুতি মিনতি করি তাহাকে ভুলায়ে,
তব মনোবাঞ্ছা তারে করিতে পূরণ

করিলে আদেশ। শুধু কি তুষ্ট তাহাতে?
দিলে তাঁরে পরামর্শ—সন্মার্গবর্জ্জিত,
থাকিতে প্রথমা স্ত্রী বরিতে দ্বিতীয়ে
পত্নীপদে; এই তো তোমাব গুণাগুণ।
দেখিলে যখন এই কার্য্য গুরুতর
নারী-সহায়তা বিনা নারিবে করিতে,
গোছায়ে কৌশল-জাল নিক্ষেপিলে দূরে,
সঞ্জীবনী পড়িল তাহাতে; ধরি তারে
ধর্ম্মবিদ সনে দিয়া শুভ পরিণয়
স্বনামের সার্থকতা করিলে জগতে।
সুশৃঙ্খলে কার্য্য হবে এই মনে করি,
আমার পিতার মত লইয়া আমাকে
করিলে নিযুক্ত তব কার্য্য অভিপ্রেতে।
তাহাতেও আশ্বস্তি না জন্মিল মানসে,
পুনঃ কি করিবে তাই লাগিলে ভাবিতে;
পাইলে উত্তম অস্ত্র, শাণিত কৃপাণ
বঙ্গানন্দ রূপে, পাঠাইলে সেই শূরে
কাটিতে বঙ্গের যত আগাছা জঙ্গল।
যাইত জীবন তাঁর আমরা দুজনে
যদি নাহি কৃপা করি বাঁচাতাম তাঁরে।
নাতিনী নাতিনী বলি আমাকেই কত
করিলে আদর যত্ন; তোমার কোথায়
গিয়াছিনু ভুলি মোবা, দেখিতে তোমার
অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায়; এত ভুল

হয়নি কখন; প্রিয় সখী ক্ষান্ত দেবী,
তাহাকেই সঙ্গে করি হইনু বাহির
গৃহ ছাড়ি সংসাধিতে অভীষ্ট তোমার।
এই যে গৈরিক বাস যা দেখি বিদ্রুপ
করিতেছ তুমি এত; কে বল আমায়
দিয়াছে পরায়ে? বাস না কি লাজ তুমি
করিতে এখন উপহাস তাই দেখি?

ধর্ম্মানন্দ নিজে পড়েছিস্ ধরা নিজের কথায়,
আমি কি করিব বল? তোর কথা যত,
মানিলাম সব সত্য; আচ্ছা বল দেখি,
সমাজের গণ্য মান্য লোকগণ যত,
অসীম ক্ষমতা নাহি থাকিলে আমার,
আনত মস্তকে কভু আমার আদেশ
পালিত কি স্ব ইচ্ছায়? নিজ প্রাণ
দিতে কি প্রস্তুত হতো আমার কথায়?
রাজ্যপাল যিনি, তিনি কি নিজের হাতে
করেন সকল কাজ? আজ্ঞাদাতা তিনি,
অন্যের উপরে তাঁ'কে হয় নির্ভরিতে।
পরিচালক যে জন, তিনি নিজ হাতে
সকল কর্ম্মের ভার করিলে গ্রহণ,
পরিচালনের কাজ কে করিবে বল?
কিন্তু যে সে ব্যক্তি এ পরিচালন কাজ
পাবে না করিতে, নানা বিঘ্ন ঘটে তা'য়।
কর্ত্তৃত্ব করিতে যদি পারিত সকলে,

বঙ্গভাগ্যে অবনতি ঘটিত কি হেন ?
যে সকল মহাত্মার কথা তুই আজ
বলিলি আমাকে ; ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়,
অথবা আমার প্ররোচনার কৌশলে
ব্যাপৃত আছেন সদা স্বদেশ-উদ্ধারে ?
নিজ অহঙ্কারে যারা প্রমত্ত সর্ব্বদা,
তাহারা কেমনে বল্ পারিবে বুঝিতে ?
তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা এ সময়
চাহি না বলিতে ; সময় আসিবে যবে
তখনই সব কথা হইবে প্রকাশ।
নাতিনী নাতিনী বলি করে প্রলোভনে
গিয়াছিনু তোর গৃহে করিতে বাহির ?
চেয়েছিলি পরামর্শ ধরিয়া চরণ,
কি কাজে করিবি তুই জীবন যাপন,
তাই তোরে দেখাইয়া দিয়াছিনু পথ।
আর এক দিন বটে আমার নিকটে
গিয়াছিলি জানাইতে মনের বেদনা :
সে দিনের কথা এবে স্মরি দেখ মনে—
কর্কশ বচন বলি বঙ্গানন্দ দেব
বহিষ্কৃত করেছিল ভবন হইতে ;
জুড়াইতে অন্তরের দারুণ যাতনা
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিল মোর দ্বারে :
দয়া করে দেখাইয়া দিয়াছিনু পথ
তাই করেছিস বঙ্গানন্দ-সঙ্গ-লাভ।

যে জন না জানে তোর গুণপনা যত,
তাহার নিকটে গিয়া করিস্ বড়াই।

যশোবতী সত্যি, সত্যি, সত্যি, তোমার সকল কথা!
আজ থেকে তবে আর বঙ্গের উন্নতি
পাইবে না স্থান মনে; এ কার্য্যে যাঁহারা
হয়েছেন ব্রতী, তাঁহাদের পায়ে ধরি
বারণ করিয়া দিব; দেখিব তখন
তুমি সে মন্দিরে বসি তন্ত্র মন্ত্র পড়ি
কি কাজ করিতে পার। দিন রাত যাঁরা
করিছেন পরিশ্রম দেশোন্নতি তরে,
তাঁহারাই হইলেন ঢাকের বাঁ দিক,
উনি সে দক্ষিণ দিক, মন্দ কথা নয়!
তাই উনি ঘরে বসি মহাদম্ভভরে
বলিছেন সব কাজ আমার দ্বারায়
হইতেছে সম্পাদিত। কথায় যে বলে—
গাঁয়েতে মানে না কেহ আপনি মোড়ল—
তোমারও দেখি, দাদা! সেই দশা প্রায়।
আধিপত্য, প্রতিপত্তি লোকের উপরে
থাকিত যদ্যপি, তা হ'লে তোমার কথা
মানিতাম সত্য বলি। যাও বঙ্গদেশে,
যথা তব ইচ্ছা হয়, আমাদের নাম
না লও যদ্যপি, নিশ্চয় বলিতে পারি
কেহই তোমাকে নাহি বলিবে বসিতে।
কে চিনে তোমায়? আমার নামটী লয়ে

যথা তব ইচ্ছা হয় করহ গমন,
সবিশেষ সমাদরে পূজিবে সকলে।
চল আজ তুমি আমি যাই দুই জনে,
আমাদের অজানিত কোন লোকালয়ে
দেখিব কাহার মান্য হয় তথা বেশী।

ধর্ম্মানন্দ রূপসী যুবতী তুমি, বিলোল লোচন,
ত্রৈলোক্যে জিনিতে পার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে;
তোমার সহিত যদি যাই কোনখানে
এ বৃদ্ধ বয়সে, তবে এই ক্ষুদ্র প্রাণ
সামান্য যে ধুক্ ধুক্ করিতেছে হৃদে,
ছোট বড় যুবাদের ঘাত, প্রতিঘাতে
একেবারে হইবে নিপিষ্ট: শ্রুতিযুগ
বধির হইবে কুৎসা শুনিতে শুনিতে।

যশোবতী যুবকে যদ্যপি ভয়, বৃদ্ধগণ যথা,
না হয় সেখানে চল, দেখিব কে জিতে।
ঘরে বসি আপনাকে দেখিতেছ বড়,
বাহির হইয়া চল, নরের সম্মুখে
হই দোহে পরীক্ষিত; আপনার ঘরে
সকলেই বসি বড় ভাবে আপনাকে।
অপরের মুখ দিয়া নিজের সুখ্যাতি
বাহির করিতে অপারগ যেই জন,
নরমধ্যে কেহ তারে করে না গণনা।

ধর্ম্মানন্দ বৃদ্ধগণ সন্নিধানে যাইতে আমার
নাহিক আপত্তি কোন; আপত্তি কেবল—

আমার সমান বৃদ্ধ আছে কোন্ জন,
বল তা' আমায়। স্বসম্মান লাঘবিতে
কনিষ্ঠ নিকটে যাতায়াত নহে শ্রেয়ঃ ;
স্বতন্ত্র তোমার কথা, অতি ক্ষুদ্র তুমি,
যার তার কাছে পার অবাধে যাইতে ;
মহতের কাছে ক্ষুদ্র যখন তখন
যাইতে সঙ্কোচ নাহি করে কোন কালে।
আমি কি তা পারি ? আমার মর্য্যাদা, মান
আমাকেই বাঁচাইয়া হইবে চলিতে।
যে জন আপনি নেড়া, তাহার নিকটে
বাটপাড়ের কি ভয় ?

যশোবতী থাক তুমি এইখানে,
আমিই না হয় গিয়া সভার ভিতরে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত গণ্যমান্য লোক
আমন্ত্রিয়া আনিতেছি তোমার এখানে।
তুমি, আমি দুই জনে থাকি উপস্থিত
শুনি তাঁহাদের মুখে কে ছোট, কে বড়।

ধর্ম্মানন্দ মান কিম্বা অপমান নাহি জ্ঞান যার,
তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক অথবা
করা অবিধেয়। সকলের পূজ্য আমি ;
যখন শুনিবে লোকে দেবী যশোবতী
যোগিনীরূপিণী বেড়াইছে চারিদিকে
সংগ্রহিতে লোকসজ্ঘ, আনিতে সে সবে
আমার নিকটে, শুনিতে তাদের মুখে

তাহাদের মতে ধর্ম্মানন্দ, যশোবতী
উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কোন জন্,
আসিবে কি তারা, অথবা কি সাহসিবে
আমার বিপক্ষে মত করিতে প্রকাশ ?
আমি যে ইন্দ্রিয়াতীত, আমার স্বরূপ
তাহারা কি চর্ম্ম চক্ষে পাইবে দেখিতে ?
সকলের দৃষ্ট আমি নহি সর্ব্বকালে ;
ইচ্ছা যবে হয় মোর, নিজেই তখন
দেই দেখা ; অতিশয় ভাগ্যবান যারা
তাহারা অন্তরে মোরে দেখে অনুক্ষণ।
অন্তর-নয়ন তোর খুলেনি এখনো,
কেমনে আমায় বল্ পারিবি চিনিতে ?
স্নেহ আর অহংজ্ঞান টুটিবে যখন
স্বরূপতঃ ধর্ম্মানন্দে চিনিবে তখন।
যা' লয়ে আছিস্ ব্যস্ত থাক্ সেই কাজে,
দাদার অনুজ্ঞা পাল্ পাইবি দাদায়।

যশোবতী মুখখানি নিয়ে তুমি এসেছিলে ধরা
কথায় কাহারো কাছে নাহি দাও ধরা।
যদি না থাকিত মুখ, শিয়াল কুকুরে
মড়া বলি টানিয়া লইয়া এত দিন
নিক্ষেপ করিত কোন আঁধার ডোবায়।

ধর্ম্মানন্দ বুকখানি লয়ে তুমি এসেছিলি ধরা,
লজ্জা, ভয় তেয়াগিয়া ফুলাইয়া তারে,
যে ডাকে তাহার কাছে দিতে যাও ধরা।

যে জন বারেক পড়ে খর্পরে তোমার
চাঁদপানা মুখ দেখি; তখনি অমনি
দুর্দ্দশার শেষ করি ছাড়ি দাও তারে।
প্রকৃত প্রস্তাবে যারা বিজ্ঞ মহাজন,
তোমার ও স্ফীতবক্ষ, অপাঙ্গ ইঙ্গিত
দেখিয়া মুচকি হাসি চলি যায় দূরে।

যশোবতী আচ্ছা তুমি যা' বলিলে আমি তাই ঠিক,
কহিও না কথা মোর সনে; যথা তুমি,
তথা থাকিব না; তা হ'লে তোমার সব
মনস্কাম হবে সিদ্ধ; বেশ তাই হোক্।
যে দিকে থাকিবে তুমি, আমি সেই দিক
মাড়াব না; ডাক যদি, যাইব না কভু
তোমার নিকটে; এত বাদ, বিসম্বাদ
কেন কর আমার সহিত; কত মিথ্যা
বলি বিঘোষিছ অপযশ চারিদিকে;
প্রতিফল পাবে এর; চলিলাম আমি,
বলিয়া রাখিছি এবে ডাকিও না মোরে
পুনরায়; যাহাকে তোমার লাগে ভাল
তাহাকেই ডাকাডাকি কর যত পার।
যশোবতী সঙ্গে এই জনমের মত
ডাকাডাকি হলো শেষ। আয়, সহচরি!
যেখানে থাকেন এই মহাতপোধন,
সেখানে, রাখিও মনে, তোমার, আমার
নাহি থাকিবার স্থান। এস শীঘ্র, এস,

ছেড়ে দাও হাত, দাদা ! সখীর আমার,
কি সম্পর্কে হাত ধরি কর টানাটানি।

ধর্ম্মানন্দ — তুই যাবি, যা, ধরিবে না কেহ তোরে,
সখীকে বৃথায় কেন চাহিস্ লইতে।
কোথায় পাইলি সখী, কে দিল এ সখী
তোরে ? নিরাশ্রয়া আছিলি যখন তুই,
আমিই কৌশল করি এ ক্ষান্তি সখীকে
দিয়াছিনু পাঠাইয়া তোর সন্নিকটে।
যতদিন নানাস্থানে হয়েছিল তোরে
ঘুরিতে ফিরিতে একাকিনী, ততদিন
দিয়াছিনু সঙ্গিনীস্বরূপ ; কার্য্যশেষ
সঙ্গিনীর ; আমার যে ধন, লই আমি।
ছেড়ে দে ইহার হাত, যথা অভিলাষ
তথায় পারিস্ যেতে, নাহি দিব বাধা।
তোরে দিয়া যে কার্য্য করিব সমুদ্ধার
ভেবেছিনু মনে মনে, নিঃশেষিত প্রায় ;
এখন যা বাকি আছে, অন্য সহচর
দিয়া তোর সঙ্গে লইব আদায় করি।

যশোবতী — আমি যেন ক্রীতা দাসী তোমার চরণে,
পালিব যখন যাহা করিবে আদেশ ;
তাই ঠিক করি থাক ; দেখিব, দেখিব,
কে তোমার কথা মত করে কাজ পুনঃ।
যা' কিছু বলিবে তুমি তা'র বিপরীত,
তোমায় না জানাইয়া, জানিতে না দিয়া,

করিয়া রাখিব গিয়া গোপনে গোপনে।
যে কাজ করিতে যাবে, করিয়া সন্ধান
প্রতিকূলে দাঁড়াইব; কত শক্তি ধর
তুমি, কত আমি, হইবে তা' বোঝা পড়া।

ধর্ম্মানন্দ — তাই যেন মনে থাকে; যাচ্ছিলি যথায়
যা' সেখানে; আমার কাজের অন্তরায়
কেবল কলুষ ছিল; সেও একদিন
প্রকাশ করিয়াছিল অর্দ্ধাঙ্গিনীপদে
প্রতিষ্ঠিবে তোরে; তাই বুঝি মনে করি
মোর অনুষ্ঠিত প্রতি কার্য্যের সম্মুখে
দাঁড়াইতে চাস্ তুই; সুযুকতি বটে!
রাগভরে যাবি কোথা? শোন্, কথা শোন্,
আমি না ডাকিতে আসিতে হবে যখন,
মনে যেন থাকে, গৈরিক বসনখানি
খুলিয়া ফেলিয়া, সাজিয়া নূতন সাজে
আসিবি এখানে;

যশোবতী — অবশ্য সহমরণে
তোমার সহিত হবে যাইতে আমায়।

ক্ষান্তি — দাদা! দাদা! হাত ছাড়, দেখ সহচরী
মত্ত মাতঙ্গিনী মত যাইতেছে চলি
ক্রোধভরে; ওই বুঝি এখনি ঠক্কর
খাইয়া পড়িয়া যায় মৃত্তিকা উপরে।

ধর্ম্মানন্দ — ভয় কি? নাতিনি! পড়িবে না যশোবতী,
মুখে যা' বলে বলুক কাজে আছে ঠিক।

পড়িবার মেয়ে নয়, শেখেনি পড়িতে ;
যে ধাতুতে বিগঠিত করিয়াছি আমি
উহার অন্তর মন, পড়িবে না কভু।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর দেখিবে এখনি,
"দাদা! দাদা!" বলি আসি নোয়াইবে শির

শান্তি
বুঝিনু তা', কিন্তু দাদা! নারিনু বুঝিতে
তোমাদের দুজনের পরস্পর দেখা
যখনি হইয়া থাকে, দেখিয়া আসিছি
দ্বন্দ্ব কর পরস্পরে। মনের সন্দেহ
কর নিরাকৃত। ইহাও আশ্চর্য্য অতি,
সঙ্গিনীকে তাড়াইলে কটূক্তি প্রয়োগে
ইচ্ছা করি ; নির্দ্দোষী জানিছ নিজ মনে।
আকার-ইঙ্গিতে তব পারিছি বুঝিতে
উদ্বেলিত হইয়াছে তোমার অন্তর।
এ দিকে সঙ্গিনী যবে টানিল আমায়,
দিলে না যাইতে ; এ সব কিছুই, দাদা!
শত চেষ্টা করিয়াও পারি না বুঝিতে।
কি গূঢ় রহস্য আছে ইহার ভিতরে,
ভাল করি বুঝাইয়া দাও তা' আমায়।

ধর্ম্মানন্দ
আশৈশব যশোবতী দেবীর স্বভাব
আসিতেছি বিগঠিত করি ; যে প্রকৃতি
তাহাতে থাকিলে হবে মোর প্রীতিকর,
যে স্বভাব মোর কার্য্যে হবে অনুকুল,
সে স্বভাবে তাহাকে আনিতে এতদিন

করিতেছি দিবানিশি যত্ন প্রাণপণে।
যত দিন তারে নিজ মন মত করি
না পারিব দেখাইতে লোকের সম্মুখে,
ততদিন আমাদের দ্বন্দ্ব, দরশনে
ঘটিতে থাকিবে তায় নাহিক সন্দেহ।
পূর্ণপ্রায় অভিপ্রায়; বোধ হয় পরে,
এখন যে চঞ্চলতা করিলে দর্শন
পাবে না দেখিতে। এসেছিল সে যখন
কি কথা বলিয়াছিল দেখ স্মরি মনে।
মম প্রিয় পাত্র যারা, তাদের বাসনা
সর্ব্বদা পূরাই আমি; বাদ-বিসম্বাদ,
করাই উদ্দেশ্য ছিল; সম্পূর্ণ মাত্রায়
পাইয়া তা' যশোবতী গেছে রোষে চলি।
"আমি কি যাইব তোর সখীকে ডাকিতে!
আমি কি করিব তার উপরে আদেশ!
ডাকিব না, বলিব না কোন কথা মুখে
না ডাকিতে, না বলিতে আপনি আসিবে।"
মনে করি দেখ তুমি এ সকল কথা,
বলেছিনু তারে। কি উদ্দেশ্যে বলেছিনু!
যাবার সময় যবে তোমায় ধরিয়া
করেছিল টানাটানি, আমিই বা কেন
তোমাকে টানিনু বল, বিপরীত দিকে?
মম স্পর্শ সমুদ্ভূত মহা-আকর্ষণ
প্রবেশ করেছে তার হৃদয় মাঝারে;

তাহার অন্তরস্থিত চাঞ্চল্যের বেগ
কিছুক্ষণ পরে যবে হত-পরাক্রম
হইয়া পড়িবে, তখনি দেখিতে পাবে
যশোবতী ফিরে আসি ডাকিবে দাদায়।
সেই মম মহা-অস্ত্র, সেই মহা-অস্ত্রে
আমার সাধনা সিদ্ধি হইবে নিশ্চিত।
বিবিধ সৎকর্ম্ম করি, পাছে সে পশ্চাতে
আত্ম-অহঙ্কারে করে পূর্ণ চিত্ত-ভূমি,
এই ভয় সদা মোর মনে জাগরিত।
পারি বটে তার সত্তা আমার সত্ত্বায়
করিতে মজ্জিত ; ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা
তা'হলে হয় না রক্ষা, এই ভয়বশে
প্রত্যক্ষে তাহার পরে প্রাধান্য স্থাপন
করিবার অভিলাষ করি না কখন।
আত্মশ্লাঘা তার মনে জন্মিবে এ ভয়ে,
সতত আমার চেষ্টা দেখাতে তাহাকে,
তাহার যে কার্য্য তদপেক্ষা শ্লাঘ্যতর
কার্য্য শত শত, লোকে করে নিরন্তর।
যতই উৎকৃষ্ট কার্য্য করুক মানবে,
আত্মশ্লাঘা তার সঙ্গে থাকিলে মিশ্রিত,
যশের অর্দ্ধেক অংশ পায় তার লয়।
এ দৃঢ় ধারণা যশোবতীর হৃদয়ে
সুদৃঢ়ে প্রোথিত করা উদ্দেশ্য আমার।
এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে অন্তরে

তাহার মনের গর্ব্ব হবে খর্ব্বীকৃত,
আপনাকে বিবেচিবে সামান্যা রমণী।
মানবের গুণরাশি বিনয়ালঙ্কারে
যত বিভূষিত হয়, সৌন্দর্য্য তাদের
ততই উজ্জ্বল হয় ; এ উদ্দেশ্য মম
যাহাতে সাধিত হয়, সে কারণে তাঁরে
করি আমি জ্বালাতন যখন তখন।
যৌবন সময়ে আত্মম্ভরিতার বেগ
মানবে সুলভ স্বতঃ। আমি কত কাজ
করিতেছি, আমি ভিন্ন অপর কেহই
পারে না করিতে ; মনে যদি হেন ভাব
পায় স্থান, অহঙ্কার আপনা আপনি
আসি পড়ে ; সময় থাকিতে প্রতীকার
বাঞ্ছনীয়। ইহা ভিন্ন জন্মে অন্য দোষ ;
নিজের শকতি প্রতি অটল বিশ্বাস
জন্মে যার, ঈশ্বরের শক্তি প্রতি
তাহার বিশ্বাস তত হয় ক্ষীণতর।
ঈশ্বর প্রেরিত আমি, তাঁর কার্য্যতরে
পাঠাইয়া দিয়াছেন তিনিই আমাকে,
তিনিই আমাকে দিয়া করিছেন কাজ
তাঁর অভিমত ; তাঁর দয়া না থাকিলে
নরে কোন কার্য্য নাহি পারে সম্পাদিতে
ঈশ্বরের অনুকম্পা বিনা নরগণ,
আপনার সীমাবদ্ধ শকতি সহায়ে

কি কাজ করিতে পারে! শত শত বাধা,
অসম্ভাবিত বিপদ কিম্বা ব্যাধিজাত,
তাহার গন্তব্য পথে পারে দাঁড়াইতে।
এ সকল চিন্তাবীজ যশোবতী হৃদে
হয় নাই অঙ্কুরিত ; আকাঙ্ক্ষা আমার
এ সময়ে সে সকলে করিয়া রোপণ
উপদেশ-বারি দান করি যথাকালে,
তা'হলে সময়ে ফল ফলিবে তাহাতে।
আদর্শ-রমণীস্থান দেবী যশোবতী
করে অধিকার, এই আমার বাসনা।
তাহার দৃষ্টান্ত দেখি বঙ্গ-নিবাসিনী
গৃহলক্ষ্মীগণ যেন পারে বিগঠিতে
স্বচরিত্র তার মত। নাথ মনে করি
স্নেহ ও কাঠিন্য বিমিশ্রিত উপদেশ
মনের উপরে করে যে রেখা অঙ্কিত,
প্রস্তরে খোদিত সুগভীর রেখা মত
হয় তাহা চিরস্থায়ী। কি হেতু তোমায়
রাখিয়াছি ধরি! শুন প্রকাশিয়া বলি :—
তুমি ও তোমার ভগ্নী শান্তি মহাদেবী
কতই প্রবল শক্তি মানব-মানসে
অলক্ষ্যে বিস্তার কর, কেহ নাহি ভাবে।
তুমি কিম্বা তোমার ভগ্নীর গুণাবলী
এখনও যশোবতী পারেনি বুঝিতে,
এখনও পারে নাই বুঝিতে সম্যক্

ধর্ম্মানুপ্রাণিত সদ্, মহদনুষ্ঠান
নাহি হয় যত দিন, কল্লান্ত-প্রসার
কখনো পারে না তাহা করিতে বিস্তার।
স্নেহাধিক্য বশে আমার স্বরূপ রূপ
স্পষ্টভাবে যশোবতী দেবীর নয়নে
হয় নাই প্রতিভাত। সহচরীভাবে
এখনো পর্য্যন্ত তোমাদের দুইজনে
করিছে সে দরশন; বুঝেনি এখনো
তুমি আগে গিয়া লোকমনে আবির্ভূ তা
না হও যদ্যপি, তোমার ভগিনী শান্তি
সেখানে যাইতে নাহি পায় কোন পথ।
যে যেমন কার্য্য করে কি মন্দ, কি ভাল
সকলেই আপনার পরিতৃপ্তি আশে
করে তাহা; তবে এ কথা বলিতে পার,
কার্য্যের উদ্দেশ্য যদি পরিতৃপ্তি-লাভ
তার দিকে দৃষ্টি রাখি করি না যে কাজ
সকলি সমান; ভাল কাজ, মন্দ কাজ
বলিয়া পার্থক্য কিছু নাহি কোন কাজে।
তাহার উত্তরে বলি মন্দ কাজে কভু
পায় না কেহই পরিতৃপ্তি কোন কালে।
ক্ষণিক যা পরিতৃপ্তি বলি হয় মনে,
সময়ে দাঁড়ায় তাহা গিয়া অবসাদে।
একমাত্র পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাই মোরা
সৎকার্য্য-সম্পাদনে। তোমার ভগিনী

শান্তি, সেই পরিতৃপ্তি ; শান্তি না পাইলে,
সৎকর্ম্ম সম্পাদন করি পূর্ণসুখ
না ঘটিলে নরভালে, কেহ নাহি ধায়
আগ্রহ প্রকাশি সেই কর্ম্ম অভিমুখে।
এ দেবতুর্লভ সুখ, শান্তি অনাবিল
পাইবেন বলি যত ধার্ম্মিক সুজন
ধর্ম্মপন্থা ধরি চলিছেন অবিরত।
যে কাজে সরে না মন, সে কাজে কখন
নাহি পারে শান্তি দিতে করম-কর্ত্তায়।
অনিচ্ছায় কৃতকর্ম্ম অশান্তি-জনক,
একবাক্যে সকলেই করেন স্বীকার।
সূক্ষ্মভাবে যশোবতী এ সব বিষয়
চাহে না চিন্তিতে ; ভাবিয়া দেখিত যদি,
তোমাদের কত শক্তি পারিত বুঝিতে।

ক্ষান্তি — দাদা ! দাদা ! যশোবতী দেবীর কারণে
কাতর হইছে মন, দাও অনুমতি
তাহাকে লইয়া শীঘ্র আসিব হেথায়।

ধর্ম্মানন্দ — উতলা হয়োনা যশোবতী দেবী তরে,
যাইবার স্থান তার নাহিক কোথাও।
গেছে চলি রোষভরে, কৃত-কর্ম্ম-ফল
ভুঞ্জিতে তাহাকে এবে দাও কিছু কাল ;
মনের অবস্থা তার এখন যেমত,
তাহাতে কেবল মাত্র আমার বিষয়
অবিরত নানা ভাবে বিচিন্তিবে মনে।

কি করিবে, না করিবে কোন স্থিরতায়
উপনীত হতে নাহি পারিবে কখন।
অব্যবস্থিততা মানবের চিত্তে যবে
অস্থিরতা মাঝে ফেলি করে উদ্বেলিত,
সে সময়ে তোমা দোহাকার মূল্য কত
বুঝিতে সক্ষম হয় নরনারীগণ।
দেবী যশোবতী দশা সেরূপ এখন ;
বুঝিতেছে এবে কত শক্তি গরীয়সী
বিরাজে তোমাতে ; সঙ্গিনী জ্ঞানে তোমায়
পারেনি চিনিতে যাহা, অনুপস্থিতিতে
দিবে তা' চিনায়ে। নিত্য-সাহচর্য্য সদা
লাঘবে গুণমর্য্যাদা মানব-নয়নে।
তোমার গুণগরীমা দেবী যশোবতী
না বুঝিয়া থাকে যদি বুঝিবে এখন।
বুঝিয়া থাকুক কিম্বা থাকুক আঁধারে,
এখনি তাহাকে হবে আসিতে এখানে।
জানি আমি তার মন, সে জানে আমার ;
থাকুক সে যথা তথা, আমায় কখন
ভুলিয়া থাকিতে নাহি পারিবে সুস্থিরে।
বলিয়া দিতেছে মন আসিতেছে যশী
আমার নিকটে। ক্ষান্তি! দাও শান্তি আনি
যশোবতী মনে ; আমাকেও দাও শান্তি।
তাহার অন্তরে ব্যথা, দিয়া ব্যথা নিজে
পারি না সহিতে ; সে আমার প্রাণধন।

এস, দেবি যশোবতি! এস, মা আমার!
আমার যা' কাজ ছিল হইয়াছে শেষ,
এইখানে আসা মোর হয়েছে সফল।

ক্ষান্তি — দাদা! দাদা! এ তোমার কোন রীতি,
অপরে কাঁদাতে গিয়া নিজে কাঁদ আগে।
সম্বর ক্রন্দন, ওই দেখ যশোবতী
তোমারি বাসনা মত আসিছে এ দিকে
বিশ্ববিমোহিনী বেশে। গৈরিক বসন
ফেলিয়াছে খুলি, চাহি দেখ একবার।

যশোবতী — দাদা! দাদা! কি করিব, আসিনু আবার,
নববেশ পরিধিয়া আসিনু দেখিতে
তোমার শ্রীমুখ; ভেবেছিনু মনে মনে
দেখিব না মুখ কিম্বা শুনিব না কথা,
ওই মুখ বিনিঃসৃত; কিন্তু মূঢ় মন
শুনিল না কথা। গৃহে যাইবার কালে
সমুদয় পথে দিনু কতই প্রবোধ
অবোধ এ মনে, তাহা পারি না বলিতে।
পৌঁছিনু গৃহে যখন, অদৃশ্যে অশান্তি
আসিয়া মনের শান্তি বিদূরিত করি
"হা হুতাশে" বসাইল কোথা হতে আনি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া যেই দৃঢ়তার বাঁধ
দৃঢ় করি মনে মনে বেঁধেছিনু পথে,
গৃহে প্রবেশের আগে তাহা যে কেমনে,
কোথায় কে লয়ে গেল ভাসায়ে উড়ায়ে

কোন্ দিকে, কিছুই না পারিনু জানিতে।
আবার, আবার, দাদা! আবার কখন
এরূপ উদ্যম নাহি করিব জীবনে।
নিশ্চয় কি গুণ, দাদা! আছে তব জানা,
যাহার শকতি বলে অনিচ্ছায় মম,
এত রাগ এত অল্প সময় ভিতরে,
জলে হলো পরিণত; আমি যে কোথায়,
চারিদিকে তল্লাসিয়া নারিনু জানিতে।
টানিতে লাগিনু মনে অন্যদিকে যত
প্রাণপণে, বিপরীত দিকে অপর কে
লাগিল টানিতে; হারাইনু নিজ শক্তি,
করিনু কতই চেষ্টা সকলি বিফল!

ধর্ম্মানন্দ — শুনিস্ না আমার কথা, কি বলিব বল?
আকাশের গায়ে যারা থুথু দিবে বলি
ফেলে তাহা উর্দ্ধদিকে, তাহাদেরি গায়ে
পড়ে সেই থুথু।

যশোবতী — এবার হইতে, দাদা!
দেখিতে পাইবে যশোবতী ওই পদ
পূজিবে একান্ত মনে। বুঝিয়াছি, দাদা!
ধর্ম্ম-সহায়তা বিনা কোন কার্য্য ভবে
চিরস্থায়ীভাবে নাহি পারে কোন কালে
লভিতে সংস্থিতি। সেই তৃপ্তিপ্রদ শান্তি,
যাহাতে হৃদয়দেশ করে পরিপ্লুত,
আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পায় নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ,

আত্মা যাহে স্বতঃ তুষ্ট, চাহে না অপরে ;
সেই শান্তি, যাহারা সুদূরে জগদীশে
রাখিয়া পাইতে চায় স্বকর্ম্মে নির্ভরি,
পায় না কখন। দাদা! আপনার ভাবে
আপনি মজিয়া ভাবিতাম মনে মনে,
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিছি যখন,
তখন তাহাকে কেন মিছামিছি ডাকি ;
এখন তা' ঠিক নয় পারিছি বুঝিতে।
বুঝাইয়া দাও নাই পারিনি বুঝিতে
কার কর্ম্ম কেবা করে, কর্ম্মকর্ত্তা কেবা ;
আমি তো কিছুই নই এসেছি খেলিতে,
কে যে খেলাইছে মোরে পাই না দেখিতে,
খেলিতেছি কাবো হাতে এই মত ভাব
কভু মনে মনে হয়, নহে স্পষ্টভাবে।
স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা যদি আগে
দেখিতাম করি ; অবশ্যই কিছু ফল
পাইতাম এতদিনে ; যে আমিত্ব 'পরে
দাঁড়াইয়া এতদিন ভুলেছি দেখিতে
তোমার স্বরূপ রূপ ; তাহারই ছায়া
এতদিন অন্তর্দৃষ্টি সম্মুখে দাঁড়ায়ে
ঢাকিয়া রাখিয়াছিল স্নেহ-আবরণে।
এখন অন্তরে মম তব গতি পথ
সর্ব্বদা উন্মুক্ত ; প্রবেশিয়া দেখ, দাদা!
কত অনুতাপানল শত শত স্থানে

ধূ ধূ করি জ্বলিতেছে ; ক্ষম, দাদা ! মোরে,
চরণে শরণ দিয়া তোমার আশ্রিতা
দাসীর যাতনা কর নাশ।

ধর্ম্মানন্দ

মাতঃ যশি !
শুধু তোর কষ্ট নয় আমিও আপনি
পাইতেছি বড় কষ্ট ; তুই যে রে প্রাণ
ধর্ম্মানন্দ মহর্ষির। যে স্নেহের ডোরে
বেঁধেছিস ধর্ম্মানন্দে, কি সাধ্য আমার
হই সে বন্ধনমুক্ত ! কর্ম্মযোগবলে
শিখাইব ধর্ম্মযোগ, তাই এত দিন
ছিনু মা নিশ্চেষ্ট ; সমাগত সুসময়
এখন সে যোগ তুই শিখিবি আপনি।
কঠিন দাদার প্রাণ ভাবিস্ নাকো মনে,
কর্ত্তব্যের আবরণ স্নেহের তারল্যে
রাখিয়াছে ঢাকি, বাহির হইতে তাই
দেখিস্ দাদার চিত্ত নির্ম্মম, কঠিন।
চিরকাল দাদা তোর কর্ত্তব্যের দাস,
কি করিবে বল ? জানে সব, বুঝে সব
কি করিলে লাগে তোর অন্তরে আঘাত।
ধর্ম্মানন্দ আছে বদ্ধ স্বনির্ম্মিত জালে,
সে তাহা কাটিতে নাহি পারে কদাচন।
যে গুরু কর্ত্তব্য ভার আছে সমর্পিত
তার শিরে, সেই ভার বহনোপযোগী
হয়েছিস্ তুই এবে ; আমার আকাঙ্ক্ষা

পৌঁছিয়াছে পূর্ণভাবে শেষ পরিণামে।
আজ হতে তোর সব কষ্ট হলো শেষ;
শান্তি আর ক্ষান্তি এই ভগ্নী দুইজনে
তোর সহচরী রূপে, যেখানে যাইবি,
এই মহা বঙ্গদেশে, ত্যজিবে না তোরে।
তুমি ও, মা ক্ষান্তি দেবি! ভগ্নীকে ডাকিয়া
যশোবতী দেবী সঙ্গে কর সদা বাস,
যথা যথা যশোবতী করিবে গমন
তোমরা তাহার সঙ্গে যাইবে তথায়।
যে কার্য্য সাধিতে আজ আসিয়াছি হেথা
সত্বর তা' সমাপিয়া যাইব আশ্রমে।
সভার কার্য্যের কাল সমাগত-প্রায়,
আপনার স্থান গিয়া কর অধিকার,
আমিও প্রস্তুত হই। মনে যেন থাকে
ধর্ম্মানন্দ স্ব-আশ্রম ত্যজি পুনরায়
আসিবে না কাহাকেও দেখিতে কখন।
যখন জিজ্ঞাস্য যাহা হবে আবশ্যক
বলিও যাইয়া তথা; আশীর্ব্বাদ করি
স্বকর্ম্মে সফলা হও, সুখে কর বাস।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে ধর্ম্মানন্দ-যশোবতীদেব্যোঃ বিবাদ-মিলনঞ্চ নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

আগত বসন্ত ঋতু ; প্রকৃতি সুন্দরী
ত্যজি পুরাতন বেশ, অভিনব সাজে
সাজাইলা দেহ ; নবজাত কিশলয়
পুরাতন পত্র-পুঞ্জে করি বিতাড়িত
করিয়াছে তাহাদের স্থান অধিকার।
বিকসিত চারিদিকে বিবিধ-বরণ
ফুলরাজি। দক্ষিণ সাগর-স্নাত বায়ু,
বিলেপিয়া মলয়জ সর্ব্ব অবয়বে,
বৃক্ষশাখাজাত নবোদ্গত পত্রাবলী
নাচাইয়া ভ্রমিতেছে প্রতি বঙ্গগৃহে।
গুঞ্জরিয়া মধুকর বসিতেছে ফুলে
মধুলোভে। ঈষদুষ্ণ-শীত-আবরণে
আচ্ছাদিত ধরিত্রীর শ্যামল শরীর।
সুনীল নভোমণ্ডল ; নির্ম্মুক্ত আকাশে
হাসিতেছে শশধর ; সেই হাসিরাশি
ছড়াইছে পৃথ্বী 'পরে অজস্র ধারায়
সুধাসিক্ত কর---শুভ্র, স্নিগ্ধ, জ্যোতিষ্ময়।
রাত্রি প্রহরেক প্রায়, এ হেন সময়ে
নিত্যানন্দপুরে পূর্ব্ব-পরিচিত স্থানে
বসেছে বিরাট সভা ; বঙ্গনেতৃগণ
সকলেই উপস্থিত আছেন তথায়।
দিব্য আলোকমালায় সভার চৌদিক

সুসজ্জিত, সুশোভিত। সমুন্নত বেদী,
তদুপরে উপবিষ্ট ধর্ম্মানন্দ ঋষি ;
উপবিষ্ট বঙ্গানন্দ তাঁহার দক্ষিণে ;
সহচরী ক্ষান্তি সনে দেবী যশোবতী
বামপার্শ্বে তাঁর। ইঁহাদিগের পশ্চাতে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ধর্ম্মবিদ,
সত্যরূপ, ন্যায়ব্রতা, দেবী সঞ্জীবনী
আর তাঁর পিতামাতা। বেদী-নিম্নদেশে
সানুচর নেতৃবর্গ ; তাঁদের পশ্চাতে
বঙ্গের অসংখ্য নরনারীগণ আজি
বহুদূর হতে, বহু কষ্ট সহ্য করি,
মহর্ষির সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিতে
করেছেন আগমন। নিস্তব্ধ সর্ব্বত্র।
শুভ্রশ্মশ্রু ধর্ম্মানন্দ নিমীলিত-আঁখি,
সৌম্যমূর্ত্তি, স্থির, শান্ত ; কৃতাঞ্জলিপুটে
জগদেকপতিপদ স্মরিয়া অন্তরে,
উর্দ্দেশে সে বরাভয়প্রদপদে ধীরে
নোয়াইলা শির। দাঁড়াইয়া বেদী' পরে,
বারেক চাহিয়া সভার চৌদিক পানে,
সমাগত সভ্যবৃন্দে করি নমস্কার,
কহিতে লাগিলা সত্যসন্ধ ধর্ম্মানন্দ :—
বড় শুভ দিন আজ, বড়ই আনন্দ
উপজিছে মনে মম হেরিয়া এ সভা।
বঙ্গের শ্রদ্ধেয় যত সন্তান সন্ততি,

একই উদ্দেশ্যে হইয়া অনুপ্রাণিত,
হয়েছেন সমাগত এ সভামণ্ডপে।
কে বলে অভাব বঙ্গে শক্তি সঞ্জীবনী?
কে বলে অলস, ভোগ-বিলাস-নিরত
নির্জ্জীব বাঙ্গালী জাতি? যে বলে বলুক।
শতাধিক বর্ষকাল এই বঙ্গদেশে.
আসিতেছি পরিলক্ষ্য করি সবিশেষে
বঙ্গবাসীর স্বভাব। দেখিয়াছি যাহা,
দেখিয়া বুঝেছি যাহা, অভিজ্ঞতা মম.
সে সকল বিবেচিয়া কহিছে আমায়
সকলই আছে বঙ্গে। আবশ্যক যাহা
জাতীয় উন্নতি হেতু. যাহা কিছু চাই,
দেশের উন্নতিকল্পে, কিছুরি অভাব
নাহি হয় অনুভূত; উপাদান যত
সকলি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।
একমাত্র অভাব যা' পাইছি দেখিতে
সমবেত-চেষ্টা কিম্বা জাতীয়একতা।
যদিও সে সমবেত-কার্য্য, একতায়
সামান্য সামান্য কার্য্যে দেখি কদাচিৎ,
ক্ষণস্থায়ী তাহা; ধর্ম্ম-নীতি-ভিত্তি' পরে
নহে অবস্থিত; সচঞ্চল সে কারণে।
যাহাতে এ সমবেত-কার্য্য লোকমনে
অচঞ্চল ভিত্তি' পরে হয়ে অধিষ্ঠিত,
স্বাভাবিক কার্য্য মত কার্য্যে থাকে রত;

বঙ্গবাসী সন্তানের কোমল হৃদয়ে
যাহাতে নিখিল সাম্প্রদায়িক একতা
হয় উপ্ত, সে দিকে সবার মনোযোগ
আকর্ষিতে আজি এই সভা সমাহূত।
প্রকৃতির লীলাভূমি বঙ্গ মহাদেশ।
কিসের অভাব হেথা? অভাব, অভাব।
ধী, ধরম, ধন ধান্যে ধন্যা ধরাধামে
মাতৃভূমি আমাদের; সুজলা, সুফলা,
শস্য-শ্যামলা বলিয়া খ্যাত চরাচরে।
জীবন-যাপন জন্য যথেষ্ট জীবিকা
জনমে জঙ্গ্‌লা-জন্তে। সর্ব্বজাতি জীব,
ফল, ফুল, বৃক্ষ, লতা, রূপে-গুণে খ্যাত
শোভিছে মায়ের অঙ্গে অলঙ্কাররূপে।
বরষে সমান ভাগে করিয়া বিভাগ,
ষড় ঋতু স্ব সময়ে স্বীয় রত্নরাজি
দিতেছে সন্তানগণে প্রীতি-উপহার।
সৌন্দর্য্য, স্বভাব-শোভা, সুরস, সৌরভ
মনোলোভা, পৃথিবীর কোন্ দেশে এত
পাইবে একত্রে? কোথা এত নদ, নদী
পবিত্র-সলিলা হইতেছে প্রবাহিত?
কোথা এত জলাশয়—সরিৎ, তড়াগ
হাসাইছে উপকূল হরিত শ্যামল?
কোথা এত ভক্তি-প্রেম-পূর্ণ ধর্ম্মগাথা
প্রতি নরনারী হৃদে করিছে সঞ্চার?

কোথায় রমণীকুল আকুল পরাণে
ধরমের জন্য সদা লালায়িতা এত ?
কোথায় পতির শুভ-সাধন মানসে
এত আত্মবিসর্জ্জন করে রমণীরা ?
কোথা পিতৃপুরুষের শান্তি-কামনায়
নরনারী ঈশ্বরের ধ্যানে এত রত ?
কোথায় পারলৌকিক মঙ্গল-উদ্দেশে
মহেশে পূজিতে এত ব্যবস্থা দৈনিক ?
হেন ধর্ম্মকর্ম্মময় বাঙ্গালী-জীবন,
হেন কোমলতাপূর্ণ নর-নারী-মন,
হেন কোমলতা পূর্ণ প্রকৃতি-ভাণ্ডার
আছে কি জগতে ? প্রাচুর্য্যের লীলাভূমি,
এ বঙ্গভূমিতে থাকি কেন রে ভিখারী ?
আছে তো সকলি, চেষ্টা, উদ্যম অভাব ?
ধরাধামে হেন কেবা আছে নরাধম,
জন্মভূমি নামে যার হৃদয়ের উৎস
প্রীতি, ভক্তি, আনন্দে না হয় উচ্ছ্বসিত ?
যে জন্মভূমিতে পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষেরা,
(যাঁহাদের শারীরিক আর মানসিক
উপাদানে বিগঠিত এ নশ্বর দেহ।)
অগণ্য পুরুষ-পরম্পরা আবির্ভাবি
করেছেন সুপবিত্র ; সেই জন্মভূমি
নহে কি আদরণীয়া, জননীস্থানীয়া ?
ইতিহাস পৃষ্ঠাখুলি কর অধ্যয়ন,

পাইবে দেখিতে, প্রত্যেক সুসভ্যদেশে,
প্রতি অর্দ্ধসভ্যদেশে, শত শত নর,
শত শত নারী জন্মভূমি রক্ষা তরে
আত্মীয়-স্বজন-মায়া বিসর্জ্জন করি
হাসিতে হাসিতে নিজ দেহ অতিপাত
করেছেন রণাঙ্গনে ; কত শত মাতা
স্বহস্তে সাজায়ে নিজ পুত্রে যোদ্ধৃবেশে,
জানিয়া নিশ্চয় মৃত্যু, সম্মুখে আইবে
দিয়াছেন পাঠাইয়া হাসিতে হাসিতে।
স্বদেশবৎসলা কত বীরাঙ্গনাগণ,
শত্রু হস্ত হতে সংরক্ষিতে নিজদেশ,
স্বকরে কৃপাণ ধরি চড়ি তুরঙ্গমে
প্রাণপণে শত্রু সনে করিয়া সমর,
করেছেন আপনার দেহ বিসর্জ্জন।
ওই যে সে দিন দেখ, বীর চূড়ামণি
মাতৃভূমি-প্রিয়পুত্র, মাতৃভূমি তরে
যুদ্ধ করি হারাইলা নিজ স্বাধীনতা ;
অশেষ যন্ত্রণাময় কারাগারে অরি
নিক্ষেপিলা তাঁরে। দুর্দ্দান্ত অরাতিগণ
দেখিলা যখন, বন্দীর স্বজাতি সনে
প্রবেশি সমরে, জয়-আশা নাহি আর,
কারাগার হতে তারে আনিয়া বাহিরে
কহিলা দেখায়ে ভয়, "যাও, বন্দি! যাও
স্বদেশে ফিরিয়া ; এই সর্ত্তে স্বাধীনতা

করিতেছি দান, স্বদেশনিবাসীগণে
যেরূপে পারিবে তুমি করিবে সম্মত
আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে সত্বর।
অসমর্থ হও যদি সন্ধি-সংস্থাপনে,
ফিরিয়া আসিবে যবে বর্ণনা-অতীত
যন্ত্রণা তোমায় দিয়া করিব নিহত।
কিন্তু যাইবার আগে কর অঙ্গীকার
তোমার এ দৌত্যকার্য্যে ফলুক যে ফল,
পুনরায় ফিরে তুমি আসিবে আবার।”
উত্তরিলা বন্দী নির্ভয়ে অরাতিগণে :—
“স্বদেশ-বিদ্রোহী আমি নহি কদাচন,
তোমরা যা’ জিজ্ঞাসিছ তাহার উত্তরে,
এই মাত্র বলি, তোমাদের এ প্রস্তাব
জানাইতে পারি ; স্বদেশের হিতাহিত
ন্যস্ত যাঁহাদের হাতে, জানেন তাঁহারা
কি করিলে স্বদেশের হইবে মঙ্গল।
তোমরা বলিতে যাহা বলিবে আমাকে,
তাহাই বলিতে পারি ; পুনরাগমন
আপনার হাতে ; করিতেছি অঙ্গীকার
এই দৌত্যকার্য্য-ফল হউক যাহাই,
কার্য্য শেষ হইলেই আসিব এখানে ;
ইত্যধিক অঙ্গীকার করিতে অক্ষম।
ইহাতে সম্মত হও তোমরা যদ্যপি,
যাইতে প্রস্তুত আছি।” বন্দীর বচন

শুনিয়া অরাতিগণ যুক্তি নানামত
লাগিলা করিতে ; তর্ক বিতর্কের পরে
হইল সিদ্ধান্ত, অন্যোপায় নাহি যবে,
বন্দীর দ্বারায় সন্ধি করাই বিধেয়,
নতুবা তা'দের দেশ যা'বে রসাতলে।
এ সিদ্ধান্ত, কার্য্যে শেষে হলো পরিণত।
চলি গেলা স্বদেশ-সেবক স্বীয় দেশে ;
যথন স্বদেশবাসী আসি জিজ্ঞাসিলা
কি করা উচিত, তখন অম্লান মুখে
কহিলা, "অরাতিগণ সংস্থাপিতে সন্ধি
দিয়াছে পাঠায়ে মোরে, ইহাতে যা' বুঝ
সেইরূপ কার্য্য কর। তোমাদের মতে
সন্ধি-সংস্থাপন করা যদি হয় স্থির,
বল তা' আমাকে, আমি সেইরূপ কথা
করাইব তাদের গোচর।" এত বলি
স্বদেশ-সেবক শত্রুপুর অভিমুখে
করিলেন যাত্রা নিজ অঙ্গীকার মত।
তাঁহাকে যাইতে দেখি তাঁহার জননী,
জায়া, কন্যা, আর যত আত্মীয় বান্ধব,
সকলেই আসি তাঁরে কহিলা বুঝায়ে,
স্বেচ্ছায় মরিতে কেন যাইবেন তিনি।
শত্রু সনে অঙ্গীকার সমর-সময়ে
কে করে পালন ? কি করিতে পারে তা'রা
নাহি যবে কোনরূপ বিজয়ের আশা ?

কেন তিনি ইচ্ছা করি আপনার প্রাণ
দেন বিসর্জ্জন ? মহামূল্য প্রাণ তাঁর ;
সেনাপতি হ'য়ে তিনি থাকিলে স্বদেশে,
স্বদেশের উপকার হইবে সাধিত।
হেন মূল্যবান প্রাণ স্ব-ইচ্ছায় কেবা
মৃত্যু-হাতে দেয় তুলে ? মাতা, পত্নী, সুতা
সাশ্রুমুখে সকলেই আসিয়া সম্মুখে
নিষেধ করিলা কত ; কিন্তু দৃঢ় মন
দৃঢ় পণ না করিলা ভঙ্গ ; বীরর্ষভ
আপনার অঙ্গীকার করিতে পালন
চলি গেলা শত্রুপুরে। অরিগণ তাঁর,
জ্বালায়ে জ্বলন্তানলে লৌহের সাঁড়াশী,
বিঁধিল প্রত্যেক অঙ্গ, টুকরা টুকরা
মাংস খণ্ড লাগিল উঠাতে, চক্ষু দুটী
লইল তুলিয়া ; অসহ্য যাতনা যত
উদ্ভাবিতে পারে ঘোর নৃশংস মানবে,
অশেষ প্রকারে দিয়া সে সব যাতনা
বধিল তাহাকে। অকম্পিত দেহে শূর
সহিলা সে সব, যাতনার তীব্রতায়
স্বদেশানুরাগ রূপ-ব্যঙ্গ-উপহাসে
উড়াইয়া দিয়া শূর, হাসিতে হাসিতে
ত্যজিলা নরজীবন, রাখি ধরাধামে
কীর্ত্তি অবিধ্বংশী। রাজস্থান ইতিহাস
অধ্যয়ন করি যদি দেখ একবার,

জন্মভূমি রক্ষা তরে দৃষ্টান্ত এরূপ
পাইবে দেখিতে তা'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"
দেবভাষায় লিখিত ; মহর্ষিকলাপ
শিষ্যগণে এই মহামন্ত্র সযতনে
শিখাতেন নিরন্তর। প্রতি সভ্যদেশ
এই মহামন্ত্র-বলে উন্নতি-সোপানে
উঠিতেছে যথা তথা। কেবল ভারত
কার্য্য ভুলি মন্ত্রে করে মুখে সমাদর।
প্রকৃতি-কৃপণ দেশ-অধিবাসী লোকে
পরিশ্রম করিতেছে দিবস রজনী
স্বদেশের, স্বজাতির উন্নতি সাধিতে।
আমরা অধম সুত সম্ভোগে, বিলাসে
অনায়াস-লভ্য, মাতৃদত্ত রত্নরাজি
অপব্যয় করিতেছি ; পশ্চাৎ না ভাবি,
সন্তান-সন্ততি-দশা কি হইবে কাল ;
ভ্রমেও সে দিকে নাহি করি দৃষ্টিপাত।
উদার প্রকৃতি আমাদের অধিপতি,
দৈহিক ও মানসিক দুই মহাবলে
করিছেন শান্তি সংস্থাপিত দেশময়।
সদুপায়ে স্বজীবিকা সংগ্রহ করিতে
যাহা কিছু প্রয়োজন, সম্রাট-কৃপায়
না চাহিতে পাইতেছি। প্রকৃতি-বৎসল,
প্রকৃতি-রঞ্জন রাজা ; বিদ্যা নানাবিধ

যাহাতে আমরা পারি করিতে অর্জ্জন
তার তরে অর্থব্যয় করিছেন সদা।
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি যাহাতে এদেশে
সমুন্নতি করে লাভ, তাহার উদ্দেশে
বিবিধ উপায় করিছেন উদ্ভাবন।
ইহার অধিক আর কতই প্রত্যাশা
আমরা করিতে পারি সম্রাট-সন্নিধি ?
দেশাধিপ, জন্মভূমি উভয়ে যখন
এমন উদার, এতদূর অনুকূল
সন্তান উপরে, হেন শুভ অবসরে
আমরা যদ্যপি অলসে যাপিয়া কাল
অর্জ্জিত বিদ্যার করি অপব্যবহার;
প্রকৃতি-প্রদত্ত, পুরোভাগে অবস্থিত,
রত্নরাজি প্রতি নাহি করি দৃষ্টিপাত;
অলসে বসিয়া মাত্র করি হায়, হায় ;
কে বল, স্বকৃত আমাদের দুর্দ্দশায়
দেখাতে সহানুভূতি হবে অগ্রসর ?
যতই প্রতাপান্বিত হউন অধিপ,
হউন সুফলা যত মাতা জন্মভূমি,
বহিঃশত্রু-আক্রমণ হইতে তাঁহারা
রক্ষিতে সন্তানগণে সমর্থ কেবল ;
অন্তঃশত্রু' পরে আধিপত্য তাঁহাদের
প্রসার করিতে লাভ পারে না কখন।
তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালীজাতি ; নাহি হেন কাজ

শারীরিক, মানসিক, যাহা সে বাঙ্গালী
পরাঙ্মুখ সম্পাদিতে। ধীশক্তি প্রখর
দেখি বাঙ্গালীর, সভ্যদেশবাসী নরে
সমস্বরে প্রশংসা করিছে অবিরত।
বাঙ্গালীর ন্যায়নিষ্ঠা, স্বকর্ত্তব্য জ্ঞান,
স্বধর্ম্ম উপরে ভক্তি অচল, অটল,
প্রভুভক্তি, লোকভক্তি, স্বদেশানুরাগ,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে সকল গুণ
সভ্যতার শীর্ষস্থান-স্থিত জাতিগণ
করিয়াছে আয়ত্ত-অধীন, বাঙ্গালীরা
নহে তো বঞ্চিত সেই সব গুণগ্রামে।
তবে কেন এ দুর্দ্দশা বাঙ্গালী জাতির?
সঙ্কুচিত উদ্যমশীলতা ভাবীভয়ে,
বৈফল্য-দর্শনে অধ্যবসা সচঞ্চলা,
সম্মিলিত-কার্য্য নষ্ট স্বার্থ-পরতায়,
বিবর্ণ একতাবর্ণ বর্ণগত দোষে,
নীতি, ধর্ম্ম উভয়ের ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট
কুসংস্কার কালিমায়, দেশোন্নতি-গতি
সাম্প্রদায়িক অথবা জাতীয় বিদ্বেষে
সম্মুখে সংরুদ্ধ দ্বার দেখি জড়সড়।
পুস্তক-লিখিত বিদ্যা নিরুদ্ধ মস্তিষ্কে,
নির্গমন-পথ তার আছে আগুলিয়া
অলসতা, বিলাসিতা সহচরীদ্বয়ে:
বাহিরিয়া পড়িয়াছে যে অংশ তাহার,

তাহারও গতি দেখি অবসিত-প্রায়
কর্ম্মশূন্য, শব্দময় বাক্‌যন্ত্র পথে।
অল্পাধিক পরিমাণে এ সকল দোষ
অনেক বাঙ্গালী মনে আছে বিদ্যমান।
সভ্যদেশবাসীদের দৃষ্টান্ত সজীব
দেখিয়া আপনাদের চক্ষে প্রতিদিন,
সর্ব্বতোমুখিনী বিদ্যা করিয়া অর্জ্জন
দেশাধিপের কৃপায়, চিরশান্তিময়
তাঁর সুশাসিত দেশে করি অধিবাস,
অর্জ্জিত বিদ্যার যদি সদ্‌ব্যবহার
অসমর্থ হই মোরা করিতে সময়ে,
কে তাহার জন্য দায়ী ভাবি কি তা' মনে ?
করুণাসাগর সেই দয়াল ঈশ্বর
জীবন-সংস্থিতি হেতু যাহা যাহা চাই,
সে সকল দিয়া যত চরাচর জীবে
দিয়াছেন পাঠাইয়া এ মহীমণ্ডলে।
যদ্যপি তাঁহার দত্ত গুণরাজি যত
অপব্যবহার করি ভোগে দুঃখ জীবে,
তিনি কি তাদের জন্য হইবেন দায়ী ?
তাই বলিতেছি, এস, হে সভ্যমণ্ডলি !
অন্তর-নয়ন খুলি চাও একবার
জনমভূমির এই দুর্গতির পানে।
দেশের অবস্থা দেখি নিদ্রিত উদ্যমে
না জাগাও যদি কে তা'রে জাগায়ে দিবে ?

থাকিতে আপন শক্তি আপনার বোঝা
আপনি মাথায় করি নাহি লই যদি,
কে তাহার জন্য দোষী? আমরাই দোষী।
রাজরাণী মাতা আজ কাঙ্গালিনী বেশে,
অনাহারে শীর্ণকায়, পীড়াজীর্ণ দেহ,
সন্তান সন্ততি সঙ্গে দুয়ারে দুয়ারে
খাইছেন ভিক্ষা করি। স্বচক্ষে আমরা
দেখিতেছি এই দৃশ্য; হায়! এই কি রে
মাতৃভক্ত সন্তানের পুত্রোচিত কাজ?
আম্মোদর পূর্ণ করি আত্মম্ভরিতায়
স্বদেশ, স্বজাতি প্রতি দৃষ্টি প্রতিহত!
ডাকিছেন মাতা, শুন, কাতর ক্রন্দনে,
একবার চেয়ে দেখ মাতৃমুখ পানে;
মুছাও নয়নবারি, তুমি না মুছালে
কে আর মুছায়ে দিবে, কে আছে তাঁহার?
সন্তান থাকিতে শতগ্রন্থীযুক্ত বাস
মলিন, দুর্গন্ধময়, মাতৃ-পরিধান!
সালঙ্কারা ছিলা মাতা, সুসন্তান মোরা,
তাই একে একে তাঁর অলঙ্কার যত
দিয়াছি ঘুচায়ে; এ ভাবনা একবারো
পায় না কি স্থান, হায়! আমাদের মনে?
মদ, গর্ব্ব, অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যাভিমান,
বিলাসিতা, সম্মান, সম্ভ্রম, উচ্চ আশা,
তাদের কি শোভা পায়, যাহাদের মাতা

নির্ব্বস্ত্রা, নিরন্না, রুক্ষকেশা, রুক্ষদেহা?
বসিয়া পতিতোন্মুখ জরাজীর্ণ গৃহে
কাঁদিছেন দিবানিশি, করি করাঘাত
স্ব-কপোলে। নিজ জননীর হেন দশা
দেখিয়া যাহার অশ্রু না হয় পতিত,
মনোকষ্টে নাহি হয় হৃদয় দলিত,
বৃথা এ জীবন গেল বলি যার মনে
অনুতাপানল নাহি হয় প্রজ্জলিত,
আত্মসুখোপরে যার জন্মে না ধিক্কার,
নর-পদবাচ্য সেই জন কভু নয়।
জননীর এই দুঃখ কিসে হবে দূর,
সে দিকে আমরা যদি দৃষ্টি সঞ্চালিত
নাহি করি, কে আর করিবে বল শুনি?
জননীর শোচনীয় অবস্থা উপরে
যাহাতে সন্তান-দৃষ্টি হয় সমাকৃষ্ট,
যাহাতে মায়ের এই দারুণ দুর্দ্দশা
হয় বিদূরিত, যাহাতে সন্তানগণ
নিজের অবস্থা পারে করিতে উন্নীত,
সাধিতে এ সব কাজ বঙ্গনেতৃগণ
ঘুরিছেন দেশে দেশে। বিজ্ঞজন মত:—
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিরাজে যে সব দেশে
জাতীয় একতা তথা পারে না তিষ্ঠিতে।
এ মতের মূলে সত্য আছে কতটুকু,
জানিতে বাসনা যদি হয় তোমাদের,

পৃথিবীর নানা স্থানে আছে যত দেশ
বারেক তাদের পানে কর দৃষ্টিপাত।
দেখিতে পাইবে হেন আছে বহুদেশ
যথায় বিভিন্ন ধর্ম্ম সহিত একতা
একত্রে করিছে অবস্থান বহুকাল।
তাঁদের দ্বিতীয় মত,—একই ধরমে
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইলে উদ্ভূত,
জাতিগত একতার বল করে ক্ষয় ;
যে ধর্ম্ম ভিতরে বহুতর সম্প্রদায়,
পার্থক্যের অবস্থিতি অনিবার্য্য তথা।
ইহার উত্তরে বলি আছে ধর্ম্ম যত,
কোন্‌টীতে নাই সাম্প্রদায়িকতা-ভাব ?
কিন্তু সে পার্থক্য জাতীয়তার প্রভাবে
কোথায় ভাসিয়া যায় পড়ে না নয়নে।
তাই বলিতেছি এই সাম্প্রদায়িকতা,
একতার হন্তারক কখনই নয়।
হয় নাই, হইবে না ধর্ম্ম হেনরূপ,
যে ধর্ম্মে কোন না কোন ভবিষ্য সময়ে
সাম্প্রদায়িকতা নাহি করিবে প্রবেশ।
প্রতি নর-নারী-হৃদি কর বিশ্লেষণ,
দেখিতে পাইবে তথা এই বিভিন্নতা
ওতপ্রোত ভাবে করিতেছে অবস্থিতি।
একই প্রকার মন দুইটী মানবে
পাই না দেখিতে ভূমণ্ডলে কোন স্থানে

ইহাতেই দেখ তবে হইছে প্রমাণ,
প্রতি মানবের আছে প্রকৃতি-সঙ্গত
একটী ধরম ; কিন্তু বহিরাবরণে
লুকাইয়া রাখি তাহা দেখায় অপরে
সম-সাম্প্রদায়িকতা। ইহাতে সমাজে
অমঙ্গল পরিবর্ত্তে সমুহ মঙ্গল
হইছে সাধিত। ইহাতেই মানবের
আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ লভে।
তা' হলে স্পষ্টতঃ ইহা হইছে প্রমাণ,
বিভিন্ন, বিভিন্ন রূপ শত সম্প্রদায়
একই ধরম রূপ বহিরাবরণে
আচ্ছাদিত করি দেহ গঠিতেছে জাতি।
জাতির উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি, উন্নতি,
জাতিগত মানবের উপরে নির্ভরে।
যে জাতি সমর্থ এ সাম্প্রদায়িকতায়
আবৃত রাখিতে একতার আবরণে,
সে জাতির অভ্যুদয় ক্রমে উর্দ্ধদিকে
হইতে দেখিবে, ইথে নাহিক সন্দেহ।
তৃতীয় আপত্তি যাহা বিজ্ঞ বুধগণ
করিয়া থাকেন উথাপিত, তাহা এই :—
এক কিম্বা ভিন্ন ধর্ম্ম-স্থিত নরগণ
পরস্পরে স্পর্শ নাহি পারিবে করিতে,
কিম্বা একে অন্য জনে করিলে পরশ
অপবিত্র হবে দেহ, ধর্ম্মানুশাসন

হেনরূপ কুত্রাপিও নাহি যায় দেখা।
ঘৃণার্হ এ প্রথা আমিও স্বীকার করি ;
কি হেতু হিন্দু-জাতির ধর্ম্ম সনাতন
পুষিছে আবহমান কাল এ প্রথায়,
তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সুনির্ণয় করা
নহে বড় সুকঠিন। আর্য্যেরা যখন
ভারতের পুণ্য ক্ষেত্রে করিয়া প্রবেশ
বিস্তারিল আধিপত্য অনার্য্য উপরে,
সে সময় পরাজিত অনার্য্য অনেক
পলাইল প্রাণ-ভয়ে বিজন কাননে,
পর্ব্বত-কন্দরে। যুগ, যুগান্তর ধরি
এক সঙ্গে বাস করি এক মহাদেশে,
একে অপরের মহা অরি অভিধানে
হলো অভিহিত। যাহারা রহিল পড়ি,
আর্য্যের দাসত্ব তা'রা করিল স্বীকার,
কালে এরা আর্য্য ধর্ম্মে হইল দীক্ষিত।
কি ফল ফলিল তায়? আর্য্য-পদানত
হইল তাহারা বটে, কিন্তু আর্য্যগণ
আশ্রিতগণের প্রতি দয়া বা মমতা
তিলার্দ্ধ মাত্রও নাহি কৈলা প্রদর্শন।
অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে ইহারা অনেকে
হইল পরিগণিত ; উপর সোপানে
উঠিবার পথ যত, আর্য্যেরা কৌশলে
করি দিল রুদ্ধ, রুদ্ধ উন্নতির গতি!

কূট-নীতি-তন্তু দিয়া ধরমের জাল
নির্ম্মাইয়া আর্য্যগণ অনার্য্যকলাপে
ফেলিল ঘিরিয়া ; পলায়নের উপায়
কোন দিকে কোনরূপ রহিল না কোথা !
অনার্য্য-স্বভাব, রীতি, নীতি, ব্যবহার
বড়ই জঘন্য ছিল সেই পুরাকালে,
সেই হেতু আর্য্যগণ রক্ষিতে সমাজ
করিয়াছিলেন হেন বিধি প্রণয়ন,
এই কথা বলি আর্য্য-পক্ষপাতী লোকে
আর্য্যানুশাসনে দোষ পান না দেখিতে।
আত্মরক্ষা-ধর্ম্ম ; ভিন্ন মত এ বিষয়ে
পারে না হইতে, সকলে স্বীকার করে।
এই আত্ম-সংরক্ষণ আবদ্ধ সীমায় ;
সেই সীমা বহির্ভূত হইলেই পাপ।
আপনার অমঙ্গল-নিবারণ-আশে
অপরের অমঙ্গল-আনয়ন-করা,
যুক্তিসিদ্ধ বলি কেহ দেয় না বিধান।
পরাজিত যারা, তোমার আশ্রিত যারা
তাদের উপরে চিরকাল উৎপীড়ন
করা কি কখন নীতি-ধর্ম্ম-অনুমত ?
অশেষ-মঙ্গলকর অনুদার নীতি
হোক ক্ষণ-শুভ-প্রদ যে কোন সময়ে,
নহে কি তা' পরিত্যজ্য ? পাপের কুফল
কোন্ কালে চিরস্থায়ী হয় এই ভবে ?

সর্ব্ব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে যারে পাপ বলি,
স্বাভাবিক জ্ঞান যারে বলে পশ্বাচার,
সমাজে প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ যাহাতে
করিতেছে আনয়ন দেখিতেছি চোখে,
মনে যাহা সঙ্কীর্ণতা করিছে বিস্তার,
তাহাকে প্রশ্রয় দিলে স্বদেশ, স্বজাতি
সমাজ অথবা কাহার হয় মঙ্গল?
সর্ব্বদিকে অমঙ্গল উদ্ভবে যা' হতে
তাহাকে প্রশ্রয় দিলে হয় না কি পাপ?
ত্যজ তবে এই মানসিক সঙ্কীর্ণতা,
দিও না অস্পৃশ্য-ভাবে স্থান কোন কালে
তোমাদের মনে। অন্যান্য যে সব জাতি
বঙ্গদেশ মাঝে আসি বঙ্গবাসী সনে
অদৃষ্টে অদৃষ্টে করিয়াছে সম্মিলিত,
করিয়াছে সংগঠিত বিরাট, বিশাল
বঙ্গীয় সমাজ—তাহারও বঙ্গবাসী,
তাহাদের মধ্যে কেহ নহে ঘৃণাস্পদ।
সমাজে এ সঙ্কীর্ণতা আধিপত্য কত
করিছে বিস্তার, বিচিন্তিলে মনে মনে,
আপনাকে দিতে হয় আপনি ধিক্কার।
আরও রহস্য এক ইহার ভিতরে
আছে বিনিহিত—ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহ
করিয়া যখন এই স্পর্শাযোগ্য জাতি
আমাদের কাছে আসি হয় উপস্থিত,

অস্পৃশ্যভাবের, হায়! কাঠিন্য তখন
তারল্যে দাঁড়ায়; কোন্ গুণে, কে বুঝিবে!
এই কি রে হিন্দুদের ধর্ম্ম-সনাতন!
ধর্ম্মের পার্থিব এক উদ্দেশ্য মহান,
সমাজ-বন্ধন; নিজে যদি হীন-প্রাণ,
মমতা-বিহীন, নির্দ্দয়, হৃদয়-হীন,
দুর্ব্বলে বন্ধন-ডোরে বাঁধিবে কেমনে!
পবিত্র এ বঙ্গভূমি; হেথায় জাহ্নবী,
ব্রহ্মপুত্র নদ কলির কলুষ ধৌত
করি, কল্ কল্ নাদে করিছে বহন
বঙ্গোপসাগরে। এই মহাতীর্থ ক্ষেত্রে
চিরাবাস হেতু যারা করে আগমন,
অস্পৃশ্য থাকিতে তারা পারে কি কখন?
যে বঙ্গে অস্পৃশ্যভাবে নাশিতে সমূলে,
জননী-জায়ার প্রেম-প্রণয়-শৃঙ্খল
কাটিয়া স্বহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
বিলায়েছিলেন বিশ্বপ্রেম বিশ্বময়;
ওই মহাতীর্থক্ষেত্র জগন্নাথ-ক্ষেত্র
আজিও যে বিশ্বপ্রেম বিলাইছে লোকে,
সে বিশ্বপ্রেমের কি রে এই পরিণাম!
জাতি-শ্রেণী-গত, ক্ষুদ্র গর্ত্তে অবস্থান!
আর কেন? সঙ্কীর্ণতা কর পরিহার,
শিখ সবে ভ্রাতৃভাবে করিতে যতন,
অস্পৃশ্য যে সবে বল তাদের অন্তর,

যবে নিজ অন্তরস্থ ভালবাসা দিয়া
আকর্ষিতে হবে শক্ত আপনার দিকে,
তখন তাহারা অতি প্রফুল্ল অন্তরে
তুমি যা' বলিবে তাহা করিবে পালন।
অপরের মন যদি পাইতে বাসনা,
আগে আপনার মন কর তারে দান।
তুমি যদি ভাল হও চাহিবে যে দিকে,
ভাল ভিন্ন মন্দ কোথা পাবে না দেখিতে।
প্রেমময় বিশ্বরাজ্য, ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর
প্রেমময় নিজে ; বিলেপিয়া প্রেমাঞ্জন
বিশ্বের যে দিকে তুমি ফিরাইবে আঁখি,
সকলি দেখিতে পাবে প্রেমে মাখামাখি।
প্রেমের অন্তর লয়ে যাইবে যে কাজে,
অন্যের সহানুভূতি চাহিবার আগে
অবশ্যই পাবে তুমি হবে না অন্যথা।
বিশ্বপ্রেমে সদাসিক্ত অন্তর্দ্দেশ যা'র
দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলি নাহি কোন কাজ
তার কাছে ; সমান সুসাধ্য সব কাজ।
ঐকান্তিক অভিলাষ থাকে যদি মনে,
সময়ে স্বশক্তি যদি পার প্রয়োগিতে
তোমার সে অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপরে,
অসাফল্য কভু নাহি করিয়া সাহস
সে কার্য্যের সন্নিধানে পারিবে আসিতে।
এস হে অনার্য্য, আর্য্য বঙ্গবাসী যত

ভিন্ন জাতীয়তা ভাবে দিওনাকো স্থান
মনের ভিতরে, সঙ্কীর্ণতা ফেল দূরে।
এস সবে, ভাই ভাই এক সঙ্গে মিলি
এক প্রাণে, এক মনে উঠিগে সকলে
মাতৃ-পূজা-মন্দিরের প্রশস্ত সোপানে।
মায়ের অভাব যাহা দেখি সবিশেষ
একত্রে করিগে চেষ্টা প্রাণ করি পণ,
সে অভাব নিরসন করিতে সত্বর।
কথায় সকলে বলে, তোমরাও জান,
চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাহি ভূমণ্ডলে।
সমবেত চেষ্টাফল কখনই বৃথা
হইবার নয়; একবারে না হইলে
দ্বিতীয়, তৃতীয় বার করিতে কি বাধা?
সৎকার্য্যে বাধা বিঘ্ন না আছে কোথায়?
সৎকার্য্যে অসফল হই যতবার,
নাহি কোন লাজ; এস সবে, চেষ্টা করি।
পুনঃ পুনঃ সমবেত—চেষ্টা থাকে যথা
তথায় সাধনা সিদ্ধি হইবে নিশ্চিত।
আত্যন্তিক অনুরাগ থাকিলে চেষ্টায়,
কখনই ব্যর্থ তাহা হইবার নয়।
কার্য্য হেতু জন্মে জীব, কার্য্য বিনা কেহ
মুহূর্ত্তেক কাল নাহি পারে এই ভবে
ধরিতে জীবন; আপামর সাধারণ
জীব দেখ যত, প্রাকৃতিক এ নিয়ম-

অধীন সকলে। বুদ্ধিমান জীব যত,
তাহারা কেবল এই একই নিয়মে
নহে বদ্ধ, অপর নিয়ম তা'সবারে
রেখেছে আবদ্ধ করি ঠিক এই মত।
জন্মমাত্র তাহাদের মস্তিষ্ক মাঝারে
চিন্তা আসি করে বাস ; এ চিন্তার হাত
হইতে নিষ্কৃতি তারা পায় না কখন।
চিন্তা আর কার্য্য লয়ে এ মরত-ধামে
এসেছি আমরা ; যে ভাবে যথায় থাকি,
আমাদের সঙ্গে এরা ঘুরে অবিরত।
কিন্তু যত পরাক্রান্ত হউক ইহারা,
নাহি পারে অতিক্রম করিতে কখন
মনের শাসন-সীমা। উচ্ছৃঙ্খলভাবে
বিশৃঙ্খল কার্য্যে কেন তবে নরগণে
দেখি সদা রত ? সংশিক্ষার অভাব।
উপযুক্ত কালে যদি উপযুক্ত ভাবে
সংশিক্ষা পায় নরে, তাহলে কখন
তাহাদের অধোগতি ঘটে কি এমন ?
সুসংস্কার-প্রবর্ত্তক ধর্ম্মবিদ পানে
বারেক চাহিয়া দেখ। সুশিক্ষা অভাবে,
বৃথা কাজে, কদর্থ চিন্তায় ছিলা রত ;
আমোদ প্রমোদ ভিন্ন অন্য কোন কাজ
আছে এ জীবনে, ছিল না তাঁহার মনে।
যখন পাইনু তাঁরে আমার আশ্রমে,

সবলে আমিই তাঁর মানসের গতি
ফিরাইনু স্বদেশাভিমুখে ; তদবধি
দেখিতেছি এ যাবত, একাগ্র মানসে
আছেন নিযুক্ত দেশহিত-মহাব্রতে।
মন যদি চায়, অথবা যদ্যপি তারে
চাওয়াইতে পারা যায় শুভকর্ম্ম দিকে,
বাসনাকে ফিরাইতে লাগে কতক্ষণ ?
স্বদেশ-বৎসলা মহাদেবী সঞ্জীবনী,
স্বদেশের হিত তরে আজীবন কাল
করিছেন শ্রম ; মম পরামর্শ মতে,
নানাবিধ বিঘ্ন অপনয়ি দুই হাতে
করেছেন ধর্ম্মবিদ বিবাহ তাঁহাকে।
উভয়ের অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা
বঙ্গের সৌভাগ্য রবি—বঙ্গানন্দ-ফলে
হইয়াছে পরিণত। অবগত সবে
কত স্বার্থত্যাগ করি সঞ্জীবনী সুত
সঞ্জীবনী-রসে করিতেছে সঞ্জীবিত
নীরস বঙ্গবাসীর হৃদ্ মরুভুমি।
সঞ্জীবনী-পরিষ্কৃত বঙ্গ-মহোদ্যানে
যে সকল মনোহর পুষ্প-তরু-লতা
দেখিতেছ বিবর্দ্ধিত হইছে প্রত্যহ,
ধরিছে যাহাতে ফুল নয়নাভিরাম,
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নর-নারী-মন,
যাহার সৌরভে সুরভিত সর্ব্বস্থান,

কাহার চেষ্টার ফলে? বঙ্গরঙ্গালয়ে
বঙ্গোত্থান নাটকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ
কে এখন করিতেছে নিত্য অভিনয়?
বাসনায় যদি মনে করে প্ররোচনা
দেখিতে সে নায়িকায়, ফিরাও নয়ন
বাম পার্শ্বে উপবিষ্টা যশোবতী পানে।
পিতা-ধর্ম্মবিদ্-অনুষ্ঠিত মহাযাগ
যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হয় সময়ে সমাধা,
সেই হেতু উপযুক্ত পুত্র বঙ্গানন্দ
ঘুরিতেছে বঙ্গদেশে যথায় তথায়।
সঞ্জীবনী-কার্য্যাবলী-প্রসার আশায়
ভ্রমিতেছে যশোবতী রমণী-সমাজে।
উঠ, মাগো যশোবতি! বঙ্গীয় সন্তানে
দেখা, মা! বারেক তোর অপরূপ রূপ,
স্বরূপ প্রকৃতি; দেখুক সকল জনে,
দেখিয়া বুঝুক তারা। লুকায়োনা মুখ,
যত দিন বঙ্গবাসী ভদ্রেতর সবে
ভাল করি নাহি তাহা করে দরশন।
বড়ই সাধের ধন তুই মা আমার;
না দেখালে তোর মুখ বঙ্গবাসিগণে
আমার এ জীবনের আজীবন সাধ,
আমার পার্থিব আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা
হইবে না পরিপূর্ণ। উঠ, মা গো! উঠ,
বঙ্গবাসী-লোকগণে দেখাও ও মুখ;

আমিও দেখিয়া লই কি সুখ তাহারা
ভুঞ্জে তোর মুখ দেখি ; দেখি, মা গো ! চোখে,
ছায়া ও বাস্তব এই দুইটীর মাঝে,
দ্বিতীয়ে চিনিতে তা'রা পারে কি না পারে।
এ সংসার-পাঠশালে বৃদ্ধ এত দিনে
লইতেছে ছুটী, বাঁধিয়াছে পাততাড়ি ;
পিতা ডেকেছেন তারে, যাইছে সে ঘরে।
কত দিন ধরি তোমাদের স্নেহাহ্বানে
আবদ্ধ হইয়া বল থাকিতে সে পারে ?
জীবনের বিভাবরী হইছে প্রভাত,
পূর্ব্ব-ভবিষ্যত দিকে সুখ-বিভাকর
নির্ম্মল শান্তি-গগনে হইছে উদয়,
ত্রিদিব-নিবাসী পুণ্য-বিহঙ্গমগণ
মধুর কাকলীস্বরে ডাকিছে আমায় ;
মায়ানিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ,
কতক্ষণ বল আর জাগরিত থাকি
এ ধরা-শয্যায় করি এ পাশ ওপাশ।
বঙ্গবাসী নরনারীগণের সম্মুখে
ধরিয়া দেখায়ে দিনু তোমার বদন,
যদ্যপি তাদের মন পার আকর্ষিতে
আপনার গুণে ; যদ্যপি শিখাতে পার
স্বরূপ যশের পূত নির্ঝর কোথায়,
তা'হলে তোমার কর্ম্ম এ বঙ্গ সংসারে
হইবে সম্পূর্ণ। মায়ের দুঃখরজনী

হবে অবসান, তোর-ই, মা ! স্তুতি-গীতি
বঙ্গের প্রত্যেক গৃহে হবে নিনাদিত।
সকরুণ নেত্রে কেন এ বৃদ্ধের দিকে
করিতেছ দৃষ্টিপাত ; যাহাদের ভার
দিলাম তোমায়, দেখ সে সন্তানগণে।
মম প্রীতিকর কার্য্য কর সম্পাদন,
দেখিতে পাইবে তুমি বিরাজিত মোরে
তোমার অন্তরে। সুখশান্তিময় কাল,
যে দিন, মা ! স্বোপার্জ্জিত সুকৃতির বলে
এই মহা বঙ্গদেশে পারিবে আনিতে ;
একই সমপ্রাণতা ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে
পারিবি, মা ! সঞ্চারিতে সকল হৃদয়ে।
তখন দাদার নাম করিলে স্মরণ,
দেখিতে পাইবে তারে চোখের সম্মুখে।
নয়নের ঠারঠোর, কথার ভঙ্গিমা,
স্নেহ-আকর্ষণ, ইত্যাদি বিষয় যত
ভুলাইতে নাহি পারে তোর এ দাদায়।
ওই সুচারু বদন, নিম্নমুখী দৃষ্টি
সরলতা-নির্দ্দেশিকা, ওই সদ্যস্নাত
প্রস্ফুটিত শতদল-বর্ণ-অনুকারী
সুঠাম বয়ান, সহজে যুবক মন
পারে আকর্ষিতে ; কিন্তু তোর বৃদ্ধ দাদা
ভুলে না তাহাতে ; কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি
এ বৃদ্ধের, নাহি দেখে বাহ্যিক সুষমা,

অন্তরের অন্ধি সন্ধি ভিতরে কেবল
ঘুরিয়া খুঁজিয়া দেখে আবিলতা কোথা।
নাহি তোর কোন ভয়, তন্ন তন্ন করি
খুঁজিয়াছি অন্তরের প্রতি গুহ্যদেশ
পাই নাই কোন দোষ দেখিতে কোথাও।
যেথানে যে কার্য্য করেছিস্ এত দিন
এ নখ-দর্পণে মোর আছে তা' লিখিত।
সত্যরূপস্থতে! তুমিই, মা! সত্যরূপা,
ধর্ম্মানন্দ-তাপসের হৃদয়-মোদিনী।
কি অদেয় আছে মোর? কি দিয়া, মা! তোরে
করি তুষ্টা স্বতঃতুষ্টা তুই এ ভুবনে।
যে দ্রব্য যে ভালবাসে, সেই দ্রব্য দিয়া
তার প্রিয়পাত্রে সেই করে সমাদর।
আমার এ জীবনের উদ্দেশ্য প্রধান
যে করিছে সম্পাদন, সেই মম প্রিয়।
কীর্ত্তিমান বঙ্গানন্দ, সঞ্জীবনী সুত,
সেই মম প্রাণপ্রিয়, যতনের ধন;
তাহার অপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহ
উদীয়মান বঙ্গীয় যুবক মাঝারে
নাহি দেখি এ ভুবনে। দেবি যশোবতি!
প্রিয় নাতিনি আমার! সেই প্রাণধনে
অদ্য এই সভা মাঝে তোমারই হাতে
করিতেছি সমর্পণ; বৃদ্ধের দুর্ল্ভ
হৃদয়-রতনে, আশীর্ব্বাদী ফুল সম

সযতনে ভক্তিভরে পর শিরোদেশে।
তোমার বৃদ্ধ দাদার শেষ পুরস্কার
ইহাকেই মনে কর। স্নেহের উদধি
মন্থন করিয়া পেয়েছি এ সুধাধনে,
কীর্ত্তিরাজ্যে অমরত্ব পাইবে পরিলে।
এস, বৎস বঙ্গানন্দ! বৎসে যশোবতি!
আন্তরিক স্নেহাবেগ-প্রকম্পিত হাতে,
তোমাদের উভয়ের সুকোমল কর
একত্রে সংযোগ করি করিনু বন্ধন
পরিণয়-ডোরে। রাখিও স্মরণ করি
যুগে যুগে যেন এই পবিত্র সংযোগ
থাকে অশিথিল; তা' হলে বঙ্গ-মঙ্গল,
মম দীর্ঘ জীবনের তপস্যার ফল
হবে চিরকাল স্থায়ী। এত দিন দোহে
নির্লিপ্ত নিঃস্বার্থ ভাবে যে কাজ করিতে
কর নাই ক্রুটী কভু; জীবনের সুখ
অথবা দুঃখের মাঝে পড়িয়াও যাহা
হও নাই বিস্মরণ; যুগল মিলনে
দেখ যেন তাহাতে না হয় অবহেলা।
সম্মিলিত শক্তি অপ্রতিহত প্রভাবে
চলে যেন এক পথে একরূপ ভাবে।
সাধনা বঙ্গের হিত, সেই কার্য্য তরে
উৎসর্গিত তোমাদের দম্পতি জীবন,
এ কথাটী মনে যেন থাকে জাগরূক।

স্বদেশ-মঙ্গলকর সদ্ অনুষ্ঠান
তোমরা করিবে দোহে যেখানে যখন,
অদৃশ্যে থাকিয়া আমি করিব দর্শন।
একাগ্র মানসে কার্য্য করিতে করিতে
বিপদে যদ্যপি হও পতিত কখন,
"দাদা দাদা" বলি মোরে করিলে আহ্বান,
যেখানে থাকি না কেন আসিব ছুটিয়া।
চির-হুতাশ্বাসে দগ্ধ আমার এ প্রাণ
তোমাদের কর্ম্ম-রসে রহিবে জীবিত,
ভুঞ্জিবে অনন্ত শান্তি অন্তহীন কাল,
ভুলিও না এই কথা। সভাসদ্গণ!
বৃদ্ধের হৃদয়বৃন্ত-জাত দুটী ফুল,
প্রভূত আয়াসে যাহা লালিত পালিত
করিয়াছি এত দিন ধরি; সংরক্ষিতে,
সম্বর্দ্ধিতে যাহাদের সুষমা, সৌরভ
যথাসাধ্য করিয়াছি যত্ন নানাবিধ;
একত্রে বাঁধিয়া দোহে অচ্ছেদ্য বন্ধনে
বঙ্গদেশবাসী সব জন সাধারণে
প্রীতি-উপহার-রূপে করিনু অর্পণ;
যে মনে দিতেছি আমি তোমরা সে মনে
গ্রহণ করিলে আমি ভাবিব মানসে
আমার সকল শ্রম, উদ্যম, বাসনা
অভীষ্ট করেছে লাভ এ ভবসংসারে।
তোমাদের সন্নিধানে সানুনয়ে মম

অন্য এই নিবেদন :—বঙ্গানন্দ দেব,
দেবী যশোবতী অথবা অপর কেহ,
করুন যতই চেষ্টা জন্মভূমি তরে
ব্যক্তিগত ভিন্ন তাহা অন্য কিছু নয়।
সকলের সহায়তা উপরে যে কাজ
করিছে নির্ভর, দুই একজনে তার
কি করিতে পারে ? সমবেত শক্তি বিনা
এইরূপ কার্য্য নাহি হয় সম্পাদন।
সমানুপ্রাণতা, সহানুভূতি উভয়ে
পরাঙ্মুখ হয় যদি হেন অনুষ্ঠানে
সময়ে জীবনীশক্তি করিতে প্রদান,
কত দিন ব্যক্তিগত উদ্যম তাহাকে
সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হয় ভবে ?
সমষ্টি-সাহায্য বিনা লৌকিক উৎসাহ
স্বপদে দাঁড়াতে শক্ত হয় কতক্ষণ ?
সমানুপ্রাণতা, সহানুভূতি, একতা,
তিনে এক, একে তিন বিভিন্ন আকারে।
ইহারা অথবা ইহা থাকে যতদিন
উদার ধরম-নীতি-রসে সঞ্জীবিত
স্বদেশের অভ্যুদয় হয় বিবর্দ্ধিত।
ব্যক্তিগত বাসনার প্রতিকূলাচারী,
বলিয়া অপরে শত্রুশ্রেণী-ভুক্ত করা ;
সাম্প্রদায়িকতাজাত অনুদার ভাব,
বিশ্বজনীনতা ধ্বংশ যাহার পাবকে ;

দেশাচার, কুলাচার বিজ্ঞে যে সকলে,
জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ
বলিয়া করেন নিন্দা সকল সময়ে
ইহাদের’ পরে মহাশক্তি প্রদর্শন ;
ঈর্ষা, ঘৃণা, দ্বেষ আদি নীচবৃত্তি যত
যাহাদের স্পর্শ-মাত্রে মানব-হৃদয়
অতল নীচত্বে গর্ভে হয় নিপতিত ;
এ সকল অপগুণে বিদায় না দিলে,
সাম্প্রদায়িক একতা আপনার দেশে
কেহ না আনিতে পারে শত চেষ্টা করি।
হে সভ্যমণ্ডলি ! আজ প্রকাশ্য সভায়,
সকলের অভিমত জানিয়া প্রথমে
বান্ধিনু যে দুই জনে পবিত্র বন্ধনে,
করেছ সকলে তা’য় আনন্দ প্রকাশ।
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিয়া আধ্যাত্মজগতে
কর দৃষ্টিপাত। আমি ধর্ম্ম-অবতার,
ধর্ম্মবন্ধু নাম ; পাত্রের জনক যিনি,
ধর্ম্মবিদ্ নামে তিনি বিদিত জগতে।
যে কাজ করিবে, ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে
করিও তা’ সংস্থাপিত ; ধর্ম্মভিত্তি অর্থে
সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্ম্ম ব্যক্তিগত
ভাবি মনে মহাভ্রমে হয়ো না পতিত।
যাবতীয় ধর্ম্মমূল এক উপাদানে
হয়েছে গঠিত ; বিভিন্ন সময়ে নরে

দেশ, কাল, পাত্র সব বিবেচিয়া মনে
করিয়াছে প্রবর্ত্তিত ; সে মূল শাশ্বতে
সত্যভিত্তি মনে করি, তাহারি উপরে
কর কর্ম্ম সংস্থাপিত ; তা' হ'লে সে কাজ
হবে চিরস্থায়ী ; অন্যথায় পণ্ডশ্রম।
পাত্রী নিজে সত্যরূপ দেবের দুহিতা,
যশোবতী নাম। সত্যকর্ম্ম সদা নিত্য ;
তাহারই সম্পাদনে যশঃ লভে নরে।
মাতৃভূমি-বঙ্গদেশ-নিবাসী তোমরা ;
তোমরাই বঙ্গানন্দ, ধর্ম্মানুশাসন
পিতৃ-আজ্ঞা সম পাল, কর্ম্ম অনর্থক,
ভোজবাজী-ভেল্কি মত দেখিতে দেখিতে
শূন্যে মিলাইয়া যায় ; সার্থক যে কাজ,
সত্যের স্বরূপ বলি মানবে যাহাকে
করে ব্যাখ্যা, তাহাতেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি।
এই কার্য্য-সম্পাদন করিবার কালে
বিবিধ প্রকার বিঘ্ন নিরাশ্বাসে আনি
ধীরে ধীরে করে দুর্ব্বলতা উৎপাদন;
হরে উৎসাহের তেজ ; সে ঘোর সময়ে
সঞ্জীবনী দেবীকে ডাকিও "মা মা" রবে
দুর্ব্বলতা হবে দূর মনে পাবে বল।
সমাগত সভাগণ বঙ্গানন্দ সবে,
তোমাদের বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব যত
আগত বা অনাগত এ সভামণ্ডপে,

সকলেই বঙ্গানন্দ। ধর্ম্মানন্দ আজি
ধর্ম্মসাক্ষী করি, যশোবতী দেবী-হাত
তোমাদের হাতের সহিত প্রেমডোরে
করিল বন্ধন; অবিচ্ছিন্ন এ বন্ধন;
বিচ্ছিন্ন করো না ডোর, কিম্বা অপমান
করিও না দয়িতার মান্যার্হ পিতায়।
সাধনা-সিদ্ধির পথে দেখিলে বাধায়,
হতাশ্বাসে, নিরাশ্বাসে হয়ো না মগন।
বারম্বার বলিতেছি থাকে যেন মনে,
পিতা-ধর্ম্মবিদ-পদ স্মর অনুক্ষণ,
আশ্বাস পাইবে মনে; সন্তান-বৎসলা,
পতিগত-প্রাণা, সতী, দেবী সঞ্জীবনী
সাদরে করিয়া কোলে নিজ শক্তি দানে
নির্ব্বীর্য্য উৎসাহে করিবেন উদ্দীপিত।
যে কার্য্য করিতে যাবে ভুলো না কখন
বিশ্ব-নিয়ন্তায়, তাঁহার করুণা বিনা
সফলতা-লাভ-আশা, আকাশ-কুসুম।
যতই মানবগণ ধরুক শকতি
অসামান্য; বুদ্ধিবৃত্তি যতই প্রখর
হোক তাহাদের; কার্য্য-সম্পাদন-শক্তি
থাকুক সতেজ যত; দশা-বিপর্য্যয়
ঘটিবার সম্ভাবনা আছে পদে পদে;
মানবের ক্ষীণ দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে
পায় কদাচিৎ, হেন দশা ঘটে যবে

মানব তাহাতে পড়ি দিগ্বিদিক জ্ঞান
হারাইয়া ফেলে, বুঝে অসারতা নিজে।
ঘটনার স্রোত, কখন কি ভাবে চলে,
অতি সূক্ষ্মদর্শী যাঁরা তাঁহারাও তাহা
বহু পূর্ব্ব হতে নাহি পারেন নির্ণিতে,
গতিরোধ করা অতি সুদূরের কথা!
অসীম, অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
কত মহা মহাশক্তি করিছে বিরাজ,
চিন্তা করি নরে যদি দেখে একবার,
অকিঞ্চন কত যে সে পারে তা' বুঝিতে।
কিন্তু, হায়! মহামায়া-মুগ্ধ নরগণ,
কপোল-কল্পিত ধীশক্তির সিংহাসনে
আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়া আপনি
ক্ষুদ্র ভাবে অন্য সবে; পারে না বুঝিতে,
কিম্বা বুঝিয়াও চেষ্টা করে না জানিতে,
(আত্ম-অভিমানে যার জ্ঞানের দুয়ার
রেখেছে আবদ্ধ করি, কেমনে সে বুঝে!)
অপর মানব যারা আমাপেক্ষা বড়
ধীশক্তিতে কিম্বা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ গুণে,
আমারই অংশ তারা; ঐশ্বরিক গুণ
কেবল তাহাতে মাত্র অধিক উন্মেষ
করিয়াছে লাভ। এই মাত্র যায় দেখা,
ভীষণ বিপদ যবে ঘিরে আসি তারে,
করে পর্য্যুদস্ত তার অহম্মিকা জ্ঞানে;

যখন সে দুর্দ্দশার ঘোর মসীময়
জীমূতকলাপে দেখে মানস-আকাশ
আছে আবরিয়া, কোথাও আশার
ক্ষীণ জ্যোতিঃ নাহি পায় দেখিতে নয়নে ;
সেই ঘোর দুর্দ্দশা-সময়ে বিশ্বরাজে
পারে সে চিনিতে, যায় জড়ায়ে ধরিতে।
সসাগরা ধরামাঝে দেখ চারিদিকে,
কে আছে নাস্তিক হেন, যে জন জীবনে
ঈশ্বর-অস্তিত্ব-বাদে করেনি স্বীকার
কোন এক দিন ? ঘোর বিপত্তি সময়ে
যাঁহাকে ডাকিতে মন ধায় স্বভাবতঃ,
যাঁহাকে ডাকিয়া পাই শক্তি ও আশ্বাস ;
সম্পদ সময়ে কেন তাঁরে না ডাকিয়া
অন্তরের নির্ম্মলতা, হৃদয়ের বল,
পবিত্রতা-জাত-সুখ-শান্তি মানসিক
বিনষ্ট করিতে যাই ? ঈশ্বরের পূজা,
মানব-পূজার মাত্র উচ্চতম স্তর,
সর্ব্বোচ্চ সোপান, ইহা ভিন্ন কিছু নয়।
সকল মানবে শ্রদ্ধা সমান যথন,
ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা কর তাহা মনে।
অনন্ত অতলস্পর্শী ওই যে উদধি,
বীচিমালা যার বক্ষে তালে তালে তালে,
একত্রে মিলিত হয়ে বেড়াইছে নাচি,
আনন্দে বিভোর হয়ে এ উহার গায়ে

মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে অবিরত
ভুলিয়া আপন সত্তা ; আত্ম বিসর্জ্জনে
অপরের সত্তা-লাভ করিছে আপনি।
এস না আমরা সব নর-উর্ম্মি-মালা
বিশ্বপ্রেমপারাবার-বক্ষের উপরে
একে অন্যে মিশাইয়া নাচিয়া বেড়াই।
জীবনের এই প্রেম-পিয়াস প্রবল
নাই কোন্ মানবের ? এস, সবে, এস।
এ নব দম্পতি—বঙ্গানন্দ-যশোবতী,
তোমাদের হিত তরে, তোমাদের হাতে
করিলাম সমর্পণ : ইহাদের সঙ্গে
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে যাও পরি যোদ্ধৃবেশ.
সাজ বঙ্গবাসী বীর, স্বদেশ-হিতৈষী,
শুভ সাজে : পর ধর্ম্ম-বর্ম্ম অনশ্বরে,
ধৈর্য্য-ঢাল বাম হাতে : বাঁচাও স্বদেশ
শত্রুশর হতে : অকুতোভয়তা-অসি
ধর দৃঢ়ে বামেতরে ; নিপতিতা মাতা
কলুষ-খর্পরে, কর তাঁহাকে উদ্ধার।
কি ভয় ন্যায়সংগ্রামে ? করুণা-নিলয়
জগৎপাতায় ডাকি প্রবিশ আহবে।
সৎকার্য্যে প্রণোদিত হইলে হৃদয়
ঈশ্বরের অনুকম্পা মিলে অনায়াসে,
এ কথা স্মরণ করি সাধ নিজ কাজ।
সম্পাদিয়া এই কার্য্য একান্ত অন্তরে

আইস আমার কাছে ; সকলে মিলিয়া,
মাতৃনাম রসনায় গাইতে গাইতে
ঝাঁপ দেই ওই বিশ্ব-প্রেম-পারাবারে,
ঊর্ম্মিমালা মত তথা নাচিয়া নাচিয়া
বিশ্বেশ-মহিমা-শক্তি করিগে কীর্ত্তন।

ইতি বঙ্গানন্দ মহাকাব্যে মহাসম্মিলনং নাম
চতুর্ব্বিংশতিঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।